


প্রথম সংস্করণ :
মার্চ ১৯৫৯ ,

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

লেজার কম্পোজ :
এস. টি. লেজার ইউনিট, কলকাতা—৭৩

মুদ্রক : ফ্রেন্ডস্ গ্র্যাফিক
১১বি, বিডন রো, কলকাতা—৬

প্রাপ্তিস্থান— ॥ সাহিত্য তীর্থ ॥
৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—৭৩

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত
অলংকরণ : রাজা দত্ত .

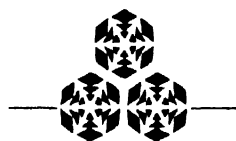


O. Henry

The Complete Short Stories Of

# O. HENRY

Edited and Translated by Manindra Dutta



# সূচীপত্র



সত্য রত্ন পেয়ে ধন্য, বিনিময়ে তার
কালি-কলমের ডালি নাও উপহার।

শ্রীমতী গীতা ভট্টাচার্য
অধ্যাপক শশাংক ভট্টাচার্য
কর-কমলে

# প্রসঙ্গ ও. হেনরি

ও. হেনরি—বলাই বাহুল্য—লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম ছিল উইলিয়াম সিডনি পোর্টার। জন্ম উত্তর ক্যারোলিনার গ্রীণবোরো-তে ১৮৬২ সালে। সেখানেই স্কুলের পাঠ এবং পরে কাকার ওষুধের দোকানে পাঁচ বছর শিক্ষানবীশ। ১৮৮২-তে তিনি টেক্সাস চলে যান। সেখানে "রোলিং স্টোন" নামে একটি পত্রিকা চালান এবং সেই সঙ্গে "হুস্টন ডেইলি পোস্ট"-এ নিয়মিত লেখালেখি করেন। একটা ব্যাংকে কিছুদিন গণকের কাজও করেন, আর সেখানেই একটা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। ব্যাংকের তহবিল তসরুফ ধরা পড়ে এবং পিটার আদালতে অভিযুক্ত হন। বন্ধুবৎসল জীবনীকাররা অবশ্য বলেন যে পিটার নির্দোষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ সেটা সমর্থন করে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পালিয়ে যান নিউ অর্লিয়েন্স-এ, এবং পরে হণ্ডুরাস-এ। ঐ সময় স্ত্রীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে তিনি ফিরে আসেন এবং পাঁচ বছরের কারাবাসে দণ্ডিত হয়ে "ওহিও ফেডারেল পেনিটেন্‌শিয়ারি"-তে ঢোকেন। অবশ্য সদ্ব্যবহারের সুবাদে তাঁকে সেই কারাবাসে কাটাতে হয়েছিল তিন বছরের কিছু বেশি সময়। আর পিটারের জীবনের এই অন্ধকার অধ্যায়ই তাঁর কাছে শাপে বর হয়ে দেখা দিল। তিনি পেনিটেন্‌শিয়ারি-তে ঢুকেছিলেন কয়েদি হয়ে, আর সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন একজন লেখক হয়ে। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল ওরিন হেনরি নামক একজন কাররক্ষীর সঙ্গে। সাহিত্য-জগতে প্রবেশের মুখে তিনি একটি ছদ্মনামের প্রয়োজন অনুভব করলেন। আর কাররক্ষীর নামটিই তিনি গ্রহণ করলেন। জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হলেন উইলিয়াম সিডনি পোর্টার; প্রবেশ করলেন আমেরিকার "প্রোজ-লরিয়েট"—নাকি রাজ-কথাশিল্পী—ও. হেনরি।

১৯০২-তে তিনি প্রথম নিউ ইয়র্ক শহরে পদার্পণ করেন এবং ও. হেনরি ছদ্মনামে তৎকালীন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির বান ডাকিয়ে দেন। তাঁর শক্তিশালী কলমের ঝর্ণাধারায় মার্কিন মুলুকের পাঠক-সাধারণের চকোর-চিত্ত অভিসিঞ্চিত হল। ১৯১০-এ

কঠিন যক্ষ্মারোগের আক্রমণে তিনি মাত্র আট চল্লিশ বছর বয়সে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন। মানহাট্টান দ্বীপের "রাজ-কথাশিল্পী" রূপেই ও. হেনরি আজও অম্লান গৌরবে বিশ্ববাসীর অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সহৃদয় পাঠক সহজেই আবিষ্কার করতে পারবেন যে এই অনুবাদ-গ্রন্থে সংকলিত গল্পের একটা বড় অংশই লেখা হয়েছিল নিউ ইয়র্ক শহরের পটভূমিকায়। এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। আক্ষরিক অর্থেই ও. হেনরি ছিলেন নিউ ইয়র্ক-এরই সন্তান। ঈস্ট রিভার ও হাডসন নদীর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূখণ্ডটিই ছিল তাঁর অন্তরের একান্ত বিচরণস্থল। তাই তো মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও তাঁর কণ্ঠে সর্বশেষ ধ্বনিত হয়েছিল: "সব পর্দা তুলে দাও, যাতে নিউ ইয়র্ককে আমি শেষ-দেখা দেখে যেতে পারি। অন্ধকারে আমি নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে চাই না।"

## গ্রন্থ-পঞ্জী

ও. হেনরির প্রথম গল্পের বই "Cabbages and Kings" প্রকাশিত হয় ১৯০৪-এ। ল্যাটিন আমেরিকার দুঃসাহসিক অভিযান ও বিপ্লবকে কেন্দ্র করে রচিত এই কাহিনী-সংকলন মার্কিন পাঠকদের মনে কোন রকম আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারল না। ও. হেনরির কপালেও জুটল না সাহিত্য-খ্যাতি। দুই বছর পরে ১৯০৬-এ প্রকাশিত হল "চল্লিশ লক্ষ মানুষের শহর" (The Four Million)। সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতির তিলক আঁকা পড়ল ও. হেনরির ললাটে। ঐ গ্রন্থে ছাপা হল ও. হেনরির লেখা নিউ ইয়র্ক-কেন্দ্রিক কয়েকটি সেরা ছোট গল্প। তাছাড়া, গল্পের শেষে যে বিস্ময়কর "মোচড়" একটা অপ্রত্যাশিত ব্যঞ্জনায় গল্পটিকে নতুন রূপে ঝলসিত করে তোলে, তারই উজ্জ্বল উপস্থিতিতে গল্প-পাঠকদের মনকে নতুন করে চঞ্চল করে তুলল। অধীর আগ্রহে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন ও. হেনরির নতুন প্রকাশনার জন্য।

১৯০৭-এ প্রকাশিত হল "সাজানো সেঁজুতি" (The Trimmed Lamp); এক বছর পরেই প্রকাশিত হল "মহানগরের কণ্ঠস্বর" (The Voice of the City) জনপ্রিয়তার উত্তাল ঢেউ "The Four Million"-কেও ছাড়িয়ে গেল। ১৯০৯-এ প্রকাশিত হল আরও দু'টি গল্পগ্রন্থ—"নিয়তির পথ" (Roads of Destiny) ও "জীবন-জুয়া" (Options); ১৯১০-এ আরও দু'খানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হল "Whirligigs" এবং "Strictly Business" সেই বছরই ও. হেনরির কলম চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

তাঁর মৃত্যুর পরে আর তিনটি গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "Sixes and Sevens" (১৯১১) "Rolling Stones" (১৯১২) এবং"Waifs and Strays" (১৯১৭) তারপরেই তাঁর সমস্ত রচনাকে একসঙ্গে গ্রথিত করে প্রকাশিত হয় একখানি "ও. হেনরি গল্পসমগ্র" গ্রন্থ। সে গ্রন্থের বিক্রি আজও অপ্রতিহতগতি।

ও. হেনরি দীর্ঘজীবী হোন!

—শ্রী মণীন্দ্র দত্ত

# চল্লিশ লক্ষ মানুষের শহর

১৯০৬

The Four Million

## শ্রেষ্ঠ উপহার

The gift of the Magi

এক ডলার সাতাশি সেন্ট। সর্বসাকুল্য এইমাত্র। তার মধ্যে ষাট সেন্ট ছিল পেনিতে। ...নিগুলো জমানো হয়েছে একটা-দুটো করে, মুদি, সব্জিওলা ও কসাইয়ের সঙ্গে ...-কষাকষি করে। আর সেই দর-কষাকষির ঠেলায় হাড়-কঞ্জুষ বলে তার নামে ...টি পড়ে গিয়েছিল। ডেলা পরপর তিনবার গুণল। এক ডলার ও সাতাশি সেন্ট। ...র পরদিনই বড়দিনের পর্ব।

... নোংরা ছোট কোচটাতে বসে পড়ে হায়-হায় করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। অতএব ডেলাও তাই করতে লাগল। আর তা থেকেই তার মনে এই নীতিবোধ জাগল যে দীর্ঘশ্বাস, কপাল চাপড়ানো আর হাসি নিয়েই জীবন, এবং এই তিনের মধ্যে কপাল চাপড়ানোর ভূমিকাটাই বড়।

গৃহকর্ত্রী যতক্ষণ একটু একটু করে একতলা থেকে দোতলায় উঠছে ততক্ষণে বাড়িটার দিকে একবার তাকানো যাক। সপ্তাহে ৮ ডলার ভাড়ার একটা সুসজ্জিত ...্যাট। ঠিক আহামরি কিছু নয়, কিন্তু ভিখারিদের মুখে-মুখে ওই কথাটাই চালু হয়ে ...য়েছিল।

নিচের দেউড়িতে একটা চিঠির বাক্স ছিল, কিন্তু তার মধ্যে কোন চিঠি পড়ত ...,  আর ছিল একটা বৈদ্যুতিক বোতাম যেটাকে টিপে শব্দ বের করা কোন মানুষের ... নয়। আর সেই বাক্সেই ছিল একখানা কার্ড; তাতে নাম লেখা "মিঃ জেম্স্ ডিলিংহ্যাম ইয়ং।"

আগেকার রমরমার দিনে ফ্ল্যাটের দখলদার যখন সপ্তাহে ৩০ ডলার বেতন পেত ...খন "ডিলিংহ্যাম" শব্দটা বাতাসে উড়ত। এখন তার আয় নেমে গেছে ২০ ডলারে ...আর তাই হয়তো "ডিলিংহ্যাম"-এর অক্ষরগুলোও আবছা হয়ে গেছে; দেখে মনে ...য় অক্ষরগুলো বুঝি ছোট হতে হতে কেবল মাত্র "ডি"তেই পরিণত হবে। কিন্তু মিঃ জেম্স্ ডিলিংহ্যাম ইয়ং যখনই বাড়িতে আসে এবং উপরে তার ফ্ল্যাটে উঠে যায় তখন তাকে ডাকা হয় "জিম" বলে আর পূর্বেই ডেলা নামে যার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়েছে সেই মিসেস জেম্স্ ডিলিংহ্যাম ইয়ং তাকে কত আদর করে জড়িয়ে ধরে! এ পর্যন্ত সব কিছুই ভাল।

ডেলার কান্না থামল; পাউডার দিয়ে সে গালের পরিচর্যায় মন দিল। তারপর জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে চোখ পড়তেই দেখতে পেল ধূসর রংয়ের খিড়কির ধূসর দেয়ালের উপর দিয়ে একটা ধূসর বিড়াল হেঁটে বেড়াচ্ছে। আগামী কাল বড়দিনের পরব, আর জিমের জন্য একটা উপহার কিনতে তার হাতে আছে মাত্র ১.৮৭ ডলার। মাসের পর মাস একটা একটা করে পেনি জমিয়ে এই তো হয়েছে তার নিট ফল। সপ্তাহে বিশ ডলার নিয়ে এর বেশি কীই বা কর ব্যয়ের অংক হিসাবের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সব সময়ই তাই যায়। জিমের জ তার আদরের জিমের জন্য একটা উপহার কিনতে হবে মাত্র ১.৮৭ ডলারে। অনে সুখের মুহূর্তে তার জন্য একটা ভাল কিছু কেনার স্বপ্ন সে দেখেছে। একটি রুচিসম্মত দুষ্প্রাপ্য, খাঁটি কিছু—এমন কোন জিনিস যা জিমের মত মানুষের কাছে যোগ্য ব বিবেচিত হতে পারে।

ঘরের দুটো জানালার মাঝখানে একটা আয়না ছিল। হয়তো ৮ ডলারের ফ্ল্যা সে ধরনের আয়না আপনারাও দেখেছেন। একজন অত্যন্ত কৃশকায় চটপটে মা লম্বালম্বিভাবে অতিদ্রুত পর পর নিজের প্রতিবিম্বকে সেই আয়নায় প্রতিফলিত দেখে নিজের চেহারা সম্পর্কে একটা মোটামুটি সঠিক ধারণা করে নিতে পারে। ডেল চেহারাটা একহারা হওয়ায় এই কৌশলটা সে ভালভাবেই আয়ত্ত করেছে।

হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো ঝকঝক করছে, কিন্তু বিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই তার মুখের সব রং যেন উবে গেছে। অতি দ্রুত সে মাথার চুল খুলে পুরোপুরি এলিয়ে দিল।

এদিকে জেম্‌স্‌ ডিলিংহ্যাম ইয়ং দম্পতির এমন দুটি জিনিস ছিল যা নিয়ে তাদের গর্বের অবধি ছিল না। তার একটি হল জিমের সোনার ঘড়ি যেটা সে পেয়েছিল তার বাবা ও ঠাকুর্দার কাছ থেকে। অপরটি হল ডেলার কেশরাশি। শেবার রাণী যদি বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটে বাস করতেন তাহলে ডেলা হয়তো যে কোন দিন সেই মহারাণীর হীরে-জহরত ও নানা উপহার সামগ্রীর জেল্লাকে ম্লান করে দিতে নিজের মাথার চুলকে শুকোতে জানালায় মেলে ধরত। রাজা সলোমন যদি দ্বাররক্ষী হ তার সব ধন-দৌলত নিচতলায় থরে থরে সাজিয়ে রাখতেন, তাহলে জিম হয়তো যতবার সেখান দিয়ে যাতায়াত করত ততবারই ঘড়িটা তার সামনে তুলে ধরত যাতে তিনি ঈর্ষায় জ্বলে নিজের দাড়ি কামড়াতে শুরু করতেন।

ডেলার সুন্দর কেশরাশি বাদামী জলধারার মত ঢেউ তুলে ঝিলমিল করে তা সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ত। আজানুলম্বিত সেই চুলের রাশি বুঝি তার একটি অনন প্রসাধনই হয়ে উঠত। আর তারপরেই লজ্জায় শিহরিত হয়ে তাড়াতাড়ি খোলা চুলের রাশি বেঁধে ফেলত। একবার সে এক মিনিটের জন্য কেমন যেন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আর চোখের দু'-একটি অশ্রুবিন্দু পুরনো লাল কার্পেটের উপর পড়ে চক্‌চক্‌ করছিল।

পুরনো বাদামী জ্যাকেটটা তার গায়ে উঠল; মাথায় উঠল পুরনো বাদামী টুপিটা। ঘাঘরার ভাঁজগুলোকে নাচাতে নাচাতে দুই চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলিয়ে সে ফুরুৎ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে একেবারে রাজপথে পা ফেলল।

যেখানে সে থামল সেখানে সাইনবোর্ডে লেখা: "মাদাম সফ্রোনি। কেশপ্রসাধনের সব রকম জিনিস পাওয়া যায়।" ডেলা ছুটতে ছুটতে দোতলায় উঠে গেল; হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিল। বিশালবপু, বড় বেশী সাদা ও উদাসীন চেহারার মাদামটি দেখতে মোটেই ফুলের মত নয়।

"আপনি কি আমার চুলটা কিনবেন?" ডেলা জানতে চাইল।

"আমি চুল কিনে থাকি," মাদাম বলল। "আপনার টুপিটা খুলে ফেলুন; আপনার চুলটা একবার দেখতে দিন।"

বাদামী চুলের ঢাল ঢেউ খেলিয়ে নেমে এল।

হিসাবী হাতে এক গোছা চুল তুলে ধরে মাদাম বলল, "বিশ ডলার।"

"টাকাটা তাড়াতাড়ি চাই," ডেলা বলল।

ওঃ, পরবর্তী দুটো ঘণ্টা যেন গোলাপি পাখা মেলে উড়ে গেল। জিমের জন্য উপহারের খোঁজে সে নানা দোকান তোলপাড় করে ফেলল।

শেষ পর্যন্ত বস্তুটি মিলল। নির্ঘাৎ জিমের জন্যই সেটা বানানো হয়েছিল, অন্য কারও জন্য নয়। সবগুলি দোকান সে আগাপাশতলা খুঁজেছে, এ রকম জিনিস আর একটাও চোখে পড়ে নি। একটা প্ল্যাটিনামের ঘড়ির চেন, নক্সাটা সাদাসিদে ও রুচিপূর্ণ, বাহ্যিক চাকচিক্যময় অলংকরণে নয়, আসল বস্তুটাতেই তার দাম বোঝা যায়—সব ভাল জিনিসের তো সেই রকম হওয়াই উচিত। যেমন ঘড়ি তার তেমনই চেন। চেনটা দেখামাত্রই ডেলার মনে হল যে জিমের এটা অবশ্যই চাই। এটা যে জিমেরই মত। শান্ত ও মূল্যবান—এই অভিধা দুইয়ের প্রতিই সমান প্রযোজ্য। এটার জন্য তারা দাম নিল একুশ ডলার; বাকি ৮৭ সেণ্ট হাতে নিয়ে সে দ্রুত বাড়ি ফিরল। ঘড়িতে এই চেনটা লাগিয়ে জিম নির্ঘাৎ যে কোন লোকের সামনেই বার বার সময়টা দেখতে উদ্‌গ্রীব হবে। ঘড়িটা খুবই সুন্দর বলেই চেনের বদলে একটা পুরনো চামড়ার ব্যাণ্ড ব্যবহার করত, সে প্রায়শই ঘড়িটা বের করে সময় দেখতে লজ্জা পেত।

বাড়িতে ফিরে ডেলার মনে আনন্দের উন্মাদনাকে ছাপিয়ে কিছুটা বিচক্ষণতা ও সুবুদ্ধি জাগল। চুল কোঁকড়ানোর যন্ত্রটা বের করে গ্যাসটা জ্বালাল। উদারতা ও ভালবাসার যুগ্ম প্রভাবে তার চুলের যে ধ্বংস সাধিত হয়েছে তাকে মেরামত করার কাজে লেগে গেল। প্রিয় বন্ধুগণ, কাজটা বড়ই কঠিন—একটা বিশাল কাজ।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ছোট ছোট ঘন কালো কোঁকড়া চুলে তার মাথাটা ঢেকে গেল—তাকে দেখে মনে হতে লাগল ঠিক যেন একটি স্কুল-পালানো ছেলে। দীর্ঘ সময় আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে সূক্ষ্ম, সতর্ক দৃষ্টিতে সে নিজের প্রতিচ্ছবিকে দেখতে লাগল।

নিজেকেই বলতে লাগল, "জিম যদি দ্বিতীয়বার আমার দিকে তাকাবার আগেই আমাকে খুন করে না ফেলে তাহলে সে বলে উঠবে যে আমাকে কোনি দ্বীপের সমবেত নৃত্যরতা একটি মেয়ের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু হায়! এক ডলার সাতাশি সেন্ট হাতে নিয়ে আমি কি করতে পারতাম—কি করতে পারতাম?"

সাতটা বাজতেই কফি তৈরি হয়ে গেল; ভাজার কড়াইটাকে গরম্ স্টোভের উপরে রাখা হল যাতে চপগুলোকে তাড়াতাড়ি ভেজে দেওয়া যায়।

জিম কখনও দেরি করে না। চেনটাকে ভাঁজ করে হাতে নিয়ে ডেলা দরজার কাছে টেবিলের একটা কোণে গিয়ে বসল। সেই দরজা দিয়েই জিম সব সময় বাড়িতে ঢোকে। তখনই নিচের সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ কানে এল। মুহূর্তের জন্য ডেলা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দৈনন্দিন জীবনের যে কোন সাধারণ কাজের সময়ই নীরবে একটুখানি প্রার্থনা করা তার স্বভাব; এখনও সে অস্ফুটস্বরে বলল: "হে ঈশ্বর, দয়া করে এইটুকু কর যাতে ও ভাবে যে আমি এখনও বেশ সুন্দরী রয়েছি।"

দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে জিম দরজাটা বন্ধ করে দিল। তাকে খুব শুকনো ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বেচারি! মাত্র বাইশ বছর বয়সেই তার মাথায় একটা সংসারের বোঝা চেপেছে! তার একটা নতুন ওভারকোট দরকার; হাতে দুটো দস্তানাও নেই।

ঘরের ভিতর পা ফেলেই জিম যেন ভারুই পাখির গন্ধ-পাওয়া শিকারী কুকুরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দুই চোখ ডেলার উপর স্থিরনিবদ্ধ; তাতে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে যার অর্থ বুঝতে না পেরে ডেলা খুব ভয় পেয়ে গেল। সে দৃষ্টিতে রাগ নয়, বিস্ময় নয়, আপত্তি নয়, আতংক নয়, এমন কোন অনুভূতিরই প্রকাশ ছিল না যার জন্য ডেলা প্রস্তুত ছিল না। সারা মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটিয়ে জিম স্থিরদৃষ্টিতে ডেলার দিকে কেবল তাকিয়ে রইল।

নিজের শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে ডেলা টেবিল থেকে উঠে জিমের দিকে এগিয়ে গেল।

চীৎকার করে বলল, "জিম সোনা, ও রকম করে আমার দিকে তাকিও না। বাধ্য হয়েই মাথার চুল কেটে আমি বিক্রি করছি, কারণ তোমাকে একটা উপহার কিনে দিতে না পারলে আমি কিছুতেই বড় দিনের পরব পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম না। তুমি কিছু মনে করো না, চুল তো আবার গজিয়ে উঠবে—কি বল? এ কাজ না করে আমার উপায় ছিল না। আমার চুল তো ভয়ংকর তাড়াতাড়ি বাড়ে। জিম, একবার বল 'সুখের বড়দিন!' আমরা সুখের সাগরে ডুব দিই। তুমি জান না কী চমৎকার—কত সুন্দর একটা উপহার তোমার জন্য এনেছি।"

প্রাণপণ চেষ্টা করেও যেন এই বাস্তব সত্যটাকে সে এখনও বুঝতে পারছে না এই রকম ভাবেই জিম অনেক চেষ্টা করে প্রশ্ন করল, "তোমার সব চুল তুমি কেটে ফেলেছ?"

ডেলা বলল, "কেটে ফেলেছি এবং বেচে দিয়েছি। তাই বলে তুমি কি আমাকে আগের মতই ভালবাস না? চুল থাক আর নাই থাক, আমি তো আমিই আছি। তাই নয় কি?"

জিম অদ্ভুতভাবে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে প্রায় বোকার মত বলে উঠল, "তুমি বলছ তোমার সব চুল গেছে?"

ডেলা বলল, "খুঁজে কোন ফল হবে না। আমি বলছি, চুল আমি বেচে দিয়েছি—সে চুল কোথাও নেই। আজ যে প্রাক-বড়দিনের সন্ধ্যা রে বাবা। তুমি আমার প্রতি সদয় হও, কারণ তোমার জন্যই চুলটা গেছে।" তারপরই হঠাৎ একটা গম্ভীর মধুর গলায় সে বলল, "হয় তো আমার মাথার চুল কমেই গিয়েছিল, কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসার পরিমাপ তো কেউ কোন দিন করতে পারবে না। চপগুলো কি গরম করব জিম?"

এতক্ষণে জিম তার আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে জেগে উঠল। দুই বাহু দিয়ে ডেলাকে জড়িয়ে ধরল। দশ সেকেন্ডের জন্য আসুন আমরা অন্যদিকে কিছু অতি সাধারণ বিষয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টিপাত করি। সপ্তাহে আট ডলার অথবা বছরে দশ লক্ষ ডলার—দুইয়ের মধ্যে তফাৎটা কি? একজন গণিতবিদ অথবা বুদ্ধিমান মানুষ আপনাকে ভুল উত্তরটাই দেবে। প্রাচ্য দেশীয় বুধগণ বহুমূল্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সেটা তাদের নিজেদের জন্য নয়। এই অস্পষ্ট উক্তিটার উপর পরে আলোকপাত করা হবে।

জিম তার ওভারকোটের পকেট থেকে একটা মোড়ক বের করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। বলল, "তুমিও আমাকে ভুল বুঝো না ডেল। যে মেয়েকে আমি ভালবাসি তার জন্য চুল কেটে ফেলা বা দাড়ি কামানো বা চুলে শ্যাম্পু করাটা কোন রকম বাধা হয়েই দাঁড়াতে পারে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু এই মোড়কটা খুললেই তুমি বুঝতে পারবে কেন একটু আগেই আমি এতটা ভেঙে পড়েছিলাম।"

সাদা আঙুলগুলি অতি দ্রুত মোড়কের সুতো ও কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপরেই আনন্দের এক উচ্ছ্বসিত উল্লাস; আর পরমুহূর্তেই হায়! মূর্ছাপন্নের মত উদ্বেলিত কান্না ও আর্তনাদে নারীসুলভ দ্রুত পরিবর্তন। ফলে ফ্ল্যাটের মালিকের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে সান্ত্বনাপ্রদান।

টেবিলে ছড়িয়ে আছে বিশেষ ধরনের কয়েকটা চিরুনি—মাথার পাশে ও পিছনে ব্যবহারযোগ্য এক সেট চিরুনি যেগুলিকে ব্রডওয়ে-র জানালায় সাজানো দেখে ডেলা দীর্ঘ দিন ধরে পূজা করে আসছে। চিরুনিগুলো সুন্দর, খাঁটি কাছিমের খোলা দিয়ে তৈরি, হীরে-মুক্তো দিয়ে বেড় দেওয়া—যে সুন্দর চুলের রাশি উধাও হয়ে গেছে তাতে পরবার মতই বটে। ডেলা জানত চিরুনিগুলি খুবই দামী; মনে মনে সে একান্তভাবেই চিরুনিগুলো চেয়েছে, কিন্তু সেগুলি পাবে এমন আশা সে কোনদিনই করে নি। আর এখন, সেই চিরুনি তার হাতের মুঠোয় এসেছে, কিন্তু যে বিনুনীতে সেই আকাংখিত অলংকার শোভা পেতে পারত সেগুলিই যে হারিয়ে গেছে।

তবু সে চিরুনিগুলিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর কোনরকমে জলে-ভেজা চোখ দুটি তুলে ঈষৎ হেসে বলল: "আমার চুল খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে জিম!"

আর তারপরেই ডেলা আগুনে ঝলসানো বিড়ালের মত "ওঃ, ওঃ" বলে কেঁদে
।।

জিম তখনও তার সুন্দর উপহারটি দেখে নি। সাগ্রহে সেটাকে নিজের খোলা মুঠির উপর রেখে ডেলা তার দিকে মেলে ধরল। মনে হল, অনুজ্জ্বল মূল্যবান ধাতুটি বুঝি ডেলার উজ্জ্বল ও ঐকান্তিকতার রংয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"এটা খুবই সুন্দর দেখতে, তাই না জিম? এটাকে খুঁজে পেতে আমি সারা শহর চষে ফেলেছি। এখন তো তুমি দিনে একশ' বার ঘড়ি দেখতে চাইবে। তোমার ঘড়িটা দাও তো, আমি দেখতে চাই এই চেনটা পরলে সেটাকে কেমন দেখায়।"

তার কথামত কাজ করার পরিবর্তে জিম ধপাস্ করে কোচে বসে পড়ল। মাথার পিছনে দুই হাত রেখে মৃদু হাসল।

বলল, "ডেল, আমাদের বড়দিনের উপহার দুটি এখনকার মত তুলে রাখা যাক। এগুলি এত বেশি সুন্দর যে এখনই পরা ঠিক হবে না। তোমার চিরুনি কেনার টাকা জোগাড় করতে আমিও ঘড়িটা বেচে দিয়েছি। আচ্ছা, এবার চপগুলো স্টোভে চাপালে কেমন হয়।"

আপনারা জানেন, যে প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণ জাবনার গামলায় শায়িত শিশুটির জন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন জ্ঞানী লোক—আশ্চর্য রকমের জ্ঞানী। বড়দিনের উপহার দেবার কলা-কৌশলটা তাঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা জ্ঞানী ছিলেন বলেই তাঁদের উপহারগুলিও নিঃসন্দেহে সুনির্বাচিত ছিল; সম্ভবত একই উপহার দুটো হয়ে গেলে বদল করার সুবিধাটাও ছিল। আর এখানে আমি অপটু হাতে একটা ফ্ল্যাটের এমন দুটি নির্বোধ ছেলেমেয়ের অতি সাধারণ বিবরণ পেশ করলাম যারা অত্যন্ত নির্বোধের মত পরস্পরের জন্য বিসর্জন দিল তাদের বাড়ির সবচাইতে মূল্যবান দুটি সম্পদ। কিন্তু আজকালকার দিনের জ্ঞানীদের প্রতি শেষ কথা হিসাবে আমি বলতে চাই যে যারা যে উপহারই দিন এই দুটি উপহারই ছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানসমৃদ্ধ। যারাই উপহার দেয় বা নেয়, তার মধ্যে তাদের দু'জনের মত মানুষরাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। সর্বত্রই তারা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তারাই প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিত।

# পানশালার বিশ্ব-নাগরিক

## A Cosmopolite in a Cafe

মাঝরাতেও কফির দোকানটাতে বেশ ভিড় ছিল। যে ছোট টেবিলটাতে আমি বসেছিলাম ভাগ্যক্রমেই সেটার দিকে নবাগতদের চোখ পড়ে নি; দুটো খালি চেয়ার যেন অর্থকরী আতিথেয়তায় হাত বাড়িয়ে পৃষ্ঠপোষকদের স্রোতকে সেই দিকেই ডাকছিল।

আর তখনই জনৈক বিশ্ব-নাগরিক ঐ দুটো চেয়ারের একটায় এসে বসল দেখে আমি খুশিই হলাম, কারণ আমার একটা মতবাদ আছে যে আদমের কাল থেকে

সত্যিকারের কোন বিশ্ব-নাগরিক জন্মগ্রহণ করে নি। তাদের কথা আমরা শুনতে পাই, অনেকের গায়ে বিদেশী লেবেলও আঁটা দেখি, কিন্তু যাদের দর্শন পাই তারা ভ্রমণকারী, বিশ্ব-নাগরিক নয়।

আপনিই দৃশ্যটার বিচার করুন—শ্বেতপাথরের টেবিল, দেয়াল-সংলগ্ন সারিসারি চামড়ার গদি-আঁটা আসন। হাসিখুশি মানুষ, অর্ধবাসপরিহিতা মহিলার দল, সমবেত গলায় রুটি, অর্থনীতি, প্রাচুর্য বা কলা সম্পর্কে আলোচনা ; অক্লান্ত পরিশ্রমী উৎকোচপ্রিয় পরিচারকের দল, গীতিকারদের বিনষ্টিসাধক সর্বজন মনোরঞ্জনকর সঙ্গীত পরিবেশন ; কথা ও হাসির হুল্লোড়—আর, আপনার যদি রুচি থাকে তো লম্বা গ্লাসে পরিবেশিত উর্জবার্জারেও ঠোঁট ভেজাতে পারেন। মৌচ চুংক থেকে আগত জনৈক ভাস্কর আমাকে বলেছিলেন যে দৃশ্যটি প্রকৃতই প্যারিসসুলভ।

বিশ্ব-নাগরিকটির নাম ই. রাশমোর কগ্‌লান ; পরবর্তী গ্রীষ্মকাল থেকে কনি দ্বীপে তার গলা শোনা যাবে। সেখানে তিনি একটি নতুন "আকর্ষণ" প্রতিষ্ঠা করবেন বলে আমাকে জানালেন ; রাজকীয় সব ব্যবস্থা সেখানে করা হবে। তারপরই তার কথার চাকা ঘুরতে লাগল। বলতে গেলে তিনি যেন অতিপরিচয়জনিত অবহেলার সঙ্গে এই বিরাট, গোলাকার পৃথিবীটাকে হাতের মধ্যে পুরে নিলেন। অশ্রদ্ধার সঙ্গে বিষুবরেখা-অঞ্চল সম্পর্কে কথা বলেই তিনি এক মহাদেশ থেকে লাফ দিয়ে অন্য মহাদেশে চলে গেলেন, ভূমণ্ডলের সবগুলি অঞ্চল নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেন, মহাসাগরগুলোকে তো তোয়ালে দিয়েই ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন। একবার হাত ঘুরিয়েই হায়দ্রাবাদের একটা বিশেষ বাজারের কথা শেষ করলেন। হু-উ-স্। আপনাকে নিয়ে তুললেন ল্যাপল্যান্ডের স্কীর উপর। শো-ও-ও! এবার আপনি সওয়ার হলেন কিয়েলাইকাহিকির সাগর-তরঙ্গের উত্তাল পিঠের উপর। জল্‌দি! তিনি আপনাকে টেনে নিয়ে চললেন আর্কান্সাস-এর জলাভূমির ভিতর দিয়ে এবং ইডাহো পশু-খামারের ক্ষার প্রান্তরে মুহূর্তের জন্য আপনাকে একটু শুকিয়ে নিয়ে ভোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে আপনাকে হাজির করলেন ভিয়েনার বড় বড় ডিউকদের সমাজে। যখন তখন তিনি আপনাকে শোনাবেন কেমন করে শিকাগোর হ্রদের বাতাসে তার সর্দি হয়েছিল আর বুয়েনস্ আয়ার্সে বুড়ি এস্কামিলা চুচুলা বীজের গরম কাথ্ খাইয়ে আপনাকে সারিয়ে তুলেছিল। "ই. রাশমোর কগ্‌লান, এস্কোয়ার, পৃথিবী, সৌরমণ্ডল, মহাবিশ্ব" এই ঠিকানায় চিঠি লিখে ডাকে ফেলে দিন আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুন যে সে-চিঠি তার হাতে যথাসময়ে পৌঁছে যাবে।

আমি নিশ্চিত হলাম যে আদমের পরে এই প্রথম একজন সত্যিকারের বিশ্ব-নাগরিকের দেখা পেলাম। আর ভয়ে ভয়ে তার এই বিশ্ব-ভ্রমণের বৃত্তান্ত মন দিয়ে শুনলাম, পাছে তার বিবরণে এক মামুলি বিশ্ব-পথিকের স্থানীয় সুরটা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু তার মন্তব্যগুলিতে কখনও দায়সারা ভাব অথবা আস্থার অভাব দেখা গেল না ; তাকে মনে হল বাতাস অথবা মাধ্যাকর্ষণের মতই নগর, দেশ এবং মহাদেশের প্রতি সমান নিরপেক্ষ।

ই. রাশমোর কগ্‌লান যখন এই ক্ষুদ্র গ্রহটি সম্পর্কে অবিরাম বকে যেতে লাগলেন তখন খুশি মনে আমি ভাবতে লাগলাম আর একজন বিশ্বনাগরিকসম মহাপুরুষের কথা যিনি সমস্ত জগতের জন্য লিখলেও বোম্বাইয়ের প্রতি ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, পৃথিবীর শহরে-শহরে একটা গর্ববোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছেই, আর "সেই সব শহরে যারা বড় হয়ে ওঠে তারা যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ালেও শিশু যেমন মায়ের আঁচল ধরে থাকে তেমনই তারাও নিজ নিজ শহরকেই আকড়ে ধরে থাকে।" আর যখনই তারা কোন "অজ্ঞাত কলরবমুখর রাস্তা" ধরে হাঁটে তখনই তাদের মনে পড়ে যায় নিজের "একান্ত বিশ্বস্ত, নির্বোধ, প্রিয়" শহরটির কথা এবং "সেই নামটিকে উচ্চারণ করলেই যেন তাদের মোক্ষলাভ ঘটে"। আমি খুশি হলাম কারণ মিঃ কিপ্‌লিংকে তার অজান্তেই আমি যেন ধরে ফেলেছিলাম। তার মধ্যে আমি দেখেছিলাম এমন একটি মানুষকে যাকে মাটি দিয়ে গড়া হয় নি; জন্মভূমি বা দেশের জন্য কোন সংকীর্ণ গর্ব বোধ তার ছিল না; আর তাকে যদি গুণকীর্তন করতেই হয় তাহলে তিনি সেই কাজটি করবেন গোলাকার সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ে, মঙ্গল ও চন্দ্রের অধিবাসীদের বিপক্ষ হিসাবে।

আমাদের টেবিলের তৃতীয় কোণে বসেই ই. রাশমোর কগ্‌লানের মুখ থেকে এই সব বাক্য-নির্ঝর উৎসারিত হতে লাগল। কগ্‌লান যখন সাইবেরিয়ার রেলপথের ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ আমাকে শোনাচ্ছিলেন ততক্ষণে অর্কেস্ট্রার বাজনা একটা জগাখিঁচুড়ির পর্যায়ে উঠে গেছে; সব কিছুকে ছাপিয়ে কানে বাজছে প্রতিটি টেবিল থেকে ভেসে-আসা করতালির শব্দ।

অবশ্য একটা পুরো অনুচ্ছেদ জুড়েও একথা বলা যায় যে এই রকম একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য নিউ ইয়র্ক শহরের প্রতিটি পানশালায় প্রতিটি সন্ধ্যায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এ রকমটা কেন ঘটে সে সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কেউ সাত-তাড়াতাড়ি বলে দেন, রাত হলেই শহরের দক্ষিণীরা পানশালায় এসে ভিড় জমায়। উত্তরাঞ্চলের শহরেও কেন এই একই হট্টগোল শোনা যায় সেটা একটা সমস্যা বটে, তবে সে সমস্যাও সমাধানের অতীত নয়। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ, অনেক বছর ধরে টাঁকশালের উদারতা ও তরমুজ-ফসলের বাড় বাড়ন্ত, নিউ অর্লিয়ান্সের ঘোড়দৌড়ের মাঠে কয়েকটি বড় ধরনের জিত এবং উত্তর ক্যারোলিনা সমাজের হর্তাকর্তা ইণ্ডিয়ানা ও কান্‌সাসের নাগরিকবৃন্দ আয়োজিত বড় মাপের কয়েকটি ভোজসভা—এই সব কিছু মিলে মানহাট্টানে এখন দক্ষিণ অঞ্চলই "গুরু" হয়ে উঠেছে।

অর্কেস্ট্রার বাজনা যখন চরমে উঠেছে সেই সময় একটি কালো-চুল যুবক লাফ দিয়ে উঠে মস্‌বি গেরিলার মত হুংকার দিতে দিতে মাথার টুপিটাকে পাগলের মত নাচাতে শুরু করল। তারপর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে পা ফেলে আমাদের টেবিলের ফাঁকা চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে সিগারেট বের করল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ায় তখন ভিড় কমতে শুরু করেছে। আমাদের মধ্যে একজন তিনটে "উর্জবার্জার"-এর অর্ডার দিল; কালো-চুল যুবকটি হেসে মাথা নেড়ে নিজেকে

ঐ অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়ে দিল। তখনই আমি তাকে একটা প্রশ্ন করে বসলাম, কারণ এ বিষয়ে আমার একটা মতকে আমি যাচাই করে নিতে চাইলাম।

বললাম, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো দয়া করে বলবেন কি আপনি কোন্ অঞ্চল থেকে—"

ই. রাশমোর কগ্‌লানের দৃঢ়মুষ্ঠি সশব্দে টেবিলের উপর পড়তেই আমার বাকরোধ হয়ে গেল।

তিনি বলে উঠলেন, "মাপ করবেন, এ ধরনের প্রশ্ন শোনাটা আমি পছন্দ করি না। একটা মানুষ কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে তাতে কি আসে-যায়? ডাকঘরের ঠিকানা দিয়ে একটা মানুষকে বিচার করা কি সঙ্গত? আরে, আমি তো কেন্টাকির এমন মানুষ দেখেছি যারা হুইস্কি খেতে ঘৃণাবোধ করে, এমন ভার্জিনিয়াবাসীকে দেখেছি যারা পোচাহস্তাসের বংশধর নয়, এমন ইণ্ডিয়ানাবাসী যারা একটাও উপন্যাস লেখে নি, এমন মেক্সিকোবাসী যারা রূপোর ডলার ঝোলানো ভেলভেটের ট্রাউজার পরে না; আমুদে ইংরেজ দেখেছি, বেহিসেবী ইয়াংকি দেখেছি, ঠাণ্ডা রক্তের দক্ষিণীদের দেখেছি, সংকীর্ণমনা পশ্চিমীদের দেখেছি, দেখেছি নিউ ইয়র্কের এমন অধিবাসীকে যারা এতই কর্মব্যস্ত যে পথের ধারে একটি এক-হাতওয়ালা মুদিকে কাগজের থলেতে করে টক ফল মেপে দিতে দেখার জন্যও এক মুহূর্ত সময় দিতে পারে না। একটা মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখুন, কোন একটা অঞ্চলের তকমা এঁটে তাকে ছোট করে দেখবেন না।"

আমি বললাম, "মাপ করবেন, আমার কৌতূহলটা নিছক অর্থহীন নয়। দক্ষিণীদের আমি চিনি, আর বাদ্যযন্ত্রীরা যখন ওই সুরটা বাজায় তখন আমি ভাল করে লক্ষ্যও করি। আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে, যে লোক ঐ বাজনার প্রশংসায় শারীরিক হিংস্রতা ও সুস্পষ্ট আঞ্চলিকতার আশ্রয় নেয় সে অবশ্যই সেক্‌কাস, এন. জে., অথবা মারে পর্বত লাইসিয়াম এবং হার্লেম নদীর মধ্যবর্তী জেলা অর্থাৎ এই শহরেরই অধিবাসী হবে। আমার এই মতটাকে যাচাই করতে এই ভদ্রলোককে প্রশ্নটা করতেই আপনি আমাকে বাধা দিলেন—আমি মেনেই নিচ্ছি যে এ ব্যাপারে আপনারও একটা বৃহত্তর মত আছে।"

এবার কালো-চুল যুবকটি আমাকে লক্ষ্য করে কথা বলল। তাতেই আমি বুঝতে পারলাম যে তার মনটাও নিজের কাটা পথ ধরেই চলে।

রহস্যজনকভাবে সে বলে উঠল, "আমার ইচ্ছা করে উপত্যকার মাথায় একটা শুক্তি হয়ে গুন গুন করে গান করি।"

কথাগুলোর অর্থ বুঝতে না পেরে আমি কগ্‌লানের দিকে তাকালাম।

তিনি বলতে লাগলেন, "বারো বার আমি এই পৃথিবীটাকে প্রদক্ষিণ করেছি। উপারনেভিক-এর একজন এস্কিমোকে আমি জানি যে সিন্‌সিনাটিতে লোক পাঠিয়ে তার নেক-টাই আনায়, আর উরুগুয়েতে একজন মেষ-পালককে দেখেছি যে "ব্যাট্‌ল্ ক্রীক" প্রাতরাশ খাদ্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। আমি মিশরের কায়রোয়

একটি এবং ইয়োকোহামাতে একটি ঘর সারা বছরের জন্য ভাড়া করে রেখেছি। সাংহাই-এর একটা চায়ের দোকানে একজোড়া চটি আমার জন্যই সর্বদা রাখা থাকে, আর রিও জেনেইরো সিয়েট্‌ল্‌-এ হোটেলের লোকদের বলে দিতে হয় না আমার ডিমটা কি ভাবে রাঁধতে হবে। আমাদের এই পুরনো পৃথিবীটা তো ছোটখাট নয়। উত্তর বা দক্ষিণ, বা উপত্যকার প্রাচীন জমিদার-বাড়ি, বা ইউক্লিড এভেনিউ, ক্লিভল্যান্ড, বা পাইক্‌স্‌ শিখর, বা ফেয়ারফ্যাক্স জেলা, ভয়, অথবা হুলিগান-এর ফ্ল্যাট, বা অন্য যে কোন জায়গাই হোক, তা নিয়ে এত হৈ-চৈ বহ্বাড়ম্বরের কি আছে? কোন ছাতা-ধরা শহরই হোক অথবা দশ একর জলাভূমিই হোক, ঘটনাক্রমে সেখানে জন্মেছি বলেই সেটা নিয়ে যদি আমরা মূর্খের মত আচরণ না করি তাহলেই তো আমাদের জগৎটা আরও বেশী ভাল হয়ে উঠতে পারে।"

আমি প্রশংসার সুরে বললাম, "আপনাকে একজন খাঁটি বিশ্ব-নাগরিক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এও মনে হচ্ছে যে দেশাত্মবোধকে আপনি ছোট করে দেখেন।"

"ওটা প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ," কগ্‌লান বললেন। "আমরা সকলেই ভাই-ভাই—চীনা, ইংরেজ, জুলু, পাটাগোনিও, নদীর বাঁকের অধিবাসী—সকলেই। নিজের শহর, নিজের রাজ্য, নিজের অঞ্চল অথবা নিজের দেশ—এই সব তুচ্ছ অহংকার একদিন ধুয়ে-মুছে যাবে; সকলে মিলেমিশে আমরা হব এক জগতের অধিবাসী; আর সেটাই তো হওয়া উচিত।"

আমি তবু বললাম, "কিন্তু আপনি যখন বিদেশে ঘুড়ে বেড়ান তখনও কি আপনার চিন্তা কোন একটা বিশেষ স্থান—কোন প্রিয় এবং—"

"বড় ছোট জায়গা," ই. আর. কগ্‌লান অসংকোচে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন। "দুই মেরুপ্রান্তে ঈষৎ চাপা যে পার্থিব, গোলাকৃতি, গ্রহমণ্ডল পৃথিবী নামে পরিচিত সেটাই আমার বাসভূমি। এই দেশেরই অনেক দেশভক্ত নাগরিকের সঙ্গে বিদেশে আমার দেখা হয়েছে। শিকাগোর এমন অনেক মানুষকে আমি দেখেছি যারা চাঁদনী রাতে ভেনিসের গন্ডোলায় বসে নিজের দেশের জল-নিকাশ খালের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়েছে। একজন দক্ষিণীকে দেখেছি যে ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে তার হাতে একটা চিরকূট লিখে জানিয়েছে যে তার মায়ের দিককার দিদিমা বিবাহসূত্রে চার্লস্টন-এর পারকিন্স-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এ ধরনের ধ্যান-ধারণা আমার ভাল লাগে না। ৮,০০০ মাইল ব্যাস যুক্ত নয়, এমন কোন ভূখণ্ডের সঙ্গে আমার কোন বন্ধন নেই। ই. রাশমোর কগ্‌লান, মহাপৃথিবীর অধিবাসী—এই ঠিকানায়ই আমার নামটা লিখে রাখুন।"

একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বিশ্ব-নাগরিক মহাশয় আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন এইসব কথাবার্তা ও ধূমপানের ভিতর দিয়ে তিনি একজন পূর্ব-পরিচিত জনেরই দেখা পেয়েছেন। সুতরাং আমার সঙ্গে রইলেন সেই ভাবী শুক্তিমশায়; তিনি উর্জবার্জারে এতই ডুবে গিয়েছিলেন যে উপত্যকার মাথায় উঠে বসে মধুর সুরে গান গাইবার ইচ্ছাটা প্রকাশ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

আমি বসে বসে এই বিশ্ব-নাগরিকের কথাই ভাবতে লাগলাম, আর অবাক হয়ে গেলাম কেমন করে এই লোকটির সঙ্গে কবির কখনও দেখা হয় নি। তাকে আবিষ্কার করেছি আমি, বিশ্বাসও করেছি। এটা কি করে হল? "তাদের বংশধররা যত্র-তত্র যাওয়া-আসা করে, অথচ শিশু যেমন মায়ের আঁচল ধরে থাকে, তারাও তেমনই তাদের শহরটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে।"

ই. রাশমোর কগ্‌লান সে দলের নয়। তার আছে সমগ্র বিশ্ব—

পানশালার অন্য অংশে একটা প্রচণ্ড গোলমাল ও সংঘর্ষের শব্দে আমার চিন্তা বিঘ্নিত হল। টেবিলে উপবিষ্ট খদ্দেরদের মাথার উপর দিয়ে আমি দেখতে পেলাম ই. রাশমোর কগ্‌লান এবং আমার অপরিচিত অপর একটি লোক ভয়ংকর মারদাঙ্গা শুরু করেছে। তারা দু'জন রূপকথার রাক্ষুসে টাইটানদের মত লড়ে যাচ্ছে, কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে চুরমার করছে; লোকজনের মাথার টুপি খুলে মাথায় গাট্টা মেরে তাদের মাটিতে ফেলে দিচ্ছে; এক পিঙ্গলা কামিনী আর্তনাদ করছে। আর এক সুবর্ণা সুন্দরী সুর করে কাঁদছে।

আমার বিশ্ব-নাগরিকটি ধরিত্রীর গর্ব ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেই চলেছে, এমন সময় পানশালার পরিচারকরা উড়ন্ত কীলকের মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'জনকেই চ্যাংদোলা করে তুলে বাইরে নিয়ে গেল; যুদ্ধমান দু'পক্ষের হাত-ছোঁড়াছুঁড়ির তখনও বিরাম নেই।

ফরাসী পরিচারক ম্যাকার্থিকে কাছে ডেকে এই মারদাঙ্গার কারণ জানতে চাইলাম।

সে বলল, "লাল টাই-পরা লোকটি (তিনিই আমার বিশ্ব-নাগরিক) যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেখানকার বাজে গলি-ঘুঁজি ও জল সরবরাহ-ব্যবস্থা সম্পর্কে অপর খদ্দেরটি কিছু বিরূপ মন্তব্য করায় তিনি রেগে একেবারে আগুন হয়ে যান।"

"সে কি", আমি হতভম্ব হয়ে বলে উঠলাম, "ঐ লোকটি তো একজন বিশ্ব-নাগরিক—গোটা পৃথিবী তার ঘর। তিনি—"

পরিচালক যোগ করল, "মূল নিবাস মেইন-এর অন্তর্গত মাট্টা ওয়াম্‌কিগ; সে জায়গাটার নিন্দা কেউ করলে সে কখনও ছেড়ে কথা কইবে না।"

## শহুরে মানুষ

## Man about Town

আমি দু'-তিনটে জিনিস জানতে চেয়েছিলাম। রহস্য নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। অতএব তদন্ত শুরু করলাম।

মেয়েগুলি প্রসাধন-সুটকেসে করে কি নিয়ে যায় সেটা জানতে আমার দু' সপ্তাহ সময় লাগল। তারপর আমি প্রশ্ন করতে শুরু করলাম, তোষকটা দুই খণ্ডে তৈরি

কেন। এই গুরুতর প্রশ্নটা প্রথমে বেশ সন্দেহের উদ্রেক করল, কারণ সেটা শুনতে কিছুটা হেঁয়ালির মত। শেষ পর্যন্ত আমাকে বোঝানো হল, যে মেয়েরা বিছানা পেতে দেবার কাজ করে তাদের কথা ভেবে তোষকের বোঝাটা হাল্কা করার জন্যই এ কাজটা করা হয়েছে। আর আমিও এমনই বোকা যে তথাপি জানতে চাইলাম, তাহলে দুটো খণ্ড সমান মাপে তৈরি করা হয় নি কেন; তারপর থেকেই তারা আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল।

জ্ঞানের ঝর্ণাকে নিংড়ে যে তৃতীয় জলধারাটুকু পেলাম সেটা "একটি শহুরে মানুষ" বলে পরিচিত চরিত্রটির উপর কিছুটা আলোকপাত। একটি প্রতীকী চরিত্রের ধারণা যতটা স্পষ্ট হওয়া উচিত তার তুলনায় সেই লোকটি সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল অস্পষ্টতর। কোন কিছুকে বুঝতে হলে সেটা যদি কোন কাল্পনিক ধারণাও হয় তার সম্পর্কেও আমাদের একটা মূর্ত ধারণা থাকা দরকার। এখন, জন ডো সম্পর্কে যে মানস মূর্তি আমি গড়তে পেরেছি সেটা ইস্পাতে খোদাই মূর্তির মতই সুস্পষ্ট। তার চোখ দুটো হাল্কা নীল; তার পরিধানে বাদামী জামা ও চকচকে কালো সার্জের কোট। সব সময় সে রোদে দাঁড়িয়ে একটা কিছু দেখত; পকেট-ছুরিটাকে সে আধখোলা অবস্থায় রাখে আর বুড়ো আঙুল দিয়ে বার বার সেটা খোলে। আর, যদি কোন দিন "উপরওয়ালা লোকটির" দেখা মেলে তাহলে নিশ্চিত জেনো সে হবে বড় মাপের একটি বিষণ্ন মানুষ, তার আস্তিনের তলায় থাকবে নীল হাতকড়ি; তাকে দেখা যাবে বসে পড়ে জুতো পালিশ করাচ্ছে, এবং কাছাকাছি কোথাও থাকবে পীরোজা মণি। কিন্তু "শহুরে মানুষ"টিকে আঁকার সময় যখন এল তখন দেখা গেল যে আমার কল্পনার ক্যান্‌ভাসটা একেবারে ফাঁকা। আমি কল্পনা করতে পারি তার মুখে ছিল একটা ঘৃণার ভাব (চেশায়ার বিড়ালের হাসির মত) আর হাতে ছিল হাতকড়ি; বাস, ঐটুকুই। তারপর জনৈক সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের কাছে আমি তার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম।

তিনি বললেন, "কেন, একজন 'শহুরে মানুষ' তো ক্রিকেট খেলোয়াড় ও গদাধারীর মাঝামাঝি কিছু। তিনি ঠিক যে কি তার সঠিক বিবরণ কি ভাবে আপনাকে দেব তাও আমি ঠিকঠিক জানি না। যেখানেই কিছু করার আছে সেখানেই তাকে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, আমি মনে করি তিনি একটি প্রতীকী চরিত্র। প্রতি সন্ধ্যায় কেশবিন্যাস করেন; শহরের প্রতিটি পুলিশ ও পরিচারককে নাম ধরে ডাকেন। সাধারণত তাকে একাকী অথবা অন্য একজনের সঙ্গে দেখতে পাবেন।"

আমার প্রতিবেদক বন্ধুটি চলে গেলেন। আমিও মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ইতিমধ্যে রিয়াল্টো সেতুর ৩১২৬টি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে গেছে। লোকজন যাতায়াত করছে, কিন্তু তারা আমাকে বাধা দিচ্ছে না। বিলাসিনীদের চোখ আমার উপর ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু আমাকে কাবু করতে পারছে না। হোটেলগামী, দোকানী মেয়ে, ফেরিওয়ালা, অভিনেতা, চোর-ডাকাত, কোটিপতি, সমাজবিরোধী সব ধরনের মানুষ হাঁটছে, ছুটছে, টলছে, ভিড় করছে, কিন্তু আমার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি

তাদের সবাইকে চিনি; তাদের মনের কথা জানি। কিন্তু আমি চাই আমার "শহুরে মানুষটিকে"। সে একটি প্রতীকী চরিত্র, তাকে হারিয়ে ফেললে ভুল করা হবে—কিন্তু না! একটু অন্য কথায় যাওয়া যাক।

রবিবাসরীয় সংবাদপত্র পাঠরত একটি পরিবারকে দেখতে আমার ভাল লাগে। বিভিন্ন বিভাগগুলি আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। বাপি সাগ্রহে সেই পাতাটাই দেখছেন যাতে দেখা যাচ্ছে একটি যুবতী মহিলা খোলা জানালার সামনে ব্যায়াম করছে, আর শরীরটাকে বেঁকিয়ে—আরে, আরে, ওই তো! মামণির আগ্রহ অন্যত্র; তিনি অনুমান করতে চেষ্টা করছেন "এন—ডব্লু ওয়াই ও—কে" শব্দটার শূন্য স্থানে কোন্ অক্ষরগুলি বসতে পারে। বড় মেয়েরা সাগ্রহে পড়ছে অর্থনীতির প্রতিবেদনগুলি। আঠারো বছরের ছেলে উইলি নিউ ইয়র্ক পাবলিক স্কুলে পড়ে; সে মজে গেছে সাপ্তাহিক প্রবন্ধটিতে যেখানে বলা হয়েছে একটা পুরনো শার্টকে কি ভাবে নতুন করে তোলা যায়, কারণ সে আশা করছে আসন্ন পরীক্ষায় সেলাইয়ের জন্য সে একটা পুরস্কার পাবে।

আমি একটা পানশালায় ঢুকে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম "শহুরে লোক"-টা সম্পর্কে সে কি জানে। লোকটি হড়বড় করে অনেক কথা বলে গেল, আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

একটা গলিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় স্যাল্‌ভেশন আর্মি-র একটি মেয়ে হাতের দান-পত্রটি আমার কোটের পকেটে ঠেকিয়ে একটু ঝাঁকি দিল। আমি তাকে শুধালাম, "সাধারণত সকলেই যাকে 'শহুরে মানুষ' বলে ডাকে এমন কোন চরিত্রের সঙ্গে তোমার কখনও দেখা হয়েছে কি? তুমি তো প্রতি দিনই এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াও, তাই তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

মৃদু হেসে মেয়েটি জবাব দিল, "মনে হচ্ছে আপনি যার কথা বলছেন তাকে আমি চিনি। রাতের পর রাত তাদের আমরা একই জায়গায় দেখতে পাই। তারা শয়তানের দেহরক্ষী। যে কোন বাহিনীর সৈন্যদের মতই তারা বিশ্বস্ত সেবক। তাদের কাছে আমরা যাই কয়েকটা পেনিকে তাদের অসৎ কাজকর্মের বদলে প্রভুর কাজের জন্য বাগিয়ে আনতে।"

মেয়েটি আবার বাক্সটায় ঝাঁকি দিল; আমিও তার মধ্যে একটা মুদ্রা ফেলে দিলাম।

একটা আলো-ঝলমল হোটেলের সামনে আমার এক সমালোচক বন্ধুকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে এগিয়ে গিয়ে তাকেও প্রশ্নটা করলাম।

সে উত্তর দিল, "নিউ ইয়র্ক-এ এক বিশেষ চরিত্রের 'শহুরে মানুষ' আছে। শব্দটা আমার খুবই পরিচিত, কিন্তু আগে কখনও কেউ আমার কাছে শব্দটার সংজ্ঞা জানতে চেয়েছে বলে মনে হয় না। তার একটি সঠিক নমুনা তোমাকে দেখানো শক্ত। আমি বরং বলে দিতে পারি যে.সব কিছু দেখার ও জানার যে বিশেষ রোগে নিউ ইয়র্কের লোকরা ভোগে এই লোকটি তাদেরই অন্যতম এক হতাশ দৃষ্টান্ত। রোজ সকাল ৬টার সময় তার জীবন শুরু হয়। পোশাক ও আচার-আচরণের প্রচলিত রীতিগুলিকে সে কঠোরভাবে মেনে চলে; কিন্তু যত্রতত্র নাক গলানোর ব্যাপারে সে খট্টাশ বা

দাঁড়কাকেরই সমগোত্র। হেস্টার স্ট্রীট থেকে হার্লেম পর্যন্ত শহরের সর্বত্র সে উড়ণচণ্ডীর মত ঘুরে বেড়ায়; সারা শহরের এমন কোন জায়গা তুমি পাবে না যেখানে সে কোন না কোন কাজে হাজির আছে। তোমার 'শহুরে মানুষটিরও' সেই একই দশা। সে সব সময়ই কোন নতুন কিছুর খোঁজে থাকে। সে কৌতূহলী, বে-আদপ ও সর্বত্র বিরাজমান। ছ্যাকরা গাড়ি তার জন্যই তৈরি হয়েছিল; সোনালী ব্যান্ড লাগানো চুরুট আর ডিনারের সময় বাজনার অভিশাপও তাই। সংখ্যায় তারা খুব বেশি নয়; কিন্তু সকলের সম্পর্কে ওই একই কথা প্রযোজ্য।

"তুমি বিষয়টা তোলায় আমি খুশি হয়েছি; আমাদের শহরে এই নৈশ রোগের বালাই আমিও অনুভব করেছি, কিন্তু আগে কখনও এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করার কথা ভাবি নি। এখন বুঝতে পারছি তোমার এই 'শহুরে মানুষটি'কে অনেক আগেই তালিকাভুক্ত করা উচিত ছিল। প্রতি সন্ধ্যায়ই তার দর্শন মেলে, যদিও তুমি আমি সেই রাজহস্তীকে দেখতে পাই সপ্তাহে একদিন। কোন চুরুটের দোকান যখন লুঠ হয় তখন সে অফিসারের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট-পিট করে, তারপর সব দেখে শুনে সেখান থেকে কেটে পড়ে, আর আমি প্রেসিডেন্ট মহলে তার নামের খোঁজ করি এবং সার্জেন্টকে দেবার জন্য তারকাদের কাছে তার ঠিকানা খুঁজে বেড়াই।"

আমার সমালোচক বন্ধুটি নতুন করে কথা আরম্ভ করার জন্য শ্বাস নিতে একটু থামল। আমিও সেই সুযোগটা কাজে লাগালাম।

আনন্দে চেঁচিয়ে বললাম, "তুমি তাকে ধরিয়ে দিয়েছ। শহরের বিশিষ্ট চরিত্রের গ্যালারিতে তার প্রতিকৃতিটা তুমি ঠিকই এঁকেছ। কিন্তু আমি তাকে মুখোমুখি দেখতে চাই। 'শহুরে মানুষটি'কে সরাসরি দেখতেই হবে। কোথায় তাকে পাব? কেমন করে তাকে চিনে নেব?"

আমার কথায় কান না দিয়ে সমালোচক বন্ধুটি বলে উঠল, "সে হচ্ছে শৃঙ্গাঘাতের এক মহৎ রূপ; রবারের নিষ্কাশিত ক্বাথ স্বরূপ; কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার এক অনিবার্য, অখণ্ডনীয়, নির্মল ও ঘনীভূত রূপ। নব নব সংবেদন তার নাকের নিঃশ্বাস; অভিজ্ঞতার ঝুলি যখন ফুরিয়ে যায় তখন সে নবতর ক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে—"

"মাপ কর," আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু এরকম একটি চরিত্রও কি তুমি আমার সমুখে এনে হাজির করতে পার? আমার কাছে এটা নতুন জিনিস। আমি এটাকে ভাল করে বুঝতে চাই। তাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমি গোটা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজব। তার আস্তানা অবশ্যই ব্রডওয়ের কোথাও হবে।"

বন্ধু বলল, "আমি এখানে ডিনার খেতে এসেছি। তুমিও ভিতরে চল। 'শহুরে মানুষটি' যদি এখানে উপস্থিত থাকে তো তোমাকে দেখিয়ে দেব। এখানকার অধিকাংশ নিয়মিত খদ্দেরকে আমি চিনি।"

আমি তাকে বললাম, "আমার খাবার সময় হয় নি। কিছু মনে করো না। অস্ত্রশালা থেকে লিট্‌ল্ কোনি দ্বীপ পর্যন্ত গোটা নিউ ইয়র্ক চষে ফেলতে হলেও আজ রাতেই আমার 'শহুরে মানুষটিকে' খুঁজে বের করবই।"

হোটেল ছেড়ে এসে আমি ব্রডওয়ে ধরে হাঁটতে লাগলাম। লোকটির খোঁজ করাটা আমার জীবনে এনে দিয়েছে নতুন স্বাদ, শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসকে ভরে দিয়েছে নতুন উৎসাহে। এমন একটা বৃহৎ, জটিল ও বহুমুখী বিচিত্র শহরে বাস করছি বলে আমি খুশি।

রাস্তা পার হবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম। কিসের যেন একটা গুন-গুন আওয়াজ কানে এল। স্যাণ্টোস-ডুমণ্টে চেপে অনেকটা পথ পাড়ি দিলাম।

যখন চোখ মেলে তাকালাম তখন গ্যাসোলিনের গন্ধ পেলাম; আমি চেঁচিয়ে বললাম, "এটা কি এখনও শেষ হয় নি?"

হাসপাতালের নার্স আমার কপালে হাত রাখল। না, জ্বর নেই। একটি তরুণ ডাক্তার এগিয়ে এসে দাঁত বের করে একখানা প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র আমার হাতে দিলেন।

খুশির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি করে ঘটল দেখতে চান?" আমি নিবন্ধটা পড়লাম। আগের রাতে যেখানে গুন-গুন আওয়াজটা শুনতে পেয়েছিলাম সেখান থেকেই শুরু হয়েছে প্রতিবেদনের শিরোনাম। আর শেষ হয়েছে এই পংক্তিগুলি দিয়ে:

"—বেলেভিউ হাসপাতালে, সেখানে বলা হয়েছে যে তার আঘাত গুরুতর নয়। তাকে দেখে একটি আদর্শ 'শহুরে মানুষ' বলেই মনে হয়।"

# পুলিশ ও ধর্মসঙ্গীত

## The Cop and the Anthem

ম্যাডিসন স্কোয়ারে তার বেঞ্চের উপর সোপি অস্বস্তির সঙ্গে পাশ ফিরল। বুনো হাঁসের ডাক যখন গভীর রাতের সংকেত জানায়, সিল মাছের চামড়ার কোটবিহীন নারীরা যখন স্বামীদের প্রতি দয়ালু হয়ে ওঠে, আর পার্কের ভিতর সোপি যখন তার বেঞ্চিতে অস্বস্তির সঙ্গে পাশ ফেরে, তখনই ধরে নিতে পারেন যে শীত এসে গেছে।

সোপির কোলের মধ্যে একটা ঝরা পাতা এসে পড়ল। এটাই শীত বুড়োর কার্ড। ম্যাডিসন স্কোয়ারের নিয়মিত বাসিন্দাদের প্রতি শীত বুড়োর বড় দয়া; তার বার্ষিক আগমনের একটা সতর্ক-বাণী সে আগেভাগেই জানিয়ে দেয়। চৌরাস্তার মোড়ে সে তার পিজবোর্ডটা উত্তর বাতাসের হাতে তুলে দেয়, কারণ খোলা আকাশের অট্টালিকায় যারা বাস করে সেই তো তাদের বার্তাবহ; আর তার কথামতই তো সেই অট্টালিকার অধিবাসীরা প্রস্তুত হতে পারে।

সোপি মনে মনে বুঝল যে আসন্ন দুর্যোগের মোকাবিলা করতে এবার তাকে সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই তো সে বেঞ্চিটার উপর অস্বস্তির সঙ্গে পাশ ফিরল।

সোপির শীত কাটানোর বন্দোবস্তটা খুব উঁচু দরের নয়। ভূমধ্যসাগরে জাহাজে চড়ে বেড়ানো, ঘুম-পাড়ানি দক্ষিণ আকাশ অথবা বিসুবিয়া উপসাগরে ভেসে যাওয়ার মত চিন্তা-ভাবনার কোন স্থান সেখানে নেই। তার অন্তরের একমাত্র কামনা—তিনটি মাস দ্বীপে বাস করা। তিন মাসের জন্য নিশ্চিন্ত আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা আর মনের মত সঙ্গী—বাস, তাহলেই সোপির মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

বছরের পর বছর অতিথিপরায়ণ ব্ল্যাকওয়েলদের বাড়িটাই তাকে দিয়েছে শীতের আশ্রয়। নিউ ইয়র্কের অন্যসব অধিকতর সৌভাগ্যবান বন্ধুরা যেমন প্রতি শীতকালে পামবীচ এবং রিভিয়েরার টিকিট কাটে, সোপিও প্রতিবছর দ্বীপটাতে যাবার জন্য অতি সাধারণ ব্যবস্থাই করে। এবার সেই সময়টা এসে গেছে। গত রাতে রবিবাসরীয় খবরের কাগজের তিনখানা পাতা কোটের তলায় রেখে, গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে এবং কোলের উপর পেতে পুরনো স্কোয়ারের ঝর্ণার উৎসারিত জলধারার নিকট তার বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও সেই তীব্র শীতকে সে ঠেকাতে পারে নি। কাজেই দ্বীপের ছবিটা সোপির মনে বেশ সময়মত ও বড় হয়ে দেখা দিল। শহরের অন্যনির্ভর মানুষদের জন্য দাতব্যের নামে যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলিকে সে ঘৃণা করে। সোপির মতে আইনটি যতটা মানবকল্যাণকর তার চাইতে বেশি অনুগ্রহসূচক। এমন অসংখ্য মিউনিসিপালিটি পরিচালিত এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে যার উপর ভরসা করে সে যাত্রা করতে পারত এবং সাধারণ সরল জীবন-যাপনের মত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও পেয়ে যেত। কিন্তু সোপির মত অহংকারী মানুষের কাছে যে কোন দয়ার দান নানা বিঘ্নকণ্টকিত। মানব-সেবকদের হাত থেকে প্রতিটি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার মূল্য হিসাবে টাকা-পয়সা না দিতে হলেও ভোগ করতে হয় অসম্মান। সিজারের যেমন ছিল ব্রুটাস তেমনই প্রতিটি দাতব্য শয্যার জন্য আছে স্নান-ঘরের মাশুল, প্রতিটি রুটির টুকরোর জন্য আছে গোপন ও ব্যক্তিগত খোঁজ খবর। এইসব কারণে আইন মাফিক অতিথি হওয়াই ভাল; সেটা আইনকানুন দিয়ে বাঁধা হলেও একজন ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্যায় নাক গলানোটা সেখানে থাকে না।

দ্বীপে যাওয়া স্থির করে সঙ্গে সঙ্গেই সোপি মনস্কামনা পূর্ণ করার ব্যবস্থায় মন দিল। নানা ভাবেই সেটা করা যেত। সব চাইতে মজাদার ব্যবস্থা হল কোন দামী রেস্টুরেন্টে চর্ব-চোষ্য খেয়ে তারপর নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে কোন রকম হৈ চৈ না করে শান্তভাবে নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। একজন হিতকারী ম্যাজিস্ট্রেটই বাকি সব কিছু করে দেবে।

সোপি বেঞ্চি ছেড়ে উঠে হাঁটতে হাঁটতে স্কোয়ার থেকে বের হল এবং এসফল্টের সমতল পথ ধরে ব্রডওয়ে ও পঞ্চম এভেনিউয়ের সঙ্গমস্থলে পৌঁছে গেল। ব্রডওয়ে ধরে কিছুদূর এগিয়ে একটা ঝলমলে পানশালার সামনে থামল; সেখানে রাতের

ব্যবস্থা হিসাবে থরে থরে সাজানো আছে সবসেরা আঙুর, রেশমী পোশাক, আর জৈব খাদ্য।

ভেস্টের সব চাইতে নিচের বোতামটি থেকে উপর দিকে পর্যন্ত সোপি একেবারে ফিটফাট। পরিষ্কার কামানো মুখ, পরনের কোট ও পোশাক রুচিসম্পন্ন, ধন্যবাদ-দিবসে এক মিশনারী মহিলার দেওয়া উপহার। কোন রকমে কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়ে যদি একবার রেস্টুরেন্টের টেবিল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তাহলে আর তাকে পায় কে ? সাফল্য তো তখন তার হাতের মুঠোয়।

কিন্তু সোপি রেস্টুরেন্টের দরজাটা পার হতেই বড় খানসামার চোখ পড়ল তার সুতো বের-হওয়া ট্রাউজার আর সেকেলে জুতোর উপর। অনেকগুলি শক্ত হাত তাকে উল্টোমুখে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে ঠেলতে ঠেলতে গলির মুখে নিয়ে পৌঁছে দিল ; আর এই ভাবেই সে ছাল-ছাড়ানো পাতিহাঁসের দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

সোপি পুনরায় ব্রডওয়েয় পথ ধরল। তার মনে হল, আকাঙ্ক্ষিত দ্বীপের পথটা তার পক্ষে খুব সুখের হবে না। নরকে যাবার অন্য কোন পথের কথা ভাবতে হবে।

ষষ্ঠ এভেনিউ-র মোড়ে বিদ্যুতের আলো আর সুকৌশলে সাজানো জিনিসপত্রে দোকানের জানালাটা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। সোপি একটা পাথর তুলে জানালার কাঁচের উপর ছুঁড়ে দিল। তা দেখেই অনেক লোকজন ছুটে এল ; তাদের সকলের আগে এক পুলিশ। দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে সোপি নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে পিতলের বোতামগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

পুলিশ অফিসার উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল, "এ কাজ কে করেছে ?"

পরিহাসের সুরে হলেও বন্ধুজনের অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে সোপি বলল, "এ কাজটার মূলে যে আমার কিছুটা হাত থাকতে পারে সেটা কি আপনি ধরতে পারছেন না ?"

পুলিশ-কর্তাটি কিন্তু সোপিকে একজন খোঁজারু বলেও মেনে নিতে পারল না। যে সব লোক জানালা ভেঙ্গে চুরমার করে তারা আইনের ক্ষুদে কর্তাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য অপেক্ষা করে থাকে না। তারা আগেভাগেই পালিয়ে যায়। পুলিশটি দেখতে পেল কিছুটা দূরেই একটা লোক গাড়ি ধরার জন্য ছুটছে। পুলিশও লাঠি হাতে তার পিছনে ছুটল। দু'বার ব্যর্থ হয়ে সোপি বিরক্ত মনে আবার হাঁটতে শুরু করল।

রাস্তার উল্টো দিকে একটা সাদামাঠা রেস্টুরেন্ট ছিল। পেটে প্রচণ্ড ক্ষিদে অথচ পকেট ঢু-ঢু এমন লোকরাই সেখানে খেতে আসে। এখানকার বাসনপত্র ও পরিবেশ মোটা দাগের। এখানকার ঝোল ও টেবিল-ঢাকনা, তোয়ালে ইত্যাদি কম দামী। সেকেলে জুতো ও ছেঁড়া ট্রাউজার পরেই সোপি সেখানে ঢুকে পড়ল, কেউ বাধা দিল না। একটা টেবিলে বসে সে গোমাংসের মোটা টুকরো, চওড়া প্যানকেক, চর্বিতে ভাজা রুটি আর মটরশুঁটি খেল। তারপর খানসামার কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলে দিল যে ক্ষুদ্রতম মুদ্রা এবং সে নিজে পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সোপি বলল, "এবার তাড়াতাড়ি একজন পুলিশ-অফিসারকে ডাক। একজন ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখ না।"

খানসামা বলল, "তোমার জন্য অফিসার লাগবে না।"

দুই খানসামা মিলে সোপিকে পাকা রাস্তার উপর সটান ফেলে দিল। সেও পোশাকের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল। গ্রেপ্তার হওয়া তার কপালে নেই। আকাঙ্ক্ষিত দ্বীপটা দূর অস্তু। একটি পুলিশ দুই দরজা দূরে একটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাসল; তারপর রাস্তা ধরে হেঁটে গেল।

আরও পাঁচটা বাড়ি পার হবার পরে নতুন করে গ্রেপ্তার হবার চেষ্টা করবার মত সাহস সে ফিরে পেল। একটা সুযোগও জুটে গেল। সাধারণ বেশভূষার একটি যুবতী উৎসুক দৃষ্টিতে দাঁড়ি কামানোর মগ ও দোয়াতদানির ছবি আঁকা জানালাটার দিকে তাকিয়ে ছিল, আর জানালাটা থেকে দুই গজ দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল কঠিন চেহারার এক বিশালকায় পুলিশ।

সোপি ভেবে নিল এবার তাকে একটি জঘন্য ও ঘৃণ্য "নাগরের" ভূমিকাই নিতে হবে। আসন্ন শিকারের সুন্দর চেহারা এবং কর্তব্যপরায়ণ পুলিশের নৈকট্য থেকে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে অচিরেই পুলিশের আরামদায়ক থাবাটি তার হাতের উপর চেপে বসবে আর সেই সঙ্গে ছোটখাট, আঁটসাট দ্বীপটিতে তার শীতকালীন বসবাসের ব্যবস্থাও পাকা হবে।

সোপি রেডি-মেড টাইটাকে টেনে সোজা করে নিল, আস্তিন দুটো ভাল করে টেনে দিল, টুপিটাকে বাঁকা করে মাথায় পরল এবং আড়ভাবে যুবতীটির দিকে হাঁটতে শুরু করল। তাকে চোখ মারল, গলা-খাকারি দিল, একটু হাসল এবং ধৃষ্টতার সঙ্গে "নাগরের" মত ভঙ্গীতে তার দিকে এগিয়ে গেল। চোখ দুটো অর্ধেক বুজিয়ে পুলিশটিকে একবার দেখে নিল। একদৃষ্টিতে পুলিশটি তারদিকেই তাকিয়ে আছে। যুবতীটি কয়েক পা এগিয়ে গেল; তারপর পুনরায় দাড়ি কামানোর মগটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। সোপিও সদর্পে পা ফেলতে ফেলতে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল; টুপিটা তুলে বলল:

"এই যে বেদেলিয়া! আমার উঠোনে গিয়ে একটু খেলা করতে চাও কি?"

পুলিশটি তখনও তাকিয়ে দেখছে। এখন লাঞ্ছিতা যুবতীটি আঙুল তুলে একবার ইসারায় ডাকলেই হয়; সঙ্গে সঙ্গে সোপি চালান হয়ে যাবে তার দ্বীপ-বাসের পথে। ইতিমধ্যেই সে যেন স্টেশন-ঘরটার আরামদায়ক পরিবেশ উপভোগ করতে পারছে।

যুবতীটি খুশি হয়ে জবাব দিল, "নিশ্চয় মাইক, আমাকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করতে পার। আমি আগেই তোমার সঙ্গে কথা বলতাম, কিন্তু পুলিশটা আমার উপর কড়া নজর রেখেছিল।"

যুবতীটি ওক গাছে জড়ানো আইভি লতার মত তাকে জড়িয়ে ধরতেই সোপি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে পুলিশটিকে পার হয়ে চলে গেল। তার মনে হল, মুক্ত জীবনই তার নিয়তি।

মোড়টা ঘুরেই এক ঝটকায় সঙ্গিনীকে ফেলে দিয়ে সে দৌড়ে পালাল। এক ছুটে গিয়ে থামল সেই অঞ্চলে যেখানে অনেক আলো জ্বলে, মন দেওয়া-নেওয়া চলে, গান-বাজনার আসর বসে। লোমের পোশাক আর গ্রেটকোট পরা নারী-পুরুষরা শীতের খুশিভরা হাওয়ায় দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা ভয় সোপিকে পেয়ে বসল: নিশ্চয় কোন ভয়ানক তন্ত্রমন্ত্রই তাকে গ্রেপ্তার প্রতিরোধক করে রেখেছে। এই চিন্তা তার মনে বেশ কিছুটা আতংকও সৃষ্টি করল। তারপরেই যখন সে দেখল একটা আলো-ঝলমল থিয়েটারের সমুখে একজন পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে তখনই "উচ্ছৃংখল আচরণের" একটা খড়কুটোকেই সে আঁকড়ে ধরল!

গলির মুখে দাঁড়িয়ে সে ক্রুদ্ধ গলায় মাতালের মত আবোল-তাবোল কথা বলে চেঁচাতে শুরু করে দিল। নেচে, গেয়ে, চেঁচিয়ে, বক-বক করে এবং অন্য অনেক ভাবে সে আকাশটাকে ভরে তুলল।

পুলিশটি লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে সোপির দিকে পিছন ফিরে জনৈক নাগরিককে বলল, "ইনিও হার্টফোর্ড কলেজ থেকে আগত মূর্তিমানদের একজন। হৈ-হল্লা করে ঠিকই, তবে কারও ক্ষতি করে না। আমাদের উপর নির্দেশ আছে, ওদের ধরাধরি করতে হবে না।"

নিরুপায় হয়ে সোপি তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বন্ধ করল। কোন পুলিশ কি কোন দিন আমার গায়ে হাত দেবে না? সে কল্পনা করে নিল, দ্বীপটা তার কাছে স্বপ্নের 'আর্কেডিয়া' হয়েই থাকবে। ঠাণ্ডা বাতাস আটকাতে সে পাতলা কোটের বোতামগুলো এঁটে দিল।

চুরুটের দোকানটাতে দেখতে পেল একটি সুবেশ ভদ্রলোক ঝোলানো আগুন থেকে চুরুট ধরিয়ে নিচ্ছে। দোকানে ঢোকার দরজার পাশে তার সিল্কের ছাতাটা ঝোলানো রয়েছে। সোপি ভিতরে ঢুকল, ছাতাটা হাতে নিল, তারপর ধীরে ধীরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। চুরুট ধরাতে ব্যস্ত লোকটি দ্রুত তার পিছু নিল।

"ছাতাটা আমার," সে কঠিন কণ্ঠে বলল। সোপি মুখ সিঁটকিয়ে বলে উঠল, "ওঃ, তাই বুঝি? বেশ তো, একজন পুলিশকে ডাকছ না কেন? আমি ওটা নিয়ে এসেছি। তোমার ছাতা! তাহলে একজন পুলিশ অফিসারকে ডাকছ না কেন? ঐ তো, মোড়েই একজন দাঁড়িয়ে আছে।"

ছাতার মালিক তার পদক্ষেপ শ্লথ করল। হয় তো ভাগ্য এবারও তার বিরুদ্ধে যাবে এই আশংকায় সোপিও তাই করল। পুলিশটিও কৌতূহলের সঙ্গে দু'জনকেই দেখতে লাগল।

ছাতার মালিক বলল, "অবশ্য—মানে—কি জান—এ ধরনের ভুল মাঝে মাঝে ঘটে যায়—আমি—মানে—এ ছাতাটা যদি তোমারই হয় তো আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে—আজ সকালেই আমি এটা তুলে এনেছি একটা রেস্টুরেন্ট থেকে—তুমি যদি চিনে থাক যে এটা তোমার, বেশ তো—আমি আশা করি তুমি আমাকে—"

সোপি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "অবশ্যই এটা আমার ছাতা।"

ভূতপূর্ব ছাতাওয়ালা এবার কেটে পড়ল। এই সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে অপেরা-ক্লোক পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী একটা মোটর গাড়ির সামনে পড়ে যাওয়ায় পুলিশটি তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল।

সোপি রাজপথ ধরে পূব দিকে হাঁটতে লাগল। ক্রোধের বশে ছাতাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা মাটি-কাটা গর্তের মধ্যে। যারা মাথায় হেলমেট পরে আর হাতে লাঠি নিয়ে ঘোরে তাদের উদ্দেশে বক বক করে কি যেন বলতে লাগল। সে তো তাদের খপ্পরে পড়তেই চেয়েছিল, তারাই তো ভেবে ছিল যে সে একজন রাজা, আর রাজামশাই কোন অন্যায় করতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত পূব দিকে এমন একটা পথে সে পৌঁছে গেল যেখানে আলো আর হৈচৈ দুইই অনেক কম। এবার সে ম্যাডিসন স্কোয়ারের দিকে মুখ করে পা বাড়াল, কারণ পার্কের বেঞ্চিটাই যদি কারও বাড়ি হয় তবু বাড়ি তার কাছে বাড়িই থাকে।

কিন্তু একটা অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ কোণে পৌঁছে সোপি হঠাৎ থেমে গেল। কেমন যেন অদ্ভুত অগোছালো ও পাশকপালি একটা পুরনো গির্জা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বেগুনি রং-করা জানালার ভিতর দিয়ে একটা নরম আলো যেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, নিঃসন্দেহ জনৈক শিল্পী সেখানে অর্গ্যানের চাবিগুলোর উপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে যাতে আসন্ন রবিবাসরীয় ধর্ম-সঙ্গীতে তার কৃতিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখান থেকে ভেসে-আসা একটা মধুর সুর সোপির কানের ভিতরে ঢুকে তাকে যেন লোহার বেড়ার গায়ে বিদ্ধ করে ধরে রাখল।

মাথার উপর উজ্জ্বল, নির্মল চাঁদ উঠেছে; গাড়ি-ঘোড়া ও পদযাত্রীর সংখ্যাও অল্প; ছাদের ছাঁচে চড়ুই পাখিরা ঘুমপাড়ানি সুরে কিচির-মিচির করছে—কিছুক্ষণের জন্য দৃশ্যটা যেন একটা পল্লী-গির্জার অঙ্গন হয়ে উঠেছে। অর্গ্যান-শিল্পীর বাজানো ধর্মসঙ্গীতের সুরটি সোপিকে লোহার বেড়ার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে, কারণ দূর অতীতে এ-সুর সে অনেক শুনেছে—যখন তার জীবনে মা ছিল, গোলাপের সৌরভ ছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, বন্ধুবান্ধব ছিল, পবিত্র চিন্তা ছিল।

সোপির তৎকালের মানসিক অবস্থা এবং পুরনো গির্জার প্রভাব দুয়ে মিলে তার অন্তরাত্মায় ঘটিয়ে দিল এক আকস্মিক ও আশ্চর্য পরিবর্তন। যে নরকে সে ডুবতে বসেছিল, যে দুর্দশাক্লিষ্ট দিন সে কাটিয়েছে, যে অনুচিত বাসনা, মৃত আশা, ভগ্ন ক্ষমতা আর নীচ মনোবৃত্তি তার অস্তিত্বকে গ্রাস করেছিল, সে সব কথা ভেবে সে আতংকে শিউরে উঠল।

অমনি মুহূর্তের মধ্যে এই মহৎ মানসিকতার ডাকে তার অন্তর সহর্ষে সাড়া দিল। একটা তাৎক্ষণিক ও শক্তিশালী আবেগ নতুন করে তাকে অনুপ্রাণিত করল নিজের আশাহীন ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। এই কাদার ভিতর থেকে সে নিজেকে তুলে আনবে; নিজেকে আবার মানুষ করে গড়ে তুলবে; যে শয়তান তার ঘাড়ে চেপে বসেছিল তাকে সে জয় করবে। এখনও সময় আছে; এখনও তার যৌবন শেষ হয়ে যায় নি: পুরনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে সে আবার জাগিয়ে তুলবে; অকুণ্ঠ চিত্তে, অকম্পিত পদক্ষেপে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। অর্গ্যানের ঐ গম্ভীর, মধুর

সুর তার অন্তরে বিপ্লবের সূচনা করেছে। কালই সে চলে যাবে শহরের কোলাহলমুখর কেন্দ্র-অঞ্চলে ; সেখানে কাজ খুঁজে নেবে। জনৈক লোম-আমদানিকারক একদা তাকে চালকের কাজ দিতে চেয়েছিল। কালই তাকে খুঁজে বের করে সেই কাজটা চাইবে। সে এই জগতের একজন হয়ে উঠবে। সে চায়—

কে যেন সোপির কাঁধে হাত রাখল। দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল এক পুলিশের চওড়া মুখটা।

"তুমি এখানে কি করছ?" অফিসার প্রশ্ন করল।

"কিছু না," সোপি বলল।

"তাহলে চলে এস," পুলিশ বলল।

পরদিন সকালে পুলিশ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "তিন মাসের দ্বীপ বাস!"

# আইকে স্কোয়েনস্টিনের তুকতাক

## The Love-Philtre of Ikey Schoenstein

ছায়াময় লতামণ্ডপ ও ফার্স্ট এভেনিউ এই দুটি রাজপথের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেখানে সংক্ষিপ্ততম সেইখানে দুটি পথের মাঝখানে শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে "ব্লু লাইট ড্রাগ স্টোর" অবস্থিত। "ব্লু লাইট" মনে করে না যে ফার্মেসি একটা পুরাবস্তু, গন্ধদ্রব্য ও আইসক্রিম-সোডার দোকান। সেখানে একটা ব্যথানাশক বড়ি চাইলে তোমাকে একটা বন্‌বন্ দেওয়া হবে না।

আধুনিক ফার্মেসির পরিশ্রম-লাঘবকারী কৌশলগুলিকে "ব্লু লাইট" ঘৃণা করে। এই প্রতিষ্ঠান নিজের আফিম নিজেই ভিজিয়ে রাখে এবং নিজস্ব আরক ও ব্যথানাশক ওষুধ নিজেই সেঁকে বের করে।

আইকে স্কোয়েনস্টিন ছিলেন "ব্লু লাইট"-এর নৈশ করণিক এবং খরিদ্দারদের বন্ধু। সেখানে ওষুধ-বিক্রেতাই পরামর্শদাতা, মুক্তিদাতা, একজন সক্ষম সেবাব্রতী, বিজ্ঞপুরুষ ; তার পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধেয়, তার গুহ্য বিদ্যা সম্মানিত, আর তার ওষুধ প্রায়শই মুখে না দিয়ে নর্দমায় ঢেলে দেওয়া হয়। অতএব আইকের শিংয়ের মত বাঁকা চশমা-পরা নাক এবং জ্ঞানের ভারে অবনত মূর্তি "ব্লু লাইট"-এর কাছেপিঠে সকলেরই সুপরিচিত এবং তার উপদেশ ও সুদৃষ্টি সকলেরই একান্ত কাম্য ছিল।

দুই স্কোয়ার দূরবর্তী মিসেস রিড্‌ল্-এর বাড়িতেই আইকে থাকেন ও প্রাতরাশ সারেন। মিসেস রিড্‌ল্-এর রোজি নামে একটি মেয়ে আছে। ঘুরিয়ে বলার কোন দরকার নেই, আপনারা নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছেন যে আইকে রোজিকে খুবই ভালবাসে। আইকের সব চিন্তাভাবনায় মিশে থাকত রোজি ; তার সব রকম ওষুধপত্রে

রোজিই সুরাসারের কাজ করত—ওষুধ প্রস্তুতি-বিজ্ঞানের বইতে রোজি অপেক্ষা ক্রিয়াশীল আর কিছু ছিল না। কিন্তু আইকে বড়ই ভীরু, তার এই পিছিয়ে থাকা ভয়-ভয় ভাবের মিশ্রণে তার আশার ভেষজগুলি গলতেই পারল না। ওষুধ তৈরির ঘরের মধ্যে সে ছিল বড় মাপের মানুষ, নিজের বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন; কিন্তু তার বাইরে এসেই সে হয়ে যায় একটি পঙ্গুপ্রায় আধ-কানা ভবঘুরে মানুষ যে সর্বদাই নানা ওষুধের দাগভর্তি বেঢপ জামা গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

চুংক ম্যাকগোয়ানই ছিল আইকের সব মলমের মধ্যে মক্ষিকাবিশেষ (অলংকার-প্রয়োগটিকে তিনবার সাবাস!)।

মিঃ ম্যাকগোয়ানও রোজির ছুঁড়ে দেওয়া হাসিটুকু ধরে ফেলতে সদাই ব্যস্ত। কিন্তু সে তো আইকের মত দূর-মাঠের খেলোয়াড় নয়; সেই সব টুকরো হাসিকে সে ব্যাট দিয়ে জমিয়ে ফেলে। সেই সঙ্গে সে ছিল আইকের বন্ধু ও খদ্দের; প্রায়ই "ব্লু লাইট ড্রাগ স্টোর"-এ আসে ছড়ে-যাওয়া চামড়ায় একটু আইওডিন লাগাতে অথবা ছোটখাট কাটা-ছেঁড়ায় রবার-প্লাসটার লাগাতে, আর সেই সূত্রে ছায়াঘেরা লতামণ্ডপে একটা মনোরম সন্ধ্যা কাটিয়ে যায়।

একদা অপরাহ্নকালে ম্যাকগোয়ান হেলতে-দুলতে নিঃশব্দ পায়ে এসে হাজির হল এবং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে শান্তভাবে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বন্ধুটিও একটা হামানদিস্তা হাতে করে ম্যাকগোয়ানের মুখোমুখি বসে আঠালো বেনজোয়িন থেকে চূর্ণ তৈরি করার কাজে লেগে গেল। তখন ম্যাকগোয়ান বলল, "আইকে, কান পেতে আমার কথাগুলি ভাল করে শোন। তুমি যদি আমার কথা মত কাজ করতে পার তাহলে আমার বড়ই উপকার হয়।"

আইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিঃ ম্যাকগোয়ানের মুখটা দেখল কোন কাটা-ছেঁড়ার দাগ আছে কি না, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

"কোটটা খুলে ফেল," সে হুকুম করল। "মনে হচ্ছে ছোরা চালিয়ে কেউ তোমার পাঁজরাগুলোই কেটে দিয়েছে। কতবার তোমাকে বলেছি, ওই ডাগোসই একদিন তোমাকে শেষ করবে।"

মিঃ ম্যাকগোয়ান একটু হাসল। বলল, "ব্যাপারটা সে-রকম নয়। এর মধ্যে ডাগোস-ফাগোস কেউ নেই। তবে রোগের জায়গাটা তুমি ঠিকই ধরেছ—জায়গাটা আমার কোটের তলায়, পাঁজরের কাছেই। আরে জান! আইকে—আজ রাতেই রোজি আর আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করছি।"

আইকের বাঁ হাতের তর্জনীটা হামানদিস্তার কানার উপর বেঁকে বসে গেল। সে নোড়াটা দিয়ে তার উপর সজোরে আঘাতও করল, কিন্তু এতটুকু ব্যথাও টের পেল না। তা দেখে মিঃ ম্যাকগোয়ানের হাসি শুকিয়ে গিয়ে বিষণ্নতার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

"মানে," সে বলতে লাগল, "সে যদি শেষ সময় পর্যন্ত তার মনটাকে ঠিক রাখে তবেই এটা ঘটবে। দুই সপ্তাহ ধরে আমরা চলে যাবার তোড়জোর করছি। সে একদিন বলে—যাব; আবার সন্ধ্যা হলেই না করে দেয়। আজ রাতের ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি, আর এবার দুটো পুরো দিন রোজি তার সিদ্ধান্তে অটল আছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়টা আসতে এখনও পাঁচ ঘণ্টা বাকি; আমার তো ভয় হচ্ছে সময়কালে সে আবার বিগড়ে না যায়।"

"তুমি কি একটা ওষুধ চাইছিলে", আইকে মন্তব্য করল।

মিঃ ম্যাকগোয়ান কেমন যেন হকচকিয়ে গেল; এটা তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। পেটেন্ট ওষুধের পঞ্জিকার একটা পৃষ্ঠাকে গোল করে অকারণেই খুব সতর্কতার সঙ্গে সেটাকে আঙুলে জড়াতে লাগল।

"এ ব্যাপারে যে দুটো ব্যবস্থা আমি পাকা করে ফেলেছি দশ লাখের বিনিময়েও তাকে আমি বরবাদ হতে দেব না। ইতি মধ্যেই হারলেম-এ একটা ছোট ফ্ল্যাট যোগাড় করে ফেলেছি; তার টেবিলে ফুটে আছে ক্রিসেন্থিমাম আর একটা কেটলি রাখা আছে গরম করার অপেক্ষায়। একজন যাজককে ঠিক করে রেখেছি; ৯:৩০-এ তিনি বাড়িতে তৈরি হয়ে থাকবেন। সব কিছু ঠিক ঠিক মত হতেই হবে: আর রোজি যদি পুনরায় তার মনের ভাব বদলে না ফেলে!—সন্দেহের শিকার হয়ে মিঃ ম্যাকগোয়ান মাঝপথেই থেমে গেল।

আইকে সংক্ষেপে বলল, "আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না এক্ষেত্রে তুমিই বা ওষুধের কথা বলছ কেন, আর আমিই বা কি করতে পারি।"

অস্থির ভাবী বর বলতে লাগল, "বুড়ো রিড্ল্ আমাকে মোটেই পছন্দ করেন না। গত এক সপ্তাহ ধরে তিনি আমার সঙ্গে রোজিকে দরজার বাইরে এক পাও বাড়াতে দিচ্ছেন না। একজন বোর্ডারকে হারাবার ব্যাপার না হলে অনেক আগেই আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতেন। আমি সপ্তাহে ২০ ডলার উপার্জন করছি; তাই চুংক ম্যাকগোয়ানের সঙ্গে পাখা মেলে বেরিয়ে এলে কোনদিন রোজিকে অনুতাপ করতে হবে না।"

আইকে বলল, "দেখ চুংক, যদি কিছু মনে না কর তো আমি একটা প্রেস্ক্রিপশন করে দিচ্ছি যেটা অচিরেই কাজে লাগবে।"

হঠাৎ মুখটা তুলে ম্যাকগোয়ান বলল, "বল। বল আইকে এমন কোন ওষুধ—এমন কোন চূর্ণ কি নেই যা রোজির মত মেয়েকে দিলেই সে ভাল হয়ে যাবে?"

অতিবুদ্ধির দেমাকে আইকের নাকের নিচেকার ঠোঁটটা ঘৃণায় বেঁকে গেল; কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ম্যাকগোয়ান আবার বলতে শুরু করল:

"টিম লেসি আমাকে বলেছে, এক সময় এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিছু একটা এনে সে তার মনের মানুষটিকে সোডার জলের সঙ্গে খাইয়েছিল। প্রথম দাগটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে একেবারে ইস্কাবনের বিবি হয়ে গেল, আর তার

চোখে সকলেই হয়ে গেল একেবারে ত্রিশ সেন্টের মানুষ। দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল।"

চুংক ম্যাকগোয়ান শক্ত-সমর্থ ও সাদাসিধে মানুষ। যারা মানুষ চিনতে পারে তারা সহজেই বুঝবে যে কাঠখোট্টা লোকটার ভিতরের গড়নটা সূক্ষ্ম তারের। শত্রুরাজ্য আক্রমণে উন্মুখ একজন ভাল সেনাপতির মত সব দিক থেকে আটঘাট বেঁধেই সে এগোতে চাইছে, যাতে পরাজয় কোন দিক থেকেই তাকে কাবু করতে না পারে।

চুংক বেশ আশা নিয়েই বলতে লাগল, "আমি ভাবছি যে নৈশাহারের সময় দেখা হলে রোজিকে যদি একটা চূর্ণ খাইয়ে দিতে পারি তাহলেই তার মেজাজটা হয়তো ঠিক থাকবে এবং পালিয়ে যাবার প্রস্তাব থেকে সে সরে যাবে না। ওষুধটা যদি ঘণ্টা দুইয়ের জন্য কাজ করে তাহলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।"

"এই পালাবার মতলবটা কখন হাসিল হবে?" আইকে জানতে চাইল।

মিঃ ম্যাকগোয়ান বলল, "রাত ন'টায়। নৈশাহার শেষ হবে সাতটায়। আটটার সময় সে মাথা ধরার অজুহাতে শুতে যাবে, ন'টার সময় বুড়ো পার্ভাটোলো আমাকে দরজা খুলে দেবে। আমিও রোজির জানালার নিচে গিয়ে চিমনি ধরে তাকে নিচে নামতে সাহায্য করব। যাজক মশাইয়ের জন্য আমাদের তাড়াতাড়িই কাজটা সারতে হবে। নিচে নামাবার পরে রোজি যদি গোলমাল না করে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যে কোন একটা ওষুধ আমাকে দিতে পার কি আইকে?"

আইকে স্কোয়েনস্টিন ধীরে ধীরে নাকটা চুলকাল। তারপর বলল, "দেখ চুংক, ওই ধরনের ওষুধের ব্যাপারে ওষুধ-বিক্রেতাদের খুবই সতর্ক হতে হয়। আমার পরিচিত জনদের মধ্যে কেবল তোমাকেই বিশ্বাস করে ও রকম একটা চূর্ণ দিতে পারি। সেটা খাওয়ালেই দেখবে রোজি তোমাকে কত ভালবাসে!"

আইকের প্রেস্ক্রিপশন টেবিলের পিছনে চলে গেল। সিকি গ্রাম মরফিয়ার দুটো দ্রবণীয় বড়ি ভাল করে চূর্ণ করে তাতে কিছুটা সুগার অফ মিল্ক মিশিয়ে সাদা কাগজে মিশ্রণটাকে ভাল করে মুড়ে দিল। এটা খেলে যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কয়েক ঘণ্টা ধরে নাক ডাকিয়ে ঘুমবে, কিন্তু তার কোন ক্ষতি হবে না। পুরিয়াটা চুংক ম্যাকগোয়ানের হাতে দিয়ে সেটাকে জলে গুলে খাওয়াতে বলে দিল আর চুংকও অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

আইকে যে কত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ধরে তার পরবর্তী চালগুলির কথা বললেই সেটা বোঝা যাবে। মিঃ রিড্‌ল্‌-এর কাছে একটা লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে এনে জানিয়ে দিল রোজিকে নিয়ে মিঃ ম্যাকগোয়ানের পালাবার মতলবের ব্যাপারটা। মিঃ রিড্‌ল্‌ শক্ত-পোক্ত মানুষ, গায়ের রং ইটের মত, কাজ করে তড়িঘড়ি।

সে সংক্ষেপে আইকেকে বলল, "খুবই বাধিত হলাম। ব্যাটা আইরিশ ভবঘুরে! আমার ঘরটা রোজির ঘরের ঠিক উপরে। নৈশাহার সেরে আমি এখনই উপরে যাচ্ছি। শট-গানটাতে গুলি ভরে অপেক্ষা করে থাকব। সে যদি আপনার পিছনের উঠোনে ঢোকে তাহলে বিয়ের গাড়ির বদলে তাকে ফিরতে হবে এম্বুলেন্সে চড়ে।"

মরফিয়ার নেশায় রোজিকে কয়েক ঘণ্টার জন্য গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করে এবং তার রক্ত-পিপাসু বাবাকে সশস্ত্র অবস্থায় অপেক্ষা করিয়ে রেখে আইকে বুঝতে পারল যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর আশাভঙ্গ হতে আর দেরি নেই।

সেই দুর্ঘটনার খবরটা হঠাৎই যদি এসে যায় সেই আশায় সে সারাটা রাত "ব্লু লাইট ড্রাগ সেন্টার"-এই জেগে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু কোন খবরই এল না।

সকাল আটটার সময় দিনের লোকটি আসামাত্রই আইকে অতি দ্রুত মিসেস রিড্‌ল্‌-এর কাছে ছুটে চলে গেল ফলাফল জানতে। আর একি! দোকানের বাইরে পা ফেলতেই চুংক ম্যাকগোয়ান একটা চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে তার হাতটা চেপে ধরল—আনন্দে উদ্ভাসিত তার মুখে বিজয়ীর হাসি।

মুখের ভঙ্গিতে স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে চুংক বলল, "সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে। রোজি একেবারে সেকেন্ড মেপে নিচে নেমে এল, আমরাও রেভারেন্ড-এর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম ৯.৩০$\frac{১}{৪}$-এর সময়। রোজি এখন ফ্ল্যাটেই উঠে এসেছে—নীল কিমোনো পরে সকালে ডিম সিদ্ধ করে দিয়েছে—হা প্রভু! আমি কী ভাগ্যবান! তুমি একদিন চলে এস আইকে, আমাদের সঙ্গেই খাবে। সেতুটার নিচে কাছেই আমি একটা কাজও পেয়ে গেছি—এখন তো সেখানেই যাচ্ছি।"

"আব—আর—চূর্ণটা?" আইকে তো-তো করে শুধাল।

ঠোঁট দুটোকে আরও উল্টে দিয়ে চুংক বলল, "ওঃ, যে বস্তুটা তুমি আমাকে দিয়েছিলে! সেটার যা দশা হয়েছে তাও বলছি। কাল রাতে রিড্‌ল্‌দের ঘরে খেতে বসে রোজির দিকে তাকিয়ে নিজেকেই বললাম, 'চুংক, এ মেয়েকে যদি পেতেই হয় তো সোজা পথেই তাকে বরণ কর—তার মত ভাল মেয়ের সঙ্গে কোন রকম ছলনা করো না!' তাই তোমার দেওয়া কাগজের পুরিয়াটা পকেটেই রেখে দিলাম। তারপরেই আমার চোখ পড়ল উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তিটির উপর; তাকে দেখে নিজেকেই বললাম, 'লোকটিকে ভাবী জামাতার প্রতি যথেষ্ট স্নেহবান বলে মনে হচ্ছে না; অতএব আমাকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।' এই কথা ভেবেই সেই চূর্ণটা বুড়ো রিড্‌ল্‌-এর কফিতে ফেলে দিলাম—বুঝলে?"

# কুবের ও তীরন্দাজ

## Mammon and the Archer

"রকওয়াল'স্ ইউরেকা সোপ"-এর প্রস্তুতকর্তা ও মালিক বুড়ো এন্টনি রকওয়াল তাঁর ফিফ্‌থ্ এভেনিউ প্রাসাদের লাইব্রেরীর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দাঁত বের

করে হাসলেন। তাঁর ডান দিকে প্রতিবেশী অভিজাত সমাজের জি. ভ্যান স্কুলাইট সাফোক-জোন্স বাইরে অপেক্ষমান মোটরগাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে সাবান-বাড়ির সামনে অবস্থিত ইতালীয় রেনেসাঁস শৈলীর স্থাপত্যের দিকে তাকিয়ে উদ্ধত নাকটাকে কুঞ্চিত করলেন।

সাবান রাজ্যের প্রাক্তন রাজা মন্তব্য করলেন, "যতসব বাজে ছবি-ছাপাটি! আগামী গ্রীষ্মকালে আমি এই বাড়িটাতে লাল. সাদা ও নীল রঙ করব; দেখি তাতেও ওর ওলন্দাজ নাকটা আরও উঁচু হয় কিনা।"

তারপরেই এন্টনি রকওয়াল ঘণ্টা না বাজিয়েই তার লাইব্রেরীর দরজায় হাজির হয়ে গলা উঁচিয়ে ডাকলেন "মাইক!"

যে পরিচারকটি সাড়া দিল এন্টনি তাকে বললেন, "আমার ছেলেকে বল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সে যেন এখানে একবার আসে।"

যুবক রকওয়াল ঘরে ঢুকলে বুড়ো খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে এক হাতে মাথার পাকা চুলে বিলি কেটে অন্য হাতে পকেটের চাবিগুলোকে শব্দ করে নাড়তে নাড়তে বললেন, "রিচার্ড, তুমি যে সাবান ব্যবহার কর তার জন্য কত খরচ কর?"

মাত্র ছ'মাস হল রিচার্ড কলেজ থেকে বাড়ি এসেছে; প্রশ্নটা শুনে সে একটু চমকে উঠল। পিতৃদেব সম্পর্কে কোন ধারণাই সে এখনও গড়ে তুলতে পারে নি।

"আমার মনে হয় বাপি, ডজন প্রতি ছয় ডলার।"

"আর পোশাকপত্রের জন্য?"

"তা প্রায় ষাট ডলারের মত।" এন্টনি গম্ভীর গলায় বললেন, "তুমি একজন ভদ্র সন্তান। আমি তো শুনেছি ভদ্র যুবকরা সাবানের জন্য ডজনপ্রতি ২৪ ডলার খরচ করে, আর পোশাকপত্রের জন্য একশ' ডলার ছাড়িয়ে যায়। তাদের মতই যথেচ্ছা খরচ করার মত টাকা তোমারও আছে, তবু তুমি অল্প দামের ভাল জিনিসকেই আঁকড়ে ধরে আছ। আমি ব্যবহার করি পুরনো কালের ইউরেকা—সেটা কেবল আবেগের জন্য নয়, সেটাই সব চাইতে নির্মল সাবান বলে। যখন ১০ সেন্ট দিয়ে সাবান কেন তার গন্ধ ও মোড়ক দুইই হয় বাজে। কিন্তু তোমার কালের, তোমার সমান পদমর্যাদা ও অবস্থার একটি যুবকের পক্ষে ৫০ সেন্ট দাম হলেই সেটা ভাল রকম চলতে পারে। আগেই বলেছি, তুমি একটি যুবক। লোকে বলে, ভদ্রলোক হতে তিন প্রজন্ম লাগে। সে যুগ চলে গেছে। টাকা হলে সবই হয়। টাকাই তোমাকে ভদ্রলোক বানিয়েছে। আমাকেও প্রায় বানিয়ে এনেছে। আমার দুই পাশের এই দুই বুড়ো ভদ্রলোক যারা আমার জন্যই রাতে ঘুমতে পারে না, আমিও তো প্রায় তাদেরই মত অভদ্র, অবাঞ্ছিত ও কুরুচিপূর্ণ হয়ে উঠেছি।"

যুবক রকওয়াল কিছুটা বিষন্ন গলায় বলল, "এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যা টাকা দিলেই পাওয়া যায় না।"

বুড়ো এন্টনি আহত সুরে বললেন, "দেখ, ও কথা বলো না। আমি তো এনসাইক্লোপিডিয়ার "ওয়াই" অক্ষর পর্যন্ত এমন একটা জিনিসের খোঁজ করেছি যা

তুমি টাকা দিয়ে কিনতে পার না। আমাকে এমন একটা জিনিসের নাম বল যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না।"

ঈষৎ রাগের সঙ্গেই রিচার্ড জবাব দিল, "একটা জিনিস আছে; টাকা কাউকে উঁচু সমাজের গণ্ডীতে ঢোকার অধিকার কিনে দিতে পারে না।"

"ওহো! দিতে পারে না বুঝি?" যত নষ্টের গোড়া অর্থের বড় সমর্থকটি গর্জে উঠলেন—"একবার আমাকে বলতো, প্রথম পুরুষটি যদি সেই সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্রের দরুন টাকাটার যোগান দিতে না পারতেন তাহলে তোমার এই সব উঁচু সমাজ গড়ে উঠত কেমন করে?"

রিচার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গলা নামিয়ে বুড়ো বললেন, "আমি তো সেই কথাই বলতে চাই। সেই জন্যই তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। দেখ বাবা, তোমার যেন কোথায় একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে। দুই সপ্তাহ ধরে আমি সেটা লক্ষ্য করছি। ওসব ছাড়। আমার ধারণা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এগারো মিলিয়ন আমার হাতে আসছে; তাছাড়া বিষয়সম্পত্তি তো আছেই। এটা যদি তোমার যকৃতের ব্যাপার হয় তাহলে তো উপসাগরে "র‍্যাম্বলার" দাঁড়িয়েই আছে, তাতে কয়লাও বোঝাই করা হয়েছে; দু'দিনের মধ্যেই সেটা বাহামার উদ্দেশে যাত্রা করতে প্রস্তুত।"

"কথাটা মন্দ বল নি বাপি।"

এন্টনি উৎসুক গলায় বললেন, "আরে, মেয়েটার নামটা যেন কি?"

রিচার্ড লাইব্রেরী-ঘরের মেঝেতে পায়চারি করতে লাগল।

বুড়ো এন্টনি বললেন, "তাকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন? সে তো এক কথায় রাজী হবে। তোমার অর্থ আছে, দেখার মত চোখ আছে, ছেলে হিসাবেও তুমি চমৎকার। তোমার হাতও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাতে "ইউরেকা" সাবানের ছোঁয়া নেই। অবশ্য তুমি কলেজে পড়াশুনা করেছ, কিন্তু তা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না।"

"আমি তো কোন সুযোগই পাচ্ছি না," রিচার্ড বলল।

"সুযোগ করে নাও," এন্টনি বললেন। "তাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাও, না হয় গাড়িতে চেপে ছোটখাট জায়গায় কিছুটা বেড়িয়ে এস, অথবা গির্জাফেরৎ তাকে বাড়িতে পৌঁছে দাও। সুযোগ! ফুঃ!"

"ওই সামাজিক চক্রের ব্যাপারটা তুমি জান না বাপি। সেই চক্র যারা চালায় মেয়েটি তাদেরই একজন। তার সময়ের প্রতিটি ঘণ্টা ও মিনিট আগে থেকেই বুক করা হয়ে যায়। ওই মেয়েটিকে আমি চাই-ই বাপি, অন্যথায় এই শহর আমার কাছে চিরদিনের মত একটা পচা ডোবা হয়ে যাবে। আর সে কথা আমি লিখে জানাতে পারি না—সে কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

"ধুৎ!" বুড়ো বলে উঠলেন, "তুমি কি বলতে চাও যে আমার সমস্ত টাকা দিয়ে ওই মেয়েটার সময় থেকে দু'একটা ঘণ্টাও তুমি নিজের জন্য বুক করতে পার না?"

"বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। আগামী পরশু সে ইউরোপের জাহাজে চাপছে দুটো বছর সেখানে কাটাবে বলে। আগামীকাল সন্ধ্যায় মাত্র দু'মিনিটের জন্য তার সঙ্গে আমার একলা দেখা করার কথা আছে। এখন সে লারমন্ট-এ তার মাসির কাছে আছে। সেখানে আমার যাওয়া চলবে না। কথা হয়েছে, আগামী কাল সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটের ট্রেনের সময় আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা করব। সেখানে তার মাও উপস্থিত থাকবেন। তুমি কি মনে কর এই পরিবেশে সেই ছয়-আট মিনিটের মধ্যে আমি কোন প্রস্তাব করলে সেটা তার কানে ঢুকবে? না। না বাপি, তোমার টাকা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। টাকা দিয়ে আমরা এক মিনিট সময়ও কিনতে পারি না; তা যদি পারতাম তাহলে অর্থবান মানুষরা আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে পারত। জাহাজে ওঠার আগে মিস ল্যাণ্ট্রির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করার কোন আশাই নেই।"

বুড়ো এণ্টনি এবার খুশির সুরে বললেন, "ঠিক আছে বাবা রিচার্ড। তুমি বলছ, টাকা দিয়ে সময়কে কেনা যায় না? ঠিক আছে, যে কোন দাম দিয়েও তুমি আশা করতে পার না যে কোন দোকানদার অনন্ত কালকে পুটুলি বেঁধে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেবে; কিন্তু আমি নিজে দেখেছি সোনার খনির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মহাকালের গোড়ালি দুটো বাজে পাথরে ঠোক্কর খেয়ে কেটে-ছড়ে গেছে।"

সেই রাতে এ্যালেন পিসি ভাই এণ্টনির কাছে এলেন। পিসি শান্তশিষ্ট, আবেগপ্রবণ, সব সময় হা-হুতাশ করেন, বিষয়-সম্পত্তির ভারে জর্জরিত। ভাই এণ্টনি তখন সান্ধ্য সংবাদপত্র পড়ছিলেন। সেই অবস্থাতেই পিসি প্রেমিক-প্রেমিকাদের কষ্ট নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন।

ভাই এণ্টনি হাই তুলে বললেন, "সে আমাকে সব কথাই বলেছে। আমি তাকে বলে দিয়েছি, আমার ব্যাংকের টাকা-পয়সা তার যে কোন কাজে লাগাতে পারে। তারপরেই সে টাকা-পয়সাকে ঠেস দিয়ে কথা বলতে শুরু করল। বলল, টাকা দিয়ে কিছু হবে না। বলল, দশ লাখপতি মিলেও সমাজের বিধি-বিধানগুলোকে এক গজও এদিক-ওদিক করতে পারে না।"

এ্যালেন পিসি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ওঃ এণ্টনি, আমি চাই না যে তুমি টাকাটাকে এত বড় করে দেখ। সত্যিকারের ভালবাসার ক্ষেত্রে সম্পদটা কিছুই নয়। প্রেমই সর্বশক্তিমান। শুধু বাপি যদি আরও আগে ব্যাপারটা খুলে বলত! সে মেয়ে কখনও আমাদের রিচার্ডকে ফিরিয়ে দিতে পারত না। কিন্তু এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে বলেই আমার আশংকা হচ্ছে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগই তো সে পাবে না। তোমার সব সোনা-দানাও তোমার ছেলের জন্য সুখ এনে দিতে পারবে না।"

পরদিন সন্ধ্যা আটটার সময় এ্যালেন পিসি পোকায় কাটা বাক্সের ভিতর থেকে একটা বিচিত্র পুরনো সোনার আংটি বের করে রিচার্ডকে দিলেন।

মিনতি করে বললেন, "আজ রাতেই এটা পরে ফেলো বাছা। তোমার মা এটা আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল, এই আংটি ভালবাসার ব্যাপারে সৌভাগ্য নিয়ে এসেছিল। সেই আমাকে বলেছিল, তুমি যখন তোমার ভালবাসার মানুষটিকে খুঁজে পাবে সেদিন যেন আংটিটা তোমাকে দিই।"

যুবক রকওয়াল শ্রদ্ধার সঙ্গে আংটিটা নিয়ে কনিষ্ঠায় পরতে চেষ্টা করল। কিন্তু দ্বিতীয় গাঁট পর্যন্ত গিয়েই আংটিটা থেমে গেল। আঙুল থেকে খুলে সে আংটিটাকে ভেস্টের পকেটে রেখে দিল। তারপর একটা ট্যাক্সির জন্য ফোন করল।

স্টেশনে পৌঁছে ঠাসা ভিড়ের ভিতর থেকে যখন মিস ল্যাস্ট্রিকে খুঁজে বের করল তখন ঘড়িতে আটটা বত্রিশ মিনিট।

মিস ল্যাস্ট্রি বলল, "মামণি ও অন্যরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর দেরি করা চলে না।"

তার কথামত রিচার্ড বলল, "যত শীঘ্র পার আমাদের ওয়ালাক থিয়েটারে নিয়ে চল।"

ট্যাক্সি ছুটে চলল এভেনিউ ধরে ব্রডওয়ের দিকে।

থার্টিফোর্থ স্ট্রীটে পৌঁছে যুবক রিচার্ড ট্যাক্সিওয়ালাকে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে ক্ষমাভিক্ষার সুরে বলল, "একটা আংটি পড়ে গেছে। সেটা আমার মায়ের আংটি, কোন মতেই সেটা হারানো চলবে না। আমি এক মিনিটও দেরি করব না—সেটা কোথায় পড়ে গেছে আমি দেখেছি।"

এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যেই ফিরে এসে সে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

কিন্তু সেই এক মিনিটের মধ্যেই একটা মোটর গাড়ি সোজা এসে থেমে গেল ট্যাক্সিটার সামনে। ট্যাক্সিওয়ালা বাঁ দিকে কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে একটা ভারি এক্সপ্রেস মালগাড়ি তার পথ আটকে দাঁড়াল। সে ডান দিক দিয়ে বের হবার চেষ্টা করলে একটা আসবাবপত্র-বোঝাই ভ্যান দেখে তাকে পিছু হটতে হল। এইভাবে একগাদা যান-বাহনের গাড্ডায় পড়ে সে চারদিক থেকেই আটকা পড়ে গেল।

ক্রমে এমন একটা যানজট পাকিয়ে উঠল যার ফলে অনেক সময় বড় বড় শহরগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

মিস ল্যাস্ট্রি অধৈর্য হয়ে বলল, "তুমি চালিয়ে যাচ্ছ না কেন? আমাদের যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

রিচার্ড গাড়ির উপর উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। সে দেখতে পেল, যে প্রশস্ত জায়গাটাতে ব্রডওয়ে, সিক্সথ্ এভেনিউ ও থার্টি-ফোর্থ স্ট্রীট পরস্পরকে কেটে চলে গেছে, সেখানে মাল-গাড়ি, ট্রাক, ট্যাক্সি, ভ্যান ও সাধারণ গাড়ির বন্যা-প্রবাহ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে থেমে আছে। আর তখনও আশপাশের অলি-গলি থেকে সব রকম যান-বাহন খট-খট, ঘট-ঘট করতে করতে দ্রুতগতিতে ছুটে এসে একই জায়গায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মানহাট্টানের গোটা চলাচল-ব্যবস্থাই যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

হাজার হাজার ফুটপাত-যাত্রী এই ঘোরতর যান-জট দেখতে রাস্তার দুই পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে যারা প্রবীণতম নিউ ইয়র্কের অধিবাসী তারাও এত বড যান-জট আগে কখনও দেখে নি।

পুনরায় আসনে বসে পড়ে রিচার্ড বলল, "আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আমরা তো দেখছি একেবারেই বসে গেছি। এ যান-জট তো এক ঘণ্টার মধ্যেও কাটবে না। দোষটা আমার, আমি যদি আংটিটা ফেলে না দিতাম—"

মিস ল্যাস্ট্রি বলল, "দেখি তো আংটিটা। কিছুই যখন করার নেই তখন যা হবার তাই হোক। থিয়েটার নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। নেহাৎই অর্থহীন হৈ-চৈ।"

সেদিন রাত এগারোটার সময় কে যেন এণ্টনি রকওয়াল-এর দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিল।

এণ্টনি একটা লাল ড্রেসিং-গাউন পরে জলদস্যুদের অভিযান বিষয়ক একটা বই পড়ছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "ভিতরে এস।"

ভিতরে ঢুকলেন এ্যালেন পিসি। এখন তাকে দেখাচ্ছে ভুল করে পৃথিবীতে আসা একটি শুভ্রকেশী দেবদূতের মত।

তিনি নরম গলায় বললেন, "ওদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে এণ্টনি। মেয়েটি আমাদের রিচার্ডকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে। থিয়েটারে যাবার পথে রাস্তায় যান-জটের দরুন তারা দুই ঘণ্টা রাস্তায় আটকে পড়েছিল।

"আর এণ্টনি ভাই, টাকা-পয়সার শক্তির গর্ব আর কখনও করো না। নিখাদ প্রেমের একটি ছোট্ট চিহ্ন—অন্তহীন ও অর্থনিরপেক্ষ অনুরাগের প্রতীক একটা ছোট আংটির দৌলতে আমাদের রিচার্ড সুখের সন্ধান পেয়েছে। আংটিটা তার হাত থেকে পথে পড়ে গিয়েছিল বলে সে রাস্তায় নেমে সেটা কুড়িয়ে এনেছিল। আর পুনরায় চলতে আরম্ভ করার আগেই যান-জট শুরু হয়ে গেল। ফলে ট্যাক্সিটা যখন সম্পূর্ণ আটকে পড়েছিল সেই সুযোগে রিচার্ড তার প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলে তাকে জয় করে নেয়। তাহলেই বোঝ এণ্টনি, খাঁটি ভালবাসার তুলনায় অর্থ অতি তুচ্ছ।"

"ঠিক আছে", বুড়ো এণ্টনি বললেন। "ছেলেটা যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে। এতেই আমি খুশি। আমি তাকে বলেছিলাম, দরকার হলে এ ব্যাপারে টাকা খরচ করতে আমি কার্পণ্য করব না—"

"কিন্তু এণ্টনি ভাই, তোমার টাকা কী ভালটা করতে পেরেছে?"

এণ্টনি রকওয়াল বললেন, "বোনটি, আমার জলদস্যুকে আমি খুব বিপদের মধ্যে রেখে এসেছি। তার জাহাজটা সবেমাত্র ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেও তার অর্থ-সম্পদ ডুবিয়ে দিতে রাজী নয়। এবার তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অধ্যায়টা শেষ করে বাঁচি।"

গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। পাঠকদের মত আমিও সেটাই চাই। কিন্তু প্রকৃত সত্যের গভীরে আমাদের যেতেই হবে।

পরদিন সকালে লাল আস্তিন ও নীল নেক-টাই পরা একটি লোক কেলি বলে নিজের পরিচয় দিয়ে এণ্টনি রকওয়ালের বাড়িতে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরী-ঘরে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হল।

চেক-বইটার জন্য হাত বাড়িয়ে এণ্টনি বললেন, "আচ্ছা সাবানের হিসাবটা কসেছিলে বটে! একবার ভাল করে দেখা যাক—নগদে ৫,০০০ ডলার তোমাকে দেওয়া হয়েছিল।"

কেলি বলল, "আমার নিজের পকেট থেকে আরও ৩০০ ডলার দিতে হয়েছে। হিসাবের কিছুটা বাইরেই যেতে হয়েছিল। এক্সপ্রেস মাল-গাড়ি আর ট্যাক্সিগুলোকে মোটামুটি ৫ ডলার রেটেই পেয়েছিলাম; কিন্তু ট্রাক আর দুই-ঘোড়ার বাহনগুলির জন্য ১০ ডলার পর্যন্ত উঠতে হয়েছিল; মোটর গাড়ির যাত্রীরা ১০ ডলার আর কিছু কিছু বোঝাই গাড়ি ২০ ডলার দাবী করে বসল। সব চাইতে বেশি মার খেলাম পুলিশের হাতে—দু'জনকে দিলাম ৫০ ডলার করে, আর বাকিদের ২০ ডলার ও ২৫ ডলার করে। কিন্তু কাজটা কেমন হয়েছে সেটা বলুন মিঃ রকওয়াল? আর এর জন্য একটা মহ্‌লা পর্যন্ত দিতে হয় নি! ছেলেরা সব হাজির হয়ে গেল একেবারে কাঁটায়-কাঁটায়। দু'ঘণ্টার আগে একটা মাপ পর্যন্ত "গ্রিলি"-র প্রস্তর-মূর্তির তলা দিয়ে গলে যেতে পারে নি।

একটা চেকের পাতা ছিঁড়ে এণ্টনি বললেন, "এই নাও কেলি—তেরো শ'। তোমার এক হাজার আর বাড়তি খরচ বাবদ ৩০০ ডলার। তুমি নিশ্চয় টাকাকে ঘেন্না কর না, কি বল কেলি?"

"আমি?" কেলি জবাব দিল। "যে মানুষ দারিদ্র্যের সৃষ্টি করেছিল তার মাথায় আমি ডান্ডা মারতে পারি।"

কেলি দরজা পর্যন্ত গেলে এণ্টনি আবার তাকে ডাকলেন।

বললেন, "আচ্ছা কেলি, সেই যান-জটের মধ্যে কোথাও কি এমন একটি গোলগাল ছেলে তোমার চোখে পড়েছিল যার পরনে কোন বসন ছিল না আর হাতে ছিল ধনুক ও বাণ? পড়েছিল কি?"

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কেলি বলল, "কই, না তো, এমন কাউকে দেখি নি। আপনি যে রকম বলছেন সে রকম কোন ছেলে সেখানে ঢুকে পড়লেও পুলিশ তাকে আগেই ঠেলে বের করে দিয়েছিল।"

"আমি জানতাম সেই বাচ্চা রাস্কেলটা হাতের কাছে থাকবে না। আচ্ছা, বিদায় কেলি।"

# বসন্তের খাদ্য-তালিকা

## Springtime a' la Coste

মার্চ মাসের একটা দিন।

গল্প লিখতে বসে কদাপি এভাবে শুরু করবেন না। এর চাইতে খারাপ শুরু আর কিছু হতে পারে না। এটা কল্পনাহীন, ভাসা-ভাসা, নীরস, খানিকটা হাওয়া দিয়ে ভরা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা চলতে পারে। কারণ পরবর্তী যে অনুচ্ছেদটি দিয়ে এই গল্পটি শুরু হওয়া উচিত ছিল সেটা এতই অযৌক্তিক ও অসঙ্গত যে কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই এটাকে পাঠকের মুখের উপর ছুঁড়ে দেওয়া চলে না।

হোটেলের খাদ্য-তালিকা দেখে সারা কাঁদছিল।

একবার ভাবুন তো নিউ ইয়র্কের একটি মেয়ে চোখের জলে মেনু-কার্ডটা ভিজিয়ে ফেলছে!

এর ব্যাখ্যা হিসাবে আপনি অনুমান করতে পারেন যে সব গল্দা চিংড়ি ফুরিয়ে গেছে, অথবা লেণ্ট উৎসবের সময় সব আইসক্রিম শেষ হয়ে গেছে, অথবা সে পেঁয়াজের অর্ডার দিয়েছে, অথবা সে সদ্য ম্যাটিনি শো দেখে ফিরেছে। আর তারপরে এই সব অনুমানই যখন মিথ্যা প্রমাণিত হবে দয়া করে তখনই আপনি গল্পটি শুরু করবেন।

যে ভদ্রলোকটি ঘোষণা করেছিলেন যে পৃথিবী একটা ঝিনুক আর সেটাকে তিনি তলোয়ার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করবেন—তখন তিনি প্রাপ্যের অতীত বাহবা পেয়েছিলেন। তলোয়ার দিয়ে ঝিনুকের খোলা খুলে ফেলাটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তু আপনি কখনও কি একটা টাইপরাইটার যন্ত্র দিয়ে একটা স্থলচর ঝিনুকের খোলাটা খুলতে দেখেছেন? এ রকম একডজন কাঁচা ঝিনুকের খোলাটা খোলার ব্যাপারটা দেখার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন কি?

যে ভাবেই হোক নিজের অসুবিধাজনক অস্ত্রটা দিয়েই ঝিনুকগুলোকে খুলে তার ভিতরটার ঠাণ্ডা ও চটচটে জগৎটাকে ঠুকরে ঠুকরে বের করবার একটা ব্যবস্থা সারা করে ফেলেছে। সে সংকেত-লিপির (স্টেনোগ্রাফি) বিশেষ কিছু জানে না। কাজেই ভাল সংকেত-লিপিকার না হবার দরুন সে কোন আপিসে ঐ কার্যে প্রতিভাধরদের পাশাপাশি একটা আসন সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি। সে একজন "ফ্রি-লান্স" সংকেত-লিপিকার; সেই কাজকর্মের খোঁজেই ঘুরে বেড়ায়।

সারার এই জীবন-সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও সফল দৃষ্টান্ত হল স্কুলেন্‌বের্গ-এর "হোম রেস্টুরেন্টের" ব্যাপারে তার কর্মকাণ্ডটি। লাল ইটের যে পুরনো বাড়িটাতে সে থাকত রেস্টুরেন্টটা ছিল তার পাশের বাড়িটাতেই। একদা সন্ধ্যায় স্কুলেন্‌বের্গ-এ ৪০ সেন্টের নৈশাহারের পরে সারা রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন খাদ্যের মূল্যতালিকাটি বাড়িতে

নিয়ে এসেছিল। ইংরেজি অথবা জার্মান ভাষায় সেটা লেখা হয়েছিল প্রায় অপাঠ্য অক্ষরে আর তাতে দাঁত-কাঠি থেকে শুরু করে সুপ পর্যন্ত সব কিছুই উল্লেখ করা ছিল।

পরদিন সারা স্কুলেন্‌বের্গকে একটা সুন্দর কার্ড দেখতে দিল; তাতে সব রকম খাদ্যদ্রব্যের নাম এবং "ওভারকোট ও ছাতার জন্য দায়ী নই" ইত্যাদি সমস্ত কিছুই বেশ স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে টাইপ করে রেস্টুরেন্টের মেনুটাতে লেখা ছিল।

স্কুলেন্‌বের্গ এ অবস্থায় যথাবিহিত কাজটিই করল। সারা সেখান থেকে চলে যাবার আগেই তার সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেলল। রেস্টুরেন্টের একুশটি টেবিলের জন্য মূল্য সহ খাদ্য তালিকার সমস্ত কপি তাকে সরবরাহ করতে হবে—প্রতিদিনের ডিনারের জন্য একটি করে নতুন তালিকা এবং যখন-যখন খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন করা হবে সেইমতে প্রাতরাশ ও লাঞ্চের জন্য নতুন তালিকা টাইপ করে দিতে হবে।

এই কাজের বিনিময়ে স্কুলেন্‌বের্গ প্রত্যহ একজন পরিচারককে দিয়ে সারার ঘরে তিনটি করে "মিল"—যতটা সম্ভব সুস্বাদু—পাঠিয়ে দেবে, আর সেই সঙ্গে পাঠাবে পরের দিন স্কুলেন্‌বের্গ-এর খদ্দেরদের কপালে কি কি খাদ্য জুটবে তার একটা পেন্সিলে লেখা খসড়া তালিকা।

এই চুক্তিতে মানসিক দিক থেকে দুই পক্ষই খুশি হল। এখন স্কুলেন্‌বের্গ-এর খদ্দেররা জানার সুযোগ পেল তাদের খাদ্যবস্তুর নাম ও পরিচয়, যদিও তার স্বাদ-গন্ধ অনেক সময়ই তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে গুলিয়ে দিত। আর সারাও শীতের একঘেয়ে ঠাণ্ডা দিনগুলোতেও ঘরে বসে খাবারটা পেত; সেটাই ছিল তার কাছে সব চাইতে বড় কথা।

আর তার পরেই পঞ্জিকাটা মিথ্যা কথা বলল; জানিয়ে দিল যে বসন্ত এসে গেছে। বসন্ত যখন আসবার তখন তো আসবেই। জানুয়ারির জমাট বরফ তখনও শহরের পথে পথে মাথা তুলে আছে। মাউথ-অর্গ্যান-এ তখনও বাজে ডিসেম্বরের স্ফূর্তিভরা সুর "চিরদিনের সেরা গ্রীষ্মকাল"। মানুষ টাকা জমাচ্ছে ইস্টারের পোশাক কেনার জন্য। এ সব জিনিস যখন ঘটে তখন সকলেই ধরে নেয় যে শহরটা এখনও শীতের কব্জাতেই বাঁধা আছে।

একদিন বিকেলে সারা তার সুন্দর শোবার ঘরটাতে বসে শীতে কাঁপছে; "আতপ্ত কক্ষ বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন; সব রকম সুবিধার ব্যবস্থা; দেখলেই ভাল লাগবে।" স্কুলেন্‌বের্গ-এর মেনু-কার্ড টাইপ করা ছাড়া আর কিছুই তার করার নেই। তার ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ-করা উইলো কাঠের দোলনা-চেয়ারটাতে বসে সারা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটা তাকে বার বার হেঁকে বলতে লাগল: "বসন্ত এসেছে সারা—আমি বলছি, এই তো বসন্ত এখানে হাজির। আমার দিকে তাকাও সারা, আমার সর্বাঙ্গেই তার প্রকাশ। তোমার নিজের দেহটাও তো সুন্দর। সারা—বসন্ত কালের দোলা লেগেছে তোমার সর্বাঙ্গে—তবু কেন তুমি এত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছ?"

সারার ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে। জানালা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে পরবর্তী রাস্তার উপরকার বাক্স তৈরির কারখানাটার পিছনদিককার জানালাহীন ইটের দেয়ালটা। কিন্তু দেয়ালটা একেবারে বরফ-সাদা। চোখ মেলে সারা তাকিয়ে ছিল চেরি ও দেবদারু গাছের ছায়ায় ঢাকা এবং ডুমুকুর ও চেরোকি গোলাপ গাছ দিয়ে ঘেরা ঘাসে-ঢাকা গলিপথটার দিকে।

বসন্তের প্রকৃত অগ্রদূতরা চোখ ও কানের অনুভূতির পক্ষে বড়ই সূক্ষ্ম। অনেকেরই চাই ফুলে-ভরা জাফরান গাছ, নীল পাখির ডাক; কিন্তু মিষ্টি নববধূর মধুর ডাকই তো মানুষের কাছে বয়ে আনে বসন্তের বাণী।

গত গ্রীষ্মকালে সারা একটা গ্রামে গিয়েছিল আর সেখানেই এক জোতদারের প্রেমে পড়েছিল।

( গল্প লিখতে বসে কখনও এভাবে পিছন ফিরে তাকাবেন না। এটা খুব বাজে রীতি; এর ফলে আগ্রহে ভাঁটা পড়ে। গল্পকে আগে—আরও আগে এগিয়ে যেতে দেবেন। )

সারা সানিব্রুক গোলাবাড়িতে দুই সপ্তাহ ছিল। সেখানেই সে বুড়ো জোতদার ফ্র্যাংকলিন-এর ছেলে ওয়াল্টারের প্রেমে পড়েছিল। আগেও অনেকেই জোতদারকে ভালবেসেছে, বিয়ে করেছে, আবার দু'দিন যেতে না যেতেই তাকে ঠেলে সরিয়েও দিয়েছে। কিন্তু যুবক ওয়াল্টার ফ্র্যাংকলিন একজন নব্যযুগের কৃষিকর্মী। তার গোশালায় একটা টেলিফোন ছিল; কৃষ্ণপক্ষে আলুর চাষ করলে তার উপর পরবর্তী বছরের গম-ফসলের উপর ঠিক কতটা প্রভাব পড়বে তার সঠিক হিসাব সে করতে পারত।

এই ছায়াচ্ছন্ন গলিতেই ওয়াল্টার তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল, তাকে জয় করেছিল। আর দু'জন একসঙ্গে বসে সারার মাথায় পরাবার জন্য হলুদ ফুলের একটা মুকুট বানিয়েছিল। সারার বাদামী চুলে হলুদ ফুলের মুকুট কী শোভাই যে পাবে ওয়াল্টার তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছিল।

বসন্তকালে—বসন্তের প্রথম চিহ্নটি প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিয়ে হবে, এ-কথা ওয়াল্টারই বলেছিল। আর সারাও টাইপরাইটারটা ঠক্ঠক্ করতে শহরে ফিরে এসেছিল।

দরজায় একটা টোকার শব্দে সারার সেই সুখের দিনের স্বপ্নটা ভেঙে গেল। একটি পরিচারক হাতে করে এনেছে স্কুলেনবের্গের আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে পেন্সিল দিয়ে লেখা "হোম রেস্টুরেন্ট"-এর পরের দিনকার খাদ্য তালিকার একটা খসড়া।

টাইপরাইটারটার সামনে বসে সারা দুটো রোলারের মধ্যে একটা কার্ড গলিয়ে দিল। তার আঙুল খুব দ্রুত চলে। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই একুশটা মেনু-কার্ড টাইপ করা হয়ে গেল।

আজকের খাদ্য-তালিকায় অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি অদল-বদল করা হয়েছে। সুপটা আরও হালকা করা হয়েছে, শুয়োরের মাংসটা তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধর মধ্যে আছে কেবল রুশ শালগম। গোটা মেনুতেই বসন্তের আমেজ ছড়ানো। দামী পুডিং উধাও হয়ে গেছে। সসেজটা কোন রকমে রাখা হয়েছে।

সারার আঙুলগুলি গ্রীষ্মের স্রোতধারার উপর ছোট মশা-মাছির মত নাচতে লাগল। কড়া নজর রেখে দৈর্ঘ্য অনুসারে প্রতিটি খাদ্যবস্তুর নামকে যথাস্থানে সাজিয়ে দিয়ে কার্ডগুলিকে ভাল করে টাইপ করে ফেলল।

ফল-মিষ্টির ঠিক উপরে সব্জির তালিকা, গাজর ও মটর, টোস্টের উপর শতমূলীর টুকরো, টমেটো, যব ও সব্জীর ঝোল, বীন, বাঁধাকপি—আর তারপরে—

মূল্য তালিকাটি টাইপ করতে করতেই সারা কাঁদতে শুরু করল। এক স্বর্গীয় হতাশা অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে এসে অশ্রুজলে ভাসিয়ে দিল, তার দুই চোখ ছোট টাইপরাইটার-স্ট্যাণ্ডের উপর, তার মাথাটা ঝুলে পড়ল। টাইপরাইটারের খটাখট্ শব্দ মিশে গেল তার সজল দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

দুই সপ্তাহ হয়ে গেল ওয়ালটারের কাছ থেকে কোন চিঠি সে পায় নি। এদিকে খাদ্য-তালিকার পরবর্তী কিস্তিটা ছিল হলুদ ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুল—ফুল ও ডিম দিয়ে তৈরি একটা খাদ্য—কিন্তু ডিম চুলোয় যাক!—এ সেই ড্যাণ্ডেলিয়ন যার হলুদ ফুল দিয়ে ওয়াল্টার তার প্রেমের রাণী ও ভাবী কনেকে সাজিয়েছিল—যে ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুল বসন্তের অগ্রদূত—আর তার সব চাইতে বড় দুঃখ এই যে এই হলুদ ফুল বয়ে আনল তার মধুরতম দিনগুলির স্মৃতি।

ম্যাডাম, এ রকম কঠিন পরীক্ষায় পড়লে আপনার ঠোঁটেও হাসি ফুটত না এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। জুলিয়েটও যদি তার প্রেমের স্মৃতি-চিহ্নের এই অসম্মান চোখে দেখত তাহলে সেও সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজের মারাত্মক জড়িবুটির আশ্রয় নিত।

কিন্তু বসন্তের যাদুই যে আলাদা! ইটের পাঁজর ও লোহার খাঁচায় গড়া সেই নিরাসক্ত বড় শহরটাতে একটা খবর তো পাঠাতেই হবে। মাঠ-প্রান্তরের সবুজ কোট-পরা বিনীত ভঙ্গীর সেই ছোট্ট পরিশ্রমী দূতটি ছাড়া এ বাণী বহন করে নিয়ে যাবার মত আর কেউ তো নেই। সেই তো ভাগ্য দেবীর আসল সৈনিক—ফরাসী বড় রাঁধুনিরা যাকে বলে সিংহের দাঁত, ফুল দিয়ে সাজালে সেই হবে ভালবাসার দূত।

ধীরে ধীরে সারা তার কান্না থামাল। কার্ডগুলো তো টাইপ করতেই হবে। কিন্তু তখনও হলুদ ফুলের স্বপ্নের আবেশেই সে কিছুক্ষণ টাইপরাইটারের উপর অন্যমনস্কভাবে আঙুল চালাল, যদিও তার মনটা পড়ে রইল সুদূর গলি পথের একটি যুবক জোতদারের দিকে। কিন্তু অচিরেই সে ফিরে এল মানহাট্টানের পাথুরে গলিতে, আর তার টাইপরাইটারটা লাফিয়ে-ঝাপিয়ে ছুটতে লাগল স্পিড-ব্রেকারের উপর দিয়ে চলা মোটর গাড়ির মত।

ছ'টার সময় হোটেলের ওয়েটার ডিনার নিয়ে ঘরে ঢুকল এবং টাইপ-করা খাদ্য-তালিকাগুলো নিয়ে চলে গেল। খেতে বসে সারা ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুলের ডিসটা সরিয়ে রাখল। একটা ঝলমলে প্রেমসিক্ত ফুলকে যেমন একটা কালো কাদামাখা খাদ্য পিণ্ডে পরিণত করা হয়েছে, তেমনই তার গ্রীষ্মকালের সব স্বপ্ন ও আশা শুকিয়ে মরে গেছে। শেক্সপীয়র বলেছেন, ভালবাসা নিজেকে খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে:

কিন্তু যে ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুল একদা তার মনের একান্ত ভালবাসার প্রথম ভোজসভাতে অলংকারের মত সাজিয়ে দিয়েছিল তাকে খেতে সারার হাত সরল না।

৭-৩০ মিনিটের সময় পাশের ফ্ল্যাটের দম্পতিটি ঝগড়া শুরু করে দিল; মাথার উপরকার ঘরের লোকটি বাঁশিতে একটা চড়া সুর বাজাতে লাগল; ঘরের গ্যাস কিছুটা কমানো হল; কয়লার গাড়িগুলো থেকে মাল নামানো শুরু হল; পিছনের বেড়ার উপরকার বিড়ালগুলো ধীরে ধীরে মুক্‌ডেনের দিকে চলে গেল। এই সব কিছু দেখে সারা বুঝতে পারল, তার পড়বার সময় হয়েছে। এ মাসের শ্রেষ্ঠ অবিক্রিত বই "দি ক্লয়স্টার অ্যাণ্ড দি হার্থ" খানা বের করে, ট্রাংকের উপর পা রেখে সে জেরার্ড-এর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সামনের দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠল। বাড়িওয়ালিই সাড়া দিল। জেরার্ড ও ডেনিসকে একটা ভালুকের পাল্লায় ফেলে রেখে সারা কান পাতল। আরে, হ্যাঁ, সারা যা করল আপনিও তাই করতেন!

তারপরেই নিচের হল-ঘরে একটা জোরালো গলা শোনা গেল, আর বইটাকে মেঝের উপর ফেলেই সারা এক লাফে দরজার কাছে চলে গেল।

আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। সারা সিঁড়ির মাথায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই তার জোতদারটি এক-এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেই তাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয়-চুমোয় আদরে-আদরে একেবারে অস্থির করে তুলল।

"কেন তুমি চিঠি লেখ নি—ওঃ, কেন?" সারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল।

ওয়াল্টার ফ্র্যাংকলিন বলল, "নিউ ইয়র্ক তো ছোটখাট জায়গা নয়, বেশ বড় শহর। এক সপ্তাহ আগে আমি তোমার পুরনো ঠিকানায় গিয়ে দেখি তুমি বৃহস্পতিবারে সেখান থেকে চলে গেছ। তবু কিছুটা সান্ত্বনা বোধ করলাম; শুক্রবারের মন্দ ভাগ্যটা ঘটে নি। সেই থেকে পুলিশের সাহায্যে এবং আরও অনেক ভাবে তোমার খোঁজ করেছি!"

সারা জোর গলায় বলল, "আমি চিঠি লিখেছি!"

"সে-চিঠি আমি মোটেই পাই নি!"

"তাহলে আমাকে খুঁজে বের করলে কেমন করে?"

তরুণ জোতদার একটি বসন্তকালীন হাসি হাসল।

বলল, "আজই সন্ধ্যায় আমি হোম রেস্টুরেন্ট-এ ঢুকেছিলাম। আর কেউ না জানলেও বছরের এই সময়টাতে আমি কিছু কাঁচা শাক-সব্জি খেতে ভালবাসি। ঐ রকম কোন খাবারের খোঁজে সুন্দর টাইপ-করা খাদ্য-তালিকাটায় চোখ বুলোতে লাগলাম। বাঁধাকপির তলায় পৌঁছেই আমার চেয়ারটা উল্টে ফেললাম। হাঁক দিয়ে ডাকলাম মালিককে। তিনিই তো তোমার ঠিকানাটা দিলেন।"

"মনে পড়েছে," একটা সুখের নিঃশ্বাস ফেলে সারা বলল, বাঁধাকপির তলায়ই ছিল ড্যাণ্ডেলিয়ন ফুলের কথাটা।"

ফ্র্যাংকলিন বলল, "পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক, তোমার টাইপরাইটারের ঐ অদ্ভুত বড় হাতের 'ডব্লু' অক্ষরটা চিনতে আমার ভুল হয় না।"

"সে কি ? ড্যাণ্ডেলিয়ন লিখতে তো বড় হাতের 'ডব্লু' লাগে না," সারা সবিস্ময়ে বলে উঠল।

যুবকটি তখন পকেট থেকে খাদ্য-তালিকাটি বের করে একটা লাইনে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সেদিন বিকেলে প্রথম যে কার্ডটা সে টাইপ করেছিল সেটা দেখেই সারা চিনতে পারল। কার্ডটার উপর দিকে দক্ষিণ কোণে চোখের জলের যে ফোঁটাটা পড়েছিল তার একটা আবছা দাগ তখনও ছিল। কিন্তু সেই দাগের উপর যেখানে একটা বনফুলের নাম পড়া উচিত সেখানে দু'জনের মনের সোনালী ফুলের প্রেমের স্মৃতির আবেশ সারার আঙুলগুলিকে নাচিয়েছে বিচিত্র সব চাবির উপর।

লাল বাঁধাকপি ও মশলা-ভরা কাঁচালংকার মাঝখানে লেখা হয়েছিল :

"প্রিয়তম ওয়াল্টার, সঙ্গে পুরো সিদ্ধ ডিম।"

# একটি অসমাপ্ত গল্প

## An Unfinished story

টোসেট-এর অগ্নিশিখার কথা শুনে এখন আর আমরা আর্তনাদ করি না এবং মাথায় ছাইয়ের বোঝাও চাপাই না। কারণ ধর্ম-প্রচারকরাও বলতে শুরু করেছেন যে ঈশ্বর হচ্ছেন রেডিয়াম, ইথার অথবা একটা বৈজ্ঞানিক যৌগিক পদার্থবিশেষ; আমাদের মত দুষ্ট লোকরা তার কাছ থেকে বড় জোর একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারি। কথাটা খুবই মনের মত; কিন্তু পুরনো দিনের গোড়ামির ভয়ের কিছুটা এখনও বেঁচে আছে।

অন্তত দুটো এমন বিষয় আছে যা নিয়ে খোলা মনে আলোচনা করা যায় এবং তার কোন রকম প্রতিবাদের সম্ভাবনাও নেই। আপনার স্বপ্ন নিয়ে এবং কাকাতুয়ার মুখ থেকে আপনি কি শুনেছেন তা নিয়েও আপনি নির্বিঘ্নে কথা বলতে পারেন। স্বপ্নের দেবতা মর্ফিউস আর পাখি দুই-ই সাক্ষী হিসাবে একেবারেই অযোগ্য; আপনার শ্রোতা আপনার বিবরণের প্রতিবাদ করতে সাহসই পাবে না। অতএব একটা স্বপ্ন দেখা নিয়েই কথার জাল বোনা যাক।....

ডাল্‌সি একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এ কাজ করত। সে বিক্রি করত পোশাকের ঝালর, মশলা-লংকা, চক্র-যান, এবং ঐ রকম নানা টুকিটাকি জিনিসপত্র। সে যা

আয় করত তার থেকে ডাল্‌সি প্রতি সপ্তাহে হাতে পেত ছয় ডলার। বাকিটা তার নামে জমা পড়ত এবং অন্য এক জনের নামে খরচ লেখা হত; হিসাবটা রাখত জি—।

স্টোরে কাজ করার প্রথম বছর ডাল্‌সিকে দেওয়া হত সপ্তাহে পাঁচ ডলার। এত অল্প আয়ে সে সংসার চালাত কেমন করে সেটা একটা শিক্ষণীয় বিষয়। তা নিয়ে আপনার কোন মাথাব্যথা নেই? ভাল কথা; আপনি হয় তো আরও বেশি অর্থের কথা বলতে চান। কিন্তু ছয় ডলারও বেশ মোটা অংক। সপ্তাহে ছয় ডলার হাতে নিয়ে সে কি ভাবে চলত সেটাই আপনাকে বলি।

একদা বিকেল ছ'টার সময় মাথার টুপিটা ঠিকমত বসাতে বসাতে সে তার বাঁ দিকে দাঁড়ানো প্রিয় বান্ধবী সাদিকে বলল:

"জান সেদ, আজ সন্ধ্যায় আমি পিগিকে ডিনারে ডেকেছি।"

"কখ্‌খনও না! এমন কাজ তুমি করতেই পার না। দেখ, তুমি তো একটি ভাগ্যবতী মেয়ে; আর পিগি তো একটা ফোতো বাবু; সব সময়ই সে মেয়েদের বড় বড় জায়গায় নিয়ে যায়। ব্লাঞ্চেকে নিয়ে সে এক সন্ধ্যায় তো হফ্‌ম্যান হাউস পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল; সেখানে মজাদার বাজনা আছে, আরও অনেক কিছু আছে। ডাল্‌সি, সেখানে তোমার সময়টা ভালই কাটবে।"

ডাল্‌সি দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে ছুটল। তার চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করছে; তার দুই গালে লেগেছে জীবনের—সত্যিকারের জীবনের আসন্ন প্রত্যুষের গোলাপি আভা। সেটা ছিল শুক্রবার; গত সপ্তাহের রোজগারের পঞ্চাশ সেন্ট মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

রাস্তায় তখন মানুষ-জনের ঢল নেমেছে। ব্রডওয়ের বৈদ্যুতিক বাতিগুলি আগুনের মত জ্বলছে—দিগন্তব্যাপী অন্ধকারে মাইলের পর মাইল, লীগ, শত শত লীগ দূর থেকে পতঙ্গদের ডাকছে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়তে। সুবেশধারী সুন্দর পুরুষ মানুষগুলো হাঁ করে ডাল্‌সিকে দেখছে; তার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই, সে সবেগে ছুটছে। রাতে-ফোটা ক্যাক্‌টাস ফুলে গন্ধভরা সাদা পাপড়ি মেলতে শুরু করেছে।

ডাল্‌সি একটা সস্তা দোকানের সামনে থামল; পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে একটা নকল ফিতের কলার কিনল। ঐ টাকাটা অবশ্য অন্য খাতে খরচ করার কথা ছিল—নৈশ ভোজের জন্য পনেরো সেন্ট, প্রাতরাশের জন্য দশ সেন্ট, লাঞ্চের জন্য দশ সেন্ট। ছোট সঞ্চয়-ভাণ্ডারেও একটা ডাইম যোগ হবার কথা; আর পাঁচ সেন্ট দিয়ে কেনার কথা ছিল যষ্টিমধুর রস। যষ্টিমধুর রসটা বাজে খরচের সামিল—প্রায় মদ খাবার মত—কিন্তু জীবনটাই বা ভোগ ছাড়া আর কি?

ডাল্‌সি থাকত একটা সুসজ্জিত ঘরে। সুসজ্জিত ঘর আর বোর্ডিং-এর ঘরের মধ্যে একটা তফাৎ আছে। সুসজ্জিত ঘরে তুমি না খেয়ে থাকলে অন্যে তা জানতে পারে না।

তার ঘরটা চারতলার পিছন দিকে। নিজের ঘরে ঢুকে সে গ্যাস জ্বালাল। তার এক-চতুর্থ মোমবাতি-শক্তির আলোয় আমরা ঘরটা দেখতে পাব।

কোচ-শয্যা, পোশাকের আলমারি, টেবিল, মুখ ধোবার ব্যবস্থা, চেয়ার—এ পর্যন্ত যা কিছুই ত্রুটি-বিচ্যুতি সেটা বাড়ির মালকিনের। বাকি সব কিছুর জন্য দায়ী ডাল্‌সি। তার যাকিছু সম্পত্তি সবই আলমারির উপরে—গিল্টি করা চীনা ফুলদানিটা সাদির দেওয়া উপহার, চাটনি-কোম্পানির একটা ক্যালেণ্ডার, স্বপ্ন নিয়ে লেখা একটা বই, কাঁচের ডিসে কিছু চালের গুঁড়ো, গোলাপি ফিতে দিয়ে বাঁধা এক থোকা নকল চেরি ফল।

আয়নার উল্টো দিকে জেনারেল কিচেনার, উইলিয়াম মুল্‌দুন, মার্লবরোর ডাচেস্ ও বেন্‌ভেনুতো সেলিমির ছবি টাঙানো হয়েছে। প্লাস্টার অব প্যারিস-এর তৈরি রোমক শিরস্ত্রাণ পরিহিত ও' কালাহান-এর একটা মূর্তি রাখা হয়েছে আর একটা দেয়ালে। কাছেই ঝুলছে একটা ছাপাই তৈলচিত্র—লেবু-রংয়ের একটি শিশু একটা প্রজাপতিকে তাড়া করছে। ডাল্‌সির কলাপ্রীতির এইগুলোই চূড়ান্ত নিদর্শন।

সাতটার সময় পিগির আসার কথা। ডাল্‌সি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিচ্ছে। আসুন, ততক্ষণে আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটু গল্পগুজব করি।

ঘরটার জন্য ডাল্‌সিকে দিতে হয় প্রতি সপ্তাহে দুই ডলার। সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে প্রাতরাশের জন্য তার খরচ হয় দশ সেণ্ট; সাজগোজ করতে করতেই সে কফিটা বানায় আর ডিমটা গ্যাসেই ভেজে নেয়। রবিবার সকালের খানাটা একটু রাজসিক—"বিলি"-র রেস্টুরেণ্টের বাছুরের মাংসের চপ আর আনারসের টুকরো; খরচ পড়ে পঁচিশ সেণ্ট আর পরিচারিকার বকশিস দশ সেণ্ট। নিউ ইয়র্ক শহরে বাজে খরচের হাজার টোপ ফেলাই আছে। সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে ডিপার্টমেণ্ট-স্টোরের রেস্টুরেণ্টে লাঞ্চ খেতে খরচ হয় ষাট সেণ্ট; ডিনারের দাম ১.০৫ ডলার। সান্ধ্য সংবাদপত্রের দরুন খরচ হয় ছয় সেণ্ট; দু'খানা রবিবাসরীয় খবরের কাগজের দাম দশ সেণ্ট। মোট খরচ পড়ে ৪.৭৬ ডলার। তারপর পোশাকপত্র কেনা আছে, আর আছে—

থাক সে সব কথা। এবার অন্য কথায় যাওয়া যাক।

পিগির কথা এক কথাতেই সারা যাবে। মেয়েরা যখন তার এই নামটা দিয়েছিল, তখন মহান শূকর-পরিবারের উপর একটা অকারণ কলংক আরোপ করা হয়েছিল। সেকালের নীল মলাটের তিন অক্ষরের প্রথম পাঠের বই তো শুরুই হত শূকর ছানার জীবনী দিয়ে। নাদুস-নুদুস চেহারা; মনটা ইঁদুরের, অভ্যাসগুলি বাদুড়ের, আর উদার প্রকৃতিটা বিড়ালের....গায়ে দামী পোশাক, উপবাস করার রাজা। যে কোন দোকানি-মেয়েকে একনজর দেখেই সে বলে দিতে পারে যে গত কয় ঘণ্টার মধ্যে ঘাসপাতা ও চা অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকারক খাদ্য তার পেটে পড়ে নি। সে বাজারময় ঘুরে বেড়ায়, ডিপার্টমেণ্ট-স্টোরগুলোর আশেপাশে ওৎ পেতে থাকে, আর সুযোগ পেলেই ডিনারের নেমন্তন্ন খায়। সে একটা অদ্ভুত চরিত্রের লোক; তার কথা বেশি লিখতে পারব না; আমার কলম ঠিক তার জন্য নয়; আমি ছুতোর মিস্ত্রি নই।

সাতটা বাজার দশ মিনিট আগেই ডাল্‌সি তৈরি হল। আয়নায় নিজেকে এঃ দেখল। বেশ ভালই দেখাচ্ছে। গাঢ় নীল নিভাঁজ পোশাক, কালো পালক-গোঁজা টুপি, কিছুটা নোংরা দস্তানা—বেশ ভালই মানিয়েছে।

এই মুহূর্তে ডাল্‌সি সব কিছু ভুলে গেল—শুধু সে যে সুন্দরী এই কথাটা ছাড়া। আগে কখনও কোন ভদ্রলোক তাকে বাইরে ডেকে নেয় নি। অল্প সময়ের জন্য হলেও এবার সে ঝলমল্ করা একটা জগতে ঢুকতে চলেছে।

মেয়েরা বলে পিগি "খুব খরচে" মানুষ। ডিনারটা বেশ বড় মাপেরই হবে, গান-বাজনা, আশ্চর্য পোশাক-পরা সব মহিলাদের দেখবে, আশ্চর্য সব খাবার খাবে। আবারও যে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ তার নেই।

দোকানের জানালায় একটা নীল রেশমি পোশাক সে দেখেছে—দশের বদলে সপ্তাহে বিশ সেন্ট জমালে কত হয় দেখা যাক—ওঃ, তাতে তো বছর কেটে যাবে! কিন্তু সেভেন্থ এভেনিউতে একটা সেকেণ্ড-হ্যান্ড দোকান আছে যেখান—

কে যেন দরজায় টোকা দিল। ডাল্‌সি দরজা খুলল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির মালকিন, মুখে নকল হাসি।

বলল, "তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থী এক ভদ্রলোক নিচে দাঁড়িয়ে আছে। নাম মিঃ উইগিন্স।"

সাধারণ মানুষরা এই নামেই পিগিকে চেনে।

রুমালটা নেবার জন্য ডাল্‌সি ড্রেসিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপরই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল! দাঁতে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরল। আয়নায় সে দেখেছিল পরীর দেশে এক রাজকন্যাকে—যেন সদ্য ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে। সে তাকেই ভুলে গিয়েছিল দুটি বিষণ্ন, সুন্দর, কঠিন চোখ মেলে যে তাকে দেখছিল—তার কাজের ভাল-মন্দ বিচার করার মত মানুষ তো একমাত্র সেই। দীর্ঘ, খাড়া, একহারা চেহারা; সুন্দর, বিষণ্ন মুখে করুণ ভর্ৎসনার দৃষ্টি: ড্রেসিং-টেবিলের উপর রাখা গিল্টি-করা ফটো-ফ্রেমের ভিতর থেকে দুটি আশ্চর্য চোখের স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টিতে জেনারেল কিচেনার তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

দম-দেওয়া পুতুলের মত ডাল্‌সি মালকিনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

শান্ত গলায় বলল, "তাকে বলে দাও, আমি যাব না। বলে দাও, আমি অসুস্থ, বা ঐ রকম একটা কিছু। তাকে বল আমি বাইরে যাচ্ছি না।"

দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে ডাল্‌সি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে দশ মিনিট ধরে কাঁদল। তার কালো টিপটা মুছে গেল। জেনারেল কিচেনার তার একমাত্র বন্ধু। সেই তো ডাল্‌সির আদর্শ সাহসী বীরপুরুষ। দেখে মনে হয় কী এক গোপন দুঃখ তার আছে; তার আশ্চর্য গোঁফজোড়া যেন স্বপ্নে ভরা; তার চোখের কঠিন দৃষ্টিকে ডাল্‌সি বুঝি কিছুটা ভয়ও করে। সে মনে মনে স্বপ্ন দেখে জেনারেল হয় তো কোন একদিন তার বাড়িতে হাজির হবে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে তাকেই ডাক দেবে। একদিন একটা ছেলে ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে শিকল দিয়ে ঝন্-ঝন্ আওয়াজ করেছিল, আর তাই শুনে ডাল্‌সি জানালা খুলে বাইরে তাকিয়েছিল। কিন্তু কেউ কোথাও ছিল

না। সে জানত, অসভ্য তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে জেনারেল তখন ছিল অনেক দূরে—জাপানে; তার ডাকে সে কখনও গিল্টি-করা ফ্রেমের ভিতর থেকে নেমে আসবে না। তবু সেই রাতে তার একটি চাউনি পিগিকে পরাজিত করেছিল। হ্যাঁ, সেই একটা রাতের জন্য।

কান্না শেষ হলে ডাল্‌সি তার সেরা পোশাকটা খুলে ফেলল, গায়ে জড়াল তার পুরনো নীল রংয়ের কিমোনো। ডিনার খেতে ইচ্ছা করল না। "সামি"-র দুটো কবিতার লাইন সুর করে গাইল। তারপর নাকের পাশের একটা ছোট্ট লাল দাগের পরিচর্যা নিয়ে মেতে উঠল। সেটা শেষ করে চেয়ারটাকে নড়বড়ে টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে তাস নিয়ে বসল।

গলা চড়িয়ে বলল, "কী বেয়াদপ লোকটা! এ-কথা ভাববার মত কোন কথাই আমি তাকে বলি নি; এমন কি ইঙ্গিত পর্যন্ত করি নি!"

ন'টার সময় ট্রাংকের ভেতর থেকে ক্রিম-ক্র্যাকারের একটা টিনের বাক্স ও র‍্যাম্পবেরি জ্যামের একটা ছোট পাত্র বের করে ডাল্‌সি ভোজন-পর্ব সমাধা করল। বিস্কুটে জ্যাম লাগিয়ে জেনারেল কিচেনারকেও খেতে দিল; কিন্তু সে বেচারি এমন ভাবে তার দিকে তাকাল ঠিক যে ভাবে স্ফিংস একটা প্রজাপতির দিকে তাকাত—অবশ্য মরুভূমিতে যদি প্রজাপতির দেখা মেলে।

ডাল্‌সি বলল, "ইচ্ছা না হলে খেয়ো না। তাই বলে চোখে অমন মরুব্বিয়ানা আর তিরস্কারও দেখিও না। আমি তো ভাবতেই পারি না যে সপ্তাহে ছয় ডলারে জীবন চালাতে হলে তুমিও এমন মুরুব্বিয়ানা দেখাতে পারতে।"

জেনারেল কিচেনারের প্রতি এতটা রূঢ় হওয়া ডাল্‌সির পক্ষে ভাল লক্ষণ নয়। পরক্ষণেই কঠোর অঙ্গভঙ্গী করে সে বেন্‌ভেনুতো সেলিনির মূর্তিকে উল্টে দিল। কিন্তু সেজন্যও তাকে দোষ দেওয়া যায় না; কারণ সে সব সময়ই মনে করত যে ওটা অষ্টম হেনরির মূর্তি, আর ডাল্‌সি তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

সাড়ে ন'টার সময় ডাল্‌সি শেষ বারের মত ড্রেসিং-টেবিলের উপরকার ছবিগুলোর দিকে তাকাল, বাতিটা নিভিয়ে দিল, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

গল্পটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। বাকিটা ঘটল পরে—যখন আবার একদিন পিগি ডাল্‌সিকে তার সঙ্গে ডিনারে যেতে বলল, যখন ডালসিও খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করছিল, আর জেনারেল কিচেনারও ঘটনাচক্রে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল; এবং তারপর—

আগেই বলেছি, আমি স্বপ্নে দেখছিলাম যে আমি দাঁড়িয়ে আছি একদল ধনী লোকের মত চেহারার দেবদূতের ভিড়ের মধ্যে, আর একটি পুলিশ আমার কাঁধে হাত রেখে জানতে চাইল আমিও তাদের দলের লোক কি না।

"ওরা কারা?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কেন," সে বলল, "ওরা সেই সব পুরুষ মানুষ যারা কাজের মেয়েদের ভাড়া করে এবং খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য তাদের সপ্তাহে পাঁচ-ছয় ডলার করে দেয়। তুমিও কি ওই দলের কেউ?"

আমি বললাম, "কদাপি নয়। আমি তো শুধু এমন একটা মানুষ যে একটা অনাথ আশ্রমে আগুন লাগিয়ে একটা অন্ধ মানুষকে খুন করেছে তার পেনিগুলোর লোভে।"

# ব্যস্তবাগীশের প্রেম-কথা

## The Romance of a Busy Broker

দালাল হার্ভে ম্যাক্সওয়েল তরুণী লেডি স্টেনোগ্রাফারটিকে সঙ্গে নিয়ে যখন দ্রুত পা ফেলে ঢুকলেন তখন তার আপ্ত করণিক পিচার মৃদু আগ্রহ ও বিস্ময় সহকারে তার দিকে তাকাল, যদিও সাধারণত তার মুখটা সর্বদাই থাকে ভাবলেশহীন। কোন রকমে "গুড মর্নিং পিচার" বলেই তিনি নিজের ডেস্কের দিকে ছুটলেন, মনে হল তিনি বুঝি লাফিয়েই সেটা পার হবেন; তারপরই চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের যে বিরাট স্তূপটি তার জন্যই সেখানে অপেক্ষা করছিল সেটার মধ্যেই তিনি ডুব দিলেন।

তরুণীটি বছরখানেক হল ম্যাক্সওয়েল-এর স্টেনোগ্রাফার হিসাবে কাজ করছে। মেয়েটি রূপবতী, তবে সে রূপ স্টেনোগ্রাফিসুলভ নয়। তার রূপের বাহার মনোহারিণী কেশ-বিন্যাসের বাহারকেও ছাড়িয়ে গেছে। চেন, ব্রেস্‌লেট অথবা লকেট কিছুই সে পরে নি। এখনই সে কোন লাঞ্চের নিমন্ত্রণে যাচ্ছে এমন কোন ভাবও তার মধ্যে নেই। ধূসর রংয়ের সাদাসিধে পোশাক, কিন্তু তার দেহ-সৌষ্ঠবের সঙ্গে বেশ মানানসই। তার পরিচ্ছন্ন কালো পাগড়িতে বসানো ছিল ম্যাক পাখির একটা সোনালী-সবুজ ডানা। এই সকালটা তাকে বেশ নরম, লাজুক আভায় উদ্ভাসিত দেখাচ্ছিল। চোখদুটি স্বপ্নোজ্জ্বল, গালে সত্যিকারের পিচফলের উজ্জ্বলতা, মুখে খুশির আমেজ, তাতে স্মৃতির সুরভি মাখা।

ঈষৎ কৌতূহলে পিচার লক্ষ্য করল যে আজ সকালে মেয়েটির চাল-চলন অন্যরকমের। তার ডেস্কটা পাশের ঘরে, কিন্তু সোজা সে ঘরে না ঢুকে ঈষৎ অন্যমনস্ক ভাবে সে বাইরের অফিসেই দাঁড়িয়ে রইল। একবার ম্যাক্সওয়েল-এর টেবিলের দিকেও এগিয়ে গেল, যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে আপ্ত ব্যক্তিটি সেখানেই হাজির আছে।

সেই ডেস্কের পাশে যে যন্ত্রটি বসেছিল এখন আর তিনি একটা মানুষ নন; নিউ ইয়র্কের এক ব্যস্তসমস্ত দালাল; চাকায় ও স্প্রিং-এ চেপে তিনি হুস-হুস করে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

ডেস্কের উপর স্তূপীকৃত চিঠিপত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "আচ্ছা—এসব কি? কোন কাজের বস্তু?" তার তীক্ষ্ণ, অধৈর্য দৃষ্টি তরুণীটির উপর পড়ল।

একটু হেসে সরে গিয়ে স্টেনোগ্রাফার জবাব দিল, "মোটেই না।" ঈষৎ হেসে সেখান থেকে সরে গেল।

তারপর আগু করণিককে বলল, "মিঃ পিচার, অন্য একজন স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ সম্পর্কে মিঃ ম্যাক্সওয়েল কি কাল আপনাকে কিছু বলেছেন?"

"তা বলেছেন," পিচার জবাব দিল। "আমাকে আর একটি লোক দেখতে বলেছিলেন। কাল বিকেলেই আমি এজেন্সিকে জানিয়ে দিয়েছি, নমুনাস্বরূপ কয়েকজনকে যেন আজ সকালেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখন ঘড়িতে ৯-৪৫, কিন্তু এখন পর্যন্ত তো একটি টুপি বা একটুকরো আনারসের চিউইং গাম-এরও দেখা নেই।"

তরুণী বলল, "তাহলে নতুন কেউ না আসা পর্যন্ত আমি যথারীতি কাজ করে যাই।" সঙ্গে সঙ্গে সে তার ডেস্কে চলে গেল; ম্যাক পাখির সোনালী-সবুজ পালক বসানো কালো পাগড়ি-টুপিটা যথাস্থানে রেখে দিল।

কাজের ভিড়ের সময় মানহাট্টান-এর ব্যস্ত দালালকে যিনি চোখে দেখেন নি, নৃতত্ত্বের পাঠই তার অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আর আজকের দিনটাতো হার্ভে ম্যাক্সওয়েল-এর ব্যস্ততম দিন। ডেস্কের টেলিফোনটা একনাগাড়ে বেজেই চলেছে। আপিসটা লোকে-লোকারণ্য; সকলেই তাকে ডাকাডাকি করছে—কেউ খুশির সুরে, কেউ কড়া গলায়, কেউ উত্তেজিত ভাবে। সংবাদ বাহক ছেলেরা খবর ও টেলিগ্রাম নিয়ে ছুটাছুটি করছে। আপিসের কেরাণীরা লাফাচ্ছে ঝড়ের সময়কার নাবিকদের মত। এমন কি পিচারের মুখেও বুঝি জীবনের ঝিলিক দেখা দিল।

এক্সচেঞ্জে তো চলেছে তুল-কালাম কাণ্ড—প্রচণ্ড ঝড় বইছে, ধস নামছে, বরফের ঝড়, হিমানি-সম্পাত ও আগ্নেয়গিরি: দালালের আপিসে সব কিছুই ঘটে চলেছে ক্ষুদ্র আকারে। চেয়ারটাকে দেয়ালের গায়ে সরিয়ে দিয়ে ম্যাক্সওয়েল কাজকর্ম চালাচ্ছেন একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পীর মত এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করে।

পিচার এসে বলল, "স্টোনোগ্রাফার এজেন্সি থেকে একটি মহিলা এসেছেন চাকরির ব্যাপারে দেখা করতে।"

ম্যাক্সওয়েল অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ভ্রূকুটি করে জানতে চাইলেন, "কোন্ চাকরি?"

পিচার বলল, "স্টেনোগ্রাফারের চাকরি। আপনি কাল আমাকে বলেছিলেন, এজেন্সিকে জানাতে যাতে আজ সকালেই একজনকে পাঠিয়ে দেয়।"

"তুমি মনের খেই হারিয়ে ফেলছ পিচার," ম্যাক্সওয়েল বললেন। "আমি তোমাকে এ সব কথা বলতে যাব কেন? এখানে এক বছর কাজ করে মিস্ লেস্লি তো সকলকেই খুশি করতে পেরেছে। যতদিন সে থাকতে চায় ততদিন তো এ চাকরিটা তার পাকা। না ম্যাডাম, এখানে কোন চাকরি খালি নেই। এজেন্সিকে বলে অর্ডারটা খারিজ করে দাও; আর কাউকে নিয়ে আমার কাছে এভাবে এস না।"

আপিসের আসবাবপত্রগুলিকে রাগে ঠেলে সরিয়ে রেখে রূপোলি মেয়েটি চলে গেল। এই সুযোগে পিচার হিসাব-লেখকের কাছে টিপ্পনি কাটল, যত দিন যাচ্ছে "বুড়ো মানুষটি" ততই ভুলো মন হয়ে যাচ্ছে।

কাজের ভিড় ও তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। কেনা-বেচার হুকুমদারী চলতে লাগল চাতক পাখিদের উড়ে চলার গতিতে। স্টক, বণ্ড, কর্জ, মর্টগেজ, সুদ ও জামিন—রকমারি লেন-দেনের আর শেষ নেই। এত সব জিনিস ধরে রাখার মত জায়গা মানুষের জগতেও নেই, প্রকৃতির জগতেও নেই।

যখন লাঞ্চের সময় হয়ে এল তখন হৈ-হট্টগোলেও ভাঁটা পড়ল।

দুই হাত-ভর্তি টেলিগ্রাম ও স্মারকলিপি নিয়ে ম্যাক্সওয়েল তার ডেস্কের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন; তার ডান কানে গোঁজা একটা ঝর্ণা-কলম, এলোমেলো চুলগুলো কপালের উপর নেমে এসেছে। জানালাটা খোলা; প্রিয় বসন্ত ঋতু হাজির হয়েছে গ্রীষ্মের বার্তা নিয়ে।

জানালা দিয়ে ভেসে এল লিলাক ফুলের মধুর সুরভি। মুহূর্তের জন্য দালাল মশায়ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কারণ এ সুরভির মালিক মিস্ লেস্‌লি; এটা তার নিজস্ব সুরভি; একমাত্র তার।

এই সুরভিই তাকে এনে হাজির করল ম্যাক্সওয়েল-এর সমুখে, একেবারে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। তখন সে কিন্তু পাশের ঘরে—বিশ পা দূরে।

অর্ধস্ফূট স্বরে ম্যাক্সওয়েল বললেন, "জর্জের দিব্যি, কাজটা এখনই করতে হবে। এখনই তাকে জিজ্ঞাসা করব। ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি, কাজটা আরও আগেই কেন করি নি।"

তিনি ভিতরকার আপিসের দিকে ছুটে গেলেন। হাজির হলেন স্টেনোগ্রাফারের ডেস্কে।

মৃদু হেসে স্টেনোগ্রাফার চোখ তুলে তাকাল। তার গালে ঈষৎ গোলাপি ছোপ লাগল; চোখ দুটোতে দয়ার ছোঁয়াচ। ম্যাক্সওয়েল তার ডেস্কের উপর কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। দুই হাতে তখনও কাগজের বাণ্ডিল উড়ছে। কলমটা তখনও কানে গোঁজা।

হড়বড় করে তিনি বলতে শুরু করলেন, "মিস্ লেস্‌লি, আমার হাতে এক মিনিট মাত্র সময় আছে। তার মধ্যেই তোমাকে কিছু বলতে চাই। তুমি কি আমার স্ত্রী হবে? সাধারণ পন্থায় তোমার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার মত সময় আমার নেই; কিন্তু তোমাকে আমি সত্যি ভালবাসি। যা বলার তাড়াতাড়ি বল—এই লোকগুলো দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছে।"

"ওঃ, এসব কি বলছেন আপনি?" তরুণীটি চেঁচিয়ে বলল। উঠে দাঁড়িয়ে সে চোখ গোল-গোল করে ম্যাক্সওয়েলের দিকে তাকাল।

ম্যাক্সওয়েল অস্থির হয়ে বললেন, "তুমি বুঝতে পারছ না? আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে কর। আমি তোমাকে ভালবাসি মিস্ লেস্‌লি। আগেই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম; ভিড়টা একটু পাতলা হতেই মিনিট খানেক সময় করে নিয়েছি। ওই তো কারা যেন টেলিফোনে আমাকে ডাকছে। পিচার, ওদের এক মিনিট অপেক্ষা করতে বল। তুমি রাজী তো মিস্ লেস্‌লি?"

স্টেনোগ্রাফার তখন একটা অদ্ভুত আচরণ করে বসল। প্রথমে মনে হল, সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে; তারপর তার দুই চোখে জলের ধারা নামল; তারপরেই তার ঠোঁটে ফুটল হাসির ঝিলিক; একটা হাতে গভীর আবেশে দালাল মশায়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

মিস্ লেস্লি নরম গলায় বলল, "এখন বুঝতে পেরেছি। সেই চিরকালের পুরনো ব্যাপারটাই আপাতত তোমার মাথা থেকে অন্য সব কিছুকেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। প্রথমে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। তোমার কি মনে পড়ছে না হার্ভে? গতকাল সন্ধ্যা আট ঘটিকায় মোড়ের মাথায় লিট্ল্ চার্চ-এ আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।"

## The Furnished Room

নিম্ন "ওয়েস্ট সাইড"-এর লাল-ইট জেলার লোকসংখ্যার একটা বিরাট অংশ কালস্রোতের মতই অস্থির ও ভবঘুরে; তারা নিয়ত বাসস্থান বদলায়। কোন ঘর নেই বলেই তাদের আছে শতেক ঘর। এক সাজানো ঘর থেকে তারা অন্য সাজানো ঘরে যায়, তারা চিরকাল ক্ষণিকের অতিথি—শুধু বাসস্থানের বেলায় নয়, অন্তরে অন্তরেও তারা যাযাবর। তারা গান গায় "বাড়ি আমার, মধুর বাড়ি"; তাদের গৃহস্থালী তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে।

অতএব এই জেলার বাড়িগুলোতে হাজার বাসিন্দা থাকায় তাদের নিয়ে হাজার গল্প বলা যায়, যদিও সবই একঘেয়ে গল্প; কিন্তু এতসব ভবঘুরে অতিথির মধ্যে যদি একটা-দুটো ভূতও খুঁজে না পাওয়া যায় তো সেটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

একদা সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরে একটি যুবক ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ভগ্নপ্রায় লাল বাড়িগুলোর ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল। বারো নম্বর বাড়িতে পৌঁছে সিঁড়ির উপর হাত-ব্যাগটা রেখে সে টুপি ও কপাল থেকে ধূলো ঝাড়তে লাগল। অনেক দূরের ফাঁকা সুড়ঙ্গপথের মধ্যে ঘণ্টার শব্দটা মিলিয়ে গেল।

যে বারো নম্বর বাড়ির ঘণ্টা সে বাজাল তার দরজায় এসে হাজির হল বাড়ির কর্ত্রী। যুবকটি তাকেই জিজ্ঞাসা করল একটা ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে কি না।

পরিচারিকা বলল, "ভিতরে আসুন।" কথা দুটি বেরিয়ে এল তার গলার ভিতর থেকে; মনে হল তার গলার মধ্যে সারি সারি লোম আছে। "এক সপ্তাহ হল তিন তলার পিছনের অংশটা খালি আছে। সেটা দেখতে চান কি?"

যুবকটি তার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠল। কোথা থেকে একটা ক্ষীণ আলো এসে হলের অন্ধকারকে পাতলা করে দিয়েছে। সিঁড়ির জরাজীর্ণ কার্পেটের উপর

দিয়ে তারা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। কার্পেটটা একেবারে তরকারি হয়ে গেছে; রোদহীন বাতাসে সিঁড়ির এখানে-ওখানে যথেচ্ছ পরগাছা বা শ্যাওলা জমেছে; পায়ের তলায় সেগুলো চট্‌চট্ করে। সিঁড়ির প্রতিটা বাঁকে দেয়ালের গায়ে ফাঁকা ঘুলঘুলি আছে। হয়তো একসময় সেখানে চারাগাছ বসানো হয়েছিল। তা যদি হয়ে থাকে তো সেগুলো দূষিত হাওয়ায় মরে গেছে। হয়তো সেখানে সাধুসন্তদের মূর্তি রাখা হয়েছিল, কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায় যে ক্ষুদে শয়তান ও পিশাচরা সেগুলিকে টেনে অন্ধকারের মধ্যে নামিয়ে নিচের কোন একটা সুসজ্জিত অপবিত্র গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

গৃহকর্ত্রী লোমশ গলায় বলল, "এই সেই ঘর। বেশ ভাল ঘর। এটা বড় একটা খালি থাকে না। গত গ্রীষ্মে কয়েকজন রুচিবান মানুষ এখানে ছিলেন—কোন রকম ঝামেলা হয় নি, আর সব টাকাটাই আগাম দিয়েছিলেন। হলের শেষ প্রান্তে জল আছে। "স্প্রাল্‌স্ অ্যাণ্ড মুনি" কোম্পানি তিন মাসের জন্য ঘরটা ভাড়া নিয়েছিল। তারা এখানে বেশ কয়েকটা নাচ-গানের আসর বসিয়েছিল। মিস্ বি'রেটো স্প্রাল্‌স্—তার নামটা হয়তো শুনেছেন—ওহো, ওটা আবার তার রঙ্গমঞ্চের নাম—ঐ ডান দিকের ড্রেসিং-টেবিলের উপরে ফ্রেমেবাঁধা বিয়ের সার্টিফিকেটটা ঝুলিয়ে রাখত। গ্যাসটা এখানে আছে, আর দেখতেই পাচ্ছেন বেশ কিছু ছোট ঘরও আছে। এ ঘরটা সকলেই পছন্দ করে। কখনই এটা খালি থাকে না।"

"এখানে কি থিয়েটারের অনেক লোকজন আসা-যাওয়া করে?" যুবকটি শুধাল।

"তারা যেমন আসে তেমনই চলে যায়। আমার এখানে যারা বাসা বাঁধে তাদের একটা বড় অংশই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। হ্যাঁ মশায়; এটা তো থিয়েটারেরই জেলা। অভিনেতারা কোন জায়গাতেই বেশী দিন থাকে না। আমার পাওনা-গণ্ডা আমি ঠিক পেয়ে যাই। হ্যাঁ, তারা আসে, আবার চলে যায়।"

এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে যুবক ঘরটা ভাড়া নিল। বলল সে বেশ ক্লান্ত, তাই এখনই ঘরটা নিচ্ছে। টাকাটা গুণে দিল। গৃহকর্ত্রী জানাল, সব কিছুই হাতের কাছে পাবেন, এমন কি তোয়ালে এবং জল পর্যন্ত। সে পা বাড়াতেই যে প্রশ্নটা জিভের আগায় নিয়ে যুবকটি ঘুরছিল সেই প্রশ্নটাই নতুন করে সহস্রতম বার উচ্চারণ করল।

"একটি তরুণী মেয়ে—মিস্ ভাশ্‌লার—মিস্ এলয়েস ভাশ্‌লার—আপনার বাসিন্দাদের মধ্যে এরকম নামের কাউকে মনে পড়ে কি? খুব সম্ভব সে মঞ্চে উঠে গান গেয়েছে। দেখতে-শুনতে ভাল, মাঝারি উচ্চতা ও একহারা গড়ন, লাল্‌চে সোনালী চুল আর বাঁ দিকের ভুরুর কাছে একটা কালো আঁচিল।"

"না, এরকম কোন নাম মনে পড়ছে না। রঙ্গমঞ্চের মানুষরা যেমন প্রায়শই ঘর বদলায় তেমনই নামও পাল্টায়। কত আসে, কত যায়। না, এরকম কোন নাম মনে পড়ছে না।"

না। সব সময়ই না। পাঁচ মাস ধরে অবিরাম একই প্রশ্ন করছি, আর একই অনিবার্য নেতিবাচক উত্তর পাচ্ছি। দিনের বেলায় ম্যানেজার, এজেন্ট, স্কুল ও কোরাসের

দলকে প্রশ্ন করতে কত যে সময় কেটে যায় ; রাতের বেলাটা কাটে রঙ্গমঞ্চের শ্রোতাদের সঙ্গে—তারকাখচিত অভিনেত্রী সমাবেশ থেকে এমন সব নিচু তলার গানের হলে যেখানে তার দেখা পাওয়াটাই আবার অত্যন্ত ভয়ের কারণ। তাকে বড় বেশি ভালবাসত বলেই সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেই যাচ্ছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস, বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাবার পর থেকে এই বৃহৎ শহর তাকে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রেখেছে; কিন্তু এ শহরটা যে একটা রাক্ষুসে চোরাবালির মত, বালির কনাগুলো অনবরত সরে সরে যায়, ভিত বলে কিছুই নেই, আজকে যে বালুকণাগুলি উপরের স্তরে আছে কালই সেগুলো ডুবে যাবে পাতলা কাদার তলায়।

সুসজ্জিত ঘরটি নবতম অতিথিকে আপ্যায়ন করল নকল আতিথেয়তার আলোয়, ভ্রষ্টা নারীর চটকদার হাসি যে ভাবে আপ্যায়িত করে, তার ক্ষণিকের অতিথিকে। ভাঙ্গাচোরা আসবাবপত্র, ব্রোকেডের ছেঁড়া ঢাকনা দেওয়া একটা কোচ ও দুটো চেয়ার, দুটো জানালার মাঝখানে ফুটখানেক চওড়া একটা সস্তা আয়না, গিল্টি-করা ফ্রেমের দু'একটা ছবি আর কোণের দিকে একটা পিতলের খাট।

অতিথিটি একটা চেয়ারে মরার মত শরীরটাকে এলিয়ে দিল, আর ঘরখানা ব্যাবেল-এর এপার্টমেন্টের মত বক্ বক্ করে বলতে লাগল তার বিচিত্র সব বাসিন্দাদের কথা।

কাগজ-মোড়া দেয়ালে ঝুলছে সেই সব ছবি যা গৃহহারা মানুষদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে—"হুগেনট প্রেমিক যুগল", "প্রথম ঝগড়া", "বিয়ের প্রাতরাশ", "ঝর্ণার আত্মা"র মত সব ছবি। ম্যান্টেলপিসের উপর সাজানো রয়েছে দু'একটা বাজে ফুলদানি, অভিনেত্রীর ছবি, একটা ওষুধের বোতল; এক জোড়া তাস ছড়ানো।

সাংকেতিক চিঠির অক্ষরগুলো যেমন একে একে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঠিক সেই রকম সুসজ্জিত ঘরের অতিথিরা যে সব চিহ্ন রেখে গেছে একে একে তাও অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগল। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে পাতা রুমালের সুতো-ওঠা জায়গাগুলো বলে দিচ্ছে যে সুন্দরী নারীটি ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিল। দেয়ালের ছোট ছোট আঙুলের ছাপগুলি বলছে সেই সব ছোট বন্দীদের কথা যারা রোদ ও বাতাসে যাবার পথ খুঁজেছিল। বোমা ফাটার মত কালো দাগ-লাগা দেয়ালটা সাক্ষী দিচ্ছে, ছুঁড়ে-দেওয়া গ্লাস বা বোতলটা কোথাও লেগে ভেঙ্গে খান্-খান্ হয়ে গিয়েছিল। আয়নার এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত হিরে দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে একটি নাম "মারি"। দেখে মনে হয় সুসজ্জিত ঘরের বাসিন্দারা সকলেই রাগে ফেটে পড়ে সেই রাগের ঝাল মিটিয়েছে ঘরটার উপরে। আসবাবপত্রগুলো কেটে টুকরো টুকরো করেছে; ঠেলে-ওঠা স্প্রিংয়ের ধাক্কায় বিকৃত কোচটা দেখে মনে হয় কোন ভয়ংকর রাক্ষসকে হত্যা করা হয়েছিল যখন সে অদ্ভুতভাবে ছটফট করছিল। কোন প্রচণ্ড আঘাতে শ্বেত পাথরের ম্যান্টেলের একটা বড় চাঁই চটে উঠে গেছে। এটা খুবই অবিশ্বাস্য

লাগে যে ঘরটার এত রকমের ক্ষতি তারাই করেছে যারা কিছু সময়ের জন্য এটাকে তাদেরই বাড়ি বলে ধরে নিয়েছিল; অথচ এমনও হতে পারে যে এ সমস্তই ব্যর্থ গৃহ-কাতরতার অন্ধ আত্মপ্রকাশ মাত্র; মিথ্যা বাস্তু-দেবতাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ক্রোধই তাদের মনে জ্বেলেছিল রোষের আগুন। যে কুঁড়ে ঘর আমাদের নিজের ঘর তাকে আমরা ঝাঁট দিতে পারি, পূজো করতে পারি, মনের মণিকোঠায় ভরে রাখতে পারি।

চেয়ারে উপবিষ্ট যুবক ভাড়াটের মনে এই সব চিন্তা সমানে কাজ করে চলেছে; ওদিকে সাজানো-গোছানো শব্দ ও গন্ধ হু-হু করে ঘরে এসে ঢুকছে। একটা ঘরে সে শুনতে পেল হা-হা হি-হি হাসির শব্দ; আর একটা ঘরে একক বকুনি, পাশার কড়-কড় শব্দ, একটা ঘুম-পাড়ানি গান, একটা একঘেয়ে কান্নার শব্দ; মাথার উপরে কে যেন ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে। কোথায় খটাস্ করে একটা দরজা খুলে গেল; মাঝে মাঝে ট্রেনের কু-ঝিক্‌ঝিক্; পিছনের বেড়ার উপর বসে একটা বিড়াল করুণ সুরে কাঁদছে। বাড়িটার বাতাসে সে শ্বাস টানল—ঠিক সুগন্ধ নয়, কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ—একটা ঠাণ্ডা, পচা গন্ধ; তার সঙ্গে মিশে আছে লাইনোলিয়াম, ছত্রাক ও পচা কাঠের একটা ধোঁয়াটে গন্ধ।

যুবকটি সেখানে বসে থাকতে থাকতেই হঠাৎ ঘরটা ভরে গেল মাইলোনেট ফুলের জোরালো মিষ্টি গন্ধে। গন্ধটা বাতাসের একটা ঝলকের মত এমন ভাবে ঘরে ঢুকল যেন সে এক জীবন্ত আগন্তুক। লোকটি চেঁচিয়ে উঠল: "কি হল প্রিয়া?" যেন কেউ তাকে ডেকেছে এমনি ভাবে সে লাফ দিয়ে উঠে চারদিকে তাকাতে লাগল। তীব্র গন্ধটা তাকে যেন জড়িয়ে ধরল। সেও দুটি বাহু বাড়িয়ে দিল; সেই মুহূর্তে তার সময়-জ্ঞানও বুঝি হারিয়ে গেল। একটা গন্ধ কি ভাবে একটা মানুষকে ডাকতে পারে? নিশ্চয় একটা কোন শব্দ হয়েছিল। কিন্তু এটা কি সেই শব্দ নয় যা তাকে ছুঁয়েছিল, তাকে আদর করেছিল?

"আমার প্রিয়া এসেছিল এই ঘরে," চিৎকার করে এই কথা বলে সে লাফ দিয়ে উঠল তার একটা চিহ্নকে ছিনিয়ে নিতে, কারণ সে জানত যে প্রিয়ার ছোটখাট যে কোন জিনিস সে দেখলেই চিনতে পারবে। মাইলোনেটের এই আচ্ছন্ন-করা সুবাস, যে সুবাস সে ভালবাসত, যাকে সে আপন করে নিয়েছিল—কোথা থেকে এল সেই সুবাস?

সে ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারগুলোকে আতিপাতি করে খুঁজতে লাগল। পেয়ে গেল একটা ফেলে-দেওয়া ছোট ছেঁড়া রুমাল। রুমালটাকে মুখের উপর চেপে ধরল। হেলিও-ট্রোপের উগ্র গন্ধ; রুমালটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর একটা ড্রয়ারে পেল কয়েকটা বোতাম, থিয়েটারের প্রোগ্রাম, বন্ধকী মহাজনের কার্ড, দুটো জলজ উদ্ভিদ, স্বপ্নবিষয়ক একটা বই। এ সব থেকে কিছুই জানা গেল না।

তারপর সে ঘরময় ছুটতে লাগল গন্ধপাগল শিকারী কুকুরের মত। দেয়ালময় হাতড়ে বেড়াচ্ছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের কোণগুলি পর্যন্ত খুটিয়ে দেখল, ম্যান্টেল

ও টেবিল উল্টে-পাল্টে দেখল, দরজা-জানালার পর্দাগুলো হাতাল। প্রিয়া যে তার পাশেই আছে, আছে তার চারদিকে, সমুখে, পিছনে, উপরে, তাকে ধরেই আছে, আদর করছে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে কাতর কণ্ঠে ডাকছে—সেটা বুঝতে না পেরে তার একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য চিহ্নের জন্য সে হন্যে হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আবার সে জোর গলায় উত্তর দিল, "হ্যাঁ, প্রিয়া!" মুখ ফিরিয়ে চোখ বড় বড় করে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। হা ঈশ্বর! এ সুবাস কোথা থেকে আসছে? আর কবে থেকে সুবাস পেয়েছে ডাক দেবার মত কণ্ঠস্বর?

তখন তার মনে পড়ল পরিচারিকার কথা।

ভূতে-পাওয়া ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে দেখতে পেল, একটা দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে।

দরজায় ধাক্কা দিতেই গৃহকর্ত্রী বেরিয়ে এল। যুবকটি সাধ্যমত নিজের উত্তেজনাকে সংযত রাখতে চেষ্টা করল।

সবিনয়ে শুধাল, "বলতে পারেন ম্যাডাম, আমি যে ঘরটাতে আছি আমি আসার আগে সে ঘরে কে ছিল?"

"হ্যাঁ স্যার। আবার আপনাকে বলতে পারি; তাছাড়া আগেই তো বলেছি, ঘরে ছিল স্প্রাল্স ও মুনি। থিয়েটারে তার নাম ছিল মিস্ ব্রেটা স্প্রালস্, কিন্তু আসলে তিনি মিসেস্ মুনি। আমার বাড়ির মর্যাদার কথা সকলেরই জানা। বিয়ের সার্টিফিকেটটা ঝোলানো ছিল একটা পেরেকে—"

"মিস্ স্প্রাল্স্ কেমন মানুষ ছিলেন—আমি বলতে চাই তিনি দেখতে কেমন ছিলেন?"

"কেন, স্যার, কালো চুল,,বেঁটে, শক্ত-পোক্ত, হাসি-হাসি মুখ। গত সপ্তাহের মঙ্গলবারে তারা এখান থেকে চলে গেছে।"

"তাদের আগে এ ঘরে কে ছিল?"

"কেন, একটি একক ভদ্রলোক, তার ছিল মাল-পরিবহনের ব্যবসা। আমার এক সপ্তাহের টাকা মেরে দিয়ে তিনি কেটে পড়লেন। তার আগে ছিলেন মিসেস্ ক্রোডার; দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি চার মাস ছিলেন। তারও আগে ছিলেন বুড়ো মিঃ ডয়েল, তার টাকা-পয়সা অবশ্য ছেলেরাই দিত। ছ'মাস তিনি ঘরটা রেখেছিলেন। সে এক বছর আগেকার কথা স্যার, আর তার আগের কথা আমি স্মরণ করতে পারছি না।"

ধন্যবাদ জানিয়ে যুবকটি তার ঘরে ফিরে গেল। ঘরটা তখন মরার মত চুপচাপ। যে সুবাস তাকে জীবন্ত করে রেখেছিল সেটা চলে গেছে। চলে গেছে মাইলোনেট ফুলের গন্ধ। তার বদলে ঘরময় ছড়িয়ে আছে পুরনো আসবাবপত্র ও বদ্ধ গুদাম ঘরের সোঁদা গন্ধ।

তার আশার স্রোতে ভাঁটা পড়ায় বিশ্বাসের উৎসও শুকিয়ে গেল। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গ্যাসের হল্দে আলোটার দিকে। একটু পরেই বিছানার কাছে গিয়ে

চাদরটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে শুরু করল। ছুরির ফলা দিয়ে ঠেসে ঠেসে ন্যাকড়ার ফালিগুলোকে দরজা ও জানালার সব ফাঁক-ফোকড়ের মধ্যে গুঁজে দিল। সব কিছু এঁটেসেটে বন্ধ করে আলোটা নিভিয়ে দিল, গ্যাসটাকে আবার পুরোদমে খুলে দিল এবং তারপরে খুশি মনে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিল।

* * *

সে রাতে একটা পাত্র নিয়ে বীয়ার পান করতে আসার কথা ছিল মিসেস ম্যাক্‌কুল-এর। পাত্রটা হাতে নিয়ে নিচের একটা গরম ঘরে বসে সে মিসেস পার্ডির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

মিসেস পার্ডি বলল, "আজ সন্ধ্যায় আমার তিনতলার পিছনের ঘরটা ভাড়া দিয়েছি। একটি যুবক ঘরটা নিয়েছে। ঘণ্টা দুই আগে সে শুতে গেছে।"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে মিসেস ম্যাক্‌কুল বলে উঠল, "বলেন কি মিসেস পার্ডি? ও রকম একটা ঘরও ভাড়া দিতে পারলেন ম্যাডাম? আশ্চর্য ব্যাপার। সব কথা কি তাকে বলেছেন?" শেষের দিকে তার কথাগুলি কেমন যেন রহস্যময় ও ভাসা-ভাসা শোনাল।

আরও বেশি ফ্যাঁসফেঁসে গলায় মিসেস পার্ডি বলে উঠল, "ঘর তো ভাড়া দেবার জন্যই সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে আমি কিছুই বলি নি মিসেস ম্যাক্‌কুল।"

"ঠিক করেছেন ম্যাডাম; ঘর ভাড়া দিয়েই তো আমরা খেয়ে-পরে বেঁচে আছি। ব্যবসাটা আপনি খুব ভালই বোঝেন ম্যাডাম। ঘরটার বিছানায় শুয়ে একজন আত্মহত্যা করেছিল এ কথা বললে তো অনেকেই ঘরভাড়া বাতিল করে দেবে।"

"যা বলেছেন; আমাদের তো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে হবে," মিসেস পার্ডি মন্তব্য করল।

"খুব খাঁটি কথা ম্যাডাম। ঠিক এক সপ্তাহ আগে এই দিনটাতেই তো আপনার তিনতলার পিছনের ঘরটার জন্য আমি আপনাকে একটি ভাড়াটে জুটিয়ে দিয়েছিলাম, আর সেই সুন্দরী মেয়েটাই কিনা গ্যাস জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করে বসল! মিসেস পার্ডি, ম্যাডাম, মেয়েটির মুখখানি বড় মিষ্টি ছিল।"

তার সঙ্গে একমত হয়েও কিছুটা ইতস্তত করে মিসেস পার্ডি বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন, তাকে সুন্দরীই বলা যেত, যদি তার বাঁ দিকের ভুরুর কাছে আঁচিলটা না থাকত। আপনার গ্লাসটা আর একবার ভরে নিন মিসেস ম্যাক্‌কুল।"

# টবিনের হস্তরেখা

## Tobin's plam

টবিন ও আমি, দু'জন একদা কোনি গিয়েছিলাম বেড়াতে; দু'জনে মিলে আমাদের সম্বল ছিল মাত্র চার ডলার, অথচ টবিনের একটু হাওয়া বদলের খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। কারণ তার প্রিয়তমা ক্যাটি মাহর্নার তিন মাস আগে আমেরিকা রওনা হবার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে; যাবার সময় তার সঙ্গে ছিল নিজের উপার্জনের দু'শ' ডলার এবং টবিনের পৈত্রিক সম্পত্তি শান্নঘ জলাভূমির একটি সুন্দর বাড়ি ও শূকরশালা বিক্রি করে পাওয়া একশ' ডলার। ইতিমধ্যে টবিন তার প্রিয়তমার কাছ থেকে মাত্র একটি চিঠি পেয়েছে; তাতে সে জানিয়েছিল, ক্যাটি তার কাছে ফিরে আসার জন্য রওনা হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে সে না পেয়েছে ক্যাটি মাহর্নারের কোন খবর, আর না পেয়েছে তার দেখা। টবিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, কিন্তু তাতেও সে-মেয়ের কোন খোঁজ মেলে নি।

অতএব আমি ও টবিন একদিন কোনির পথে বেরিয়ে পড়লাম; ভাবলাম, নদীপথে কিছুটা ঘোরাফেরা করলে এবং পপকর্নের গন্ধ নাকে লাগলে তার মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু টবিন কঠোর বাস্তববাদী মানুষ, আর প্রিয়তমার নিরুদ্দেশের ব্যথাটা তার মর্মে বড় বেশি করে বিঁধেছিল। বেলুনওয়ালার ডাক শুনে সে দাঁতে দাঁত ঘষল; চলমান দৃশ্যাবলীকে গালাগালি করল; অগত্যা তাকে নিয়ে একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকলাম; ভাল লাগার মত জিনিসপত্র সেখানে কিছু ছিল না। ছয়-আট মাপের একটা ছোট স্টলের সামনে টবিন দাঁড়িয়ে পড়ল; তার চোখের দৃষ্টিটাই হঠাৎ পাল্টে গেল। বলে উঠল, "এখানেই আমার মন ভাল হয়ে যাবে। নীল নদের দেশের আশ্চর্য গণৎকারকে দিয়ে আমি আমার হস্তরেখা গণনা করাব। আমি দেখতে চাই যা হবার সেটা হবে কি না।"

প্রকৃতির নানারকম লক্ষণ ও অস্বাভাবিক ঘটনাকে টবিন বিশ্বাস করত। কালো বিড়ালের বিষয়ে, ভাগ্যমন্ত সংখ্যায় এবং খবরের কাগজের আবহাওয়ার পূর্বাভাষে তার বিশ্বাস ছিল মাত্রাতিরিক্ত।

সে মন্ত্রপূত মুরগির খোঁয়াড়টার মধ্যে ঢুকে পড়ল। খোঁয়াড়টাকে রহস্যজনকভাবে সাজানো হয়েছে লাল কাপড় আর রেলপথের জংশন স্টেশনের অনেকগুলি রেল-লাইনের কাটাকাটির মত নানা রেখায় ভর্তি অনেকগুলি হাতের ছবি দিয়ে। দরজার উপরে লেখা—মাদাম জোজো, মিশরীয় হস্তরেখাবিদ। ভিতরে ছিল একটি মোটাসোটা নারী; তার লাল রঙের জামায় অনেকগুলি আংটা ঝুলছিল; তাতে আঁকা

ছিল নানা রকম জীবজন্তুর ছবি। টবিন তাকে দশটি সেন্ট দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

মাদাম জোজো টবিনের হাতটা নিজের হাতে তুলে ধরে বেশ ভাল করে দেখতে দেখতে বলল, "দেখ হে, তোমার জীবনে অনেক দুর্ভোগ গেছে। আরও খারাপ সময় আসছে। শুক্র-স্থানটি—না কি এটা কোন পাথরে লেগে কেটে যাওয়ার দাগ?—বলছে, তুমি প্রেমে পড়েছ। সেই প্রিয়তমাটির জন্য জীবনে অনেক কষ্ট তুমি পেয়েছ।"

আমার কানের কাছে মুখ এনে টবিন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "এই মেয়েটি নির্ঘাৎ ক্যাটি মাহর্নারের খবর রাখে।"

গণৎকারনি বলল, "দেখতে পাচ্ছি, যাকে তুমি ভুলতে পারছ না সেই তোমাকে অনেক কষ্ট, অনেক ভোগান্তি দিয়েছে। নাম-রেখাটা তো দেখছি 'কে' ও 'এম' অক্ষর দুটির দিকেই নির্দেশ করছে।"

"আরে!" টবিন আমাকে বলল, "কথাটা কানে ঢুকল কি?"

গণৎকারনি বলতে লাগল, "দেখ হে বাপু, পুরুষের গায়ের রং যদি হয় ঘোর কালো আর নারীর গায়ের রং ফর্সা, সেক্ষেত্রে গণ্ডগোল দেখা দেবেই। অচিরেই তোমাকে জলপথে ভ্রমণে যেতে হবে, আর তাতে অনেক খরচাপাতিও হবে। তবে—একটা রেখা দেখতে পাচ্ছি যেটা মানুষকে সৌভাগ্য এনে দেয়। তুমি দেখলেই তাকে চিনতে পারবে; তার নাকটা বাঁকানো।"

"হাতে কি তার নামটাও লেখা আছে?" টবিন প্রশ্ন করল। "তাহলে সে যখন সৌভাগ্যের বোঝা নিয়ে আসবে তখন তাকে স্বাগত জানাতে সুবিধা হবে।"

ভুরু কুঁচকে গণৎকারনি বলল, "নামের বানানটা তো হস্তরেখা থেকে পাওয়া যায় না; তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে নামটা বেশ লম্বা, আর তার মধ্যে "ও" অক্ষরটা অবশ্যই থাকবে। আর কিছু আমার বলার নেই। শুভ সন্ধ্যা। দরজাটা আর আটকে রেখো না।"

"কি করে যে এরা সব কিছু জানতে পারে সেটাই আশ্চর্য," জাহাজ-ঘাটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে টবিন বলল।

ফটকের ভিড় ঠেলে যাবার সময় একটি নিগ্রোর জ্বলন্ত চুরুটে টবিনের কানে ছ্যাঁকা লাগল, আর তা থেকেই হল গোলযোগের সূত্রপাত। টবিন তার ঘাড়ে একটা রদ্দা কসাল আর তার সঙ্গী মেয়েরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। পুলিশ আসার আগেই বেঁটে-খাটো লোকটাকে টানতে টানতে আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। যখনই কোন কিছুতে মজা পায় তখনই টবিনের মেজাজটা কেমন যেন বিদ্‌ঘুটে হয়ে যায়।

সে রাতে বোটে চেপে পকেটে হাত দিয়ে টবিন বুঝতে পারল যে ভিড়ের মধ্যে তার পকেটমার হয়েছে। যার ফলে তার মনমেজাজ কিছুটা খিঁচড়ে গেল। সেই বুঝি তার দুর্ভাগ্যের শুরু।

রেলিংয়ের ধারে একটা আসনে বসেছিল একটি যুবতী মেয়ে। তার সাজ-পোশাক লাল মোটরে সওয়ার হবার উপযোগী; চুলের রং কাঁচা মাটির মত। পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় হঠাৎই টবিন মেয়েটির পা মাড়িয়ে দিল। পেটে নেশার বস্তু কিছু পড়লেই সে অতিমাত্রায় ভদ্রতা-সচেতন হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবার সময় মাথার টুপিটাকে একটু ঘোরাতেই সেটা মাথা থেকে খুলে গেল আর বাতাসের টানে নদীর জলে পড়ে ভেসে গেল।

ফিরে এসে টবিন আমার পাশে বসে পড়ল। আমিও তার উপর ভাল করে নজর দিলাম। লোকটার জীবনে কয়েকটা দুর্ঘটনা পর পর ঘটে গেল। ভাগ্য যখন বিরূপ হয় তখনই সেও যেন কেমন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কখন কি করে বসবে তা কে জানে।

আমার হাতটা চেপে ধরে টবিন উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, "জন, তুমি কি জান আমরা এখন কি করছি? আমরা জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছি।"

আমি বললাম, "ও সব চিন্তা রাখ তো। নিজেকে সংযত কর। বোটটা দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের মাটিতে নামিয়ে দেবে।"

সে বলল, "বেঞ্চিতে বসা ওই ফর্সা মেয়েটির দিকে তাকাও। আর যে কালো লোকটা আমার কানটা পুড়িয়ে দিল তার কথাও কি তুমি ভুলে গেলে? আর আমার টাকাটা যে হাওয়া হয়ে গেল তার কি হবে? আমার পকেটে তো পঁয়ষট্টি ডলার ছিল।"

আমার মনে হল, একটা হৈ-চৈ বাধাবার অজুহাত তৈরি করতেই সে তার দুর্ভাগ্যের একটা তালিকা আমাকে শুনিয়ে দিল। তাই আমিও চেষ্টা করলাম, এসব কিছুই যে তুচ্ছ ব্যাপার সেটা তাকে বুঝিয়ে দিতে।

টবিন বলল, "শোন। দৈববাণী শোনার মত কানও তোমার নেই, আর ঈশ্বর প্রেরিত মানুষদের অলৌকিক কাণ্ড বুঝবার মত মনও তোমার নেই। আমার হাত দেখে গণৎকার মহিলাটি কি বলেছে? তোমার চোখের সামনেই তো সব কিছু সত্যি সত্যি ঘটে গেল। সে তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে, 'ভাল করে নজর রেখো। ঘোর রংয়ের পুরুষ আর ফর্সা রংয়ের নারী; তারাই তোমাকে বিপাকে ফেলবে।' সেই কালো লোকটার কথা কি ভুলে গেলে? যদিও এক ঘুষি মেরে আমিও তার বদলা নিয়েছি। আর যে সুন্দরী মহিলার জন্য আমার টুপিটাই জলে ভেসে গেল তার চাইতে ফর্সা কোন মেয়ে কি তুমি দেখাতে পার? আর মুরগির খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার ভেস্টের পকেটে যে পঁয়ষট্টি ডলার ছিল সেটাই বা কোথায় গেল?"

টবিন যে ভাবে কথাগুলি বলল তাতে ভবিষ্যদ্বাণীর কৌশলটাকেই যেন সমর্থন করা হল; অথচ আমার তো ধারণা যে এই সব দুর্ঘটনা কোনিতে যে কোন মানুষেরই ঘটতে পারত; এর সঙ্গে হস্ত-রেখা বিচারের কোন সম্পর্কই নেই।

টবিন আসন থেকে উঠে পড়ল। ডেকময় পায়চারি করতে করতে তার ছোট ছোট দুটো লাল চোখ দিয়ে অন্য সব যাত্রীদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার এ ধরনের আচরণের কারণটা কি। নিজের মনের কথা কাজে পরিণত করার আগে কেউ বুঝতেই পারবে না টবিনের মনে কি আছে।

সে বলে উঠল, "তোমার তো বোঝা উচিত, আমার হস্ত-রেখায় যে মুক্তির বাণী লেখা আছে আমি তারই সন্ধান করছি। সেই বাঁকা-নাক লোকটিকে আমি খুঁজছি যে আমাকে এনে দেবে আমার সুদিন। সে ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না জন; সারা জীবনে এদের চাইতে খাড়ানাকের মানুষ তুমি আর কখনও দেখেছ?"

আমাদের বোটটা ছিল ন'টা তিরিশের। বোট থেকে নেমে আমরা বাইশ নম্বর স্ট্রীট ধরে শহরের দিকে হাঁটতে লাগলাম। তখন টবিনের মাথায় টুপি ছিল না।

রাস্তার মোড়ে গ্যাস-বাতির নিচে দাঁড়িয়ে একটি লোক চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল। লোকটি বেশ ঢ্যাঙা, গায়ে ভাল পোশাক, দাঁতের ফাঁকে একটা চুরুট। দেখলাম, তার নাকটা সাপের কুণ্ডলির মত দুটো বাঁক খেয়েছে। একই সঙ্গে সেটা টবিনের চোখেও পড়ল। আমি শুনতে পেলাম তার নাক থেকে ছুটন্ত ঘোড়ার মত একটা ভারি শব্দ বেরিয়ে আসছে। সে সোজা লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। আমিও তার সঙ্গে গেলাম।

টবিন লোকটিকে বলল, "আপনাকে শুভ-রাত্রি জানাই"। লোকটি একটা চুরুট বের করে ভদ্রতার বিনিময় করল।

টবিন বলল, "আপনার নামটা লিখে দেখাবেন কি? নামটা কতটা বড় সেটাই আমরা দেখতে চাই। আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা আমাদের দিক থেকে দরকারি হয়ে পড়তেও পারে।"

লোকটি বিনীতভাবে বলল, "আমার নাম ফ্রীডেন্-হাউস্ম্যান—ম্যাক্সিমাস জি. ফ্রীডেন্-হাউসম্যান।"

"লম্বাটা তো ঠিকই আছে," টবিন বলল, "নামের কোথাও কি আপনি 'ও' অক্ষর দিয়ে বানানটা লিখে থাকেন?"

"না তো," লোকটি বলল।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে টবিন আবার প্রশ্ন করল, "নামটাকে কি 'ও' অক্ষর দিয়ে বানান করা যায়?"

নাকের মালিক লোকটি বলল, "বিদেশী বাক্য-রীতি যদি আপনার বিবেকে বাধে তাহলে নিজের খুশির জন্য আপনি মাঝখানের বাক্যাংশের কোথাও অক্ষরটাকে বসিয়ে নিতে পারেন।"

"তাহলে তো ঠিকই আছে," টবিন বলল। "এখানে আপনার সমুখে এসে হাজির হয়েছি জন ম্যালোন ও ড্যানিয়েল টবিন।"

লোকটি মাথা নুইয়ে বলল, "আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। কিন্তু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আপনারা যে একটা বানানের আলোচনা শুরু করবেন এটা আমি ভাবতে পারছি না। কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে আপনারা এখানে এসেছেন সেটা বলবেন কি?"

টবিন জবাব দিল, "দুটো লক্ষণ দেখে আমরা এখানে এসেছি। আমার হাতের রেখা বিচার করে মিশরীয় হস্তরেখাবিদ যে দুটো লক্ষণের কথা বলে দিয়েছে তার প্রকাশ আমরা আপনার মধ্যেই পেয়ে গেছি; আর এটাও বুঝতে পেরেছি, যে বিঘ্ন-রেখার ফলে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল একটি কালো মানুষ ও একটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি পঁয়ষট্টি ডলারের আর্থিক লোকসান তো আছেই,—সেই সব দুর্ভাগ্যের রেখাকে সেই ভাগ্যের জল ছিটিয়ে ধুয়ে-মুছে দিতে মনোনীত করা হয়েছে আপনাকেই।"

চুরুট টানা বন্ধ করে লোকটি আমার দিকে তাকাল।

বলল, "আপনার কথাগুলি কি আপনি সংশোধন করবেন, না কি আপনিও ওই দলেরই একজন?"

তারপর একজন পুলিশের খোঁজে এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে বাঁকা-নাক লোকটি বলল, "আপনারা তো দেখছি দু'জন। আপনাদের সঙ্গলাভ করে খুব খুশি হয়েছি। এবার শুভ-রাত্রি।"

এই কথা বলে সে চুরুটটা মুখে দিয়ে হন্ হন্ করে রাস্তাটা পার হয়ে গেল। কিন্তু টবিন জোঁকের মত তার একপাশে লেপ্টে রইল, আর আমি অন্য পাশে।

"একি?" উল্টো দিকের গলির মুখে থেমে মাথার টুপিটা পিছনে ঠেলে দিয়ে সে বলল, "আপনারা কেন আমার পিছু নিয়েছেন? বলেছি তো, আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি গর্ববোধ করছি। কিন্তু আমি চাই, আপনারা কেটে পড়ুন। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাড়িতে।"

তার হাত ঘেঁসে দাঁড়িয়ে টবিন বলল, "বেশ তো, যান না। আপনি ফিরে যান আপনার বাড়িতে। সকালে আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত আপনার দরজাতেই আমি বসে থাকব। কারণ সেই কালো মানুষটি ও সুন্দরী মহিলার অভিশাপ এবং একটি পঁয়ষট্টি ডলারের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে উদ্ধারলাভের একমাত্র পথ আপনার উপর নির্ভর করে থাকা।"

আমাকে সুস্থতর পাগল ভেবে নিয়ে লোকটি এবার আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "এ তো এক আজব ভ্রান্ত দর্শনের ব্যাপার। আপনি ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন?"

আমি বললাম, "শুনুন মশায়, ড্যানিয়েল টবিন যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক। হয় তো অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে তার বুদ্ধিটা একটু টাল খেয়েছে। আসলে নিজের কুসংস্কার ও ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসের আবর্তে পড়ে সে একটু বেহাল হয়ে গেছে। সব ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।" তারপর হস্ত-রেখাবিদ মহিলার কথা এবং এই লোকটিকেই সৌভাগ্যের বার্তাবহ বলে ধরে নেওয়া—সব কথা বুঝিয়ে বলে শেষে বললাম, "এই

গোলমালের মধ্যে আমার অবস্থাটা একবার বুঝতে চেষ্টা করুন। আমার বন্ধু টবিনের আমি বন্ধু। একটি সম্পন্ন মানুষের বন্ধু হওয়া সহজ, কারণ তাতে লাভের অংক জোটে; কোন গরীবের বন্ধু হওয়াটাও কঠিন কাজ নয়, কারণ উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় সে আপনাকে আকাশে তুলে দেবে; কিন্তু একটি জন্ম-বোকা মানুষের সত্যিকারের বন্ধু হলে বন্ধুত্বের বন্ধনেই টান পড়ে। আর সেই দুর্ভোগই আমাকে ভুগতে হচ্ছে, কারণ আমার মতে কোন যন্ত্র দিয়ে আমার হাতে যখন কিছুই লেখা হয় নি তখন সেই হাত দেখে কোন রকম সৌভাগ্যের কথাও বলা যায় না। আর যদিও নিউ ইয়র্ক শহরে আপনার নামটাই সব থেকে বেশি বাঁকানো, তবু আমার বিশ্বাস হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যবসা যারা করে তারা যে আপনাকে দুইয়ে অনেক পয়সা কামাতে পারে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ড্যানির হাতের রেখা যখন আপনার দিকেই ঘুরেছে তখন আপনাকে নিয়ে সে যদি একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায় তো করুক; শেষ পর্যন্ত সেও অবশ্যই বুঝতে পারবে যে আপনার বাঁট একেবারেই শুকনো, তাতে এক ফোঁটা দুধও নেই।"

তারপরেই লোকটি হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। কোণের একটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। তারপর আমার ও টবিনের পিঠ চাপড়ে দুই হাতে আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

"ভুলটা আমারই," সে বলতে লাগল। "আমি কি করে আশা করব যে এমন একটা আশ্চর্য সুন্দর পরিস্থিতি আমার সামনে এসে হাজির হবে? আমি তো প্রায় হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলাম। কাছেই একটা কাফে আছে; বেশ আরামদায়ক, আর বাতিকগ্রস্থ লোকদের পক্ষে খুবই উপযুক্ত জায়গা। চলুন, সেখানেই যাই। কিছু পানীয় সামনে নিয়ে সব কথা আলোচনা করা যাবে।"

এই কথা বলেই সে আমাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে একটা সেলুনের পিছনের ঘরে নিয়ে বসাল এবং পানীয়ের অর্ডার দিল। টেবিলের উপর দামটা রেখে সে আমার ও টবিনের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমরা তার ভাই। দু'জনকে চুরুটও দিল।

ভাগ্যবন্ত লোকটি বলতে লাগল, "আপনাদের জানা দরকার যে আমার জীবনের পথ হল যাকে বলে সাহিত্যের পথ। রাত হলেই আমি পথে বেরিয়ে পড়ি মানুষের নানা রকম বাতিকের খোঁজে এবং আকাশের সত্যের সন্ধানে। আপনারা যখন আমার কাছে এসেছিলেন তখনও আমার মনের মধ্যে চলছিল আকাশ-পথ ও রাতের প্রধান আলোক-বর্তিকার যোগসূত্রের চিন্তা-ভাবনা। তা থেকে কবিতা ও কলাবিদ্যা; চাঁদ তো একটি একঘেয়ে নিরস বস্তু, কেবলই তার পথে ঘুরছে। কিন্তু এ সবই ব্যক্তিগত মতামত, কারণ সাহিত্যের কারবারে সব ধারণাই উল্টে যায়। আমি আশা করছি, সারা জীবনে যে সব আশ্চর্য জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি তা নিয়ে একটা বই লিখব।"

"একটা বইতে আমার কথাও লিখবেন," টবিন বলে উঠল; "লিখবেন তো?"

"না লিখব না," লোকটি বলল, "কারণ দুই মলাটের মধ্যে তোমাকে ধরে রাখা যাবে না। এখন তো নয়ই। আপাতত তোমাকে নিয়ে মজাটা আমি নিজেই উপভোগ করতে চাই, কারণ ছাপাখানার সীমাবদ্ধতাকে নষ্ট করার সময় এখনও আসে নি। ছাপার অক্ষরে তোমাকে উৎকট দেখাবে। আনন্দের পেয়ালাটায় আমি একাই চুমুক দিতে চাই। কিন্তু, তোমাদের দু'জনকেই আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি হে বাপুরা, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।"

গোঁফের ভিতরে গড়্-গড়্ শব্দ করতে করতে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে টবিন বলল, "আপনার কথাবার্তা আমার ধৈর্যের পক্ষে চক্ষুশূল। আপনার নাকের বাঁকা অংশটা জাগিয়েছিল সেই ভাগ্যের আশা, কিন্তু তার ফল তো দেখছি ঢাকের বাদ্যির মত। আপনার মুখে পুথিপত্রের কথা ফাটলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসা বাতাসের মতই শোনাচ্ছে। এতক্ষণে আমি হয় তো ভেবেই বসতাম যে আমার হাতটাই মিথ্যে বলেছে, কিন্তু কালো লোকটা এবং সুন্দরী মহিলাটি তো মিথ্যে নয়, আর—"

"থামো!" ঢ্যাঙা লোকটি বলে উঠল; "মানুষের নাকটাই কি তোমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে? আমার নাকের যা কাজ তা সে করবেই। আমাদের গ্লাসগুলি আর একবার ভরে নেওয়া যাক, কারণ চারিত্রিক বাতিকগুলোকে ভিজিয়ে রাখাই ভাল, শুকনো নৈতিক আবহাওয়ায় সেগুলো বিকৃত হয়ে যেতে পারে।"

এক সময় আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম, কারণ এগারোটা বেজে গিয়েছিল। গলিটার মধ্যে একটু দাঁড়ালাম। তখন লোকটি বলল, এবার তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। আমাকে ও টবিনকেও সে তার সঙ্গে হাঁটতে বলল। দুই ব্লক দূরে পাশের একটা রাস্তায় পড়লাম। লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা ঝুঁকে-পড়া এক সাড়ি ইঁটের বাড়ি। লোকটি তারই একটা বাড়ির সামনে থামল। একেবারে উপরের জানালাগুলোর দিকে তাকাল। সব অন্ধকার।

সে বলল, "এই আমার গরিবখানা; লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছি আমার বৌ ঘুমিয়ে পড়েছে। অতএব অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থাটা আমাকেই করতে হবে। আমার ইচ্ছা, তোমরা নীচ তলার ঘরটাতে ঢুকে যাও; সেখানেই আমরা আহারাদি করি; তোমরাও ব্যবস্থানুযায়ী কিছু মুখে দিয়ে নাও। বেশ ভাল ঠাণ্ডা মুরগির মাংস, পনীর, আর দুই-এক বোতল বীয়ার সেখানে পাবে।"

দু'জনেরই খুব ক্ষিদে পেয়েছিল, তাই প্রস্তাবটা ভালই লাগল, যদিও তার হস্ত-রেখায় যে সৌভাগ্যের আশ্বাস মিলেছিল সেটা যৎসামান্য পানীয় ও ঠাণ্ডা খাবারের রূপ নেওয়ায় ড্যানির সংস্কারে আঘাতটা বেশ বড় রকমেরই লেগেছিল।

বাঁকা-নাক লোকটি বলল, "তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও, আমি উপরকার দরজা দিয়ে ঢুকে তোমাদের দরজা খুলে দেব। রান্না-ঘরে যে নতুন মেয়েটি আছে তাকেই বলে দেব একপাত্র কফি যেন তোমাদের বানিয়ে দেয়। ক্যাটি মাহর্নার কফিটা

খুব ভাল বানায়, যদিও মাত্র তিন মাস আগে মেয়েটি এ-দেশে পা দিয়েছে। তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও; আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

# রোঁদের ফাঁকে

## Between Rounds

মিসেস মার্ফির নিজস্ব বোর্ডিং হাউসের উপর মে-মাসের চাঁদের আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। পঞ্জিকায় লিখেছে, এমন অনেক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড আবিষ্কৃত হবে যার উপরেও এই চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়বে। চারদিকে জেগেছে বসন্তের সাড়া। সর্দি-জ্বরও এল বলে। গাছে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। পার্কগুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। ফুল আর গ্রীষ্মাবাসের এজেন্টদের ছড়াছড়ি।

মিসেস মার্ফির বোর্ডিং হাউসের জানালাগুলো খোলা। একদল বোর্ডার জার্মান প্যানকেকের মত গোল, চওড়া আসনে গোল হয়ে বসে আছে।

তিনতলার সমুখের দিকের জানালায় মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। টেবিলে রাতের খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে। আর মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে।

ম্যাক্‌ক্যাস্কি এল ন'টার সময়। কোটটা তার হাতে, আর দাঁতের ফাঁকে চুরুট। ৯ নম্বর ভারি জুতো পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অন্য বোর্ডারদের অসুবিধা হতে পারে ভেবে সে সকলের কাছে ক্ষমা চাইতে চাইতে উপরে উঠে এল।

নিজের ঘরের দরজা খুলেই সে অবাক হয়ে গেল। যথারীতি স্টোভের ঢাকনা বা আলু পেশার নোড়ার বদলে তাকে অভ্যর্থনা জানাল শুধু একগাদা শব্দ।

মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি ধরে নিল, মে মাসের চাঁদটা তার স্ত্রীর বুকটাকে নরম করে দিয়েছে।

"আমি শুনতে পেয়েছি," ঢাকনা-নোড়ার বদলে শুরু হল শব্দের গদাঘাত। "পথের আজেবাজে লোকের ফ্রকগুলোকে গোদা পায়ে মাড়িয়ে দেবার জন্য তুমি তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে পার, কিন্তু তোমার বৌয়ের গলার উপর দিয়ে এক-কাপড় লম্বা পথ হেঁটে গিয়েও, একটিবার 'একবারটি চুমু খাও' কথাটাও বলতে পার না, আর এদিকে তোমার জন্য হা-পিত্যেশে বসে থেকে থেকে খাবার-দাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

কোট ও হ্যাট চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি বলল, "গিন্নি, তোমার বকবকানি শুনে আমার ক্ষিধে পালিয়েছে। তুমি যখন ভদ্রতার গায়ে লাথি মার আসলে তখন সমাজের ভিতের ইটের গা থেকে মশলাটাই তুলে নাও। ও

সব বাজে কথা রেখে তোমার শুয়োরের মত মুখটা বের করে একবার খাবার-দাবারের দিকে নজরটা দেবে কি?"

মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি গোমড়া মুখ করে উঠে স্টোভের কাছে চলে গেল। তার ভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল যা মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কিকে সাবধান করে দিল। বৌয়ের মুখের কোণ দুটি যখন ব্যারোমিটারের মত হঠাৎ নেমে যায় তখন সাধারণতই বোঝা যায় যে অচিরেই বাসনকোসন ভাঙচুর শুরু হয়ে যাবে।

"শুয়োরের মত মুখ, বটে?" কথাটা বলেই মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি নোনা শূকর-মাংস ও শালগমে ভর্তি স্টু-প্যানটা স্বামী-প্রভুটির দিকে ছুঁড়ে দিল।

পাল্টা জবাবটা মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কিরও অজানা নয়। কোন্‌টার পরে কোন্‌টা হবে সেটা সেও জানত। টেবিলের উপর ছিল ত্রিপত্র দিয়ে সাজানো শুয়োরের শিরদাঁড়ার রোস্ট। সেটা দিয়েই সে পাল্টা আঘাত করল। সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত জবাব এল মাটির পাত্রে সাজানো রুটি-পুডিং। আর স্বামীর হাতে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে দেওয়া সুইস ছানার একটা চাঙড় এসে লাগল মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কির চোখের নিচে। সেও যখন গরম, কালো, আধা-সুগন্ধি তরল পদার্থপূর্ণ কফি-পাত্রটিকে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল তখনকার মত যুদ্ধটা নিয়মমাফিক শেষ হয়ে যাবার কথা।

কিন্তু মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি অত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। হাতের কাছে আর কিছু না থাক পাথরের ওয়াল-বেসিনটা তো আছে; সেটাই সে ছুঁড়ে মারল তার বিবাহ-সূত্রের প্রতিপক্ষটির মাথা লক্ষ্য করে। মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি যথাসময়ে মাথাটা সরিয়ে নিল তখন সেও হাতে তুলে নিল ইস্পাতের ইস্ত্রীটাকে; মনের বাসনা, সেটাকে দিয়েই ভোজন-যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে নিচ তলা থেকে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসায় মিসেস ও মিস্টার ম্যাক্‌ক্যাস্কিদের সাময়িক যুদ্ধ-বিরতিতে বিঘ্ন ঘটে গেল।

বাড়িটার মোড়ের গলিতে পুলিশের লোক ক্লিয়ারি কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে বাসন-কোসন ভাঙার শব্দটা ভাল করে শুনতে চেষ্টা করছিল।

সে ভাবল, "জন ম্যাক্‌ক্যাস্কি ও তার গিন্নির মধ্যে আবার লড়াই বেধেছে। আমি কি উপরে গিয়ে লড়াইটা থামাব? না তা করব না। তারা বিবাহিত দম্পতি; তাদেরও তো কিছু সুখ-সুবিধার ব্যাপার আছে। ও-সব বেশিক্ষণ চলবে না। লড়াইটা আরও চালিয়ে যেতে হলে তো তাদের আরও কিছু থালা-বাটি ধার করে আনতে হবে।"

আর ঠিক সেই সময় সিঁড়ির তলা থেকে তীব্র চিৎকারটা ভেসে এল। সেটা তো চরম ভয়ের লক্ষণ। "এটা হয় তো কোন বিড়ালের কীর্তি," এই কথা ভেবে পুলিশ ক্লিয়ারি দ্রুত পায়ে অন্য দিকে এগিয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই সিঁড়ির ধাপে ধাপে লোক জমে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে মিঃ টুমে জন্মসূত্রে একজন জীবনবীমা-সলিসিটর, আর জীবিকাসূত্রে একজন গোয়েন্দা। চিৎকারের কারণ জানতে সে ভিতরে ঢুকে গেল। সেই খবর নিয়ে এল, মিসেস মার্ফির ছোট ছেলে মাইক হারিয়ে গেছে। তার পিছন পিছন ছুটে বেরিয়ে এল মিসেস

মার্ফি -চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হাত পা ছুড়তে ছুঁড়তে। মিঃ টুমে মিস্ পার্ডির পাশে গিয়ে বসল ; সহানুভূতিতে বিচলিত হয়ে তাদের দুই হাত এক হল। দুটি কাজের মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, "ঘড়ির পিছন দিকটা ভাল করে দেখা হয়েছে তো ?"

একেবারে উপরের সিঁড়িতে মুটকি বৌকে পাশে নিয়ে বসে ছিল মেজর গ্রিগ। সে উঠে দাঁড়িয়ে কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে চেঁচিয়ে বলল, "বাচ্চাটা হারিয়ে গেছে ? আমি সারা শহরময় তাকে খুঁজব।" অন্ধকার হবার পরে তার বৌ কখনও তাকে বাইরে বেরুতে দেয় না। কিন্তু এখন সে বলল, "তাই যাও লর্ড্ভিক ! এই মায়ের দুঃখ দেখেও যার বুক ফাটে না তার হৃদয় তো পাথর দিয়ে গড়া।" মেজর বলল, "তাহলে আমাকে ত্রিশ অথবা—ষাট সেন্টই দিয়ে দাও। হারানো বাচ্চারা অনেক সময় বেশ দূরে চলে যায়। তাহলে তো গাড়ি-ভাড়াও লাগতে পারে।"

চারতলার পিছন দিককার হল-ঘরের বুড়ো ডেনি নিচের সিঁড়িতে বসে রাস্তার আলোয় খবরের কাগজ পড়ছিল। মিসেস মার্ফি চাঁদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল : "আহারে মাইক আমার ! ছেলেটা কোথায় যে গেল।"

খবরের কাগজে একটা চোখ রেখেই বুড়ো ডেনি শুধাল, "সর্ব শেষ তাকে কখন দেখেছিলে ?"

মিসেস মার্ফি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, "গতকাল হবে, অথবা চার ঘণ্টা আগেও হতে পারে। আমি জানি না। কিন্তু আমার মাইক সোনা সত্যি হারিয়ে গেছে। আজ সকালেও সে গলিতে খেলা করছিল—না কি সেটা বুধবারে ? এত সাত কাজে ব্যস্ত থাকি যে সন-তারিখ মনে রাখাই শক্ত। কিন্তু সারা বাড়ি আমি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি- সে কোথাও নেই। দোহাই ঈশ্বরের—"

নীরব, কঠোর, বিরাট শহরটা কারও নিন্দা-বন্দনায় কান দেয় না। সকলেই বলে, 'শহরটা লোহার মত কঠিন ; তার বুকে তিলমাত্র করুণার স্থান নেই ; এ শহরের রাস্তাগুলো নির্জন অরণ্য আর লাভাপ্রবাহের মতই হৃদয়হীন। কিন্তু গল্দা চিংড়ির কঠিন খোলসের নিচেই তো থাকে রসালো নরম খাদ্য। অন্য একটা তুলনা দিলেই হয় তো ভাল হত। তবু কেউ অপরাধ নেবেন না। ভাল, মোটা-সোটা ঠ্যাং না থাকলে আমরা কাউকে গল্দা চিংড়ি বলে ডাকি না।

একটা বাচ্চা ছেলে হারিয়ে গেলে মানুষের মন যতটা বিগলিত হয় অন্য কোন বিপদে ততটা হয় না। মানুষের পা দুটি বড়ই দুর্বল, টাল-মাটাল ; আর পথ-ঘাটও বড় বেশি খাড়া ও অচেনা।

মেজর গ্রিগস্ এক দৌড়ে মোড়টা পার হয়ে বড় রাস্তা ধরে বিলি র বাড়িতে গেল। চাকরকে ডেকে বলল, "তুমি একটা খবর দিতে পার ? বাঁকা ঠ্যাং, ময়লা-মুখ, দু'বছরের একটা বিচ্ছু ছেলেকে দেখেছ কি ? এখানেই কোথাও সে হারিয়ে গেছে।"

মিঃ টুমে তখনও মিস্ পার্ডির হাত ধরে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিল। মিস্ পার্ডি বলল, "মায়ের কোল থেকে হারিয়ে-যাওয়া সোনামণিটার কথা একবার ভাবতো—কে জানে,

এতক্ষণে হয়তো চলন্ত ঘোড়ার পায়ের তলাতেই চাপা পড়েছে—উঃ, কী সাংঘাতিক কথা, তাই না?"

"সে তো বটেই," মিঃ টুমে সম্মতি জানিয়ে তার হাতে আর একটু চাপ দিল। "তুমি যদি বল তো আমিও তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ি, কি বল?"

মিস্ পার্ডি বলল, "হয় তো তোমার যাওয়াই উচিত মিঃ টুমে। কিন্তু তুমি যে রকম ছটফটে-বেপরোয়া মানুষ, যদি অতি-উৎসাহে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে যাও, তখন—"

বুড়ো ডেনি তখনও খবরের কাগজের লাইনের উপর আঙুল টেনে টেনে পড়েই চলেছে।

তিনতলার সমুখের ঘর থেকে মিঃ ও মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি জানালার কাছে এগিয়ে একটু হাঁপ ছাড়ল। মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি আঙুল বাঁকিয়ে ভেস্টের পকেট থেকে শালগম বের করে খোসা ছাড়াতে লাগল, আর তার বৌ শূকর-মাংসের রোস্টের জন্য চোখের জল মুছতে শুরু করল। নিচের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে তারা জানালা দিয়ে মাথা বের করল।

জানালা দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি চাপা গলায় বলল, "মাইক হারিয়ে গেছে। আরে, ওই যে সুন্দর দেখতে, গোলমাল-পাকিয়ে বাচ্চা ছেলেটা!"

মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি বলল, "ছেলেটা কোথায় যে বেপাত্তা হয়ে গেল? আরে, ব্যাপারটা তো বেশ খারাপই। ছোট ছেলে বলে কথা। ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হত তাহলে তো ভালই ছিল; কারণ তারা কোথাও গেলেই বাড়িতে শান্তি ফিরে আসে।"

খোঁচাটাকে হজম করে মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি স্বামীর হাতটা ধরে গাঢ় স্বরে বলল, "জন, মিসেস মার্ফির ছোট ছেলেটা হারিয়ে গেছে। এত বড় শহরে ছোট ছেলে তো হারাবেই। তার বয়স তো মোটে ছয় বছর। জন, ছ'বছর আগে আমাদের যদি একটা ছেলে হত, তারও তো এই বয়সই হত।"

"আমাদের কোন ছেলেই হয় নি," মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি বলল।

"কিন্তু জন, একবার ভাব তো যদি আমাদের একটা ছেলে থাকত, তাহলে আজ রাতে আমাদের মনে কত কষ্ট হত। ধর, আমাদের ফেলান যদি এত বড় শহরে কোথাও পালিয়ে যেত বা চুরি হয়ে যেত।"

"তুমি বোকার মত কথা বলছ," মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি বলল। "আমার বুড়ো বাপের নাম অনুসারে তার নাম তো রাখা হত প্যাট।"

রাগ না করেই মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি বলল, "কী যা তা বলছ। ছেলের নাম রাখা হত আমার উপযুক্ত ভাইয়ের নাম অনুসারে।" তারপর জানালার গোবরাটে ভর দিয়ে সে নিচের ভিড় ও হৈ-চৈ দেখতে লাগল।

"জন, তোমাকে কিছু কটু কথা বলেছি বলে আমি দুঃখিত।"

তার স্বামী বলল, "ও সব কথা ছাড়। এখন শালগমটা নিয়ে যাও, আর তাড়াতাড়ি একটু কফি বানিয়ে ফেল। বাস।"

মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার কর্কশ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

বলল, "বেচারি মিসেস মার্ফি কেমন কাঁদছে শোন। এত প্রকাণ্ড একটা শহরে একটা বাচ্চা ছেলে হারিয়ে যাওয়া বড়ই সাংঘাতিক ব্যাপার। জন, ও যদি আমাদের ছোট্ট ফেলান হত, তাহলে তো আমার বুকটা ফেটে যেত।"

হঠাৎই মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি হাতটা সরিয়ে নিল। কিন্তু আবার তখনই সেই হাত দিয়ে বউয়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

"এটা অবশ্যই বোকামি," সে বলে উঠল। "কিন্তু আমাদের প্যাটকে যদি কেউ ধরে নিয়ে যেত, বা তার যদি আর কিছু ঘটত, তাহলে আমিও তো দুঃখ পেতাম। কিন্তু আমাদের তো কোন কালেই কোন ছেলে ছিল না। মাঝে মাঝে আমি তোমার প্রতি বিরূপ হয়ে যাই জুডি। তুমি সে সব ভুলে যাও।"

দু'জন একসঙ্গে ঝুঁকে নিচের হৃদয়ঘটিত নাটকের অভিনয় দেখতে লাগল।

এইভাবে তারা দীর্ঘ সময় বসে থাকল। গলি দিয়ে কত লোক চলাচল করছে, ভিড় উপচে পড়ছে, কত রকম কথাবার্তা, কত গুজব বাতাসে ভেসে আসছে। তাদের মধ্যেই ছুটাছুটি করছে মিসেস মার্ফি; দেখে মনে হচ্ছে, একটা নরম পাহাড়ের বুক বেয়ে চোখের জলের একটা সশব্দ ধারা গড়িয়ে পড়ছে। নানা রকম খবর আসছে আর যাচ্ছে। বোর্ডিং-বাড়িটার সমুখে হঠাৎ অনেকের গলা শোনা গেল। নতুন করে একটা সোরগোলও উঠল।

"আবার কি হল জুডি?" মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি শুধাল। কান পেতে শুনে মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি জবাব দিল, "ওটা মিসেস মার্ফির গলা। সে বলছে, বাচ্চা মাইককে খুঁজে পেয়েছে; তার ঘরে বিছানার নিচে জড়িয়ে-রাখা লিনোলিয়ামের আড়ালে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

মিঃ ম্যাক্‌ক্যাস্কি হো-হো করে হেসে উঠল। কপট ব্যঙ্গের সুরে বলল, "ওটা নির্ঘাৎ তোমার ফেলান। প্যাট যত দুষ্টুই হোক এমন কাজটি কদাপি করত না। যে ছেলে কোন দিন আমাদের কোলে আসে নি, সে যদি হারিয়ে যেত বা চুরি হয়ে যেত তাহলে তার নাম হবে ফেলান, আর ছোট্ট কুকুরের বাচ্চার মত তাকেই খুঁজে পাবে বিছানার নিচে।"

মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি মুখ গোমড়া করে হেলতে দুলতে বাসনের আলমারির দিকে এগিয়ে গেল।

গলির মোড়ে পুলিশ ক্লিয়ারিকে দেখা গেল। ভিড়ও পাতলা হয়ে গেল। অবাক হয়ে সে ম্যাক্‌ক্যাস্কিদের ঘরের দিকে কানটা খাড়া করল। আগের মতই সজোরে ভেসে আসছে লোহার ও চিনেমাটির বাসনপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি ও ভাঙ্গার শব্দ। পুলিশ ক্লিয়ারি তার ঘড়িটা বের করল।

তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠল, "লাগ্ ভেল্‌কি, লাগ্! ঘড়িটাই বলে দিচ্ছে, জন ম্যাক্‌ক্যাস্কি ও তার গিন্নি একঘণ্টা পনেরো মিনিট ধরে লড়াই করেই চলেছে। মিসেস চল্লিশ পাউণ্ডের এক একখানা রদ্দা যা কসাচ্ছে। মহিলার হাতের জোর আছে!"

পুলিশ ক্লিয়ারি হাঁটতে হাঁটতে মোড়টা পার হয়ে গেল।

বুড়ো ডেনি কাগজটা ভাঁজ করে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। ওদিকে মিসেস মার্ফিও রাতের মত দরজায় তালা দিতে এগিয়ে গেল।

# চিলেকোঠা

## The Skylight Room

প্রথমেই মিসেস পার্কাব আপনাকে ঘর দুটো দেখাবেন। তারপর শুরু করবেন ঘর দুটোর সুখ-সুবিধা এবং যে ভদ্রলোক আট বছর ধরে ঘর দুটোতে ছিলেন তার গুণ-কীর্তন; তার সেই কথার স্রোতকে আপনি ঠেকাতেই পারবেন না। তারপর আপনি হয় তো তো-তো করে কোন রকমে স্বীকার করবেন যে আপনি একজন ডাক্তার নন, দাঁতের ডাক্তারও নন। মিসেস পার্কার এমনভাবে সেই স্বীকৃতিকে মেনে নেবেন যে আপনার বাবা-মা যে আপনাকে মিসেস পার্কারের ঘর দুটোর উপযুক্ত কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন নি সে জন্য আর কোন দিনই আপনার মনে তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাবটি জাগবে না।

তারপরে আরও এক তলার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে তেতলার পিছন দিককার ৮ ডলারের ঘরটা দেখবেন। তিনি আপনাকে বোঝাবেন যে মিঃ টুসেনবেরি ঘরটার জন্য ১২ ডলার ভাড়া দিতেন, কিন্তু তিনি সম্প্রতি পাম বীচ-এর কাছাকাছি ফ্লোরিডায় তার ভাইয়ের কমলালেবুর বাগানটা দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে সেখানেই চলে গেছেন; আর তাতে দুটো সামনের ঘরের সঙ্গে নিজস্ব স্নান-ঘর থাকায় মিসেস ম্যাক্ইন্টায়ার শীতকালটা সেখানেই কাটিয়ে যান। তখন হয় তো অনেক কষ্টে আপনি তাকে বোঝাতে পারবেন যে আপনি আরও সস্তার ঘর খুঁজছেন।

এরপরেও যদি আপনি মিসেস পার্কারের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সহ্য করতে পারেন তো আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে চারতলায় মিঃ স্কিডারের বড় হল-ঘরটা দেখাতে। মিঃ স্কিডারের ঘরটা তখনও তিনি ছাড়েন নি। তিনি সারা দিন নাটক লেখেন আর সিগারেট ফোকেন। কিন্তু যে লোকই ঘরের খোঁজ করতে আসে তাকেই এই ঘরটা দেখতে হয় এবং তার সাজ-সজ্জার প্রশংসাও করতে হয়। আর প্রতিটি নতুন লোক আসার পরেই ঘরটা ছেড়ে দেবার আশংকায় মিঃ স্কিডার ভাড়ার কিছু টাকা তাকে দিয়ে থাকেন।

তারপর—ওঃ, তারপরেও—যদি আপনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, আপনার পকেটের তিনটেমাত্র ডলারকে গরম হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকেন, এবং

কর্কশ গলায় ঘোষণা করেন যে আপনি একজন বীভৎস রকমের গরিব মানুষ, তখন কিন্তু মিসেস পার্কার আপনার দিকে আর ফিরেও তাকাবেন না। গলা ছেড়ে একবার "ক্লারা" বলে হাঁক দিয়েই তিনি আপনার দিকে পিছন ফিরে সদর্পে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাবেন। আর নিগ্রো ঝি ক্লারা এসে কার্পেট-পাতা মই বেয়ে আপনাকে নিয়ে চারতলায় উঠে যাবে এবং আপনাকে চিলেকোঠার ঘরটা দেখাবে। হল-ঘরের মাঝখানে অবস্থিত সেই ঘরটার মাপ ৭×৮ ফুট; তার দুই পাশেই একটা করে অন্ধকার খুপড়ি বা ভাঁড়ার ঘর।

ঘরের মধ্যে আছে একটা লোহার খাটিয়া, একটা হাত-মুখ ধোবার জায়গা ও একটা চেয়ার। একটা তাকে জামা-কাপড় রাখার ব্যবস্থা। ঘরের চারটে ফাঁকা দেয়াল একটা শবাধারের মত আপনাকে চেপে ধরবে। আপনার হাতটা উঠে আসবে গলায়, আপনি হাঁপাতে শুরু করবেন, আপনার মনে হবে বুঝি একটা কূয়োর ভিতর থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে আছেন—আর একবার আপনি শ্বাস টানবেন। ঘরের উপর দিকে ছোট্ট জানালাটা দিয়ে দেখতে পাবেন অনন্ত নীল আকাশের একটা চৌকো টুকরো।

আধা-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ক্লারা হয়তো জানিয়ে দেবে, "ঘরটার ভাড়া দুই ডলার।"

একদিন মিস্ লীসন এল একটা ঘরের খোঁজ করতে। সঙ্গে একটা ভারী টাইপ-রাইটার যন্ত্র; তার চাইতে বেশ ভারিক্কি চেহারার কোন মেয়ের পক্ষেই সেটা বয়ে আনা সম্ভব। মেয়েটি খুবই ছোটখাট; তার নিজের শরীরের বাড়-বৃদ্ধি না থাকলেও দুটো চোখ ও মাথার চুল বেড়েই চলেছে; দেখে মনে হয় ওরা যেন বলছে, "কী আশ্চর্য! তুমি কেন আমাদের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে উঠছ না?"

মিসেস পার্কার তাকে ঘর দুটো দেখালেন। বললেন, "এই ছোট ঘরটাতে তুমি মড়ার হাড় বা অজ্ঞান করার ওষুধ, অথবা কয়লা রাখতে পারবে।"

"কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই, দাঁতের ডাক্তারও নই," মেয়েটি সভয়ে বলে উঠল।

যারা ডাক্তার বা দাঁতের ডাক্তার হতে পারে না তাদের দিকে যে অবিশ্বাস্য রকমের তাচ্ছিল্য ও করুণার দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকেন, মিসেস পার্কার এই মেয়েটির দিকেও সেই ভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তাকে তিনতলার পিছনের ঘরটাতে নিয়ে গেলেন।

"আট ডলার? অসম্ভব! দেখতে যেমনই হই, আমি বড়লোক নই। আমি একজন গরিব খেটে-খাওয়া মেয়ে। আরও উপর তলার বা নিচু তলার কোন ঘর আমাকে দেখান।"

দরজায় টোকার শব্দ শুনেই মিঃ স্কিডার লাফিয়ে উঠে সিগারেটের পোড়া টুকরোগুলো মেঝেময় ছড়িয়ে ফেললেন।

তার ম্লান মুখের দিকে রাক্ষসীর মত হাসি হেসে মিসেস পার্কার বললেন, "মাফ করবেন মিঃ স্কিডার। আমি জানতাম না যে আপনি ঘরেই আছেন। আপনার জানালার পর্দাগুলি দেখাতে এই মহিলাটিকে নিয়ে এসেছি।"

পরীদের মত মিষ্টি হাসি হেসে মিস্ লীসন বলল, "যাই বলুন, পর্দাগুলো ভারী সুন্দর দেখতে।"

তারা ঘর থেকে চলে গেলে মিঃ স্কিডার তড়ি-ঘড়ি তার সাম্প্রতিক নাটকের নায়িকার লম্বা চেহারা ও কালো চুল ছেঁটে ফেলে একটি ছোটখাট কুৎসিতদর্শনাকে তার জায়গায় বসিয়ে দিল; তার চুল ঝাঁকড়া ও ঝকঝকে, নাক-চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা।

একটু পরেই বিপদ-সংকেতের মত একটা ডাক শোনা গেল "ক্লারা!" সেই ডাক যেন পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দিল মিস্ লীসনের পকেটের শোচনীয় অবস্থার কথা। একটা কালো দৈত্য তাকে চেপে ধরে নরকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ছিদ্রপথের ঈষৎ আলোয় আলোকিত একটা গর্তের মধ্যে; আর মুখে উচ্চারণ করল দুটো ভয়-জাগানো ভয়ংকর শব্দ "দুই ডলার!"

মচ্-মচ্ শব্দ-করা লোহার খাটিয়াটার উপর বসে পড়ে মিস্ লীসন বলল, "এই ঘরটাই আমি নেব।"

প্রতিদিন মিস্ লীসন কাজে বেরিয়ে যায়। রাতে বাড়ি ফেরে কিছু হাতে-লেখা কাগজ নিয়ে এবং টাইপ-রাইটার যন্ত্রে সেগুলো নকল করে। কোন কোন রাতে হাতে কোন কাজ থাকত না। তখন সে ঘরের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে চিলেকোঠার সিঁড়িতে বসে কাটাত। বিধাতা যখন মিস্ লীসনের সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন তখন একবারও ভাবেন নি যে তাকে একটা চিলেকোঠার ঘরে বাস করতে হবে। তার মনটা হাসি-খুশি আর উদ্ভট সব খেয়ালী কল্পনায় ভর্তি। মিঃ স্কিডার একদিন তার কথামত নিজের বড় মাপের হাসির নাটক (অপ্রকাশিত) "এটা ছাগশিশু নয়" অথবা "সুড়ঙ্গ-পথের মালিক"-এর তিনটে অংক মেয়েটিকে পড়ে শুনিয়েছিলেন।

মিস্ লীসন যখনই সময় করে দু'এক ঘণ্টার জন্য সিঁড়িতে গিয়ে বসত, তখন ঘরের ভদ্রলোক বাসিন্দারা খুব আনন্দে থাকত। কিন্তু মিস্ হংসগ্রীবা নামের যে সুন্দরী মহিলাটি একটা পাবলিক স্কুলে পড়ান এবং যে কোন কথা শুনলেই বলে ওঠেন "আরে! সত্যি?" তিনি সিঁড়ির একেবারে মাথায় বসে কেবলই হাঁচতে থাকেন। আর মিস্ ডন নামের মেয়েটি প্রত্যেক রবিবার কোনিতে গিয়ে হাঁস শিকার করত আর কাজ করত একটা বিভাগীয় বিপনিতে, সে এসে বসত সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে আর কেবলই হাঁচত। মিস্ লীসন বসত মাঝখানের ধাপে, আর পুরুষ মানুষগুলো তাড়াতাড়ি তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ত।

বিশেষ করে মিঃ স্কিডার তো বাস্তব জীবন নিয়ে লেখা একখানি রোমাণ্টিক নাটকের (যে-নাটকের কথা কেউ জানেনা) নায়িকা চরিত্রের জন্য মিস্ লীসনকেই মনে মনে ভেবে রেখেছেন। আর বিশেষ করে আসতেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মোটা, থলথলে ও বোকা মিঃ হুভার। আর বিশেষ করে আসত যুবক মিঃ ইভান্স যে অনবরত খক্-খক্ করে কাশত যাতে মিস্ লীসন বার বার তাকে সিগারেট খেতে বারণ করে। পুরুষরা

সকলেই সহমত যে মিস্ লীসনের মত "আমুদে ও স্ফূর্তিবাজ মেয়ে হয় না।" কিন্তু সিঁড়ির উপরের ধাপের ও নিচের ধাপের দুই হাঁচি-দেওয়া মেয়েই একেবারে নির্বিকার।

* * *

দোহাই আপনাদের এইখানে নাটকটা কিছু সময়ের জন্য থেমে থাক—ততক্ষণ বৃন্দবাদনের দল পাদপ্রদীপের সামনে এসে মিঃ হুভারের স্থূলত্বের উপর কয়েক ফোঁটা অশ্রু বর্ষণ করুক। পরীক্ষা হলে হয়তো প্রমাণিত হত হাড়-সর্বস্ব রোমিও অল্প কিছু মানুষের জন্য যে প্রেমের অভিনয় দেখিয়েছে, ফল্স্টাফ তার চাইতে অনেক বেশি মানুষকে তার প্রেমের অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করতে পারত। প্রেমিক দীর্ঘশ্বাস ফেলুক, কিন্তু সে যেন অনবরত হাঁচি না দেয়।

কোন এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় মিসেস পার্কারের ঘরের বাসিন্দারা যখন সিঁড়িতে বসে আড্ডা জমিয়েছিল, তখন মিস্ লীসন আকাশের দিকে তাকিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

"আরে ওই তো বিলি জ্যাক্সন! এখানে বসেই আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।"

সকলেই মুখ তুলে তাকাল—কেউ তাকাল আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোর জানালার দিকে, কেউ বা তাকাল জ্যাক্সন-চালিত কোন উড়ো জাহাজের খোঁজে।

ছোট্ট আঙুলটাকে আকাশের দিকে বাড়িয়ে মিস্ লীসন বুঝিয়ে বলল, "ওই তারাটার কথা বলছি। ঝিকমিক করছে যে বড় তারাটা সেটা নয়—আমি বলছি সেটার কাছাকাছি স্থির নীল তারাটার কথা। প্রতি রাতে স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে আমি ওটাকে দেখতে পাই। আমি ওটার নাম রেখেছি বিলি জ্যাক্সন।"

"আরে, সত্যি!" মিস্ হংসগ্রীবা বললেন। "তুমি যে আবার একজন জ্যোতির্বিদ তা তো জানতাম না মিস্ লীসন।"

"হ্যাঁ গো, সত্যি," তারা-খোঁজা ছোট মেয়েটি বলল। "আমি ওদের প্রত্যেককে চিনি। এত বেশি চিনি যে আগামী শীতকালে মঙ্গল গ্রহের ওরা কি রকম আস্তিনের জামা পরবে তাও বলে দিতে পারি।"

"বটে, সত্যি?" মিস্ হংসগ্রীবা বললেন। "তুমি যে তারাটার কথা বলছ ওটা তো গামা, কাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের একটা তারা। ওটা প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা, আর এটার কক্ষপথ—"

"ওঃ," যুবক মিঃ ইভান্স বলে উঠল, "আমার মনে হয় বিলি জ্যাক্সন নামটাই ভাল।"

মিস্ হংসগ্রীবার কথার প্রতিবাদ করে মিঃ হুভার বললেন, "আমি মনে করি, সেকেলে বুড়ো জ্যোতির্বিদদের চাইতে তারাদের নামকরণের অধিকার মিস্ লীসনেরই অনেক বেশি।"

"তাই নাকি?" মিস্ হংসগ্রীবা বললেন।

"আমার তো মনে হয় ওটা একটা উল্কা হওয়াও বিচিত্র নয়। রবিবার দিন কোনিতে আমি দশটার মধ্যে ন'টা হাঁস আর একটা খরগোসকে গুলিবিদ্ধ করেছি।"

"এখান থেকে তারাটাকে খুব ভাল দেখা যাচ্ছে না" মিস্ লীসন বলল। "আপনাদের উচিত আমার ঘর থেকে ওটাকে দেখা। জানেন তো, একটা কূয়োর ভিতর থেকে দিনের বেলাতেও তারা দেখা যায়। রাত হলে আমার ঘরটা ঠিক যেন কয়লা-খনির একটা গহ্বরের মত হয়, আর তার ফলে বিলি জ্যাক্সনকে দেখায় নিশারাণীর পোশাকে আটকানো একটা হীরের পিনের মত।"

তারপরেই এমন একটা সময় এল যখন মিস্ লীসন নকল করার জন্য কাগজপত্রের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরত না। সকালে বেরিয়ে যাবার পরে কাজের পরিবর্তে আপিসে-আপিসে ঘুরে বেড়াত কাজের খোঁজে; কিন্তু আপিসের উদ্ধত ছোকরাগুলো তাকে কোন কাজ দিত না; সর্বত্রই নিরস ভঙ্গিতে তারা মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিত; ফলে তার মনটা দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে লাগল। এই ভাবেই চলতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যায় সে যখন ক্লান্ত হয়ে মিসেস পার্কারের খুপড়ি-ঘরটাতে উঠে এল তখন বেশ রাত হয়েছে। সাধারণত এই সময়ে সে রেস্টুর্যান্ট্ থেকে রাতের খাবারটা খেয়েই ফিরত। কিন্তু সেদিন তার কপালে খাওয়াই জোটে নি।

হল-এ পা ফেলতেই মিঃ হুভারের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। মিঃ হুভার এই সুযোগটা নিলেন। তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন; তার স্থূল বপুটি মিস্ লীসনের উপর একটা হিমবাহের মত ঝুলতে লাগল। সে দ্বিধা করতে লাগল; মাথাটা ঘুরে যাওয়ায় রেলিংটা ধরে ফেলল। মিঃ হুভার তার হাতটা ধরতে চেষ্টা করলেন, আর সে হাতটা তুলে দুর্বল ভাবে তার মুখে আঘাত করল। তারপর রেলিংটা ধরে এক পা এক পা করে নিজেকে উপরে তুলতে লাগল। মিঃ স্কিডারের দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেল, নাট্যকার মশায় মটিল্ ডেলর্মে-র (মিস্ লীসন) জন্য মঞ্চ-পরিক্রমার অংশটার নিচে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছেন। কার্পেট-ঢাকা মইটা বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত সে চিলেকোঠার ঘরের দরজাটা খুলল।

সে তখন এতই দুর্বল যে আলোটা জ্বালাতে বা পোশাকটা বদলাতেও পারল না। লোহার খাটিয়ায় শরীরটা এলিয়ে দিল; তার ভঙ্গুর শরীরের ভারে খাটিয়ার মরচে-ধরা স্প্রিংগুলো থেকেও কোন শব্দ বের হল না। সেই নরকের মত অন্ধকার ঘরে শুয়ে ধীরে ধীরে ভারী দুটো চোখের পাতাকে একটু একটু করে খুলে সে ঈষৎ হাসল।

কারণ স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে শান্ত, উজ্জ্বল বিলি জ্যাক্সন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার চারিদিকে জগৎ-সংসার মুছে গেল। একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে সে বুঝি ডুবে গেল; শুধু রইল তারাটিকে ঘিরে ম্লান আলোর একটা ছোট চতুষ্কোণ—খেয়ালের বশে এবং—হায়, কত ব্যর্থ প্রচেষ্টায়—যার নাম সে রেখেছিল বিলি জ্যাক্সন। মিস্ হংসগ্রীবাই ঠিক বলেছিলেন: ওটা কাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত গামা নক্ষত্রই, বিলি জ্যাক্সন নয়। অথচ তার মনটা ঐ নামে সায় দিচ্ছে না।

চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেই সে দু'বার হাতটা তুলতে চেষ্টা করল। তৃতীয় প্রচেষ্টায় দুটো সরু সরু আঙুলকে ঠোঁটে ছুঁইয়ে একটা চুম্বনকে উড়িয়ে দিল অন্ধকার গহ্বর

থেকে বিলি জাক্সনের দিকে। তারপরই তার হাতটা অবশ হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "বিদায় বিলি। তুমি তো রয়েছ লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে ; একটি বারও তো ঝিকমিক করবে না। কিন্তু এতদিন তুমি এমন একটা জায়গায় রয়েছ যেখানে তোমাকে আমি দেখতে পেতাম যখন আমার কাছে একমাত্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখার মত ছিল না। তাই নয় কি?...লক্ষ লক্ষ মাইল...বিদায় বিলি জ্যাক্সন।"

পরদিন বেলা দশটার সময়ও নিগ্রো কাজের মেয়ে ক্লারা দেখল দরজাটা তালাবন্ধ। সকলে দরজাটা ভেঙে ফেলল। ভিনিগার, কব্জিতে টোকা, পালক পোড়ানো—কিছুতেই কিছু হল না। তখন কে একজন বেরিয়ে গেল এম্বুলেন্সের জন্য টেলিফোন করতে।

যথাসময়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এম্বুলেন্স এসে হাজির হল দরজায়। সাদা সুতীর কোট-পরা, করিৎকর্মা, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছোকরা ডাক্তারটি নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

সংক্ষেপে বলল, "৪৯-এ এম্বুলেন্স ডাকা হয়েছিল ? কি হয়েছে ?"

মিসেস পার্কারেরই যেন সব দায় এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি আগ বাড়িয়ে বললেন, "ও, হ্যাঁ ডাক্তার। মেয়েটার যে কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা তো কিছু করতেও পারছি না। একটি অল্পবয়সী মেয়ে, কে এক মিস্ এল্সি—হ্যাঁ, জনৈকা মিস্ এল্সি লীসন। আমার বাড়িতে আগে কখনও—"

"কোন্ ঘর ?" এমন ভয়ংকর ভাবে চেঁচিয়ে ডাক্তার কথাটা বলল যেমনটি মিসেস পার্কার আগে কখনও শোনেন নি।

"চিলেকোঠার ঘর। একটা স্কাইলাইট আছে। ঘরটা—"

বোঝা গেল, চিলেকোঠাটা যে কোথায় এম্বুলেন্সের ডাক্তারের সেটা জানাই ছিল। এক এক লাফে চারটে সিঁড়ি ভেঙে সে উপরে উঠে গেল। মিসেস পার্কার স্বীয় মর্যাদা অনুসারে ধীরে ধীরে তার পিছন পিছন গেলেন।

প্রথম চাতালেই ডাক্তারের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। জ্যোতির্বিদকে দুই হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তার নেমে আসছিল। সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। চাপা গলায় অভ্যস্ত ক্ষুরধার জিভটার লাগাম ছেড়ে দিল। কথাগুলো শুনে মিসেস পার্কার কেমন যেন কুঁকড়ে গেলেন। সেই থেকে তার ঘরে কৌতূহলী বাসিন্দারা অনেক সময় জানতে চাইত, ডাক্তার তাকে কি বলেছিল।

তিনি জবাব দিতেন, "সে সব কথা থাক। সে কথা শুনেছি বলে যদি আপনারা আমাকে ক্ষমা করেন তাহলেই আমি খুশি হব।"

এম্বুলেন্সের ডাক্তার হাতের বোঝাটি বয়ে নিয়ে কৌতূহলী জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল। গলিতে নেমে যাওয়ার পরে তারাও কেমন যেন ভড়কে গিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল, কারণ তখন ডাক্তারের মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন মৃত আপনজনকেই বয়ে নিয়ে চলেছে।

তারা লক্ষ্য করল, এম্বুলেন্সের ভিতরে রোগীর জন্য যে বিছানা পাতা ছিল ডাক্তার তার বোঝাটাকে সেটার উপর শুইয়ে দিল না ; মুখে শুধু ড্রাইভারকে বলল, "গাড়িটা জোরে চালাও উইলসন।"

এখানেই শেষ। এটা কি গল্প হল ? পরদিন সকালের সংবাদপত্রে একটা ছোট সংবাদ চোখে পড়ল। তার শেষ পংক্তিটা পড়লে আপনারও আমার মতই ঘটনাগুলোকে জুড়ে নিতে পারবেন।

সংবাদে বলা হয়েছিল, ৪৯নং পূর্ব-স্ট্রীট থেকে অনাহার জনিত দুর্বলতায় আক্রান্ত একটি তরুণীকে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তারপর সংবাদের শেষের দিকে এই কথাগুলি ছিল :

"এম্বুলেন্সের ডাক্তার উইলিয়াম জ্যাক্সন, যিনি কেসটি দেখছিলেন, বলেছেন, রোগিনী ভাল হয়ে যাবে।"

# ভালবাসার বোঝা

## A Service of Love

কেউ যখন নিজের শিল্প-কলাকে ভালবাসে তখন কোন বোঝাই দুঃসহ কঠোর মনে হয় না।

এটা আমাদের অনুমিত বাক্য। এই গল্পে তার থেকে একটা সিদ্ধান্ত টানা হবে, এবং সেই সঙ্গে দেখানো হবে যে অনুমিত বাক্যটি ভুল। সেটা হবে ন্যায়শাস্ত্রের একটা নতুন জিনিস এবং গল্প-বলার রীতিতে এমন একটা অসাধারণ কীর্তি যা চীনের মহাপ্রাচীর থেকেও পুরনো।

মিড্‌ল্ ওয়েস্ট-এর কাঠের ফ্ল্যাটগুলোতে তখন ছবি আঁকিয়েদের বেশ রমরমা অবস্থা। তারই একটা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল জো লারাবী। ছ'টার সময়েই সে একটা ছবি এঁকে ফেলেছে: শহরের পাম্পটার পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে একজন গণ্যমান্য নাগরিক। সেই সৃষ্টি-কর্মটি একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে ওষুধের দোকানটার জানালায় টাঙিয়ে দিল। ঘড়ির কাঁটা যখন বিশের ঘরে—জো লারাবী তখন লম্বা নেক-টাই ঝুলিয়ে বুক-পকেটে মোটা টাকা নিয়ে নিউ ইয়র্ক-এর পথে যাত্রা করল।

ডেলিয়া কারুথার্স দক্ষিণ অঞ্চলের পাইন গাছে ভরা গ্রামে বসে ষড়ভূজ আঙ্গিকে এমন সব ছবি আঁকতে লাগল যে তার আত্মীয়স্বজনরা অনেক টাকা চাঁদা তুলে তাকে "উত্তর"-এ পাঠিয়ে দিল যাতে তার সৃষ্টি-কর্ম যথাযথ মর্যাদা পেতে পারে। অবশ্য তার—কে তারা চাক্ষুষ করতে পারল না, কিন্তু সেটাইতো আমাদের গল্প।

কলা ও সঙ্গীত শিল্পে নিযুক্ত অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী একটা স্টুডিওতে জমায়েত হয়েছিল শিল্পবিষয়ক আলোচনায় অংশ নিতে—আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল লিপি-শিল্প,

হ্যাগনার, সঙ্গীত, রেমব্রান্ট-এর সৃষ্টি-কর্ম, ছবি, হ্যাণ্ডুফেল, দেয়াল-চিত্র, চপিন ও উলং। সেখানেই জো এবং ডেলিয়ার প্রথম দেখা।

জো ও ডেলিয়া পরস্পরের প্রেমে পড়ল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হল—কারণ (উপরের লেখাটা লক্ষ্য করুন) কেউ যখন নিজের শিল্প-কলাকে ভালবাসে তখন কোন বোঝাকেই দুঃসহ কঠোর মনে হয় না।

মিঃ ও মিসেস লারাবী একটা ফ্ল্যাটে সংসার পেতে বসল। ফ্ল্যাটটা নির্জন; সেখানেই মহাসুখে তাদের দিন কাটতে লাগল; কারণ তাদের আশ্রয় তখন নিজ নিজ শিল্প-সাধনা; আর একের আশ্রয় অপর জন। ধনী যুবকটিকে আমার একমাত্র পরামর্শ—তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে টাকাটা গরিবদের দিয়ে যাও—তোমার শিল্প-সাধনা ও তোমার ডেলিয়াকে নিয়ে একটা ফ্ল্যাটে বাস করার সুবিধার জন্য সেটাই তো তোমার সেলামি।

আমি যদি ফতোয়া জারি করি যে একমাত্র ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাই সত্যিকারের সুখী, আশা করি তারা আমাকে সমর্থনই করবে। ছোট গৃহকোণই সুখী গৃহকোণ—কাবার্ড-টাকে ভেঙে সেটাকেই করা হোক বিলিয়ার্ড-টেবিল; অগ্নিকুণ্ডের উপরের তাকটাই হোক বাইচের নৌকো, দেরাজওয়ালা ডেস্কটাই হোক একটা বাড়তি শোবার ঘর, মুখ ধোবার বেসিনটা হোক একটা উঁচু পিয়ানো; চারটে দেয়াল আরও কাছাকাছি হোক, যেখানে থাকবে কেবল তুমি আর তোমার ডেলিয়া। কিন্তু গৃহকোণটিকে যদি অন্য রকমই হতে হয়, তাহলে হোক আরও প্রশস্ত, আরও দীর্ঘ—সোনালী দরজা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ কর, টুপি-দণ্ডের উপর টুপিটা রাখ, আর "ল্যাব্রাডর" দিয়ে প্রস্থান কর।

জো ছবি আঁকছে বিখ্যাত মাজিস্টার-এর ক্লাসে—তার খ্যাতির কথা তো সর্বজনবিদিত। তার ফি খুব চড়া; তার পাঠক্রমটা হাল্কা—আর সেইজন্যই তার এত খ্যাতি। ডেলিয়া পাঠ নিচ্ছে রোজেনস্টক-এর কাছে—পিয়ানোর চাবিতে ঝড় তোলার তার সুখ্যাতির কথাও আপনারা জানেন।

হাতে যতদিন টাকা ছিল ততদিন তারা সুখেই ছিল। সর্বত্রই তাই—কিন্তু আমি ছিদ্রান্বেষী হতে চাই না। তাদের লক্ষ্য ছিল খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার। জো অচিরেই এমন সব ছবি আঁকতে শুরু করবে যে সরু গোঁফ ও পেট মোটা পকেট-বইওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকরা ছবি কেনার জন্য তার স্টুডিওতে এসে ভিড় করবে। ডেলিয়া প্রথমে জনপ্রিয় হবে এবং তারপরেই সুরলক্ষ্মীর প্রতি তার এতদূর বিতৃষ্ণা জন্মাবে যে অর্কেস্ট্রার আসন ও বক্সগুলি ফাঁকা দেখলেই তার গলায় কাঁটা বিঁধবে এবং মোটেই মঞ্চে যেতে চাইবে না।

কিন্তু আমার মতে সেরা জিনিসটি হল ছোট গৃহকোণের সংসার-জীবন—সারা দিন স্টুডিওতে খাটাখাটুনির পরে মৌজ করে গল্প-গুজব; মনের মত ডিনার আর হাল্কা প্রাতরাশ; পরস্পরের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ও পারস্পরিক আদান-প্রদান;

পরস্পরকে সাহায্য ও প্রেরণা জোগানো; আর—আমি খোলাখুলিই বলছি—বেলা এগারোটায় পুর-দেওয়া জলপাই এবং পনীরের স্যাণ্ডউইচ।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কলা-চর্চায় ভাঁটা পড়ে। অনেক সময়ই এমনটি ঘটে। মোদ্দা কথা, খরচ বাড়ে, কিন্তু আয়ের দেখা মেলেনা। মিঃ মাজিস্টার ও হের রোজেন্স্টকের মাইনে দেবার টাকা থাকে না। কেউ যখন কলাকে ভালবাসে তখন কোন বোঝাকেই দুঃসহ কঠোর মনে হয় না। অতএব, ডেলিয়া বলল, গানের টিইশনি করে সে টাকা রোজগার করবে।

দুই-তিন সপ্তাহ সে ছাত্রছাত্রী জোটাতে ছুটাছুটি করল। একদিন সন্ধ্যায় উল্লসিত মনে বাড়ি ফিরল।

হাসিমুখে বলল, "প্রিয় জো, আমি একটি ছাত্রী পেয়েছি। আর কী মনের মত মানুষ তারা—একাত্তরতম স্ট্রীটের জেনারেল এ. বি. পিংক্‌নি-র মেয়ে। আর কী সুন্দর বাড়িটা জো—মূল ফটকটা দেখবার মত! আমার তো মনে হয়, তুমি সেটাকে বাইজান্টাইনই বলবে। আর ভিতরটা! ওঃ জো, এ রকমটা আগে কখনও দেখি নি!"

"তার মেয়ে ক্লিমেণ্টিনাই আমার ছাত্রী। এর মধ্যেই তাকে আমি বড্ডো ভালবেসে ফেলেছি। কী মিষ্টি মেয়েটা—সব সময় সাদা পোশাক পরে; আর কী মিষ্টি সাদাসিধে স্বভাব! মোটে আঠারো বছর বয়স। সপ্তাহে তিনটে করে পাঠ শেখাতে হবে; আর, ভাব তো জো, পাঠপ্রতি পাব ৫ ডলার। এখন আর কোন চিন্তা নেই; আরও দু'তিনটে ছাত্র পেলেই আমি নতুন করে হের রোজেন্স্টকের কাছে গান শেখা শুরু করতে পারব। নাও, এবার তোমার কুঁচকানো ভুরু দুটোকে সোজা কর তো; এস, রাতের খাবারটা বেশ জমিয়ে খাওয়া যাক।"

কাঁটা-চামচ দিয়ে মটরশুঁটির পাত্রটাকে ঠুকতে ঠুকতে জো বলল, "তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু আমার অবস্থাটা ভেবে দেখছ? তুমি কি ভেবেছ, তুমি চাকরি করে মরবে, আর আমি কলা-চর্চায় টাকা উড়াব? বেন্‌ভেনুতো সেলিমির দোহাই, সেটা চলবে না। আমি ভাবছি, কাগজ বিক্রি করে বা রাস্তায় পাথর বসিয়ে আমিও দু'এক ডলার রোজগার করতে পারব।"

ডেলিয়ে উঠে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

"প্রিয় জো, তুমি একেবারে বুদ্ধু। তোমাকে পড়াশুনাটা চালিয়ে যেতে হবেই। আমি তো গান-বাজনা ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি না। শেখাতে শেখাতেই আমিও শিখতে থাকব। আমার সঙ্গীত-চর্চা তো থাকছেই। সপ্তাহে ১৫ ডলার হলে আমরা তো কোটিপতির হালে সুখে থাকব। মিঃ মাজিস্টারকে ছেড়ে দেবার কথা তুমি মনেও আনবে না।"

নীল ঝিনুকের নিরামিশ পাত্রটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে জো বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু তোমার এই ছাত্র পড়ানোটাকে আমি ঘৃণা করি। এটা তো কলা-চর্চা নয়। তোমার মত ভাল মানুষের এ সব কাজ সাজে না।"

"কেউ যখন কোন কলা-বিদ্যাকে ভালবাসে তখন কোন কাজই কঠোর মনে হয় না," ডেলিয়া বলল।

জো বলল, "পার্কে বসে আমি আকাশের যে স্কেচটা করেছিলাম মাজিস্টার সেটার প্রশংসা করেছিলেন। তার দুটো ছবি তার জানালায় টাঙাবার অনুমতি টিংকল আমাকে দিয়েছিল। পয়সাওয়ালা কোন বুদ্ধুর চোখে সেগুলো পড়লে তার একটা বিক্রি হয়েও যেতে পারে।"

ডেলিয়া মিষ্টি হেসে বলল, "আমি নিশ্চিত জানি, তোমার ছবি বিক্রি হবেই। এবার এস, জেনারেল পিংক্নি আর এই বাছুরের মাংসের রোস্টকে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।"

পরবর্তী গোটা সপ্তাহটাই লারাবী-দম্পতি সকাল-সকাল প্রাতরাশ সেরে নিত। সেন্ট্রাল পার্কে সকালের আলোয় স্কেচ করার ব্যাপারে জো খুবই উৎসাহ বোধ করতে লাগল, আর ডেলিয়া ৭টার সময় তাকে প্রাতরাশ গুছিয়ে দিয়ে, একটু জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বিদায় করে দিত। কলাচর্চা বড় কড়া কর্ত্রী। অধিকাংশ দিনই বাড়ি ফিরতে তার সন্ধ্যা হয়ে যেত।

সপ্তাহের শেষে সগর্বে অথচ ক্লান্ত ভঙ্গীতে ফ্ল্যাটের ৮×১০ (ফুট) বসবার ঘরের ৮×১০ (ইঞ্চি) সেন্টার টেবিলের উপর ডেলিয়া তিনটে পাঁচ ডলারের বিল রেখে দিল।

ক্লান্ত গলায় বলল, "জান, ক্লিমেন্টিনা মাঝে মাঝে আমাকে বড়ই উত্যক্ত করে। আমার ধারণা, সে যথেষ্ট অনুশীলন করে না, আর আমাকেও একই জিনিস বার বার বলতে হয়। তাছাড়া, সে সব দিনই সম্পূর্ণ সাদা পোশাক পরে, তাই সেটা বড় একঘেয়ে লাগে। কিন্তু জেনারেল পিংক্নি বুড়ো বড ভাল মানুষ। আমার ইচ্ছা করে, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক জো। আমি যখন ক্লিমেন্টিনাকে নিয়ে পিয়ানোতে বসি, অনেক দিন তিনি তখন ঘরে আসেন—তুমি তো জান তিনি বিপত্নীক—এবং চিবুকের পাকা ছাগুলে-দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে দাঁড়িয়ে থাকেন। সব সময়ই প্রশ্ন করেন, "রাগ-রাগিনীর চর্চাটা কেমন এগোচ্ছে ?"

"বসবার ঘরের দেয়ালের কাঠের লাইনিংগুলো যদি দেখতে জো! আর জানালার পর্দাগুলো। আর ক্লিমেন্টিনা এমন মিষ্টি করে খুক্ খুক্ কাসে। আমি আশা করি, তাকে যতটা দুর্বল দেখায় সে তার চাইতে বেশি সুস্থ। ওঃ, সত্যি, তার দিকে আমার মনটা বড়ই এগিয়ে গেছে; সে এতই নরম আর উঁচু বংশের মেয়ে। জেনারেল পিংক্নির ভাই এক সময় বলিভিয়ার মন্ত্রী ছিলেন।"

আর তখনই জো মন্টিক্রিস্টোর ভঙ্গীতে একটা দশ, একটা পাঁচ, একটা দুই ও একটা এক টাকার নোট বের করে ডেলিয়ার উপার্জনের পাশে রেখে দিল।

আবেগভরে জানিয়ে দিল, "পিয়োরিয়া থেকে আগত একজনের কাছে সেই জল-রংয়ের চতুষ্কোণ স্তম্ভটি বিক্রি করেছি।"

"আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মেরো না," ডেলিয়া বলল—"সে মোটেই পিয়োরিয়ার মানুষ নয়!"

"সে যাই হোক, তার সঙ্গে তোমার দেখাটা হলে ভাল হত ডিলি। একটি মোটাসোটা মানুষ, গলায় উলের মাফলার, হাতে পালকের দাঁত-কাঠি। টিংকল-এর জানালায় স্কেচটা দেখে সে প্রথমে ভেবেছিল ওটা একটা হাওয়া-কল। যাই হোক, সে ছবি বোঝে, আর তাই স্কেচটা কিনে ফেলল। আর একটা ছবির বরাতও দিয়েছে— ন্যাকাভান্নার ওজনের ডিপোর একটা তেল-চিত্র—ছবিটা সঙ্গে নিয়েই সে ফিরবে।"

ডেলিয়া আন্তরিকভাবেই বলল, "তুমি যে নিজের কাজটা চালিয়ে যাচ্ছ সেটা জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। শেষ পর্যন্ত তোমার জয় হবেই। তেত্রিশ ডলার! আগে কখনও এত টাকা খরচই করি নি। আজ রাতে গলদা চিংড়ি হয়ে যাক।"

পরের শনিবারে জোই প্রথম বাড়ি ফিরল। বসবার ঘরের টেবিলে ১৮ পাউণ্ড ছড়িয়ে রেখে দুই হাতের কালো রংটা ভাল করে ধুয়ে ফেলল।

ডেলিয়া এল আধ ঘণ্টা পরে, তার ডান হাতে যেমন-তেমন করে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জড়ানো।

যথারীতি অভ্যর্থনা জানাবার পরে জো শুধাল, "এটা কি করে হল?" ডেলিয়া হাসল, কিন্তু তাকে খুব খুশি মনে হল না।

সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, "পাঠ শেষ হবার পরে ক্লিমেণ্টিনা ওয়েল্‌স্ খরগোসের বায়না ধরল। অদ্ভুত মেয়ে, বিকেল ৫টার সময় তার ওয়েল্‌স্ খরগোস চাই। জেনারেল সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। গরম মাংসের ডিসটা আনতে তিনি এমনভাবে ছুটে বেরিয়ে গেলেন তা যদি দেখতে জো। তোমার মনে হবে, বাড়িতে বুঝি কোন চাকর-বাকর নেই। আমি জানি, ক্লিমেণ্টিনার স্বাস্থ্য ভাল নয়; তার স্নায়ু বড়ই দুর্বল। সেই গরম মাংস পরিবেশন করতে গিয়ে মেয়েটি সেই টগ্‌বগে গরম মাংসের ঝোল বেশ খানিকটা ঢালল আমার হাতে ও কব্জিতে। খুবই কষ্ট পেলাম জো; আর মেয়েটিও খুবই দুঃখিত হল। কিন্তু জেনারেল পিংক্‌নি!—জো, বুড়ো মানুষটা কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন আর কাকে যেন ওষুধের দোকানে পাঠালেন কিছু মলম আর ব্যাণ্ডেজ কিনে আনতে। এখন আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না।"

"এটা কি?" আস্তে হাতটাকে নিজের হাতে নিয়ে ব্যান্ডেজের নিচেকার একটা সাদা ফালি টেনে প্রশ্ন করল।

"একটা কোন নরম জিনিস," ডেলিয়া বলল, "এটার উপরেই তেলটা লাগানো ছিল। আহা, জো, তুমি কি আরও একটা স্কেচ বিক্রি করেছ?" টেবিলের উপরকার টাকাটা তার চোখে পড়েছে।

"বিক্রি করেছি নাকি?" জো বলল; "পিয়োরিয়া থেকে আগত লোকটিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। ডিপোর স্কেচটা তো সে আজই পেয়ে গেছে, আর নিশ্চিত করে না বললেও পার্কের আরও একটা নিসর্গ-চিত্র এবং হাডসন-এর একটা দৃশ্য-চিত্র সে চায়। আজ বিকেলে কখন তুমি হাতটা পোড়ালে ডিলি?"

ডিলি চিন্তিতভাবে বলল, "মনে হয় পাঁচটার সময়। ইস্তিরিটা—মানে—খরগোসের মাংসটা প্রায় ওই সময়েই উনুন থেকে নামানো হয়েছিল। আরে জো, জেনারেল পিংক্‌নি যখন ছুটে নেমে গেলেন তখন যদি তাকে দেখতে—"

"এইখানে একটু বস ডিলি," জো বলল। ডেলিয়াকে কোচে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

"গত দুই সপ্তাহ ধরে তুমি কি করেছ ডিলি?" জো প্রশ্ন করল।

ভালবাসা ও দৃঢ়তাভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ডেলিয়া নিজেকে সামলে নিল; অস্পষ্টভাবে জেনারেল পিংক্‌নি সম্পর্কে দু'একটা কথাও বলল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মাথাটা নিচু হয়ে গেল আর তখনই বেরিয়ে এল সত্য ও অশ্রুজল।

ডেলিয়া স্বীকার করল, "একটাও ছাত্রী আমি জোটাতে পারি নি। আবার তুমি তোমার কলা চর্চার পাট তুলে দেবে এটাও আমি সইতে পারি নি; তাই টোয়েন্টি-ফোর্থ স্ট্রীটের লণ্ড্রিটাতে শার্ট ইস্তিরি করার কাজটা নিয়েছিলাম। আমার মনে হয় জেনারেল পিংক্‌নি ও ক্লিমেন্টিনার গল্পটা আমি ভালই চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই না জো? আর আজ বিকেলে লণ্ড্রির মেয়েটা যখন গরম ইস্তিরিটা দিয়ে আমার হাতে ছ্যাঁকা দিল তারপরেই বাড়ি আসতে আসতে ওয়েল্‌স্‌ খরগোসের মাংসের গল্পটা মনে মনে বানিয়ে ফেললাম। তুমি রাগ কর নি, তাই না জো? আর আমি যদি কাজটা না পেতাম তাহলে তুমিও তো পিয়োরিয়া থেকে আগত লোকটির কাছে তোমার স্কেচগুলি বিক্রি করতে পারতে না।"

"সে তো পিয়োরিয়া থেকে আসে নি," জো ধীরে ধীরে বলল।

"আরে, সে কোথা থেকে এসেছে তাতে কিছু যায়-আসে না। তোমার বুদ্ধি তো খুব জো—আমাকে একটা চুমু খাও জো—আর আমাকে বল, আমি যে ক্লিমেন্টিনাকে পড়াচ্ছিলাম না এ-সন্দেহটা তোমার হল কেমন করে?"

জো বলল, "আজ রাতের আগে আমি কোন রকম সন্দেহ করি নি। রাতেও সন্দেহটা হত না যদি না আজই বিকেলে উপরতলার একটি মেয়ের জন্য ইঞ্জিন-ঘর থেকে এই ছেঁড়া ন্যাকড়া ও তেল পাঠিয়ে দিতাম—গরম ইস্ত্রির ছ্যাঁকা লেগে মেয়েটির হাত পুড়ে গিয়েছিল। ওই একই লণ্ড্রিতে আমিও গত দুই সপ্তাহ ধরে ইঞ্জিনটাকে গরম করার কাজ করছিলাম।"

"তাহলে তুমি ছবি-টবি কিছুই আঁকছিলে না?"

জো বলল, "পিয়োরিয়া থেকে আগত আমার ছবির ক্রেতা আর জেনারেল পিংক্‌নি—দু'জনই একই কলারীতির সৃষ্টি—কিন্তু এর কোনটাকেই তো তুমি ছবিও বলবে না, সঙ্গীতও বলবে না।"

তখন দু'জনই হো-হো করে হেসে উঠল। পরে জো বলতে লাগল: "কেউ যখন নিজের কলা-শিল্পকে ভালবাসে তখন কোন বোঝাকেই—"

ডেলিয়া তার ঠোঁটের উপর নিজের হাতটা চেপে ধরে জোকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না, শুধু কেউ যখন ভালবাসে।"

# ম্যাগির আত্মপ্রকাশ

## The Coming-out of Maggie

প্রতি শনিবার রাতে "লবঙ্গ পাতা সমাজ ক্লাব" একটা নাচের আসর বসায় ইস্ট সাইড-এর "দান-প্রতিদান ক্রীড়া সমিতি"-র হল-ঘরে। এই সব নাচের আসরে যোগ দিতে হলে তোমাকে "দান-প্রতিদান"-এর সদস্য হতেই হবে—অথবা, ওয়াল্‌জ্‌ নাচের প্রাথমিক পর্ব দিয়ে যদি তুমি শুরু করতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই রাইনগোল্ড কাগজের বাক্সের কারখানায় কাজ করতে হবে। তথাপি, প্রত্যেক "লবঙ্গ পাতা" কে এই সুবিধাটা দেওয়া হয় যে, একটি মাত্র নাচের আসরে সে বাইরের একজনকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে যেতে পারে।

ম্যাগি টুলে-র চোখ দুটো ভাষাহীন, মুখটা চওড়া, আর নাচের তালে পা ফেলে ন্যাটা-ভঙ্গিতে। তাই সে নাচের আসরে যায় আন্না ম্যাক্‌কার্টি ও তার সঙ্গীর সঙ্গে। আন্না ও ম্যাগি কারখানায় কাজ করে পাশাপাশি বসে; দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। তাই প্রতি শনিবার রাতেই আন্নার অনুরোধে জিমি বার্নস্‌ তাকে সঙ্গে করে ম্যাগির বাড়িতে যায়, যাতে বান্ধবীটি তাদের সঙ্গে নাচের আসরে যেতে পারে।

শনিবারে রাইনগোল্ড-এর কাগজ-বাক্সের কারখানাটা বন্ধ হয় বেলা তিনটের সময়। সেই রকম কোন এক বিকেলে আন্না ও ম্যাগি এক সঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। ম্যাগির দরজায় পৌঁছে আন্না যথারীতি বলে উঠল: "ঠিক সাতটায় তৈরি হয়ে থেকো ম্যাগ; জিমি আর আমি তোমাকে নিয়ে যেতে আসব।"

কিন্তু এটা কি হল? প্রথাগত বিনীত ও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের পরিবর্তে তার বান্ধবীর মাথাটা কেমন যেন গর্বোদ্ধত, চওড়া মুখের কোণে একটি গর্বিত টোল দেখা দিল, আর ভাষাহীন দুটি বাদামী চোখ যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"ধন্যবাদ আন্না," ম্যাগি বলল; "কিন্তু আজ রাতে তোমাকে আর জিমিকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার একটি ভদ্রলোক বন্ধু আছে; সেই আমাকে সঙ্গে করে নাচের আসরে নিয়ে যাবে।"

শান্ত প্রকৃতির আন্না বান্ধবীর উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল; তাকে ঝাঁকাতে লাগল, তিরস্কার করল, মিনতি করল। ম্যাগি টুলেও একজনকে বাগিয়ে ফেলেছে! সাদাসিধে ভালমানুষটি, বন্ধুবৎসল, আকর্ষণবিহীনা ম্যাগি, বন্ধু হিসাবে কত মিষ্টি, আবার নাচের সঙ্গিনী হিসাবে অথবা ছোট্ট পার্কের বেঞ্চিতে চাঁদের আলোয় পাশে বসার পক্ষে নেহাৎই বেমানান। কেমন করে হল? ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটল? লোকটাই বা কে?

কামদেবের দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে কুড়িয়ে-আনা প্রথম আঙুরগুচ্ছের সুরার রসে রঙিন হয়ে ম্যাগি বলল, "আজ রাতেই দেখতে পাবে। বেশ মোটাসোটা। জিমির চাইতে দুই ইঞ্চি লম্বা, আর সাজ-পোশাকে আধুনিক। হল-এ পৌঁছনো মাত্রই আমি তার সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব আন্না।

সেই সন্ধ্যায় "লবঙ্গ পাতাদের" মধ্যে সর্বপ্রথম এসে হাজির হয়েছিল আন্না ও জিমি। আন্নার চোখ দুটি হল-ঘরের দরজার উপর স্থিরনিবদ্ধ ছিল যাতে বান্ধবীর "শিকার"টিকে সেই প্রথম দেখতে পায়।

৮-৩০টার সময় সঙ্গীটিকে সঙ্গে নিযে মিস্ টুলে যেন ভাসতে ভাসতে হল-ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে তার বিজয়ী চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল—বিশ্বস্ত জিমির পক্ষপুটে আশ্রিত তার বান্ধবীটি।

আন্না চেঁচিয়ে বলল, "কী মজা। ম্যাগ তেমন বড় মাছটা বাগাতে পারে নি। মোটাসোটা মানুষ? তা হতে পারে। আর স্টাইল? একবার তাকিয়েই দেখ।"

খসখসে গলায় জিমি বলল, "যা খুশি বলে যাও, যা মন চায় তাই কর। ইচ্ছা হলে ওর সঙ্গে নাচতেও পার। আমাকে নিয়ে ভেব না। সে একা তো আর সবগুলো পথ আটকাতে পারবে না। হুম্!"

"চুপ কর জিমি। আমি কি বলতে চাইছি তা তো তুমি জান। ম্যাগির কাজে আমি খুশি হয়েছি। এটিই তার প্রথম মনের মানুষ। ওই যে, ওরা এসে পড়েছে।"

রাজকীয় ক্রুজার দ্বারা সুরক্ষিত একটি দুলালী ইয়াটের মত মেঝের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এল ম্যাগি। সত্যি তো, বান্ধবীর সঙ্গীটির যে উচ্চ প্রশংসা সে করেছে সেটা তো যথার্থই। "ক্রীড়াবিদ্‌দের" গড় উচ্চতার চাইতে সে দুই ইঞ্চি বেশি লম্বা; তার মাথার চুল কোঁকড়ানো; মাঝে মাঝে যখনই সে হাসছে তখনই তার চোখ ও দাঁত ঝিলিক মারছে।

ম্যাগির পরিচয় করানোর বাঁধা গৎই হল "আমার এক বন্ধু, মিঃ টেরি ও'সুলিভান।" সঙ্গীটিকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘরময় ঘুরে ঘুরে সদ্য আগত প্রতি "লবঙ্গ পাতা"-র সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। এখন তাকে বেশ সুন্দরীই বলা যায়; এখন তার দুই চোখে ঝিলিক দিচ্ছে সেই তুলনাবিহীন আলোর শিখা যা ফুটে ওঠে একটি মেয়ের চোখে তার প্রথম প্রণয়ীর উপস্থিতিতে এবং একটা বিড়ালছানার চোখে তার প্রথম ইঁদুরটির উপস্থিতিতে।

কাগজ-বাক্সের মেয়েদের মুখে একটা কথাই ঘুরতে লাগল—"শেষ পর্যন্ত ম্যাগি টুলেও একটি সঙ্গী পেয়েছে।" ম্যাগির "পুরুষ"টির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য মেয়েরা ম্যাগিকে ঘিরে ধরল। দু'টি বছর চোখ বুজে থাকার পরে "লবঙ্গ পাতা" যুবকরা হঠাৎ মিস্ টুলের মধ্যে একটা আকর্ষণ খুঁজে পেল। তার সামনে এসে তারা বুকের মাংস পেশী ফুলিয়ে দাঁড়াল আর তাকে নাচের সঙ্গিনী হতে ডাকতে লাগল।

এইভাবে ম্যাগি বাজার মাত করে ফেলল; কিন্তু সে সন্ধ্যার সম্মানের আসনটি টেরি ও'সুলিভানের সমুখে যেন বড় সহজেই এসে গেল। সে মাথার কোঁকড়া চুল

উড়িয়ে দিল; হেসে হেসে সহজভাবে হাঁটতে লাগল। সে নাচল বনদেবতার মত; নতুন চাল-চলন ও বাতাবরণ সৃষ্টি করল; মুখের কথাগুলি যেন আপনা থেকেই জিভের আগায় আসতে লাগল—পর পর দু'বার সে ওয়াল্জ্ নাচল ডেম্প্সি ডোনেভানের সঙ্গিনীটির সঙ্গে।

ডেম্প্সি ডোনোভান ক্রীড়া সমিতির নেতা। তার পরনে ড্রেস-সুট; এক হাত দিয়ে একটা লোহার দণ্ডকে দু'বার বাঁকাতে পারে। পুলিশও তাকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করে না। কারও মাথা ফাটিয়ে দিলে অথবা কারও হাঁটুতে গুলি করলে পুলিশ অফিসার এসে নিচু গলায় বলে:

"দেখ বাবা ডেম্প্সি, উপরওয়ালা তোমাকে একবার তার আপিসে ডেকেছেন; তোমার যখন সময় হবে তখন একবার তার সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করো।"

বাজনা থেমে গেল। যারা নাচছিল তারা সকলেই দেয়াল-বরাবর সাজানো চেয়ারে বসে পড়ল। টেরি ও'সুলিভান কায়দামাফিক ভঙ্গীতে মাথাটা নুইয়ে নীল পোশাকে সজ্জিত সুন্দরী মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে ম্যাগির খোঁজ করতে লাগল। মেঝের মাঝখানে ডেম্প্সি তাকে বাধা দিল। হয়তো রোমের কাছ থেকে পাওয়া কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতির বশে প্রত্যেকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের দু'জনের দিকে তাকাল—সকলেই যেন বুঝতে পেরেছে যে দুই পেশাদার মল্লযোদ্ধা মল্লভূমিতে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। "দান-প্রতিদান"-এর দু'তিনটি সদস্য কোটের আস্তিন গুটিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে গেল।

দুই মোল্লাযোদ্ধাই সমানে-সমানে। হয়তো ডেম্প্সির শরীরের ওজন দশ পাউণ্ড বেশী ছিল। ও'সুলিভান-এর ছিল প্রশস্ত বক্ষপট আর দ্রুত গতি। ডেম্প্সির ছিল তুষার-শীতল দৃষ্টি, মুখের ভাঁজে বিজয়ীর দৃপ্ত ভঙ্গি, অক্ষয় চোয়াল, চেহারায় সুন্দরীর কমনীয়তা আর বিজয়ীর প্রশস্তি। নবাগতের ভঙ্গিমায় ফুটে উঠেছে ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ আর সুস্পষ্ট ধিক্কার। সেই প্রাচীন যুগের আইনে তারা পরস্পরের বৈরী যখন পাহাড়-পর্বত ছিল বিগলিত ধারা। তারা প্রত্যেকেই এত চমৎকার, এত শক্তিধর, এত তুলনারহিত যে তাদের মধ্যে কে বড় বলা শক্ত। দু'জনের মধ্যে মাত্র একজনই জীবিত থাকবে।

ও'সুলিভান স্পর্ধিত কণ্ঠে বলল, "আমি গ্র্যাণ্ড-এ থাকি; আমাকে বাড়িতে পেতে কোন অসুবিধা নেই। তুমি কোথায় থাক?"

ডেম্প্সি তার প্রশ্ন কানেই তুলল না।

মুখে বলল, "তুমি বলছ তোমার নাম ও'সুলিভান শোন, 'বড় মাইক' বলছে সে তোমাকে আগে কখনও দেখে নি।"

"অনেক কিছুই তো সে আগে দেখে নি," নাচিয়েদের প্রিয় লোকটি বলল।

খস্খসে অথচ মিষ্টি গলায় ডেম্প্সি বলতে লাগল, "নিয়ম মত এ-জেলার ও'সুলিভানরা একে অন্যকে চেনে। আমাদের একজন মহিলা সদস্যাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এখানে এসেছ, আমরা চাই তার বদলা নিতে। তোমাদের পরিবারের যদি একটি সযত্নলালিত গাছ থাকে তো সে গাছে কি ধরনের কুঁড়ি ফোটে তার কিছু ঐতিহাসিক

উদাহরণ দেখাও। না কি তুমি চাও যে সে গাছটাকেই আমরা সমূলে উৎপাটিত করি ?"

"তুমি বরং নিজের চরকায় তেল দাও গে," ও'সুলিভান শান্তগলায় পরামর্শটা দিল।

ডেম্প্‌সির চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এমনভাবে একটা আঙুল তুলে ধরল যেন তার মাথায় একটা চমৎকার চিন্তা এসেছে।"

সাদরে বলে উঠল, "এতক্ষণে চিনতে পেরেছি। একটুখানি ভুল হয়ে গিয়েছিল। তুমি ও'সুলিভানদের কেউ নও। তুমি একটি কুণ্ডলি-পাকানো লেজওয়ালা বাঁদর। তোমাকে প্রথমে চিনতে পারি নি সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

ও'সুলিভানের চোখটা জ্বলে উঠল। সে দ্রুত এগিয়ে গেল, কিন্তু প্রতিপক্ষের এক সঙ্গী এণ্ডি জেওঘান তৎপর ছিল ; তার হাতটা সে ধরে ফেলল।

এণ্ডি এবং ক্লাবের সেক্রেটারি উইলিয়াম ম্যাকমোহনকে ইসারায় কি যেন বলায় ডেম্প্‌সি অতি দ্রুত হল-ঘরের পিছন দিককার দরজার দিকে হেঁটে গেল। "দান-প্রতিদান সমিতি"-র আরও দুটি সদস্য ক্ষিপ্রগতিতে ছোট দলটার সঙ্গে যোগ দিল। টেরি সুলিভান এবার নিয়মপ্রণয়নকারী ও রেফারি বোর্ডের হাতে গিয়ে পড়ল। নরম গলায় সংক্ষেপে কিছু বলে তারা তাকেও সেই একই পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল।

"লবঙ্গ পাতা সদস্যদের" এই চালটার একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সমিতির হল ঘরের পিছন দিকে ক্লাবের একটা ভাড়া-করা ছোট ঘব ছিল। নাচ-ঘরের ভিতরে যদি কোন ব্যক্তিগত সংকটের সৃষ্টি হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মানুষ দুটি প্রকৃতিদত্ত অস্ত্রের সাহায্যে সে সংকটের মীমাংসা করে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে। গত কয়েক বছরের মধ্যে "লবঙ্গ পাতা" আয়োজিত নাচের আসরে কোন মল্লযুদ্ধ দেখেছে এ-কথা কোন মহিলাই বলতে পারবেন না। ক্লাবের পুরুষ সদস্যরাই সে-ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে।

ডেম্প্‌সি এবং বোর্ড মিলে প্রাথমিক কাজটা এত সহজে এবং সাবলীলভাবে সম্পন্ন করে ফেলল যে হল-ঘরে কারও নজরেই সেটা পড়ে নি। তাদের মধ্যে ম্যাগিও একজন। সে তার সঙ্গীর খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

রোজ ক্যাসিডি বলল, "তুমি খেয়াল কর নি ? ডেম্প্‌স্ ডোনোভান তোমার পেয়ারের ছেলেটির সঙ্গে একটু হাঙ্গামা বাধিয়ে ফেলেছিল, আর ওরা সকলে মিলে নাচতে নাচতে তাকে নিয়ে লাস-কাটা ঘরে ঢুকেছে।"

বুকের উপর হাতটা রেখে ম্যাগি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, "ডেম্প্‌সির সঙ্গে লড়তে গেছে ! ওদের সকলকে থামাও। ডেম্প্‌সি ডোনোভান লড়াইতে তাকে হারাতে পারবে না। আরে, সে তো ওকে খুন করে ফেলবে!"

রোজ বলল, "তাতে তোমার কি হল ? প্রতিটি নাচের আসরেই তারা তো লড়াই করেই।"

কিন্তু ম্যাগি নাচিয়েদের ভিড়ের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে তীরের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। পিছনের দরজাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে অন্ধকার হল-ঘরে ঢুকল; তারপর তার বলিষ্ঠ গর্দানের এক ধাক্কায় একক সংগ্রামের ঘরটার দরজা ভেঙে ফেলল। ঘরে ঢোকামাত্রই দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল—খোলা ঘড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোর্ড-সদস্যরা; ডেম্প্সি ডোনোভান আধুনিক মল্লযোদ্ধার রণং দেহি ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষের খুবই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হাল্কা চালে পা ঠুকছে; দুই হাত ভাঁজ করে, কালো চোখের তারায় খুনীর দৃষ্টি হেনে দাঁড়িয়ে আছে টেরি ও'সুলিভান। ঘরে ঢোকার সময়কার গতিবেগকে কিছুমাত্র না কমিয়ে একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে ম্যাগি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল; ভাগ্যে ঠিক সময়মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ও'সুলিভানের উদ্যত হাতটা চেপে ধরে ঝুলে পড়েছিল এবং তার ফলে বুকের তলা থেকে হঠাৎই টেনে বের-করা লম্বা, ঝক্‌ঝকে ধারালো ছুরিটা তার হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছিল।

ছুরিটা ঝন্-ঝন্ শব্দে মেঝের উপর পড়ল। "দান-প্রতিদান সমিতি"-র ঘরের মেঝেতে ইস্পাতের উদ্যত ফলা! এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটে নি। এক মিনিট সকলেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এণ্ডি জিওঘান কৌতূহলভরে জুতোর ডগা দিয়ে ছুরিটাকে সরিয়ে দিল, ঠিক যে ভাবে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ তার বিদ্যাবুদ্ধির অগোচর কোন প্রাচীন অস্ত্রকে সমুখে পেলে নেড়েচেড়ে দেখে।

আর তারপরেই ও'সুলিভানের দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা দুর্বোধ্য হিস্-হিস্ শব্দ। ডেম্প্সি ও বোর্ড-সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হল। ডেম্প্সি কোন রকম ক্রোধ না দেখিয়ে ও'সুলিভানের দিকে তাকাল—যে ভাবে মানুষ একটা পথের কুকুরের দিকে তাকায়— তারপর দরজার দিকে মাথাটা নেড়ে তাকে বেরিয়ে যেতে ইসারা করল। সংক্ষেপে বলল, "পিছনের সিঁড়ি দিয়ে যাও। তোমার টুপিটা পরে কেউ নিয়ে যাবে।"

ম্যাগি ডেম্প্সি ডোনোভানের দিকে এগিয়ে গেল। তার গালে একটা উজ্জ্বল লালের ছোপ ফুটে উঠল; তখন তার গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে চোখের জলের ধারা। কিন্তু সে ডোনোভানের দিকে তাকাল সাহসিকার দৃষ্টিতে।

জলে-ধোওয়া চোখে বলল, "আমি এটা জানতাম ডেম্প্সি। আমি জানতাম ও গিনিয়ার মানুষ। ওর নাম টনি স্পিনেলি। সকলে যখন বলল যে তোমার আর ওর মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে তখনই আমি ছুটে চলে এলাম। গিনিয়ার লোকরা সব সময় ছবি নিয়ে ঘোরে। এসব তুমি বুঝবে না ডেম্প্সি। জীবনে কোন দিন একটা সাথীকে খুঁজে পাই নি। প্রতি রাতে আন্না ও জিমির সঙ্গে আসতে আসতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই ও নিজেকে ও'সুলিভান বলে পরিচয় দেবে এই শর্তে ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আমি জানতাম, ও যদি "ডাগো" নাম নিয়ে আসত তাহলে এ সব কিছুই হত না। বুঝতে পারছি, এবার আমাকে ক্লাব থেকে পদত্যাগ করতে হবে।"

ডেম্প্সি এণ্ডি জিওঘানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "পনির-কাটা ছুরিটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দাও, আর ঘরের ভিতরকার সব্বাইকে বলে দাও, মিঃ ও'সুলিভানকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছে—তাকে এখনই টাম্যানি হল-এ যেতে হবে।"

তারপর সে ম্যাগির দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "শোন ম্যাগ, আমি বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তা---পরের শনিবারে ব্যাপারটা কি রকম হবে? আমি গিয়ে ডাকলে তুমি কি আমার সঙ্গেই নাচের আসরে যাবে?"

কত দ্রুত ম্যাগির ভাষাহীন বোবা চোখ দুটি বাদামি আভায় ঝল্মল্ করে উঠতে পারে সেটা দেখার মতই বটে।

সে তো-তো করে বলল, "তোমার সঙ্গে ডেম্প্সি? বল কি—হাঁস কি তাহলে সাঁতার কাটবে?"

# প্রকৃতির একটি নির্ভুল সামঞ্জস্য

## An Adjustment of Nature

এই তো সেদিন একটা চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখলাম একটা ছবি বিক্রি হল ৫০০০ ডলারে। ছবিটা এঁকেছিল পশ্চিম অঞ্চল থেকে আগত একটি সাধারণ যুবক—নাম ক্রাফ্ট্। তার যেমন একটা প্রিয় বিশ্বাস ছিল তেমনই একটা প্রিয় মতবাদও ছিল। প্রকৃতির নির্ভুল শিল্পগত সামঞ্জস্য বিধানে তার ছিল দুর্নিবার বিশ্বাস। ছবিটার পিছনে একটা গল্প ছিল, কাজেই আমি বাড়িতে ফিরে গিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। ক্রাফ্ট্-এর ধারণা— কিন্তু সেটা তো এ গল্পের শুরুর কথা নয়।

তিন বছর আগে ক্রাফ্ট্, বিল জুড্‌কিন্স (জনৈক কবি) ও আমি অষ্টম এভেনিউ-র "সাইফার"-এর দোকানে খেতে বসেছিলাম। সঙ্গে রেস্ত ছিল না; আমরা ভিতরে ঢুকলাম, খাবার দিতে বললাম এবং খেলাম। দামটা দিয়েছিলাম অথবা দেই নি। "সাইফার"-এর সক্রোধ নীরবতা ও ধিকি-ধিকি জ্বলন্ত হিংস্রতায় আমাদের বিশ্বাস ছিল। অন্তরের গভীর গহনে সে ছিল এক রাজপুত্র, অথবা নির্বোধ, অথবা একজন শিল্পী। একটা পোকায় খাওয়া ডেস্ক সামনে নিয়ে সে বসত; তার উপর পরিবেশনকারীর জমা দেওয়া এত সব পুরনো চেক স্তূপাকার হয়ে থাকত যে আ- র স্থির বিশ্বাস—সব চাইতে নিচের চেকটা দিয়েছিল হেন্ড্রিক হাডসন ঝিনুকের ঝোল খাবার দাম হিসাবে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং গোল-চোখ জলচর মাছের মতই তারও এমন একটা ক্ষমতা ছিল যার সাহায্যে সে চোখের উপর একটা আবরণ টেনে নিতে পারত এবং তার

ফলে মনের সবগুলো জানালাই অস্বচ্ছ হয়ে উঠত। একবার যখন আজেবাজে অজুহাত দেখিয়ে খাবারের দাম না দিয়েই আমরা বেরিয়ে আসছিলাম তখন পিছনে তাকিয়েই দেখতে পেয়েছিলাম যে সেই অস্বচ্ছ আবরণের আড়ালে সে নিঃশব্দ হাসিতে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাঝে মাঝে বাকি টাকা-পয়সা উশুল করে দিতাম।

কিন্তু সাইফার-এর দোকানের আসল চিজটি ছিল মিলি। মিলি জনৈকা পরিচারিকা। ক্রাফ্‌ট্‌-এর প্রকৃতির শিল্পগত সমন্বয় সাধনের মতবাদের স্বপক্ষে সে ছিল সব চাইতে বড় একটি উদাহরণ-স্বরূপ। যেমন মিনার্ভার কাজ চাঁচা-ছোলাইয়ের সঙ্গে যুক্ত, কিম্বা ভেনাসের কাজ প্রেম-নিবেদন বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত, তেমনই মিলির কাজ ছিল খাদ্য-পরিবেশন। বেদীর উপর তার ব্রোঞ্জের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করলে সে অবশ্য তার বীরাঙ্গনা ভগিনীদের সমকক্ষ হতেই পারত। সে সাইফার-এর মানুষ। কড়াইতে চর্বি ভাজার সময় যে নীল মেঘের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে যায় তার ভিতর দিয়েই মিলির বিশাল বপুটি নিশ্চয় তোমার চোখে পড়বে, ঠিক যে ভাবে হাডসন নদীর বুকে ভেসে বেড়ানো কুয়াসার ভিতর দিয়ে বড় বড় খুঁটিগুলো তোমার চোখে পড়ে। সজ্জী ও স্তূপীকৃত শূকর-মাংসের গরম ধোঁয়া, বাসন-পত্রের খস্‌-খস্‌, ইস্পাতের খচ্‌-খচ্‌, অল্প-স্বল্প খাইয়েদের কিচির-মিচির, ক্ষুধার্ত লোকদের চিৎকার-চেঁচামেচি, যারা খেতে বসে গেছে তাদের প্রচণ্ড হট্টগোল এবং দলে দলে ভিড়-করা পাখনাওয়ালা জীবদের অবিরাম গুন-গুন শব্দ—এ সব কিছুর ভিতর দিয়ে মিলি আশ্চর্য ভঙ্গিতে পথ করে এগিয়ে যায়; ঠিক যে ভাবে বড একটা জাহাজ স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলে হৈ-হৈ শব্দ-করা অসভ্য মানুষদের অজস্র ছোট ডোঙার ভিড়ের ভিতর দিয়ে।

আমাদের জঞ্জাল-নগরীর এই মক্ষিরাণীটিকে এমন বিশালকায়া করে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে তাকে দেখলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। সব সময় সে জামার আস্তিন কনুইয়ের উপরে গুটিয়ে রাখে। ইচ্ছা করলেই আমাদের মত তিন মস্তানকে দুই হাতে তুলে সে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে পারে। আমাদের চাইতে তার বয়সটা কয়েক বছর কম, কিন্তু গোড়া থেকেই সে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করত মায়ের মত। সাইফার-এর যা কিছু খাবার-দাবার সব সে উদার হাতে আমাদের পাতে ঢেলে দিত দাম এবং পরিমাণের কোন রকম তোয়াক্কা না করে, যেন তার হাতে আছে উপকথার সেই ছাগলের কান যার ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। তার গলার স্বর বাজত প্রকাণ্ড এক রূপোর ঘণ্টার মত; সে হাসত যখন-তখন দুই পাটি দাঁত বের করে; তাকে দেখলে মনে পড়ত পর্বত-শিখরে হলুদ সূর্যোদয়ের কথা। অথচ যে কারণেই হোক, সাইফার-এর খাবার ঘরের বাইরে তার অস্তিত্বের কথা আমি যেন ভাবতেই পারতাম না। প্রকৃতি যেন নিজের হাতে তাকে সেখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে, আর সেও সেখানেই শিকড় গজিয়ে মহীরুহ হয়ে উঠেছে। তাকে দেখে বেশ খুশিই মনে হত; প্রতি শনিবার রাতে সে যখন তার প্রাপ্য যৎকিঞ্চিৎ ডলার হাত পেতে নিত তখন মনে হত অপ্রত্যাশিতভাবে একটা উপহার পাবার পরে ছোট শিশুটির মতই সে যেন খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছে।

ইদানিং যে ভয়টা আমাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধছিল, মুখে সেটাকে প্রথম প্রকাশ করল ক্রাফ্‌ট্‌ নিজেই। অবশ্য শিল্প-কলা নিয়ে আমাদের আলোচনাকে কেন্দ্র করেই সে ব্যাপারটা ঘটল। আমাদেরই একজন হেড্‌ন্‌-সিম্ফনি ও পেস্তা-আইসক্রিমের মিলের সঙ্গে মিলি ও সাইফার-এর অপূর্ব মিলের তুলনা করেছিল।

ক্রাফ্‌ট্‌ বলল, "মিলির উপর নিয়তির খড়্গ ঝুলছে; সেটা মাথায় পড়লেই সাইফার ও আমরা সকলেই তাকে হারাব।"

জুড্‌কিন্স ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সে কি খুব মোটা হয়ে যাবে?"

আমি আগ বাড়িয়ে বললাম, "সে কি নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ে রুচি বদলে ফেলবে?"

টেবিলের উপর খানিকটা কফি পড়ে গিয়েছিল, শক্ত আঙুল দিয়ে সেটা নাড়তে নাড়তে ক্রাফ্‌ট্‌ বলল, "ব্যাপারটা এই রকম। সিজারের ছিল ব্রুটাস—তুলোর যেমন পোকা, নাচিয়ে মেয়ের যেমন পিট্‌স্‌বার্জার, নায়কের যেমন কর্ণেগি পদক, শিল্প-কলার যেমন মর্গ্যান, গোলাপের যেমন— "

বিরক্ত হয়ে আমি বাধা দিলাম, "আসল কথাটা বল—"

ক্রাফ্‌ট্‌ গম্ভীর হয়ে তার বক্তব্য শেষ করল, "একদিন উইস্‌কন্‌সিন থেকে একজন কোটিপতি কাঠগোলার মালিক আসবে সাইফার-এর হোটেলে একপাত্র মটরশুঁটির জন্য, আর সেই বিয়ে করবে মিলিকে।"

"কখনও না!" জুড্‌কিন্স ও আমি আতংকে চিৎকার করে উঠলাম।

ক্রাফ্‌ট্‌ কর্কশ গলায় আবার বলল, "কাঠগোলার মালিক।"

"একজন কোটিপতি কাঠগোলার মালিক!" আমি হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

"উইস্‌কন্‌সিন থেকে।" জুড্‌কিন্স আর্তনাদ করে উঠল।

ভয়ংকর নিয়তি যে মিলির অনেক ক্ষতি করবে সে বিষয়ে আমরা একমত। এর চাইতে অসম্ভব আর কিছুই হতে পারে না। এক কাঠওয়ালার চোখে মিলি হবে পাইন্‌ কাঠের একটি অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ অরণ্য। সুদিনের দেখা পেলে এই লোকগুলো যে কি করতে পারে তা আমরা ভালই জানতাম। তারা সোজা নিউ ইয়র্কে চলে যাবে, আর যে মেয়েটি আমাদের পরিবেশন করত মটরশুঁটির ঝোল তারই পায়ে ঢেলে দেবে যথাসর্বস্ব। আরে, 'ডব্লু' হরফটাই তো আমাদের মাথায় কুড়ুল মেরেছে। মওকা পেয়ে রবিবাসরীয় পত্রিকাগুলি তো মজা করে "হেডলাইন" ছাপাবে। Winsome Waitress Wins Wealthy Wisconsin Woods man.

কিছু সময়ের জন্য আমাদের মনে হল, মিলি আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

প্রকৃতির নির্ভুল শিল্পগত সমন্বয় সাধনের প্রতি অনুরাগই আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাল। একজন কাঠওয়ালার হাতে তাকে আমরা তুলে দিতে পারি না; তার উপর লোকটি আবার সম্পদশালী ও অন্য অঞ্চলের অধিবাসী। মিলি তার গলার স্বর নামিয়ে কনুই দুটোকে ভাল করে ঢেকে শ্বেতপাথরের টিপয়ের উপর চা ঢালছে একজন বৃক্ষ-ঘাতকের জন্য—এ কথা ভাবতেই আমরা শিউরে উঠলাম, না! সে সাইফার-এর

মানুষ—শূকর-মাংসের ধোঁয়া, বাঁধাকপির সুবাস, আর চিনামাটির বাসনপত্রের হ্যাগ্নারসুলভ কোরাস-সঙ্গীতের মধ্যেই সে থাকবে।

আমাদের আশংকাটা অচিরেই সত্যে পরিণত হল, কারণ সেই সন্ধ্যায়ই বন থেকে বেরিয়ে এল মিলি-র পূর্বনির্দিষ্ট হরণকারী। কিন্তু উইস্‌কন্‌সিনের পরিবর্তে সে এল আলাকা থেকে।

গো-মাংসের স্টু ও শুকনো আপেল নিয়ে সবে ডিনারে বসেছি এমন সময় সে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘরে ঢুকল এবং আমাদের টেবিলটাকে একেবারে মাত করে দিল। তার কথার ঢক্কা-নিনাদে আমাদের কানের তালা ফেটে যাবার উপক্রম হল। দুই হাত বাড়িয়ে সে আমাদের সব্বাইকে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেলল। তিন মিনিটের মধ্যে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম।

তার চেহারাটা রুক্ষ, মুখভর্তি দাড়ি, একটা ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত মানুষ। সেই অবস্থায়ই সে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত করে রাখতে লাগল তাল-তাল সোনা, মশলা-ঠাসা বিলমোরগের মাংস, নানা রকম পুঁতির মালা ও সিল মাছের চামড়া, আর মুখে লাখ-লাখ টাকার বুকনি ঝাড়তে শুরু করল। সে জানাল, এই মাত্র "নর্থ রিভার"-এর ফেরিতে "শিকার" শেষ করে সে ফিরছে।

"দুই মিলিয়ন ব্যাংক-ড্রাফ্‌ট্", এটাই তার সব বকুনির সারাংশ, "আর প্রতিদিনের আদায় এক হাজার। আর এখন আমার চাই গো-মাংসের স্টু আর টিনভর্তি পিচফল। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। ট্রেনে নিগ্রোরা যা খাওয়ায় সে আর কহতব্য নয়। তোমরা ভদ্রজন, খুশিমত খাবারের অর্ডার দাও।"

তারপরেই এল মিলি, খোলা হাতে হাজার খাবারের থালা নিয়ে—সাদা ও গোলাপি পোশাকে তার বিশাল দেহটাকে দেখাচ্ছে সেণ্ট ইলিয়াস পাহাড়ের মত; মুখের হাসিটি যেন গিরি-সংকটে সূর্যোদয়। খাবার-দাবার সরিয়ে রেখে কোটিপতি কাঠওয়ালা হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তোমার চোখে তখন নিশ্চিতরূপে ভেসে উঠবে একটাই ছবি—মিলির ভুরুর উপর ঝল্‌মল্ করছে হীরের টায়রা এবং হাতে নক্সা-তোলা রেশমী প্যারিস গাউন; অন্তত এ দুটো জিনিস সে তাকে কিনে দেবেই।

শেষ পর্যন্ত তুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল শুঁয়োপোকা—বিষাক্ত আইভি লতা বের করল তার আকড়াগুলো—আলাস্কার খনি-মালিকের ছদ্মবেশধারী কোটিপতি কাঠওয়ালা লাফিয়ে পড়ল মিলির উপর—প্রকৃতির সমন্বয় বিধান বুঝি ভেস্তে যায়।

প্রথম পাল্টা আঘাত করল ক্রাফ্‌ট্। লাফিয়ে উঠে লোকটার পিঠে একটা রদ্দা বসিয়ে দিয়ে সে চিৎকার করে বলে উঠল, "এস বাছাধন, মুখে কিছু ঢাল। আগে পান কর, তারপর খাও।" জুড্‌কিন্স ও আমি দু'দিক থেকে দুটো হাত চেপে ধরলাম। হৈ-হৈ করতে করতে ভাল মানুষের মত আমরা তাকে টানতে টানতে রেস্টুরেন্ট থেকে একটা কাফেতে নিয়ে গেলাম; ওষুধ দিয়ে তাজা রাখা মরা পাখি আর অজীর্ণ ফলগুলো দিয়ে তার পকেট ভর্তি করে দিলাম।

সেখানে বেশ রসিকতা করে সে একটু প্রতিবাদ করল। বলল, "আমার টাকা-পয়সা যা কিছু আছে সবই তো এই মেয়েটির জন্য। আমার বাড়িতে যা আছে তাতেই তার সারা জীবন চলে যাবে। আরে বাবা, এমন মেয়ে আমি দ্বিতীয়টি দেখি নি। সেখানে ফিরেই আমি ওকে বলব—আমাকে বিয়ে কর। আমার ধারণা, আমার সোনা-দানা যা আছে তা দেখলে সে আর দোনামোনা করবে না।".

শয়তানের হাসি হেসে ক্রাফ্‌ট্‌ তাকে মিনতি করে বলল, "এবার তোমাকে আরও হুইস্কি ও দুধ খাওয়াব। আমার ধারণা ছিল, পশ্চিমের লোকগুলো এত অল্পে কাত হয় না।"

ক্রাফ্‌টের পকেটে যৎসামান্য যা ছিল সবই সে মদের পিছনে খরচ করে ফেলল। তারপর সে এমন মিনতিভরা চোখে জুড়্‌কিন্স ও আমার দিকে তাকাল যে অতিথিটির আপ্যায়নে আমরাও আমাদের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করে ফেললাম।

আমাদের সব গোলা-বারুদ নিঃশেষ হবার পরেও কাঠওয়ালা যখন একেবারে বেহেড হল না, আর বার বার মিলির কথাই বলতে লাগল, তখন ক্রাফ্‌ট্‌ তার কানের কাছে হাড়-কিপ্টেদের সম্পর্কে এমন সব গালাগাল ঝেড়ে দিল যে খনির মজুরটি মুঠো মুঠো রূপোর মুদ্রা ও নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এই দুর্নাম ডুবিয়ে দেবার জন্য যত খুশি তরল পানীয় কিনে আনা হোক।

এইভাবে শুভ কাজটি তো সম্পন্ন হল। তার নিজের বন্দুক উঁচিয়েই তাকে কুপোকাত করলাম। তারপর তাকে একটা গাড়িতে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল অনেক দূরের একটা হোটেলে এবং তার সোনার তাল ও সিল মাছের চামড়া বিছানার উপর ছড়িয়ে রেখে তার উপরেই তার শোবার ব্যবস্থা করা হল।

ক্রাফ্‌ট্‌ বলল, "বাছাধন আর কোন দিন সাইফার-এর দেখা পাবে না। কাল সকালে এই নিরামিষ রেস্টুরেন্টে সাদা এপ্রণ-পরা যে মেয়েকে সে প্রথম দেখবে তাকেই বিয়ে করে ফেলবে। আর মিলি—অর্থাৎ প্রকৃতির সমন্বয় সাধন—রক্ষা পেয়ে যাবে!"

আমরা তিনজন মিলে আবার সাইফার-এর কাছে ফিরে গেলাম। সেখানে খদ্দেরের নামগন্ধও নেই দেখে আমরা মিলিকে মধ্যস্থলে রেখে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে ভারতীয় নৃত্য শুরু করে দিলাম।

আমি বলছি, এটা তিন বছর আগেকার ঘটনা। আর ঠিক সেই সময়েই ভাগ্য দেবতা আমাদের উপর ঈষৎ সদয় হয়েছিল। যার ফলে সাইফার-এর চাইতে বেশি দামী ও অধিকতর সুখাদ্য কেনবার মত পয়সা আমাদের হাতে এসেছিল। তখন আমরা যে যার পথে চলে গেলাম; তারপর আর কখনও ক্রাফ্‌ট্‌-এর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, আর জুড়্‌কিন্স-এর সঙ্গে কদাচিৎ সাক্ষাৎ ঘটেছে।

কিন্তু—যা বলছিলাম—সেদিন আমি একটা ছবি দেখলাম যেটা ৫,০০০ ডলারে বিক্রি হয়ে গেল। ছবিখানার নাম ছিল "রোডিসিয়া"। যে সব চিত্ররসিক দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে ছবিটা দেখছিল তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই বোধ হয় চাইছিলাম যে এই "রোডিসিয়া" তার ফ্রেমের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসুক—আর হাতে নিয়ে আসুক ডিমের পোচ সহযোগে সাজানো গো-মাংসের কিমা।

তখনই ছুটে গেলাম ক্রাফ্‌ট্‌-এর কাছে। তার চোখের দৃষ্টিতে সেই একই শয়তানির আভাষ, মাথার চুল আরও বেশি উস্কোখুস্কো, কিন্তু তার পোশাকপত্র দর্জি দিয়ে বানানো।

"আমি তো কিছুই জানতাম না," আমি তাকে বললাম।

সে বলল, "টাকাটা দিয়ে আমরা "ব্রনস্ক্‌-এ" একটা বাড়ি কিনেছি। যে কোন দিন সন্ধ্যা ৭টায় চলে এসো।"

"তাহলে," আমি বললাম, "তুমি যখন আমাদের নিয়ে কাঠওয়ালার সঙ্গে—মানে—ক্লপ্তিকার-এর সঙ্গে লড়াই করতে নেমেছিলে, সেটা নেহাৎই 'প্রকৃতির নির্ভুল শিল্পগত সামঞ্জস্য বিধান'-এর ব্যাপার ছিল না, কি বল?"

"তা পুরোপুরি তো নয়ই," দেঁতো হাসি হেসে ক্রাফ্‌ট্‌ বলল।

# একটি হল্‌দে কুকুরের স্মৃতিকথা

## Memoirs of a Yellow Dog

একটি পশুর লেখা পড়তে আপনারা কেউ নড়েচড়ে বসবেন—এতটা আমি আশা করি না। কিপ্‌লিং সাহেব এবং আরও অনেকেই এটা দেখিয়েছেন যে পশুরাও চোস্ত ইংরেজিতে নিজেদের কথা বলতে পারে। আজকাল তো জীবজন্তুর গল্প ছাড়া কোন সাময়িক পত্রই ছাপাখানায় যায় না। অবশ্য কয়েকটা সেকেলে মাসিক পত্রিকা এখনও সচিত্র ভৌতিক গল্পই ছাপিয়ে চলেছে।

বন-জঙ্গলের বইতে সাধারণত ভালুক, সাপ ও বাঘের যে সব লোমহর্ষক গল্প থাকে আমার কাছে সেরকম কিছু আশা করবেন না। একটা হল্‌দে কুকুর তার সারাটা জীবন কাটিয়েছে নিউ ইয়র্কের সস্তা ফ্ল্যাটে স্যাটিনের একটা পুরনো সায়ার এক কোণে ঘুমিয়ে। তার কাছে কোনরকম কথাশিল্পের বাহার মোটেই আশা করবেন না।

একটা হল্‌দে কুকুরের বাচ্চা হয়েই আমি জন্মেছিলাম; জন্মতারিখ, জন্মস্থান, জাত-কুল ও ওজন—সে সব কিছুই আমি জানি না। প্রথম যে কথাটা আমার মনে পড়ে সেটা হচ্ছে—একটি বুড়ি আমাকে একটা ঝুড়িতে ভরে নিয় ব্রডওয়ে এবং তেইশ নম্বর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটি মোটাসোটা মহিলার কাছে আমাকে বিক্রি

করার তালে ছিল। বুড়ি-মা হ্বার্ড আমার অনেক গুণকীর্তন করল; পোমেরানিয়াম-হ্যাম্বল্ টোনিয়ান—লাল—আইরিশ—কোচিন—চীনা বংশ-লতিকার একটা খাঁটি ফক্স-টেরিয়ার বলে আমার বংশ-কৌলিন্যের বিবরণ দিল। মোটা মহিলাটি আমাকে তার বাজারের থলির এক কোণে ভরে নিলেন, আর সেই মুহূর্ত থেকেই আমি এক মায়ের আদরের সোনামণি হয়ে গেলাম। প্রিয় পাঠক, আপনিই বলুন তো, আপনি কি কখনও দেখেছেন যে দু'শ' পাউন্ড ওজনের একটি মহিলা আমাকে সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে আমার সারা গায়ে গন্ধে-ভুরভুর নিঃশ্বাস ছড়িয়ে "সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার" বলে সুর করে সারা গায়ে নাক বুলিয়ে আমাকে আদর করছেন?

বংশ-কুলিন কুকুরছানা থেকে ক্রমে আমি বড় হয়ে উঠলাম একেবারে নামগোত্রহীন একটা অতি সাধারণ দো-আঁসলা কুকুরের বাচ্চা হয়ে। কিন্তু আমার মনিব এসব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। তিনি মনে করতেন, যে দুটো প্রাচীন কুকুরছানাকে তাড়িয়ে নিয়ে নোয়া একদা নৌকায় চড়েছিলেন তাদেরই বংশে এই অধমের জন্ম হয়েছিল। ম্যাডিসন স্কোয়ারের বাগানে সাইবেরীয় ব্লাডহাউণ্ড কুকুরছানাদের মধ্যে যে পুরস্কার-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার তালিকায় আমার নামটা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা পর্যন্ত তিনি করেছিলেন। কিন্তু দু'জন পুলিশের প্রবল আপত্তিতে তার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি।

এবার আপনাদের বলছি ফ্ল্যাটটার কথা। নিউ ইয়র্ক শহরের একটা সাধারণ বাড়ি। প্রথম ঘরটায় শ্বেত পাথরের মেঝে; দোতলা থেকে সবটাই সাধারণ পাথরে গড়া। আমাদের ফ্ল্যাটটা তিন ধাপ উপরে। আমার মনিব আসবাবপত্রবিহীন অবস্থাতেই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন; পরে নানা রকম পুরনো জিনিসপত্র দিয়ে সেটাকে সাজিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল তার স্বামী।

সিরিউস-এর দিব্যি! এই দ্বিপদ প্রাণীটির জন্য আমার বড় দুঃখ হত। ছোটখাট মানুষটি, মাথার চুল ধূসর, আর আমার মতই একজোড়া গোঁফ। স্ত্রৈণ কি? দেখুন, টুকান, ফ্লেমিংগো ও পেলিকান প্রভৃতি সব রকম পাখির ঠোঁটের ক্ষত-চিহ্ন ছিল তার সারা মুখে। সংসারের সব থালা-বাসন সে ধোয়া-পোঁছা করত আর স্ত্রীর মুখ থেকে অন্য সব ফ্ল্যাটের মহিলাদের সম্পর্কে সরস গাল-গল্প শুনত। প্রতি সন্ধ্যায় মহিলাটি যখন রান্না করতেন তখন স্বামীটি আমাকে শিকলে বেঁধে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেত।

পুরুষরা যদি কখনও জানতে পেত যে তাদের স্ত্রীরা একলা থাকলে কি ভাবে সময় কাটায় তাহলে তারা হয় তো বিয়েই করত না। গলায় একটুখানি বাদাম তেল ঘষা, থালা-বাসন না ধুয়ে ফেলে রাখা, বরফওয়ালার সঙ্গে আধ ঘণ্টা ধরে গল্প করা, পুরনো চিঠির বাণ্ডিল খুলে পড়া, একটুখানি আচার মুখে দেওয়া, কখনও বা জানালার ফুটো দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে পাশের ফ্ল্যাটে উঁকি দেওয়া—এমনি সব কাজেই তাদের সময় কেটে যায়। তারপর পুরুষটির কাজ থেকে ফেরার বিশ মিনিট

আগে ঘরদোর একটু গুছিয়ে নিয়ে দশ মিনিটের জন্য সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত হয়ে তাকে ধাপ্পা দেয়।

সেই ফ্ল্যাটেই আমার কুকুর জীবনের দিনগুলি কেটে যেত। সারাটা দিন ঘরের কোণে শুয়ে আমি কেবল দেখে যেতাম আমার মোটা মনিব কি ভাবে সময়টা কাটিয়ে দিতেন। কখনও বা ঘুমিয়ে পড়তাম আর স্বপ্ন দেখতাম আমি যেন বিড়ালগুলোকে তাড়া করছি, আর যে সব বৃদ্ধ মহিলা কালো বিড়ালের বাচ্চা কোলে নিয়ে আসত তাদের দেখে ঘেউ-ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠছি। যে কোন একটা কুকুরই তো ঐ একই কাজ করে থাকে। তারপর আমার মনিবটি নানা ভাবে আমাকে আদর করতেন, আমার নাকে চুমো খেতেন—কিন্তু আমি আর কি করতে পারতাম? একটা কুকুর তো আর লবঙ্গ চিবুতে পারে না।

স্বামীটির জন্য আমার বড়ই দুঃখ হত। আমাদের দু'জনকে এতই একরকম মনে হত যে আমরা যখন বাইরে বেড়াতে যেতাম তখন সকলেই সেটা লক্ষ্য করত। তাই আমরা মটর গাড়ি চলাচলের বড় রাস্তা এড়িয়ে সেই সব বরফ-ঢাকা রাস্তায় চলে যেতাম যেখানে গরিব মানুষেরা বাস করে।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা যখন এইভাবে বেড়াচ্ছিলাম তখন আমি চেষ্টা করছিলাম আমাকে যাতে একটি পুরস্কার-পাওয়া সেন্ট বার্ণার্ড কুকুরের মত দেখায়, আর বুড়ো মানুষটা চেষ্টা করছিল যাতে তাকে আরও বেশি বিষণ্ন ও করুণ দেখায়। এক সময় মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললাম:

"আপনাকে এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? আরে মশায়, আপনার বৌ তো আপনাকে একটা চুমোও খায় না। স্ত্রীর কোলে বসে তার মুখের দুটো মিষ্টি কথা শোনার মত কপালও তো আপনার নেই। আরে বাবা, আপনি যে একটা কুকুর হয়ে জন্মান নি সে জন্য তো আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মনে ভরসা রাখুন; শুভদিন আসবেই।"

বিবাহ-বন্ধনের বলি বৃদ্ধ মানুষটি এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে মনে হল তার চোখে-মুখে বুঝি কুকুরসুলভ বুদ্ধির ছাপ ফুটে উঠেছে।

সে বলে উঠল, "আরে! ব্যাপার কি? দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি বুঝি কথাও বলতে পার। এটা কি করে সম্ভব হল—তুমি কি বিড়াল দেখেছ?"

বিড়াল! বিড়াল কি কথা বলতে পারে?

অবশ্য আমার কথা সে বুঝতে পারল না। মানুষ কখনও পশুদের কথা বুঝতে পারে না। একমাত্র গল্প-উপন্যাসেই দেখা যায়, কুকুর ও মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সমানে কথা বলে যাচ্ছে।

আমাদের হল-ঘরের ওপাশের ফ্ল্যাটে আর একটি মহিলা কালো ও তামাটে রঙের ।কটা টেরিয়ার জাতীয় কুকুর নিয়ে বাস করত। তার স্বামী প্রত্যেক সন্ধ্যায় কুকুরটাকে শিকলে বেঁধে বেড়াতে বেরিয়ে যেত আর সব সময়ই বাড়ি ফিরত খুশিতে শিস্ দিতে দিতে। একদিন হল-ঘরে কুকুরটার নাকে নাক ঠেকিয়ে আমি তার কাছে এই ঘটনার একটা ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম।

বললাম, "কান পেতে শোন হে বাপু, তুমিও ভাল করেই জান যে কোন সত্যিকারের ভদ্রলোকই প্রকাশ্যে একটা কুকুরের সেবা করতে চায় না। কিন্তু তোমার কর্তাটি দেখছি প্রতিদিনই বেশ খুশি-খুশি মন নিয়ে বাড়ি ফেরেন। এটা কি করে সম্ভব হয়? তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে তোমার কর্তাটি এ-কাজ খুব পছন্দ করেন।"

"পছন্দ করেন? তিনি?" কালো-বাদামী কুকুরটা বলে উঠল। "আরে, না—না। আসলে তিনি প্রকৃতির দেওয়া একটা প্রতিকারের পথ খুঁজে পেয়েছেন। পছন্দ করা দূরে থাক, এ-কাজটা করতে তার তো দম প্রায় আটকে আসে। প্রথম প্রথম আমরা যখন বেড়াতে বের হতাম তখন আমার কর্তা খুবই লজ্জায় পড়ে যেতেন। কিন্তু পর পর আটটা মদের দোকানে ঢুকবার পরেই তিনি বেমালুম ভুলে যেতেন যে তার পিছনে যে আসছে সে একটা কুকুর না অন্য কোন জীব। ওই সব দোকানের ঝোলানো দরজার ফাঁক দিয়ে বের হতে গিয়ে আমার লেজটার দুই ইঞ্চি কেটেই গেছে।"

কথাটা আমার মনে ধরল। আমি ভাবতে শুরু করলাম।

একদিন সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ আমার মনিব তার স্বামীকে হুকুম করল, একটু নড়েচড়ে "লাভি"-কে একটু খোলা হাওয়া খাইয়ে আনতে। এতদিন কথাটা গোপন রেখেছিলাম; মনিব আমাকে ওই নামেই ডাকতেন। কালো-তামাটে কুকুরটার নাম ছিল "টুইটনেস"। অবশ্য মনিবের দেওয়া নামটা আমার মোটেই পছন্দসই ছিল না।

একটা নিরাপদ রাস্তায় নিরিবিলি জায়গায় পৌঁছে একটা ভদ্রগোছের ভাল মদের দোকানের সামনে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং পরক্ষণেই এক দৌড়ে দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

বুড়ো মানুষটা মুচকি হেসে বলল, "আরে, আমি কি চোখে ভুল দেখছি! এ ব্যাটা কুকুরের বাচ্চা কি আমাকে মদ খেতে এখানে টেনে এনেছে? এতদিন তো দোনামোনা করে এখানে ঢুকি নি। এবার কি তাহলে—"

বুঝলাম, বুড়ো টোপ গিলেছে। একটা টেবিলে বসে সে দামী মদের অর্ডার দিল। এক ঘণ্টা ধরে মৌজ করে সবটা মদ গিলল। পাশে বসে আমি কেবলই লেজ নাড়তে নাড়তে অনেক খানা খেতে লাগলাম। এমন খানা আমার মনিব কখনও আমাকে খাওয়ান নি।

স্কটল্যাণ্ডের মাল যখন সবটা ফুরিয়ে গেল তখন বুড়ো মানুষটা টেবিলের পায়া থেকে আমার শিকলটা খুলে আমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল এবং জেলে যে ভাবে বড়শিতে মাছ ধরে তাকে নিয়ে খেলে, আমাকে নিয়েও বুড়ো সেই রকম খেলতে শুরু করল। আমার গলা থেকে কলারটা খুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মুখে বলল, "আহা বেচারি! বড় ভাল কুকুরের বাচ্চাটা! গিন্নি আর কোন দিন তোমাকে চুমো খেতে পাবে না। যাও হে কুকুরের পো, এক ছুটে এখান থেকে কেটে পড়, আর রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে মর। তোমার সব দুঃখের অবসান হোক।"

আমিও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই বুড়োকে ছাড়ব না। পোষা কুকুরের মত তার পায়ে-পায়ে ঘুর্‌ঘুর্‌ করতে লাগলাম। আমি খুব মজা পেয়ে গেলাম।

বললাম, "তোমার মাথা কি গোবরে ভর্তি? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না? তুমি কি চোখেও দেখ না যে আমরা দু'জনই পথ ভোলা পথিক, ভুল করে একই মহিলার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি? আরে বাবা, তোমার বৌয়ের কাছে তো আমরা দু'জনই এক—দুই-ই শিকলে বাঁধা কুকুর। শিকল ভেঙে চিরদিনের মত আবার বাঘ হয়ে বেরিয়ে পড় না!"

আপনারা হয় তো বলবেন, বুড়ো মানুষটা আমার কথা কিছুই বুঝতে পারে নি—হয় তো সেটাই সত্যি। কিন্তু মদের নেশায় বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "দেখ কুকুরের পো, এই পৃথিবীতে কেউ বারে বারে জন্মে না। ৩০০-র বেশি তো কেউ কদাচিৎ বাঁচে। আর কোন দিন যদি ওই ফ্ল্যাটে ফিরে যাই তো আমি একটা হাঁদারাম, আর তুমি যদি ফিরে যাও তো তুমি একটা হাঁদার হাঁদা। যা বললাম একেবারে খাঁটি কথা। এ-কথা আমি বাজী ধরেও বলতে রাজী।"

আমার গলায় তখন শিকল ছিল না; তবু আমি নাচতে নাচতে আমার মনিব বুড়োর সঙ্গে বিশ নম্বর রাস্তা ধরে খেয়া-ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম।

আমরা জার্সিতে নেমে পড়লাম। যেখানে একটি অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বান-রুটি খাচ্ছিল।

আমার বুড়ো মনিব তাকে বলল, "আমাকে আর আমার এই কুকুরের বাচ্চাটাকে দেখছ, আমরা দু'জনই রকি পর্বতমালার যাত্রী।"

কিন্তু আমি সব চাইতে বেশি খুশি হলাম যখন বুড়ো মানুষটি আমার দুটো কান ধরে টান লাগালো আর আমি চিৎকার করে উঠলাম এবং সে আমাকে বলল:

"ওরে হতচ্ছাড়া বাঁদরমুখো, ইঁদুর-লেজো, গন্ধক-রঙা বদমাশ, তুই কি জানিস আজ থেকে তোকে আমি কি নামে ডাকব?"

"লাভি" ডাকটাই আমার মনে পড়ল; গভীর হতাশায় আমি কুঁই-কুঁই করে উঠলাম।

মনিব বলল, "তোকে ডাকব 'সোনামণি' বলে।"

শুনে আমার এত আনন্দ হল যে আমার যদি পাঁচটা লেজ থাকত তাহলে সবগুলো লেজকে নাচিয়েও সে আনন্দের সবটা প্রকাশ করতে পারতাম না।

# সবুজ দরজা

## The Green Door

ধরুন আপনি রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ব্রডওয়ে দিয়ে একটু হাঁটতে বের হলেন। সিগারেটটা শেষ করার জন্য আপনার হাতে দশ মিনিট সময় আছে। আপনি হয়

তো ভাবছেন, কোন বিয়োগান্ত নাটক বা নৃত্যনাট্য ধরনের একটা কিছু দেখতে যাবেন হঠাৎ কেউ একজন আপনার কাঁধে হাত রাখল। মুখটা ঘুরিয়েই দেখতে পেলেন একটি সুন্দরীর দুটি ঝিলিমিলি চোখ; হীরের গয়না ও কালো রুশীয় পোশাকে তাকে আরও আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। মহিলাটি অতি দ্রুত আপনার হাতে গুঁজে দিল গরম-গরম একটা মাখন মাখানো রুটি, এক জোড়া ছোট কাঁচি বের করে আপনার ওভারকোটের দ্বিতীয় বোতামটা টুক করে কেটে দিল, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল একটি মাত্র শব্দ "সমান্তরাল ক্ষেত্র", তারপর দ্রুতপায়ে রাস্তাটা পার হতে হতে মুখ ফিরিয়ে সভয়ে পিছন দিকে তাকাল।

এটা তো নিছক অ্যাডভেঞ্চার। সে-ডাকে আপনি কি সাড়া দেবেন? আপনি তা পারবেন না। আপনি বিব্রত বোধ করবেন। আপনার মুখটা লাল হয়ে উঠবে। ভীরুর মত হাতের রুটিটা ফেলে দিয়ে আপনি ব্রডওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে হারানো বোতামটা খুঁজতে থাকবেন। নিছক অ্যাডভেঞ্চারের প্রবৃত্তিটা যাদের মন থেকে একেবারে মরে যায় নি আপনি যদি সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের একজন না হন তাহলে আপনি অবশ্যই এই রকম কাজই করবেন।

প্রকৃত দুঃসাহসী মানুষের সংখ্যা খুব বেশি হয় না। এ ধরনের যে সব মানুষের কথা পুথিপত্রে লেখা হয় তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী মানুষ, নতুন নতুন পথের পথিক। যার যা বাসনা তার খোঁজেই ছুটে বেড়ায়—সোনার পোশাক, পবিত্র কলস, প্রেয়সী, ধন-সম্পত্তি, রাজমুকুট ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি। যারা সত্যিকারের দুঃসাহসী তারা ছুটে বেড়ায় উদ্দেশ্যবিহীন পথে, অজ্ঞাত ভাগ্যের সন্ধানে। তাদের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাইবেলের "বেহিসেবী ছেলেটি"—যখন সে যাত্রা করেছিল বাড়ি ফেরার পথে।

যারা আধা-দুঃসাহসী—সাহসী আর চমৎকার চরিত্রের সব মানুষ—তারা সংখ্যায় অনেক। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তারা ইতিহাস, উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল একটা পুরস্কার জয় করা, একটা স্বপ্নকে সফল করা, নিজের নামকে অক্ষয় করে রাখা—সুতরাং তারা কেউই প্রকৃত দুঃসাহসিক পথের পথিক ছিল না। প্রেম আর দুঃসাহসের খোঁজে যারা ঘুরে বেড়ায়, বড় বড় শহরে তারা সেটা সহজেই পেয়ে যায়। পথে পথে ঘুরে বেড়ালেই তারা লাজুক চোখে আমাদের দিকে তাকায়, হরেক রকমের ছদ্মবেশে তারা আমাদের মুখোমুখি হয়। কোন কিছু না বুঝেই হঠাৎ চোখ তুলে জানালার দিকে তাকালেই আমাদের চোখে পড়ে অনেক অন্তরঙ্গ মুখের ছবি; ঘুমন্ত রাজপথে চলতে চলতে কানে আসে একটা জনহীন, বন্ধদরজা ঘরের ভিতর থেকে ভেসে-আসা একটা যন্ত্রণাদীর্ণ ভয়ার্ত ক্রন্দনের শব্দ; পরিচিত গৃহ-কোণের পরিবর্তে ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের নিয়ে হাজির করে একটা অপরিচিত দরজায় আর একজন এসে হাসিমুখে দরজা খুলে আমাদের অভ্যর্থনা জানায়; ভাগ্যের উঁচু জাফরি থেকে একটুকরো লেখা কাগজ উড়ে এসে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে; চলমান জনতার ভিতর থেকে কিছু ধাবমান

অপরিচিত মুখের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় ঘটে ঘৃণা, অনুরাগ ও ভয়ের মিশ্র অনুভূতির সঙ্গে; হঠাৎ কখনও বৃষ্টি নামে, আর আমাদের ছাতার নিচে এসে আশ্রয় নেয় কোন চাঁদের দেশের কন্যা অথবা কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মালিকের বোন; প্রতিটি মোড়ে রুমালের পর রুমাল উড়ে এসে পড়ে, কত আঙুল হাতছানি দিয়ে ডাকে, কত চোখ আমাদের বন্দী করে, আর নানা বিচিত্র দুঃসাহসিক কাজের কত হারানো, নিঃসঙ্গ, মন-মাতানো, রহস্যময় ও বিপজ্জনক সূত্র আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জনই বা সেই সব সূত্রকে হাত পেতে নেয়, সেই অনুসারে কাজে নেমে পড়ে! গতানুগতিক জীবনের বোঝা বয়ে বয়ে আমাদের মন-মেজাজ শুকনো ও ঝরঝরে হয়ে গেছে। আমরা আমাদের পথেই চলে যাই এবং একটা ক্লান্ত, একঘেয়ে জীবন কাটাবার পরে একদিন ভাবতে বসি যে আমাদের যত প্রেম-ভালবাসা সবই একটা-দুটো বিয়ে, আলমারির নিরাপদ টানার মধ্যে রেখে-দেওয়া দু'-একটা সাটিনের নকল গোলাপ ফুল, আর সারাটা জীবন ধরে একটা ঝাঁঝালো বাষ্প-উদ্গীরণকারী যন্ত্রের সঙ্গে ঝগড়ার ভিতর দিয়েই শেষ হয়ে গেছে।

রুডল্ফ্ স্টিনার একজন সত্যিকারের দুঃসাহসিক মানুষ। প্রতি সন্ধ্যায় সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত অভাবিত ও উৎকট কিছুর সন্ধানে। পথের ঠিক একটা মোড়ের পরেই কি রহস্য লুকিয়ে আছে সেটাকে জানাই ছিল তার কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নিয়তির সন্ধানে পথ চলার এই প্রবণতা অনেক সময় তাকে অদ্ভুত সব জায়গায় নিয়ে যেত। দু'বার সে রাত কাটিয়েছে পুলিশ-হাজতে; বার বার সে ঠকবাজদের পাল্লায় পড়েছে; এই প্রলোভনের মূল্য দিতে নিজের ঘড়ি ও টাকা-পয়সাও গচ্চা দিতে হয়েছে। তবু নতুন আগ্রহে সে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে।

কোন এক সন্ধ্যায় সে রুডল্ফ্ শহরের পুরনো অঞ্চলের জনবহুল রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। ফুটপাতে ছিল দুই মুখী জনস্রোত—একদল বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত, অন্য দল বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটছিল হাজার বাতিতে উজ্জ্বল হোটেল-টেবিলে সাদর আমন্ত্রণে সাড়া দিতে।

দুঃসাহসিক যুবক যাত্রীটি বেশ খোস মেজাজেই ছিল; শান্ত ও সতর্কভাবে পা ফেলেই সে হাঁটছিল। দিনের বেলায় সে পিয়ানোর দোকানে একজন বিক্রেতার চাকরি করত। গলার টাইটাকে পিন দিয়ে না আটকে একটা পোখরাজের আংটির ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে পরত; একবার কোন সাময়িক পত্রের সম্পাদককে লিখেছিল যে মিস্ লিবে-র লেখা, "জুনির ভালবাসার পরীক্ষা" নামক বইটাই তার জীবনকে সব চাইতে বেশি প্রভাবিত করেছে।

হাঁটতে হাঁটতেই পথের পাশে একটা শো-কেসের ভিতরে দু'পাটি দাঁতের ভীষণ কড়মড় শব্দে প্রথমে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল একটা রেস্টুরেন্টের দিকে। কারণ তার সামনেই শো-কেসটা বসানো ছিল; কিন্তু ভাল করে তাকাতেই তার চোখে পড়ল পাশের দরজার উপরে জনৈক দাঁতের ডাক্তারের বিজ্ঞাপনের বৈদ্যুতিক আলো

দিয়ে লেখা অক্ষরগুলি। একটি বিরাটকায় নিগ্রো কাজ-করা লাল কোট, হলুদ ট্রাউজার ও সামরিক টুপিতে অদ্ভুতভাবে সজ্জিত হয়ে আগ্রহী পথচারীদের মধ্যে একটা কার্ড বিলি করছে।

দাঁতের ডাক্তারদের এ ধরনের বিজ্ঞাপন বিলোনোর ব্যবস্থা রুডল্‌ফ্ আগেই অনেক দেখেছে। অন্যান্য দিন সে নিগ্রোটার পাশ দিয়েই হেঁটে যায়, কিন্তু কার্ডটা নেয় না; কিন্তু সে-রাতে আফ্রিকার মানুষটি এমন কৌশলের সঙ্গে একটা কার্ড তার হাতে গুঁজে দিল যে একটু হেসে সে কার্ডটা নিল।

আরও কয়েক পা হেঁটে যাবার পরে অন্যমনস্কভাবেই সে কার্ডটার দিকে তাকাল। সবিস্ময়ে সে কার্ডটাকে উল্টে ধরে ভাল করে দেখতে লাগল। কার্ডটার একটা দিক ফাঁকা; অন্য দিকে কালি দিয়ে তিনটে শব্দ লেখা: "একটা সবুজ দরজা"। তারপরেই রুডল্‌ফ্-এর চোখে পড়ল, তার চাইতে তিন পা আগে একটা লোক নিগ্রোর দেওয়া কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। রুডল্‌ফ্ সেটা তুলে নিল। তাতে দাঁতের ডাক্তারের নাম ও ঠিকানা লেখা এবং দাঁতের চিকিৎসা সংক্রান্ত কয়েকটা মামুলি কথা এবং "ব্যথাহীন" অস্ত্রোপচারের ঢালাও প্রতিশ্রুতির ঘোষণা।

দুঃসাহসী পিয়ানো বিক্রেতাটি মোড়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর রাস্তাটা পার হল, একটা ব্লক হাঁটল, আবার রাস্তা পার হল এবং চলমান জনতার উজান স্রোতে মিশে গেল। দ্বিতীয়বার নিগ্রোটার পাশ দিয়ে যাবার সময় যেন তাকে দেখতেই পায় নি এই রকম ভান করে রুডল্‌ফ্ অন্যমনস্কভাবে তার হাত থেকে কার্ডটা নিল। দশ পা এগিয়ে গিয়ে কার্ডটাকে ভাল করে লক্ষ্য করল। প্রথম কার্ডটার মতই হস্তাক্ষরে এবারকার কার্ডটাতেও লেখা ছিল "একটি সবুজ দরজা"। তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলা ও পিছিয়ে চলা পথচারীদের হাত থেকে তিন-চারটে কার্ড পথের উপর ছড়িয়ে পড়ল। সবগুলিরই ফাঁকা দিকটা উপরে পড়ল। রুডল্‌ফ্ সেগুলিকেও উল্টে দেখল। প্রত্যেক কার্ডেই ডাক্তারখানার চিরকালীন ছাপানো বয়ান।

কোন দুঃসাহসিক কাজে নামতে রুডল্‌ফ্ স্টিনারকে দু'বার বলতে হয় না—সেও তো পথেরই পথিক। কিন্তু সেদিন সে দু'বার কাজটা করল, আর তারপরেও কাজটা চলতেই লাগল।

ধীরে ধীরে পা ফেলে রুডল্‌ফ্ ঠিক সেইখানে ফিরে গেল যেখানে দৈত্যাকার নিগ্রোটা দাঁত-কড়মড় করা শো-কেসটার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এবার তার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে কোন কার্ড পেল না। নিজের ঝকমকে হাস্যকর পোশাক সত্ত্বেও ইথিওপিয়ার অধিবাসীটি তার স্বাভাবিক বর্বরসুলভ মর্যাদা নিয়েই দাঁড়িয়েছিল, আর কারও হাতে কার্ড তুলে দিচ্ছিল ভদ্রভাবে এবং অন্যদের প্রতি কোনরকম অত্যাচার না করেই ছেড়েও দিচ্ছিল। প্রতি আধ মিনিট অন্তর সে এমন একটা কর্কশ, দুর্বোধ্য বাক্য মন্ত্রের মত আওড়াচ্ছিল যেটা শুনতে অনেকটা মোটর গাড়ির কণ্ডাক্টর আর গ্র্যাণ্ড অপেরার ঘোষকদের বাঁধা বুলিরই মত। এবার যে সে তাকে কোন কার্ড দিল না শুধু তাই নয়, রুডল্‌ফ্-এর মনে হল সেই ঝকঝকে বিশালাকার কালো মুখ থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে প্রায় তাচ্ছিল্যভরা ঘৃণার একটা ঠাণ্ডা দৃষ্টি।

দৃষ্টিটা বুঝি রুডল্‌ফ্‌-এর মনে হুল ফোটাল। সেই দৃষ্টির মধ্যে সে যেন পড়তে পারল তার নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে লোকটার মনের একটা নীরব অভিযোগ। কার্ডে লেখা রহস্যময় শব্দগুলির অর্থ যাই হোক কালো মানুষটি ভিড়ের ভিতর থেকে দু' দু'বার তাকেই কার্ড পাবার উপযুক্ত বলে বেছে নিয়েছিল; আর এখন মনে হচ্ছে যে সে যেন এই অভিযোগই করতে চাইছে যে কার্ডে লেখা হেঁয়ালিটার অর্থ বুঝবার মত বুদ্ধি বা মনোবৃত্তিও তার নেই।

ভিড় থেকে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে যুবকটি অত দ্রুত বাড়িটা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করে নিল। তার মনে হল, এই বাড়িটারই কোথাও আছে তার দুঃসাহসিক অভিযানের মূল লক্ষ্যবস্তুটি। বাড়িটা উচ্চতায় পাঁচতলা। নিচে সিঁড়ির কাছে আছে একটা রেস্টুরেন্ট।

একতলাটা এখন বন্ধ আছে। মনে হল, সেখানে রাখা হয়েছে মেয়েদের মাথার সাজগোজের জিনিস অথবা লোম। বৈদ্যুতিক আলোর অক্ষরগুলি দেখলেই বোঝা যায় দোতলাটা আছে দাঁতের ডাক্তারের দখলে। তার উপরে নানান ভাষার বিজ্ঞাপনের জগাখিচুড়ি দেখেই বোঝা যায় যে সেখানে ভিড় করে আছে হস্তরেখার গণৎকার, পোশাক তৈরির দর্জি, বাজনাদার ও ডাক্তারের দল। আরও উঁচুতে জানালায় পর্দা আর তার গোবরাটে দুধের সাদা বোতলগুলিই বলে দিচ্ছে যে সেটা ঘর-সংসারের এলাকা।

বাড়িটার দেখাশুনা শেষ করে পাথরের উঁচু সিঁড়িতে দ্রুত পা ফেলে রুডল্‌ফ্‌ বাড়িটার ভিতরে ঢুকে গেল। কার্পেট-ঢাকা সিঁড়ির আরও দুটো ধাপ পেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় একটু থামল। হল-ঘরে যাবার পথে দুটো গ্যাসের বাতি টিম্‌-টিম্‌ করে জ্বলছিল—একটা তার ডান দিকে কিছুটা দূরে, অন্যটা আরও কাছে বাঁদিকে। কাছের আলোটার দিকে তাকিয়ে তার আভার মধ্যে দেখতে পেল একটা সবুজ দরজা। সে মুহূর্ত কাল ইতস্তত করল; তার পরেই মনে হল, আফ্রিকান তাসারুর মুখের তাচ্ছিল্যমাখানো বাঁকা হাসিটা যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা সবুজ দরজাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজাটার উপর ঘা দিল।

ভিতর থেকে কোন উত্তর আসার আগে যে স্বল্প ক'টি মুহূর্ত কেটে গেল তার সবটাই সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারের স্পর্শে কম্পমান। সবুজ দরজাটার পিছনে কত কীই না ঘটে যাচ্ছে! তাসারুরা জুয়া খেলতে পারে; ধূর্ত বদমাশগুলো সূক্ষ্ম কৌশলে তাদের ফাঁদ পাততে পারে; কোন সাহসিকা সুন্দরীর প্রেমের খেলা চলতে পারে; বিপদ, মৃত্যু, প্রেম, হতাশা, পরিহাস—এই অবিবেচক আঘাতের জবাবটা এর যে কোন একটার রূপে প্রকাশ পেতে পারে।

ভিতরে একটা অস্পষ্ট খস্‌-খস্‌ শব্দ শোনা গেল; দরজাটাও ধীরে ধীরে খুলে গেল। বিশ বছরেরও কম বয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে; তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে। দরজার হাতলটা এক হাতে ধরে সে দুলতে লাগল। রুডল্‌ফ্‌ তাকে ধরে ফেলে দরজার গায়ে লাগানো বিবর্ণ কোচ্‌টায় শুইয়ে দিল। দরজাটা বন্ধ করে

দিয়ে সে অতি দ্রুত গ্যাস-বাতির কাঁপা আলোয় ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নিল। ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তার সারা গায়ে বুঝি চরম দারিদ্র্যের গল্প লেখা আছে।

মেয়েটি নিঃঝুম হয়ে শুয়ে আছে; বুঝিবা মূর্ছা গেছে। রুডল্‌ফ্‌ উত্তেজিতভাবে ঘরের চারদিকে একটা পিপে খুঁজল। হয় তো একটা পিপের উপর মেয়েটিকে চেপে ধরে ঘোরালে কোন উপকার—না, না, সে ব্যবস্থা তো জলে-ডোবা লোকদের জন্য। নিজের টুপিটা দিয়ে সে মেয়েটিকে হাওয়া করতে লাগল। তাতে কাজ হল; পাখার একটা দিক মেয়েটির নাকে ঠুকে যাওয়ায় সে চোখ মেলে তাকাল। তার দিকে তাকিয়ে যুবকটিও যেন তার মুখে দেখতে পেল সেই মুখখানির ছবি—এতদিন তার মনের চিত্রপটে যাকে সে ধরে রাখতে পারে নি। সরল, ধূসর, দুটি চোখ, ছোট টিকলো নাক, দ্রাক্ষালতার মত কোঁকড়ানো এক ঢাল বাদামি চুল—এতদিনে নিজের সব দুঃসাহসিক অভিযান সঠিক ঠিকানা খুঁজে পেল—সার্থক হল। কিন্তু মুখখানি বড় শীর্ণ, বড়ই বিবর্ণ।

শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি হাসল।

দুর্বল গলায় শুধাল, "আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম, তাই না? আমার আর দোষ কি বলুন? আপনিও তিনটে দিন কিছুই না খেয়ে কাটান, তাহলেই বুঝতে পারবেন!"

"হিমেল!" লাফিয়ে উঠে রুডল্‌ফ্‌ চিৎকার করে ডাকল। "আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে সে সিঁড়ি দিয়ে সবেগে নেমে গেল। বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে দরজায় লাথি মারল। মেয়েটি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দুই হাতে মুদিখানা ও রেস্টুরেন্ট থেকে এক রাশ খাবার-দাবার নিয়ে রুডল্‌ফ্‌ ঘরে ঢুকল। সব খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখল—রুটি ও মাখন, ঠাণ্ডা মাংস, কেক, মটরশুটি, চাটনি, ঝিনুক, মুরগির রোস্ট, এক বোতল দুধ, আর এক বোতল গরম চা।

রুডল্‌ফ্‌ গর্জন করে বলে উঠল, "না খেয়ে থাকাটা তো একটা হাস্যকর ব্যাপার। এ অভ্যাস তোমাকে ছাড়তেই হবে। খাবার প্রস্তুত।" হাত ধরে তাকে টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, "চাটা ঢেলে দেবার মত একটা কাপ আছে তো?" মেয়েটি জবাব দিল, "জানালার পাশের তাকটার উপর আছে।" কাপটা নিয়ে ফিরে এসে রুডল্‌ফ্‌ দেখল, মেয়েটির চোখ দুটি খুশিতে ঝলমল করছে; কাগজের মোড়কের ভিতর থেকে চাটনির একটা বড় টুকরো বের করে নিয়ে খেতেও শুরু করেছে। হেসে সেই টুকরোটা মেয়েটির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে একটা কাপ ভর্তি করে দুধ ঢেলে দিয়ে রুডল্‌ফ্‌ হুকুম করল, "আগে এইটে খেয়ে নাও; তারপর তোমাকে দেব চা এবং তারপরে একটা মুরগির ঠ্যাং। যদি সুস্থ থাক তাহলে চাটনি খেতে পাবে কাল। তবে এই মুহূর্তে তুমি যদি আমাকে তোমার অতিথি হবার অনুমতি দাও তাহলে নৈশ আহারটা দু'জনে এক সঙ্গে সারব।"

সে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে বসে পড়ল। পেটে চা পড়ায় মেয়েটির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; মুখের রংও কিছুটা ফিরে এসেছে। ক্ষুধার্ত বন্য জন্তুর মতই সে গোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগল। যুবকটির উপস্থিতি এবং তার কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যটাকে সে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছে; তাই বলে সে যে সাহায্যটাকে কম দামী বলে মনে করছে তা কিন্তু নয়; তবু এই মানুষটির মহানুভবতা মেয়েটিকে শিখিয়েছে সমস্ত কৃত্রিমতাকে ঝেড়ে ফেলে তার সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করতে। কিন্তু ক্রমশঃ দেহে শক্তি ও আরামবোধ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে কিছুটা দায়িত্ববোধও ফিরে এল। রুডল্‌ফ্‌কে সে তার জীবনের কাহিনীটা বলতে শুরু করল। শহরের প্রতিদিনকার আরও হাজারটা জীবনের মতই সে কাহিনী—দোকানের একটি মেয়ে কর্মচারীর অল্প মাইনের কাহিনী; তার উপর দোকানের লাভকে স্ফীত করে তুলতে "জরিমানা"র কাঁচি চালিয়ে সেই মাইনেটাও স্বল্পতর হয়ে যায়; তার উপর আছে অসুখবিসুখ, চাকরি থেকে ছাঁটাই, আশাভঙ্গ, এবং—দরজায় দুঃসাহসিক লোকটির করাঘাত। কিন্তু রুডল্‌ফ্‌-এর মনে হল সে কাহিনী ইলিয়াড-এর মতই বড় কিংবা "জুনির প্রেমের পরীক্ষা"র মতই মর্মান্তিক।

"এত সব ঝড়-ঝাপ্টা গেছে তোমার উপর দিয়ে তা ভাবতেও কষ্ট হয়," রুডল্‌ফ্‌ বলে উঠল।

"বড় ভয়ঙ্কর সে সব দিন," মেয়েটি গম্ভীরভাবে বলল।

"শহরে তোমার কোন আত্মীয় বা বন্ধু নেই?"

"কেউ নেই।"

একটু চুপ করে থেকে রুডল্‌ফ্‌ বলল, "আমিও এই পৃথিবীতে একেবারে একলা।"

"শুনে সুখী হলাম," মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল; নিজের বঞ্চিত জীবনের কথা যে মেয়েটির ভাল লেগেছে তা শুনে যুবকটিরও ভাল লাগল।

হঠাৎই মেয়েটির চোখের পাতা দুটি নেমে এল; সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে; আর কী যে ভাল লাগছে!"

রুডল্‌ফ্‌ উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা তুলে নিল।

"তাহলে আমি এখন আসি। একটা রাত ভাল ঘুম হলে তুমিও খুব আরাম পাবে।"

রুডল্‌ফ্‌ তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। মেয়েটি হাতখানা ধরে বলল, "শুভরাত্রি"; কিন্তু তার দুই চোখে একটা প্রশ্ন এত সরবে, এত সহজভাবে আর এত করুণভাবে ফুটে উঠল যে রুডল্‌ফ্‌ মুখের কথায় তার জবাব না দিয়ে পারল না।

"আরে, তুমি কেমন থাক সেটা দেখতে আমি তো কালই আবার আসছি। এত সহজে তুমি আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না।"

দরজার কাছে এসে মেয়েটি শুধাল, "আচ্ছা, এত দরজা থাকতে তুমি আমার দরজায়ই ধাক্কা মারলে কেন?"

রুডল্‌ফ্‌ এক মিনিট তার দিকে তাকাল; কার্ডের কথাটা তার মনে পড়ে গেল, আর হঠাৎই সে একটা ঈর্ষাকাতর যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল। কার্ডগুলি যদি তার

মতই দুঃসাহসিক অন্য কারও হাতে পড়ত তাহলে কি হত? তৎক্ষণাৎ সে স্থির করে ফেলল যে আসল সত্যটা তাকে কোনদিনই জানানো হবে না। মেয়েটি কখনও জানবে না যে মেয়েটি যে দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছিল সেরকম দুর্দিনের সঙ্গে এক সময় তারও পরিচয় ঘটেছিল।

মুখে বলল, "আমাদের একজন পিয়ানোর সুরকার এই বাড়িটাতেই থাকে। আমি ভুল করে তোমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম।"

মেয়েটি হাসল। সবুজ দরজাটা বন্ধ হবার আগে এই দৃশ্যটাই রুডল্ফ্ শেষ দেখেছিল।

সিঁড়ির মাথায় সে একবার থামল। কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে চারদিকে তাকাল। তারপর সমস্ত তলাটা ঘুরে এল। ফিরে এসে উপরের তলায় উঠে গেল, আর একটার পর একটা যত ঘর দেখল ততই সে অবাক হতে লাগল। বাড়িটার সবগুলি দরজাই সবুজ রং করা।

অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে সে গলিতে নেমে এল। অদ্ভুত চেহারার নিগ্রোটি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। কার্ড দুটো হাতে নিয়ে রুডল্ফ্ তার কাছে এগিয়ে গেল।

তাকে শুধাল, "তুমি কি আমাকে বলবে কেন তুমি এই কার্ড দুটি দিয়েছিলে আর এর মানেই বা কি?"

নিগ্রোটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে তার মনিবের ব্যবসার একটা চমৎকার বিজ্ঞাপন মেলে ধরল। তারপর রাস্তার দিকে আঙুলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ওই যে, ওখানে দেখুন মশায়। কিন্তু আপনি তো একটু দেরি করে ফেলেছেন। প্রথম অংশটা এই শেষ হয়ে গেল।"

তার আঙুল বরাবর লক্ষ্য করে রুডল্ফ্ দেখল একটা থিয়েটারের ফটকের মাথায় বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোয় লেখা রয়েছে তাদের নতুন নাটকের নাম, "একটি সবুজ দরজা"।

নিগ্রোটি বলল, "সকলেই বলছে নাটকটা খুব ভাল হয়েছে মশায়। ওদের এজেন্ট আমাকে একটা ডলার দিয়ে বলেছিল, আমি যেন ডাক্তারের কার্ডের সঙ্গে ওদের কার্ডগুলোও বিলি করি। ডাক্তারের একটা কার্ড কি আপনাকে দেব মশায়?"

যে ব্লকে রুডল্ফ্ বাস করত তার মোড়েই সে একটু থামল—এক গ্লাস বীয়ার ও একটা চুরুটের জন্য। জ্বলন্ত চুরুটটা মুখে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে কোটের বোতাম আটকাল, টুপিটাকে পিছনে ঠেলে দিল, তারপর মোড়ের ল্যাম্প-পোস্টটাকে লক্ষ্য করে উঁচু গলায় বলল, "আর যাই হোক, ভাগ্যই আমাকে হাত ধরে মেয়েটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল।"

এই পরিস্থিতিতে এ-কথাটা মানতেই হবে যে রুডল্ফ্ স্টিনার প্রেম ও দুঃসাহসিকতার একজন প্রথম সারির ভক্ত।

# খলিফা, কামদেব ও একটি ঘড়ি

## The Caliph, Cupid and the Clock

ভ্যালেন্‌লুনা নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রিন্স মাইকেল পার্কের ভিতরে তার প্রিয় বেঞ্চিটাতে বসেছিল। সেপ্টেম্বর মাসের ঠাণ্ডা হাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ দুর্লভ টনিকের মতই তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বেঞ্চিগুলো প্রায় খালিই ছিল ; কারণ পার্কের যারা নিয়মিত ভ্রমণকারী তাদের রক্ত স্বভাবতই ঠাণ্ডা, তাই প্রথম হেমন্তের শুকনো বাতাসের আভাষ পেয়েই তারা তড়িঘড়ি বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে। চতুষ্কোণ পার্কটার পূর্বদিকের সারি সারি বাড়ির ছাদগুলি জোছনায় ফট্‌ফট্‌ করছে। ফোয়ারা।ার চারপাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলহাস্যে খেলা করছে। গাছের ছায়ায় নানা রকম জীবজন্তু মানুষের চোখের সামনেই পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে। পাশের রাস্তায় কে যেন একটা হাত-বাঁশি বাজিয়েই চলেছে। ছোট পার্কটার চারদিকে রাস্তার গাড়িগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে আর ট্রেনগুলো বাঘ-সিংহের মত গর্জন করতে করতে পার্কে ঢুকবার রাস্তাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর গাছগাছালির উপর দিয়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে সেকেলে সরকারি বাড়িটার চূড়ায় বসানো একটা আলোকিত বড় ঘড়ির মস্ত বড় গোল ঝক্‌ঝকে মুখটা।

প্রিন্স মাইকেলের জুতোজোড়ার এতই জীর্ণদশা হয়েছে যে সে দুটো মুচির হাতের মেরামতের বাইরে চলে গেছে। যারা পুরনো পোশাকপত্র কেনে তারাও তার জামা-কাপড়ের দিকে ফিরেও তাকাবে না—দরদাম করা তো দূরের কথা। তার মুখের দুই সপ্তাহে গজানো দাড়ি-গোঁফে ধূসর, বাদামি, লাল ও সবুজ-হলুদে মেশানো নানা রংয়ের বাহার—দেখে মনে হয় কোন গীতবহুল হাসির নাটকের জন্য নানা জনে নানা ভাবে তার রূপসজ্জায় অংশ গ্রহণ করেছে। যে টুপিটা সে মাথায় দিয়েছে সেটার অবস্থা এতই শোচনীয় যে সেটা কেনার মত স্বচ্ছল মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রিন্স মাইকেল তার প্রিয় বেঞ্চিটাতে বসে হেসে উঠল। কে জানে কেন তার হঠাৎই মনে হল যে সে ইচ্ছা করলেই সমুখের ওই আলোকোজ্জ্বল বড় বড় বাড়িগুলোর যে কোনটাই কিনে ফেলার মত টাকা তার আছে। সোনার গয়নাপত্র, গাড়ি-ঘোড়া, ধনরত্ন, দামী শিল্প-বস্তু, বিষয়-সম্পত্তি, জমিজমা—সব কিছু ব্যাপারেই সে এই গর্বোদ্ধত ম্যানহাট্টান শহরের যে কোন ধনপতির সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। যে কোন রাজা-মহারাজার সঙ্গে একই টেবিলে বসে খানা খেতে পারে। সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন জগৎ, শিল্পের জগৎ, বাছা বাছা গুণীজনের বন্ধুত্ব, খোসামোদি, নকলনবিশী, সুন্দরীদের স্তুতি, সেরা মানুষদের সম্মান, জ্ঞানী-গুণীজনের প্রশংসা, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা, সুখ,

খ্যাতি—জগৎ-মৌচাকের খোপে-খোপে জীবনের সব মধু সঞ্চিত হয়ে আছে ভালেলুনা নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রিন্স মাইকেলের জন্য, আর সে যখন ইচ্ছা সে সব কিছু ভোগ করতে পারে। কিন্তু সে বেছে নিয়েছে শতচ্ছিন্ন পোশাকে পার্কের এই ময়লা বেঞ্চিটাতেই বসে কাটাবে। কারণ জীবন-গাছের ফল সে চেখে দেখেছে; তার স্বাদ বড়ই তেতো লেগেছে বলে একসময় সে স্বর্গোদ্যান থেকে বেরিয়ে এসে জগতের এই অতিসাধারণ কোলাহলমুখর জীবনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবার আশায়।

এই রকম সব চিন্তা-ভাবনা স্বপ্নের মত প্রিন্স মাইকেলের মনের মধ্যে ভেসে এসেছিল বলেই সে তার বহুরূপী দাঁড়ি-গোঁফের আড়ালে ঈষৎ মুচকি হাসিটি হেসেছিল। পার্কের দরিদ্রতম ভিখারির সাজে এই ভাবে ঘুরে ঘুরে সে মানুষের জীবনকে ভাল করে দেখতে বড়ই ভালবাসে। তার ধন-সম্পদ, তার পদমর্যাদা এবং জীবনের সব মধু তাকে যে সুখ দিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি সুখের সন্ধান সে পেয়েছে সর্বজনসুখবাদের মধ্যে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের দুঃখমোচন করা, যে সব যোগ্য মানুষের সাহায্য ও আশ্রয় দরকার তাদের সাহায্য করা, দুর্ভাগা সব মানুষদের অপ্রত্যাশিত ও বিহ্বলকারী অথচ সুবিবেচিত উপঢৌকন দিয়ে তাদের চমকে দেওয়া—এই সব কাজেই সে পায় সব চাইতে বেশি সান্ত্বনা ও সন্তুষ্টি।

উঁচু গম্বুজের উপর বসানো বড় ঘড়িটার উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রিন্স মাইকেলের সর্বজনসুখবাদী হাসিটিতে যেন ঈষৎ ঘৃণার ছায়া পড়ল। প্রিন্সের সব চিন্তা-ভাবনাতেই একটা বাড়াবাড়ি থাকে; গোটা জগৎটাই যে এক স্বেচ্ছাচারী মহাকালের পদানত—এ ভাবনাটা মাথায় এলেই সে মাথাটাকে ঝাঁকি দেয়। সভয়ে ও দ্রুত পদক্ষেপে মানুষের এই আসা-যাওয়াটা একটা ঘড়ির দুটো ছোট ছোট ধাতব হাতের ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—এ কথা ভাবলেই তার মনটা দুঃখে ভরে ওঠে।

এক সময়ে সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত একটি যুবক এসে প্রিন্সের বেঞ্চির পরের তৃতীয় বেঞ্চিটাতে বসে পড়ল। আধা ঘন্টা ধরে স্নায়বিক উত্তেজনার বশে সে অতি দ্রুত চুরুট টানতে লাগল; তারপর গাছপালার উপর দিয়ে তার চোখ পড়ল আলোকিত ঘড়িটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল; দুঃখের সঙ্গে প্রিন্স বুঝতে পারল, যে ভাবেই হোক ঘড়িটার চলন্ত কাঁটা দুটোর ধীর গতির সঙ্গে তার এই চাঞ্চল্যের একটা যোগ আছে।

মহামান্য যুবকটি উঠে দাঁড়াল। অপর যুবকটির বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেল। বলল, "আপনাকে ডেকে কথা বলছি বলে ক্ষমা করবেন; কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে আপনার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাই প্রথমেই আপনাকে জানাতে চাই যে আমার নাম প্রিন্স মাইকেল, ভালেলুনা নির্বাচন-কেন্দ্রের রাজ-সিংহাসনের আমি ভাবী উত্তরাধিকারী। আমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমি ছদ্মবেশে এখানে এসেছি। যাকে আমি যোগ্য বলে মনে করি তাকে সাহায্য করা আমার একটা খেয়াল।

হয়তো যে কারণে আপনি দুঃখ পাচ্ছেন সেটা আমাদের দু'জনের প্রচেষ্টায় অচিরেই দূর হয়ে যেতেও পারে।"

খুশি-খুশি চোখে যুবকটি প্রিন্সের দিকে তাকাল। খুশি-খুশি হলেও তার দুই ভুরুর মাঝখানে বিব্রত ভাবের যে রেখাটা ফুটে উঠেছিল সেটা কিন্তু সমান হল না। সে হেসে উঠল, কিন্তু তখনও রেখাটা মিলিয়ে গেল না।

তবু সে সহজভাবেই বলে উঠল, "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম প্রিন্স। সত্যি, আপনি যে ছদ্মবেশ পরেছেন সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি কি ভাবে আমাকে সাহায্য করবেন সেটাই বুঝতে পারছি না। কি জানেন, ব্যাপারটা গোপনীয়—কিন্তু তাহলেও আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

প্রিন্স মাইকেল যুবকটির পাশেই বসল। মাঝে মাঝেই তার কথায় বাধাও দিতে লাগল, যদিও সে বাধা কখনও আক্রমণাত্মক রূপ নেয় নি। তার ভদ্র ব্যবহার ও কথাবার্তাই তার বিরোধী।

প্রিন্স বলতে লাগল, "ঘড়িগুলোই মানুষের পায়ে শিকল পরিয়ে রেখেছে। আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি বার বার ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। ঘড়ির মুখটাই যেন এক স্বেচ্ছাচারী রাজার মুখ, তার সংখ্যাগুলিও লটারির টিকিটের মতই নকল; তার কথামত চললে আপনার সর্বনাশ হবে। আমার একান্ত অনুরোধ, ওই ঘড়িটার দাসত্বের বন্ধন আপনি ছিঁড়ে ফেলুন। পিতল ও ইস্পাতের অর্থহীন নির্দেশমত জীবনের সব কিছুকে চালানোটা আপনি বন্ধ করুন।"

যুবকটি বলল, "সাধারণত আমি তা করিও না।"

প্রিন্স বেশ মর্যাদার সঙ্গে বলল,, "মানুষের স্বভাবকে আমি গাছপালা ও ঘাসপাতার মতই চিনি। আমি দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত, কলাবিভাগের উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র, আমার আর্থিক ভাগ্যও সুপ্রসন্ন। মানুষের জীবনের এমন কোন দুর্ভাগ্য নেই যা আমি হ্রাস করতে বা পুরোপুরি জয় করতে পারি না। আপনার মুখটাকে আমি ভাল করে লক্ষ্য করেছি; সেখানে সততা ও মহত্ত্ব ছাড়াও দুঃখের দেখাও পেয়েছি। আমি আপনাকে মিনতি করছি, আমার পরামর্শ ও সাহায্য আপনি গ্রহণ করুন। আপনার দুঃখ-কষ্টকে দূর করার ক্ষমতা আমার আছে কি না সে বিচার আমার চেহারাটা দেখে করবেন না, কারণ তাহলে আপনার মুখে বুদ্ধির যে দীপ্তি আমি দেখেছি সেটাই যে মিথ্যা হয়ে যাবে।"

যুবকটি পুনরায় ঘড়িটার দিকে তাকাল; তার মুখটা কালো হয়ে গেল। এবার তার দৃষ্টিটা সময় রক্ষাকারী ঘড়িটার উপর থেকে সরে গিয়ে স্থির হয়ে বসল তার বেঞ্চিটার ঠিক বিপরীত দিকের সারি সারি বাড়িগুলোর মধ্যে একটা চারতলা লাল ইটের বাড়ির উপর। জানালার পর্দাগুলো নামানো ছিল বলে অনেক ঘরের আলোই আবছা হয়ে বাইরে আসছিল।

গভীর হতাশায় ধৈর্য হারিয়ে যুবকটি চিৎকার করে বলে উঠল, "ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি।" আর বাড়িটার দিকে পিঠ রেখে সে অতিদ্রুত বিপরীত দিকে একটা কি দুটো পা বাড়াল।

"থামুন!" প্রিন্স মাইকেল এমন জোরালো গলায় হুকুমটা দিল যে বিক্ষুব্ধ যুবকটি কেমন যেন বিরক্তির হাসি হেসে হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল।

"আর দশ মিনিট সময় তাকে দেব, তারপরেই চলে যাব," অস্পষ্ট স্বরে কথাগুলি বলে সে উঁচু গলায় প্রিন্সকে বলল: "সব ঘড়িগুলোকে ভেঙে গুঁড়ো করার কাজে আমিও আপনার সঙ্গে আছি বন্ধু; আর সেই সঙ্গে মেয়েদেরও রেহাই দেব না।"

প্রিন্স শান্ত গলায় বলল, "বসে পড়ুন। আপনার শেষের কথাটা আমি মেনে নিতে পারছি না। স্ত্রী জাতিটাই ঘড়ির শত্রু; সুতরাং যারা এই সব রাক্ষুসে যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি চায় তাদের তারা মিত্রপক্ষ। যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন তাহলে আমি বলি কি, আপনার পুরো কাহিনীটা আমাকে বলুন।"

বেপরোয়া হাসি হাসতে হাসতে যুবকটি ধপাস্ করে বেঞ্চিটাতে বসে পড়ল।

কপট শ্রদ্ধার সুরে বলতে লাগল, "মাননীয় রাজা মহোদয়, সবই বলব। দূরে ঐ যে বাড়িটা দেখছেন—যার উপরের তিনটে জানালায় আলো জ্বলছে? দেখুন, ৬টার সময় আমি ওই বাড়িটাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর আমার সঙ্গে ছিল একটি তরুণী—মানে—যার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল। প্রিয় প্রিন্স, আমি একটা অন্যায় কাজই করতে যাচ্ছিলাম—আমি একটা খারাপ ছেলে, আর তরুণীটিও সে কথা শুনেছিল। অবশ্য আমি চেয়েছিলাম সে আমাকে ক্ষমা করুক—আমরা তো সব সময়ই চাই যে মেয়েরা আমাদের ক্ষমা করুক। তাই নয় কি প্রিন্স?

"তরুণীটি বলল, 'আমাকে ভাববার মত সময় দাও। একটা কথা নিশ্চিত জেন; হয় আমি তোমাকে পুরোপুরি ক্ষমা করব, অথবা আর কোন দিন তোমার মুখও দেখব না। মাঝামাঝি কোন রফা চলবে না। সাড়ে আটটার সময়; সে বলেছিল, 'ঠিক সাড়ে আটটার সময় তুমি একেবারে উঁচু তলার মাঝখানের জানালাটার দিকে তাকিও। আমি যদি তোমাকে ক্ষমা করা স্থির করি তাহলে একটা সাদা রেশমি স্কার্ফ সেই জানালায় ঝুলিয়ে দেব। তা থেকেই তুমি জানতে পারবে যে সব কিছু আগের মতই আছে, আর তুমিও আমার কাছে আসতে পার। যদি কোন স্কার্ফ দেখতে না পাও তাহলে ধরে নেবে যে আমাদের দু'জনের মধ্যে সব সম্পর্ক চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে।' সেই জন্যেই—" যুবকটি তিক্ততার সঙ্গে তার কথা শেষ করে বলল, "সেই জন্যেই আমি ঐ ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিলাম। সংকেত দেখাবার সময়টা তেইশ মিনিট আগে শেষ হয়ে গেছে। তারপরেও আমাকে কিছুটা চঞ্চল হতে দেখে আপনি কি খুবই অবাক হয়েছেন ছেঁড়া পোশাক ও বহুরূপী গোঁফ-দাঁড়িওয়ালা প্রিন্স মহাশয়?"

সহজ, সরল গলায় প্রিন্স মাইকেল বলল, "আপনাকে আবার বলছি যে নারীরা ঘড়ির চিরশত্রু। ঘড়ি অভিশাপ, নারীরা আশীর্বাদ। সংকেত এখনও দেখা দিতে পারে।"

একান্ত হতাশায় যুবকটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আপনার রাজত্বের দোহাই, কোন দিন তা ঘটবে না! অবশ্য—মারিয়ানকে আপনি চেনেন না। সে সব সময় সঠিক সময় মেনে চলে। প্রথমে তার সেই গুণটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। নাকের বদলে আমি নরুণ পেয়েছি। ৮.৩১ মিনিটেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে আমার হাঁসটিকে রান্না করা হয়ে গেছে। আজ রাত ১১.৪৫ মিনিটের সময় আমি জ্যাক মিলবার্নকে নিয়ে পশ্চিমে চলে যাব। শুভরাত্রি—কি যেন—প্রিন্স।"

প্রিন্স মাইকেল রহস্যময় শান্ত হাসি হেসে তার কোটের আস্তিনটা চেপে ধরল। তার দুই চোখে ফুটে উঠল এক স্বপ্নদর্শীর নির্মল আভা।

গম্ভীর গলায় বলল, "ঘড়িটা না বাজা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক বেশি অর্থ, প্রতিপত্তি ও জ্ঞান আমার আছে, কিন্তু ঘড়িটা বেজে উঠলেই আমি ভয় পাই। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকুন। এই মেয়েটি আপনারই হবে। ভ্যালেলুনার ভাবী রাজা আপনাকে কথা দিচ্ছে। আপনার বিয়ের দিন আমি আপনাকে দেব ১০০,০০০ ডলার আর হাডসনের উপর একটা রাজপ্রাসাদ। কিন্তু সে প্রাসাদে কোন ঘড়ি রাখা চলবে না—ঐ ঘড়িগুলোই আমাদের বোকামির পরিমাপ করে আর আমাদের সুখকে ছোট করে দেয়। আপনি এতে রাজী আছেন?"

যুবকটি সানন্দে বলে উঠল, "নিশ্চয়; ঘড়িগুলো তো অপদার্থ—ওগুলো তো কেবল টিক-টিক করে, ঢং-ঢং করে বাজে, আর ডিনারে দেরি করিয়ে দেয়।"

সে আবারও গম্বুজের উপরকার ঘড়িটার দিকে তাকাল—দুটো কাঁটা ন'টা বাজতে তিন মিনিটে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিন্স মাইকেল বলল, "আমার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। সারাটা দিন বড়ই খাটুনি গেছে।"

সে এমনভাবে বেঞ্চিটার উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল যেন এভাবে সে আগেও ঘুমিয়েছে।

ঘুম-ঘুম চোখে প্রিন্স বলল, "আবহাওয়া ভাল থাকলে যে কোন সন্ধ্যায় আমাকে এই পার্কেই পাবেন। বিয়ের দিনটা স্থির হলেই আমার কাছে চলে আসবেন, আমি আপনাকে চেকটা দিয়ে দেব।"

যুবকটি তার কথাকে গুরুত্ব দিয়েই বলল, "ধন্যবাদ ইয়োর হাইনেস। হাডসনের তীরবর্তী ওই রাজপ্রাসাদটা আমার দরকার হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু তবু আপনার প্রস্তাবটি আমার ভাল লেগেছে।"

প্রিন্স মাইকেল গভীর ঘুমে ডুবে গেল। তার ছেঁড়া টুপিটা বেঞ্চি থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল। যুবক সেটা তুলে তার নোংরা মুখের উপর রেখে দিল, আর একটা এলিয়ে-পড়া হাতকে আরও আরামদায়ক জায়গায় তুলে দিল। নোংরা জামাটাকে প্রিন্সের বুকের উপর টেনে দিতে দিতে বলল, "আহা, বেচারি!"

গম্বুজের ঘড়িটাতে ঢং-ঢং করে ন'টা বাজল। যুবকটি আরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ; মুখটা ফিরিয়ে যুবক শেষ বারের মত ব্যর্থ আশায় বাড়িটার দিকে তাকাল—আর উঁচু গলায় খিস্তি করে উঠল।

উপরের মাঝখানের জানালাটা থেকে আবছা আঁধারে ক্ষমা ও আনন্দের প্রতীক হয়ে একটি আশ্চর্য সুন্দর বরফ-সাদা কাপড়ের টুকরো যেন ফুলের মত দুলতে লাগল।

পার্কের আলো-ছায়াতে দোলা-লাগা রেশমি স্কার্ফের আনন্দের হাতছানি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটি গোলগাল আয়েসী স্বভাবের ভদ্রলোক বাড়ি ফেরার পথে সেখানে এসে হাজির হল।

যুবকটি তাকে শুধাল, "দয়া করে বলবেন কি মহাশয়, এখন ক'টা বাজে?" ভদ্রলোক নিজের ঘড়িটা বের করে বললেন, "আটটা বেজে সাড়ে উনত্রিশ মিনিট মহাশয়।"

তারপর অভ্যাস বশতই গম্বুজের মাথার উপরকার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হায় জর্জ! ও ঘড়িটা দেখছি আধ ঘণ্টা এগিয়ে চলছে! দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম ঘড়িটার এই বেহাল অবস্থা দেখছি। আমার ঘড়িটা কিন্তু কখনও এক সেকেণ্ডও—"

কিন্তু ভদ্রলোক কি হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছেন! মুখটা ফিরিয়েই তিনি দেখলেন, তার শ্রোতার কালো ছায়াটা দ্রুত ছুটে চলেছে তিনটে আলোকিত জানালাওয়ালা বড় বাড়িটার দিকে।

পরদিন সকালে দুটি পুলিশ তাদের "বিট"-এর পথে সেখানে এসে হাজির হল। পার্কটা জনশূন্য, কেবল বিধ্বস্ত চেহারার একটা লোক বেঞ্চির উপর এলিয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে একটি পুলিশ বলল, "এ তো ডোপি মাইক। প্রতি রাতেই এখানে আসে। বিশ বছর ধরে পার্কটাই তো তার ঘর-বাড়ি। মনে হচ্ছে, লোকটার শেষের দিনটা ঘনিয়ে এসেছে।"

অপর পুলিশটি উবু হয়ে দেখতে পেল, ঘুমন্ত লোকটির হাতের মুঠোয় দলা পাকানো একটা কাগজ।

সে বলে উঠল, "আরে! যে ভাবেই হোক, একটা পঞ্চাশ ডলারের বিল ও নেশা করেই উড়িয়েছে। কিসের নেশা যে ও করে সেটা যদি জানতে পারতাম!"

আর তারপরেই "ঠুক, ঠুক, ঠুক!" ভ্যালেলুনা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রিন্স মাইকেলের জুতোর গোড়ালি বাস্তবের কঠিন মাটিতে ঘস্টে ঘস্টে এগিয়ে চলল।

# সোনালী বৃত্তের ভগ্নিদ্বয়

## Sisters of the Golden Circle

রুবারনেক অটোটার ছাড়বার সময় হয়ে গেছে। ভদ্রগোছের কণ্ডাক্টরটি উপরতলার আমুদে যাত্রীদের যার যার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। পাশের পথটা দর্শনার্থীদের ভিড়ে ঠাসা; তারা ভিড় করেছে অন্য দর্শনার্থীদের দেখতে; বুঝিবা তারা এই স্বাভাবিক নিয়মটাকেই প্রমাণ করতে চায় যে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীই অন্য কোন না কোন প্রাণীরই শিকার।

ঘোষকটি তার যন্ত্রণাদায়ক মেগাফোন যন্ত্রটা হাতে তুলে নিল; ঢাউস গাড়িটার ভিতরটা কফিপানকারীর হৃদ্‌যন্ত্রের মত ধক্-ধক্ করে কাঁপতে লাগল। উপরতলার যাত্রীরা যার যার আসনে বসে চঞ্চল হয়ে উঠল। ইণ্ডিয়ানার ভাল্‌পারাইসো থেকে আগত বৃদ্ধ মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে বলল। কিন্তু গাড়িটা ছেড়ে দেবার আগেই কার্ডিয়ানফোনে প্রচারিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটাই শোনা যাক; তাতেই জানতে পারা যাবে এই সব নানা জায়গা দেখানোর ভ্রমণ-সূচীর মূল তথ্যটা।

আফ্রিকার জঙ্গলে খুব তাড়াতাড়ি সাদা মানুষের সঙ্গে সাদা মানুষের পরিচয় ঘটে; মা ও সন্তানের মধ্যে ঘটে আত্মিক অভিনন্দন; জন্তু ও মানুষের মধ্যেকার সামান্য ফারাক কাটিয়ে মনিব ও কুকুর নিঃসংশয়ে পরস্পরের সঙ্গী হয়ে ওঠে; প্রেমিক ও তার প্রিয়ার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাব-বিনিময় ঘটে কল্পনাতীত দ্রুতগতিতে। এ সব ছাড়া আরও একটা জিনিসও ঘটতে দেখা যাবে রুবারনেক কোচের মধ্যে। আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন ( এখনও পর্যন্ত যদি না জেনে থাকেন ) কেমন করে সারা পৃথিবীর জীবিত অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র দুটি প্রাণীই প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পরের অন্তরকে দেখে ফেলতে পারে।

ঘণ্টা বেজে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী-বোঝাই গাড়িটা রাজকীয় চালে শুরু করল তার শিক্ষাপ্রদ যাত্রা।

সব চাইতে উঁচু পিছনের আসনে বসেছিল মিসৌরির ক্লোভারডেল-এর বাসিন্দা জেম্‌স্ উইলিয়াম্‌স্ ও তার সদ্য বিবাহিতা বধূ।

বন্ধু লেখক—এই আপনার সুযোগ—জীবন ও প্রেমের শেষ কথা—কথার মত কথাটি লিখে নিন। ফুলের গন্ধ, মৌমাছির মধু-ভাণ্ডার, ঝর্ণার জলধারা, চাতক পাখির ডাক, স্তূপীকৃত কমলালেবুর ছোব্‌ড়া—এই সব নিয়েই তো নববধূ। বধূ পবিত্র; মা শ্রদ্ধেয়া; কিন্তু একটি পুরুষ মানুষ যখন একটি মানবীকে বিয়ে করে তখন বিধাতা তাদের হাত দিয়ে যত উপঢৌকন পাঠায় তার কেন্দ্রবিন্দু হল নববধূটি।

আমি আপনাদের মিনতি করছি, একদা ক্লোভারডেল-এর রূপসী মিসেস জেম্‌স্ উইলিয়াম্‌স্‌কে একটু ভাল করে দেখুন। বধূটির পছন্দ হাল্‌কা নীল রং; তার গালে গোলাপ-কুঁড়ির লালিমা; দুটি চোখে বেগুনি রংয়ের আভা।

মিসেস জেম্‌স্ উইলিয়াম্‌স্-এর মুখে যেন লেখা আছে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা একটি ছোট পাঠাগার। প্রথম খণ্ডে এই বিশ্বাসটি লেখা আছে যে জেম্‌স্ উইলিয়াম্‌স্ একটি ভাল মানুষ। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে পৃথিবীটা সম্পর্কে একটি রচনা যাতে বলা হয়েছে যে পৃথিবী জায়গাটা অতিশয় মনোরম। তৃতীয় খণ্ডে এই বিশ্বাসটি ঘোষণা করা হয়েছে যে রুবারনেক অটো-র সুউচ্চ আসনে বসে তারা এমন একটা দেশ ভ্রমণ করছে যাকে কোন দিন জানা যায় না।

আপনারা অবশ্যই অনুমান করতে পেরেছেন যে জেম্‌স্ উইলিয়াম্‌স্-এর বয়স চব্বিশ বছর। শুনে খুশি হবেন যে আপনাদের ধারণাটা খুবই সঠিক। ঠিক ঠিক বলতে গেলে তার বয়স তেইশ বছর, এগারো মাস ও ঊনত্রিশ দিন। তার শরীরের গঠন ভাল, সে কর্মঠ, তার স্বভাব ভাল। সে বেরিয়েছে বিবাহোত্তর ভ্রমণে।

এবার আসল কথায় যাই। মিসেস জেম্‌স্ উইলিয়াম্‌স্-এর সমুখে বসে আছে খয়েরি রংয়ের ঢিলে জামা পরা একটি মেয়ে; তার খড়ের টুপিটা আঙুর ও গোলাপ দিয়ে সাজানো। হায়রে! একমাত্র স্বপ্নে আর টুপির দোকানেই এক সঙ্গে পাওয়া যায় আঙুর আর গোলাপ।

মেয়েটির ডান দিকে বসেছিল বছর চব্বিশের একটি যুবক। তার শরীরের গঠন ভাল, সে কর্মঠ, শক্ত-চোয়াল, সৎস্বভাব। তার এই বিবরণ যদি জেম্‌স্ উইলিয়াম্‌স্-এর বিবরণের সঙ্গে মিলে যায় তাহলেও মনে করার কিছু নেই।

খয়েরি রংয়ের জামা-পরা মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে সর্বশেষ আসনের যাত্রীদের দিকে চোখ ফেলল। অন্য সব যাত্রীদের সে আগেই দেখে নিয়েছে।

মিসেস জেম্‌স্ উইলিয়াম্‌স্-এর সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। ঘড়িতে দু'বার টিক্-টিক্ শব্দ হবার সময়টুকুর মধ্যেই তারা পরস্পরের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, আশা ও কল্পনার বিনিময় করে ফেলল। আর মনে রাখবেন, এ সবই হল চোখের দেখার ভিতর দিয়ে।

নববধূটি নিচু হয়ে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। দু'জন এক সঙ্গে দ্রুত কথা বলল, তাদের জিভ দুটো নড়তে লাগল দুটো সাপের জিভের মত দ্রুত গতিতে—তুলনাটাকে কিন্তু বেশি দূর টানবেন না। দু'বার হাসি ও এক ডজন মাথা নাড়া—ব্যস্, তাতেই আলোচনা-সভা শেষ হয়ে গেল।

এদিকে প্রশস্ত বড় রাস্তায় রুবারনেক গাড়িটার সমুখে এসে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল কালো পোশাক-পরা একটি লোক। পাশের গলি থেকে আরও একজন এসে তার সঙ্গে যোগ দিল।

ফল দিয়ে সাজানো টুপিওয়ালা মেয়েটি তাড়াতাড়ি তার সঙ্গীর হাতটা চেপে ধরে তার কানে কানে কি যেন বলল। যুবকটি যে অতিদ্রুত সময়মত কাজটি করার ক্ষমতা

রাখে তার প্রমাণ সে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে নিচু হয়ে গাড়িটার এক দিকে গলে গিয়ে মুহূর্তমাত্র সেখানে ঝুলে থেকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। উপরতলার আধা ডজন যাত্রী সবিস্ময়ে তার এই কাজটা দেখল, কিন্তু কোন কথা বলল না; এই অবাক-করা শহরে গাড়ি থেকে নামার এটাই হয় তো প্রচলিত রীতি এই কথা ভেবে এ নিয়ে কোন রকম হৈ-চৈ না করাটাকেই তারা সমীচিন বলে মনে করল।

পালিয়ে-যাওয়া যাত্রীটি ইসারায় একটা ভাড়াটে গাড়িকে ডেকে তাতে চেপে একটা আসবাবপত্রের গাড়ি ও একটা ফুল-বোঝাই গাড়ির মাঝখান দিয়ে অতি সহজেই ভেসে যেতে লাগল নদীর স্রোতে ভেসে-যাওয়া একটা গাছের পাতার মত।

খয়েরি রংয়ের জামা পরা মেয়েটি আবার মুখটা ঘুরিয়ে মিসেস জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌-এর চোখের দিকে তাকাল। তারপর সে চুপচাপ বসে চারদিক দেখতে লাগল। এমন সময় সাদা পোশাকের লোকটির কোটের নিচেকার "ব্যাজ"টা চোখে পড়তেই রুবারনেক অটোটা হঠাৎ থেমে গেল।

চোস্ত ইংরেজিতে ব্যবসায়িক আলোচনা বন্ধ করে মেগাফোনওয়ালা লোকটা জানতে চাইল, "তোমাকে আবার কিসে কামড়াল?"

"এক মিনিটের জন্য গাড়িটাকে দাঁড় করাও," অফিসারটি হুকুম জারি করল। "এই গাড়ির একটি আরোহীকে আমরা খুঁজছি—ফিলাডেল্‌ফিয়ার একটা চোর, নাম 'পিংকি' ম্যাক্‌গুয়ের। সে পিছনের আসনেই বসে আছে। ভাল করে খুঁজে দেখ তো ডোনোভান।"

ডোনোভান পিছনের চাকার কাছে গিয়ে জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌-এর দিকে তাকাল। মোলায়েম গলায় বলল, "নেমে এস তো চাঁদ। এতদিনে তোমাকে বাগে পেয়েছি। ফন্দিটা মন্দ কর নি। রুবারনেক-এ চেপে আত্মগোপন করে পালাচ্ছিলে। এ-কথা আমার মনে থাকবে।"

মেগাফোনের ভিতর দিয়ে ভেসে এল কন্ডাক্টরের নরম গলা: "দয়া করে পথটা ছেড়ে দিয়ে যা বলার আছে বলুন স্যার। গাড়িটাকে আটকে রাখবেন না।"

জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌ও সাদামাটাদেরই একজন। যথাসম্ভব ধীরেসুস্থে সে যাত্রীদের ঠেলে সরিয়ে গাড়িটার সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়ল। তার স্ত্রীটিও পিছন-পিছনই নামল; কিন্তু প্রথমেই চোখ দুটো ঘুরিয়ে সে দেখতে পেল, পালিয়ে-যাওয়া যাত্রীটি আসবাব-বোঝাই গাড়িটার পিছন দিক দিয়ে নেমে ফুট পঞ্চাশেক দূরে ছোট পার্কের এক প্রান্তের একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

মাটিতে পা দিয়েই গ্রেপ্তারকারীদের দেখতে পেয়ে জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌ হঠাৎ হেসে ফেলল। তার মনে হল, ক্লোভারডেল-এ পৌঁছে সে যখন জানাবে যে তাকে ভুল করে একটা চোর বলে পাকড়াও করা হয়েছে তখন সেটা কি রকম একটা চমৎকার গল্পের মতই শোনাবে। গাড়িটা পৃষ্ঠপোষকদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সেখানেই অপেক্ষা করে রইল। এমন একটা মজার দৃশ্য আর কোথায় দেখা যাবে?

"আমার নাম জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌, ঠিকানা মিসৌরির ক্লোভারডেল," উপস্থিত সকলে যাতে আঁতকে না ওঠে তাই সে বেশ শান্ত গলায়ই কথাগুলি বলল। "আমার সঙ্গে এমন সব চিঠিপত্র আছে যা দেখলেই বুঝতে পারবেন—"

সাদা পোশাকে লোকরা বলল, "দয়া করে আমাদের সঙ্গে চলুন। 'পিংকি' ম্যাক্‌গুয়ের-এর চেহারার বিবরণ আপনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। একটি গোয়েন্দা সেণ্ট্রাল পার্কের কাছেই আপনাকে 'রুবারনেক'-এর উপরতলায় দেখতে পেয়ে টেলিফোনে আমাদের খবর দিয়েছে আপনাকে পাকড়াও করতে। আপনার যা বলার আছে থানায় গিয়েই বলবেন।"

জেমস্‌ উইলিয়াম্‌স্‌-এর স্ত্রী—দুই সপ্তাহের কনে-বৌ—দুই চোখে এক বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে তার দিকে তাকাল; তার দুটি গাল আরক্ত হয়ে উঠেছে; তারপর বলল: "শান্তভাবে ওদের সঙ্গেই যাও পিংকি; হয়তো পরিস্থিতিটা তোমার পক্ষেই যাবে।"

পরক্ষণেই ঢাউস গাড়িটা চলতে শুরু করল, আর নববধূটিও মুখ ফিরিয়ে একটা চুমো ছুঁড়ে দিল—চুমো ছুঁড়ে দিল তারই বৌ—রুবারনেক-এর উপরের আসনে বসা কাউকে লক্ষ্য করে।

ডোনোভান বলল, "আপনার মেয়ে-বন্ধুটি সুপরামর্শই দিয়েছে। চলে আসুন।"

এবার পাগলামি এসে বাসা বাধল জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌-এর মাথায়; তাকে একেবারে পেয়ে বসল। মাথার টুপিটাকে সে মাথার অনেকটা পিছন দিকে ঠেলে দিল।

বেপরোয়া হয়ে সে বলে উঠল, "আমার স্ত্রীও বুঝি ভাবছে যে আমি একটা চোর। ওর যে মাথা খারাপ তা কখনও শুনি নি; অতএব আমার মাথাটাই দেখছি খারাপ হয়ে গেছে। পাগলামির বশে এখন যদি আমি আপনাদের দু'জনকেই খুন করি তাহলে ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি তো পাগল!"

তারপরেই সে এতই আনন্দের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে নিজের গ্রেপ্তারকে বাধা দিতে লাগল যে বাঁশি বাজিয়ে পুলিশ ডাকতে হল, তারপর রিজার্ভ পুলিশকেও ডাকতে হল কয়েক হাজার উৎসাহী দর্শকের ভিড়কে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে।

থানায় টেবিলে উপবিষ্ট সার্জেন্ট তার নাম জিজ্ঞাসা করল।

জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌ জবাব দিল, "মাক্‌ডুড্‌ল্‌, পিংক, অথবা জানোয়ার পিংকি—এর ঠিক কোন্‌টা যে আমার নাম সেটাই ভুলে গেছি। কিন্তু আমি যে চোর সেটা আপনি বাজি ধরে বলতে পারেন; আপনি আরও বলতে পারেন যে পিংককে তুলে আনতে তাদের পাঁচ জন পুলিশের দরকার হয়েছিল। আমি বিশেষ করে চাই যে সে কথাটাও রেকর্ড করা হোক।"

এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে হাজির হল মিসেস জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌; সঙ্গে ম্যাডিসন স্কোয়ার-এর টমাস খুড়ো। এমন একখানা মোটর গাড়ি হাঁকিয়ে তারা এসেছে যে দেখলেই সকলে সম্মানে বিগলিত হবে। আরও সঙ্গে নিয়ে এসেছে নায়কের নির্দোষিতার সব রকম প্রমাণ—ঠিক যেন একটা নাটকের তৃতীয় অংকের অভিনয়—তার উপর একটি মোটর গাড়ি তৈরির কোম্পানির সহযোগিতা।

একটা দামী চোরের নকল করার জন্য আচ্ছামত তিরস্কার করে পুলিশ তাকে যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গেই ছেড়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌ তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে ঝড়ের মত নিয়ে গেল থানার একটি নির্জন কোণে। জেম্‌স্‌ উইলিয়াম্‌স্‌ একটা চোখ মেলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। সে তো সব সময়ই বলে যে কেউ যখন তার ডান হাতটা চেপে ধরেছিল তখন ডোনোভানই তার অপর চোখটি টিপে ধরেছিল। আগে কখনও সে স্ত্রীর প্রতি কোনরকম তিরস্কারের ভাষা প্রয়োগ করে নি।

সে একটু কঠিন গলায়ই বলল, "তুমি কি আমাকে বোঝাতে পার, কেন তুমি—"

বধূটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "শোন প্রিয়, একটা ঘণ্টা ধরে তুমি অনেক যন্ত্রণা, অনেক কষ্ট সহ্য করেছ। এ কাজ আমি করেছিলাম সেই মেয়েটির—মানে যে মেয়েটি গাড়ির মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল—তার জন্য। তখন আমি কত যে সুখে ছিলাম জিম—তোমাকে পেয়ে এতই সুখে ছিলাম যে আর একটি মেয়ের সেই সুখের অন্তরায় হতে আমি পারি নি। জিম, মাত্র আজ সকালেই ওদের দু'জনের বিয়ে হয়েছে—ওই দুটি মানুষের; তাই আমি চেয়েছিলাম, লোকটি যেন এখান থেকে দূরে চলে যেতে পারে। ওরা যখন তোমাকে গ্রেপ্তার করতে ব্যস্ত ছিল, আমি দেখেছিলাম সেই সুযোগে ওই লোকটি গাছটার আড়াল থেকে সরে গিয়ে পার্কের দিকে ছুটে গিয়েছিল। লক্ষ্মী সোনা আমার, ব্যাপারটা তো আসলে এই—এ কাজটুকু না করে আমি পারি নি।"

সোনার বালা পরা একটি বোন তো এই ভাবেই চিনতে পারে আর একটি বোনকে যে মায়াময় আলোর বৃত্তে দাঁড়ায় মাত্র একটিবার, তাও ক্ষণিকের জন্য।

ভোজ ও সাটিনের ঘোমটা দেখেই সাধারণ মানুষ বিয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পারে। কিন্তু এক বিয়ের কনে অন্য বিয়ের কনেকে চিনতে পারে চোখের একটি পলকেই। আর তাদের মধ্যে সুখের কথা-বিনিময় হয় এমন একটা ভাষায় যার সন্ধান পুরুষ মানুষ ও বিধবারা জানেই না।

# বিশ বছর পরে

## After Twenty Years

বিটের পুলিশটি বেশ আগ্রহ নিয়েই রাজপথে ঘোরাঘুরি করছিল। তার আগ্রহটা স্বভাবগত, লোক-দেখানো নয়, কারণ পথে কোন দর্শক ছিল না। সময় সবে রাত ১০টা, কিন্তু ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ছোঁয়া থাকায় রাস্তাগুলো প্রায় জনহীন হয়ে গেছে।

যেতে যেতে বাড়ির দরজায় নজর রাখছে, হাতের ডাণ্ডাটাকে নানা জটিল কৌশলে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে, নির্জন, শান্ত রাজপথে মাঝে মাঝেই সতর্ক দৃষ্টি ফেলছে; খাড়া দেহটা ঈষৎ টলছে; আর সব কিছু মিলিয়ে পুলিশটিকে শান্তি-রক্ষকের ভূমিকায় বেশ ভালই মানিয়েছে। এ অঞ্চলের লোকগুলো সকাল-সকালই ঘুমিয়ে পড়ে। এখানে-ওখানে একটা চুরুটের দোকানের আলো, অথবা কোন রাত-ভোর খাবারের দোকানের আলো চোখে পড়বে; কিন্তু বেশির ভাগ বাড়ির দোকান-পাটের দরজাই অনেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা বিশেষ ব্লকের মাঝামাঝি পৌঁছেই পুলিশটি হঠাৎ হাঁটার গতি কমিয়ে দিল। একটা অন্ধকার লোহা-লক্কড়ের দোকানের দরজায় একটি লোক না-জ্বালানো চুরুটটা মুখে দিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে ছিল। পুলিশটি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে দ্রুত কথা বলে উঠল।

বেশ জোর দিয়েই বলল, "সব ঠিক আছে অফিসার। আমি একটি বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের এই সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা করা হয়েছিল বিশ বছর আগে। কথাটা শুনতে খুব মজা লাগছে, তাই না? বেশ তো, আপনার যদি শুনতে ইচ্ছা হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাই আমি খুলে বলতে পারি। যখনকার কথা বলছি তখন এই দোকানটার বদলে এখানে ছিল একটা রেস্টুরেন্ট—'বুড়ো জো ব্র্যাডির রেস্টুরেন্ট।"

পুলিশটি বলল, "সেটা পাঁচ বছর আগেও ছিল। অরপর সেটাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে।"

দরজায় বসে-থাকা লোকটি দেশলাই জ্বালিয়ে তার চুরুটটা ধরাল। সেই আলোয় দেখা গেল একটি চৌকো-চোয়াল বিবর্ণ মুখ, তীক্ষ্ণ দুটি চোখ, আর ডান ভুরুর কাছে একটা সাদা কাটা দাগ। তার চাদরের পিনে একটা বড় মাপের হীরে অদ্ভুতভাবে বসানো।

লোকটি বলতে লাগল, "আজকের রাত থেকে বিশ বছর আগে এইখানে 'বুড়ো জো ব্র্যাডি'-র রেস্টুরেন্টে আমি খানা খাচ্ছিলাম; সঙ্গে ছিল আমার সেরা বন্ধু জিমি ওয়েল্‌স্; সে রকম ভাল ছেলে আপনি দুনিয়ায় দুটি পাবেন না। এই নিউ ইয়র্ক শহরেই সে ও আমি একসঙ্গে বড় হয়েছিলাম ঠিক দুটি ভাইয়ের মত। আমার বয়স তখন আঠারো বছর আর জিমির বয়স বিশ বছর। পরদিন সকালেই ভাগ্যের সন্ধানে আমার পশ্চিমে রওনা হবার কথা। জিমিকে নিউ ইয়র্ক-এর বাইরে নিয়ে যাওয়াটা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার; সে মনে করত, এ জগতে এটাই তো একমাত্র জায়গা। তারপর, সেই রাতে আমরা দু'জনই স্থির করলাম যে সেই তারিখ ও সময় থেকে ঠিক বিশ বছর পরে আবার আমরা এখানেই মিলিত হব—তখন আমাদের অবস্থা যেমনই হোক, আর যত দূর থেকেই আমাদের আসতে হোক। আমরা হিসাব কষে দেখেছিলাম যে এই বিশ বছরের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই যার যার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারব এবং সৌভাগ্যের দিনগুলিরও দেখা পাব—তা সে ভাগ্য ও সৌভাগ্যের রূপ যাই হোক না কেন।"

পুলিশটি বলল, "গল্পটা শুনতে তো বেশ ভালই লাগছে। অবশ্য নতুন করে দেখা হওয়ার সময়ের ফারাকটা আমার কাছে বড়ই লম্বা মনে হচ্ছে। দু'জনের ছাড়াছাড়ি হবার পরে তুমি কি বন্ধুটির কাছ থেকে কোন খবর পাও নি ?"

"তা তো পেয়েছি বটেই," অপর লোকটি বলল, "প্রথম দিকে দু'জনই চিঠিপত্র লিখতাম। কিন্তু দু'-এক বছর পরেই পরস্পরের খোঁজটাই হারিয়ে ফেললাম। কি জান, পশ্চিম জায়গাটাই অনেক বেশি বড়, আর সেই গোটা অঞ্চলটাই আমি একেবারে চষে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমি ঠিক জানি, জিমি যদি বেঁচে থাকে তাহলে আজ সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসবেই, কারণ সারা পৃথিবীতে তার মত সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুমি দুটি খুঁজে পাবে না। সে কিছুতেই আমাকে ভোলে নি। কোনদিন ভুলবে না। এক হাজার মাইল পেরিয়ে আজ রাতে আমি এই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি, আর আমার পুরনো বন্ধুটি যদি এসে পড়ে তাহলেই আমার সব পরিশ্রম সার্থক হবে।"

অপেক্ষমান লোকটি একটা সুন্দর পকেট-ঘড়ি বের করল; তার ঢাকনায় ছোট ছোট হীরে বসানো।

"দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি," লোকটি জানাল।

"রেস্টুরেন্টের দরজা থেকে আমরা যখন বিদায় নিয়েছিলাম তখন সময় ছিল ঠিক দশটা।"

"পশ্চিমে তো বেশ ভালই ছিলে, কি বল ?" পুলিশটি জিজ্ঞাসা করল।

"সেটা বাজি ধরে বলতে পারি। আমার বিশ্বাস, জিমি তার অর্ধেক হয় তো করতে পেরেছে। অবশ্য সেও ভালমানুষ ছিল; পরিশ্রমও করত খুব। বিষয়-সম্পত্তি করতে আমাকেও বেশ কয়েকজন ঘুঘু লোকের সঙ্গে টক্কর খেতে হয়েছে। নিউ ইয়র্ক বড় কঠিন ঠাঁই। পশ্চিমের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।"

হাতের ডাণ্ডাটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে পুলিশটি দু'এক পা বাড়াল।

"এবার আমার কাজে যাই। আশা করি, তোমার বন্ধুটি যথাসময়েই এসে পড়বে। তুমি কি তাড়াতাড়িই এখান থেকে কেটে পড়বে ?"

"সেরকমটা করা তো উচিত হবে না," অপর জন বলল। "অন্তত আধা ঘণ্টা সময় তো তাকে দেবই। জিমি যদি এই পৃথিবীতেই বেঁচে থাকে তাহলে সেই সময়ের মধ্যে সে ঠিক এসে পড়বে। তুমি তাহলে এস অফিসার।"

বিটের পথে চলতে চলতে দরজাগুলোর দিকে ভাল করে তাকাতে তাকাতে পুলিশটি বলল, "শুভরাত্রি মশায়।"

এবার একটা ঠাণ্ডা ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি শুরু হল; আচম্‌কা থেকে-থেকে বয়ে-যাওয়া বাতাসের পরিবর্তে শুরু হল একটানা দম্‌কা হাওয়া। অল্প যে কয়েকটি পদযাত্রী সেখানে ঘোরাফেরা করছিল তারাও কোটের কলার তুলে দিয়ে এবং দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে নিঃশব্দে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। আর যে মানুষটা হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে নেহাৎই অনিশ্চিত একটি সাক্ষাৎকারের ভরসায় সে কিন্তু লোহা-লক্কড়ের দোকানের দরজায় বসে চুরুট টানতে লাগল যৌবন কালের এক বন্ধুর অপেক্ষায়।

প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরে একটি ঢ্যাঙা মানুষ লম্বা ওভারকোটের কলারটাকে কান পর্যন্ত তুলে দিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তাটা পার হয়ে এগিয়ে এল। একেবারে সোজা অপেক্ষমান লোকটির কাছে গিয়েই সে দাঁড়াল।

সন্দেহের সঙ্গে প্রশ্ন করল, "আরে, তুমিই তো বব?"

"তুমিই কি তাহলে জিমি ওয়েল্‌স্‌?" দরজায় উপবিষ্ট লোকটি চেঁচিয়ে বলে উঠল।

দুই হাতে বন্ধুর দুই হাত জড়িয়ে ধরে নবাগত লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! নির্ঘাৎ তুমি বব। আমি নিশ্চিত জানতাম, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকলে অবশ্যই এখানে তোমার দেখা পাব। বেশ, বেশ, বেশ!—বিশ বছর দীর্ঘতো সময়। পুরনো রেস্টুরেন্টটা তো গেছে; আজ সেটা থাকলে বড় ভাল হত বব, সেখানেই দু'জনে আর একবার রাতের খাবারটা খেতে পারতাম। এবার বলতো বুড়ো ছেলে, পশ্চিম তোমাকে কি দিয়েছে?"

"আমি যা কিছু চেয়েছিলাম সবই দিয়েছে। তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ জিম; আমি তো ভাবতেই পারি নি যে তুমি দুই-তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, বিশের পরেই আমি একটু বেশি বেড়ে গিয়েছি।"

"নিউ ইয়র্ক-এ বেশ ভালই গুছিয়ে নিয়েছ তো জিমি?"

"তা মোটামুটি; শহরের একটা বিভাগীয় আপিসে উঁচু পদেই আছি। চলহে বব; আমার জানাশোনা একটা জায়গায় যাই; সেখানেই পুরনো কালের কথা নিয়ে বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।"

দু'জনে হাত ধরাধরি করে পথ ধরে হাঁটতে লাগল। পশ্চিম থেকে আগত মানুষটির অহমিকা জীবনের সাফল্যের হাওয়ায় বেশ ফেঁপে-ফুলে উঠেছে। সে শোনাতে শুরু করল তার জীবনের ইতিহাস। অপরজন ওভারকোটের মধ্যে আধা ডুবে থেকে সাগ্রহে তা শুনতে লাগল।

মোড়ের মাথায় একটা ওষুধের দোকান বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছিল। সেই আলোর বৃত্তের মধ্যে পৌঁছেই দু'জন একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল।

পশ্চিম থেকে আগত মানুষটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল; হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

আচম্‌কা বলে উঠল, "তুমি তো জিমি ওয়েল্‌স্‌ নও। বিশ বছর খুবই দীর্ঘ সময়, কিন্তু এত দীর্ঘ নয় যাতে একটা মানুষের রোমকসুলভ নাকটা বদলে গিয়ে খর্বনাশা হয়ে যেতে পারে।"

ঢ্যাঙা লোকটি বলল, "অনেক সময় একটা ভাল লোকও মন্দ হয়ে যায়। দশ মিনিট হল তুমি গ্রেপ্তার হয়েছ বব। শিকাগো মনে করে যে তুমি আমাদের মাঝখানে এসে জুটে পড়েছ; তাই সে আমাকে তার করে জানিয়ে দিয়েছে যে সে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। বেশ শান্তশিষ্টের মতই আমার সঙ্গে যাবে তো? সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দেখ, থানায় যাবার আগেই এই চিরকুটটা যেন তোমার

হাতে দেই সেটা আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে। এই জানালার কাছে দাঁড়িয়েই তুমি চিরকুটটা পড়ে নিতে পার। এটা লিখেছে পেট্রলম্যান ওয়েল্‌স্‌।"

কাগজের ছোট টুকরোটা হাতে নিয়ে পশ্চিম থেকে আগত লোকটি সেটার ভাঁজ খুলল। পড়তে শুরু করার সময় তার হাতটা স্থির ছিল। কিন্তু চিঠিটা পড়ে শেষ করতেই তার হাতটা একটু কাঁপতে লাগল। চিরকুটটা সংক্ষিপ্ত।

"বব, আমি যথাসময়েই নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়েছিলাম। চুরুটটা ধরাবার জন্য তুমি যখন দেশলাইটা জ্বালালে তখনই আমি দেখলাম যে এই মুখটা সেই মানুষের যাকে শিকাগো খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে কারণেই হোক আমি নিজে সে কাজটা করতে পারি নি; তাই নিজে ফিরে গিয়ে একজন সাদা পোশাকের মানুষকে পাঠিয়ে দিলাম কাজটা শেষ করতে।

—জিমি।

# পোশাক-বিভ্রাট

## Lost on Dress Parade

মিঃ টাওয়ার্স চ্যান্ড্‌লার তার শোবার ঘরে সান্ধ্য পোশাক ইস্ত্রি করছিল। ছোট গ্যাস স্টোভের উপর একটা ইস্ত্রি গরম হচ্ছিল; অপর ইস্ত্রিটাকে সজোরে উল্টে-পাল্টে ঘষা হচ্ছিল যাতে সেই বাঞ্ছিত ভাঁজের দাগটা পড়ে যেটাকে পরে একটা সরল রেখায় ঝুলতে দেখা যাবে মিঃ চ্যান্ড্‌লার-এর পেটেন্ট লেদারের জুতোর কোণা থেকে তার লো-কাট ভেস্টের প্রান্ত পর্যন্ত। তারপরেই আমরা তাকে দেখতে পাব যখন সে পরিচ্ছন্ন সঠিক সাজগোজ সেরে তার বাসাবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবে; শান্ত, সমাহিত ও সুপুরুষ হয়ে—নিউ ইয়র্ক-এর যে সব তরুণ ক্লাব-সদস্য একঘেয়েমি কাটাবার জন্য সন্ধ্যাকালীন প্রমোদ-বাসরের উদ্বোধন করতে বেরিয়ে যায় তাদেরই অন্যতম এক ফুলবাবুটি সেজে।

চ্যান্ড্‌লার-এর উপার্জন সপ্তাহে ১৮ ডলার। এক স্থপতির আপিসে সে কাজ করে। বয়স বাইশ বছর; স্থাপত্যকে সে একটা সত্যিকারের শিল্পকর্ম বলেই মনে করে; সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে—যদিও নিউ ইয়র্কে বসে সেটা স্বীকার করার সাহস তার নেই—যে লোহার খাঁচার মত বাড়িগুলোর নক্সা মিলান-এর বিখ্যাত গির্জার চাইতে অনেক নিচু স্তরের।

প্রতি সপ্তাহের উপার্জন থেকে চ্যান্ড্‌লার ১ ডলার করে আলাদা করে রাখে। এইভাবে প্রতি দশ সপ্তাহে যে টাকাটা জমে তা দিয়ে কৃপণ বুড়ো দর্জিটার কাছ থেকে অনেক দরদাম করে একটা ভদ্রলোকের মত সান্ধ্য পোশাক কিনে ফেলে। কোটিপতি ও প্রেসিডেন্টদের মত রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে সাজগোজ করে; তারপর

চলে যায় সেই সব অঞ্চলে যেখানে জীবন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে থাকে; আর সেখানেই সমারোহ করে ভাল-মন্দ খায়। দশ ডলার পকেটে নিয়েই একটা মানুষ অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য একজন বিলাসী ধনীর ভূমিকায় সফল অভিনয় করতে পারে। একটা সুনির্বাচিত আহার্য-তালিকা, একটা নাম-করা বোতল, মর্যাদামত বখশিস, চুরুট, ট্যাক্সি-ভাড়া ইত্যাদি খরচের জন্য ওই টাকাটাই যথেষ্ট।

এই একটি আনন্দময় সন্ধ্যা চ্যান্ড্‌লার-এর কাছে ছিল এক নতুন সুখের উৎস। সমাজের মক্ষীরাণীর কাছে আসরে নামার একটিমাত্র শুভক্ষণই আসে; যখন তার চুলে পাক ধরে তখনও সেই একটি দিনের মধুর স্মৃতিই জেগে থাকে তার মনে; কিন্তু চ্যান্ড্‌লার-এর কাছে প্রতি দশ সপ্তাহই নিয়ে আসে এমন একটা আনন্দঘন মুহূর্ত যা প্রথম দিনটির মতই তীব্র, উৎসাহদায়ক ও নতুন। অদৃশ্য সঙ্গীতের আবর্তের মধ্যে তালগাছের ছায়ায় ফূর্তিবাজ ধনীর দুলালদের দলে একটা আসন পাওয়া, সেই স্বর্গবাসীদের নিজের চোখে দেখা, আবার তাদের চোখেও নিজেকে তুলে ধরা—তার সঙ্গে তুলনা করলে একটি মেয়ের নাচ আর হাত-কাটা জরির জামা তো নস্যিতুল্য।

সান্ধ্য পোশাকের জেল্লা ছড়িয়ে চ্যান্ড্‌লার ব্রডওয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যায় সে ছিল একাধারে একটি দর্শনীয় বস্তু ও দর্শক। পরবর্তী উনসত্তরটি সন্ধ্যায় সে সাদামাটা পোশাকে সাধারণ টেবিলে বসে ডিনার খাবে, ঝড়ের গতিতে লাঞ্চ-কাউণ্টার থেকে স্যাণ্ডউইচ ও বীয়ার কিনে এনে ঘরে বসেই লাঞ্চ খাবে। সে-কাজটা সে স্বেচ্ছায়ই করবে, কারণ সে তো আসলে এই হৈ-হট্টগোলে ভরা বড় শহরটারই ছেলে। একটি দিনের উজ্জ্বল আলোই তার অনেকগুলি অন্ধকার রাতকে পুষিয়ে দেয়।

ইচ্ছা করেই সে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। রাত এখনও গভীর হয় নি। তাছাড়া, সত্তর দিনের মধ্যে যার কাছে একটা মাত্র দিনই মধুময়, সে তো চাইবেই সেই মধুর মুহূর্তগুলিকে দীর্ঘতর করতে। উজ্জ্বল, অসাধু, কৌতূহলী, সপ্রশংস ও প্রলুব্ধকর অনেক চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়ছে, কারণ প্রসাধন ও ভাবভঙ্গীই বলে দিচ্ছে যে শান্তি ও সুখের জন্য তার উপর নির্ভর করা চলে।

একটা মোড়ে পৌঁছেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল; মনে মনে ভাবল, একটু পিছিয়ে গিয়ে সেই জাঁকজমকপূর্ণ, কেতাদুরস্ত রেস্টুরেণ্টটাতেই ঢুকবে যেখানে সে সাধারণত বিশেষ মৌজের ডিনার খাওয়াটা সেরে নেয়। ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে হালকা পায়ে মোড় ঘুরতে গিয়ে হঠাৎই বরফে পা পিছলে পথের উপরে পড়ে গেল।

চ্যাণ্ডলার সঙ্গে সঙ্গে সৌজন্যের সঙ্গে মেয়েটিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। মেয়েটি কোন রকমে পা ফেলে বাড়িটার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় তাকে ধন্যবাদ জানাল।

মুখে বলল, "মনে হচ্ছে আমার গোড়ালিটা মচ্‌কে গেছে। হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় সেখানেই চোট লেগেছে।"

"খুব যন্ত্রণা হচ্ছে কি?" চ্যান্ড্‌লার শুধাল।

"পায়ের উপর ভর দিলেই লাগছে। মনে হচ্ছে, দু'-এক মিনিটের মধ্যেই আমি হাঁটতে পারব।"

যুবক বলল, "আমি কি কোন রকম সাহায্য করতে পারি? একটা গাড়ি ডেকে দিতে পারি, অথবা—"

"ধন্যবাদ," নরম, আন্তরিক গলায় মেয়েটি বলল। "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এমন একটা কাণ্ড করে ফেললাম। আমার জুতোর গোড়ালি দুটো ভীষণ নড়বড়ে; ওদের আমি মোটেই দোষ দিতে পারি না।"

চ্যাণ্ডলার মেয়েটির দিকে তাকাল। দেখতে-শুনতে ভাল; চোখ দুটো খুশিতে ভরা, আর দরদীও। গায়ের পোশাকটা মোটেই দামী নয়; সাদাসিদে কালো পোশাক যেমনটি দোকানের মেয়েরা পরে। মাথায় চকচকে বাদামী রংয়ের চুলের উপর একটা সস্তাদামের কালো খড়ের টুপি; তাতে একমাত্র অলংকরণ একটা ভেল্‌ভেটের ফিতে ও বো। সহজেই সে ভাল ধরনের একটি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন চাকুরে মেয়ের মডেল হতে পারে।

তরুণ স্থপতির মাথায় হঠাৎই একটা ধারণা ঢুকে পড়ল। মেয়েটিকে সে তার সঙ্গে ডিনার খেতে বলবে। এতদিন তার চমৎকার অথচ সঙ্গীবিহীন ভোজন-উৎসবগুলিতে বুঝি এই বস্তুটিরই অভাব ছিল। তার রুচিসম্পন্ন বিলাসের ক্ষণ-মুহূর্তগুলি দ্বিগুণ উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে যদি সে তার সঙ্গে একটি মহিলার সাহচর্যকে যোগ করতে পারে। তার স্থির বিশ্বাস যে এই মেয়েটি একজন মহিলা—তার চাল-চলন ও কথাবার্তাই তার প্রমাণ। মহিলার পোশাক-পরিচ্ছদ অতিমাত্রায় সাধারণ স্তরের হলেও যুবকটির মনে হল তার সঙ্গে টেবিলে বসে খেতে পারলে সে খুশিই হবে।

এই সব চিন্তা অতি দ্রুত তার মনের মধ্যে খেলে গেল, আর যুবকটিও স্থির করে ফেলল তার কাছে প্রস্তাবটা রাখবে। ব্যাপারটা অবশ্যই ভদ্রতাবিরোধী, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই চাকুরে মেয়েরা এই রকম পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতাকে আমল দেয় না। তারা সাধারণত পুরুষ মানুষকে বেশ সূক্ষ্মভাবেই বিচার করতে পারে এবং অর্থহীন রীতির চাইতে নিজেদের বিচার-বুদ্ধিকেই বেশি মূল্য দিয়ে থাকে। পকেটের দশটি ডলারকে যদি সে বুদ্ধি করে খরচ করতে পারে তাহলে দু'জনের ডিনার খাওয়াটা বেশ ভাল রকমই হতে পারে। মেয়েটির একঘেয়ে জীবনে ডিনারের এই রকম ব্যবস্থা যে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়ে দেখা দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; আর মেয়েটি যদি এই ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করে তাহলে যুবকটির নিজের জয়লাভের আনন্দও অনেক বেড়ে যাবে।

বেশ গম্ভীরভাবেই সে মেয়েটিকে বলল, "আমার মনে হয়, আপনার ধারণা যাই হোক না কেন আপনার পা-টার আরও দীর্ঘ সময়ের বিশ্রাম দরকার। অতএব, এখন আমি এমন একটা পথ বাত্‌লে দিচ্ছি যাতে আপনার পায়ের সেই প্রয়োজনীয় বিশ্রামটুকুও হবে, আর সেই সঙ্গে আমিও বাধিত হব। আপনি যখন মোড়ের মাথায় এসে হোঁচটটি খেলেন তখন আমিও একেবারে একাকি ডিনার খেতেই যাচ্ছিলাম।

আপনি আমার সঙ্গে চলুন; দু'জনে বেশ আরাম করে ডিনার খাওয়া যাবে, আবার চুটিয়ে আড্ডাও দেওয়া যাবে। আমার তো বিশ্বাস, ততক্ষণে আপনার মচকানো গোড়ালিটা আপনাকে বেশ ভালভাবেই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে।"

মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে চ্যান্ড্‌লার-এর পরিষ্কার, সৌম্য মুখখানার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো বারেকের জন্য ঝিকমিক করে উঠল; তারপরেই খোলা হাসি ফুটল তার মুখে।

"কিন্তু—আমরা তো পরস্পরকে চিনি না—কাজটা ঠিক হবে না, হবে কি?" সন্দেহের সুরে মেয়েটি বলল।

"এতে অন্যায় তো কিছু নেই," যুবকটি অকপটেই বলল। "যদি অনুমতি করেন তো নিজের পরিচয়টা আমিই দিচ্ছি—মিঃ টাওয়ার্স চ্যান্ড্‌লার। ডিনার শেষ হলে—সেটাকে যথাসম্ভব মনের মত করতেই আমি চেষ্টা করব—আমি আপনাকে জানাব শুভ সন্ধ্যা, অথবা আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দেব আপনার বাড়িতে—যেটা আপনার পছন্দ হয়।"

"কিন্তু—দেখুন—" চ্যান্ড্‌লার-এর নিঁখুত পোশাকের দিকে এক নজর তাকিয়ে মেয়েটি বলল, "এই পুরনো পোশাক আর টুপি পরে—"

চ্যান্ড্‌লার হেসে বলল, "ওসব রাখুন তো। আমি নিশ্চিত করে বলছি, ডিনারে যে সব বাহারি সাজসজ্জার চমক চোখে পড়বে, এই পুরনো পোশাকেই আপনাকে তাদের চাইতে অনেক বেশি মনোরমা দেখাচ্ছে।"

মেয়েটি এক পা খুঁড়িয়ে হাঁটার চেষ্টা করেই বলল, "আমার গোরালিটাতে এখনও লাগছে। ভাবছি আপনার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করব মিঃ চ্যান্ড্‌লার। আপনি আমাকে মিস্ মারিয়ান বলেই ডাকতে পারেন।"

"তাহলে চলে আসুন মিস্ মারিয়ান," খুব খুশির সুরে কিন্তু পূর্ণ ভদ্রতার সঙ্গে তরুণ স্থপতিটি কথা বলল; "আপনাকে বেশি দূর হাঁটতে হবে না। পরের ব্লকেই একটা খুবই সম্মানজনক ও ভাল রেস্টুরেন্ট আছে। আপনি আমার কাঁধে ভর দিন—এই ভাবে—এবার ধীরে ধীরে পা ফেলে চলুন। একেবারে একা একা ডিনার খেতে ভাল লাগে না। বরফে আপনার পা পিছলে যাওয়ায় আমি কিছুটা খুশিই হয়েছি।"

একটা ভাল টেবিল বেছে নিয়ে দু'জন আরাম করে বসল। একটি অনুগত বেয়ারা ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করতে লাগল। চ্যান্ড্‌লার-এর মন বাইরে সময় কাটাবার সত্যিকারের আনন্দের অভিজ্ঞতায় ভরে উঠতে লাগল।

ব্রডওয়ে ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে যে জাঁকজমকপূর্ণ রেস্টুরেন্টটাতে সে সাধারণত খেতে যায় এই রেস্টুরেন্টটা ঠিক ততটা জাঁকজমকপূর্ণ ও অভিজাত না হলেও এটা তার প্রায় কাছাকাছি। সম্ভ্রান্ত চেহারার লোকজনেই টেবিলগুলো ভর্তি হয়ে গেছে, একটা ভাল অর্কেস্ট্রা বাজছে, তবে এমন নরম সুরে বাজছে যে কথাবার্তা চালাতে কোন বাধা হচ্ছে না, আর খাদ্যবস্তু ও তার পরিবেশনও সমালোচনার অতীত। তার সঙ্গিনীটিও সস্তাদামের পোশাক ও টুপি পরেই এমন ভাবে নিজেকে তুলে ধরতে

পারল যে তার ফলে মেয়েটির মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও তার দেহ-সৌষ্ঠবের সঙ্গে যেন একটা নতুন মাত্রা যোগ হল। আর এটাও নিশ্চিত যে মেয়েটিও বার বার চ্যাণ্ডলার-এর জীবন্ত অথচ সংযত আচরণ এবং তার দুটি ঝিলমিল-করা, খোলামেলা নীল চোখের দিকে তাকাতে লাগল এবং ধীরে ধীরে তার মনোরম মুখখানিতেও ফুটে উঠল এক পরম বিস্ময়।

আর তারপরেই মানহাট্টানের পাগলামির ভূত এসে ভর করল টাওয়ার্স চ্যাণ্ড্লারের মাথায়। সে তখন ব্রডওয়ের মানুষ; চারদিক হৈ-হট্টগোলের মেলা। সকলেরই চোখ তখন তার উপর। একটা হাসির নাটকের মঞ্চে সে যেন নেমে পড়েছে ফ্যাশন ও অলস জীবনযাত্রার প্রতীক এক প্রজাপতির ভূমিকায় মাত্র একটা রাতের অভিনয়ে। সেই ভূমিকার উপযোগী সাজ-পোশাকও সে পরেছে। কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।

অতএব মিস্ মারিয়ান-এর কানে কানে সে গুনগুনিয়ে শোনাতে লাগল ক্লাব, চায়ের আসর, গল্ফ্ খেলা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও কুকুরের খাঁচার নানান গল্প। আরও বলল দেশ-বিদেশে ভ্রমণের কথা; এমন কি ইঙ্গিতে এ-কথাও জানিয়ে দিল যে তার একটা ইয়াট লার্চমণ্ট-এ নোঙর করে আছে। মিস্ মারিয়ান-এর হাবভাব দেখেই সে বুঝতে পারল যে তার কথাবার্তা শুনে মেয়েটি মুগ্ধ হয়েছে। তখন সে কায়দা করে বেশি অর্থ থাকাটা যে অনেক অনর্থের মূল সে-কথাটাও তাকে শুনিয়ে দিল এবং সেই প্রসঙ্গে তার পরিচিত কিছু বাছা-বাছা লোকের নামও শুনিয়ে দিল। চ্যাণ্ড্লার-এর হাতে জুটেছে মাত্র একটা ছোট্ট দিন; তাই সেটাকে নিংড়ে যতটা মধু পাওয়া যায় সেই চেষ্টাই সে করতে লাগল। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এই মেয়েটির মধ্যে যে খাঁটি সোনার ঝিলিক আছে সেটাও তার নজর এড়াল না।

মিস্ মারিয়ান বলল, "এই যেরকম সব জীবনযাত্রার কথা আপনি বলছেন সে সবই তো অর্থহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন। এই পৃথিবীতে কি এমন কোন কাজ নেই যা করতে আপনার আরও ভাল লাগবে?"

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "প্রিয় মিস্ মারিয়ান, কাজ! ভাবুন তো, প্রতিদিন ডিনারের জন্য সাজগোজ করতে হবে, একটা বিকেলেই আধা ডজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে—গাধায় টানা গাড়ির চাইতে বেশি গতিতে গাড়ি চালালেই প্রতিটি মোড়ে একজন পুলিশ এসে গাড়ির ভিতর লাফিয়ে উঠবে আর থানায় নিয়ে যাবে। আমরা অকাজের দলই তো এ দেশের কঠোরতম কাজের মানুষ।"

ডিনার শেষ হল; ওয়েটার পেট ভরেই খাওয়াল; তারপর দু'জন এক সঙ্গে বেরিয়ে সেই মোড়ে এসে হাজির হল যেখানে তাদের দেখা হয়েছিল। মিস্ মারিয়ান এখন বেশ ভালই হাঁটতে পারছে; খুঁড়িয়ে চলাটা প্রায় চোখেই পড়ে না।

মেয়েটি খোলাখুলিই বলল, "সময়টা বেশ কাটল বলে আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আমাকে বাড়ি ছুটতে হবে। ডিনারটা আমার খুব ভাল লেগেছে মিঃ চ্যাণ্ডলার।"

সহৃদয় হাসি হেসে সে মেয়েটির সঙ্গে করমর্দন করল; ক্লাবে ব্রিজ খেলা নিয়ে কি যেন বলল। এক মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থেকে বেশ দ্রুত পা ফেলে

পূবদিকে এগিয়ে গেল, আর তারপরেই একটা গাড়িতে চেপে ধীরেসুস্থে বাড়ির দিকে চলে গেল।

ঠাণ্ডা শোবার ঘরে ঢুকে চ্যান্ড্লার তার সান্ধ্য পোশাকটাকে আরও ঊনসত্তর দিনের জন্য তুলে রাখল। তারপর চিন্তিত মনে পায়চারি করতে লাগল।

নিজেকেই বলল, "মেয়েটি চমৎকার। হয়তো ওকে কাজ করেই খেতে হয়, তবু বলব, সব ঠিক আছে। হয়তো এত সব আজেবাজে না বলে সত্যি কথাটাই ওকে বললে হত, কিন্তু, আমার পোশাকের সঙ্গে মানানসই করেই তো বলতে হবে।"

মানহাট্টানের আদিবাসীদের কুঁড়েঘরে যে জন্মেছে, বড় হয়েছে সেই বীর নায়কটি এই ভাবেই কথাগুলি বলল।

আমন্ত্রণকারী যুবকটি চলে যাবার পরে মেয়েটি দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হয়ে এক সময় পৌঁছে গেল অনেকটা দূরের একটা সুন্দর মস্ত বড় বাড়ির সামনে। সে অঞ্চলটায় কুবের ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মত বড়লোকদেরই বাস। দ্রুত পায়ে সেই বাড়িটাতে ঢুকে সে একটা ঘরে উঠে গেল। সেখানে একটি সুন্দরী যুবতী মহিলা বেশ সাজগোজ করে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল।

মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই বড় মেয়েটি গলা ছেড়ে বলে উঠল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! এই ভাবে আমাদের ভয় পাইয়ে দেবার অভ্যাসটা তুমি কবে ছাড়বে? দু'ঘণ্টা হয়ে গেল তুমি ওই ছেঁড়া পোশাক ও মারির পুরনো টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেছ। মাম্মা তো খুব ভয় পেয়ে গেছে। সে তো একটা গাড়ি দিয়ে লুইসকে পাঠিয়েছে তোমার খোঁজে। তোমার তো কোনরকম ভাবনা-চিন্তারও বালাই নেই।"

বড় মেয়েটি ঘণ্টা বাজাতেই একটা দাসী এসে হাজির হল।

"মারি, মাম্মাকে বলো যে মারিয়ান ফিরেছে।"

"বকাবকি করো না দিদি। আমি ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলাম ম্যাডাম থিয়োকে বলতে যেন গোলাপীর বদলে মভ রংটাই ব্যবহার করেন। আমার এই পোশাক আর মারির টুপিটাই আমার দরকার ছিল। আমি ঠিক জানি, সকলেই ভেবেছে যে আমি একটা দোকানের মেয়ে।

"ডিনার তো শেষ হয়ে গেছে সোনা; তুমি এত দেরি করে এসেছ।"

"আমি জানি। ফুটপাতে পা পিছলে আমার গোড়ালিটা মচ্‌কে গিয়েছিল। হাঁটতেই পারছিলাম না। অগত্যা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পা-টা ভাল না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসেছিলাম। তাই তো এত দেরি হয়ে গেল।"

দুই বোন জানালার গোবরাটে বসে রাজপথের আলোকমালা ও দ্রুতগতি যান-বাহনের স্রোত দেখতে লাগল। ছোট বোনটি দিদির কোলে মাথা রেখে শরীরটা এলিয়ে দিল।

একসময় স্বপ্নভরা গলায় বলল, "একদিন আমাদের বিয়ে করতেই হবে—মানে, আমাদের দু'জনকেই। আমাদের এত টাকা-পয়সা আছে যে কাউকে নিরাশ করার প্রশ্নই ওঠে না। শোন দিদি, কি রকম পুরুষকে আমি ভালবাসতে চাই তা কি তোমাকে বলব?"

"বেশ তো বলে ফেল; তোমার তো আবার মাথায় খালি গোবর পোরা।" দিদি হেসে জবাব দিল।

"আমি যে মানুষটাকে ভালবাসব তার চোখ দুটি হবে ঘন নীল ও দয়ালু, স্বভাব হবে শান্ত আর গরিব মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; দেখতে সুন্দর, ভাল, আর ফস্টিনস্টি করার চেষ্টাও করে না। কিন্তু আমি তাকে ভালবাসতে পারি যদি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকে, কোন না কোন কাজ করে। উপরে ওঠার ব্যাপারে আমি তাকে সাহায্য করতে পারব; অতএব সে কতটা গরিব তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু দিদি, যে সব মানুষকে আমরা সর্বদাই দেখছি—যারা কেবল সমাজ আর ক্লাব নিয়েই ব্যস্ত আর অলসভাবে জীবনটা কাটায়—তাদের কিন্তু আমি ভালবাসতে পারব না; এমন কি তার চোখ দুটো যদি নীল হয়, আর পথেঘাটে কোন গরিব মেয়েকে দেখলে যদি তার দয়া উথলে ওঠে তবুও না।"

# সংবাদদাতা মারফৎ

## By Courier

সেটা পার্কে লোক-চলাচলের কালও নয়, সময়ও নয়; আর যে তরুণী মহিলাটি পার্কের পথের ধারে একটা বেঞ্চিতে বসেছিল সে নিশ্চয়ই একটা আকস্মিক আবেগের বশেই সেখানে কিছু সময়ের জন্য বসেছিল আসন্ন বসন্ত ঋতুর পূর্বাভাষকে একটু উপভোগ করতে।

মহিলাটি সেখানে বিষণ্ন মনে চুপচাপ বসেছিল একটু বিশ্রাম নিতে। তার মুখে যে দুঃখের ছায়া পড়েছে সেটাও সাময়িক ঘটনামাত্র, কারণ সেই দুঃখে তার গালের সুন্দর ও যৌবনোচিত ভঙ্গীর কোন রকম পরিবর্তন হয় নি; তার দৃঢ়বদ্ধ বাঁকা ঠোঁটের নিটোল বাঁকটিও ঢাকা পড়ে নি।

মহিলাটি যেখানে বসেছিল তার পাশের পথ দিয়ে দ্রুত পায়ে পার্কে ঢুকল একটি দীর্ঘদেহ যুবক। তার পিছন পিছন আসছিল একটি ছেলে একটা স্যুটকেস বয়ে নিয়ে। মহিলাটিকে দেখে যুবকের মুখটা লাল হয়েই আবার ম্লান হয়ে গেল। আরও কাছে এসে আশা ও উদ্বেগ মিশ্রিত দৃষ্টি দিয়ে সে মহিলার মুখের দিকে তাকাল। মহিলাটির কয়েক গজ দূর দিয়েই যুবকটি চলে গেল, কিন্তু মহিলাটি যে তার উপস্থিতি বা অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন তার কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না।

আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যুবকটি হঠাৎ থেমে পাশের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। ছেলেটা স্যুটকেস নামিয়ে বিস্মিত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। যুবক

রুমাল বের করে কপালটা মুছল। রুমালটা ভাল, ভুরুটা ভাল, যুবকটিও দেখতে ভাল। ছেলেটাকে সে বলল :

"আমি চাই এই চিরকুটটা তুমি এই বেঞ্চিতে বসা মহিলাটিকে পৌঁছে দেবে। ওকে বলবে, সান ফ্রান্সিস্কো যাবার পথে আমি স্টেশনে যাচ্ছি। সেখানে আমি আলাস্কা হরিণ-শিকার অভিযানে যোগ দেব। ওকে বলবে, যেহেতু তিনি হুকুম জারি করেছেন যে আমি যেন তার সঙ্গে কথা না বলি, বা তাকে কোন রকম চিঠি না লিখি, তাই তার বিচার-বুদ্ধির কাছে শেষ আবেদন জানাবার এই পথটাই আমি বেছে নিয়েছি। ওকে বলবে, কোন কারণ না দর্শিয়ে এবং নিজের কথাটা বুঝিয়ে বলার একটা সুযোগ না দিয়ে একটা মানুষকে শাস্তি দেওয়া, তাকে বাতিল করে দেওয়া—অথচ সে শাস্তি তার প্রাপ্য নয়—ওই মহিলার স্বভাববিরুদ্ধ বলেই আমি বিশ্বাস করি। ওকে আরও বলবে, এই ভাবে তার নিষেধাজ্ঞাটাকে আমি কিছুমাত্রায় অমান্য করেছি এই আশায় যে তিনি হয় তো এখনও আমার প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারেন। যাও, আর সব কথা ওকে বল।"

যুবকটি একটা আধা-ডলার ছেলেটার হাতে দিল। ছেলেটা তার নোংরা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখটা তুলে উজ্জ্বল, স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই ছুটে চলে গেল। কিছুটা সন্দেহ নিয়েই সে বেঞ্চিতে বসে থাকা মহিলাটির কাছে এগিয়ে গেল, কোন রকম বিব্রত বোধ করল না। মাথার পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া বাইসাইকেল ক্যাপটার কানাটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। মহিলাটি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

ছেলেটা বলল, "লেডি, ওই বেঞ্চিতে বসে থাকা ভদ্রলোকটি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন গান শোনাতে, নাচ দেখাতে। আপনি যদি ওই লোককে না চিনতে পারেন, আর তিনি যদি আপনার সঙ্গে একটু রং-তামাসা করার চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে একবার সেটা বলুন, আমি তিন মিনিটের মধ্যেই একটি পুলিশকে এনে হাজির করছি। আর যদি আপনি ওকে চেনেন, আর উনি তো স্কোয়ারের মধ্যেই বসে আছেন, তাহলে তার মুখের কিছু গরম-গরম বাণী আমি আপনাকে শুনিয়ে দেব।"

তরুণী মহিলা কিছুটা আগ্রহ দেখাল।

ইচ্ছা করেই বেশ মিষ্টি গলায় বলল, "নাচ ও গান। বেশ নতুন রকমের কিছু গীতিকাব্যের ধাঁচের বলে মনে হচ্ছে। যে ভদ্রলোক তোমাকে পাঠিয়েছে তাকে আমি চিনতাম। কাজেই পুলিশকে ডাকার দরকার হবে না। তোমার গান শোনাতে ও নাচ দেখাতে পার, তবে খুব চড়াপর্দায় নয়। খোলা মঞ্চে রঙ্গ-নাটকের অভিনয় করার মত সময় এখনও হয় নি ; আমরা হয় তো অন্যের অসুবিধা ঘটাতে পারি।"

"ওঃ," সারা শরীরটাকে ঝাঁকি দিয়ে ছেলেটা বলল, "আমি যা বলতে চাইছি সেটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। ভদ্রলোক আমাকে বললেন আপনাকে বলতে যে তিনি 'ফ্রিস্কো'-র পথে পা বাড়িয়েছেন। তারপর তিনি 'ক্লণ্ডাইক'-এ সামুদ্রিক

পাখি শিকারে যাবেন। তিনি বললেন যে আপনি তাকে বাতিল করে দিয়েছেন, অথচ তার দিকটা বুঝিয়ে বলার সুযোগটাও তাকে দেন নি। তিনি বলেছেন, আপনি তাকে মোক্ষম আঘাত হেনেছেন, কিন্তু কখনও তার কারণটা বলেন নি।"

তরুণী মহিলার চোখে যেটুকু আগ্রহ ফুটে উঠেছিল তার কোন হেরফের ঘটল না। অগোছালো পার্কটার এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের মূর্তিটার দিকে সে বলল :

"ভদ্রলোককে তুমি বলে দিও যে আমার আদর্শের কোন বিবরণ আমি তাকে নতুন করে শোনাতে চাই না। কি কি আদর্শ আমার ছিল এবং আজও আছে সেটা তিনি জানেন। তাকে বলে দিও যে আমার অন্তরকে আমি যথাসম্ভব ভাল করে বিচার করে দেখেছি; তাই আমার মনের দুর্বলতা ও প্রয়োজনের কথা আমি ভাল করেই জানি। আর সেই কারণেই তার কোন অজুহাতই আমি শুনতে চাই না। কোন জনশ্রুতি বা সন্দেহজনক প্রমাণের ভিত্তিতে আমি তাকে শাস্তি দেই নি, আর সেই কারণেই তার কাছে আমি কোন অভিযোগ করি নি। কিন্তু যে কথাগুলি তিনি ভাল করেই জানেন সেটাই যখন তিনি নতুন করে শুনতে চাইছেন, তখন তুমিও ব্যাপারটা তাকে নতুন করে জানিয়ে দিতে পার।

"তাকে বলে দিও সেই সন্ধ্যায় আমি পিছনের দরজা দিয়ে কাঁচ-ঘরে ঢুকেছিলাম আমার মায়ের জন্য একটা গোলাপ ফুল তুলতে। তাকে বলে দিও লাল করবী গাছটার নিচে আমি তাকে দেখেছিলাম মিস্ অ্যাশ্‌বার্টন-এর সঙ্গে। নির্বাক নাটকটি ভালই জমেছিল, কিন্তু অঙ্গভঙ্গী ও পরস্পরের জড়াজড়িটা এতই স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে তার কোন রকম ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। আমি কাঁচ-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, আর সেই সঙ্গে রেখে এসেছিলাম আমার গোলাপ ফুল ও আমার আদর্শকে। যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন তার কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার গান ও নাচ।"

"একটা কথায় কেমন লজ্জা লজ্জা বোধ করছি লেডি। জড়া—জড়ি—ব্যাপারটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।"

"জড়াজড়ি—বা দৈহিক নৈকট্যও বলতে পার—অথবা যদি তোমার মনে ধরে, তাহলে একজন আদর্শবাদীর পক্ষে অতি-ঘনিষ্ঠতাও বলতে পার।"

ছেলেটার পায়ের নিচে পাথরের কুঁচিগুলো মচ্-মচ্ শব্দ করে উঠল। ততক্ষণে সে অপর বেঞ্চিটার কাছে পৌঁছে গেছে। যুবকটির দুই চোখ যেন ক্ষুধার্তের মত তার দিকে তাকাল। ছেলেটার চোখ দুটোও জ্বল্ জ্বল্ করছে।

"লেডি তো বললেন ও-সব পুরনো কাসুন্দি ঘেটে কোন লাভ নেই। তিনি বললেন, তিনি নিজের চোখে দেখেছেন গরম-ঘরের মধ্যে আপনি এক থোকা কেলিকোর পোশাককে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন ফুল তুলতে, আর আপনি বুকে চেপে ধরেছিলেন অপর একটি মেয়েকে। তিনি আরও বললেন, দৃশ্যটা দেখতে বেশ ভালই ছিল, তবে তিনি বড়ই ব্যথা পেয়েছিলেন। তিনি সাফ-সাফ

বলে দিলেন, আপনি বরং নিজের কাজ নিয়েই থাকুন, আর ট্রেনটা ধরতে বেরিয়ে পড়ুন।"

যুবকটি একবার নিচু গলায় শিস্ দিল; তার দুই চোখে চিন্তার ঝিলিক খেলে গেল। তার হাতটা কোটের ভিতরের পকেট ঢুকে গিয়েই এক মুঠো চিঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। তার ভিতর থেকে একটা চিঠি বেছে নিয়ে সে ছেলেটার হাতে দিল; তারপরেই ভেস্ট-পকেট থেকে বের করে দিল একটা রূপোর ডলার।

বলল, "এই চিঠিটা ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে তাকে বলো তিনি যেন চিঠিটা পড়েন। তাকে বলো, চিঠিটা পড়লেই তিনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন। তাকে আরও বলো, তিনি যদি তার আদর্শের ধারণার সঙ্গে যৎসামান্য বিশ্বাস মিশিয়ে নিতেন তাহলেই অন্তরের অনেক ব্যথাই এড়াতে পারতেন। তাকে বলো, যে বিশ্বস্ততাকে তিনি এত মূল্যবান মনে করেন সেটা কখনও তিলমাত্র টলে নি। তাকে বলো, একটা জবাবের জন্য আমি অপেক্ষা করছি।"

সংবাদবাহক মহিলাটির সমুখে গিয়ে হাজির হল।

"ভদ্রলোক বললেন, অকারণেই তার ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়েছে। তিনি বললেন, তিনি নষ্ট চরিত্রের মানুষ নন; আরও শুনুন লেডি, আপনি এই চিঠিটা পড়ুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে তিনি ধোয়া তুলসি পাতা।" যুবতী মহিলা সন্দিহান চিত্তে চিঠির ভাঁজ খুলে পড়লেন।

প্রিয় ডাঃ আর্নল্ড, গত শনিবার সন্ধ্যায় মিসেস্ ওয়াল্ড্রন-এর বাড়িতে অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানটি চলার সময়ে তাদের কাঁচ-ঘরে আমার মেয়েটি হঠাৎ তার পুরনো হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে আপনি যে রকম সহৃদয় ও তাৎক্ষণিক সাহায্য দিয়ে তাকে ভাল করে তুলেছিলেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সে যখন ঢলে পড়ে যাচ্ছিল তখন আপনি খুব কাছেই ছিলেন বলে তাকে যদি ধরে না ফেলতেন এবং যা কিছু করণীয় সেটা না করতেন তাহলে আমরা হয়তো আমাদের মেয়েটিকেই হারাতাম। আপনি যদি একবার আমাদের বাড়িতে আসেন এবং তার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন, তাহলে খুবই খুশি হব।

কৃতজ্ঞতাসহ আপনারই
রবার্ট অ্যাশ্বার্টন।

মহিলাটি চিঠিখানাকে আবার ভাঁজ করে ছেলেটার হাতে দিল।

"ভদ্রলোক চিঠির জবাব চেয়েছেন," সংবাদবাহক বলল। "তাকে কি বলব?"

মহিলার চোখ দুটি হঠাৎ হাসিতে ঝলমল করে উঠল; তারপরই চোখের জলে ভিজে গেল।

খুশিভরা কাঁপা হাসি হেসে মহিলা বলল, "অপর বেঞ্চিতে বসা লোকটিকে বলে দাও যে তার প্রেমিকাটি তাকেই চাইছে।"

# কোচোয়ানের আসন থেকে

## From the Cabby's Seat

কোচোয়ানেরও একটা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে। অন্য যে কোন রকম কাজের লোকের চাইতে সে বেশি সরল ও অকপট। ছ্যাকড়া গাড়ির দোল-খাওয়া উঁচু আসনে বসে সে অন্য সকলকেই দেখে এক-একটি বেদের মত, ভ্রমণের নেশা মাথায় না ঢুকলে তাদের কোন মূল্যই থাকে না। সে একজন চালক, আর তোমরা তার কাছে চালান-দেওয়া মালের সামিল। প্রেসিডেন্টই হও, আর ভবঘুরেই হও, একজন গাড়োয়ানের চোখে তুমি একটি মালমাত্র। সে তোমাকে গাড়িতে তুলে নেবে, চাবুক হাঁকাবে, তোমার হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেবে, তারপর তোমাকে নামিয়ে দেবে।

যখন ভাড়াটা দেবার সময় হবে তখন যদি তুমি এমন ভাব দেখাও যে আইনসঙ্গত ভাড়াটা তুমি জান তাহলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে জেনো; যদি দেখ যে তোমার পকেট-বইটাই ফেলে গেছ তাহলেই বুঝতে পারবে 'দান্তে'র কল্পনাও ছিল কত নরম।

এটা একটা অর্থহীন কথা নয় যে একটি কোচোয়ানের লক্ষ্যের একনিষ্ঠতা ও জীবন সম্পর্কে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী ছ্যাকরা গাড়ির অদ্ভুত নির্মাণ-পদ্ধতিরই ফল। দাঁড়ে-বসা মোরগটি জুপিটারের মত রাজকীয় চালে তার একক উঁচু আসনটায় উঠে বসবে, আর হাতে তুলে নেবে চামড়ার তৈরি এমন দুটো অস্থির রজ্জু যার সঙ্গে দুলতে থাকবে তোমার ভাগ্য। তোমার অবস্থাটা তখন পুতুল সর্দারের মত—অসহায়, হাস্যকর এক বন্দীর মত অনবরত দোদুল্যমান—কলে-পড়া ইঁদুরের মত তুমি বসেই থাকবে।

এই ভাবে গাড়িতে ওঠার পরে তুমি একটা আসনের দখলদারও নয়; তার একটা "মাল" মাত্র; সমুদ্রে ভেসে-চলা জাহাজের একটা বোঝাই মাল।

একদিন রাতে বড় ভাড়াটে বাড়িটার "ম্যাক্‌গ্যারির পারিবারিক কাফে"-র ঠিক পরের ঘরটাতে পান-ভোজনের হৈ-চৈ শোনা গেল। মনে হল, ওয়াল্‌শ্‌ পরিবারের ঘর থেকেই শব্দটা আসছে। পাশে গলি-পথটাতে আগ্রহী প্রতিবেশীদের ভিড় জমতে লাগল। তাদের মুখের কিছু কিছু টুকরো কথা থেকে এই সংবাদটুকুই জানা গেল যে নোরা ওয়াল্‌শ্‌-এর বিয়ে হচ্ছে।

যথাসময়ে হল্লাকারীদের ভিড় গলি উপচে পড়তে লাগল। রবাহুত অতিথিদের ভিড় গলিটাকে ঢেকে ফেলল। মানুষে মানুষে পথটা থিক্‌থিক্‌ করতে লাগল। রাতের বাতাসকে ছাপিয়ে ভেসে আসতে লাগল উল্লাসের চিৎকার, অভিনন্দন, হাসি এবং বিবাহ-উৎসব উপলক্ষ্যে ম্যাক্‌গ্যারি-আয়োজিত খানা-পিনার বিচিত্র হট্টরোল।

মোড়ের কাছেই দাঁড়িয়েছিল জেড়ি ও'ডোনোভান-এর ছ্যাকরা গাড়িটা। সকলে জেরিকে ডাকত "রাতের বাজপাখি" বলে; কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে জেরির গাড়ির চাইতে বেশি ঝক্‌ঝকে ও পরিষ্কার গাড়ি দ্বিতীয়টা ছিল না। আর জেরির ঘোড়াটা! আমি জোর গলায় বলতে পারি, খদ্দের-ধরা বুড়িরা পর্যন্ত ঘোড়াটাকে দেখে না হেসে পারত না।

সেই চলমান, শব্দায়মান ও দম-আটকানো ভিড়ের মধ্যেও বহু বছরের ঝড়-জলে বাঁকানো-দুমড়ানো জেরির উঁচু টুপিটা চোখে পড়ছে; চোখে পড়ছে তার গাজরের মত নাকটা, পিতলের বোতাম-আঁটা সবুজ কোটটা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে জেরি তার কাজটা ঠিকই বাগিয়ে নিয়েছে; তার গাড়িটা যাত্রীতে ভর্তি হয়ে গেছে।

পথের ভিড়ের ভিতর থেকেই হোক, আর চলমান পায়ে-চলা পথিকের স্রোতের ভিতর থেকেই হোক, একটি তরুণী ছুটে এসে গাড়িটার পাশে দাঁড়াল। সেটা জেরির ব্যবসায়িক শ্যেন-চক্ষুর দৃষ্টি এড়াল না। তিন-চারটি দর্শককে সরিয়ে দিয়ে এবং স্বয়ং নিচে নেমে এসে সে তরুণীটির জন্য একটা সিটের ব্যবস্থা করে দিয়ে আবার নিজের বাঁধা আসনটায় গিয়ে বসল। সেখানে পৌঁছান মাত্রই ম্যাক্‌গ্যারির তরল পানীয়ের নেশাটাও কেটে গেল। ভিড়ের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ কেটে সে নিরাপদেই গাড়িটাকে চালাতে লাগল।

"ভিতরে উঠে বসুন দিদি," চাবুকটা হাতে নিতে নিতে জেরি বলল।

তরুণী গাড়িতে উঠে বসল; খট্‌ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল; জেরির চাবুকটা বাতাসে হিস্‌-হিস্‌ শব্দ তুলল; ভিড়টা দু' ফাঁক হয়ে সরে গেল, আর সুন্দর ছ্যাকরা গাড়িটা শহরের পথে ছুটে চলল।

দানা-খাওয়া ঘোড়াটা যখন তার প্রথম পাল্লার ছুটটা প্রায় শেষ করে এনেছে এমন সময় জেরি তার গাড়ির ঢাকনাটা তুলে তার ফাঁক দিয়ে মেগাফোনের মত ভাঙা গলায় হাঁক দিয়ে বলল, "এই যে—আপনি—কতদূর যাবেন?"

"যতদূর তোমার ইচ্ছে," খুশি-খুশি সুরেলা গলায় জবাব এল।

"মনে হচ্ছে, একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন," জেরি ভাবল। তার পরেই অভ্যাসমত একটা পরামর্শ দিয়ে ফেলল, "পার্কটা একবার ঘুরে দেখুন দিদি। এই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ ভালই লাগবে।"

যাত্রিনী খুশি গলায় বলল, "তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

ছ্যাকরা গাড়িটা ফিফ্‌থ্‌ এভেনিউয়ের দিকে ছুটে চলল। গাড়ির ধাক্কায় জেরি তার আসনে হেলতে-দুলতে বসে রইল। ম্যাক্‌গ্যারির শক্তিশালী পানীয়ের নেশা কেটে গিয়ে তার মাথায় নতুন আমেজ জেগে উঠল। কিলিস্‌নুক-এর একটা প্রাচীন গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হাতের চাবুকটাকে সে ব্যাটনের মত ঘোরাতে লাগল।

গাড়ির মধ্যে যাত্রিনী কুশনে খাড়া হয়ে বসে ডাইনে-বাঁয়ের আলো ও বাড়িগুলো দেখতে লাগল। অন্ধকার গাড়ির মধ্যেও তার চোখ দুটো সাঁঝের তারার মত জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে।

ফিফ্‌টি নাইন্‌থ্‌ স্ট্রীটে পৌঁছে জেরির মাথাটা টলতে লাগল, হাতের লাগামে ঢিলে পড়ল। কিন্তু ঘোড়াটা পার্কের ফটক দিয়ে ঢুকে গেল এবং পরিচিত পুরনো রীতিতে পাক খেতে লাগল। তখন যাত্রিনীটি পিছনে হেলান দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘাস, পাতা ও ফুলের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ সুবাস টানতে লাগল। আর জোয়ালে-বাঁধা সবজান্তা পশুটি দুলকি চালে চলতে লাগল রাস্তাটার ডান দিকে ঘেঁসে।

জেরির ক্রমবর্ধমান জড়তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল তার অনেক দিনের স্বভাব। ঝড়ে-পড়া বাহনটির ঢাকনাটা তুলে গাড়োয়ানদের রীতি অনুযায়ী একটা প্রশ্ন করে বসল,

"ক্যাসিনোতে গাড়িটা থামাব কি দিদি? ঠাণ্ডা পানীয়ের সঙ্গে আছে গান-বাজনা। প্রত্যেকেই এখানে গাড়ি থামায়।"

"মনে হয় সেটাই খুব ভাল হবে," যাত্রিনী বলল।

ক্যাসিনোর ফটকে ঢুকেই গাড়িটা থেমে গেল। গাড়ির দরজা সঙ্গে-সঙ্গে খুলে গেল। যাত্রিনীটি সোজা মেঝেতে পা ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মন-কাড়া সঙ্গীতের জালে জড়িয়ে পড়ল; নানা রকম আলো ও রংয়ের ঝলকানিতে তার দুই চোখ ঝল্‌সে গেল। কে যেন একটা চৌকো কার্ড তার হাতে ফেলে দিল; তাতে একটা সংখ্যা ছাপানো ছিল—৩৪। চারদিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, তার গাড়িটা বিশ গজ দূরে অপেক্ষমান অনেক পাল্কি গাড়ি, ছ্যাকরা গাড়ি ও মোটর গাড়ির লম্বা লাইনে নিজের জায়গাটা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরেই একটি শার্ট-পরা লোক তার দিকে পিছন দিয়ে নাচতে নাচতে এসে হাজির হল, আর পরক্ষণেই তরুণীটিকে একটা ছোট টেবিলে বসিয়ে দিল; টেবিলটার রেলিং বেয়ে উঠে গেছে একটা জুঁই ফুলের লতা।

সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে জিনিসপত্র কেনার নিঃশব্দ আমন্ত্রণ। সেও তার পয়সার থলির খুচরোগুলো নাড়াচাড়া করে বুঝতে পারল, একগ্লাস বিয়ারের অর্ডার দেওয়া যেতে পারে। এক স্বপ্নের অরণ্যে রূপকথার প্রাসাদের এক বিচিত্র রংয়ের নতুন জীবন তার সমুখে—সেখানে বসে তার সুগন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে একেবারে মসগুল হয়ে গেল।

পঞ্চাশটা টেবিল ঘিরে বসে আছে রাজপুত্র ও রাণীরা—জগতে যত রেশমি কাপড় আর হীরে-মুক্তো আছে সব তারা পরেছে। মাঝে মাঝে তাদেরই একজন সাগ্রহে জেরির যাত্রিনীর দিকে তাকাচ্ছে। তারা দেখতে পেল, একটা সাদাসিদে মানুষ গায়ে গোলাপী জামা পরেছে এবং একখানি সাদাসিদে মুখ ফুটে উঠেছে জীবনের প্রতি ভালবাসার এমন একটি চাউনি যা রাণীদেরও ঈর্ষার বস্তু।

ঘড়ির লম্বা কাঁটা দুটো দু'বার ঘুরে গেল।

রাজা-রাণীরা তাদের রং-করা সিংহাসনগুলো খালি করে উঠে পড়ল; কেউ গল্প-গুজব শুরু করল, আবার কেউ বা রাজকীয় গাড়িতে উঠে চলে গেল। বাদ্যযন্ত্রগুলো কাঠের বাক্সে আর চামড়ার থলের মধ্যে বিশ্রাম নিল। যে টেবিলে সাদাসিদে মানুষটি

প্রায় একাকি বসে ছিল তার আশপাশের টেবিলের কাপড়গুলো ওয়েটাররা এসে তুলে নিতে লাগল।

জেরির যাত্রিনী উঠে দাঁড়াল; সংখ্যা লেখা কার্ডটা তুলে দেখাল।

"এই টিকিটে কি লেখা আছে বলতে পার?" সে শুধাল।

ওয়েটার বলল, এটা তার গাড়ির নম্বর; এটা ফটকের লোকটিকে দেখাতে হবে। সেই লোকটি কার্ডটা নিয়ে সংখ্যাটা হেঁকে বলল। তখন মাত্র তিনটে ছ্যাকরা গাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা গাড়ির কোচোয়ান উঠে গিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে ঘুমন্ত জেরিকে ডেকে তুলল। বিড়বিড় করতে করতে জেরি তার আসনে উঠে বসল; তারপর গাড়িটাকে ফটকে নিয়ে দাঁড় করাল। যাত্রিনী গাড়িতে উঠে পড়ল, আর গাড়িটাও মুখ ঘুরিয়ে পার্কের ঠাণ্ডা বাতাস পেরিয়ে বাড়ির দিকের পথে যাবার সোজা পথটার ফটকে এসে হাজির হল।

ফটকে পৌঁছেই জেরির মনে একটা খটকা দেখা দিল। দু'একটা কথাও তার মনের মধ্যে ঝিলিক দিল। সে ঘোড়াটাকে থামাল; ঢাক্‌নাটা তুলে সেই ফাঁক দিয়ে তার ফ্যাসফেঁসে গলার আওয়াজটা নিচের দিকে ছুঁড়ে দিল।

"আর এক পাও এগোবার আগে আমি চার ডলার নিজের চোখে দেখতে চাই। সেটা আপনার কাছে আছে তো?"

যাত্রিনী হেসে উঠল। নরম গলায় বলল, "চার ডলার!" নাহে বাপু। আমার কাছে আছে কয়েক পেনি আর একটা বা দুটো ডাইম।"

জেরি ফোকরটা বন্ধ করে যই-খাওয়া ঘোড়াটার পিঠে শপাং করে একটা চাবুক কসাল। ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট্ শব্দেও তার মুখের খিস্তিটা চাপা পড়ল না। তারা-ভরা আকাশের দিকে সে অবিরাম খিস্তি-খেউড় ছুঁড়ে দিতে লাগল। পাশ কাটিয়ে যে সব যান-বাহন চলে যাচ্ছিল তাদের উপরেও চাবুক চালাতে কসুর করল না। সারাটা রাস্তা নতুন নতুন শাপ-শাপান্ত ও নতুন নতুন গাল-মন্দ করতে লাগল। এক ট্রাকের চালক অনেক দেরিতে যাত্রা শুরু করেছিল। বাড়ি ফেরার পথে সেই সব খিস্তি শুনে সে লজ্জায় কানে আঙুল দিল। কিন্তু সেও বুঝতে পারল যে—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। সেও পালিয়ে বাঁচল।

যে বাড়িটার সিঁড়ির পাশে সবুজ আলো জ্বলছিল সেখানে পৌঁছেই জেরি লাগাম টেনে ধরল। গাড়ির দরজাটা সপাটে খুলে এক লাফে মাটিতে নেমে পড়ল।

কড়া গলায় বলায়, "আপনিও নেমে আসুন।"

যাত্রিনী সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এল; ক্যাসিনোর স্বপ্নভরা হাসিটুকু তখনও তার সাদামাঠা ঠোঁটে লেগে আছে। জেরি যাত্রিনীর হাত ধরে টানতে টানতে থানার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ধূসর গোঁফওয়ালা সার্জেন্টটি ডেস্কের ওপার থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। জেরি ও তার গাড়ি—কোনটাই সার্জেন্টের অপরিচিত নয়।

একই ফ্যাসফেঁসে, বেপরোয়া, ঝড়ের মত গলায় জেরি নালিশ জানাল, "সার্জেন্ট, এই যে যাত্রিনীটিকে দেখছেন—"

জেরি থেমে গেল। গিঁট-পাকানো লাল হাতটা তুলে ভুরুটা মুছল। ম্যাক্‌গ্যারি তার মনের উপর কুয়াসার যে জাল বিছিয়ে দিয়েছিল সেটা কেটে যেতে শুরু করেছে।

মুচ্‌কি হেসে সে আবার বলতে শুরু করল, "এই যাত্রীটিকে আপনার কাছে হাজির করতে চাই সার্জেন্ট। ইনি আমার স্ত্রী; আজই সন্ধ্যায় বুড়ো ওয়াল্‌শ্‌-এর বাড়িতে আমি ওকে বিয়ে করেছি। এ কথা ঠিক যে অনেক ভোগান্তি আমাদের উপর দিয়ে গেছে। সার্জেন্টের সঙ্গে কর-মর্দন কর নোরা। তারপরেই আমরা বাড়ি যাব।"

গাড়িতে ওঠার আগে নোরা একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, "আমার কিন্তু সময়টা বেশ ভালই কাটল।"

# ক্ষণিকের আবির্ভাব

## The Brief Debut of Tildy

"বগ্‌ল্‌-এর চপ-ঘর ও পারিবারিক রেস্টুরেন্ট"টা যদি আপনি না চেনেন তো তাতে আপনারই ক্ষতি। আপনি যদি সেই ভাগ্যবানদের একজন হন যারা দামী ডিনার খায় তাহলে আপনার জানা উচিত অপর অর্ধেকেরা কেমন করে পেটমোটা করে খায়। আর আপনি যদি সেই দলের লোক হন যাদের কাছে ওয়েটারদের চেকটা কোন ব্যাপারই নয়, তাহলেও বগ্‌ল্‌-এর দোকানটা আপনার চেনা উচিত, কারণ সেখানে খেতে বসলেই আপনার টাকাটা উসুল হবে—অন্তত পরিমাণে তো বটেই।

"বগ্‌ল্‌"-এর দোকানটা বড়লোকদের পাড়ার সেই বড় রাস্তাটার উপরে যেখানে চলাফেরা করেন ব্রাউন-জোন্স-ও-রবিন্‌সনরা, যার নাম অষ্টম এভেনিউ। ঘরের ভিতর দুই সারি টেবিল পাতা, প্রত্যেক সারিতে ছ'টা করে টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে সাজানো থাকে আচার ও চাটনির শিশি-বোতল এবং আরও অনেক কিছু; অবশ্য লংকার শিশিতে আপনি পাবেন এক রকম স্বাদবিহীন গুঁড়ো মশলা, আর নুনের শিশিতে হয় তো কিছুই পাবেন না।

ক্যাশিয়ারের ডেস্কে বসে বগ্‌ল্‌ নিজে; আপনার কাছ থেকে টাকা-পয়সাটা সেই নেবে। দাঁত-কাঠির স্তূপের আড়ালে সে আপনার ফেরৎ খুঁচরোগুলো গুণবে, আপনার চেকটা ফাইলবন্দী করবে এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত দু'একটা প্রশ্নও আপনাকে করবে। তার বেশি কিছু তার কাছ থেকে আশা করবেন না। আপনি বগ্‌ল্‌-এর বন্ধু নন; আপনি তার একজন সাময়িক খদ্দের মাত্র; তার সঙ্গে আপনার দেখা আর কোন দিন নাও হতে পারে। অতএব আপনার খুচরোটা নিয়ে কেটে পড়ুন। বগ্‌ল্‌-এর রকম-সকমই এই রকম।

বগ্‌ল্‌-এর খদ্দেরদের যা কিছু দরকার তার যোগান দেয় তার দুই পরিচারিকা ও একটি কণ্ঠস্বর। একজনের নাম আইলীন। লম্বা, সুন্দরী, চটপটে, মনোরমা, আর পরিহাস-রসিকা।

অপর পরিচারিকাটির নাম টিল্‌ডি। আপনার আবার "মাটিল্‌ডা" নামটা মনে পড়ে গেল কেন? ভাল করে শুনে রাখুন—টিল্‌ডি—টিল্‌ডি। টিল্‌ডি বেঁটে ও মোটা, সাধারণ মুখশ্রী, আর সকলের মন রাখতে সদাব্যস্ত। শেষের বিশেষণটা মুখস্ত করে রাখুন; ওটা ভুললে চলবে না।

বগ্‌ল্‌-এর দোকানের কণ্ঠস্বরটি অদৃশ্য। স্বরটা ভেসে আসে রান্নাঘর থেকে; তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। অতি সাধারণ কণ্ঠস্বর; খাদ্যবস্তু সম্পর্কে পরিচারিকাদের মুখ থেকে যে সব উচ্ছ্বসিত বাণী নির্গত হয়ে থাকে, সেই কণ্ঠস্বরে তারই ব্যর্থ পুনরাবৃত্তি শোনা যায়।

আমি যদি আবার বলি যে আইলীন সুন্দরী ছিল তাহলে কি আপনি ক্লান্তি বোধ করবেন? যদি সে কয়েক শ' ডলার দামের পোশাক পরে ঈস্টার উৎসবের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে থাকে, আর তখন যদি আপনি তাকে দেখে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেও সেই একই কথা বলবেন।

বগ্‌ল্‌-এর খদ্দেররা ছিল তার কেনা গোলাম। ছ'টা টেবিল ভর্তি লোকের হুকুমমাফিক কাজ সে একই সঙ্গে করতে পারত। যাদের তাড়া থাকত তারাও শুধুমাত্র তার দ্রুত চলাফেরার দৃশ্য এবং তার দেহ সৌষ্ঠবটুকু দেখার আনন্দ উপভোগের জন্যই তাদের ধৈর্যহীনতাকে বাগ মানিয়ে রাখত। যাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে তারাও নতুন করে খাবার চেয়ে নিত যাতে তার মুখের হাসিটুকু আরও কিছুটা সময় দেখা যায়। সেখানকার প্রতিটি মানুষ—আর তারা অধিকাংশই পুরুষ—তার উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করত।

আইলীন একই সঙ্গে একডজন পুরুষের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে পারত—আর সেটা করতও বেশ সাফল্যের সঙ্গেই। তার প্রতিটি হাসি যেন প্রত্যেকটি হৃদয়কে বিদ্ধ করত তাক করে ছোঁড়া গুলির মত। আবার সেই সঙ্গে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে শূকর-মাংস ও মটরশুটি, রোস্ট, প্রভৃতি নানা ধরনের খাদ্যবস্তু অর্ডারমাফিক সরবরাহও করতে পারত। এই রকম সব খাদ্য-পরিবেশন, ফষ্টিনষ্টি, ও রঙ্গ-রসিকতার সাহায্যে বগ্‌ল্‌-এর রেস্টুরেন্টটা প্রায় একটা বড় হোটেলের মর্যাদায় উঠে পড়ল, আর আইলীন হল তার ম্যাডাম রেকামিয়ার।

সাময়িক খদ্দেররা রহস্যময়ী আইলীনকে দেখে মুগ্ধ হত, আর নিয়মিত খদ্দেররা ছিল তার ভক্ত। তাকে নিয়ে স্থায়ী খদ্দেরদের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। প্রতি সন্ধ্যায়ই আইলীনকে কোন একজনের সঙ্গে সময় কাটাতে হত। সপ্তাহে দু'দিন করে কেউ তাকে নিয়ে যেত থিয়েটারে অথবা নাচের আসরে। একটি শক্ত-সমর্থ ভদ্রলোককে সে ও টিল্‌ডি নিজেদের মধ্যে "শূকর" বলে ডাকে; আইলীনকে সে একটা ফিরোজা রংয়ের পাথর-বসানো আংটি উপহার দিয়েছে। "নবাগত" বলে পরিচিত আর এক

মোটর-মিস্ত্রি কথা দিয়েছে যে তার দাদা নতুন কনট্রাক্টটা পেলেই সে তাকে একটা ছোট কুকুরের বাচ্চা উপহার দেবে। আর যে লোকটা সব সময় পাঁজরের ছাট-মাংস ও সব্জি খায় এবং দালাল বলে নিজের পরিচয় দেয়, সে বলেছে তাকে নিয়ে "পার্সিফন"-এ বেড়াতে যাবে।

এই খবরটা টিল্‌ডিকে শোনাবার সময় আইলীন বলেছে, "সে জায়গাটা যে কোথায় তা আমি জানি না, কিন্তু বেড়াতে যাবার পোশাকে একটা সেলাইয়ের ফোঁড় দেবার আগেই বিয়ের আংটিটা আমি হাতে দিতে চাই—আমি ঠিক বলি নি? দেখ, আমি তো মনে করি যে ঠিকই বলেছি!"

কিন্তু টিল্‌ডি?

কাল্‌-এর গল্প-গুজবে ভরা ও বাঁধাকপির গন্ধে মাতোয়ারা রেস্টুরেন্টে একটা বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হল। টিল্‌ডির নাকটা খেঁদা, মাথার চুল খড়ের মত, গায়েব চামড়া কুঁচকে গেছে, শরীরটা পেট-মোটা; তার গুণকীর্তন করার কেউ নেই। সে যখন রেস্টুরেন্টের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় তখন একমাত্র ক্ষুধাতুরের চোখে তাকানো ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিতে সে তার দিকে একবারও তাকায় না। কেউ তার সঙ্গে একটু রঙ্গ-তামাসাও করে না। কেউ তাকে কখনও একটা ফিরোজা রংয়ের পাথর বসানো আংটি উপহার দেয় নি, অথবা রহস্যময় সুদূর "পার্সিফন"-ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানায় নি।

টিল্‌ডি ভাল পরিচারিকা; পুরুষ খদ্দেররা তাকে মেনেও নিত। যারা তার টেবিলে খেতে বসত তারা খাবারের বিল নিয়েই তার সঙ্গে কথা বলত; আর তারপরেই জোর গলায় মিষ্টি-মিষ্টি কথাগুলি বলত সুন্দরী আইলীনকে লক্ষ্য করে। দূর থেকে টিল্‌ডিকে আসতে দেখলেই তারা যেন যার যার আসনে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে; আর আইলীন-এর রূপের ছোঁয়া লাগলেই মাংস ও ডিমের স্বাদ-গন্ধই যেন সুরভি ছড়াতে থাকে।

আইলীন-এর বেলায় জোটে কেবল স্তাবকতা আর প্রশংসা, আর টিল্‌ডির দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। খেঁদা নাকের মেয়েটি কিন্তু ভালবাসে বেঁটে গ্রীকটিকে। সে আইলীন-এর বন্ধু; তবু সে যে সব পুরুষের হৃদয় জয় করে নেয়, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা দেখেই সে সুখ পায়। কিন্তু আমাদের এই কুঁচকানো চামড়া আর খড-রংয়ের চুলের মেয়েটির অন্তরের অন্তস্তলেও একটি রাজপুত্র বা রাজকন্যার স্বপ্ন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

একদিন সকালে আইলীন যখন কাজে এল তখন তার চোখে একটা ছড়ে-যাওয়া ক্ষতের দাগ দেখা গেল। সেটা টিল্‌ডির চোখ এড়াল না।

আইলীন ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে বলল, "আরে ভাই, কাল রাতে টোয়েন্টি-থার্ড এবং সিক্সথ্‌-এ আমার বাড়ি ফিরছিলাম। একটা লোক আমার পিছু নিল। আমি পত্রপাঠ তাকে ফিরিয়ে দিলাম, আর সেও কেটে পড়ল। কিন্তু এইট্রিস্থ পর্যন্ত আমার পিছু ছাড়ল না। আবার ঝঞ্ঝাট শুরু করল। বটে! দিলাম কসে এক চড়—একেবারে

গালের উপর। তারপর সেই আমার চোখের এই দশাটি করল। খুব খারাপ দেখাচ্ছে কি টিল? দশটার সময় মিঃ নিকল্‌সন যখন চা ও টোস্ট খেতে আসবেন তখন এটা তার চোখে পড়ে যাবে ভাবতেও খারাপ লাগছে।"

টিল্‌ডি নিঃশ্বাস বন্ধ করে এই সাহসিক অভিযানের কথা মন দিয়ে শুনল। আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ মানুষ তার পিছু নেয় নি। চব্বিশ ঘণ্টার যে কোন সময়ে সে নিরাপদে বাইরে চলা-ফেরা করতে পারে। একটা পুরুষ মানুষ তোমার পিছু নিল আর ভালবাসার জন্য চোখটাতে কাল্‌সিটে ফেলে দিল—আঃ! সে যে কী মজার ব্যাপার!

কাল্‌-এর খদ্দেরদের মধ্যে একটি যুবক ছিল। তার নাম সীডাস; একটা লণ্ড্রির আপিসে কাজ করে। মিঃ সীডার্স-এর শরীরটা শুকনো; মাথায় পাতলা চুল; মনে হয় সম্প্রতি তাতে কলপ লাগিয়েছে। আইলীন-এর নজর কাড়ার আশা করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত; অতএব সাধারণত সে টিল্‌ডির একটা টেবিলেই বসে এবং চুপচাপ সিদ্ধ-করা মাছ খায়।

একদিন ডিনার খেতে এসে মিঃ সীডার্স বীয়ার খেতে লাগল। তখন রেস্টুরেন্টে দু'তিনটি মাত্র খদ্দের ছিল। মাছসিদ্ধ খাওয়া শেষ হলে সে উঠে দাঁড়াল, টিল্‌ডি-র কোমরটা জড়িয়ে ধরল, নির্লজ্জের মত সশব্দে তাকে চুমো খেল, হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় নেমে গেল, লণ্ড্রির দিকে মুখ ফিরিয়ে আঙুল মটকাল, তারপর "প্রমোদ মেলা"-য় ঘুরনো-যন্ত্রে পেনি ছুঁড়ে মারার খেলায় যোগ দিতে চলে গেল।

বেশ কিছু সময় টিল্‌ডি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই সে শুনতে পেল তার দিকে আঙুলটা বাঁকিয়ে আইলীন বলছে:

"আরে টিল, তুমি তো ভারী দুষ্টু মেয়ে! আর তোমার আস্পর্দা তো খুব বেড়েছে! এই প্রথম বুঝলাম যে তুমি আমার খদ্দের ভাঙাতে শুরু করেছ। এবার থেকে তো তোমার উপর চোখ রাখতে হবে সুন্দরী।"

টিল্‌ডির বুদ্ধিটা যেন হঠাৎ খুলে গেল; সে একটি নতুন মানুষ হয়ে গেল। এক লহমায় একটি অসহায় হীন স্তাবক থেকে সে হয়ে উঠল শক্তিময়ী আইলীন-এর সমকক্ষ। নিজেই হয়ে উঠল এক মনোহারিণী, কামদেবের রতি। তার কটিতট হয়ে উঠল মানুষের কামনার বস্তু; তার ঠোঁট দুটি সকলের বাঞ্ছিত স্বর্গ। সীডার্স-এর মত হঠাৎ পাওয়া এক প্রেমিক যেন একটা দিনের ইস্ত্রি চালিয়েই তাকে নিয়ে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। তার গায়ের অসুন্দর কুৎসিত আবরণটাকে খুলে ফেলেছে, সেটাকে ধুয়েছে, শুকিয়েছে, মাড় দিয়েছে, ইস্ত্রি করেছে, তারপর পরিয়ে দিয়েছে—ভেনাস-এর এক রাজকীয় পোশাক যেন।

টিল্‌ডির গালের শুকনো ভাঁজগুলোতে ফুটে উঠেছে গোলাপের আভা। তার দুটি উজ্জ্বল চোখ থেকে যেন উঁকি দিচ্ছে "সার্সি" ও "সাইকি"। আইলীনকেও কেউ কখনও প্রকাশ্য রেস্টুরেন্টের মধ্যে আলিঙ্গন করে নি, চুমো খায় নি।

এই আনন্দময় গোপন ব্যাপারটাকে টিল্‌ডি প্রকাশ না করে পারল না। খদ্দেরদের ভিড় কমে গেলে সে বগ্‌ল্‌-এর ডেস্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখদুটো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল; সে চেষ্টা করল যাতে তার কথাগুলো উদ্ধত ও গর্বিত না শোনায়।

"একটি ভদ্রলোক আজ আমাকে অপমান করেছে," সে বলতে লাগল। "কোমর জড়িয়ে ধরে আমাকে চুমো খেয়েছে।"

"তাই নাকি?" বগ্‌ল্‌ বলে উঠল "এই সপ্তাহের পর থেকে তুমি সপ্তাহে এক ডলার করে বেশি পাবে।"

পরবর্তী দফায় খাবারের সময় তার পরিচিত খদ্দেররা খেতে বসলে সে প্রত্যেককে জনে-জনে বলতে লাগল:

"আজ একটি ভদ্রলোক এই রেস্টুরেন্টের মধ্যেই আমাকে অপমান করেছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছে।"

যারা খেতে বসেছিল তারা এই খবরটাকে নানা ভাবে নিল—কেউ বিশ্বাসই করল না, কেউ তাকে অভিনন্দন জানাল; আবার অন্যরা তাকে লক্ষ্য করে সেই সব বাঁকা মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে লাগল যা এতদিন একমাত্র আইলীন-এর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হত। টিল্‌ডির বুকের মধ্যে যেন ঢেউ উথ্‌লে উঠল; সে যেন দেখতে পেল, যে ধূসর সমতলে সে এতদিন হেঁটে এসেছে তারই দিগন্তে বুঝি শেষ পর্যন্ত আবির্ভূত হয়েছে প্রেমের সুবর্ণ দেউল।

দু'দিনের মধ্যে মিঃ সীডার্স আর এল না। সেই সময়ের মধ্যেই টিল্‌ডি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন একটি নারীর আসনে যাকে সকলেই কামনা করে। সে নতুন ফিতে কিনে আনল, আইলীন-এর মত শক্ত করে চুল বাঁধল; কোমরটাকে কষে বেঁধে দুই ইঞ্চি ছোট করল। একটা লোমহর্ষক কিন্তু খুশিতে ভরা ভয় তাকে পেয়ে বসল যে মিঃ সীডার্স হঠাৎ ছুটে এসে তাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করবে। নিশ্চয় সে তার প্রেমে একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে; আর আবেগপ্রবণ প্রেমিকরা সব সময়ই ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে যায়।

আইলীনকেও তো কেউ পিস্তল দিয়ে গুলি করে নি। আর তখনই টিল্‌ডির মনে আশা জাগল যে সীডার্সও তাকে গুলি করবে না, কারণ সে তো সর্বদাই আইলীন-এর ভক্ত ছিল; বন্ধুকে ছাড়িয়ে উপরে উঠতে সে চায় না।

তৃতীয় দিন বিকেল চারটের সময় মিঃ সীডার্স ভিতরে ঢুকল। টেবিলে একটি খদ্দেরও ছিল না। রেস্টুরেন্টের পিছনের দিকে টিল্‌ডি সরষের পাত্রগুলি নতুন করে ভরছিল, আর আইলীন মটর শুঁটিগুলোকে চার টুকরো করে কাটছিল। মিঃ সীডার্স হাঁটতে হাঁটতে তাদের কাছে এগিয়ে গেল।

টিল্‌ডি চোখ তুলেই তাকে দেখতে পেল; ভয়ে আঁতকে উঠে সে সরষের চামচটা বুকের উপর চেপে ধরল। তার চুলে একটা লাল "বো" করা ছিল; গলায় ছিল নীল পুতির একটা নেকলেস; তার সঙ্গে ঝুলছিল হৃদয়ের প্রতীক স্বরূপ একটা রূপোর লকেট।

মিঃ সীডার্সের মুখটা লাল হয়ে উঠল; সে বিচলিত হয়ে পড়ল। একটা হাত ঢুকিয়ে দিল হিপ-পকেটে, আর অন্য হাতটা ঢুকিয়ে দিল একটা তাজা লাউ-পিঠের মধ্যে।

"মিস্ টিল্ডি," সে বলতে লাগল, "সেদিন সন্ধ্যায় আমি যা করেছি সেজন্য আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন আমি মদে একেবারে চুর হয়ে ছিলাম, অন্যথায় এমন কাজ আমি করতাম না। মাথা ঠিক থাকলে কোন মহিলার প্রতি এমন আচরণ আমি করতাম না। সুতরাং আমি আশা করি মিস্ টিল্ডি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং বিশ্বাস করবেন যে আমি কি করছি সে জ্ঞান যদি তখন আমার থাকত, আমি যদি তখন মদে চুর হয়ে না থাকতাম, তাহলে এ-কাজ আমি করতাম না।"

এই চমৎকার অজুহাতটি শুনিয়েই মিঃ সীডার্স মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

কিন্তু পর্দার আড়ালে মাখনের টুকরো ও কফির পেয়ালাগুলোর মধ্যেই একটা টেবিলের উপর শটান শুয়ে পড়ে টিল্ডি তখন কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে—যে সমতল ভূমিতে খেঁদা নাক ও খড়-রংয়ের চুলওয়ালা মানুষগুলোর দৈনন্দিন পথ-চলা সেখানেই সে আবার ফিরে এসেছে। চুলের বিনুনী থেকে লাল "বো"টাকে ছিঁড়ে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সীডার্সকে সে পুরোপুরি ঘেন্না করে; তার চুম্বনকে সে গ্রহণ করেছিল এমন একজন অগ্রপথিক ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রাজপুত্রের চুম্বন হিসাবে যে তার সামনে খুলে দিতে পারত রূপকথার দেশের সিংহ-দ্বার। কিন্তু চুম্বনটি ছিল নেহাৎই এক মাতালের চিন্তাহীন কাণ্ড। এখন থেকে আবার তাকে জীবন কাটাতে হবে এক "ঘুমন্ত রূপসী" হয়েই।

তবু সব কিছু তো শেষ হয়ে যায় নি। আইলীন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে, মাখনের টুকরোর মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে সে পেয়ে গেল তার বন্ধুর হাতের উষ্ণ স্পর্শ।

সব কিছু না বুঝেই আইলীন বলল, "তুমি ভেঙে পড়ো না টিল। ওই গোমড়া-মুখো সীডার্স-এর জন্য কিসের এত দরদ তোমার! ও একটা ভদ্দরলোকই নয়; ওকে কোন দিন ক্ষমা করো না।"

# সাজানো সেঁজুতি

১৯০৭

The Trimmed Lamp

# সাজানো সেঁজুতি

## The Trimmed Lamp

প্রশ্নটার দুটো দিক আছে। অন্য দিকটার কথাই ধরা যাক। "শপ-গার্ল" কথাটা প্রায়ই শোনা যায়। "শপ-গার্ল" বলে কেউ নেই। এমন অনেক মেয়ে আছে যারা দোকানে চাকরি করে। সেই পথেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু তাদের জীবিকাকেই কেন তাদের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে? আমাদের সঠিক বিচার করতে হবে। ফিফ্‌থ্‌ এভেনিউতে যে সব মেয়ে বাস করে তাদের তো আমরা "ম্যারেজ-গার্ল" বলি না।

লু ও ন্যান্‌সি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাড়িতে যথেষ্ট খাবার জুটত না বলেই তারা শহরে এসেছিল কাজের খোঁজে। ন্যান্‌সির বয়স তখন উনিশ; লু-র বয়স কুড়ি। দু'জনই সুশ্রী, কর্মঠ গ্রামের মেয়ে; রঙ্গমঞ্চে নামার আকাঙ্খা কারও ছিল না।

একদিন ভাগ্যই তাদের জুটিয়ে দিল একটা সস্তা কিন্তু ভদ্রগোছের বোর্ডিং-হাউস। দু'জনই চাকরি পেয়ে গেল; মাস-মাস মাইনেও পেতে লাগল। দু'জন বন্ধুই রয়ে গেল। এই ঘটনার ছ'মাস পরে তাদের সঙ্গে আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। অপ্রয়োজনে নাক-গলানো পাঠক; আমার দুই বান্ধবী মিস্‌ ন্যান্‌সি ও মিস্‌ লু। তাদের সঙ্গে কর-মর্দন করতে করতেই লক্ষ্য করুন—বেশ সাবধানে—তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। হ্যাঁ, সাবধানে; কারণ ঘোড়-দৌড়ের মাঠে বক্সে বসে-থাকা মহিলাদের মতই তাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে তারাও আপত্তি করতে পারে।

একটা হাতে-চালানো লণ্ড্রিতে লু ঠিকে-হিসাবে ইস্ত্রির কাজ করে। তার পরনে একটা বে-মাপের লাল পোশাক; টুপির পালকটা চার ইঞ্চি বেশি লম্বা, কিন্তু উদ্বিড়ালের সাদা লোমে তৈরি তার মাফ্‌লার ও স্কার্ফের দাম ২৫ ডলার। তার গালে গোলাপি আভা, আর ফিকে নীল চোখ দুটি উজ্জ্বল। সন্তোষ যেন তার সারা দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে।

ন্যান্‌সিকে আপনি তো শপ-গার্লই বলবেন—কারণ সেটাই আপনার অভ্যাস। জগৎ-সংসারে "টাইপ" বলে কিছু নেই; কিন্তু একটা পথভ্রষ্ট যুগ সব সময় "টাইপ" খুঁজে বেড়ায়। অতএব "টাইপ"-এরই একটা বিবরণ দিচ্ছি। কপালের দিকটা খাড়া

উঁচু করে চুলটাকে পিছনের দিকে টেনে বাঁধা। স্কার্টটা বাজে কাপড় দিয়ে তৈরি, কিন্তু চমকটা ঠিকই আছে। বসন্ত কালের কড়া হাওয়াতেও পোশাকে লোমের সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। তার চোখে-মুখে একটা "শপ-গার্ল"-এর ভাবভঙ্গীই যেন ফুটে উঠেছে। তার দৃষ্টিতে বঞ্চিত নারীত্বের বিরুদ্ধে নীরব অথচ ঘৃণিত বিদ্রোহের প্রকাশ; তাতে আরও আছে আসন্ন প্রতিশোধের আভাস। যখন সে হো-হো করে হেসে ওঠে তখনও সেটা ঢাকা পড়ে না। সেই একই দৃষ্টি দেখা যায় রাশিয়ার চাষীদের চোখেও; আর গেব্রিয়েল যেদিন আমাদের ধ্বংস করতে আসবে সেদিন যারা বেঁচে থাকবে, তারা তার চোখেও সেই একই দৃষ্টি দেখতে পাবে। সে দৃষ্টি দেখে পুরুষ মানুষের লজ্জা পাওয়া উচিত; কিন্তু তারা ঠাট্টার হাসি হাসে, সুতোয় বাঁধা ফুলের তোড়া তাদের দিকে ছুড়ে দেয়।

এবার আপনি টুপিটা খুলে চলে আসুন; আসার সময় লু হেসে বলবে "আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে", আর ন্যান্‌সিও মিষ্টি হাসি দিয়ে তার ঠোঁটের ঠাট্টার ভঙ্গিটাকে ঢেকে দেবে।

দু'জনই মোড়ে দাঁড়িয়ে ডান-এর জন্য অপেক্ষা করছিল। ডান ছিল লু-র বাধা খদ্দের। বিশ্বস্ত? না, ঠিক তা নয়; যখন যেমন জুটে যায়—এই রকম আর কি।

"তোমার শীত করছে না ন্যান্‌সি?" লু বলল। "তুমি কেমন মেয়ে যে সপ্তাহে ৮ ডলার মাইনেতে ওই পুরনো দোকানের কাজ করছ? গত সপ্তাহে আমি আয় করেছি ১৮.৫০ ডলার। অবশ্য ইস্ত্রি করার কাজটা দোকানে দাঁড়িয়ে ফিতে বিক্রি করার মত সহজ কাজ নয়, কিন্তু ও-কাজে পয়সা আছে। আমরা যারা ইস্ত্রির কাজ করি তারা কেউই ১০ ডলারের কম কামাই না। আর কাজটা যে কিছু কম সম্মানজনক তা আমি মনে করি না।"

নাক উঁচিয়ে ন্যান্‌সি বলল, "তা পেতে পার। আমার সপ্তাহে আট ডলার আর একটা শোবার হল-ঘরই ভাল। ভাল পরিবেশে ভাল লোকের সঙ্গে থাকতেই আমি ভালবাসি। আর ভেবে দেখ, কি রকম একটা সুযোগ আমি পেয়ে গেছি! আরে, এই তো সেদিন আমাদের দস্তানা বিভাগের একটি মেয়ে বিয়ে করল পিট্‌স্‌বুর্গ-এর একটি লোককে—একজন ইস্পাতের মিস্ত্রি, বা কামার, বা ঐ রকম একটা কিছু। এক সময় আমিও একজনকে পাকড়াও করে ফেলব। নিজের গুণকীর্তন করছি না; কিন্তু সম্পন্ন কাউকে পেলেই ঝুলে পড়ব। একটা লণ্ড্রির মেয়ের কপালে আর কি জুটবে?"

"কেন? ওখানেই তো ডান-এর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল," লু বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বলল। "রবিবারে শার্ট ও কলার ইস্ত্রি করতেই সে এসেছিল, আর প্রথম বোর্ডেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল; আমি তখন ইস্ত্রি করছিলাম। আমরা সকলেই প্রথম বোর্ডে কাজ করতে চেষ্টা করি। এলা ম্যাগিনিস সেদিন অসুস্থ ছিল, আর তার জায়গাতেই আমি কাজ করছিলাম। সে বলেছে, আমার হাতের উপরেই প্রথম তার চোখ পড়েছিল; কী সুন্দর গোলগাল আর সাদা দুটো হাত। আমার

হাতের আস্তিন দুটো গোটানো ছিল। তাদের চাল-চলন দেখলেই চেনা যায়। তারা কাপড়-চোপড় নিয়ে আসে সুটকেসে ভরে; দরজাটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ খুলে ফেলে।"

"আচ্ছা লু, তুমি এ রকম একটা কোমর-বন্ধ পরে থাক কেমন করে?" ভারী চোখের পাতায় ঘৃণার মধুমাখা দৃষ্টি হেনে ন্যান্‌সি বলে উঠল। "কী বাজে পছন্দ তোমার।"

ক্ষোভে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে লু জবাব দিল, "এই কোমর-বন্ধটা। কেন, আমি তো এটার দাম দিয়েছি ১৬ ডলার। এটার দাম হওয়া উচিত পঁচিশ ডলার। একটি মহিলা এটা রেখে গিয়েছিল ইস্ত্রি করার জন্য, আর ফেরৎ নিতে আসে নি। মালিকই ওটা আমাকে বেচে দিলেন। আগাগোড়া হাতে কাজ-করা। বরং তুমি যে বিশ্রী দেখতে সাদামাঠা কোমর-বন্ধটা পড়েছ সেটার কথাই বল।"

ন্যান্‌সি শান্ত গলায় বলল, "এই বিশ্রী, সাদামাঠা বস্তুটি আমি বানিয়েছি মিসেস ভ্যান এল্‌স্টাইন ফিশার-এর কোমর-বন্ধটা দেখে। মেয়েরা বলেছে, গত বছর এটা বানাতে স্টোর থেকে বিল পাঠানো হয়েছিল ১২,০০০ ডলারের। আমারটা আমি নিজের হাতেই বানিয়ে নিয়েছি। আমার খরচ পড়েছে ১.৫০ ডলার। দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে তুমি বলতেই পারবে না কোন্‌টা আমার আর কোন্‌টা তার।"

এবার লু সহজভাবেই বলল, "ঠিক আছে, তুমি যদি উপোস করে থেকে বড়লোকি চাল দেখাতে চাও তো দেখাও। আমি কিন্তু আমার নিজের কাজই চালিয়ে যাব আর ভাল মাইনেও উপার্জন করব; আর সারা দিন খাটুনির পর আমার সাধ্যে যা কুলোবে সেই রকম ফ্যান্সি ও ভাল পোশাকই কিনে পরব।"

ঠিক তখনই ডান এসে হাজির হল—গম্ভীর প্রকৃতির যুবক, পরনে রেডি-মেড নেক-টাই; নিজে একজন ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি, সপ্তাহে উপার্জন ৩০ ডলার। রোমিওর মত বিষণ্ন চোখে সে লু-র দিকে তাকাল; তার মনে হল, লু-র কাজ-করা কোমরবন্ধটা যেন এমন একটা মাকড়শার জাল যাতে ধরা পড়তে যে কোন পতঙ্গ সানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

"আমার বন্ধু মিঃ ওয়েন্স—মিস্ ডানফোর্থ-এর হাতে হাত মেলাও," লু বলল।

হাতটা বাড়িয়ে ডান বলল, "আপনার পরিচয় জেনে খুব খুশি হলাম মিস্ ডানফোর্থ। লু মাঝে মাঝেই আপনার কথা বলে।"

নিজের ঠাণ্ডা আঙুলের ডগা দিয়ে ডান-এর আঙুলের ডগাগুলি ছুঁয়ে ন্যান্‌সি বলল, "ধন্যবাদ! তার মুখে আপনার কথাও অনেকবার শুনেছি।"

লু ফিক্-ফিক্ করে হেসে উঠল।

প্রশ্ন করল, "আচ্ছা ন্যান্‌সি, মিসেস ভ্যান এল্‌স্টাইন ফিশার-এর সঙ্গেও কি তুমি এই ভাবে করমর্দন করেছ?"

"যদি করেও থাকি তাহলেও তুমি নিরাপদে সেটার অনুকরণ করতে পার," ন্যান্‌সি জবাব দিল।

"ও হো, এ হাত দিয়ে আমি তো তা করতেই পারি না। ও রকম স্টাইল করা আমার দ্বারা হবে না। এ ধরনের বড় মাপের করমর্দন করতে হলে আঙুলে হীরের আংটি থাকা চাই। সে রকম কয়েকটা জোগাড় করে নিই, তারপর চেষ্টা করে দেখব।"

ন্যান্‌সি বিজ্ঞের মত বলল, "আগে একটা শিখে নাও, তাহলেই আংটি পাওয়া সহজ হবে।"

স্মিত হাসিটি সব সময় ডান-এর মুখে লেগেই থাকে। সে বলে উঠল, "আপনাদের এই তর্ক মেটাতে আমি একটা প্রস্তাব করছি। আপনাদের দু'জনকেই টিফানি-র দোকানে নিয়ে গিয়ে তর্কটা মিটিয়ে ফেলার ক্ষমতা আমার নেই; সে-ক্ষেত্রে সবাই মিলে একটা রঙ্গ-নাটিকা দেখতে গেলে কেমন হয়? আমার কাছে টিকিট আছে। আসল হীরের আংটি পরে যখন করমর্দন করতে পারছি না তখন রঙ্গমঞ্চের হীরের আংটি দেখতে গেলে কেমন হয়?"

একদিকে অনুগত ভদ্রলোকটি; তার পাশে লু, সুন্দর ঝল্‌মলে পোশাকে সে যেন একটি ছোট্ট ময়ূরী; ন্যান্‌সি পিছনে; একহারা চেহারা, পরিচ্ছন্ন পোশাক। এই ভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা রঙ্গশালার খোঁজে এগিয়ে চলল।

বড় বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোরকে কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেবে একথা আমি মনে করি না। কিন্তু ন্যান্‌সি যেখানে চাকরি করত সেটা তার কাছে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই সমগোত্রীয়। তার চারদিকে এমন সব সুন্দর সুন্দর জিনিস সাজানো থাকে যা সুরুচি ও সুস্থ সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে। তুমি যদি একটা বিলাসের আবহাওয়ায় বাস কর তাহলে তোমাকে বিলাসী হতেই হবে; তার জন্য টাকাটা তুমিই দাও আর অন্য কেউ দিক।

যাদের কাছে সে জিনিসপত্র বিক্রি করে তাদের বেশির ভাগই মহিলা; তাদের সাজ-পোশাক, চাল-চলন ও সামাজিক মর্যাদা সব কিছুই মানদণ্ড হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। তাদের কাছ থেকেই ন্যান্‌সি সব কিছু শিখেছে—তার মানে প্রত্যেকের কাছ থেকেই সে সেরা শিক্ষাটি নিয়েছে। কারও কাছ থেকে শিখেছে অঙ্গভঙ্গি, কারও কাছ থেকে ভুরুটাকে সবাক করে তুলে ধরা, আর অন্যান্যের কাছ থেকে এক ধরনের হাঁটা, টাকার থলিটা ঝুলিয়ে চলা, হাসিমুখে বন্ধুকে আপ্যায়ন করা, নিম্নস্তরের লোকদের সঙ্গে কথা বলা। তার সবসেরা প্রিয় আদর্শ মহিলা মিসেস ভ্যান এল্‌স্টাইন ফিশার-এর কাছে সে শিখে নিয়েছে একটা নরম, চাপা কণ্ঠস্বর যা রূপোর মতই স্বচ্ছ আর বুল্‌বুল্‌ পাখির মতই সুস্পষ্ট। সামাজিক সুরুচি ও সদাচারের এই শিহরিত আবহাওয়ায় বাস করার ফলে তার একটা গভীরতর পরিণতিকে এড়িয়ে চলাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ভাল অভ্যাসকে যেমন ভাল নীতির চাইতে বড় বলে মনে করা হয়ে থাকে, সেই রকম হয়তো বা সদাচারও সৎ অভ্যাসের চাইতে বড়। বাবা-মার কাছ থেকে যে শিক্ষা তুমি পেয়ে এসেছ সেটা হয়তো তোমার নব্য ইংলণ্ড-এর বিবেককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু সোজা পিঠওয়ালা একটা চেয়ারে বসে তুমি যদি চল্লিশ বার "ত্রিশির কাঁচ ও তীর্থযাত্রী" কথাটা জপ করতে

পার তাহলে শয়তানও তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচবে। আর ন্যানসিও যখনই ভ্যান এল্স্টাইন ফিশার-এর সুরে কথা বলে তখনই তার হাড়ের ভিতরে যেন "ভদ্রতার দায়বদ্ধতা"র শিহরণ খেলে যায়।

সেই ডিপার্টমেন্টাল স্কুলে শিক্ষালাভের আরও একটা উৎস ছিল। যখনই দেখবেন তিন বা চারটি শপ-গার্ল এক জায়গায় জড় হয়ে অর্থহীন আলোচনার সঙ্গে তারের ব্রেস্লেটের ঝুনঝুনানিও মিশিয়ে দিচ্ছে তখন মনেও করবেন না যে এথেল্ কোন্ ফ্যাশনে চুল বাঁধে তার সমালোচনা করার জন্যই তারা সেখানে সমবেত হয়েছে। এই সব আলোচনা থেকেই ন্যান্সি আত্মরক্ষার কৌশলগুলো শিখেছিল ; আর মেয়েদের বেলায় সফল আত্মরক্ষা মানেই জয়লাভ।

ডিপার্টমেন্ট স্টোরের পাঠক্রম বহুধা-প্রসারিত। হয়তো আর কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেয়েদের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছবার এতটা উপযুক্ত করে তুলতে পারে না—সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে বিয়ের লটারিতে পুরস্কারটা জিতে নেওয়া।

স্টোরে তার কর্মস্থানটি ছিল খুবই সুবিধাজনক। গানের ঘরটা ছিল খুবই কাছে। ফলে শ্রেষ্ঠ সুরকারদের সুরলহরী শুনে শুনে সেগুলো সে রপ্ত করে ফেলল।

অন্য মেয়েরা অচিরেই ন্যান্সির এই উচ্চাকাঙ্খার কথাটা জেনে ফেলল। ফলে বর হবার মত পুরুষ মানুষকে তার কাউন্টারের কাছে যেতে দেখলেই তারা ন্যান্সিকে ডেকে বলত, "ওই তোমার কোটিপতি আসছে ন্যান্সি।" পুরুষ মানুষদের এই একটা স্বভাব যে সঙ্গের মেয়েরা যখনই কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখনই তারা রুমালের কাউন্টারের কাছে ঘুর্ ঘুর্ করে আর ক্যাম্ব্রিকের চার-কোণা টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। ন্যান্সির কৃত্রিম বড়মানুষী চাল আর সত্যিকারের রূপের একটা আকর্ষণ ছিল। এইভাবে অনেক পুরুষ মানুষই তার কাছে এসে ভিড় জমাত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোটিপতি হতেও পারে; বাকিরা নিশ্চয়ই বড়লোকের অনুকরণকারী বাঁদর বিশেষ। ন্যান্সি তাদের দুই দলের পার্থক্যটা বুঝতে শিখেছিল। রুমালের কাউন্টারের শেষপ্রান্তে একটা জানালা ছিল; তার ভিতর দিয়ে ন্যান্সি দেখতে পেত, নিচের রাস্তায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে স্টোরের ক্রেতাদের প্রতীক্ষায়। সেই দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে শিখল যে গাড়িগুলো যেমন আলাদা-আলাদা হয়, তেমনই গাড়ির মালিকরাও আলাদা-আলাদা অর্থাৎ ছোট-বড় হয়।

একবার একটি সুপুরুষ ভদ্রলোক চার ডজন রুমাল কিনে ফেলল আর কাউন্টারে দাঁড়িয়েই ন্যান্সির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে বেশ জমিয়ে তুলল। সে চলে যেতেই একটি মেয়ে বলে উঠল: "ব্যাপার কি নান্স্, তুমি যে লোকটিকে পাত্তাই দিলে না? ওকে দেখে তো বেশ মালদার বলেই মনে হল।"

ঠাণ্ডা, মিষ্টি, নৈর্ব্যক্তিক, ভ্যান এল্স্টাইন-সুলভ হাসি হেসে ন্যান্সি বলল, "ওই লোকটা? ওকে খাতির করতে আমার বয়েই গেছে। বাইরে একে গাড়ি চালিয়ে আসতে দেখেছি। একটা ১২ অশ্ব-শক্তির যন্ত্র আর একজন আইরিশ শোফার! আর লোকটা কোন্ ধরনের রুমালগুলো কিনল তাও তো দেখলে—রেশমি! আর নকল কাপড়ের পোশাক। আমি চাই খাঁটি মাল। কানা মামার চাইতে নাই-মামাও ভাল।"

স্টোরে দুটি "রুচিশীলা" মহিলা কাজ করত—তাদের কিছু মালদার ভদ্রলোক বন্ধু ছিল; তারা তাদের সঙ্গেই মাঝে মাঝে ডিনার খেতে যেত। একদিন তারা ন্যান্‌সিকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। ডিনারের ব্যবস্থা করা ছিল একটা সুদৃশ্য কাফেতে; সেখানকার খাবার টেবিলগুলো নববর্ষের সন্ধ্যার জন্য অগ্রীম বুক করা হয়ে যেত এক বছর আগে। সঙ্গে ছিল দুটি "ভদ্রলোক বন্ধু"—একজনের মাথায় একটি চুলও ছিল না—যারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে তাদের মাথার চুল উঠে যায় এটা আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি; অপরজন একটি যুবক; সে যে বড়লোক আর সৌখিন রুচির মানুষ সেটা দুটো কারণে বোঝা যায়—সে হলফ্ করে বলল যে সবগুলি মদের বোতলই কর্ক-আঁটা ছিল; এবং তার জামার কাফ-লিংক দুটো ছিল হীরের। এই যুবকটি ন্যান্‌সির প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করল। তার রুচিবোধ তাকে শপ-গার্লদের দিকেই টেনে নিয়ে গেল; আর এক্ষেত্রে তার নিজস্ব উপরতলার জগতের কথাবার্তা ও চাল-চলনের সঙ্গে যুক্ত হল ন্যান্‌সির মত মেয়েদের খোলামেলা আকর্ষণ। অতএব পরের দিনই যুবকটি স্টোর-এ এসে হাজির হল এবং হেম-সেলাই করা, কড়া মাড় দেওয়া একবাক্স আইরিশ রুমাল কেনার ফাঁকে তাকে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। ন্যান্‌সি সে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করল। দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে সাজগোজ-করা একটি মেয়ে চোখ ও কান খাড়া করে সবই দেখল, সবই শুনল। ভদ্রলোক চলে যাবার পরে সে তীব্র গালাগালি ও চেঁচামেচি করে ন্যান্‌সিকে একেবারে পাগল করে তুলল:

"তুমি কী রকম বোকা মেয়ে গো! ওই লোকটা তো কোটিপতি—স্বয়ং বুড়ো ভ্যান স্কিট্‌ল্‌স্-এর ভাগ্নে। সেই ভাবেই তো কথাও বলল। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নান্‌স্?"

"তাই বুঝি?" ন্যান্‌সি বলল। "ওর কথামত কাজ করি নি, তাই না? ও লোকটা যে কোটিপতি নয় সেটা তোমারও বোঝা উচিত ছিল। বছরে কুড়ি হাজার ডলারের যে পারিবারিক ভাতা ও পায় কেবল মাত্র সেই টাকাটাই ও খরচ করতে পারে। সেদিন রাতে খেতে বসে টাক-মাথা ভদ্রলোকটি তো সেই কথাই ওকে শোনাচ্ছিল।"

সাজগোজ-করা মেয়েটি আরও কাছে এসে চোখ কুঁচকে ন্যান্‌সির দিকে তাকাল।

কর্কশ গলায় ন্যান্‌সিকে জিজ্ঞাসা করল, "বল, তুমি কি চাও? এটাই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তুমি কি একটি মরমোন হতে চাও, আর রকফেলার, গ্ল্যাড্‌স্টোন ডোরি, স্পেনের রাজা, অথবা ঐ দলের কাউকে বিয়ে করতে চাও?"

ন্যান্‌সি একটু লাল হয়ে উঠল। তবু ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে বলতে লাগল, "এটা ঠিক টাকার কথা নয় ক্যারি। সেদিন রাতে ডিনার খেতে বসে ওর বন্ধুটি ওর মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলেছিল। একটা মেয়েকে কথা দিয়েও ও তাকে থিয়েটারে নিয়ে যায় নি। দেখ, মিথ্যেবাদীকে আমি সহ্য করতে পারি না। সব কিছু মিলিয়ে—ওকে আমার পছন্দ নয়। বাস, মিটে গেল। যেদিন নিজেকে বিকিয়ে দেব, সেদিন দরকষাকষি করব না। আমি যাকে চাই তাকে, আর যাই হোক, মানুষের মত মানুষ হতে হবে।

হ্যাঁ, আমি এমন একজনকেই খুঁজছি যে কেবল খেলনা ব্যাংকের মত ঠং-ঠং করে টাকাই বাজায় না; যে কোন সত্যিকারের কাজের মানুষ।"

"হাসপাতালের ওয়ার্ডই তোমার উপযুক্ত জায়গা," বলতে বলতে মেয়েটি চলে গেল।

সপ্তাহে ৮ ডলার উপার্জন করে ন্যান্সি এই সব উচ্চ আদর্শ না হোক, উচ্চ ধারণা নিয়েই জীবনটাকে চালিয়ে নিতে লাগল। শুকনো রুটি চিবিয়ে আর দিনের পর দিন কোমরের বেল্টটাকে কসতে কসতে এক অজ্ঞাত বড় "শিকার"-এর জন্য তার পথে ওৎ পেতে রইল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠতে লাগল ভাগ্যতাড়িত "পুরুষ-শিকারী"দের ক্লান্ত, সংগ্রামশীল, অম্ল-মধুর হাসি। স্টোরটি তার অরণ্য; অনেক বারই চওড়া শিং ও বড় আকারের শিকার মনে করে সে তার রাইফেল তাক করে তুলে ধরেছে; কিন্তু প্রতিবারই একটা অভ্রান্ত সহজাত জ্ঞান—সেটা শিকারীসুলভ হতে পারে, আবার নারীসুলভও হতে পারে—তাকে গুলি চালানো থেকে বিরত করেছে; আর সেও নতুন করে শিকারের সন্ধানে প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়েছে।

এদিকে লু তার লণ্ড্রির কাজে বেশ উন্নতি করে ফেলেছে। প্রতি সপ্তাহের ১৮.৫০ ডলার থেকে ঘর-ভাড়া ও খাওয়া-খরচ বাবদ খরচ করে ৬ ডলার। বাকিটা খরচ হয়ে যায় প্রধানত পোশাক-পরিচ্ছদে। ন্যান্সির তুলনায় নিজের রুচি ও চাল-চলনের উন্নতি করার সুযোগ তার অনেক কম। লণ্ড্রিতে যখন ইস্ত্রিটা গরম থাকে ততক্ষণ তো কেবল কাজ আর কাজ, আর আসন্ন সন্ধ্যার প্রত্যাশিত আনন্দ-অনুষ্ঠানের চিন্তা। অনেক দামী ও সৌখিন জামা-কাপড় তাকে ইস্ত্রি করতে হয়; আর হয় তো এই ইস্ত্রির যন্ত্রটার ভিতর দিয়েই তার মনে সম্প্রসারিত হয় ক্রমবর্ধমান পোশাক-প্রীতি।

দিনের কাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন বাইরে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে ডান। কখনও কখনও সে লু-র পোশাকের দিকে বিব্রত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কারণ সে পোশাকে স্টাইলের চাইতে লোক-দেখানোর ভাবটাই অধিক প্রকট। ডান-এর সেটা ভাল লাগত না; অবশ্য পথের লোকজন তার পোশাকের দিকে বাঁকা চোখে তাকালেও ডান সেটাকে বিশেষ আমল দিত না।

লু যে তার বান্ধবীকে কিছু কম ভালবাসে তা কিন্তু নয়। এটা একটা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে তারা দু'জন যখন যেখানে বেড়াতে যাবে, ন্যান্সিও তাদের সঙ্গে যাবে। এই বাড়তি ব্যয়-ভারটা ডান বেশ হাসি মুখে ও আন্তরিকতার সঙ্গেই বহন করত। বরং বলা যায় যে তিনজনের এই প্রমোদ-ভ্রমণে লু জোগাত রং, ন্যান্সি দিত সুর, আর ডান বইত ভার। রেডি-মেড সুট ও রেডি-মেড টাই পরে সহযাত্রী বন্ধুটি সর্বদাই হাসিমুখে তাদের সঙ্গ দিত, কখনও কোন অসুবিধার সৃষ্টি করত না। সে ছিল সেই সব ভাল মানুষদের একজন-যারা হাজির থাকলে সকলেই তাদের কথা ভুলে থাকে, আর যখনই তারা গরহাজির হয় তাদের কথা সকলেরই বড় বেশি করে মনে পড়ে।

এই ধরনের রেডি-মেড আনন্দ-অনুষ্ঠান ন্যান্‌সির উঁচু-পর্দার রুচিতে কখনও কখনও কিছুটা তেতো মনে হত। কিন্তু সেও তো যুবতী; আর যৌবনের ধর্মই মানুষকে ভোজনবিলাসী করে তোলা, রুচির প্রশ্নটা সেখানে বড় হয়ে দেখা দেয় না।

লু একদিন তাকে বলল, "কি জান, ডান চাইছে যে আমি এখনই তাকে বিয়ে করি। কিন্তু আমি বিয়ে করব কেন? আমি স্বাধীন। আমার টাকা আমি যেমন খুশি খরচ করতে পারি; আর বিয়ে হয়ে গেলে সে কখনও আমাকে কার্জ করতেই দেবে না। আচ্ছা নান্‌স্‌, বলতো তুমিই বা ওই সেকেলে স্টোরে পড়ে আছ কেন? তোমার ভাল খাবার জোটে না, ভাল পোশাক নেই। তুমি যদি আসতে চাও তো এখনই তোমাকে লণ্ড্রিতে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি। আমার তো মনে হয়, তুমি যদি আরও কিছু পেনি উপার্জন করতে পার তাহলে তোমাকে এ-ভাবে হাত টেনে টেনে খরচ করতে হবে না।"

ন্যান্‌সি বলল, "দেখ লু, আমার তো মনে হয় না যে আমি হাত টেনে খরচ করি। আমি বরং আধ-পেটা খেয়ে থাকব, তবু যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই। এটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি চাই একটা সুযোগ। আমি নিশ্চয়ই চিরকাল ঐ দোকানে কাজ করব না। প্রতিদিন আমি নতুন কিছু জানছি, শিখছি। যদিও বড় মানুষদের সঙ্গেই আমার কাজকর্ম, তবু বড় মানুষেমিকে আমি দুই চোখে দেখতে পারি না।"

"আচ্ছা; তোমার সেই কোটিপতিকে কি বাগে আনতে পারলে?" ব্যঙ্গের হাসি হেসে লু জিজ্ঞাসা করল।

"এখনও একজনকে বেছে নিতে পারি নি," ন্যান্‌সি জবাব দিল; "খুঁজে তো বেড়াচ্ছি।"

"বল কি! তুমিই খুঁজে বেড়াচ্ছ। কেন, কাউকে কি তোমাব কাছে ঘেঁষতে দাও না? আরে নান্‌স্‌, তার না হয় ডলার কিছু কমই থাকল, তাতে কি? কিন্তু—না, তুমি নির্ঘাৎ তামাসা করছ—কোটিপতিরা আমাদের মত খেটে-খাওয়া মেয়েদের কথা ভাবেই না।"

"ভাবলে তাদেরই ভাল হত," ঠাণ্ডা মেজাজে ন্যান্‌সি জবাব দিল। "আমরা কেউ না কেউ তাদের শিখিয়ে দিতে পারতাম কেমন করে টাকা জমাতে হয়।"

লু হেসে উঠল; বলল, "আমার কাছে যদি কেউ আসে আমি কিন্তু ঠিক ঝুলে পড়ব।"

"এ কথা বলছ কারণ তুমি তাদের কিছুই জান না। বড়লোক আর অন্য লোকদের তফাৎটা বুঝতে হলে তাদের আরও কাছে থেকে দেখতে হবে। তুমি কি মনে কর না যে ঐ লাল সিল্কের লাইনিংটা কোটটার তুলনায় একটু বেশি গাঢ়?"

লু তার বন্ধুর ফিকে জলপাই রংয়ের কোটটার দিকে তাকাল।

"না তো, আমার তো তা মনে হয় না—কিন্তু তোমার জামার রংটা জ্বলে যাওয়ায় তার পাশে ওটাকে কড়া মনে হচ্ছে।

ন্যান্সি বেশ আহ্লাদের সঙ্গে বলল, "এই জ্যাকেটটার কাট-ছাট ও ফিটিং কিন্তু অবিকল মিসেস ভ্যান এলস্টাইন ফিশার-এর জ্যাকেটটার মত, যেটা তিনি সেদিন পরে এসেছিলেন। এটার জন্য আমার খরচ পড়েছে ৩.৯৮ ডলার। আমার ধারণা তার জ্যাকেটটার জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১০০ ডলার বেশি।"

লু হাল্কা সুরে বলে উঠল, "তা হতে পারে, কিন্তু এই পোশাকে তুমি কোন কোটিপতিকে ধরতে পারবে বলে তো আমার মনে হয় না। দেখ, তোমার আগেই আমি যদি কোন কোটিপতিকে বাগাতে পারি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

দুই বন্ধুর মতাদর্শের মূল্য স্থির করতে একজন দার্শনিকের দরকার। হৈ-চৈতে ভরা দম-বন্ধ করা লণ্ড্রির মধ্যে নিজের ইস্ত্রিটা নিয়ে লু-র দিনগুলো বেশ ভালই কাটছে। তার যা মাইনে তাতে খেয়ে পরে তার বেশ আরামেই দিন কাটছে। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে সে বেশ সুখেই আছে; তবে মাঝে মাঝে ডান-এর পরিচ্ছন্ন কিন্তু রুচিহীন পোশাকের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে—ডান তো তার নিত্যসঙ্গী, পরিবর্তনহীন ও একান্ত অনুরাগী।

আর ন্যান্সি—তার তো হাজার-হাজারের ব্যাপার। সিল্ক আর জরোয়া গয়না, ফিতে ও অলংকারপত্র, পৃথিবীর সেরা গন্ধদ্রব্য ও গান-বাজনা—সব কিছুই তো নারীর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এ সব তো তার জীবনেরই অংশ। অতএব এ সব কিছু তার হাতের কাছেই থাকা ভাল। ইসাউ-র মত সে তো নিজের কাছে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। এ সবেতেই তো তার জন্মগত অধিকার, অথচ তার উপার্জন যৎসামান্য।

এই পরিবেশেই ন্যান্সি মানুষ হয়েছে; এর মধ্যেই সে বড় হয়েছে; অল্প দামের খাবার খেয়ে আর সস্তার পোশাক পরেই সে সুখী মন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে। এরই মধ্যে মেয়েদের সে চিনে ফেলেছে; এবার সে পুরুষ নামক জন্তুর বিচার করছে; তাদের অভ্যাস ও যোগ্যতার পরিমাপ করছে। একদিন সে তার বাঞ্ছিত শিকারটি ধরে ফেলবেই। কিন্তু নিজেই সে নিজেকে আশ্বাস দিয়েছে যে তার কাছে সেই শিকারটিই হবে সব চাইতে বড় ও শ্রেষ্ঠ; ছোট কিছুতে তার মন ভরবে না।

এইভাবে সে তার সেঁজুতিকে সাজিয়ে রেখেছে, জ্বালিয়ে রেখেছে—বর আসার সময় হলে যাতে তাকে সাদরে বরণ করে নিতে পারে।

কিন্তু আরও একটা শিক্ষা সে পেয়েছে—হয় তো নিজের অজ্ঞাতসারেই পেয়েছে। তার আদর্শের মূল্যমান বদলে যেতে, পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝেই তার মনের চোখে ডলারের চিহ্নটা ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে, একটু একটু করে হয়ে উঠছে এমন কতকগুলি অক্ষর যা দিয়ে লেখা হয় "সত্য" ও "সম্মান"-এর মত শব্দগুলো, অথবা কখনও মাত্র "দয়া" শব্দটাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে একজনের কথা বলি যে একটা গহন অরণ্যে নানা ধরনের হরিণ শিকার করে বেড়ায়। শেওলা-ঢাকা, গাছগাছালিতে ভরা একটা ছোট উপত্যকা তার চোখে পড়ল; সেখানে একটা ছোট স্রোতস্বিনী কুলু কুলু শব্দে তাকে শোনাল বিশ্রাম ও আরামের বাণী; সেই রকম অবস্থায় তার বর্শাটাও ভোঁতা হয়ে যায়।

কোন এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ন্যান্‌সি দোকান থেকে বেরিয়ে সিক্সথ্ এভেনিউ ধরে পশ্চিম দিকে ঘুরে লণ্ড্রিটার দিকে হাঁটতে লাগল। কথা ছিল লু ও ডান-এর সঙ্গে সে একটা গীতি-নাটক দেখতে যাবে।

সে যখন পৌঁছল ডান তখন সবে লণ্ড্রি থেকে বেরিয়েছে। তার মুখে কেমন যেন একটা অদ্ভুত, বিষণ্ণতার আভাষ।

"আমি খোঁজ করতে এসেছিলাম এখানে এসে লু কাউকে কিছু বলে' গেছে কিনা।"

"কার কথা বলছেন?" ন্যান্‌সি শুধাল। "লু কি এখানে নেই?"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন," ডান বলল। "সোমবার থেকে সে এখানেও আসে নি, বাড়িতেও ছিল না। সব জিনিসপত্র নিয়ে সে চলে গেছে। লণ্ড্রির একটি মেয়েকে বলে গেছে, সে হয় তো লণ্ডনে চলে যেতে পারে।"

"তাকে কি কোথাও কেউ দেখে নি?" ন্যান্‌সি শুধাল।

ডান চোখ তুলে তার দিকে তাকাল; তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে বসে গেছে; স্থির ধূসর চোখে ইস্পাতের ঝিলিক।

কর্কশ স্বরে সে বলল, "লণ্ড্রির লোকরা আমাকে বলল, গতকাল তারা তাকে একটা মোটরে চড়ে যেতে দেখেছে। আমার তো ধারণা, সেই সব কোটিপতিদের একজনের সঙ্গেই সে চলে গেছে যাদের নিয়ে তুমি ও লু সারাটা জীবন ধরে মাথা ঘামিয়েছ।"

জীবনে এই প্রথম ন্যান্‌সি একজন পুরুষ মানুষের সামনে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ল। ঈষৎ কম্পিত হাতখানাকে সে ডান-এর আস্তিনের উপর রাখল।

"আমাকে এ কথা বলার কোন অধিকার আপনার নেই ডান—এ সবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

ডান নরম গলায় বলল, "সে অর্থে আমি কথাটা বলি নি।" ভেস্টের পকেটে সে যেন কি খুঁজতে লাগল।

সাহসের সঙ্গে বেশ হাল্কা সুরেই সে বলে উঠল, "আজ রাতের শো'-র টিকিট আমার কাছে আছে। আপনি যদি—"

মনের ছোঁয়া পেলে ন্যান্‌সি সব সময়ই তার প্রশংসা করে।

"আমি তোমার সঙ্গে যাব ডান," সে বলল।

তিন মাস পরে লু-র সঙ্গে ন্যান্‌সির আবার দেখা হল।

একদিন সন্ধ্যায় দোকানের মেয়েটি একটা ছোট নির্জন পার্কের ধার ঘেঁষে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। তার কানে এল, কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে; তারপরেই ঘুরে দাঁড়াতেই লু ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

প্রথম আলিঙ্গনের পরে দু'জনই সাপের মতই তাদের মাথা সরিয়ে নিল; দ্রুতভাষী জিভের ডগায় হাজার প্রশ্ন নিয়ে তারা যেন একে অন্যকে ছোবল মারতে অথবা বশ করতে প্রস্তুত হচ্ছে। তারপরেই ন্যান্‌সির খেয়াল হল যে লুর ভাগ্য ফিরেছে; তার গায়ে দামী লোমের কোট, ঝকঝকে মণি-মুক্তো, আর দর্জির শিল্পকলার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে।

গলা ছেড়ে সস্নেহ স্বরে লু চীৎকার করে বলল, "আরে বোকা মেয়েটা! এখনও তুমি সেই দোকানেই কাজ করছ, আর তেমনই নোংরা পোশাকেই আছ দেখছি। আর—তোমার সেই বড় "শিকারের" কি হল—এখনও কিছুই করতে পার নি বুঝি?"

এবার লুর দেখার পালা। সে দেখল, টাকা-পয়সার চাইতেও উজ্জ্বলতর কিছু যেন ন্যান্সির সারা দেহে ফুটে বেরিয়েছে—এমন কিছু যা মণি-মুক্তোর চাইতেও উজ্জ্বলতর হয়ে ঝিক্‌মিক্ করছে তার চোখে এবং তার দুই গালে ফুটে উঠেছে গোলাপের চাইতেও লাল হয়ে।

ন্যান্সি বলল, "হ্যাঁ, আমি এখনও সেই দোকানেই আছি, কিন্তু সামনের সপ্তাহেই সেটা ছেড়ে দিচ্ছি। আমার শিকার আমি ধরে ফেলেছি—জগতের সব চাইতে বড় শিকার। এখন আর তুমি কিছু মনে করবে না তো লু? আমি ডানকে বিয়ে করছি—হ্যাঁ, ডানকে! সে এখন আমার ডান —ঠিক আছে লু!"

পার্কের মোড় ঘুরে এগিয়ে এল একটি মসৃণ-মুখ নতুন ছোকরা পুলিশ। এরাই পুলিশের শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে বলেই তো মনে হয়। সে দেখতে পেল। দামী লোমের কোট-পরা ও আঙুলে হীরের আংটি বসানো একটি নারী পার্কের লোহার বেড়ার উপর ঝুঁকে পড়ে ভীষণভাবে কাঁদছে। আব অপর একটি একহারা চেহারার সাধারণ পোশাক পরা খেটে খাওয়া মেয়ে তার উপর ঝুঁকে-পড়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু নবাগত পুলিশটি এ লাইনে নতুন এসেছে বলেই কোন কিছু না দেখার ভান করে এগিয়ে গেল, কারণ সে ভাল করেই জানে যে এসব ব্যাপার-স্যাপারে তার মত শক্তিধর মানুষের পক্ষে কিছুই করার নেই, যদিও হাতের লাঠিটাকে সে এমন ভাবে পথের উপর ঠুকতে লাগল যে তার শব্দটা বুঝি আকাশের সুদূরতম তারাটির কাছেও পৌঁছে গেল।

# ম্যাডিসন স্কোয়ারের আরব্য রজনী

## A Madison Square Arabian Night

ফিলিপস্ এসে কারসন চামার্সকে সন্ধ্যাবেলার ডাকটা দিয়ে গেল। গতানুগতিক চিঠিপত্র ছাড়াও দুটো চিঠিতে একই বিদেশী ডাকঘরের ছাপ মারা ছিল।

একটা চিঠির ভিতরে ছিল একটা মেয়ের ফটোগ্রাফ। অন্য চিঠিটা অতিশয় দীর্ঘ; চিঠিটার উপর ঝুঁকে পড়ে চামার্স অনেকক্ষণ ধরে একমনে চিঠিটা পড়লেন। চিঠিটা লিখেছে অন্য একটি মেয়ে। চিঠিটা যেন মধুতে ডোবানো বিষের বড়ি; যে মেয়েটির ফটো এসেছে ডাকে তার সম্পর্কেই মিষ্টি করে লেখা অনেক বাঁকা-বাঁকা কথা।

এই চিঠিটাকে চামার্স কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন; তারপর দামী কার্পেটের উপর একটানা পায়চারি করতে লাগলেন। কোন জন্তুকে জঙ্গল থেকে এনে খাঁচায় বন্দী করলে সেও এই ভাবেই দাপিয়ে বেড়ায়; আবার একটা মানুষ যখন সন্দেহের জঙ্গলে খাঁচাবন্দী হয় তখন সেও এই রকমই ছটফট করে।

ক্রমে ক্রমে তার চঞ্চলতাটা কেটে গেল। কার্পেটটা মন্ত্রপূত নয়। তার উপরে পা ফেলে ষোল ফুট হাঁটা যায়; কাউকে তিন হাজার মাইল উড়িয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ওটার মধ্যে নেই।

ফিলিপ্স্ ঘরে ঢুকল। সে কখনও প্রবেশ করে না; সে সর্বদাই আবির্ভূত হয়, একটি সচল জিনের মতই।

"রাতের খাবারটা আপনি কি বাড়িতেই খাবেন, না বাইরে?" ফিলিপ্স্ জানতে চাইল।

চামার্স বললেন, "এখানেই খাব, আর আধা ঘন্টার মধ্যেই।" জানুয়ারি মাসের বরফ-ঝড়ের একটা শোঁ শোঁ শব্দ তার কানে এল।

জিনটি চলেই যাচ্ছিল; তাকে ডেকে চামার্স বললেন, "দাঁড়াও। আমি যখন স্কোয়ারটার পাশ দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলাম তখন দেখলাম, সেখানে অনেক মানুষ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটি লোককে দেখলাম কোন কিছুর উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছে। লোকগুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? আর ওখানে এসেছেই বা কেন?"

ফিলিপ্স্ বলল, "ওদের চাল-চুলো কিছুই নেই স্যার। বাক্সের উপর দাঁড়ানো লোকটা ওদের রাতে থাকবার মত একটা ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করছে। লোকগুলো সেখানে এসে হাজির হয় তার কথা শুনতে; তবে কিছু টাকা-পয়সাও দেয়। আর সেই টাকায় যে কয়জনের থাকার ব্যবস্থা করা যায় তাদের সে কোন একটা বাসাবাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। সেই আশাতেই সকলে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যে আগে আসে সে-ই থাকার জায়গাটা আগে পেয়ে যায়।"

চামার্স বললেন, "আমার রাতের খাবার যখন দেবে তখন ওদের ভিতর থেকে একজনকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। সে আমার সঙ্গে বসে খাবে।"

"কা কা কাকে?" ফিলিপ্স্ চাকরির জীবনে এই প্রথম তো তো করে কথা বলল।

চামার্স বললেন, "যাকে ইচ্ছে ধরে নিয়ে এসো। কেবল খেয়াল রেখো লোকটা যেন ভদ্রগোছের হয়—আর একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে তো ভালই হয়। বাস্, তাহলেই হবে।"

খলিফার ভূমিকায় অভিনয় করাটা কারসন চামার্সের পক্ষেও একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু সেই রাতটাতে তিনিও যেন একঘেয়েমি কাটাবার একটা উপায় খুঁজছিলেন। মেজাজটাকে একটু হাল্কা করে তুলতে তারও দরকার হয়ে পড়েছিল অসংযত ও উৎকট, আরব্য উপন্যাসের ধরনের বেশ চড়া মাপের কিছু।

আধা-ঘণ্টার মধ্যেই ফিলিপ্‌স্ তার কাজটা শেষ করে ফেলল। নিচের রেস্টুরেণ্টের লোকজনরা উপরে তুলে দিয়ে গেল মনের মত ডিনারের খাদ্যসামগ্রী। লাল ঢাকনা দেওয়া মোমবাতির আলোয় দু'জনের মত করে খাবারের টেবিলটাও সাজানো হয়ে গেল।

এবার ফিলিপ্‌স্ আশ্রয়প্রার্থী ভিখারিদের লাইন থেকে তুলে আনল এক শীতার্ত অতিথিকে; তাকে এমন অভ্যর্থনা জানাল যেন সে একজন ধর্মগুরু—অথবা চুরির দায়ে ধরা-পড়া আসামী।

এ ধরনের লোককে ভ্রষ্টচরিত্রের মানুষ বলাটাই রীতি। সে যেন এক ঘর-পোড়া গরু; তবু দেখে মনে হয় এরই মধ্যে তাকে একটু সাফ-সুতরো করে তোলা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই তার হাত-মুখটা ধুইয়ে দেওয়া হয়েছে। মোমবাতির আলোয় সে দাঁড়িয়ে আছে—ঘরের সাজসজ্জার সঙ্গে একান্ত বেমানান একটি মূর্তির মত। মুখটা রোগাটে ও ফ্যাকাসে, কোটের কলারটা চোখ পর্যন্ত তুলে দেওয়া। ফিলিপ্‌স্-এর চিরুনি তার জট-বাঁধা বাদামি চুলগুলোকে বাগ মানাতে পারে নি। দুটো চোখে তাড়া-খাওয়া খেঁকি কুকুরের মত হতাশা ও ক্ষোভের স্পষ্ট প্রকাশ। গোল খাবার টেবিলটার ওপার থেকে চামার্স যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন লোকটার আচরণে কোন বিব্রত ভাব দেখা গেল না।

গৃহকর্তা বললেন, "তুমি যদি অনুমতি কর তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ডিনার খেতে পারলে আমি খুশিই হব।"

পথ থেকে ডেকে আনা অতিথিটি কর্কশ গলায় বলল, "আমার নাম প্লুমার। আপনি যদি আমার মত মানুষই হন তাহলে যার সঙ্গে ডিনার খাবেন তার নামটি অবশ্যই জানতে চাইবেন।"

চামার্স তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমি বলতেই যাচ্ছিলাম যে আমার নাম চামার্স। তুমি কি আমার মুখোমুখি বসবে?"

ফিলিপ্‌স্ যাতে চেয়ারটা পিছন থেকে ঠেলে দিতে পারে সেই জন্য প্লুমার তার হাঁটুটা একটু ভাঙল। দেখে মনে হল, এ ধরনের আদব-কায়দায় সে অভ্যস্ত। ফিলিপ্‌স্ মাছ ও জলপাই পরিবেশন করল।

প্লুমার যেন ঘেউ-ঘেউ করে বলে উঠল, "খুব ভাল! নানা রকমের খাবারের আয়োজনই করা হয়েছে, কি বলেন? হে বাগদাদের সদানন্দ শাসনকর্তা, আমি আপনার শাহারজাদি হয়ে দাঁত-কাটি পর্যন্ত ঠিকই চালিয়ে যাব। শীত পড়বার পর থেকে আপনিই খাঁটি প্রাচ্য রীতির প্রথম খালিফা যার সঙ্গে খেতে বসার সৌভাগ্য আমার হল। আর আমি কি না লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম তেতাল্লিশ নম্বরে। আমি সবে গুণে শেষ করেছি এমন সময় আপনার দূতটি হাজির হয়ে আমাকে নৈশাহারে যোগদানের আহ্বান জানাল। আজ রাতের মত একটা বিছানা পাবার সম্ভাবনা আমার পক্ষে ঠিক ততটুকুই ছিল যতটুকু সম্ভাবনা আছে পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট হবার। আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী আপনি কি ভাবে শুনতে চান—প্রতিটি পদ পরিবেশনের সঙ্গে একটা করে পরিচ্ছেদ হিসাবে, ভোজনান্তে চুরুট ও কফি পানের সময় সবটা এক সঙ্গে?"

চামার্স হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে এ রকম ঘটনা তোমার জীবনে এই প্রথম নয়।"

অতিথি জবাব দিল, "পয়গম্বরের চিবুকের নুরের দোহাই—না! বাগদাদে যেমন মাছির অভাব নেই, তেমনই নিউ ইয়র্ক শহরেও ছোটখাট হারুণ-অল্-রশিদ-এ ঠাসা। অন্তত বিশ দিন ভর-পেট খাইয়েও আমাকে ধরে রাখা হয়েছে আমার কাহিনী শোনাবার জন্য। নিউ ইয়র্ক-এ আপনি এমন কাউকে পাবেন না যে কিছু না নিয়ে আপনাকে কিছু দেবে। কৌতূহল ও দাতব্য এখানে পাশাপাশি চলে। অনেকেই দুই-চারটে ডাইম অথবা তরকারির ঝোল খাইয়েই আপনার মুখ থেকে শুনে নেবে একটা পুরো আত্মজীবনী—একেবারে পাদ-টীকা, পরিশিষ্ট ও অপ্রকাশিত ঘটনাপঞ্জীসমেত। আরে বাবা, পাতাল রেলের ছোট স্টেশন প্রাচীন বাগদাদ-এ কেউ যখন আমাকে খেতে ডাকে তখন কি করতে হবে সেটা আমি ভালই জানি। তিনবার রাজপথে মাথাটা ঠুকে স্থির করে নেই খাবারের দাম হিসাবে আমাকে কোন্ বানানো গল্পটা বলতে হবে। প্রথমেই বলি যে আমি পরলোকগত টমি টাকার-এর বংশধর, যিনি একদা যৎসামান্য খাবারের বিনিময়ে তার সুর বেচে দিয়েছিলেন।"

"আমি তোমার গল্প শুনতে চাই না," চামার্স বললেন। "তোমাকে খোলাখুলিই বলছি যে একটা আকস্মিক খেয়ালের বশেই আমার সঙ্গে বসে রাতের খাবারটা খাবার জন্য একজন অচেনা মানুষকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছিলাম। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার কৌতূহল মেটাতে তোমাকে কোনরকম কষ্ট করতে হবে না।"

"কী ছাইভস্ম বলছেন!" সাগ্রহে ঝোলটা খেতে খেতে অতিথিটি চেঁচিয়ে বলে উঠল। "আমি ওতে কিছুই মনে করি না। খলিফারা যখন পথে নেমে আসেন, তখন আমিও হয়ে যাই পুরোপুরি একখানি প্রাচ্য পত্রিকা—যার মলাটটা লাল আর পাতাগুলো কাটা। আসলে আমরা যারা এইভাবে বিছানার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াই, আমাদেরও এই ধরনের কাজের জন্য একটা বাঁধা রেট ঠিক করা আছে। এই পৃথিবীতে আমাদের এত দুরবস্থা কেন হল সে-কথাটা অনেকেই জানতে চান। একটা স্যাণ্ডউইচ ও এক গ্লাস বীয়ারের জন্য তাদের বলি যে মদ খাবার জন্যই আমাদের এই হীন অবস্থা হয়েছে। আবার যে গো-মাংস, বাঁধাকপি ও এক পেয়ালা কফি খাওয়ায় তাদের শোনাই অত্যাচারী পাষাণ-হৃদয় জমিদারের কাহিনী—ছয় মাস হাসপাতালে থাকার ও চাকরি হারাবার কাহিনী। গরুর শিরদাঁড়ার মাংস ও ঘুমবার মত বিছানা দিলে শোনাই 'ওয়াল-স্ট্রীট'-এ ভাগ্য-বিপর্যয় ও দুর্দিনের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পতনের কাহিনী। এখানকার মত বিধি-ব্যবস্থা কিন্তু এই প্রথম কপালে জুটল। এ সবের উপযোগী কোন গল্প আমার ঝুলিতে নেই। মিঃ চামার্স, আপনি যদি শুনতে চান তো আপনাকে আমি সত্যি কথাই বলব। বানানো গল্পের চাইতে সে গল্প বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে আরও বেশি শক্ত হবে।"

এক ঘণ্টা পরে আরবি অতিথিটি খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল, আর ফিলিপ্স্ কফি ও চুরুট নিয়ে এসে টেবিলটা পরিষ্কার করে দিল।

বিচিত্র হাসি হেসে লোকটি শুধাল, "আপনি কখনও শেরার্ড প্লুমার-এর নাম শুনেছেন?"

"নামটা মনে পড়ছে," চামার্স বললেন। "আমার ধারণা তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী; কয়েক বছর আগেও তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল।"

অতিথিটি যোগ করল, "পাঁচ বছর আগে। তারপরই এক চাওড় শিসের মত আমি তলিয়ে গেলাম। আমিই শেরার্ড প্লুমার। আমার শেষ ছবিটা বেচেছিলাম ২,০০০ ডলার দামে। তারপর থেকে বিনা পয়সাতেও কেউ আমাকে দিয়ে একটা ছবি আঁকাতে চায় নি।"

"এ রকমটা ঘটল কেন?" চামার্স প্রশ্নটা না করে পারলেন না।

প্লুমার গম্ভীর মুখে জবাব দিল, "হাস্যকর ব্যাপার। আমি নিজেই আজও বুঝে উঠতে পারি নি। কিছুদিন আমি যেন কর্কের মত ভেসে চললাম। আমাকে ঘিরে ভিড় যেন উথ্‌লে উঠল; একটার পর একটা কাজ পেতে লাগলাম। খবরের কাগজেও আমার প্রশংসা ছাপা হতে লাগল। তারপরই হাস্যকর আজব ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল। একটা ছবি এঁকে শেষ করলেই লোকে সেটা দেখতে আসত এবং একজন অন্য জনের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলত।

"অচিরেই আমি বুঝতে পারলাম, আসল গোলমালটা কোথায়। আমার এমন একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল যার ফলে কারও ছবি আঁকতে বসলেই তার চরিত্রের গোপন কথাটা আমার ছবিতে প্রকাশ হয়ে পড়ত। এটা কেমন করে হত তা আমি নিজেই জানতাম না। আমি তো যা দেখতাম তাই আঁকতাম—কিন্তু আমি জানতাম যে ব্যাপারটা ঘটছে। যাঁরা ছবি আঁকাতে আসতেন তাঁরা ভীষণ চটে যেতেন, আর শেষ পর্যন্ত ছবিটা নিতেই চাইতেন না। একটি অতীব সুন্দরী জনপ্রিয় মহিলার প্রতিকৃতি এঁকেছিলাম। আঁকা শেষ হলে তার স্বামী ছবিটা দেখতে এলেন। এক নজর দেখেই তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত ভাব দেখা দিল। পরের সপ্তাহেই তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করে বসলেন।

"একজন বিশিষ্ট ব্যাংক-মালিকের কথা মনে পড়ছে। তিনিও নিজের প্রতিকৃতি আঁকাত আমার কাছে এসেছিলেন। ছবিটা আঁকা শেষ করে যখন প্রতিকৃতিটা আমার স্টুডিওতে প্রকাশ্যভাবে টাঙিয়ে রাখলাম, তখন তার একটি পরিচিত লোক এসে প্রতিকৃতিটা দেখলেন। দেখেই বলে উঠলেন, 'রক্ষা করুন, তিনি কি সত্যি এই রকম দেখতে?' আমি বললাম যে ছবিটা হুবহু তার মত করেই এঁকেছি। তিনি বললেন, 'তার চোখে এ রকম ভাব তো আমি আগে কখনও দেখি নি। এখন তো ভাবছি যে এখনই শহরে ফিরে গিয়ে আমার ব্যাংক-একাউন্টটা তুলে নেব।' শহরে তিনি ঠিকই গিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাংক-একাউন্টটি তখন অগাধ জলে আর মিঃ ব্যাংক-মালিকও উধাও।

"আমার ব্যবসা লাটে উঠতে বেশি দিন লাগল না। নিজের গোপন হীনতা ছবিতে ফুটে উঠুক এটা কেউ চায় না। তারা হাসি দিয়ে ও মুখ বেঁকিয়ে আপনাকে ঠকাতে পারে, কিন্তু ছবি তা পারে না। তারপর থেকে ছবি আঁকার একটা বরাতও আর পেলাম না। বাধ্য হয়ে ও কাজ ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন একটা সংবাদপত্রে শিল্পীর

কাজ করলাম, তারপর একজন লিথোগ্রাফার হলাম, কিন্তু সেখানেও ওই একই গাড্ডায় পড়ে গেলাম। যদি কোন ফটোগ্রাফ থেকে ছবিটা আঁকি তাহলে সে ছবিতে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও ভাব ফুটে ওঠে যা মূল ফটোতে দেখতে পাবেন না, কিন্তু আমি মনে করি, সে সব কিছুই ফটোতে যথাযথভাবেই আছে। আমার খদ্দেররা হৈ-চৈ শুরু করল, বিশেষভাবে মেয়েরা, আর আমিও বেশি দিন চাকরিটা করতে পারলাম না। অতএব সুরাদেবীর বুকেই আশ্রয় নিলাম। অচিরেই ভিড়ে গেলাম 'বিনা পয়সার বিছানা খোঁজাদের দলে, আর মুখে-মুখে যতসব আজগুবি গল্প বাজারে ছাড়তে লাগলাম। হে খলিফা, এই সত্য কথাগুলি শুনতে কি আপনি খুব ক্লান্তি বোধ করছেন? আপনি যদি চান তো ওয়াল স্ট্রীট দুর্ঘটনার কথাটাও শোনাতে পারি, কিন্তু তা করতে হলে চোখে দু'ফোঁটা জল আনতে হবে, কিন্তু ভয় হয় যে আপনার কাছে এত সব ভাল জিনিস খাওয়ার পরে চোখে জল আনাটা বেশ শক্তই হবে।"

চামার্স আন্তরিকভাবেই বললেন, "না, না, তোমার কথাগুলি আমার খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা, তোমার আঁকা সব প্রতিকৃতিতেই কি অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠত, নাকি কিছু কিছু প্রতিকৃতি তোমার বিচিত্র তুলির নির্মমতা থেকে রেহাই পেয়ে যেত?"

"কিছু কিছু? তা পেত," প্লুমার বলল। "সাধারণভাবে শিশুরা, অনেক নারী, আর বেশ কিছু পুরুষও। সব মানুষই যে খারাপ নয়, সে কথা তো আপনিও জানেন। যেখানে মানুষটি ভাল, সেখানে ছবিও ভালই হয়। আগেই তো বলেছি, ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারি না, কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি।"

চামার্স-এর লেখার টেবিলে একটা ফটোগ্রাফ পড়ে ছিল; সেদিনকার বিদেশের ডাকেই সে ফটোটা তিনি পেয়েছিলেন। দশ মিনিট পরে তিনি প্লুমারকে কাছে বসিয়ে দিলেন—সেই ফটোগ্রাফটা থেকে প্যাস্টেল-এ একটা স্কেচ করতে হবে। এক ঘণ্টা পরে শিল্পী উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলে বলল, "কাজটা হয়ে গেছে। সময়টা খুব বেশি লাগল বলে ক্ষমা করবেন। কাজটার মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন বড়ই ক্লান্ত লাগছে। জানেন তো, কাল রাতে ঘুমোই নি। হে ধার্মিকদের সেনানায়ক! মনে হচ্ছে, এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে।"

চামার্স তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেলেন এবং তার হাতে কয়েকটা বিল ধরিয়ে দিলেন।

"ও হো, এগুলো তো নেবই," প্লুমার বলল। "এ সবই তো পতনের লক্ষণ। ধন্যবাদ। এত ভাল ভোজটার জন্যও ধন্যবাদ। আজ রাতে পালকের বিছানায় শুয়ে বাগদাদের স্বপ্ন দেখব। আশা করি, সকাল হলে এটাও স্বপ্ন হয়ে যাবে না। বিদায় মহামান্য খলিফা!"

পুনরায় চামার্স কম্বলের উপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কিন্তু প্যাস্টেলে আঁকা স্কেচটা ছিল টেবিলের উপর আর তার পায়ের শব্দটা আসছিল বেশ দূর থেকে। দু'বার তিনবার তিনি ছবিটার কাছে যেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। ছবিটার পিঙ্গল, সোনালী ও বাদামি রংগুলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু কোথা থেকে ভয়ের এক দেয়াল এসে যেন তাকে ছবিটা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

তিনি বসে পড়লেন; নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে ফিলিপ্‌স্‌কে ডাকলেন।

বললেন, "এই বাড়িতেই একজন তরুণ শিল্পী থাকে—মিঃ রেইনেমান। সে কোন্ ঘরে থাকে তুমি জান?"

"একেবারে উপরতলার সামনের দিকে স্যার," ফিলিপ্‌স্ বলল।

"উপরে উঠে যাও; তাকে বল, সে যেন অনুগ্রহ করে কয়েক মিনিটের জন্য একবার এখানে আসে।"

রেইনেমান সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। চামার্স তার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, "মিঃ রেইনেমান, ওদিককার টেবিলে একটা ছোট প্যাস্টেলের স্কেচ আছে। ছবিটার শিল্পগত গুণ এবং ছবি হিসাবে তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার মতামত যদি আমাকে বলেন তাহলে বড়ই খুশি হব।"

তরুণ শিল্পী টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে স্কেচটা তুলে নিল।

চামার্স একটা চেয়ারের পিঠে ভর দিয়ে অর্ধেকটা ঘুরে দাঁড়ালেন।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার—কেমন—লাগছে?"

শিল্পী বলল, "ড্রয়িং হিসাবে খুবই প্রশংসনীয়। খুব পাকা হাতের কাজ—সাহসী, নিপুণ ও বাস্তব। আমাকে কিছুটা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। অনেক বছর ধরে এত ভাল প্যাস্টেলের কাজ আমার চোখে পড়ে নি।"

"মুখটা—লোকটা—বিষয়বস্তু—মূল ফটোটা—সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন?"

রেইনেমান বলল, "মুখখানিতে তো ঈশ্বরের প্রিয় দেবদূতদের একজনের মুখ যেন বসানো। মুখটা কার জানতে পারি কি?"

"আমার স্ত্রীর!" চামার্স চিৎকার করে বললেন; হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত শিল্পীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার হাতটা চেপে ধরে তার পিঠ চাপড়াতে লাগলেন। বললেন, "আমার স্ত্রী এখন ইউরোপ ভ্রমণে গেছেন। এই স্কেচটা আপনি নিয়ে যান বাবা, ওটা দেখে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবিটা আঁকুন, আর দামের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।"

# রুবাইয়েত-ই-ককটেল

## The Rubaiyat of a Scotch Highball

বব ব্যাবিট মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার অর্থ—বোহেমিয়ার বড় অভিধানটা খুললেই আপনি জানতে পাবেন—সে আর মোটেই নেশা করে না, জল খেয়েই

তার দিন কেটে যাচ্ছে। বব কেন যে হঠাৎ "রাম"-এর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে তার কারণটা সংস্কারক ও মদের দোকানের মালিকদের জানা দরকার।

স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ যদি অস্বীকার করে যে সে জীবনে কখনও মাতাল হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে এখনও তার সংশোধনের আশা আছে। কিন্তু একটা লোক যদি কবুল করে, "কাল রাতে পেট ভরে মদ খেয়েছি" তাহলে তার কফিতে মদ মিশিয়ে দিতে হবে এবং তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

একদা সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে ব্যাবিট তার সব চাইতে পছন্দের ব্রডওয়ে বার-এ ঢুকে পড়ল। সব সময়ই তার পরিচিত তিন চারটি বন্ধুকে সেখানে পেয়ে যেত। তারপরই সেখানে ককটেল-এর ছড়াছড়ি পড়ে যেত, নানা রকম খোস গল্প হত। ফলে বাড়িতে ফিরে রাতের খাবার খেতে কিছুটা দেরি হয়েও যেত। আজকের সন্ধ্যায় বাড়িতে ঢুকতেই সে শুনতে পেয়েছিল কে যেন বলছে: "কাল রাতে ব্যাবিট খুব টেনেছিল হে।"

ব্যাবিট একটু হেঁটে বার-এ পৌঁছেই একটা আয়নায় দেখতে পেল তার মুখটা চকের মত সাদা হয়ে গেছে। এই প্রথম আসল সত্যটা তার চোখে ধরা পড়ল। এতদিন অন্যরা তাকে মিথ্যা কথা বলেছে; সে নিজেও নিজেকে ঠকিয়েছে। সে পাড় মাতাল, কিন্তু সেটা সে জানত না। সে মনে করত, মদ খাওয়া একটা মজার নেশা মাত্র, নেশার ঘোরে যা বলত সে সব অর্থহীন প্রলাপ মাত্র; যে সব হাসি-মস্‌করা করত সবই এক পাড় মাতালের অসার কল্পনা। কিন্তু—আর কোনদিন সে মদ ছোঁবে না।

"এক গ্লাস খনিজ জল দাও," সে বারের পরিবেশনকারীকে বলল।

তার দলের চাঁইরা একটু চুপ মেরে গেল; তারা আশা করেছিল, সেও তাদের দলেই যোগ দেবে।

তাদেরই একজন বেশ বিনীতভাবেই বলল, "মদটা ছেড়ে দিলে বব?"

"হ্যাঁ," বব বলল।

দলের একজন তার অসমাপ্ত গল্পটা চালিয়ে যেতে লাগল; পরিবেশনকারী চিরাচরিত মুচ্‌কি হেসে একটা ডাইম ও নিকেলের একটা খুচরো মুদ্রা পকেটে পুরল; ব্যাবিট বার থেকে বেরিয়ে গেল।

একদা, ব্যাবিটের একটা বাড়ি ছিল, স্ত্রী ছিল—কিন্তু সে তো অন্য একটা গল্প। আমি সেই গল্পটাই আপনাদের বলব; সেই গল্পেই আপনারা শুনতে পাবেন একটা ভাল অভ্যাস ও একটা খারাপ গল্পের কথা।

গল্পের শুরু সুলিভান জেলায়; সেখানে যেমন অনেক নদী আছে, তেমনই অনেক গোলমালের সূচনাও সেখান থেকেই। তখন জুলাই মাস। গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে জেসি এসে উঠেছিল "মাউন্টেন স্যুইস্ট হোটেল"-এ। বব তখন সদ্য কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছে। একদিন দু'জনের দেখা হয়ে গেল—আর সেপ্টেম্বর মাসেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সংক্ষেপে বললে এইটুকুই কাহিনী—এক ঢোক জল খেতে খেতেই কাহিনীটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু জুলাই মাসের সেই দিনগুলি!

তার বিশদ বিবরণ আমি দেব না। সেটা জানতে হলে আপনি "রোমিও আর জুলিয়েট" পড়ুন, আব্রাহাম লিংকন-এর শিহরণ জাগানো সনেট "কিছু লোককে তুমি বোকা বানাতে পার" ইত্যাদি এবং ডারউইন-এর বইগুলি পড়তে পারেন।

কিন্তু একটা কথা আমাকে বলতেই হবে। তারা দু'জনই ছিল ওমর খৈয়াম-এর রুবাইয়াৎ-এর খুব ভক্ত। অকপট বুড়ো কবির প্রতিটি কবিতা তারা মুখস্ত বলতে পারত—একটানা নয়, এখান থেকে সেখান থেকে কিছু কিছু বয়ান বেছে বেছে। সুলিভান জেলাটাই পাহাড় ও গাছপালায় ভরা। জেসি সেই সব জায়গায় গিয়ে বসত; আর বব সব সময়ই তার পিছনে দাঁড়িয়ে দুই কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে জেসির হাত দুটো ধরত, নিজের মুখটা তার মুখের কাছে নিয়ে যেত, আর অনবরত আবৃত্তি করে যেত বুড়ো তাঁবুওয়ালার প্রিয় কবিতাগুলি। সেই সব পংক্তির মধ্যে তখন তারা দেখত কেবল তার কাব্য দর্শন—বস্তুত দু'জনই একমত হত যে সুরা একটা প্রতীক মাত্র, আসলে যার গুণ-কীর্তন করা হত তিনি কোন দেবদেবী, প্রেম অথবা জীবনও হতে পারে। অবশ্য সে সময় তারা কেউই মদের স্বাদ পায় নি।

কি যেন বলছিলাম? হ্যাঁ তারা বিয়ে করল এবং নিউ ইয়র্ক-এ এল। বব তার কলেজের ডিপ্লোমা দেখিয়ে এক উকিলের সেরেস্তায় সপ্তাহে ১৫ ডলারের একটা চাকরি নিল—কাজটা ছিল দোয়াতে কালি ভর্তি করা। দু'বছর পরে সেটা বেড়ে হল ৫০ ডলার, আর তখনই সে প্রথম মদের স্বাদ পেল।

তারা দুটো সাজানো ঘর ও একটা ছোট রান্নাঘরের বাসা নিল। জেসি মফস্বল শহরে মানুষ হয়েছে; তার একমাত্র নেশা চিনি আর মশলাপাতি। ঘরের দেয়ালে সে মাছ ধরার জাল ঝুলিয়ে দিল, সুন্দর দেখতে একটা সাইড বোর্ড কিনল, আর ব্যাঞ্জো বাজাতে শিখল। সপ্তাহে দু'তিন দিন তারা কোন ফরাসি বা ইতালীয় হোটেলে খানাপিনা করত। জেসি ককটেল খেতে শিখল। বাড়িতে রাতের খাবারের পরে সিগারেট খেতে লাগল। বাইরে খেতে গিয়ে দু'একটি দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হল; তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে উঠল। সাইডবোর্ডে নানা রকম মদও মজুত থাকত। নতুন বন্ধুদের মাঝে-মধ্যে ডিনারে ডাকা হত। একটা পর্যন্ত কারণে অকারণে হৈ-হল্লা হত। নিচের ঘরের কিছু কিছু প্লাস্টার খসে পড়ায় ববকে একবার ৪.৫০ ডলার ক্ষতি-পূরণও দিতে হল। এইভাবে তারা একটু একটু করে এমন একটা জীবনের সীমান্তে পৌঁছে গেল যেখানে না থাকে কোন সীমারেখা, না থাকে নিয়ম-শৃংখলা।

অচিরেই বব তার স্যাঙাৎদের দলে ভিড়ে গেল; নাচের সময় মেঝের উপরকার ছয় ইঞ্চি উঁচু রেলে ঘণ্টাখানেক ধরে নাচতেও শিখল। মদ গিললে মাথা ও পাদুটো তো টলবেই; মাঝে মাঝেই সে বাড়ি ফিরত মদে একেবারে বুঁদ হয়ে। জেসি ঘরের দরজা খুলে দিত, আর তারপরেই শুরু হত দু'জনের উদ্দাম নৃত্য। একদিন বব-এর পা বেসামাল হবার ফলে একটা পা-দানিতে ঠোক্কর খেয়ে সপাটে মেঝেতে পড়ে

যাওয়ায় জেসি এমনভাবে হো হো করে হাসতে লাগল যে বব কোচের সবগুলো বালিশ ছুড়ে তবে তার মুখ বন্ধ করে।

এই ভাবেই তাদের জীবন তর্‌তর্‌ করে কাটতে লাগল। এমন সময় একদিন বব ব্যাবিট তার সম্বিত ফিরে পেল।

একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বব দেখল একটা লম্বা এপ্রণ পরে জেসি চিংড়ি মাছ কুটছে। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনলেই বাড়ির বুড়ি ঝি কানে তুলো গুঁজে দেয়। প্রথম প্রথম জেসি এতে খুব রেগে যেত, কিন্তু মেকি উদ্দাম জীবনের কুয়াসা যতই তাকে ঘিরে ফেলতে লাগল ততই সে তাদের এই হৈ-হুল্লোড়ে ভরা জীবনটাকেই ভালবাসার সত্যিকারের ন্যায়সঙ্গত প্রকাশ বলে মেনে নিতে লাগল।

সেদিন বব নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল, একটু হাসল, নিঃশব্দে বৌকে চুমু খেল, তারপর খবরের কাগজটা নিয়ে পড়তে বসল। হল-ঘরে বুড়ি-ঝি দুই প্রস্থ তুলোর ছিপি নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

জেসি চিংড়ি ও ছুড়ি ফেলে দিয়ে ভীত চোখে তার দিকে ছুটে গেল।

"কি হয়েছে বব? অসুখ করেছে?"

"কিছুই তো হয় নি গো।"

"তাহলে এরকম করছ কেন? বল, কি হয়েছে।"

"কিচ্ছু হয় নি।"

পাঠক ভাইরা, শুনুন। প্রশ্ন করার অধিকার যার আছে তিনি অর্থাৎ আপনার স্ত্রী যদি কখনও আপনার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করে তার কারণ জানতে চান তো তার প্রশ্নের জবাবে এই রকম বলবেন: তাকে বলবেন যে হঠাৎ রেগে গিয়ে আপনার ঠাকুরমাকে আপনি খুন করেছেন; বলবেন যে একটা অনাথ আশ্রম আপনি লুঠ করেছেন এবং তারই জন্য অনুতাপে জ্বলছেন; বলবেন যে আপনার যথাসর্বস্ব ভেসে গেছে; কিন্তু আপনার কাছে শান্তি ও সুখের যদি তিলমাত্র দামও থাকে—তাহলে কখনও তাকে "কিচ্ছু না" বলবেন না।

জেসি নিঃশব্দে চিংড়ি মাছে মন দিল। গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে ববের দিকে তাকাতে লাগল। আগে তো কখনও সে এ রকম আচরণ করে নি।

টেবিলে ডিনার পরিবেশন করার সময় সে এক বোতল স্কচ ও গ্লাস এনে টেবিলের উপর রাখল। বব মাথাটা নাড়ল। বলল, "তোমাকে সত্যি কথাই বলছি জেসি, আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্য তুমি খেতে পার। আর তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে আমি একটু খনিজ জল খাই।"

"তুমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ?" এক দৃষ্টিতে ববের দিকে তাকিয়ে একটুও না হেসে জেসি প্রশ্ন করল। "কেন ছেড়েছ?"

বব বলল, "ওতে আমার কোন উপকার হচ্ছিল না। তুমি কি এ কাজটা সমর্থন কর না?"

জেসি তার ভুরু দুটো এবং একটা কাঁধ ঈষৎ উঁচু করল। কাঠ-কাঠ হাসি হেসে বলল, "সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমি সজ্ঞানে কাউকে মদ খেতে, ধূমপান করতে, অথবা রবিবার হলে শিস্ দিয়ে বেড়াতে পরামর্শ দিতে পারি না।"

প্রায় নিঃশব্দেই আহার-পর্ব শেষ হল। বব কিছু আলাপ করার চেষ্টা করল, কিন্তু তার চেষ্টার মধ্যে আগের সন্ধ্যাগুলির মত উদ্যমের অভাব ছিল। তার খুব খারাপ লাগল, দু'একবার বোতলটার দিকে চোখও ঘোরাল, কিন্তু প্রতিবারই মাতাল বন্ধুটির কড়া কথাগুলি তার কানে বাজতে লাগল। তার মুখটা সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠল।

জেসি পরিবর্তনটা ভালভাবেই বুঝতে পারল। তার জীবনের সব রস যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেছে। অস্থির উন্মাদনা, মেকি জাঁকজমক, উচ্ছৃংখল জীবনের স্বাভাবিক উত্তেজনা—যা কিছু নিয়ে তারা এতদিন বেঁচেছিল সব যেন ফুৎকারে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। সকৌতূহলে সে বাঁকা চোখে বিষণ্ন, ভেঙে-পড়া বব-এর দিকে তাকাল; তার দুই চোখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক বধূ-নির্যাতনকারীর বা কোন পরিবারের এক স্বেচ্ছাচারী কর্তার চোখের অপরাধ-বোধের দৃষ্টি।

কালো ঝি এসে সব কিছু পরিষ্কার করে দিল। রহস্যে-ঢাকা মুখে জেসি পুনরায় এক বোতল স্কচ, কয়েকটা গ্লাস ও বাটি ভর্তি বরফের টুকরো এনে টেবিলে রাখল।

বরফ-ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, তোমার এই হঠাৎ ভাল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাকেও কি তোমার সঙ্গী হতে হবে? তা যদি না হয়, তাহলে আমি নিজে একটু খাব। যে কারণেই হোক, আজকের সন্ধ্যাটা বরং বেশ ঠাণ্ডাই লাগছে।"

এবার বব বেশ ভালভাবেই বলল, "আরে, এ সব কি বলছ তুমি? আমার প্রতি অকারণে বিরূপ হয়ো না। নিজে থেকে খেতে চাইলে অবশ্যই খাবে। তোমার বেলায় তো আর বেহেড হবার ভয় নেই। কিন্তু আমার ধারণা, আমার বেলায় সে ভয়টা আছে। আর সেই জন্যই আমি ওটা ছেড়েছি। তোমার পাট চুকিয়ে নাও, তারপর চল, আমরা ব্যাঞ্জো নিয়ে বসিগে; চাই কি, একটু নাচতেও পারি।"

দৈববাণীর মত সুরে জেসি বলল, "শুনেছি মদ খাওয়াটা খুব খারাপ অভ্যাস। না, আজ সন্ধ্যায় আমার ব্যাঞ্জো বাজাতেও ইচ্ছা করছে না। আমরা যদি নিজেদের ভালই করতে চাই তাহলে তো ব্যাঞ্জো বাজাবার মত খারাপ অভ্যাসটাও ছেড়ে দিতে পারি।"

একটা বই হাতে নিয়ে জেসি টেবিলের উল্টো দিকের বেতের ছোট দোলনা-চেয়ারটায় গিয়ে বসল। আধ ঘণ্টা কারও মুখে কোন কথা নেই।

তারপর বব খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে মুখে একটা আশ্চর্য রকমের অন্যমনস্কতার ছাপ ফুটিয়ে জেসির চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল; তার কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার হাত দুটি ধরে নিজের মুখটা তার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে জেসির দৃষ্টির সামনে থেকে দেয়ালে ঝোলানো জালটা শূন্যে মিলিয়ে গেল; দেখা দিল সুলিভান জেলার পাহাড়ের সারি আর ছোট ছোট নদীর সোঁতা। বব যখন বুড়ো ওমর-এর কবিতার পংক্তি আওড়াতে শুরু করল তখনই সে বুঝতে পারল যে তার হাতের মধ্যে জেসির হাতটাও কাঁপছে:

"এস, এস, ভরে নাও পেয়ালা;
বসন্তের অগ্নি-কুণ্ডে পুড়িয়ে ফেল অনুতাপের শীতের পোশাক;
এখনই উড়ে যাবে সময়ের পাখি,
আরে—ওই তো পাখিটা মেলেছে তার পাখা!"

তারপর সে টেবিলের কাছে গিয়ে গ্লাসে ঢালল কড়া স্কচ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝলক পাহাড়ি বাতাস এসে ঘরে ঢুকল; তাতেই উড়ে গেল নকল উচ্ছৃংখলতার ঘন-কুয়াসা।

জেসি লাফিয়ে উঠে হাতের এক ধাক্কায় বোতল ও গ্লাসগুলিকে মেঝের উপর ফেলে দিল—সেগুলি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। সেই একই দুরন্ত গতিতে তার হাতটা জড়িয়ে ধরল ববের গলা—তাকে বাঁধল কঠিন বাঁধনে।

"ঈশ্বরের দোহাই বব—এ কবিতাটা নয়—এবার আমি বুঝেছি। আমি তো আগে এ রকম বোকা ছিলাম না, ছিলাম কি? তুমি অন্য কবিতা শোনাও—সেই যে কবিতায় বলছে:

"হায়! প্রিয়, তুমি আর আমি কি তাঁর সঙ্গে হাত মেলাব
এই দুঃখের সংসারে বাস করবার জন্য?
বরং আমরা কি পারি না—"

"আমাকেই এটা শেষ করতে দাও," জেসি বলল।

"আমরা কি পারি না তাকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে ফেলতে—
আর তারপর তাকে গড়ে তুলতে মনের মত করে!"

গোড়ালি দিয়ে কাঁচের টুকরোগুলো গুঁড়ো করতে করতে বব বলল, "ওটা তো ভেঙেই গেছে।"

নিচের তলার অন্ধকার ঘরে বসে বাড়ির মালিক মিসেস পিকেন্স-এর খাড়া কানে কাঁচ ভাঙার শব্দটা ঠিকই পৌঁছে গেছে।

তিনি বললেন, "ওই যে—মিঃ ব্যাবিট বাড়িতে ফিরেই আবার মাতলামি শুরু করেছেন। অথচ তার স্ত্রীটি বড় ভালমানুষ!"

# দোলক

. . . . . . . . . . . . . .

## The Pendulum

“একাশি নম্বর স্ট্রীট—দয়া করে ওদের বের হতে দিন,”— নীল পোশাক পরা মেষপালক চিৎকার করে বলল।

একপাল নাগরিক মেষ ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে এল; আর একপাল ঠেলাঠেলি করে দূরে চলে গেল। ডিং-ডিং! জন পার্কিন্স তার ছাড়া-পাওয়া মেষপালকে নিয়ে স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

জন ধীর পায়ে তার ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটতে লাগল। ধীর পায়ে, কারণ তার দৈনন্দিন জীবনের অভিধানে ‘হয় তো’ বলে কোন শব্দ নেই। যে মানুষটির দুই বছর হল বিয়ে হয়েছে, যে একটা ফ্ল্যাটে বাস করে, তার জন্য কোন বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে না। হাঁটতে হাঁটতেই বিষন্ন ও পদদলিত দুঃখবাদীর মত জন পার্কিন্স ভবিষ্যদ্বাণীর মত নিজেই নিজেকে জানিয়ে দিল একটা একঘেয়ে দিনের অনিবার্য পরিণতিগুলি।

ঠাণ্ডা ক্রিম ও স্কচ-এর সুগন্ধভরা একটা চুমো খেয়ে কেটি দরজা পর্যন্ত এসে তাকে অভ্যর্থনা করবে। সে নিজের কোটটা খুলবে এবং শান-বাঁধানো লাউঞ্জে বসে মারাত্মক লাইনো টাইপে ছাপা সান্ধ্য পত্রিকায় পড়বে রুশ ও জাপানীদের খুনোখুনির সংবাদ। তারপর সেই একঘেয়ে গতানুগতিক ডিনার খাবে। সাড়ে সাতটার সময় দু’জনে মিলে আসবাবপত্রগুলোর উপর সংবাদপত্রের পাতাগুলি মেলে ধরবে, যাতে মাথার উপরকার ফ্ল্যাটের মোটা লোকটি যখন শরীর-চর্চা শুরু করবে তখন ছাদের প্লাস্টারের টুকরোগুলো খুলে পড়ে আসবাবপত্রের কোন ক্ষতি করতে না পারে। ঠিক আটটার সময় রঙ্গ-নাট্য দলের হিনি এবং মুণি হল-ঘরের পাশের ঘরে এমন প্রচণ্ডভাবে চেয়ার উল্টেপাল্টে মহলা দিতে শুরু করবে যেন নায়েকের দল সপ্তাহে পাঁচ শ’ ডলারের চুক্তিপত্রে সই করাতে তাদের পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তারপরেই জানালার ধারে ভদ্রলোকটি তার বাঁশিটা নিয়ে বসবেন।

জন পার্কিন্স জানে যে এ সবই ঘটবে। সে আরও জানে যে সওয়া আটটার সময় সে টুপিটা নেবার জন্য হাত বাড়াবে আর তার স্ত্রী খুঁতখুঁতে গলায় এই বক্তৃতাটি দেবে:

“আচ্ছা, তুমি কোথায় চললে সেটা জানতে পারি কি জন পার্কিন্স?”

সে হয়তো জবাব দেবে, “ভাবছি ম্যাক্‌ক্লস্কির বাড়িতে একবার ঢুঁ মারব এবং সকলের সঙ্গে বসে দু’এক বাজি খেলব।”

ইদানিং এটাই জন পার্কিন্সের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সে হয়তো ফিরবে দশটা কি এগারোটার সময়। কখনও কেটি তখন ঘুমে অচেতন থাকবে; কখনও বা সে

জেগেই থাকবে তাদের বিয়ের ইস্পাতের শিকলটাতে আরও কিছুটা সোনালী জেল্লা ফুটিয়ে তুলতে। ফ্ল্যাগ্‌মোর ফ্ল্যাটের আসামীরা যখন ন্যায়বিচারের আশায় কামদেবের দরবারে গিয়ে হাজির হবে তখন এই সব ব্যাপার-স্যাপারের জন্য কামদেবকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

আজ রাতে নিজের দরজায় পৌঁছে জন পার্কিন্স এক অভাবিত দুর্দান্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। আদর ও মোরব্বা মাখানো হাসি নিয়ে কোন কেটি এসে তার সামনে হাজির হল না। ভিতরে তিনটে ঘরের অবস্থাই অতীব শোচনীয়। কেটির সব জিনিসপত্র চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মেঝের মাঝখানে জুতো, চুল কোঁকড়ানো সাঁড়াশি, চুলের বো, কিমোনো, পাউডারের বাক্স—সব কিছু ছড়িয়ে আছে ড্রেসিং-টেবিল ও চেয়ারের উপর। কেটি তো কখনও এ রকমটা করে না। যখন জন দেখতে পেল কেটির চিরুনির দাঁতগুলোর ফাঁকে তারই মাথার একরাশ বাদামি চুল জড়িয়ে আছে তখন তো তার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল। নিশ্চয় সে কোন রকম অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো এবং মানসিক চাঞ্চল্যের শিকার হয়েছিল; সে তো সব সময়ই চিরুনিতে আটকে-থাকা চুলগুলিকে ম্যাণ্টেল-এর উপরকার নীল বাটিটার মধ্যে সযত্নে তুলে রাখে।

একটা ভাঁজ-করা কাগজ গ্যাসের জেট-এর সঙ্গে এমনভাবে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা আছে যাতে সহজেই নজরে পড়ে। জন সেটাকে হাতে নিল। তার স্ত্রীর লেখা একটা চিঠি। তাতে লেখা আছে:

প্রিয় জন, এইমাত্র একটা টেলিগ্রাম পেলাম—মা খুব অসুস্থ। আমি ৪-৩০-এর ট্রেনটা ধরতে যাচ্ছি। ভাই স্যাম সেখানেই ডিপোতে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আইস-বক্সে ঠাণ্ডা মাংস আছে। আশা করি পুনরায় মার গলার ব্যথাটা হয় নি। দুধওয়ালাকে ৫০ সেন্ট দিও। গত বসন্তকালে তার টাকাটা পেতে অসুবিধা ঘটেছিল। গ্যাস-মিটারের ব্যাপারে কোম্পানিকে চিঠি লিখতে ভুলো না, আর তোমার ভাল মোজাগুলো উপরের ড্রয়ারে আছে। কাল তোমাকে চিঠি লিখব।

তাড়াতাড়িতে, কেটি।

বিয়ের পরে গত দুই বছরে সে আর কেটি কখনও আলাদাভাবে রাত কাটায় নি। হতভম্ব হয়ে জন বার বার চিঠিটা পড়ল। তাদের দৈনন্দিন জীবনের রুটিনে এই প্রথম বিঘ্ন ঘটল। তাই সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

কালো ফুটকি দেওয়া যে লাল চাদরটা সে খাবার সময় সর্বদাই পরে সেটা করুণ ভাবে দলামোচা হয়ে চেয়ারের পিঠে ঝুলে আছে। তাড়াহুড়োয় তার সাপ্তাহিক জামাকাড়গুলোও এখানে-সেখানে পড়ে আছে। যে ছোট কাগজের থলেটাতে সে তার প্রিয় বাটার-স্কচ রাখে সেটা মুখ-বাঁধা অবস্থাতেই পড়ে আছে। দৈনিক খবরের কাগজটা পড়ে আছে মেঝের উপর; তার পাতা থেকে রেলের টাইম-টেবলটা চার-কোণা করে কেটে নেওয়া হয়েছে। ঘরের সব কিছুতেই একটা ক্ষতি, আসল জিনিসটা হারিয়ে যাওয়া, ঘরের জীবন ও আত্মার চলে যাওয়ার স্পষ্ট ছাপ। মনের মধ্যে একাকিত্বের

একটা অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে জন পার্কিন্স ফেলে-যাওয়া প্রাণহীন বস্তুগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

সে ঘরগুলোকে সাধ্যমত সাফ-সুতরো করার কাজে লেগে গেল। স্ত্রীর জামা-কাপড়ে হাত দিতেই তার সারা দেহে আতংকের একটা শিহরণ খেলে গেল। কেটিকে ছেড়ে কেমন করে বেঁচে থাকবে এ-কথা সে কখনও ভাবে নি। তার জীবনের সঙ্গে কেটি এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যেন সেই ছিল তার শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস—একান্ত প্রয়োজনীয়, অথচ অলক্ষিত। এখন, কোন কিছু না জানিয়ে সে চলে গেছে, এমন ভাবে উধাও হয়ে গেছে যেন সে কোন দিনই তার কাছে ছিল না। অবশ্য এটা মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যাপার, বড়জোর এক সপ্তাহ বা দুই; কিন্তু তার মনে হচ্ছে বুঝি মৃত্যুর হাতখানাই আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে তার নিরাপদ, গতানুগতিক বাড়িটার দিকে।

জন আইস-বাক্স থেকে ঠাণ্ডা মাংসটা টেনে বের করল, কফি বানাল, তারপর স্ট্রবেরি-মার্মালেড-এর নির্ভেজালত্বের নির্লজ্জ সার্টিফিকেটের মুখোমুখি বসে একা একাই খেতে শুরু করল। তার বাড়িটা ভেঙে পড়েছে। একাকি খাওয়া শেষ করে জন সামনের জানালাটায় গিয়ে বসল।

ধূমপান করতে মন চাইল না। বাইরে শহরটা গলা ছেড়ে তাকে ডাকছে—বোকামি ও আনন্দে ভরা নাচের আসরে যোগ দিতে। রাতটা তো এখন তার হাতের মুঠোয়। কাউকে কোন কৈফিয়ৎ না দিয়েই এখন সে যেকোন অবিবাহিত যুবকের মতই স্ফূর্তির সেতারের তারে ঝংকার তুলতে পারে। এখন সে ইচ্ছা করলে সারারাত ফূর্তি করে বেড়াতে পারে: কোন ক্রুদ্ধ কেটি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না। ভোরের শুকতারা এসে বৈদ্যুতিক আলোগুলিকে ম্লান না করে দেওয়া পর্যন্ত তুমি ম্যাক্‌ক্রস্কির আসরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে হৈ-হল্লায় রাতটা কাটিয়ে দিতে পার। যে বিবাহ-বন্ধন তাকে একদিন এই সব আনন্দের আসর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল সেটা তো এখন ঢিলে হয়ে গেছে। কেটি চলে গেছে।

জন পার্কিন্স নিজের মনের ভাবকে বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু কেটি-বিহীন ১০ × ১২ বৈঠকখানায় বসে যেন তার অসুবিধার মূল কারণটাকে হঠাৎই নির্ভুলভাবে ধরে ফেলল। সে বুঝতে পারল, জীবনের সুখের জন্য কেটিকে অবশ্যই চাই। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার চাপে কেটির প্রতি তার আসল মানসিকতাটা এতকাল অবচেতন মনের গহনেই লুকিয়েছিল; আজ কেটির অনুপস্থিতিতে সেটা হঠাৎই উথলে উপরে উঠে এসেছে। প্রবাদ-বাক্য, উপদেশাবলী ও উপকথাগুলি কি এই একটি কথাই বার বার আমাদের কানের কাছে বলে নি যে মধুকণ্ঠী পাখিটা যতক্ষণ উড়ে চলে না যায় ততক্ষণ আমরা তার সুরের মূল্য বুঝি না?

জন পার্কিন্স নিজেকেই বলল, "কেটির সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করেছি তাতে আমি তো একটা দু'বার রং-করা নাইট; তার কাছে বাড়িতে না কাটিয়ে প্রতি রাতেই বেরিয়ে গেছি ফূর্তি করতে, ছেলেদের সঙ্গে হুল্লোড় করতে। বেচারি মেয়েটা এখানে

একা একা কাটিয়েছে, আর আমি ওদিকে ফূর্তি মেরেছি। জন পার্কিন্স, তুমি একটা যাচ্ছেতাই। এবার থেকে আমি তার সব ক্ষতি পুষিয়ে দেব। তাকে নিয়ে বাইরে যাব, আমোদ-ফূর্তি করব। এই মুহূর্ত থেকেই ম্যাক্‌ক্লস্কির দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক কেটে দিলাম।"

হ্যাঁ, বাইরে শহরটা জন পার্কিন্সকে হাঁক দিয়ে ডাকছে ফূর্তিবাজদের নাচের দলে যোগ দিতে। আর ম্যাক্‌ক্লস্কির আড্ডায় ছেলেগুলো নানা ধরনের জুয়া খেলায় মেতেছে। কিন্তু একলা পার্কিন্স-এর বিষণ্ন অন্তরে তারা কেউ কোন রকম সাড়া জাগাতে পারলনা। যে তার আপন জন, এতকাল যাকে সে হেলাফেলা করেছে, কিছুটা ঘেন্নাও করেছে, আজ সে চলে গেছে; তবু তাকে যে তার চাই। দূর অতীতে আদম নামের যে লোকটাকে দেবদূত একদিন স্বর্গের বাগান থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, হাজার হলেও পার্কিন্স তো তারই বংশধর।

পার্কিন্স-এর ডান দিকে একটা চেয়ার ছিল। তার পিঠের উপর রাখা ছিল কেটির নীল রংয়ের শার্টটা। এখনও তাতে কেটির গন্ধ লেগে আছে। সেটা হাতে নিয়ে জন অনেকক্ষণ সেই নির্বাক রেশমি জামাটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। কেটি তো কখনও এমন নীরব ছিল না। বিন্দু বিন্দু অশ্রু—হ্যাঁ, অশ্রুজলে ভরে উঠল পার্কিন্স-এর দুটি চোখ। কেটি ফিরে এলে সব কিছুই বদলে যাবে। তাকে অবহেলার ক্ষতি জন পুষিয়ে দেবে। তাকে ছাড়া জীবনের অর্থ কি ?

দরজাটা খুলে গেল। একটা ঝোলানো থলে হাতে নিয়ে কেটি ঘরে ঢুকল। জন হাঁ করে বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বলে উঠল, "আরে! ফিরে এসে কত যে ভাল লাগছে। মার অসুখটা এমন কিছু নয়। সাম ডিপোতে এসেছিল; সে-ই বলল যে মার অসুখটা অল্প সময়ের জন্য বেড়েছিল; টেলিগ্রাম করার অল্প কিছুক্ষণ পরেই মা ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে। কাজেই আমি ফেরার ট্রেনটা ধরেই চলে এসেছি। এক কাপ কফির জন্য প্রাণটা আইঢাই করছে।"

ফ্রগ্‌মোর ফ্ল্যাট-বাড়িটার তিন তলার সামনের দিকের ঘরগুলির দৈনন্দিন কর্ম-সূচী যথারীতি চলল। ব্যাণ্ড বাজল, স্প্রিং-এ হাত পড়ল, গিয়ারটা ঠিক করা হল, আর গাড়ির চাকা পুরনো পথেই ঘুরতে লাগল।

জন পার্কিন্স ঘড়ির দিকে তাকাল। সওয়া আটটা বাজে। হাত বাড়িয়ে টুপিটা নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

খুঁতখুঁতে গলায় কেটি জিজ্ঞাসা করল, "আরে! আমি জানতে চাই তুমি কোথায় যাচ্ছ জন পার্কিন্স ?"

জন বলল, "ম্যাক্‌ক্লস্কির আড্ডায় একবার ঢুঁ মারব; আর ওদের সঙ্গে দু'একটা বাজি খেলব।"

# ধন্যবাদ দিবস-এর দুই ভদ্রলোক

## Two Thanksgiving Day Gentlemen

এ দিনটা একান্তভাবে আমাদেরই দিন। এই একটা দিনেই আমরা সেই সব আমেরিকানরা যারা কেউ-কেটা হয়ে উঠতে পারি নি তারা সকলেই পুরনো বাড়িতে ফিরে যাই। সেখানে মুচমুচে বিস্কুট খেতে খেতে অবাক হয়ে ভাবি, পুরনো জলের পাম্প্‌টা আগের চাইতে বারান্দার কত কাছে চলে এসেছে বলে মনে হয়। দিনটা আমাদের কাছে বড় পবিত্র, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ দিনটা আমাদের দিয়েছেন। সেকালের গোড়া ধর্মনিষ্ঠ লোকদের কথা কিছু কিছু আমরা শুনতে পাই, কিন্তু তাদের কাউকে ঠিক স্মরণ করতে পারি না। তারা যদি আমাদের দেশে আসতে চেষ্টা করে তাহলে তাদের আমরা ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। প্লিমাথ পাহাড়? দেখুন, এটা বরং আরও বেশি পরিচিত বলে মনে হয়। "টার্কি ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আমরা আর টার্কি খেতে পাই না, তার বদলে আমাদের খেতে হয় মুরগি। ওয়াশিংটন শহরের কোন লোক নিশ্চয় আমাদের এই সব ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের ঘোষণার খবরটা তাদের আগাম জানিয়ে দেয়।

যে জলাভূমি অঞ্চলে প্রচুর লাল রংয়ের টকটক জাম পাওয়া যায় তার পূব দিকের বড় শহরটাতে এই "থ্যাংসগিভিং" অথবা "ধন্যবাদ দিবস" তো একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারটাই তো সারা বছরের একটিমাত্র দিন যখন খেয়াঘাট বরাবর বিস্তৃত আমেরিকার ভূমিকার কথা সকলেই স্বীকার করে। এই দিনটি একান্তভাবে কেবল আমেরিকারই দিন। হ্যাঁ, উৎসব করার মত একটা দিন বটে! আর সে উৎসব শুধুমাত্র আমেরিকানদের।

এবার তাহলে সেই গল্পটায় যাওয়া যাক যেটা প্রমাণ করে দেবে যে মহাসাগরের এপারেও এমন সব ঐতিহ্য আমাদের আছে যা ইংলণ্ডের ঐতিহ্যের তুলনায় দ্রুততর গতিতে প্রাচীনতর হয়ে উঠছে—আর সে জন্য আমাদের কর্মশক্তি ও উদ্যমকে ধন্যবাদ জানাই।

পূব দিক থেকে ইউনিয়ন স্কোয়ারে ঢোকার মুখে ঝরনাটার বিপরীত দিকের পথের ডান দিকের তৃতীয় বেঞ্চিটাতে বসে ছিল স্টাফি পেট। বিগত ন'টি বছর ধরে প্রতিটি ধন্যবাদ দিবসে সে এই আসনটিতে এসে বসে ঠিক একটার সময়। আর প্রতিবার যখনই সে এখানে এসে বসে তখনই তার জীবনে একটা ঘটনা ঘটে—চার্লস্ ডিকেন্স-এর ধরনের এমন কিছু ঘটনা যাতে তার ওয়েস্টকোটটা ফুলে ওঠে তার বুকের কাছে এবং ঠিক ততটাই তার ঠিক উল্টো দিকে।

কিন্তু আজ প্রতি বছরের নির্দিষ্ট স্থানে স্টাফি পেট-এর আবির্ভাবটা কিন্তু বৎসরান্তের বুভুক্ষার জন্য ততটা নয় যতটা তার অভ্যাসের ফলে। যদিও মানব-প্রেমিকরা বলে থাকেন এই রকম সময়ের ব্যবধানেই দরিদ্র মানুষরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে।

পেট যে ক্ষুধার্ত ছিল না সেটাও নিশ্চিত। এইমাত্র সে একটা ভোজ খেয়ে এসেছে; আর এতই পেট ভরে খেয়েছে যে কেবলমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস ও চলাফেরা করা ছাড়া আর কোন ক্ষমতাই এখন তার নেই। তার চোখ দুটো দেখাচ্ছে শুকনো গুজবেরি ফলের মত। সে নিঃশ্বাস ফেলছে হুস্-হুস্ করে। তার কোটের কলারটা এলোমেলো ভাবে ওল্টানো। জামার বোতামগুলো এতই ঢিলে হয়ে পড়েছে যে বাতাসে উড়ছে। তার পোশাকটা জীর্ণ, পুরনো। ভাঁজ-করা শার্টটা বুক পর্যন্ত খোলা। নভেম্বর মাসের হাওয়ায় ভেসে আসছে বরফের টুকরো; ফলে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবটা বেশ ভালই লাগছে। স্টাফি পেট ক্যালোরিসমৃদ্ধ যে ডিনারটা খেয়ে এসেছে তার মেনুতে ছিল ঝিনুক থেকে শুরু করে প্লাম-পুডিং, টার্কি-রোস্ট, আলু ভাজা, চিকেন-স্যালাড ও আইসক্রিম সমেত যত রাজ্যের ভাল ভাল খাবার। ফলে আকণ্ঠ গিলে এখন সে বাইরের জগৎটার দিকে তাকিয়ে আছে পরম পরিতৃপ্তি ভরা মুখে।

ভোজটা জুটে গিয়েছিল খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে। ফিফ্‌থ্ এভেনিউ-র একেবারে মাথায় যে লাল ইটের বড় বাড়িটা আছে তারই পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিল। সে বাড়িতে বাস করত প্রবীণা পরিবারের দুই প্রাচীন। পুরনো ঐতিহ্যের প্রতি তারা খুবই শ্রদ্ধাবতী। তারা তো নিউ ইয়র্ক শহরের অস্তিত্বটাকেই অস্বীকার করত; আর বিশ্বাস করত যে "ধন্যবাদ দিবস"-টি শুধুমাত্র ওয়াশিংটন স্কোয়ারের অধিবাসীদের জন্যই পালন করা হয়। তাদের একটা অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস ছিল—বাড়ির পিছনের ফটকে তারা একটি ভৃত্যকে বসিয়ে রাখত; তার উপর নির্দেশ থাকত, মধ্যাহ্ন কালের পরে যে ক্ষুধার্ত পথিক সর্বপ্রথম সে পথ দিয়ে যাবে তাকেই যেন বাড়িতে ডেকে এনে ভাল করে খাইয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাক্রমে স্টাফি পেট পার্কে যাবার পথে ওই বাড়িটার সামনে দিয়েই যাচ্ছিল আর বড় বাড়ির নায়েবরা তাকে বাড়িতে ডেকে এনে দুর্গ-প্রাসাদের প্রাচীন ব্যবস্থামত তার আহারাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

দশ মিনিট ধরে এক দৃষ্টিতে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে স্টাফি পেট-এর মনে একটা বাসনা জাগল চারদিকটাও একবার ভাল করে দেখবে। অনেক কষ্ট করে সে তার মাথাটাকে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে একটু ঘোরাল। তারপরেই তার চোখ দুটো যেন ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, আর ছোটখাট পা দুটো পাথরের পথের উপর এঁকেবেঁকে ঘস্টাতে লাগল।

কারণ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ফোর্থ এভেনিউ ধরে হেঁটে হেঁটে তার বেঞ্চিটার দিকেই এগিয়ে আসছে।

গত নয় বছর ধরেই "ধন্যবাদ অনুষ্ঠান দিবস"-এ বৃদ্ধ লোকটি সেখানে এসে হাজির হন এবং স্টাফি পেট-কে তার আসনে উপবিষ্ট দেখতে পান। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেটাকেই একটা প্রাচীন ঐতিহ্য করে তোলার চেষ্টা করছেন। নয় বছর ধরে প্রতিটি

"ধন্যবাদ অনুষ্ঠান দিবস"-এ তিনি স্টাফি পেটকে এখানেই পেয়ে যান, তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢোকেন এবং নিজের চোখে তাকে একটা বড় মাপের ডিনার খেতে দেখেন। এই কাজটা ইংলণ্ডে থাকতে তারা অজান্তেই করতেন। কিন্তু এটা তো একটা নতুন দেশ, আর ন'টা বছরও কিছু কম সময় নয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি গোড়া মার্কিন দেশপ্রেমিক; নিজেকে তিনি মার্কিন ঐতিহ্যের একজন পথ-প্রদর্শক বলে মনে করতেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সোজা হয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে তার প্রিয় অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিতে আসতেন। সত্যি কথা বলতে কি, স্টাফি পেট-এর অনুভূতিতে এই অনুষ্ঠানটি কোন জাতীয়তাবোধের স্পর্শ থাকত না, যেমনটি থাকে ইংলণ্ডে ম্যাগ্না কার্টা অথবা প্রাতরাশে জ্যামের সঙ্গে। কিন্তু এটা তো সেই পথেরই একটি সোপান। একটি প্রায় মধ্যযুগীয় প্রথা। এর দ্বারা অন্তত এটুকু প্রমাণিত হয় যে নিউ ইয়র্ক---মানে---আমেরিকাতেও একটা প্রথাকে গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু নয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির একহারা, লম্বা চেহারা; বয়স ষাট বছর। পরনে কালো পোশাক; চোখে সেকেলে ধরনের চশমা যা নাকের উপর থাকতেই চায় না। মাথার চুল আগের বছরের চাইতে আরও সাদা হয়ে গেছে, আরও পাতলা হয়েছে; দেখে মনে হয়, বাঁকা হাতলওয়ালা ও গিঁটওয়ালা বেতের বড় লাঠিটার ব্যবহারে তিনি আরও বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

অনেক দিনের উপকারী লোকটি কাছে আসতেই স্টাফি সাঁই-সাঁই করে নিঃশ্বাস ফেলে কাঁপতে লাগল---রাস্তার একটা কুকুর লেজ তুলে তাড়া করে এলে কোন মহিলার নাদুস-নুদুস পোষা কুকুরছানাটা ঠিক যে ভাবে কাঁপতে থাকে। সে হয় তো পালিয়েই যেত, কিন্তু তার শরীরটা যেন বেঞ্চিটার সঙ্গে একেবারে সেঁটে গিয়েছিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "শুভ সকাল। আরও একটা বছরের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে আপনি তো বেশ বহালতবিয়তেই সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখে বেড়াচ্ছেন। এই একটি মাত্র সৌভাগ্যের জন্যই এই "ধন্যবাদ দিবস"টি আমাদের দু'জনের কাছেই সুস্বাগত। আপনি আমার নিজের লোক, তাই বলছি, আপনি যদি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যান তাহলে আপনাকে এমন একটা নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করব যাতে আপনার শরীরটাও আপনার মনের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারবে।"

প্রতিবারই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই একই কথা বলেন। নয় বছর ধরে প্রতিটি "ধন্যবাদ দিবস"-এ। ফলে এই কথাগুলিই যেন একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া অন্য কোন কিছুর সঙ্গেই এ দিনটির তুলনা করা চলে না। আগেও প্রতিবারই এই কথাগুলি স্টাফির কানে গান হয়ে বেজেছে। কিন্তু এখন সে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির মুখের দিকে যখন তাকাল তখন তার মুখটা অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তার ঘামে-ভেজা ভুরুতে পড়ে বরফের কণাগুলো পিছলে পড়তে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঈষৎ কেঁপে উঠেই বরফের দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

স্টাফি আগাগোড়াই অবাক হয়ে ভেবেছে ভদ্রলোকটি কেন এমন কাতর স্বরে কথাগুলি বলেন। সে তো জানে না যে প্রত্যেক বারই কথাগুলি বলার সময় ভদ্রলোকের মনে একটাই বাসনা জেগে উঠত—আহা, উত্তরাধিকারী হিসাবে তার যদি একটা ছেলে থাকত! যে ছেলে তার মৃত্যুর পরে প্রতি বছর এখানে আসত—যে ছেলে পরবর্তীকালে স্টাফির সমুখে সগর্বে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে পারত: "আমার বাবার স্মৃতিতে।" তাহলেই তো এই অনুষ্ঠানটি একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠত!

কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কোন আত্মীয় স্বজনও ছিল না। তিনি বাস করেন পার্কের পূব দিকের কোন একটি শান্ত পথের উপরকার কোন প্রাচীন পরিবারের একটি ভগ্নপ্রায় বাদামী পাথরের বড় বাড়িতে। শীতকালে তিনি একটা ছোট কাঁচ-ঘরে দক্ষিণ আমেরিকার ফুশিয়া ফুলের চারা তৈরি করেন। বসন্তকালে ইস্টার উৎসবের শোভাযাত্রায় পা মেলান। গ্রীষ্মকালে নিউ জার্সি পাহাড়ের একটা গোলাবাড়িতে বাস করেন, আর একটা বেতের আরামকেদারায় বসে এমন এক প্রজাপতির কথা বলেন একদিন না একদিন যার দেখা তিনি অবশ্যই পাবেন। হেমন্ত কালে তিনি স্টাফিকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। এই হচ্ছে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সারা বছরের কাজ।

স্টাফি পেট আধা মিনিট ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখদুটি জ্বল্ জ্বল্ করছে। প্রতি বছরই তার মুখের রেখাগুলি বাড়ছে, কিন্তু তার ছোট কালো নেকটাইতে এখনও আগেকার মতই একটা "বো" করা; তার পোশাকপত্র সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, ধূসর গোঁফজোড়ার দু'দিকই বেশ ভালভাবে পাকানো। তারপরেই স্টাফি এমন একটা শব্দ করল যেটা শোনালো একটা পাত্রে মটরশুঁটি সিদ্ধ করার মত। ভদ্রলোক শুনতে চেয়েছিলেন তার মুখের কথা; তবে যেহেতু আগে আরও নয় বার তিনি এই শব্দটাই শুনেছেন তাই তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে এটাই স্টাফির দিক থেকে আমন্ত্রণ গ্রহণের বাঁধা গৎ।

"ধন্যবাদ মহাশয়, আমি আপনার সঙ্গে যাব এবং খুবই বাধিত হব। আমি খুবই ক্ষুধার্ত, মহাশয়।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার বার্ষিক অতিথিটিকে নিয়ে গেলেন দক্ষিণ দিকের রেস্টুরেন্টে, আর তাকে নিয়ে বসলেন ঠিক সেই টেবিলটাতে যেখানে আগেও ভোজ-পর্ব সমাধা করা হয়েছে। সকলেই তাদের ঠিকই চিনতে পারল।

একটি পরিচারক বলল, "সেই বুড়ো খদ্দেরটি ঠিকই এসে হাজির হয়েছেন; প্রতি বছরই "ধন্যবাদ দিবস"-এ তিনি যথাসময়েই দেখা দেন।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেশ জমিয়ে বসলেন টেবিলের এক দিকে। পরিচারকরা ছুটির দিনের খাদ্যসামগ্রী এনে টেবিল বোঝাই করল—আর স্টাফি তা দেখে যে দীর্ঘনিঃশ্বাসটি ফেলল সেটাকে ভুল করে ক্ষুধার প্রকাশ বলেই গণ্য করা হল। স্টাফি কাঁটা-চামচ তুলে নিয়ে বেশ বড় মাপের একটা অংশ কেটে নিল।

আগে কখনও কোন সাহসী মহাবীর শত্রুসৈন্যকে এমনভাবে বিমর্দিত করে নি। টার্কি, চপ, সুপ, আনাজপাতি, মটরশুঁটি—পাতে পড়তে পড়তেই সব সাবার।

রেস্টুরেন্টে যখন ঢুকেছিল তখনই তার পেট ছিল প্রায় আকণ্ঠ ভর্তি, তবু খাবারের গন্ধ নাকে যেতেই সে যেন ভদ্রতা-বোধটাও হারিয়ে ফেলল, কিন্তু সে হাত ও মুখ চালাতে লাগল একজন খাঁটি নাইটের মতই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখে যে তৃপ্তির হাসি সে দেখতে পেল তাকে মিলিয়ে যেতে দেবার মত হৃদয়হীন মানুষ সে নয়।

এক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ জয় করে স্টাফি চেয়ারে হেলান দিল।

খুশি-ভরা গলায় বলল, "সদাশয় মহাশয়, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ; এমন ভাল ভাল খাবার খাওয়ালেন যে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

তারপরই সে চক্চকে চোখে উঠে দাঁড়াল; পা চালিয়ে দিল রান্নাঘরের দিকে। পরিচারক তাকে ধরে লাটিমের মত ঘুরিয়ে দিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ১.৩০ ডলার রূপোর মুদ্রাগুলি গুণে পকেটে ফেললেন, আর তিনটে নিকেলের মুদ্রা রেখে দিলেন পরিচারকটির জন্য।

দরজার কাছ থেকেই তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল—বৃদ্ধ ভদ্রলোক গেলেন দক্ষিণে, আর স্টাফি গেল উত্তরে।

প্রথম মোড়টাতে পৌঁছেই স্টাফি মুখ ঘুরিয়ে এক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একটা বুড়ো প্যাঁচা যে ভাবে তার পালকগুলো মেলে দেয়, ঠিক সেই ভাবেই সেও তার পুরনো পোশাকটাকে মেলে ধরল এবং রৌদ্রক্লান্ত ঘোড়ার মত পাশের ফুটপাতের উপর এলিয়ে পড়ল।

অ্যাম্বুলেন্সটা এসে পৌঁছলে যুবক সার্জন ও চালক তার ওজন দেখে মৃদু ভর্ৎসনা করল। তার মুখে হুইস্কির গন্ধও পাওয়া গেল না। অতএব দুটো নৈশ ভোজে ভর্তি-পেট স্টাফি চালান হয়ে গেল হাসপাতালে। তাকে একটা বিছানায় টান-টান করে শুইয়ে দিয়ে একটা নতুন কোন রোগের সন্ধান পাবার আশায় নানা ভাবে তাকে পরীক্ষা করতে লাগল।

আরে—এ কী! এক ঘণ্টা পরেই আর একটি অ্যাম্বুলেন্স এল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে নিয়ে। তাকেও আর একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সার্জন অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের রায় দিল, কারণ তার চেহারায় ওই রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ চোখে পড়ল।

কিন্তু তার একটু পরেই একটি যুবক ডাক্তার ও একটি যুবতী নার্সের দেখা হয়ে গেল। নার্সের চোখ দুটি ডাক্তারের খুব পছন্দ। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা দুটি রোগীকে নিয়েই কথা বলতে লাগল।

ডাক্তার বলল, "ওই যে ওখানে সুন্দর বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখছ, ওকে দেখে তুমি ভাবতেই পারবে না যে উনি একটি অনাহারের রোগী। আমার তো মনে হচ্ছে কোন প্রাচীন পরিবারের দম্ভের শিকার। তিনি নিজে আমাকে বলেছেন, গত তিন দিন তিনি কিছুই খান নি।"

# সাফল্যের বিচার

## The Assessor of Success

হেস্টিংস্ বিউচাম্প মর্লি ইউনিয়ন স্কোয়ারে অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং পার্কের বেঞ্চিগুলোতে যে সব মানুষ শুয়ে-বসে কাটাচ্ছিল তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। যত সব অকর্মার দল, সে ভাবল; পুরুষগুলো বোকা-হাঁদা, জন্তুর মত, মুখময় দাঁড়ি-গোঁফ; মেয়েগুলি আত্ম-সচেতন ভঙ্গিতে বেঞ্চিগুলোকে বসে পাথরে বাঁধানো রাস্তার চার ইঞ্চি উপরে পা দুলিয়ে কখনও দুই পা ফাঁক করছে; আবার কখনও একত্র করছে।

আমি যদি মিঃ কার্ণেগি অথবা মিঃ রকফেলার হতাম তাহলে ভিতরকার পকেটে বেশ কয়েক মিলিয়ন ভরে নিতাম এবং সমস্ত পার্ক কমিশনারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পৃথিবীর যেখানে যত পার্ক আছে আর সেখানে যত বেঞ্চি আছে সেগুলোকে অন্তত ততটা নিচু করে বানাবার ব্যবস্থা করতাম যাতে সে বেঞ্চিতে বসে মানুষ মাটিতে পা ঠেকাতে পারে। তারপরে হয় তো যে সব শহর প্রয়োজনীয় টাকা ঢালতে সক্ষম তাদের জন্য আমি লাইব্রেরির ব্যবস্থা করে দিতাম, অথবা ক্ষ্যাপাটে অধ্যাপকদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করে ইচ্ছা হলে সেগুলোর নাম দিতাম কলেজ।

নারীর অধিকার রক্ষা সমিতিগুলো অনেক বছর ধরেই পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের জন্য লড়াই করে চলেছে। তার ফল কি হয়েছে? বেঞ্চিতে বসলেই তাদের দুই পায়ের গোড়ালিকে বেঁকিয়ে একত্র করতে হয় এবং অত্যন্ত অসুবিধাজনকভাবে উঁচু গোড়ালিগুলোকে মাটি থেকে অনেকটা উপরে রেখে দোলাতে হয়। মহিলাবৃন্দ, একেবারে নিচু থেকে কাজ শুরু করুন। আগে মাটিতে পা ঠেকাবার ব্যবস্থা করুন, তারপর মানসিক সমানাধিকারের মতবাদের দিকে হাত বাড়াবেন:

হেস্টিংস্ বিউচাম্প মর্লি বেশ যত্ন করে সুচারুভাবে সেজেগুজে বেরিয়েছে। সেটা তার জন্মগত ও পরিবারগত শিক্ষা-দীক্ষারই ফল। শক্ত মাড় দেওয়া শার্টের আড়ালে মানুষের যে হৃদয়টি আছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই; আমরা পারি কেবল তার হাঁটা-চলা ও কথাবার্তার বিবরণ দিতে।

মর্লির পকেটে একটা সেন্টও নেই; তবু সে করুণার হাসি হাসছে সেই সব শত শত নোংরা হতভাগ্যদের দেখে যাদের পকেটের অবস্থাও তথৈবচ, সূর্যের প্রথম আলো যখন স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের উঁচু বাড়িগুলোর উপর হলুদ আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল তখনও তাদের পকেটে এর বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু তখন মর্লির পকেটে যথেষ্ট টাকা-পয়সা ছিল। সূর্যাস্ত আগেও তার ফাঁকা পকেট দেখেছে; কিন্তু সূর্যোদয় সব সময় দেখেছে তার ভর্তি পকেট।

প্রথমেই সে গেল ম্যাডিসন এভেনিউ-র এক পাদরির বাড়িতে। তার হাতে দিল একটা জাল পরিচয়-পত্র; আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে পরিচয়-পত্রটি লেখা হয়েছে ইণ্ডিয়ানার এক যাজকের কার্যালয় থেকে, আর সেই পরিচয়-পত্রের সুবাদেই তার হাতে এসে গেল পাঁচ ডলার।

পাদরির দরজা থেকে বিশ পা দূরে গলিতে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মলিন মুখ মোটাসোটা লোক; সে হঠাৎ এগিয়ে এসে ঘুষি বাগিয়ে চড়া গলায় পুরনো হিসাব মতে তার পাওনা একটা টাকা দাবী করে বসল।

মর্লি মিষ্টি গলায় বলে উঠল, "আরে, বার্গম্যান, তুমি এখানে? ওই হিসাবটা মেটাতে আমি তো এখনই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম। আমার মাসির পাঠানো টাকাটা তো আজ সকালেই এসে পৌঁচেছে। ঠিকানা ভুল থাকাতেই যত গণ্ডগোল হয়েছে। ঐ মোড়টায় চল, সেখানেই তোমার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেব। তোমাকে এখানে পেয়ে ভালই হল। এতটা পথ হাঁটার হাত থেকে বেঁচে গেলাম।"

চার ঢোঁক পেটে পড়তেই বার্গম্যানের মুণ্ডু ঘুরে গেল। তার সুরই পাল্টে গেল। বলল, "মিঃ মর্লি, আপনি বরং কাল আমার বাড়িতে আসুন, আর তখনই আমার পাওনাটা দিয়ে দেবেন। একেবারে পথের উপরে যে কাণ্ডটা করে ফেলেছি সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু গত তিন মাসে যে একবারও আপনার চাঁদবদন আমি দেখতে পাই নি—শালা!"

বাঁকা হাসি হেসে মর্লি নিজের পথে পা বাড়াল। মদে-ভেজা জার্মানটা কয়েক পেগেই কাৎ হয়েছে দেখে সে খুব খুশি বোধ করছে। ভবিষ্যতে ২৯নং রাস্তাটা তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। বার্গম্যান যে এই পথেই বাড়িতে ফেরে সেটা তার জানা ছিল না।

আরও দুই স্কোয়ার উত্তরে একটা অন্ধকার বাড়ির দরজায় পৌঁছে মর্লি একটা বিচিত্র তালে বারকয়েক ঠক্-ঠক্ শব্দ করল। একটা ছয় ইঞ্চি শিকলের মাপে দরজাটা একটু খুলে গেল আর সেই ফাঁক দিয়ে দেখা দিল ভারিক্কি চেহারার এক আফ্রিকানের কালো মুখটা। মর্লিকে সে ভিতরে ডেকে নিল।

তিন তলার ধোঁয়া ঢাকা ঘরে একটা জুয়া খেলার চাকার উপর তাকে মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর দু'জনই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ভারিক্কি চেহারার নিগ্রোটি তাকে পিছনে ফেলে দ্রুত নেমে গেল। আর মর্লি হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। পাঁচ ডলারের অবশিষ্ট ৪০ সেণ্টের রৌপ্য মুদ্রাগুলি তার পকেটের মধ্যে ঠুন্-ঠুন্ করে বাজতে লাগল। মোড়ে পৌঁছে কোন্ দিকে এগোবে বুঝতে না পেরে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাস্তার ওপারে একটা ওষুধের দোকান। অনেক আলো জ্বলছে।

জার্মান সিলভার ও কাঁচের সোডা-তৈরির যন্ত্র ও গ্লাসগুলি সেই আলোয় চিকমিক করছে। কোথা থেকে পাঁচ বছরের একটা ছেলে এসে দ্রুত পায়ে ওষুধের দোকানের দিকে হাঁটতে লাগল। সে মুঠিতে একটা কিছু বেশ শক্ত করে প্রকাশ্যেই ধরে আছে।

মৃদু হাসি ও মিষ্টি কথায় মর্লি ছেলেটাকে থামাল।

ছেলেটি বলল, "আমাকে? আমাকে মাম্মা পাঠিয়েছে ওই ওষুধের দোকানে। এক বোতল ওষুধ কেনার জন্য সে আমাকে একটা ডলার দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা!" মর্লি বলল, "তুমি তো দেখছি বেশ বড় হয়ে গেছ; মামণির কত কাজ করে দিচ্ছ। আহা বাছারে। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। কি জানি তুমি যদি গাড়ি চাপা পড়। আর যাবার পথে কিছু চকোলেটও কেনা যাবে। না কি 'লেমন ড্রপ'ই তোমার পছন্দ?"

ছেলেটির হাত ধরে মর্লি ওষুধের দোকানে ঢুকল। যে প্রেস্ক্রিপশন দিয়ে সে টাকাটা মুড়ে রাখা ছিল সেটাও দোকানিকে দেখাল।

তার মুখে ঈষৎ হাসি—লুঠেরার হাসি, পিতৃসুলভ হাসি, কৌশলীর হাসি, গম্ভীর হাসি।

ওষুধের দোকানিকে বলল, "একোয়া পিউরা, এক পাঁইট। সোডিয়াম ক্লোরাইড দশ গ্রেণ। একটা মিশ্রণ বানিয়ে দাও। আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করো না, এ সব কিছুই আমার নখ-দর্পণে।"

যথারীতি হুকুম তামিল করে চোখটা টিপে দোকানি বলল, "পনেরো সেণ্ট। বুঝতেই পারছি যে ওষুধপত্রের ব্যাপারটা আপনি ভালই জানেন। বাজারে এটার দাম এক ডলার।"

"বোকা-হাবাদের কাছে তাই বটে," মর্লি হেসে বলল।

বোতলটা ভাল করে মুড়ে ছেলেটির হাতে দিয়ে সে তাকে মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিল। আর রসায়নশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের দরুণ যে ৮৫ সেণ্ট তার পাওনা হয়েছিল, সেটাকে চালান করে দিল নিজের পকেটে।

ক্ষুদে শিকারটির দিকে তাকিয়ে সহর্ষে বলল, "গাড়ি-ঘোড়ার উপর নজর রেখো বাবা।"

রাস্তায় হঠাৎই দুটো গাড়ি দুই দিক থেকে ছেলেটার দিকে ধেয়ে গেল। মর্লি দুটো গাড়ির মাঝে পড়ে ছেলেটির গলা ধরে তুলে তাকে বিপদমুক্ত করল। তারপর বড় রাস্তার মোড় থেকে ছেলেটিকে তার পথে ছেড়ে দিল। ছেলেটির পকেট কাটা হলেও জনৈক ইতালীয় বিক্রেতার দোকান থেকে কেনা সস্তা দামের মিছরির টুকরো চুষতে চুষতে সে খুশি মনে নিজের পথ ধরল।

মর্লি একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে গরুর শিরদাঁড়া ও একটা সস্তার পানীয় দিতে বলল। তারপর নিঃশব্দে হাসতে লাগল। সে হাসি এতই আসল যে পরিচারকটি পর্যন্ত অনুমান করে নিল্ যে অবশ্যই সে কোন শুভ সংবাদ পেয়েছে।

মর্লি কদাচিৎ অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলে। এক্ষেত্রে কিন্তু সে পরিচারককে লক্ষ্য করে বলে উঠল, "আরে না, না, সে রকম কিছু নয়। আমার খুশি হবার অন্য কারণ আছে। তুমি কি জান কোন্ তিন ধরনের মানুষকে সব রকম দেনা-পাওনার ব্যাপারেই অতি সহজে ঠকানো যায়?"

মর্লির নেকটাইয়ের সযত্নে বাঁধা গিঁটটা দেখেই তার বকশিসের পরিমাণটা আন্দাজ করে নিয়ে পরিচারকটি জবাব দিল, "নিশ্চয় পারি ; আগস্ট মাসে দক্ষিণ অঞ্চলের শুকনো মালপত্রের যে সব খরিদ্দাররা আসে, আর স্ট্যাটেন দ্বীপ থেকে যারা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে আসে, আর—"

মনের সুখে মুচ্‌কি হেসে মর্লি বলে উঠল, "ভুল বলেছ! সঠিক উত্তরটা হবে—পুরুষ ও নারী, শিশু। এই জগৎটা—ধর, নিউ ইয়র্ক এবং লং আইল্যাণ্ড থেকে যতদূর পর্যন্ত সাঁতার কেটে যাওয়া যায়—সবটাই তো অনভিজ্ঞ কাঁচা ছেলেমেয়েতে ভর্তি।"

ধীরেসুস্থে রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে মর্লি শহরের দুটো বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। একটিমাত্র "ডাইম" পকেটে নিয়ে সে চলমান জনতার দিকে তাকিয়ে রইল। ওই জনস্রোতেই সে তার জালটা ফেলবে এবং খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মত মাছও ধরবে। এ ব্যাপারে তার মত দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ দুটি মেলা ভার।

দুটি নারী ও দুটি পুরুষ—চারজনের একটা মজাদার দল হৈ-চৈ করে তার উপর এসে পড়ল। একটা খানাপিনার আসর বসে গেল—হায়রে, গত এক পক্ষকাল সে কোথায় ছিল ? এ কী সৌভাগ্য একেবারে তার দরজায় এসে হাজির। সকলে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল—তাদের সঙ্গে তাকে যোগ দিতেই হবে—ট্রা লা লা—এমনি সব কাণ্ডকারখানা।

পালক লাগানো সাদা টুপি মাথায় একটি মেয়ে তো তার আস্তিনটা চেপে ধরে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে অন্যদের দিকে তাকাল ; সে তাকানোর একটি মাত্র ভাষা : "দেখই না, একে নিয়ে আমি কি করি।" তারপরেই সে মহারাণীর ভঙ্গিতে আমাকে ডাকল।

মর্লি করুণ গলায় বলল, "এ আনন্দটুকু হাতছাড়া করতে আমার যে কত কষ্ট হচ্ছে সেটা তুমিই কল্পনা করে নাও। কিন্তু আমার বন্ধু—নিউ ইয়র্ক ইয়াটি ক্লাবের ক্যারুথার্স যে ঠিক ৮টার সময় তার মোটর গাড়ি নিয়ে আসবে এখান থেকে আমাকে তুলে নিতে।"

সাদা পালক নড়ে উঠল, আর চারজন মিলে মর্লিকে ঘিরে সে কী নাচ শুরু করে দিল। আর মর্লি পকেটের একটিমাত্র ডাইমকে বার বার নেড়েচেড়ে দেখে নিজের মনেই হি-হি করে হাসতে লাগল।

বেমাপের সুট-পরা লম্বা সাদা দাঁড়িওয়ালা একটি বুড়ো লোক মোটা ছাতাটা দুলিয়ে রাস্তার ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মর্লির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বলল, "আপনাকে আমি চিনি না ; আপনাকে একটু বিরক্ত করছি বলে মাপ করবেন। কিন্তু এই শহরে সলোমন স্নোদার্স বলে কাউকে কি আপনি চেনেন? সে আমার ছেলে ; এলেন্‌ভিল থেকে আমি এখানে এসেছি তার সঙ্গে দেখা করতে।"

দুই চোখের উদ্গত পুলকটুকু ঢাকতে চোখের পাতা নামিয়ে মর্লি বলল, "ও নামের কাউকে তো আমি চিনি না মশায়। আপনি বরং কোন পুলিশকে বলুন।"

বুড়ো বলল, "পুলিশ! পুলিশকে ডাকতে যাব কোন্ দুঃখে। আমি তো এসেছি বেন-এর সঙ্গে দেখা করতে। সে আমাকে লিখেছে, সে থাকে একটা পাঁচতলা বাড়িতে। সেই নামের কাউকে যদি আপনি চেনেন, আর আমাকে—"

মর্লি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বলেছি তো আমি চিনি না। স্নিদার্স নামের কাউকে আমি চিনি না। আমার পরামর্শ যদি শোনেন তো—"

বুড়ো লোকটি বাধা দিয়ে বলল, "স্নোদার্স—স্নিদার্স নয়। ভারী গড়নের মানুষ, ধূসর রং, বয়স প্রায় ঊনত্রিশ বছর, সামনের দুটো দাঁত বের করা, উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট—"

"ওঃ, স্নোদার্স!" মর্লি জোর গলায় বলে উঠল, "সল্ স্নোদার্স? আরে, সে তো আমার পাশের বাড়িতেই থাকে। আমি ভাবলাম, আপনি স্নিদার্স বলেছেন।"

মর্লি তার ঘড়িটা দেখল। একটা ঘড়ি তোমার কাছে থাকতেই হবে। এক ডলার দিলেই তুমি ওটা পাবে। না খেয়ে থাকবে তাও সই, তবু পিতলের তৈরি বস্তুটি অথবা রেলের লোকরা যা দিয়ে কাজ চালায় তেমন একটি বস্তু ছাড়া তোমার চলবে না।

মর্লি বলল, "কথা ছিল লং আইল্যাণ্ড-এর বিশপ ঠিক ৮টার সময় 'কিং ফিসার্স ক্লাব'-এ আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন। কিন্তু আমার বন্ধু সল্ স্নোদার্স-এর বাবাকে ও তো এই রাস্তার উপর একলা রেখে যেতে পারি না। ঈশ্বর জানেন, আমাদের মত ওয়াল স্ট্রীটের লোকদের খেটে খেতে হয়। ক্লান্তি বলে কোন কথা আমরা জানি না! কাজেই আপনি আমার সঙ্গেই সল্-এর বাড়িতে চলুন মিঃ স্নোদার্স, কিন্তু একটা গাড়ি নেবার আগে আপনি যদি আমার সঙ্গে একটু কিছু মুখে দেন—"

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল ম্যাডিসন স্কোয়ারের একটা নির্জন বেঞ্চিতে মর্লি বসে আছে; তার দুই ঠোঁটের ফাঁকে একটা পঁচিশ সেণ্ট দামের চুরুট আর তার ভিতরের পকেটে অতিমাত্রায় দলা-পাকানো ১৪০ ডলারের কতকগুলো বিল। পরম পরিতুষ্ট, হাল্কা মন, ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক ও দার্শনিকের মত সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে—চলন্ত মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদটা একবার ঢাকা পড়ছে, আবার প্রকাশিত হচ্ছে। হতচ্ছাড়া চেহারার একটা বুড়ো মাথাটা নিচু করে বেঞ্চিটার অপর প্রান্তে এসে বসে পড়ল।

অচিরেই বুড়ো একটু নড়েচড়ে বেঞ্চির সঙ্গীটির দিকে তাকাল। সাধারণত রাত হলে যারা এই সব বেঞ্চিগুলোকে দখল করে তাদের তুলনায় বুড়োর চোখে হয় তো মর্লির চেহারার মধ্যে একটা উঁচু দরের কিছু মালুম হল।

শ্বাস টেনে টেনে সে বলল, "মহাশয়, দয়া করে যদি একটা ডাইম অথবা কয়েকটা পেনিও আমাকে দান করেন তাহলে একটি বৃদ্ধ—"

তার গতানুগতিক আবেদনের ইতি ঘটাতে মর্লি বুড়োর দিকে একটা ডলার ছুঁড়ে দিল।

বুড়ো বলল, "ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। একটা কাজের জন্য কত যে চেষ্টা করছি—"

"কাজ!" হো-হো করে হেসে উঠে বুড়োর কথাটার প্রতিধ্বনি করে মর্লি বলে উঠল, "আপনি কিছুই জানেন না বন্ধু। নিঃসন্দেহে এই পৃথিবীটা আপনার কাছে একটা পর্বতবিশেষ; কিন্তু আরণ-এর মত এই পাহাড়কেই তো আপনাকে

আঘাতে-আঘাতে ভেঙে ফেলতে হবে। তারপরেই দেখবেন, এই পাহাড়ের বুক থেকেই আপনার জন্য বেরিয়ে আসবে জলের চাইতেও অনেক ভাল ভাল জিনিস। পৃথিবীর স্বভাবটাই এই রকম। পৃথিবীর কাছে আমি তো যা চাই তাই সে আমাকে দেয়।"

বুড়ো বলল, "আপনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেছেন। আমি তো সারাটা জীবন কেবল কাজকেই চিনেছি। কিন্তু এখন আর কোন কাজ পাই না।"

"এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে," বলে মর্লি উঠে দাঁড়িয়ে কোটের বোতাম আটকাতে শুরু করল। "একটু ধূমপান করতেই এখানে বসেছিলাম। আশা করি, একটা কাজ আপনি পেয়ে যাবেন।"

"আজ রাতেই আপনি যেন এই দয়ার প্রতিদানটি পেয়ে যান," বুড়ো লোকটি বলল।

"ওহো," মর্লি বলল, "আপনার ইচ্ছাটা তো আগেই পূর্ণ হয়েছে। আমি খুব খুশি। আমি তো মনে করি, সৌভাগ্য কুকুরের মত আমার পিছন-পিছন ঘোরে। আজকের রাতটা আমি অদূরের ওই আলো-ঝল্‌মল্ হোটেলটাতেই কাটাব। আজ রাতে কী সুন্দর চাঁদের আলোই না ছড়িয়ে পড়েছে। আমার তো ধারণা, চাঁদের আলো এবং অনুরূপ ছোটখাট জিনিসগুলোকে অন্য কেউ আমার মত ভালবাসে না। আচ্ছা, আপনাকে শুভরাত্রি জানাই।"

মর্লি মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানেই রাস্তাটা পার হয়ে হোটেলে ঢুকবে। চুরুটের ধোঁয়াটাকে সে ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উড়িয়ে দিতে লাগল। একটি পুলিশ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে মর্লি সৌজন্যমূলক ঘাড় নাড়ল। পুলিশটিও তাকে সেলাম করল। চাঁদটা কত সুন্দর!

ঘড়িতে ন'টা বাজতেই একটি বয়স্কা মেয়ে এসে মোড়ের মাথায় দাঁড়াল গাড়ির অপেক্ষায়। হয়তো বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেছে বলেই সে তাড়াহুড়া করছে। তার চোখ দুটি পরিষ্কার ও নিষ্পাপ; পরনে সাদাসিদে পোশাক; সাগ্রহ দৃষ্টিতে সে গাড়িটার খোঁজ করছে—ডাইনে-বাঁয়ে কোন দিকেই তাকাচ্ছে না।

মর্লি তাকে চিনতে পারল। আট বছর আগে স্কুলে সে ঐ মেয়েটির সঙ্গে একই বেঞ্চিতে বসত। তখন দু'জনের মধ্যে কোন রকম অনুভূতির ব্যাপার ছিল না—নিষ্পাপ দিনের বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না।

সে কিন্তু পাশের রাস্তাটায় মোড় নিয়ে একটা নির্জন জায়গায় পৌঁছে নিজের জ্বালা-ধরা মুখটাকে হঠাৎ ঠাণ্ডা লোহার ল্যাম্প-পোস্টটার গায়ে চেপে ধরল; বিষণ্ন গলায় বলে উঠল:

"ঈশ্বর! আজ যদি আমার মৃত্যু হত!"

# ক্যাক্টাস শহরের খদ্দের

## The Buyer from the Cactus City

টেক্সাস-এর অন্তর্গত ক্যাক্টাস শহরের স্বাস্থ্যকর অঞ্চলটাতে জ্বর-জ্বারি হয় না, সর্দি-কাশিও নেই। "নাভারো অ্যাণ্ড প্লাট" নামের শুকনো জিনিসপত্রের যে দোকানটা সেখানে আছে সেটাও নাক-সিঁটকাবার মত নয়।

ক্যাকটাস শহরের বিশ হাজার বাসিন্দা খোলা হাতে নিজেদের পছন্দমত জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। তাদের রূপোর মুদ্রাগুলোর বেশির ভাগই গিয়ে ওঠে "নাভারো অ্যাণ্ড প্লাট"-এর হাত-বাক্সে। তাদের প্রকাণ্ড ইটের বাড়িটাতে এত বেশি জমি আছে যে এক ডজন ভেড়া সেখানে সহজেই চরে বেড়াতে পারে। তাদের দোকান থেকে তুমি সাপের চামড়ার নেকটাই, মোটর গাড়ি, অথবা পঁচাশি ডলার দামের সর্বাধুনিক ফ্যাশনের কুড়িটা আলাদা-আলাদা রংয়ের মেয়েদের কোট—সব কিছুই কিনতে পার। কলোরাডো নদীর পশ্চিম পারে তারাই প্রথম পেনির প্রচলন করে। তারা প্রথমে পশুপালকের কাজ করত। কিন্তু তাদের ব্যবসা-বুদ্ধিটা ছিল প্রখর। তারা বুঝতে পেরেছিল যে বিনামূল্যে ঘাসের বাজার উঠে গেলেও পৃথিবীর চলার পথ কোনদিনই থেমে যাবে না।

দোকানের বড় অংশীদার নাভারোর বয়স পঞ্চান্ন বছর, আধা-স্প্যানিশ, চাল-চলনে বিশ্বমানবিকতার ছাপ, রুচিবান। প্রতি বছর বসন্তকালে তিনি মালপত্র কিনতে নিউ ইয়র্ক যান। এ বছর এই দীর্ঘ পদযাত্রায় বের হতে তিনি একটু ভয় পেলেন। তারও তো বয়স বাড়ছে; দিবানিদ্রার সময় হবার এক ঘণ্টা আগে থেকেই এখন তিনি বার বার ঘড়িটা দেখেন।

ছোট অংশীদারকে ডেকে বললেন, "জন, এ বছর মালপত্র কিনতে তোমাকেই যেতে হবে।"

প্লাটকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

সে বলল, "আমি শুনেছি নিউ ইয়র্ক একটা মৃত শহর। তবু আমি যাব। যাবার পথে কয়েক দিনের জন্য স্যান এণ্টোন-এ নেমে একটু ফূর্তি-ফার্তা করে নেব।"

দুই সপ্তাহ পরে একটি ভদ্রলোক নিম্ন ব্রডওয়ের "জিজ্‌বম্ অ্যাণ্ড সন" কোম্পানির আলখাল্লা ও সুটের পাইকারি দোকানে ঢুকলেন। তার পরনে টেক্সাসের সুট—কালো ফ্রক কোট, চওড়া পটিওয়ালা নরম সাদা টুপি, কড়া ইস্তিরির কালো নেকটাই।

বুড়ো জিজ্‌বম্-এর চোখ দুটি বাজপাখির মত, স্মৃতিশক্তি হাতির মত, আর তার মনের ভাঁজগুলো মুহূর্তকালের মধ্যেই খুলে যায়। কালো মেরু-ভল্লুকের মত পাক খেতে খেতে তিনি দোকানের সামনে পৌঁছে প্লাট-এর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মুখে বলে উঠলেন, "টেক্সাসের বাড়িতে মিঃ নাভারো কেমন আছেন? দেখছি, এ-বছর এই যাত্রা-পথটা তার কাছে একটু বেশি লম্বাই মনে হয়েছে। তার জায়গায় মিঃ প্লাটকেই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।"

"আপনার চোখের দৃষ্টি তো খুব প্রখর," প্লাট বলল। "এত কথা আপনি জানলেন কেমন করে?"

মুচকি হেসে জিজবম্ বললেন, "আমি সব জানি। ঠিক যে ভাবে জেনেছি যে এ বছর এল্ পাসো-তে বৃষ্টিপাত হয়েছে ২৮.৫ ইঞ্চি অথবা ১৫ ইঞ্চি বেশি, আর সেই জন্যই "নাভারো অ্যাণ্ড প্লাট" দশ হাজার ডলারের জায়গায় ১৫০০০ ডলারের মালপত্র কিনবে। কিন্তু সে সব কথা কাল হবে। প্রথমেই আমার নিজস্ব আপিসের একটা চুরুটে টান দিন; তাহলেই রিও গ্র্যাণ্ডি এবং ঐ রকম সব জায়গা থেকে লুকিয়ে পাচার করা চুরুটের স্বাদ আপনার মুখ থেকে চলে যাবে—আরে, সে সবই যে চুরি করে পাচার করা মাল।"

তখন বেলা পড়ে এসেছিল; সেদিনকার মত কাজকর্মও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুখের চুরুটটা তখন সবে কিছুটা পুড়েছে; সেই অবস্থায়ই প্লাটকে সেখানে বসিয়ে রেখে জিজ্বম্ সেখান থেকে বেরিয়ে ছেলের কাছে গেলেন। ছেলে তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হীরের স্কার্ফপিনটা ঠিকমত আটকে নিচ্ছিল; তারও আপিস ছেড়ে চলে যাবার সময় হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ বললেন, "আরে, আজ রাতেই তুমি মিঃ প্লাটকে নিয়ে চারদিক ঘুরে তাকে সব কিছু দেখিয়ে আনবে। ওরা আমাদের দশ বছরের খদ্দের। মিঃ নাভারো যখন এখানে আসতেন তখন তো সময় পেলেই আমরা দু'জনে বসে দাবা খেলতাম। সে সবই ঠিক আছে, কিন্তু মিঃ প্লাট যুবক মানুষ, এবারই সে প্রথম নিউ ইয়র্ক-এ এসেছে। তাকে একটু আমোদ-ফূর্তিতে রাখতে হবে তো।"

পিনটাকে ভাল করে আটকে নিয়ে আবে বলল, "ঠিক আছে। আমি তাকে নিয়েই বের হব। হোটেল এস্টর-এ খানাপিনা সেরে "পুরনো আপেল গাছের তলায়" ফনোগ্রাফ-নাটকটা শুনতেই তো সাড়ে দশটা বেজে যাবে আর মিঃ টেক্সাসও ততক্ষণে কম্বলে গড়াগড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন।"

পরদিন সকাল ১০টায় প্লাট কাজকর্মের জন্য তৈরি হয়েই দোকানে ঢুকল। তার বুকে এক গুচ্ছ হায়াসিন্থ ফুল পিন দিয়ে আঁটা। জিজ্বম্ স্বয়ং তার দেখাশোনা করতে এগিয়ে এলেন। "নাভারো অ্যাণ্ড প্লাট" বেশ ভাল খদ্দের; নগদ টাকার বিনিময়ে প্রাপ্য বাট্টা নিতে কখনও ভুল করে না।

মানহাটানসুলভ স্মিত হাসির সঙ্গে জিজ্বম্ শুধালেন, "আমাদের এই ছোট শহরটাকে কেমন দেখলেন?"

"আমি এখানে থাকতে পারব বলে মনে হয় না," টেক্সাসবাসী যুবকটি বলল। "আপনার ছেলে ও আমি গত রাতে বেশ কয়েক জায়গায় গিয়েছি। আপনাদের জলটা ভাল, কিন্তু ক্যাক্টাস শহরের আলোর ব্যবস্থাটা এখানকার চাইতে ভাল।"

"আমাদের ব্রডওয়ে-তে তো বেশ আলো জ্বলে মিঃ প্লাট। তাই নয় কি ?"

প্লাট জবাব দিল, "আর ছায়াও পড়ে অনেক। তবে আপনাদের ঘোড়াগুলো আমার খুব ভাল লেগেছে।"

"নানা রকম সুটের নমুনা দেখাবার জন্য জিজ্‌বম্‌ তাকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে গেলেন।

একজন কেরাণিকে বললেন, "মিস্‌ আশারকে ডেকে দাও।" .

মিস্‌ আশার এল আর "নাভারো অ্যাণ্ড প্লাট" কোম্পানির প্লাট এই প্রথম অনুভব করল যে রোমান্স ও গৌরবের এক আশ্চর্য উজ্জ্বল আলো নেমে এল তার জীবনে। তার খোলা চোখের দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হল মেয়েটির উপর; সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কলোরাডো নদীর তীরে দণ্ডায়মান পাহাড়ের চূড়ার মত। সে দৃষ্টি মেয়েটির চোখ এড়াল না; তার মুখেও লালের ছোপ পড়ল, যদিও এটা তার স্বভাবের ব্যতিক্রম।

মিস্‌ আশার "জিজ্‌বম্‌ অ্যাণ্ড সন"-এর একজন খাঁটি মডেল। তার চেহারা সুন্দর; শরীরের মাপ ৩৮-২৫-৪২-এর চাইতেও কিছুটা ভাল। দুই বছর সে "জিজ্‌বম্‌-এ আছে; নিজের কাজটা সে ভালই বোঝে। তার চোখ উজ্জ্বল, কিন্তু শান্ত; আসল কথা, খদ্দেরদের সে ভালই বুঝতে পারে।

জিজ্‌বম্‌ বললেন, "মিঃ প্লাট, এবার এই হাল্কা রংয়ের প্রিন্সেস্‌ গাউনগুলি আপনি দেখুন। আপনাদের জল-হাওয়ার পক্ষে এটা খুবই উপযোগী হবে। মিস্‌ আশার, এটাই আগে দেখাও তো।"

উপযুক্ত মডেলটি যেন উড়াল দিয়ে ড্রেসিং-রুম-এ ঢুকল আর বেরিয়ে এল; প্রতিবারই সে নতুন পোশাক বদলে আসে, আর প্রতিবারই যেন নতুন করে তার চেহারার চেকনাই খোলে। প্রতিবারই সে এসে দাঁড়ায় পরিপূর্ণ আত্মসংযমের সঙ্গে, আর খদ্দেরটি যেন তড়িতাহতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল হয়ে; ওদিকে জিজ্‌বম্‌ পোশাকের স্টাইল সম্পর্কে অনর্গল বকতে থাকেন। মডেল-মেয়েটির মুখে ফুটে থাকে অস্পষ্ট, নৈর্ব্যক্তিক, ব্যবসায়িক হাসি।

নমুনা দেখানো শেষ হয়ে গেলে প্লাট ইতস্তত করতে লাগল। জিজ্‌বম্‌ কিছুটা উৎকণ্ঠিত বোধ করলেন; তার মনে হল খদ্দেরটি বুঝি অন্য কোন দোকানে একবার যাচাই করে দেখতে চায়। কিন্তু প্লাট তখন মনে মনে ভাবছে ক্যাক্টাস শহরের ভাল ভাল আবাসন-অঞ্চলগুলির কথা আর চেষ্টা করছে তার ভাবী বধূর জন্য বাড়ি করার মত একটা অঞ্চল বেছে নেবার। ওদিকে ঠিক সেই মুহূর্তে সেই ভাবী বধূটি ড্রেসিং-রুমে তার সান্ধ্য পোশাকটা খুলে ফেলছিল।

জিজ্‌বম্‌ বললেন, "মিঃ প্লাট, আপনি বরং আজ রাতটা ভাবুন। এ রকম দামে আমার মত মালপত্র আর কেউ দিতে পারবে না। আমার ভয় হচ্ছে মিঃ প্লাট যে নিউ ইয়র্ক শহরটা আপনার ভাল লাগছে না। অবশ্য আপনার এখন অল্প বয়স—মহিলাদের সাহচর্যের অভাবটা আপনি অবশ্যই অনুভব করতে পারেন। আচ্ছা, আজ সন্ধ্যায় একটি সুন্দরী যুবতী যদি আপনাকে সঙ্গে করে ডিনার খেতে যায় তো

কেমন হয়? দেখুন, মিস্ আমার খুব ভাল মেয়ে, দেখতেও ভাল; তার সঙ্গ আপনার ভাল লাগবে বলেই মনে হয়।"

"সে কি, তিনি তো আমাকে চেনেনই না," প্লাট অবাক হয়ে বলল। "আমার সম্পর্কে তিনি তো কিছুই জানেন না। তিনি কি যাবেন? তার সঙ্গে তো আমার পরিচয়ই হয় নি।"

"তিনি কি যাবেন?" ভুরু দুটো তুলে জিজ্বম্ কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন। "সে অবশ্যই যাবে। আমি আপনাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। সে অবশ্যই যাবে।"

তিনি উঁচু গলায় মিস্ আশারকে ডাকলেন।

সে এল; শান্ত ও ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। পরনে সাদা শার্ট ও কালো স্কার্ট।

"আজ সন্ধ্যায় ডিনার খাবার সময় তুমি সঙ্গে থাকলে মিঃ প্লাট খুশি হবেন," ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতেই জিজ্বম্ কথাগুলি বললেন।

"নিশ্চয় যাব," সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে মিস্ আশার বলল। "আমিও খুব খুশি হব। নয়-এগারো ওয়েস্ট টোয়েন্টিয়েথ স্ট্রীট। সময়টা কখন?"

"ধরুন সাতটা।"

"ঠিক আছে, তবে দয়া করে ঐ সময়ের আগে আসবেন না। জনৈক স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আমি এক ঘরেই থাকি, আর কোন পুরুষ মানুষকে তিনি ঘরে ঢুকতে দেন না। সেখানে কোন বসবার মত ঘর নেই; কাজেই আপনাকে হল-ঘরেই অপেক্ষা করতে হবে। আমি তৈরি হয়েই থাকব।"

সাড়ে সাতটার সময় প্লাট ও মিস্ আশার ব্রডওয়ের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে টেবিলে গিয়ে বসল। তার পরনে ছিল একটা সাদাসিদে কালো ফিল্ম পোশাক। প্লাট জানত না যে এটাও তার সারা দিনের কাজের একটা অংশ।

একটি ভাল পরিচারকের সাহায্যে প্লাট একটা ভদ্রগোছের ডিনারের অর্ডার দিল।

মিস্ আশারের মুখে এক ঝলক আলো ফুটে উঠল।

"আমি কি একটা কিছু পানীয় পেতে পারি না?" মেয়েটি প্রশ্ন করল।

"কেন? নিশ্চয় পাবেন," প্লাট বলল। "আপনার যা চাই।"

"একটা শুকনো মার্টিনি," মেয়েটি পরিচারককে বলল।

পানীয় এসে গেলে প্লাট হাত বাড়িয়ে সেটা সরিয়ে নিল। প্রশ্ন করল, "এটা কি?"

"নিশ্চয়ই একটা ককটেল।"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি এক রকম চায়ের অর্ডার দিয়েছিলেন। এটা তো মদ। আপনি এটা পান করতে পারবেন না। আপনার প্রথম নামটা কি?"

মিস্ আশার ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, "আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে সেটা হেলেন।"

টেবিলের উপর ঝুঁকে প্লাট বলল, "শোন হেলেন, অনেক বছর ধরে যখনই তৃণভূমিতে বসন্তের ফুল ফুটে ওঠে তখনই আমার মনে এমন একজনের কথা ভেসে

ওঠে যাকে আমি কখনও দেখি নি, যার কথা কখনও শুনি নি। গতকাল তোমাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে এতকাল আমি তোমার কথাই ভেবেছি। কালই আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আর তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ। আমি জানি তুমি যাবে, কারণ তুমি যখন প্রথম আমার দিকে তাকিয়েছিলে তখনই তোমার চোখে আমি এটা দেখতে পেয়েছি। আপত্তি করে কোন লাভ নেই, কারণ যেতে তোমাকে হবেই। এই দেখ, তোমার জন্য একটা ছোট্ট উপহার পর্যন্ত আমি নিয়ে এসেছি।"

একটা দুই ক্যারাট হীরের আংটি সে টেবিলের উপর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিল। মিস্ আশার হাতের কাঁটাটা দিয়ে আবার সেটাকে প্লাটের দিকেই ঠেলে দিল।

"জান, আমি লাখ লাখ ডলারের মালিক," প্লাট বলল। "পশ্চিম টেক্সাসে আমি তোমার জন্য সবসেরা একটা বাড়ি করে দেব।"

মিস্ আশার জবাব দিল, "আপনার যত টাকাই থাকুক তা দিয়ে আপনি আমাকে কিনতে পারবেন না খদ্দের মশায়। আপনাকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে তা আমি ভাবি নি। প্রথমে আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, আপনি অন্য সকলের মত নন; কিন্তু এখন দেখছি আপনারা সকলেই সমান।"

"সকলে মানে?" প্লাট জানতে চাইল।

"আপনার মত সব খদ্দেররা। আপনারা ভাবেন, যেহেতু আপনাদের সঙ্গে আমাদের ডিনারে যেতেই হয়, নইলে আমাদের চাকরি থাকে না, তাই আপনারা যা খুশি তাই বলার সুযোগ পেয়ে যান। দেখুন, ও সব ভুলে যান। ভেবেছিলাম, অন্যদের চাইতে আপনি আলাদা, কিন্তু এখন দেখছি আমি ভুল করেছিলাম।"

হঠাৎ অতিশয় সুখী হবার ভঙ্গিতে টেবিলের উপর একটা থাপ্পড় মেরে প্লাট সানন্দে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "পেয়ে গেছি! উত্তর দিকের নিকল্সন ভবন। সেখানে ওক গাছের একটা বড় বাগান আছে; একটা প্রাকৃতিক হ্রদও আছে। পুরনো বাড়িটা ভেঙে দিয়ে আরও কিছুটা পিছিয়ে একটা নতুন বাড়ি করলেই হবে।"

"আপনার পাইপটা নিভিয়ে ফেলুন," মিস আমায় বলল। "আপনাকে এভাবে তাতিয়ে তুলেছি বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনারাও তো একটু বেশি বুদ্ধিমান হতে পারেন, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থেমে যান। আপনার সঙ্গে আমাকে ডিনারে যেতে হবেই; বুড়ো জিজির সঙ্গে যতদিন আপনাদের ব্যবসা চলবে ততদিন আপনাকে মৌজেও রাখতে হবে। কিন্তু আপনি যে সুটটা কিনবেন সেখানেই আমাকেও নিয়ে যাবেন—এতটা আশা করবেন না।"

প্লাট বলল, "তুমি কি বলতে চাও যে খদ্দেরদের সঙ্গে তুমি এইভাবে বেরিয়ে পড়, আর তারা সকলেই—সকলেই তোমাকে আমি যা বলেছি সেই কথাই বলে?"

মিস্ আশার বলল, "তারা সকলেই খেলা করে। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলতেই হবে যেখানে তাদের উপর আপনি টেক্কা মেরেছেন। হীরের কথাটা তারা কেবল মুখেই বলে, আর আপনি সত্যি সত্যি একটা হীরে নিয়ে এসেছেন।"

"এখানে তুমি কতদিন কাজ করছ হেলেন?"

"আট বছর ধরে আমি নিজেকে নিজেই চালিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে ছিলাম ক্যাসের মেয়ে, তারপর হলাম প্যাকিং-এর মেয়ে, তারপর থেকে বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত ছিলাম দোকানের মেয়ে, আর তারপর হলাম সাজ-পোশাকের মডেল। মিঃ টেক্সাসের মানুষ, আপনি কি মনে করেন না যে একটু মদ হলে ডিনারটা এত শুকনো লাগত না?"

"আর তো তোমাকে মদ খেতে দেব না সখি। আমি তো ভাবতেই পারি না যে তুমি—। কালই আমি দোকানে যাব তোমাকে নিতে। আমি চাই, আমরা এখান থেকে যাবার আগেই তুমি একটা মোটর গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলবে। এখানে আমাদের কেনার মত ঐ একটা জিনিসই আছে।"

"ওহো। ওটাও বাদ দাও। যদি জানতে যে ও সব কথা শুনে-শুনে আমার কান পচে গেছে।"

ডিনারের পরে তারা ব্রডওয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। এক সময় ডায়ানার গাছপালায় ঢাকা ছোট পার্কটায় পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্লাটের চোখ পড়ল গাছগুলোর উপর। তার নিচের ঘোরানো পথটা ধরে সে হাঁটবেই। পার্কের আলো পড়ে মডেলের চোখে দুটি অশ্রুর বিন্দু ঝিকমিক করছে।

"এটা আমার ভাল লাগে না," প্লাট বলল। "হল কি?"

"আপনি কিছু মনে করবেন না," মিস্ আশার বলল। "দেখুন—মানে—আপনাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল যে আপনি অন্য সকলের মত নন, কিন্তু আপনারা সকলেই এক। এবার—আপনি কি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন, না কি আমাকে পুলিশ ডাকতে হবে?"

প্লাট মেয়েটিকে তার বোর্ডিং-হাউসের দরজায় পৌঁছে দিল। তারা বারান্দাটায় খানিকক্ষণ দাঁড়াল। মেয়েটি এমন ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল যে প্লাটের ওক কাঠের মত কঠিন হৃদয়ও কেঁপে উঠল। প্লাট হাত বাড়িয়ে তার কোমরের অর্ধেকটা জড়িয়ে ধরেছে এমন সময় মেয়েটি খোলা হাতটা দিয়ে তার মুখে এক মোক্ষম ঘুষি বসিয়ে দিল।

সে এক পা পিছিয়ে আসতেই একটা আংটি কোথা থেকে ছিটকে পড়ে টালি-বসানো মেঝেতে গড়াতে লাগল। প্লাট হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলে নিল।

মেয়েটি বলল, "আপনার অকেজো আংটিটা নিয়ে এবার আপনি কেটে পড়ুন খদ্দের মশায়।"

"এটা তো অন্য আংটিটা—বিয়ের আংটি," মসৃণ সোনার ব্যাণ্ডটা হাতের তালুতে নিয়ে টেক্সাসবাসী যুবকটি বলল।

আধা অন্ধকারে মিস্ আশারের চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল।

"আপনি কি এই আংটিটার কথাই বলেছিলেন? সত্যি কি আপনি—"

বাড়ির ভিতর থেকে কে যেন দরজাটা খুলে দিল।

প্লাট বলে উঠল "শুভ রাত্রি। কাল দোকানে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

মিস্ আশার ছুটে তার ঘরে ঢুকল। স্কুল-শিক্ষকটিকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে ঝাঁকাতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত সে বিছানায় উঠে বসে চেঁচিয়ে বলে উঠল—"আগুন!"

"কোথায় আগুন?" শিক্ষকটি আবার বলল।

"আমিও তো সেটাই জানতে চাইছি," মডেল বলল। "তুমি তো ভূগোল পড়েছ এম্‌মা, তোমার তো জানা উচিত। আচ্ছা, ক্যাক-ক্যাক-ক্যাব্রাক-ক্যারাকাস শহরটা কোথায় বলতে পার?"

স্কুল শিক্ষিকা ধমক দিয়ে বলল, "এরই জন্য তুমি আমাকে ঘুম থেকে তুললে? তোমার সাহস তো কম নয়। ক্যারাকাস তো ভেনেজুয়েলাতে।"

"কি রকম দেখতে?"

"কেন, সেটা তো প্রধানত ভূমিকম্পের দেশ। সেখানে বাস করে নিগ্রোরা, বাদররা; আর আছে ম্যালেরিয়া জ্বর ও আগ্নেয়গিরি।"

"আমি ও সবের পরোয়া করি না," মিস আশার প্রফুল্লচিত্তে বলল, "কালই আমি সেখানে যাচ্ছি।"

## পুলিশ ও'রুণ-এর ব্যাজ

### The Badge of Policeman O'Roon

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পুরুষ ও নারীই প্রথমে পরস্পরকে দেখেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়েছে। এই প্রথম দর্শনে প্রেম ব্যাপারটাই বিপজ্জনক; আগে থেকে দেখা নেই, শোনা নেই, অথচ প্রেম হয়ে গেল। কিন্তু এটাও ঘটে; আর এই রকম একটা ঘটনাই এই গল্পের বিষয়বস্তু—যদিও, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পানীয়, পুলিশ, ঘোড়া ও রাজা-রাজরার মত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তাতে চাপা পড়ে যায় নি।

একটা বিশেষ যুদ্ধের সময় "জেন্টল রাইডার্স" নামের একটি সৈন্যদল ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছিল; দু'একটা যুদ্ধও করেছিল। "জেন্টল রাইডার্স" সেনাদলটি গড়া হয়েছিল পশ্চিমের বেপরোয়া ধনীলোক এবং পূবের ধনী বেপরোয়া লোকদের নিয়ে। খাকি পোশাক গায়ে চড়ালে একজন থেকে আর একজনকে বিশেষ করে আলাদা করা যায় না; অতএব সহজেই তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী হয়ে উঠেছিল।

মাত্র দশ মিলিয়নের মালিক হলেও এল্‌স্‌ওয়ার্থ রেমসেন ছিল বেশ বড় বংশের ছেলে। "জেন্টল রাইডার্স"দের ক্যাম্পফায়ারে বসে সেও বেশ আরাম করেই টিনের মাংস খেত। তার কাছে যুদ্ধটা ছিল একটা বড় তামাশার মত; তাই পোলো খেলার জন্য তার মনে কোন খেদ ছিল না।

সৈন্যদের মধ্যে একটি সুসজ্জিত, ভদ্র, ঠাণ্ডা মাথার যুবক ছিল। সে নিজের নাম বলত ও' রুশ। এই যুবকটিকে রেমসেন বিশেষ পছন্দ করত। দু'জন পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে যেত; পাহাড়ি পথের বিখ্যাত অভিযানেও তারা পাশাপাশিই ছিল।

যুদ্ধের পরে রেম্‌সেন তার পোলো খেলার জগতে ফিরে এল। একদিন ক্লাবে তার সঙ্গে ও'-রুশ-এর দেখা হয়ে গেল। পুরনো বন্ধুকে পেয়ে দু'জনই অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় মেতে উঠল। বোঝা গেল, ভাগ্য ও'রুশ-এর প্রতি বিরূপ হয়েছে; কিন্তু তাকে দেখে মনে হল সে বেশ সুখেই আছে। অবশ্য এটাও বোঝা গেল যে তার এই সুখী ভাবটাও একটা মুখোশ।

সে বলল, "রেম্‌সেন, আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দাও। আমার শেষ শিলিংটাও এইমাত্র একজন নাপিতকে দিয়ে এলাম।"

রেম্‌সেন বলল, "ও নিয়ে চিন্তা করো না। এমন অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে যাদের ব্যাংক আছে, দোকান আছে। আরও নানান কাজকর্ম আছে। কোন বিশেষ ধরনের কাজ কি তোমার পছন্দ?"

"হ্যাঁ," একটু আগ্রহের সঙ্গে ও'রুশ বলল। "আজ সকালেই আমি তোমাদের সেন্ট্রাল পার্কে বেড়াচ্ছিলাম। যে সব পুলিশ ঘোড়ায় চড়ে ঘোরে আমি তাদেরই একজন হতে চাই। তাছাড়া, ওই একটা কাজই তো আমি করতে পারি। আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি। আর তাজা বাতাসও আমার পক্ষে খুব ভাল। সে রকম একটা কাজ যোগার করে দিতে পার কি?"

রেম্‌সেন তাকে আশ্বাস দিল, পারবে। আর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই চাকরিটা যোগাড় করেও দিল। যাঁরা অশ্বারোহী পুলিশদের দিকে নজর রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন যে একটা সুসজ্জিত, ভদ্র, ঠাণ্ডা মাথার যুবক একটা বাদামি রংয়ের ঘোড়ার পিঠে চেপে পার্কের পথে পথে ডিউটি করে বেড়াচ্ছে।

এবার তাহলে আসল কথায় যাই।

একদিন রেম্‌সেন তার ক্লাব থেকে কিছুটা দূরে ফিফ্‌থ্‌ এভেনিউ ধরে যাচ্ছিল—ঠিক তখনই ঘটনাটি ঘটল।

অনেকগুলি যান-বাহন রাস্তা জুড়ে থাকায় একটা মোটর গাড়ি এক ফুট এক ফুট করে এগোচ্ছিল। গাড়িতে ছিল একজন সোফার আর একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তার গোঁফজোড়া বরফ-সাদা, মাথায় ভাঁজ-করা স্কচ্‌ টুপি। তার ঠিক পাশেই বসেছিল একটি অল্পবয়সী মহিলা। মহিলাটি ডালিম-ফুলের চাইতেও সুন্দরী, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা সাঁঝের বেলাকার এক ফালি চাঁদের চাইতেও রূপবতী। রেম্‌সেন তাকে দেখল আর মজে গেল। সে হয়তো তার গাড়ির চাকার তলেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ত, কিন্তু সে এটুকু জানত যে যারা মোটর গাড়িতে চড়ে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এটা হচ্ছে সর্বশেষ পন্থা। গাড়িটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, আর কবিকুলকে মোটর-চালকদেরও উপরে স্থান দিয়ে বলতে পারি যে মোটর গাড়িটা রেম্‌সেন-এর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে গেল। শহরটা মস্ত বড়; এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস;

তার মধ্যে এমন অনেক নারী আছে যাদের দূর থেকে দেখলে ডালিম-ফুল বলেই মনে হয়। তথাপি রেম্‌সেন-এর মনে বড় আশা, সেই সুন্দরীকে সে আবার দেখতে পাবে; কারণ প্রত্যেক মানুষই কল্পনা করে যে তার প্রেম-বিলাসের কাণ্ডারী স্বয়ং ঈশ্বর।

রেম্‌সেন-এর মনের শান্তির পক্ষে ভালই হল যে ঠিক সেই সময় শহরের "জেন্টল রাইডার"-দের একটা পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হল। সৈন্যরা সংখ্যায় বেশি নয়—হয় তো এক কুড়ি হবে—কিন্তু হৈ-চৈটা কম হল না—নানা রকম পানীয়, খাদ্য ও বক্তৃতা। কিন্তু ভোর হতেই শুরু হল বিদায়ের পালা। কিন্তু কেউ কেউ তখনও রণক্ষেত্রেই থেকে গেল। তাদের মধ্যে একজন সৈনিক ও'রুশ। মদের ঘোরে একেবারে চুর হয়ে আছে। তার পা দুটো পুলিশ বিভাগের নিয়ম-কানুন সব বেমালুম ভুলে গেছে।

"আমি একেবারে জ্বালাতন হয়ে গেছি রেম্‌সেন," ও'রুশ বন্ধুকে বলল। "কেন যে ওরা এমন সব হোটেল বানায় যেগুলি অগ্নি-বলয়ের মত কেবলই ঘুরতে থাকে? ওরা তো আমার ঢাল কেড়ে নেবে, আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। আমি ঠিক মত চিন্তা করতে পারি, তা-তা-তালমত ক-ক-কথা বলতে পারি, কিন্তু আমার পা দুটোই যত গোল বাঁধায়। তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে ডিউটিতে যেতে হবে। কিন্তু আমার যে নাচতে ইচ্ছা করছে রেম্‌সেন, নাচতে ইচ্ছা করছে।'

রেম্‌সেন নিজের হাসি-হাসি মুখটা দেখিয়ে বলল, "আমার দিকে তাকাও। এখানে তুমি কাকে দেখতে পাচ্ছে?"

"আরে বাবা," ঝিমুতে ঝিমুতে ও'রুশ বলল, "তুমি তো আমার পুরনো বন্ধু রেম্‌সেন।"

"হল না," রেম্‌সেন বলল। "তুমি দেখছ অশ্বারোহী পুলিশ ও'রুশকে। তোমার মুখের দিকে তাকাও—না, আয়না ছাড়া সে কাজটা তুমি করতে পার না—কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকাও, আর তোমার মুখের কথাটা ভাব। আমরা অনেকটা একই রকম দেখতে? ঠিক, দুটো ফরাসী খানার মত। জামায় তোমার ব্যাজ লাগিয়ে, তোমার ঘোড়ায় চড়ে, তোমার ইউনিফর্ম পরে আমি আজ পার্কের পথে ডিউটি করব। সে এক জবর মজার ব্যাপার হবে!"

যথাসময়ে জাল অশ্বারোহী পুলিশ ও'রুশ বাদামি রংয়ের ঘোড়ায় চড়ে পার্কে ডিউটি দিতে লাগল। ইউনিফর্ম গায়ে চড়ালে দুটি আলাদা লোককেও একই রকম দেখায়; আর দু'জন যদি একই রকম দেখতে হয় তো দু'জনকে দুটি যমজ ভাই বলেই মনে হবে। অতএব রেম্‌সেন ঘোড়া ছুটিয়ে পাহারা দিতে লাগল, আর এত বেশি মজা উপভোগ করতে লাগল যা লাখপতিদের কপালেও কদাচিৎ জোটে।

খুব সকালে দুই ঘোড়ায় টানা একটা ভিক্টোরিয়া গাড়ি এসে হাজির হল। এ রকমটা সাধারণত ঘটে না, কারণ সকালবেলা কেউ পার্কে বেড়াতে আসে না। গাড়িতে বসে ছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক; তার জুলফি জোড়া বরফ-সাদা, মাথায় ভাঁজ-করা স্কচ টুপি। আর তার পাশেই বসে ছিল রেম্‌সেন-এর হৃদয়ের রাণী—যে যুবতীটি দেখতে ডালিম-ফুলের মত, এক ফালি চাঁদের মত।

রেম্‌সেন তাদের দেখতে পেল। পরস্পরকে পাশাপাশি পার হবার মুহূর্তে সুন্দরী যুবতীর চোখ পড়ল রেম্‌সেন-এর চোখে, আর সত্যিকারের প্রেমিকের মত ভীরু অন্তরের জন্যই রেম্‌সেন দেখেও বুঝি দেখতে পেল না যে সুন্দরীর মুখে একটা রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ল। রেম্‌সেন জোর কদমে বিশ গজ এগিয়ে গেল। ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া দুটো হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। তাদের ক্ষুরের শব্দ কানে আসতেই সে তার ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে দিল।

রেম্‌সেন-এর বাদামি ঘোড়া বন্দুকের গুলির মত তীব্র গতিতে ভিক্টোরিয়া গাড়িটাকে ধাওয়া করল। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই সে গাড়িটাকে ধরে ফেলল।

রেম্‌সেন-এর শক্ত মাংসপেশী গাড়ির চালকদের হারিয়ে দিল। গাড়ির চালক ঘোড়ার লাগাম ফেলে লাফ দিয়ে আসন থেকে নেমে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাদামি ঘোড়াটা নতুন সওয়ারকে নিয়ে খুশি হয়ে নাচন-কুঁদন শুরু করে দিল। রেম্‌সেন-এর কানে এল, স্কচ্‌ টুপি মাথায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অকারণে বক্‌বক্‌ করেই চলেছেন। তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল একজোড়া বেগুনি চোখ, একটি মহিলার হাসি-মুখ ও চোখের চাউনি। তাতে ঈষৎ ভয়ের ছায়া পড়লেও সত্যিকারের প্রেমিকের সদা ভীরু অন্তরের চাপের জন্যই সে ভয়ের সত্যিকারের অর্থটা সে বুঝতেই পারল না। চোখ দুটি হয় তো জিজ্ঞাসা করছিল তারই নামটি, আর তার এই সাহসিক কাজের জন্য জানাচ্ছিল যথাযথ ধন্যবাদ। স্কচ্‌ টুপি তখনও সমানে বক্‌ বক্‌ করছেন।

রেম্‌সেন-এর মনের মধ্যে একটা খুশির শিহরণ জেগে উঠল, কারণ তার নামটাও তো মানুষকে শোনাবার মতই; সব উঁচু মহলেই সেটা সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হয়ে থাকে; আর এমন কিছু বিষয়-সম্পত্তিও তার আছে মৃত্যুকালে যেটা সে তার বংশধরের জন্য রেখে যেতে কোনরকম হীনমন্যতা বোধ করবে না।

সব কথা বলার জন্য ঠোঁট খুলে সে আবার সে ঠোঁট বন্ধ করে ফেলল।

এখন সে কে? অশ্বারোহী পুলিশ ও'রুণ। সহকর্মীটির ব্যাজ ও মর্যাদা এখন তার হাতে। লাখপতি এল্‌স্‌ওয়ার্থ যদি এইমাত্র ডালিম-ফুল ও স্কচ্‌ টুপিকে সম্ভাবিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে থাকে, সেখানে পুলিশ ও'রুণ-এর স্থান কোথায়? সে তো হেরে গেছে, অপদস্থ হয়েছে। প্রেম এসেছিল, কিন্তু তার আগেই তো ঘটে গেল এক অভাবিত ঘটনা। রেম্‌সেন তার টুপিতে হাত দিল, দুটি বাদামি কানের ফাঁক দিয়ে একবার তাকাল, তারপর নিজের মনেই বলে উঠল: "এ কথা মুখেও এনো না। আমাদের পুলিশের চাকরি। এটা তো আমাদের অবশ্য কর্তব্য।"

রেম্‌সেন ঘোড়া নিয়ে চলে গেল।

দিনের শেষে ঘোড়াটাকে আস্তাবলে পাঠিয়ে দিয়ে সে ও'রুণ-এর ঘরে গেল। শান্তশিষ্ট যুবকটি জানালায় বসে চুরুট টানছে।

রেম্‌সেন গাঢ় স্বরে বলল, "তুমি এবং তোমার গোটা পুলিশ বাহিনী—সব ব্যাজ, ঘোড়া, পিতলের বোতাম আর সেই সব পুলিশ যারা দুই গ্লাস পেটে ঢেলেই বেসামাল হয়ে পড়ে—সব্বাই জাহান্নামে যাক!"

ও'রুণ খুশি-খুশি মনে হাসতে লাগল। বলল, "আমি সব জানতে পেরেছি। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে দু'ঘণ্টা আগে তারা এসে আমাকে পাকড়াও করেছিল। কি জান, বাড়িতে একটু গোলমাল হয়েছিল, তাই তাদের একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। তোমাকে হয়তো বলাই হয় নি যে বুড়ো ভদ্রলোককে তুমি দেখেছ তিনি আমার বাবা আর্ল অব আউস্‌লি। পার্কের পথে তুমি যে তাদের পিছনেই লাগবে এটা ভারি মজার ব্যাপার। আমার ঘোড়াটাকে যদি তুমি খোড়া করতে তাহলে তোমাকেও আমি ছেড়ে দিতাম না। ভাবছি, ঘোড়াটাকে কিনে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাব। ও, হ্যাঁ, আমার বোন—লেডি এঞ্জেলাকে তো তুমি চেনো—আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছে, আজ সন্ধ্যায়ই তোমাকে নিয়ে যেন হোটেলে যাই। ভাল কথা, রেম্‌সেন আমার ব্যাজটাকে হারিয়ে ফেল নি তো? পদত্যাগ করার সময় ওই ব্যাজটাকে তো হেডকোয়ার্টারে ফেরৎ দিতে হবে।"

## সুরকি গলি

Brickdust Row

ব্লিংকার অসন্তুষ্ট হল। সংস্কৃতি, গুরুত্ব ও সম্পত্তির বিচারে কয়েক ধাপ নীচের স্তরের কোন লোক হলে হয় তো গালাগালি করেই বসত। কিন্তু ব্লিংকার সর্বদাই মনে রাখে যে সে একজন ভদ্রলোক—ভদ্রলোকরা ও-কাজটা করে না। সুতরাং শুধুমাত্র মুখের ভাবে বিরক্তি ও ব্যঙ্গ প্রকাশ করেই দুই চাকার গাড়িটাকে হাঁকিয়ে দিল গোলমালের কেন্দ্র উকিল ওল্ডপোর্টের ব্রডওয়ে আপিসের দিকে। ওল্ডপোর্ট ব্লিংকারদের জমিদারীর এজেন্ট।

ব্লিংকার বলল, "আমি তো বুঝতেই পারি না কেন সব সময়ই আমাকে কতকগুলো বাজে কাগজপত্রে সই করতে হবে। আমার মালপত্র বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে, আজ সকালেই আমার নর্থউড-এ চলে যাবার কথা ছিল। এখন আমাকে আগামী কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। রাতের ট্রেনে কোথাও যেতে আমার ভাল লাগে না। আমার ভাল ক্ষুরগুলো হয়তো কোন একটা অজানা ট্রাংকের তলায় রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা ষড়যন্ত্র—এখন আমাকে ছুটতে হবে কোন বক-বক করা মাথামোটা নাপিতের কাছে। লেখার সময় খস্‌-খস্‌ শব্দ করে না এমন একটা কলম দিন। খস্‌-খস্‌ করা কলম আমি ঘেন্না করি।"

ভাঁজ-করা থুত্‌নি বুড়ো উকিল ওল্ডপোর্ট বলল, "সব চাইতে খারাপ খবরটা তো এখনও বলাই হয় নি। আহা, ধনীলোকদের কত না কষ্ট! কাগজপত্রগুলো এখনও স্বাক্ষরের জন্য তৈরিই হয় নি। আগামী কাল এগারোটার সময় সেগুলো

তোমার সামনে মেলে ধরা হবে। তোমার আরও একটা দিন নষ্ট হবে। নাপিতটা আরও দু'বার একজন ব্লিংকারের নাক ধরে আঁচড় কাটবে। ভাগ্য ভাল যে একবার চুলকাটার দুঃখটা তোমাকে সইতে হচ্ছে না।"

ব্লিংকার দাঁড়িয়ে বলল, "কাগজপত্রে আরও অনেকগুলো সই করা যদি বাকি না থাকত তাহলে এখনই আমার সব কাজকর্ম আপনার হাত থেকে তুলে নিতাম। দয়া করে আমাকে একটা চুরুট দিন।"

উকিল ওল্ডপোর্ট বলল, "আমার এক পুরনো বন্ধুর ছেলে একদল হাঙরের মুখের খাদ্য হতে চলেছে এটা যদি আমি চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারতাম তাহলে আমি অনেক দিন আগেই সব কাজকর্ম এখান থেকে তুলে নিতেই বলে দিতাম। কিন্তু এ সব আজেবাজে কথা এখন থাক আলেকজাণ্ডার। আগামী কাল নিজের নামটা আরও বার ত্রিশেক সই করার মত কষ্টকর কাজ ছাড়াও একটা ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারও তোমার উপর আমাকে চাপিয়ে দিতে হবে—হঁ্যা, ব্যবসার কাজ, তবে মানবিকতা অথবা অধিকারের ব্যাপারও বলা যেতে পারে। পাঁচ বছর আগেই কথাটা তোমাকে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি কান দাও নি—কোথায় যেন যাবার ব্যাপারে তুমি খুবই ব্যস্ত ছিলে। ব্যাপারটা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। সম্পত্তিটা—"

"ওঃ, আবার সম্পত্তি।" ব্লিংকার বাধা দিল। "প্রিয় মিঃ ওল্ডপোর্ট, আমার তো মনে হচ্ছে আপনি আগামী কালের কথাই বলেছিলেন। সব কাজই কাল একসঙ্গে শেষ করা যাবে—সই-সাবুদ, বিষয়-সম্পত্তি, রবার-স্ট্যাম্পের ছাপ, গালার গন্ধ—সব কিছু। আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসছেন তো? হ্যাঁ, কাল এগারোটার সময় এখানে হাজিরা দেওয়ার কথাটা মনে রাখার চেষ্টা আমি করব। মর্নিং।"

ব্লিংকারদের সম্পত্তি বলতে জমি-জমা, বাড়ি ভাড়া, আর আইনের ভাষায় যাকে বলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যা কিছু। কোন এক সময়ে উকিল ওল্ডপোর্ট তার ভাঙা গাড়িটাতে বসিয়ে আলেকজাণ্ডারকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন শহরে তার যে সব সম্পত্তি আছে—অনেক পাকা বাড়ি আর সারি সারি ছোট বাড়ি—সব কিছু। বাড়িগুলো দেখে ব্লিংকারের ভালই লেগেছিল। তার নিজের হাতে খরচের জন্য উকিল ওল্ডপোর্ট যে পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমিয়ে রেখেছিলেন বাড়িগুলো দেখে কিন্তু মনে হয় নি যে অত টাকা সেই সব বাড়ির আয় থেকে জমতে পারে।

সন্ধ্যায় ব্লিংকার নিজেরই একটা ক্লাবে গেল রাতের খাবারটা খেতে। সেখানে কয়েকজন সেকেলে বুড়ো ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। বুড়োরা হুইস্ট খেলছিল। তাকে দেখে তারা কথা বলল অতিশয় ভদ্রভাবে, কিন্তু তার দিকে তাকাতে লাগল অপরিসীম ঘৃণার সঙ্গে। এ সময় সকলেই শহরের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু তাকে আটকে রাখা হয়েছে স্কুলের ছেলেদের মত একটার পর একটা কাগজে নিজের নামটা লেখার জন্য। তার মনের দুঃখ কি কম!

বুড়োদের দিকে পিছন ফিরে বসে ব্লিংকার ক্লাবের সরকারকে ডেকে বলল, "সাইমন্স, আমি কোনি দ্বীপে যাচ্ছি।" কথাগুলি এমন ভাবে বলল যেভাবে লোক বলে: "সব শেষ, আমি নদীতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি।"

কথা বলার ভঙ্গিটা সাইমন্সের ভাল লাগল। সে একটু হাসল, একজন চাকরের পক্ষে যতটুকু গলা চড়িয়ে হাসাটা মানায়।

মুখ টিপে হেসে সাইমন্স বলল, "অবশ্যই যাবেন স্যার। আমার তো মনে হচ্ছে আপনি কোনিতে পৌঁছেই গেছেন স্যার।"

একটা কাগজ খুলে ব্লিংকার স্টিমবোটের রবিবারের চলাচলের সময়টা দেখে নিল। মোড়ের মুখেই একটা গাড়ি পেয়ে "নর্থ রিভার"-এর একটা জেটিতে পৌঁছে গেল। তোমার-আমার মত সাধারণ মানুষের মতই লাইনে দাঁড়িয়ে সে একটা টিকিট কাটল এবং ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করে শেষ পর্যন্ত উপরের ডেকে একটা জায়গা পেয়ে গেল। একটি মেয়ে একাকি একটা ক্যাশ-টুলে বসেছিল। সে নির্লজ্জের মত মেয়েটির দিকে তাকাল। নির্লজ্জ হবার ইচ্ছা তার ছিল না; কিন্তু মেয়েটি এতই সুন্দরী দেখতে যে মুহূর্তের জন্য সে ভুলে গিয়েছিল যে এখানে কেউ না চিনলেও সে একজন রাজপুত্র; তাই সে সহজভাবেই মেয়েটির দিকে তাকাল।

খুব কড়া চোখে না হলেও মেয়েটিও তাকেই দেখছিল। একটা দমকা হাওয়ায় ব্লিংকারের খড়ের টুপিটা প্রায় উড়েই যাচ্ছিল। হাত দিয়ে চেপে ধরে সে টুপিটাকে আবার ঠিক মত বসিয়ে দিল। মেয়েটি মাথা নেড়ে একটু হাসল; পরমুহূর্তেই ব্লিংকার তার পাশে গিয়ে বসল। মেয়েটির পরনে সাদা পোশাক; ব্লিংকারের মনে হল নীচু তলার মেয়েদের তুলনায়ও মেয়েটিকে বেশি মলিন দেখাচ্ছে। কিন্তু সে একটা চেরি ফুলের মতই সুন্দর; তার স্থির, একান্ত সরল দুটি ধূসর চোখের দৃষ্টি যেন বেরিয়ে আসছে একটি ছায়াবিহীন, ভারহীন আত্মার গভীর অন্তস্তল থেকে।

হাসি দিয়ে কঠোরতাকে ঢেকে মেয়েটি বলল, "আমাকে দেখে আপনি টুপিটা খুলেছেন কোন্ সাহসে?"

"আমি তো টুপি খুলি নি," কথাগুলি বলেই সে ভুলটা শুধরাবার জন্য বলে উঠল, "আপনাকে দেখার পরেও কেমন করে ও-কাজটা না করে থাকা যায় তা আমার জানা নেই।"

হঠাৎ ভীষণ চটে গিযে মেয়েটি বলল, "কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে কোন অপরিচিত ভদ্রলোককে আমার পাশে আমি বসতে দেই না।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্লিংকার উঠে দাঁড়াল; কিন্তু মেয়েটির মুখে পরিষ্কার একটা টিপ্পনি কাটা হাসি দেখে সে আবার তার চেয়ারেই বসে পড়ল।

মেয়েটি আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠল, "মনে হচ্ছে, আপনি খুব বেশি দূরে যাচ্ছেন না।"

"আপনি কি কোনি দ্বীপে যাচ্ছেন?" ব্লিংকার শুধাল।

"আমি?" তিক্ত বিস্ময়ে বড় বড় চোখ দুটি মেলে ব্লিংকারের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল। "সে কি, হঠাৎ এ-প্রশ্ন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আমি পার্কের মধ্যে একটা বাইসাইক্ল্ চালাচ্ছি?" তার তামাসাটা এবার ঔদ্ধত্যের রূপ নিল।

"আর আমি তো কারখানায় একটা উঁচু চিমনিতে ইট গাঁথছি," ব্লিংকার বলল। "আমরা দু'জন কি একসঙ্গে কোনি দেখতে পারি না ? আমি একেবারে একা এসেছি, আর আগে কখনও সে জায়গাটা দেখি নি।"

মেয়েটি বলল, "সেটা নির্ভর করছে আপনি কতটা ভাল ব্যবহার করেন তার উপর। ওখানে যেতে যেতেই আমি আপনার আবেদন-পত্রটার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করব।"

আবেদন-পত্রটা যাতে বাতিল করা না হয় সেজন্য ব্লিংকার সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল। মেয়েটিকে খুশি করতে কসুর করল না। নিজের অর্থহীন রূপক কথাটার জের টেনে বলা যায়, তার শিষ্টাচার-জ্ঞানের লম্বা চিমনিটার উপর সে ইটের উপর ইট বসাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত চিমনিটা বেশ স্থায়ী ও সম্পূর্ণ করেই গড়ে তোলা হল। উঁচু মহলের আদব-কায়দা শেষ পর্যন্ত সরল, খোলা-মেলা ব্যবহারে গিয়ে পৌঁছল ; আর যেহেতু মেয়েটির মনের গতিও সেই দিকেই ছিল, শুরু থেকেই তারা দু'জনে প্রাণখুলে কথাবার্তা চালাতে লাগল।

ব্লিংকার জানল মেয়েটির বয়স বিশ বছর ; তার নাম ফ্লোরেন্স ; একটা পোশাকের দোকানে সে টুপি সেলাই করে ; প্রিয় সাথী এলার সঙ্গে সে একটা সুসজ্জিত ঘরে বাস করে ; এলা একটা জুতোর দোকানের ক্যাসিয়ার ; আর জানালার গোবরাটে রাখা বোতল থেকে এক গ্লাস দুধ ও একটা ডিম হলেই একজনের পক্ষে একটা ভাল প্রাতরাশের ব্যবস্থাটা হয়ে যায়। ফ্লোরেন্স যখন শুনল যে তার নাম "ব্লিংকার," তখন সে হো-হো করে হেসে উঠল।

মুখে বলল, "দেখুন, নামেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনার কল্পনার জোর আছে। যাদের নাম 'স্মিথ' তারা অন্তত এতে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে।"

তারা কোনিতে নামল, আর সঙ্গে যেন ফূর্তির জোয়ারে ভেসে-যাওয়া উন্মাদ মানুষদের এক প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্যে ছিটকে পড়ল ; সেই পরীর দেশের প্রতিটি গলি ও রাজপথ যেন এক একটা রঙ্গ-নাটকের মঞ্চে পরিণত হয়েছে।

কৌতূহলী দৃষ্টি আর সমালোচকের মন নিয়ে মুখে কোন রকম মন্তব্য না করে ব্লিংকার একে একে দেখে যেতে লাগল যত সব মন্দির, প্যাগোডা আর বাগান-বাড়ি। চারদিকে হৈ-চৈ-হল্লা আর ভিড়ে-ভিড়াক্কার। ঝুড়িওয়ালারা তাকে ঠেলা মারল ; ছোট ছেলে মেয়েরা পা পিছলে তার পায়ের নীচে পড়ে চেঁচাতে লাগল। উদ্ধত যুবকরা এক হাতে অনেক কষ্টে জোগাড়-করা বেত নিয়ে এবং অন্য হাতে সহজে-পাওয়া মেয়েদের হাত ধরে তার মুখে সস্তা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল। বিজ্ঞাপন ঘোষণার লোকরা মেগাফোন হাতে নিয়ে তার কানের কাছে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মত গর্জন করতে লাগল। পিতলের, বাঁশের, চামড়ার অথবা তারের যত রকম বাদ্যযন্ত্র আছে সব কিছুই যেন কার স্বরগ্রাম সব চাইতে উঁচুতে উঠতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। কিন্তু যে বস্তুটি ব্লিংকারকে এক ভয়ংকর আকর্ষণে টানতে লাগল সেটি হল জনতা—একা সীমাহীন গণ-সমুদ্র ; ছোট-খাট, অকিঞ্চিৎকর ফূর্তির জন্য তারা

চেঁচাচ্ছে, ধাক্কাধাক্কি করছে, হাঁপাচ্ছে, পাগলের মত ছুটছে। এই উন্মত্ত জনতার নিম্ন রুচি ও পাশবিক আচরণ তার অনুভূতিকে ভীষণ রকমের ধাক্কা দিল।

এই বিরক্তির মধ্যেও সে পার্শ্ববর্তিনী ফ্লোরেন্সের দিকে তাকাল। তার ঠোঁটে সেই একই হাসি, চোখে সেই একই উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও সুখের চাউনি। তার চোখ দুটি যেন বলছে, চক্‌চক্‌ করবার ও সুখী হবার অধিকার ওই দুটি চোখের আছে, কারণ চোখ দুটির মালিকের সঙ্গে যে রয়েছে তার মনের মানুষটি (অন্তত এখনকার মত), তার ভদ্র বন্ধুটি, যার হাতে আছে এই স্বপ্নের দেশের চাবিকাঠি।

ব্লিংকার মেয়েটির দৃষ্টির এই ভাষা ঠিক মত বুঝতে পারল না, কিন্তু সহসা কি এক অলৌকিক প্রভাবে সে কোনির সত্যিকারের রূপটাকে দেখতে পেল।

তার চোখে এখন আর ধরা পড়ছে না বাজে ফূর্তির পিছনে ছোটা নিম্ন রুচির জনতা। সে এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে হাজার হাজার সত্যিকারের আদর্শবাদীকে। তাদের সব দোষ-ত্রুটি মুছে গেছে। সস্তা দামের চুমকি-বসানো এই সব মন্দির দেখে যে চোখ-ধাঁধানো আনন্দ পাওয়া যায় সেটা নকল ও মিথ্যা হলেও তাদের গিল্টি-করা বহিরাবরণের গভীরে সে যেন অনুভব করতে লাগল দিশেহারা মানব হৃদয়কে সুখে-আনন্দে ভরে তোলার এক বিশল্যকরণীর যাদু-স্পর্শ। এখন আর সে দেখতে পাচ্ছে না এক ইতর জনতাকে, সে দেখছে একদল আদর্শ সন্ধানী ভাইকে। এখানে কাব্যের অথবা শিল্পের কোন যাদু নেই; কিন্তু তাদের কল্পনার ছোঁয়ার পীত বসন পরিণত হয়েছে সুবর্ণ উত্তরীয়ে; মেগাফোন হয়ে উঠেছে আনন্দের অগ্রদূতদের হাতের রূপোর বাঁশি।

দীন থেকে দীনতর হয়ে ব্লিংকার তার মনের আস্তিন গুটিয়ে আদর্শবাদীদের দলে যোগ দিল।

সে ফ্লোরেন্সকে বলল, "আপনি তো লেডি ডাক্তার। এই তালগোল-পাকানো এই সব রূপকথা নিয়ে আমরা কি করব?"

সমুদ্রের একেবারে কিনারে একটা নকল প্যাগোডার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ফ্লোরেন্স বলল, "ওখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু করব। এবং একটার পর একটা সব কিছুই দেখব।"

আটটার ফিরতি বোটটা তারা ধরল। মধুর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তারা সমুখের দিককার রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসল। কান পেতে শুনতে লাগল ইতালীয়দের বেহালা ও বীণার বাজনা। ব্লিংকার সব চিন্তা-ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলল। তার কাছে নর্থ উড্‌স্‌ জায়গাটাকেই মনে হল বাসের অযোগ্য একটা জনহীন প্রান্তর।

বোটটা "নর্থ রিভার"-এর ঘাসে ভিড়তে যাবে, এমন সময় দেখা গেল একটা দুই চোঙাওয়ালা বিদেশীমার্কা সমুদ্রগামী স্টিমার বোটটার দিকে ছুটে আসছে। বোটটাও সঙ্গে সঙ্গে তার গতিপথ পাল্টে ফেলল। স্রোতের মাঝখান থেকে আসার প্রচেষ্টায় স্টিমারটা গতি বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ কোনির বোটের পিছনের গলুইতে সবেগে ধাক্কা মারল। একটা ভয়ংকর শব্দ করে বোটটা কেঁপে উঠল।

বোটের ছয় শ' যাত্রীর প্রায় সকলেই ডেকের উপর ছিটকে পড়ে আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে শুরু করল, আর ক্যাপ্টেন এসে চীৎকার করে স্টিমারটাকে সরে যেতে বলতে লাগল। তার চীৎকারে কান না দিয়ে স্টিমারটা একটা হিংস্র করাত-মাছের মত পূর্ণ গতিতে তার পথেই হৃদয়হীনের মত এগিয়ে চলল।

বোটটা গলুইএর কাছে ডুবতে শুরু করেও একটু একটু করে এগোতে লাগল। যাত্রীরা আতংকে উম্মাদ হয়ে গেল। সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

বোটটা যতক্ষণ না আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল ততক্ষণ ব্লিংকার শক্ত করে ফ্লোরেন্সকে জড়িয়ে ধরে রাখল। সে কিন্তু ভয় পাবার মত একটা কথাও বলল না; ভয়ের কোন লক্ষণও তার মধ্যে দেখা গেল না। একটা ক্যাম্প-টুলের উপর দাঁড়িয়ে ব্লিংকার মাথার উপরকার পাতলা কাঠের টুকরোগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে অনেকগুলি বয়া টেনে নামাল। তারই একটা সে জুড়ে দিল ফ্লোরেন্স-এর কোমরে। আর বাইরের পচা ক্যানভাসটা ছিঁড়ে গিয়ে তার ভিতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল কর্কের টুকরোগুলো। তারই কয়েকটা টুকরো হাতে নিয়ে ফ্লোরেন্স খুশিতে হি-হি করে হাসতে লাগল।

"এগুলো দেখতে ঠিক প্রাতরাশের খাবারের মত," ফ্লোরেন্স বলে উঠল। "এটাকে খুলে নিন। এ দিয়ে কোন কাজ হবে না।"

ফ্লোরেন্স নিজের বক্‌লেসটা খুলে বয়াটাকে ডেকের উপর ছুঁড়ে দিল। ব্লিংকারকেও টেনে নিজের পাশে বসিয়ে দিল এবং তার হাতে নিজের হাতটা রাখল। "আপনি বাজি ধরে বলুন তো আমরা কি ঘাটে পৌঁছতে পারব?" এই কথাগুলি বলেই সে গুনগুনিয়ে একটা গান গাইতে শুরু করল।

এবার ক্যাপ্টেন যাত্রীদের মধ্যে নেমে এসে তাদের সুশৃংখল হতে বাধ্য করলেন। বললেন, "বোটটা যে ডুবে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং মহিলারা ও শিশুরা গলুইর দিকে চলে যান; সেখান থেকে প্রথমে তারাই নিচে নেমে যাবেন। বোটের পিছন দিকটা জলের অনেকটা নিচে ডুবে থাকলেও সেটা সাহসের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সক্রিয় হয়ে উঠল।

ফ্লোরেন্স তখনও ব্লিংকারকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। ব্লিংকার বলল, "ফ্লোরেন্স, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

ফ্লোরেন্স হাল্কা সুরে বলল, "সকলেই সে-কথা বলে।"

"আমি কিন্তু 'সকলের' একজন নই," ব্লিংকার তথাপি বলল। "এতদিন আমি এমন কাউকে পাই নি যাকে ভালবাসতে পারি। সারাটা জীবন আমি তোমাকে নিয়ে কাটাতে পারি; আমার প্রতিটি দিনই সুখে কাটবে। আমি ধনী। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি।"

"এ কথাও সকলেই বলে থাকে," বেপরোয়াভাবেই মেয়েটি কথাগুলি বলল।

"একই কথা বার বার বলো না," কথাগুলি ব্লিংকার এমন সুরে বলল যে ফ্লোরেন্স অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

"কেন বলব না?" মেয়েটি শান্তভাবে বলল। "সকলেই এ কথা বলে।"

"কারা বলে?" জীবনে এই প্রথম ঈর্ষায় জ্বলে উঠে ব্লিংকার প্রশ্ন করল।

"কেন, যাদের আমি চিনি।"

"তুমি কি সব মানুষকে চেন?"

"তার মানে? আমি তো দেয়ালের ফুল নই।"

"এদের তুমি কোথায় দেখেছ—মানে এই সব লোককে? তোমার বাড়িতে?"

"নিশ্চয়ই না। ঠিক যে ভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই ভাবেই তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কখনও নৌকায়, কখনও পার্কে, কখনও পথে। আমি মানুষকে ভালই চিনতে পারি। এক মিনিট দেখলেই আমি বলে দিতে পারি কে তাজা হয়ে উঠতে চায়?"

"এই 'তাজা' কথাটার অর্থ কি?"

"যে তোমাকে চুমো খেতে চেষ্টা করবে—মানে, আমাকে।"

"আজ পর্যন্ত কেউ কি সে চেষ্টা করেছে?" দাঁত কড়মড় করে ব্লিংকার জানতে চাইল।

"অবশ্য করেছে। সব পুরুষই করে। সেটা তুমিও জান।"

"তুমি সেটা করতে দাও?"

"কিছু লোককে দেই। অনেককে নয়। তুমি নিজে না গেলে তারা তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবেই না।"

মাথাটা ঘুরিয়ে ফ্লোরেন্স সন্ধানী চোখে ব্লিংকারের দিকে তাকাল। তার চোখ দুটি শিশুর মত নিষ্পাপ। তার চোখে একটা বিচলিত ভাব ফুটে উঠল, যেন সে ব্লিংকারকে বুঝতে পারছে না।

অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল, "আমি যদি কারও সঙ্গে দেখা করি তাতে দোষের কি আছে?"

ব্লিংকার হিংস্র গলায় জবাব দিল, "সবটাই দোষের। তুমি যেখানে থাক সেখানে সঙ্গীসাথীদের আপ্যায়ন কর না কেন? রাস্তা থেকে টম, ডিক ও হ্যারিকে খুঁজে নেওয়াটা কি এতই দরকারী?"

অকপট সরল চোখ মেলে ফ্লোরেন্স ব্লিংকারের দিকে তাকাল।

"আমি যেখানে থাকি সেটা যদি দেখতে তাহলে তুমি এ প্রশ্ন করতে না। আমি বাস করি সুরকি গলিতে। জায়গাটাকে সকলে ওই নামেই ডাকে, কারণ সেখানে সব কিছুর উপরেই ইটের লাল গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে। চার বছরের বেশি সময় ধরে আমি সেখানে বাস করছি। কাউকে সেখানে নিয়ে তোলা যায় না। তোমার ঘরে তুমি যদি কাউকে নিয়ে বসাতে না পার, তাহলে তুমি আর কি করতে পার? একটা মেয়েকে তো পুরুষের সঙ্গে দেখা করতেই হয়। তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, তা তো হয়ই," কর্কশ গলায় ব্লিংকার বলল। "একটা মেয়েকে তো একটি পুরুষের সঙ্গে—মানে পুরুষদের সঙ্গে দেখা করতেই হয়।"

মেয়েটি বলতে লাগল, "প্রথম যেদিন একটি লোক পথের উপর আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল সেদিন আমি ছুটে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সারাটা রাত কেঁদে-ছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবই সয়ে যায়। অনেক ভাল মানুষের সঙ্গে গির্জায় আমার দেখা হয়। বৃষ্টির দিনে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি যতক্ষণ না কোন লোক ছাতা নিয়ে এসে হাজির হয়। আমার যদি একটা বসবার ঘর থাকত তাহলে তো আপনাকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারতাম, মিঃ ব্লিংকার—আপনি কি সত্যি নিশ্চিত করে বলতে পারেন যে এবারকার মানুষটি একজন স্মিথ নয়?"

বোটটা নিরাপদে ঘাটে ভিড়ল। শহরের নির্জন পথ ধরে একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে ব্লিংকার বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। এক সময় একটা মোড়ে পৌঁছে মেয়েটি থামল; একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

বলল, "আর একটা ব্লক পরেই আমি থাকি। বিকেলটা বড় ভাল কাটল। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

ব্লিংকার নিজের মনেই কি যেন বলতে বলতে উত্তরের দিকে পা চালিয়ে দিল। তারপরেই একটা গাড়ি পেয়ে গেল। তার ডান দিকে একটা বড় ধূসর গির্জা ধীরে ধীরে দেখা দিল। ব্লিংকার জানালা দিয়ে সেই দিকে একটা ঘুষি দেখাল।

"গত সপ্তাহেই আমি এক হাজার ডলার দিয়েছি," সে নিজের মনেই চীৎকার করে বলে উঠল, "আর সেই মেয়ে কিনা তোমার বাড়িতেই সকলের সঙ্গে মোলাকাত করে। এটা অন্যায়। এটা বেশ অন্যায়।"

পরদিন এগারোটার সময় উকিল ওল্ডপোর্টের দেওয়া কলমটা দিয়ে ব্লিংকার ত্রিশ বার তার নাম সই করল।

"এবার আমাকে রেহাই দিন," রুক্ষ গলায় সে বলল।

উকিল ওল্ডপোর্ট বললেন, "তোমার শরীরটা ভাল দেখাচ্ছে না। এই ভ্রমণটাতে তোমার উপকার হবে। কিন্তু যে কাজের কথাটা কাল বলেছি, আর পাঁচ বছর আগেও বলেছি, যদি ইচ্ছা হয় তো মন দিয়ে সেটা শোন। কতকগুলি পাকা বাড়ি আছে, সংখ্যায় পনেরোটা হবে, তার মধ্যে পাঁচটা বাড়ির দরুন নতুন পাঁচ বছরের লীজ সই করতে হবে। তোমার বাবা এই সব লীজের শর্তাবলীর কিছু পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সেটা আর করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই সব বাড়ির বসবার ঘরগুলি সাব-লেট করা চলবে না, কিন্তু ভাড়াটিয়ারা সেগুলিকে অভ্যর্থনার ঘর হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই বাড়িগুলোর অবস্থান দোকানপাট অঞ্চলে, আর প্রধানত কাজের মেয়েরাই সে সব ঘরে ভারাটে হিসাবে থাকে। বর্তমান ব্যবস্থায় তাদের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মিলিত হতে হয় বাড়ির বাইরে গিয়ে। এই সব লাল ইটের বাড়ি—"

বেসুরো অট্টহাসিতে ব্লিংকার উকিলের কথায় বাধা দিল। চীৎকার করে বলে উঠল, "সুরকি গলির দ'শ' বাড়ি। আর সেগুলির মালিক আমি। আমি ঠিক ধরেছি তো?"

"ভাড়াটেরা জায়গাটার ঐ রকম একটা নামই দিয়েছে বটে," উকিল ওল্ডপোর্ট বললেন।

ব্লিংকার কর্কশ কলায় বলে উঠল, "এ বাড়ি নিয়ে আপনি যা খুশি করুন। নতুন করে তৈরি করুন, ভেঙে মাটিতে গুঁড়িয়ে দিন। কিন্তু কি জানেন, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি বলছি, দেরি হয়ে গেছে, খুব দেরি হয়ে গেছে, আমার দেরি হয়ে গেছে।"

# একজন নিউ ইয়র্কবাসীর জন্ম হল

## The Making of a New Yorker

আরও অনেক কিছু ছাড়াও র‍্যাগল্‌স্‌ ছিলেন একজন কবি। লোকে তাঁকে বলত ভবঘুরে; কিন্তু সেটা তো আলংকারিক ভাবে এই কথাটাই বলা যে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, একজন শিল্পী, একজন পর্যটক, একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী, একজন আবিষ্কর্তা। কিন্তু সব কিছুর উপরে তিনি ছিলেন একজন কবি। সারা জীবন তিনি এক ছত্র কবিতাও লেখেন নি; অথচ কবিতাই ছিল তাঁর জীবন। যদি কখনও লেখা হত তাহলে তাঁর "ওডিসি" হয়ে উঠত একটা "লিমেরিক"। কিন্তু, গোড়ার কথার পুনরাবৃত্তি করেই বলি, র‍্যাগল্‌স্‌ ছিলেন একজন কবি।

তাঁর বৈশিষ্ট্যকে যদি কাগজের উপর কালি দিয়ে লেখা হত তাহলে সেটাই হত শহরের সনেটগুচ্ছ। তিনি শহরকে দেখেছেন ঠিক সেই ভাবে যেমন করে নারীরা আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্বকে দেখে; যে ভাবে শিশুরা দেখে একটা ভাঙা পুতুলের আঠা ও করাতের গুঁড়োকে; যারা বন্য পশুদের কথা লেখে তারা যে ভাবে চিড়িয়াখানার খাঁচাগুলোকে দেখে। র‍্যাগল্‌স্‌-এর কাছে শহর শুধুমাত্র একটা ইট ও সুরকির স্তূপমাত্র নয় যেখানে কতকগুলি মানুষ বাস করে; শহরের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ আত্মা আছে; আছে জীবনের একটা সম্মিলিত রূপ, তার নিজস্ব মৌলিকতা, স্বাদ ও অনুভূতি নিয়ে। উত্তরে ও দক্ষিণে, পূবে ও পশ্চিমে দুই হাজার মাইল পথ র‍্যাগল্‌স্‌ হেঁটেছেন কবিত্বের প্রেরণায়, শহরগুলোকে তাঁর বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে। তিনি পা ফেলেছেন তাঁর ধূলোমাখা পথে, কখনও বা তীব্র গতিতে ছুটে বেড়িয়েছেন ভাড়াটে গাড়িতে, সময়ের কোন রকম পরোয়া না করে। আর যখনই একটা শহরের হৃদয়কে আবিষ্কার করেছেন, কান পেতে শুনেছেন তার গোপন আবেদন, তখনই তিনি অস্থির হয়ে ছুটে গেছেন অন্য এক শহরে। অস্থিরমতি, খেয়ালি র‍্যাগল্‌স্‌!—হয় তো এমন কোন পৌর ব্যবস্থা তাঁর চোখে পড়ে নি যা তাঁর সমালোচক কল্পনাকে আকৃষ্ট করতে পারত।

প্রাচীন কালের কবিদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে শহরগুলো সব যেন নারী। কবি র‍্যাগল্‌স্‌-এর চোখে শহরের সেই রূপটাই ধরা পড়েছিল। শিকাগোর বাতাস তাঁর মনে জাগিয়ে তুলত মিসেস পার্টিংটন-এর কথা, তাঁর পাখির পালক ও সুগন্ধির কথা; তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির এক উদাত্ত, সুন্দর সঙ্গীত তাঁর বিশ্রামের দিনগুলিকে চঞ্চল করে তুলত। শিকাগো তাঁকে অভিভূত করেছে; হয় তো এই সব কথার মধ্যে একটা অস্পষ্টতা ও অবাস্তবতার ভাব আছে; কিন্তু সেটা র‍্যাগল্‌স্‌-এর দোষ। তাঁর উচিত ছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতার মারফৎ তাঁর প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন রেখে যাওয়া।

পিট্‌স্‌বার্গ শহরটা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যেন কোন রেল-স্টেশনের ফেরিওলা গায়করা রুশ ভাষায় "ওথেলো" নাটকের অভিনয় করছে। পিট্‌স্‌বার্গ যেন রাজ-পরিবারের এক উদার মহিলা—যদিও ঘরোয়া ও আন্তরিকতায় ভরা।

নিউ ওর্লিয়েন্স শহর তাকে বারান্দা থেকেই এক নজর মাত্র দেখেছে। তিনি দেখেছেন শুধু তার বিষণ্ন, ঝক্‌ঝকে দুটি চোখ, শুনেছেন তার পাখার শব্দ—বাস, ঐ পর্যন্তই। মাত্র একটিবার তার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তখন ঊষাকাল; এক বালতি জল দিয়ে সে ভোজ-সভার সব মালিন্য মুছে ফেলছিল হাসতে হাসতে গুন-গুন করে একটা সনেটের সুর ভাঁজছিল, আর বরফ-ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছিল র‍্যাগল্‌স্‌-এর জুতোয়। হায়রে!

কবি র‍্যাগল্‌স্‌-এর চোখে বোস্টন শহর ধরা দিয়েছিল একটা বিশেষ ভ্রান্ত রূপে। তাঁর মনে হয়েছিল, যেন ঠাণ্ডা চা খাচ্ছেন, শহরটা যেন তার ভুরুর উপর কসে বেঁধে দিয়েছে একটা সাদা, ঠাণ্ডা কাপড়ের পট্টি। আর, শেষ পর্যন্ত তাঁকে তো জীবিকার জন্য শাবল চালিয়ে বরফও সরাতে হয়েছিল, গায়ের জামা ভিজে গিয়ে এমন ভাবে শরীরের উপর সেঁটে বসে গিয়েছিল যে সেটাকে সরানোই দায় হয়ে উঠেছিল।

আপনি হয়তো বলবেন, এ সব কথা যেমন অস্পষ্ট তেমনই দুর্বোধ্য; কিন্তু আপনার এই মন্তব্যকে কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে একটু নরম করে নিতে হবে, কারণ এ সবই কবির কল্পনা—ভাবুন তো, এসব কথা যদি গদ্যে লেখা হত তাহলে!

একদা র‍্যাগল্‌স্‌ এসে হাজির হলেন মান্‌হাটান-এ—মহান শহরটার একেবারে বুকের উপরে। সব শহরের রাণী এই শহর; তাই শহরটার মাপ-জোপ তিনি ভাল ভাবেই করতে চাইলেন। আর এখানে এসে আমরা র‍্যাগল্‌স্‌-এর অনুবাদকের আসন ছেড়ে তার ইতিবৃত্তকারের ভূমিকা নিলাম।

একদিন সকালে র‍্যাগল্‌স্‌ ফেরি-বোট থেকে নামলেন এবং একজন বিশ্বমানবের ভঙ্গিতে হেঁটে গেলেন শহরের একেবারে প্রাণ-কেন্দ্রে। একটি "ছদ্মবেশী মানুষ"-এর ভূমিকায় অভিনয় করার মত সাজগোজ করেই তিনি বেরিয়েছিলেন। তিনি তখন কোন দেশ, জাতি, শ্রেণী, দল বা সমিতির সদস্যই নন। পকেটে টাকা নেই—একজন কবির বেলায় যা হওয়াই উচিত—কিন্তু ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হবে তিনি যেন একজন জ্যোতির্বিদ—ছায়াপথের ভিড়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন একটি নতুন নক্ষত্র, অথবা

এমন একজন মানুষ যার ঝর্ণা-কলম থেকে সহসা উৎসারিত হয়েছে কালির স্রোতধারা। সেই ভাবেই তিনি ঘুরতে লাগলেন মহান শহরটার পথে পথে।

বিকেল গড়িয়ে যাবার পরে তিনি বেরিয়ে এলেন হট্টগোল ও হৈ-চৈর ভিতর থেকে ; তখন তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে আতংকের একটা নিঃশব্দ ছায়া। তিনি পরাজিত, বিচলিত, সংশয়ক্ষুব্ধ, ভয়ার্ত। অন্য শহরগুলিকে তার মনে হয়েছে একখানি দীর্ঘ প্রাথমিক পাঠ্যবইয়ের মত; এমন সব গ্রাম্য কুমারীদের মত যাদের সহজেই বোঝা যায় ; ঝিনুকের ককটেলের মতই যাদের সহজে গেলা যায় ; কিন্তু এই শহরটা যেন জানালায় রেখে-দেওয়া চার-ক্যারাট একটা হীরে যা দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রেমিকটি পকেটের মাইনের অল্প কটি টাকা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করে আর ভাবে যে ঐ হীরেটি সুন্দর হলেও তার ধরা-ছোঁয়ার একেবারে বাইরে।

অন্য সব শহরের অভ্যর্থনার সঙ্গে সে পরিচিত—তাদের ঘরোয়া সদয় ব্যবহার, তাদের যেমন-তেমন ভাবের দান-খয়রাত, বন্ধুর মত গালাগালি, সকৌতূহল বক-বকানি, আর সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা ও উদাসীনতা—সব কিছুর সঙ্গেই তার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু এই মানহাটান শহরটা যেন পরিচয়ের কোন সূত্রই দিচ্ছে না; শহরটা যেন তার সামনে একটা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা বেপরোয়া নদীর মত শহরটা তার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। চলেছে হাজার হাজার মানুষ রাজপথ ধরে। কিন্তু একটা চোখও তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না; তার সঙ্গে কেউ একটা কথাও বলছে না। তার মনটা চাইছে পিট্‌স্‌বার্গের নোংরা হাত তার কাঁধকে স্পর্শ করুক; শিকাগোর ডাক বাজুক তার কানে; বোস্টন-এর চোখ কালো চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকাক—এমন কি লুইভিলি বা সেন্ট লুইস-এর জুতোর ঠোক্কর লাগুক তার পায়ে।

অনেক শহরে ঘুরে-আসা র‍্যাগল্‌স্‌ ব্রডওয়েয়ের উপর সলজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন একটি গ্রাম্য লোকের মত। উপেক্ষিত, অবহেলিত হবার জ্বালা যে কত তীব্র সেটা এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন। পরে যখন এই উজ্জ্বল, দ্রুত পরিবর্তনশীল, বরফ-শীতল শহরটাকে তিনি একটা ফরমূলায় ঢোকাতে চেষ্টা করলেন তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলেন। কবি হওয়া সত্ত্বেও এ শহরের কোন উপমা তিনি খুঁজে পেলেন না, পেলেন না কোন তুলনা, পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে বহিরাবরণে পেলেন না কোন ত্রুটি, এমন কোন কিছু খুঁজে পেলেন না যার সাহায্যে শহরটাকে চোখের সমুখে তুলে ধরে তার আকৃতি ও গঠন-শৈলীটাকে ভাল করে দেখতে পারেন; অথচ অন্য সব শহরে এ সব কিছু তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পেয়ে গেছেন। বাড়িগুলো অন্তহীন সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে; সব লোকজন যেন রক্তহীন ছায়ামূর্তির মত অশুভ, আত্মসর্বস্বভাবে দলে দলে ছুটে চলেছে।

যে জিনিসটি র‍্যাগল্‌স্‌-এর বুকের উপর সব চাইতে বেশী ভারী হয়ে চেপে বসল এবং তার কবি-কল্পনাকেও জমাট বেঁধে দিল সেটি হল এখানকার লোকজনদের পরিপূর্ণ আত্মসর্বস্বতা পুতুলগুলোকে যে রকম রং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, এই

আত্মসর্বস্বতাও; সেখানকার মানুষজনকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে। যার দিকেই সে ভাল করে তাকায় তার মধ্যেই দেখতে পায় একটি ঘৃণ্য, উদ্ধত, কপট রাক্ষসকে। মনুষ্যত্ব তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে; তারা সব পাথর ও বার্নিশ দিয়ে তৈরি চলমান পুতুলের দল; আত্ম-পরিজনকেও ভুলে গিয়ে তারা নিজেদেরই পূজা করে। জমাট, নিষ্ঠুর, অনড়, অচল, একই ছাঁচে গড়া লোকগুলি যার যার পথে ছুটে চলেছে; দেখে মনে হয়, কতকগুলি মূর্তি যেন অলৌকিক শক্তির বলে গতিশক্তি লাভ করেছে, যখন তাদের আত্মা ও অনুভূতি পাথরের মূর্তির মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে।

ধীরে ধীরে র‍্যাগল্‌স্‌ কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর লোক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। একটি শ্রেণীর প্রতীক এক বয়স্ক ভদ্রলোক, বরফ-সাদা ছোট দাড়ি, চক্‌চকে গোলাপি মুখ, উজ্জ্বল নীল দুটি চোখ, গিল্টি-করা যুবকের মত পোশাক; দেখলেই বোঝা যায়, লোকটি শহরের সম্পত্তি, পাকা বুদ্ধি ও কঠোর উদাসীনতার প্রতিমূর্তি। অপর শ্রেণীর প্রতীক একটি নারী, দীর্ঘ দেহ, সুন্দরী, ইস্পাতের মূর্তির মত সুস্পষ্ট, দেবীর মত, শান্ত, সেকালের রাজকন্যাদের মত পোশাক, আর বরফের উপর ঝিলিক-দেওয়া সূর্যরশ্মির মত শীতল নীল দুটি চোখ। আর একটি শ্রেণীর প্রতীকটি এই পুতুলের শহরের ফাউমাত্র—চওড়া দেহ, হেলেদুলে চলার ধরণ, কঠোর, ভয়ংকর রকমের গম্ভীর লোকটি—ফসল-কাটা ক্ষেতের মত চওড়া চোয়াল, সদ্য দীক্ষিত শিশুর মত গায়ের রং, মুষ্টিযোদ্ধার মত কঠিন মুঠি। একটা চুরুটের বিজ্ঞাপনের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে অভদ্রভাবে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল।

কবিরা স্পর্শকাতর জীব; এই শহরটার দুর্বোধ্য প্রাণহীন আলিঙ্গনে ধরা পড়ে তিনি অচিরেই কুঁকড়ে গেলেন। শহরটা শীতল, ব্যঙ্গাত্মক, দুর্বোধ্য, স্বাভাবিক, নিষ্ঠুর মুখটা দেখে তিনি বিপন্ন, বিচলিত হয়ে পড়লেন। শহরটার কি হৃদয় বলে কিছু নেই? এই জমাট-বাঁধা হৃদয়হীনতার চাইতে তো বন-জঙ্গল, পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা ভিনিগারমুখো বৌদের গালি-গালাজ, বিনাপয়সার লাঞ্চ খাবার কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা পরিচারকদের দয়া-দাক্ষিণ্য, গ্রাম্য কনেস্টবলদের অমায়িক অসভ্যতা এবং অন্য সব বাজে শহরের যত কিছু গুঁতো, গ্রেপ্তার ও নষ্টামিও হাজারগুণে ভাল।

সাহস সঞ্চয় করে র‍্যাগল্‌স্‌ সকলের কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। তাতে কোন রকম কান না দিয়ে এক পলক না তাকিয়েই সকলে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল; বোঝা গেল যে তার উপস্থিতি সম্পর্কে তারা সজাগ। তখন তিনি আপন মনেই বললেন, এই সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর মানহাটান শহরের আত্মা বলে কিছু নেই; এখানকার অধিবাসীরা মানবকমাত্র; তার ও স্প্রিং তাদের চালায়; আর এই নির্জন অরণ্যে তিনি একেবারে একা।

র‍্যাগল্‌স্‌ রাস্তাটা পার হতে শুরু করলেন। একটা দমকা হাওয়া, একটা গর্জন, একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ ও একটা ধাক্কা তাকে ছয় গজ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা রকেটের লাঠির মত তিনি যখন নিচে নেমে আসছিলেন তখন পৃথিবীটা তার সবগুলো শহরকে নিয়ে একটা খণ্ড, ছিন্ন স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল।

র‍্যাগল্‌স্ চোখ মেলে তাকালেন। প্রথমেই একটা গন্ধ তার নাকে এল—স্বর্গের প্রথম বসন্তের ফুলের গন্ধ। তারপরেই ফুলের পাপড়ির মত নরম একটা হাত তার কপাল স্পর্শ করল। তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সেকালের রাজকন্যার সাজে সজ্জিত একটি নারী; তার দুটি নীল চোখ কখনও নরম কখনও বা মানবিক সহানুভূতিতে সজল। বাঁধানো রাস্তার উপর তার মাথার নিচে সিল্ক ও লোম বিছানো। র‍্যাগল্‌স্-এর টুপিটা হাতে নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন একটি বয়স্ক ভদ্রলোক—শহরের সম্পদ ও অভিজ্ঞতার এক প্রতিমূর্তি যেন। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম বক্তৃতা দিয়েই চলেছেন। নিকটবর্তী কাফে থেকে ছুটে এল একটি ফালতু লোক; তার চোয়ালটা বড় আর গায়ের রংটা শিশুর মত; তার হাতে রক্তিম পানীয় ভর্তি একটি গ্লাস।

র‍্যাগল্‌স্-এর ঠোঁটের কাছে গ্লাসটা ধরে ফালতু বলল, "এই স্পোর্টটা খেয়ে নিন।"

মুহূর্তের মধ্যে অনেক লোকের ভিড় জমে গেল; সকলের মুখেই গভীর উৎকণ্ঠা। দুটি পুলিশ ভিতরে ঢুকে বাড়তি লোকদের ঠেলে সরিয়ে দিল। কালো শাল গায়ে একটি বৃদ্ধ মহিলা গলা ছেড়ে কর্পূর আনতে বললেন; খবরের কাগজ বিক্রেতা ছেলেটি কয়েকটা কাগজ গুঁজে দিল র‍্যাগল্‌স্-এর হাতের তলায় পথের কাদার মধ্যে। নোট-বই হাতে একটি চটপটে যুবক তার নাম জানতে চাইল।

ঘট-ঘটাং করে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল, আর একটা এম্বুলেন্স ভিড়ের ভিতর দিয়ে একটা পথ করে নিল। একটি সার্জনও ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

অতি সহজেই উবু হয়ে নিজের কাজে হাত লাগিয়ে সার্জন বললেন, "এখন কেমন লাগছে বুড়ো?" সিল্ক ও সাটিন পরা রাজকন্যা একখানি সুগন্ধি রুমাল দিয়ে র‍্যাগল্‌স্-এর কপালের দু'এক ফোঁটা রক্ত মুছে নিলেন।

দেবদূতের মত হাসি হেসে র‍্যাগল্‌স্ বললেন, "আমি? আমি বেশ ভাল আছি।"

নতুন শহরের হৃদয়টাকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

হাসপাতালের শয্যায় তিনটে দিন কাটাবার পরে তাঁকে সেখান থেকে ছুটি দেওয়া হল। তারপরেও তিনি একটি ঘণ্টা সেখানে ছিলেন। তখনই হাসপাতালের সেবাকারীদের কানে একটা সংঘর্ষের শব্দ এল। খোঁজ-খবর নিয়ে তারা জানতে পারল যে র‍্যাগল্‌স্ অন্য একটি রোগীকে আক্রমণ করেছেন, তাকে আহত করেছেন। একটা মালগাড়ির সংঘর্ষে আহত হয়ে সে বেচারি হাসপাতালে এসেছিল চিকিৎসার জন্য।

"এ সব কি হল?" হেড নার্স প্রশ্ন করেলেন।

"সে আমাকে ফেলেই শহরে ছুটে যাচ্ছিল," র‍্যাগল্‌স্ বললেন।

"কোন্ শহর?" নার্স শুধালেন।

"নিউ ইয়র্ক," র‍্যাগল্‌স্ বললেন।

# একটি সামাজিক ত্রিকোণ

## The Social Triangle

ঘড়িতে ছ'টা বাজতেই আইকে স্নিগ্‌ল্‌ফ্রিজ হাত থেকে ইস্তিরিটা নামিয়ে রাখল। আইকে একটা দর্জির দোকানের শিক্ষানবীশ। আজকাল কি দর্জিদের শিক্ষানবীশ থাকে?

সে যাই হোক, দর্জির দোকানের ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধের মধ্যে আইকে সারাদিন পরিশ্রম করে। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলেই আইকে উধাও হয়ে যায়।

শনিবার রাতে মালিক নিজের হাতে তাকে বারোটা ডলার দিলেন। আইকে ভাল করে হাত-মুখ পরিষ্কার করল, গায়ে চড়াল কোট, টুপি আর পুরনো টাইসমেত কলারটা। তারপর তার আদর্শের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

দিনের কাজকর্ম শেষ হলে আমাদের প্রত্যেকেরই তো উচিত আদর্শের সন্ধান করা—সেটা ভালবাসাই হোক, অথবা চিংড়ির নিউবার্গই হোক, আর পুরনো বইয়ের তাকের মধুর নীরবতাই হোক।

আইকের পা দুটো তাকে টেনে নিয়ে গেল "কাফে ম্যাগিন্সি" নামক বিখ্যাত ভোজনালয়ে—জায়গাটা বিখ্যাত কারণ পৃথিবীর মহত্তম মানুষ বিলি ম্যাকমাহান, আইকের মতে যে লোকটি পৃথিবীর আশ্চর্যতম মানুষ, তার ডেরাটাও ওইখানেই।

বিলি ম্যাকমাহান জেলার নেতা। এদিকে, আইকে ঘরে ঢুকতেই ম্যাকমাহান উঠে দাঁড়াল—মুখে রক্তিম আভা, শক্তিমান বিজয়ীর ভঙ্গিমা তার দেহে; চেলা-চামুণ্ডারা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। মনে হচ্ছে, একটা নির্বাচন হয়ে গেছে; একটা স্মরণীয় জয়লাভও ঘটেছে; ব্যালট-বক্সের কৃপায় শহরটা আবার সুস্থির হতে পেরেছে।

বার-বরাবর এগিয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আইকে তার দেবতার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বিলি ম্যাকমাহান কী চমৎকার দেখতে—মসৃণ, হাসিমাখা মস্তবড় মুখ; বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ দুটি ধূসর চোখ; তার হীরের আংটি, বিউগ্‌ল-এর শব্দের মত কণ্ঠস্বর, রাজার মত ভাবভঙ্গি, মোটা টাকার ছড়াছড়ি, বন্ধু ও কমরেডদের প্রতি তার কম্বু কণ্ঠের আহ্বান—ওঃ, ঠিক যেন এক নরশ্রেষ্ঠ রাজা! সহকারীদের প্রতি তার কী তাচ্ছিল্য! কিন্তু বিলি—আইকে স্নিগ্‌ল্‌ফ্রিজ-এর চোখে তার যে গৌরবদীপ্ত মুখ ফুটে উঠল তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না।

বিজয়-সঙ্গীতে কাফে ম্যাগিন্সি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সাদা কোট-পরা মদ-পরিবেশকরা বোতল, কর্ক ও গ্লাসের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। একগাদা হাভানা চুরুটের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী হয়ে উঠল। বিলি ম্যাকমাহানের হাতটা বরাভয় মুদ্রায়

নড়তে লাগল। আর হঠাৎই আইকে স্লিগ্‌লফ্রিজের ভক্ত-মনে জেগে উঠল একটা নির্ভিক, উত্তেজক অনুভূতি।

যে সামান্য খোলা জায়গাটিতে মহামান্য লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে আইকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বিলি ম্যাকমাহান কোন রকম ইতস্তত না করে সেই হাতটা চেপে ধরল, একটু ঝাঁকি দিল, তারপর ঈষৎ হাসল।

যে সব দেবতা আইকেকে প্রায় ধ্বংস করতে চেয়েছিল, এখন তারাই তার মাথাটা বিগড়ে দিল। নিজের তরবারিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে স্বর্গের দিকে ছুটে গেল।

পরিচিত জনের মত বলল, "আমার সঙ্গে এক পাত্র পান কর বিলি—তুমি নিজে এবং তোমার সাঙ্গপাঙ্গরাও।"

মহান নেতা বলল, "খেলাটা ঠিকমত চালিয়ে যাবার জন্য আমি যদি কাজটা করি তাহলে কিছু মনে করোনা বাপু।"

আইকের যুক্তি-বুদ্ধির শেষ সলতেটাও নিভে গেল।

কাঁপা হাতটা নেড়ে সে পরিবেশকদের হাঁক দিয়ে বলল, "মদ।"

তিনটে বোতলের কর্ক খোলা হল ; টেবিলে সাজানো গ্লাসের দীর্ঘ সারিতে শ্যাম্পেন উপচে পড়তে লাগল। নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বিলি ম্যাকমাহান হাসিমুখে আইকের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নাড়ল। চেলা-চামুণ্ডারাও যার যার গ্লাস তুলে নিয়ে গর্জন করে উঠল, "তোমার স্বাস্থ্য কামনায়।" আইকে বিকারের ঘোরে সুধাপাত্র হাতে নিল। সকলেই তাতে চুমুক দিল।

হাতের মুঠোয় এক সপ্তাহের পুরো মাইনেটাকে তালগোল পাকিয়ে আইকে বারের উপর ছুঁড়ে দিল।

বারোটা এক ডলারের নোটকে সমানভাবে ভাঁজ করতে করতে বারের পরিবেশক বলল, "ঠিক আছে।" বিলি ম্যাকমাহানকে ঘিরে জনতার ভিড় আবার উদ্বেল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আইকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেস্টার স্ট্রীট ধরে নেমে ক্রাইস্টির পথে কিছুটা উঠে, আর ডিলান্সি ধরে নেমে সে বাড়িতে পৌঁছে গেল। সেখানে মাতাল মা আর তিনটে কালো বোন তার মাইনেটা হাতাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। সব কথা খুলে বললে তারা আর্তনাদ করে উঠল, অশালীন গ্রাম্য ভাষায় তাকে গালাগালি করতে লাগল।

তারা তাকে খুঁড়ে খুঁড়ে খেতে লাগল ; তাকে মারধোর করল ; কিন্তু আইকে তার আনন্দের ঘোরের মধ্যেই ডুবে রইল। তার মাথা তখন পৌঁছে গেছে মেঘের দেশে ; তার রথটা টানছে আকাশের নক্ষত্রদল। সে যা পেয়েছে তার তুলনায় মাইনেটা উড়ে যাওয়া আর মেয়ে মানুষদের মুখে গাধার ডাক শোনা তো তুচ্ছ ব্যাপার।

সে করমর্দন করেছে বিলি ম্যাকমাহানের সঙ্গে!

বিলি ম্যাকমাহানের একটা বৌ ছিল, আর তার ভিজিটিং কার্ডে তার নাম লেখা থাকত "মিসেস উইলিয়াম ডারাঘ ম্যাকমাহান।" কিন্তু কার্ডগুলোকে নিয়ে কিছু ঝামেলাও ছিল, কারণ সেই ছোট কার্ডগুলোকে কিছু কিছু বাড়ির মানুষ মোটেই পাত্তা দিত না। বিলি ম্যাকমাহান রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন ডিক্টেটর, ব্যবসার ক্ষেত্রে সে একটি চার-মিনার গম্বুজ, একজন মোগল বাদশা, তার নিজের লোকজন তাকে ভালবাসে, মান্য করে। সে ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছে; তার মুখের প্রতিটি বাণীকে প্রচার করার জন্য ডজনখানেক সাংবাদিক সব সময় তার পিছনে লেগে থাকে; চাবুক খেয়ে কুঁকড়ে-যাওয়া বাঘের ছবি দিয়ে তার ব্যঙ্গচিত্র ছেপে তাকে সম্মান জানানো হয়।

কিন্তু বিলির মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই একটা দুঃখ মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। এক দল মানুষের কাছ থেকে সে সর্বদাই দূরে থাকত, কিন্তু তাদের কাছেই বুঝি ছিল তার স্বপ্নের দেশ। তার মান ও কিছু আদর্শ ছিল, যেমন ছিল আইকে স্নিগল্‌ফ্রিজের মনে; আর মাঝে মাঝেই সেই আদর্শকে না পেয়ে অন্য সব রকম সাফল্য তার মুখে ধূলো-বালির মত বিস্বাদ ঠেকত। তা দেখে মিসেস উইলিয়াম ডারাঘ ম্যাকমাহানের ফোলা-ফোলা সুন্দর মুখে নামত অসন্তুষ্টির ছায়া; তার রেশমি পোশাকের খস-খসানিও শোনাত দীর্ঘশ্বাসের মত।

একটা নাম-করা বিলাসবহুল হোটেলের ডাইনিং সেলুনে অবাক সাহসী ও গণ্যমান্য মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। তারই একটা টেবিলে বসেছিল বিলি ম্যাকমাহান ও তার বৌ। বেশির ভাগ সময় তারা চুপ করেই ছিল, কিন্তু সে সব জায়গায় মুখের কথারও একটা ভূমিকা থাকে। মিসেস ম্যাকমাহানের গায়ের হীরের জেল্লাকে টেক্কা দেবার মত কেউ সেখানে ছিল না। পরিবেশক সব চাইতে দামী মদটা তাদের টেবিলেই দিয়ে গেল। সান্ধ্য পোশাকের ব্যাপারেও বিলিকে টেক্কা দেবার মত কাউকে আপনি সেখানে খুঁজেই পাবেন না।

চারটে টেবিল পরে একটি লোক একাকি বসেছিল। ঢ্যাঙা একহারা গড়ণ, বয়স প্রায় ত্রিশ বছর, চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ন দুটি চোখ, মুখে ভ্যান ড্যাইক মার্কা দাড়ি, অদ্ভুত সাদা সরু হাত। লোকটি রাতের খাবার খাচ্ছিল। তার নাম কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংক; আশি মিলিয়নের মালিক; উত্তরাধিকারসূত্রে সমাজের ভিতর মহলে একটা বিশেষ আসনের অধিকারী।

বিলি ম্যাকমাহান আশেপাশের কারও সঙ্গে কথা বলছে না, কারণ তাদের কাউকে সে চেনে না। ভ্যান ডুইকিংক নিজের পাত্রের দিকেই নজর রেখেছে, কারণ সে জানে যে এখানে সকলেই ক্ষুধার্ত, যে কোন সময় তার পাত্র ধরে টান দিতে পারে।

তারপরেই বিলি ম্যাকমাহান তার জীবনের সব চাইতে বিস্ময়কর ও অবিবেচনাপ্রসূত কাজটা করে বসল। সে ইচ্ছা করে চেয়ার থেকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংকের টেবিলের কাছে গেল এবং হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বলল, "আচ্ছা মিঃ ভ্যান ডুইকিংক, শুনেছি আপনি নাকি বলে বেড়াচ্ছেন যে আমার জেলার গরীব মানুষদের মধ্যে আপনি কিছু সংস্কারমূলক কাজকর্ম শুরু করবেন। আপনি জেনে রাখুন, আমি ম্যাকমাহান। আরও জেনে রাখুন, কথাটা যদি সত্যি হয় তো আমি যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করব।"

ভ্যান ডুইকিংকের গম্ভীর চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে সে বিলি ম্যাকমাহানের হাতটা চেপে ধরল।

গম্ভীর গভীর গলায় বলল, "ধন্যবাদ মিঃ ম্যাকমাহান। ওই ধরনের কিছু কাজ করার কথা আমি ভাবছি। আপনার সহায়তা পেলে খুশিই হব। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে ভাল লাগছে।"

বিলি তার আসনে ফিরে গেল। রাজার কাছ থেকে পাওয়া সম্মানের ভারে তার ঘাড়টা টন্‌টন্‌ করছে। ঈর্ষায় ও প্রশংসায় একশ'টা চোখের দৃষ্টি এখন তার উপর পড়েছে। মিসেস উইলিয়াম ডারাঘ ম্যাকমাহান অতি উৎসাহে কাঁপছে; তার হীরের ঝিলিক সকলের চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অনেক টেবিলেই এখন এমন অনেকেই বসে আছে যাদের হঠাৎই মনে পড়ে গেছে যে মিঃ ম্যাকমাহানের সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে। সকলেই তাকে দেখে হাসছে, মাথা নোয়াচ্ছে। মহত্তের আলোকছটা যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে।

আঙুলটা বাড়িয়ে ধরে সে পরিবেশককে হুকুম করল, "ওই দলটাকে মদ দিয়ে এস! ওই দূরেও মদ দাও। সবুজ ঝোপের পাশে যে তিনজন ভদ্রলোক বসে আছে তাদেরও মদ দাও। ওদের বলে দাও যে এসব খরচ আমার। বুঝেছ? প্রত্যেককে মদ দাও!"

পরিবেশক সাহসে ভর করে তার কানে কানে বলল, "এই হোটেলের মর্যাদা ও তার নিয়মকানুনের বিচারে হুকুমটা তামিল করা বোধ হয় অবিবেচকের মত কাজ হবে।"

"ঠিক আছে," বিলি বলল, "এটা যদি নিয়মবিরুদ্ধই হয়, তাহলে আমার বন্ধু ভ্যান ডুইকিংককে একটা বোতল দেওয়া যাবে কি? না? বেশ, তাহলে আজ সারারাত এখানে মদের স্রোত বয়ে যাবে। ভোর দুটো পর্যন্ত যারাই এখানে ঢুকবে তাদের জন্য দরজা খোলাই থাকবে।"

বিলি ম্যাকমাহান আজ বড় খুশি। কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংকের সঙ্গে সে কর-মর্দন করেছে।

* * *

নিম্ন পূর্ব অঞ্চলের ঠেলা গাড়ি ও জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে ঝক্‌ঝকে ধাতব কাঠামোর ধূসর রংয়ের বড় মোটর গাড়িটাকে বড়ই বেমানান দেখাচ্ছিল। গাড়িটা কিন্তু সেই পথ দিয়েই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংক। তাঁর মুখে আভিজাত্যের ছাপ, সাদা হাত দুটো সরু সরু। রাস্তার

ধাবমান ছিন্নবাস যুবকদলের ভিতর দিয়ে রাস্তা করে তিনি সযত্নে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশেই বসেছিলেন অপরূপা সুন্দরী মিস্ কন্স্টান্স শুইলার।

শুইলার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ওঃ কোর্টল্যাণ্ড, মানুষকে যে এ রকম নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয় এটা কি দুঃখের কথা নয়? আর তুমি—এটা তো তোমারই মহত্ত্ব যে তুমি তাদের কথা ভাবছ, তাদের অবস্থার উন্নতি করতে তোমার সময় ও অর্থ ব্যয় করছ।"

ভ্যান ডুইকিংক উদার চোখ দুটি তুলে তার দিকে তাকালেন।

দুঃখের সুরে বললেন, "আমি তো কিছুই করতে পারি না। কাজটা খুব বড় মাপের, তাই এটা সমাজের সকলের কাজ। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও তো ফেল্না নয়। ঐ দেখ কন্স্টান্স, এই বড় রাস্তাতেই আমি অনেকগুলি রান্নাঘর তোলার ব্যবস্থা করেছি, যেখান থেকে কোন ভুখা মানুষকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। আর অপর রাস্তাটার নিচের দিকের পুরনো বাড়িগুলোকে ভেঙে ফেলে অগ্নিকাণ্ড ও রোগ-ব্যাধির ঐ সব মরণ-ফাঁদের বদলে সেখানে গড়ে তুলব নতুন নতুন বাড়ি।"

ডিলাস্মিতের পথ ধরে ধূসর রংয়ের মোটর গাড়িটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। পিছনে পড়ে রইল চাল-চুলাহীন একদল শিশু—তাদের চুলে তেল নেই, পায়ে জুতো নেই, হাতে-মুখে জলের ছিটেও পড়ে না। একটা হেলে-পড়া, পুতিগন্ধময় ভগ্নপ্রায় ইটের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামল।

ভ্যান ডুইকিংক গাড়ি থেকে নামলেন একটা হেলানো দেয়ালকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে। বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একটি যুবক— সে যেন ভাঙা বাড়িটার এক জীবন্ত প্রতীক—ক্ষীণবক্ষ, বিবর্ণ, বিশীর্ণ যুবকটির মুখে একটা সিগারেট।

ভ্যান ডুইকিংকের মনে হল, সে যেন একটি মূর্তিমান তিরস্কার। আকস্মিক এক আবেগের বশে তিনি গাড়ি থেকে নেমে এসে তার হাতটাকে সাদরে চেপে ধরলেন।

আন্তরিকভাবেই বললেন, "আমি তোমাদেরই জানতে চাই, বুঝতে চাই। সাধ্যমত তোমাদের সাহায্য করতে চাই। আজ থেকে আমরা দুই বন্ধু।"

গাড়িটা ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। কোর্টল্যাণ্ড ভ্যান ডুইকিংকের অন্তরটা যেন একটা নতুন আলোয় ভরে গেল। তিনি একটি সুখী মানুষ হয়ে উঠছেন।

তিনি যে কর-মর্দন করেছেন আইকে স্নিগ্‌ল্‌ফ্রিজের সঙ্গে।

# বেগুনি পোশাক

## The Purple Dress

বেগুনি বলে পরিচিত রংটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ছেলেমেয়েদের কাছে রংটার খুব সুখ্যাতি। সম্রাটরা দাবী করে, এই রংটা তাদের বিশেষ পছন্দের। লাল

ও নীলের সংমিশ্রণে যে শোভন রংটার সৃষ্টি হয় সব জায়গার ভাল মানুষরাই সেটাকে পছন্দ করে। সব মেয়েরাই এটা ভালবাসে—এটাই ফ্যাসান।

এখন তো সকলেই বেগুনি রংটাই পরে। রাজপথে তাকালেই রংটা চোখে পড়ে। অবশ্য অন্য সব রংও বেশ চল্‌তি। অনেককেই সেটা পরতে দেখা যায়। যে কোন বিকেলে "টোয়েন্টি-থার্ড স্ট্রীট" ধরে হাঁটলেই এটা আপনার চোখে পড়বে।

অতএব "বী-হাইভ স্টোর"-এর বাদামী চোখ ও তেঁতুল-রংয়ের চুলওয়ালা মেয়ে মাইডা বলল নকল মুক্তোর ব্রুচ-পরা মিষ্টি গলার মেয়ে গ্রেসকে, "আমার একটা বেগুনি পোশাক হচ্ছে—দর্জির হাতে তৈরি বেগুনি পোশাক—ধন্যবাদ দিবস উপলক্ষ্যে।"

৭$\frac{১}{২}$ মাপের কতকগুলি দস্তানা ৬$\frac{৩}{৪}$ বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে গ্রেস বলল, "ও, তাই নাকি। আমার কিন্তু পছন্দ লাল রং। ফিফ্‌থ্‌ এভেনিউতে লাল রংই তো বেশি চোখে পড়ে। আর পুরুষরাও মনে হয় ওই রংটাই পছন্দ করে।"

"আমার কিন্তু সব চাইতে বেশি পছন্দ বেগুনি," মাইডা বলল। "আর বুড়ো শ্লেগেল আমাকে কথা দিয়েছে ৮৮ ডলারে ওটা করে দেবে। দেখতে খুব ভাল হবে। ওই সঙ্গে আমি একটা পাট-করা স্কার্ট আর একটা ব্লাউজ-কোটও বানাব।"

গ্রেস বলল, "তুমি মনে কর মিঃ রাম্‌জে বেগুনি পছন্দ করেন। গতকাল আমি নিজের কানে শুনেছি তিনি বলছেন যে গাঢ় লাল রংটা অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলেই তার ধারণা।"

"ও কথার আমি পরোয়া করি না," মাইডা বলল। "আমি বেগুনি পছন্দ করি, আর ও রংটা যাদের পছন্দ নয় তারা যে পথে খুশি হাঁটুক না।"

এর থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই মনে হয় যে বেগুনির ভক্তরা অনেক ক্ষেত্রে ভুলও করতে পারে। একটি মেয়ে যখন ভাবে যে গায়ের রং যাই হোক আর লোকে যাই বলুক সে বেগুনি পোশাকই পরবে; আর সম্রাটরা যখন ভাবে যে তাদের বেগুনি রাজবেশ চিরকাল অটুট থাকবে—তখনই বুঝতে হবে যে বিপদ আসন্ন।

আটটা মাস কম খরচে চালিয়ে মাইডা ১৮ ডলার জমিয়েছে; সেই টাকা দিয়ে সে বেগুনি পোশাকের কাপড় কিনেছে আর মজুরি বাবদ শ্লেগেলকে দিয়েছে ৪ ডলার। তারপর উৎসবের দিনে একটা নতুন পোশাক—পৃথিবীতে এর চাইতে মন-ভোলানো জিনিস আর কি হতে পারে?

"বী-হাইভ স্টোর"-এর মালিক বুড়ো বাচম্যান "ধন্যবাদ দিবসে" কর্মচারীদের একটা ডিনার খাওয়ায়। আর পরবর্তী ৩৬৪ দিন—রবিবারগুলো বাদ দিয়ে—তাদের মনে করিয়ে দেয় বিগত ভোজসভার আনন্দের কথা এবং আগামী ভোজসভার আশার কথা; এই ভাবে সারাটা বছর সে চেষ্টা চালিয়ে যায় যাতে এই সব কথা শুনে সকলে নতুন উদ্যমে কাজকর্ম করে। ডিনারের ব্যবস্থা করা হত দোকানের মধ্যেই একটা লম্বা টেবিল পেতে; আর খাবার-দাবার আনা হত মোড়ের রেস্টুরেন্ট থেকে। আপনাকে বুঝে নিতে হবে "বী-হাইভ" একটা কেতাদুরস্ত বিভাগীয় বিপনি নয়।

সেটা এতই ছোট যে তাকে বড় জোর একটা এম্পোরিয়াম বলা যেতে পারে। আর প্রতিটি "ধন্যবাদ দিবসের" ডিনারেই মিঃ রাম্‌জে—

ওঃ ভাইরে! প্রথমে তো মিঃ রাম্‌জের কথাটা বলে নেওয়া উচিত ছিল। বেগুনি অথবা সবুজের চাইতে সে লোকটির গুরুত্বই তো বেশি। মিঃ রাম্‌জে ছিল প্রধান করণিক, আর আমার কথা যদি বলেন তো আমি তারই পক্ষে। দোকানের অন্ধকার কোণ দিয়ে যাবার সময় সে কখনও মেয়েদের বাহুতে চিমটি কাটে না। দোকানে যখন খদ্দেরের ভিড় থাকে না তখন তার মুখে গল্প শুনে মেয়েরা খিল্‌খিল্ করে হেসে বলে ওঠে, "ওঃ, শা!" তখন তারা কিন্তু জি. বার্ণাড-এর কথা বলে না। সে ভদ্র তো বটেই, অন্য সব ব্যাপারেও মিঃ রাম্‌জে একটু অদ্ভুত ও মৌলিক। সে স্বাস্থ্য-পাগলা মানুষ; তার বিশ্বাস—যে খাবার মানুষের পক্ষে ভাল সেটা কখনও তাদের খাওয়া উচিত নয়। কেউ আরামে-আয়েসে থাকুক, সে তার ঘোর বিরোধী। দোকানের দশটি মেয়ের প্রত্যেকেই প্রতি রাত্রে মিসেস রাম্‌জে হবার স্বপ্ন দেখে। কারণ, পরের বছরেই বুড়ো বাচ্‌ম্যান তাকে একজন অংশীদার করে নিচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই জানে যে একবার যদি লোকটাকে বগলদাবা করতে পারে তাহলে বিয়ের কেকটা হজম হবার আগেই তার মাথা থেকে ওই সব স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পাগলামি দূর করে দেবে।

মিঃ রাম্‌জে ডিনার-পরিচালনার কাজে সিদ্ধহস্ত। সব সময়ই সেখানে হাজির করা হয় দু'জন ইতালীয়কে তাদের বেহালা নিয়ে আর থাকে ছোটখাট নাচের ব্যবস্থা।

আর এদিকে রাম্‌জের মন ভোলানোর জন্য হাজির থাকত দুটি পোশাক—একটি বেগুনি, আর অপরটি লাল। অবশ্য বাকি আটটা মেয়েরও পোশাকের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না।

গ্রেসও কিছু টাকা জমিয়েছিল। সেও একটা রেডি-মেড পোশাক কিনে ফেলবে। আরে, একটা দর্জিকে নিয়ে টানাটানি করার দরকারটা কি—"ফিগার" যদি ভাল হয় তো সব কিছুই "ফিট" করবে—রেডি-মেড পোশাক তো ভাল "ফিগার"-এর জন্যই তৈরি হয়।

"ধন্যবাদ দিবসের" আগের রাত। আগামী কালের চিন্তায় বিভোর হয়ে মাইডা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। বেগুনি রং নিয়েই তার যত চিন্তা। সে জানে, বেগুনি রংই তাকে ভাল মানায়, আর হাজার বার ধরে সে কেবলই নিজেকে বোঝাচ্ছে যে মিঃ রাম্‌জে নিজে তাকে বলেছে যে বেগুনি রংই তার পছন্দ—লাল রং নয়। বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই সে ড্রয়ারের তলা থেকে কাগজে মোড়া ৪ ডলারটা তুলে নেবে এবং তারপর টাকাটা শ্লেগেলকে দিয়ে নিজেই পোশাকটা বাড়িতে নিয়ে আসবে।

গ্রেসও একই বাড়িতে বাস করে। সে থাকে মাইডার হল-ঘরের উপরে।

বাড়িতে ফিরে মাইডা দেখল, সেখানে খুব হৈ-চৈ গোলমাল হচ্ছে। বাড়ির মালকিন যাচ্ছেতাই ভাষায় অবিরাম বক্‌বক্ করে চলেছে। চোখ দুটো লাল করে কাঁদতে কাঁদতে গ্রেস নিচে নেমে তার ঘরে ঢুকল।

"উনি বলছেন আমাকে চলে যেতে হবে," গ্রেস বলল। "বুড়িটা জানোয়ার। যেহেতু সে আমার কাছে ৪ ডলার পাবে তাই আমার ট্রাংকটাকে হল-ঘরে রেখে সে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার তো যাবার মত কোন আস্তানা নেই। পকেটেও একটা সেন্ট অবধি নেই।"

"কাল তো ছিল," মাইডা বলল।

"সেটা পোশাকের জন্য খরচ করে ফেলেছি," গ্রেস বলল। "ভেবেছিলাম, ভাড়ার টাকার জন্য উনি পরের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।"

নাকি-নাকি কথা, কান্না, আবার নাকি-নাকি কথা।

বেরিয়ে এল মাইডার ৪ ডলার—না বেরিয়ে উপায় ছিল না।

"কী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি," গ্রেস চেঁচিয়ে বলে উঠল; সূর্যাস্তের বদলে সে এখন এক রামধনু হয়ে উঠেছে। "আগে ওনার ভাড়াটা মিটিয়ে আসি, তারপর পোশাকটা পরব। ওটা পরলে আমাকে কী সুন্দরই না দেখাবে। চল না, দেখতে। তোমার টাকা আমি শোধ করে দেব, সপ্তাহে এক ডলার করে—আমি কথা দিচ্ছি।"

ধন্যবাদ দিবস।

ভোজের ব্যাপারটা দুপুর বেলায়। পৌনে বারোটা বাজতেই গ্রেস মাইডার ঘরে ঢুকল। সত্যি, তাকে বড় ভাল দেখাচ্ছিল। গায়ে লাল পোশাক। মাইডা জানালার ধারে বসেছিল; পরনে তার পুরনো চেভিয়ট স্কার্ট আর নীল কুর্তা; হাতে সূঁচ-সুতো; সে জামায় ফুল তুলছিল।

লাল রং চীৎকার করে বলে উঠল, "আরে, এখনও তোমার সাজগোজ হয় নি? দেখতো, পিঠের দিকটা কেমন ফিট করেছে। এখনও তুমি পোশাকটা পর নি কেন মাইডা?"

"আমার পোশাকটা সময়মত তৈরি হয়ে ওঠে নি," মাইডা বলল। "আমি ডিনারে যাচ্ছি না।"

"এটা খুব খারাপ হল। আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম মাইডা। অন্য একটা পোশাক পরে চলে এস না—তুমি তো জান, কেবল দোকানের বন্ধুরাই সেখানে থাকবে; তারা কেউ কিছু মনে করবে না।"

মাইডা বলল, "বেগুনি পোশাকটা পরেই যাব স্থির করেছিলাম। সেটা যদি না পাই তো যাবই না। আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি ছুটে চলে যাও, নইলে তোমার দেরি হয়ে যাবে। লাল পোশাকে তোমাকে ভীষণ ভাল দেখাচ্ছে।"

সারা সকালটা মাইডা তার জানালায় বসে কাটিয়ে দিল আর ডিনারের সময়টা পার হয়ে যাবার পরে দোকানেই কাটিয়ে দিল। মনে মনে সে শুনতে পেল হাড়ের টুকরো নিয়ে মেয়েদের উল্লাস, নিজের চাপা কৌতুক নিয়ে বুড়ো বাচ্‌ম্যানের হুংকার; দেখতে পেল মিসেস বাচ্‌ম্যানের মেদবহুল শরীরে হীরের মালা; আরও দেখতে পেল মিঃ রাম্‌জেকে—সকলের আরাম-আয়েসের দিকে সতর্ক, সদয় দৃষ্টি রেখে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিকেল চারটের সময় ভাবলেশহীন মুখে একটা নিষ্প্রাণ পুতুলের মত ধীরে ধীরে শ্লেগেল-এর দোকানে গিয়ে জানাল যে পোশাকের বাবদ দেয় ৪ ডলার এখনই সে দিতে পারছে না।

ভীষণ রেগে শ্লেগেল চীৎকার করে বলল, "এমন গুম্ হয়ে আছ কেন? পোশাকটা নিয়ে যাও। তৈরি হয়েই আছে। টাকাটা পরে দিও। দুই বছর ধরে প্রতিদিন দু'বার করে তোমাকে আমার দোকানের সমুখ দিয়ে যেতে দেখছি না? পোশাক বানিয়ে খাই বলে কি আমি মানুষের মনের খবরটাও রাখি না? যখন পার টাকাটা দিয়ে দিও। ওটা নিয়ে যাও। মেকিংটা ভালই হয়েছে। এখন ওটা পরলে তোমাকে ভাল দেখালেই হয়। অতএব—ওটা নিয়ে যাও। যখন পার টাকাটা দিও।"

অন্তরের সঙ্গে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাইডা পোশাকটা নিয়ে দ্রুত পা ফেলে চলে গেল। দোকান থেকে বের হতেই এক ঝলক বৃষ্টি এসে তার মুখে পড়ল। সে হাসল, কিন্তু বৃষ্টির ঝাপ্টাকে আমল দিল না।

যে সব মহাশয়রা গাড়ি করে বাজার করেন, আপনারা এটা বুঝতে পারবেন না। যে সব মেয়েদের পোশাকের আলমারিটাই বাঁধা থাকে একটা বুড়োর হিসাবের খাতায়, আপনারা বুঝতে পারবেন না—কেন মাইডা "ধন্যবাদ দিবসের" বৃষ্টিটাকে আমল দিল না।

পাঁচটার সময় বেগুনি পোশাকটা পরে সে পথে নামল। বৃষ্টিটা আরও বেড়েছে, অবিরাম ধারায় ঝরে পড়ছে তার মাথায়। মাথায় ছাতা ধরে, রেনকোটের বোতামগুলো ভাল করে এঁটে দিয়ে সকলেই বাড়ির দিকে ছুটছে। অথবা গাড়ির খোঁজে। তাদের অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে বেগুনি পোশাক-পরা খুশি-খুশি মুখ সুন্দরী মেয়েটিকে অবাক হয়ে দেখছে—এমন ঝড়ের মধ্যেও সে এমনভাবে হেঁটে চলেছে যেন গ্রীষ্মের মেঘমুক্ত আকাশের নিচে সে একটা বাগানে বেড়াচ্ছে।

আমি আবার বলছি, যে সব মহিলার পকেট-ভর্তি টাকা আছে, নানান পোশাকে ভর্তি আলমারি আছে, তাঁরা এটা বুঝতে পারবেন না। তাঁরা জানেনই না ভাল ভাল জিনিসের কামনাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে—একটা বেগুনি পোশাক ও উৎসবের দিনকে একত্র মেলাতে আট মাস না খেয়ে থেকে বেঁচে থাকাটা কী জিনিস! বাইরে বৃষ্টি হোক, শীল পড়ুক, ঝড় উঠুক, বরফ পড়ুক, আর সাইক্লোন ধেয়ে আসুক—তাতে কি যায় আসে?

মাইডার ছাতা নেই, গাম-বুট নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা বেগুনি পোশাক, আর সেটা পরেই সে বাইরে এসেছে। প্রকৃতি যত পারে তার মাথায় ভেঙে পড়ুক। একটা ক্ষুধাতুর হৃদয় বছরে একটা দিন তো উপভোগ করবেই। বৃষ্টির জল তার আঙুল বেয়ে ঝরে পড়ছে।

কে একজন মোড়টা ঘুরে এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল। মুখ তুলতেই মাইডার চোখ পড়ল মিঃ রাম্‌জের চোখে—প্রশংসায় ও আগ্রহে চোখ দুটি ঝিলমিল করছে।

সে বলে উঠল, "আরে মিস্ মাইডা, নতুন পোশাকে আপনাকে সত্যি অপূর্ব দেখাচ্ছে। ডিনারে আপনাকে দেখতে না পেয়ে আমি খুবই হতাশ হয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত যত মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাদের মধ্যে আপনার বিচারশক্তি ও বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রতিকূল আবহাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়াবার মত স্বাস্থ্যকর ও উদ্দীপনাময় আর কিছু নেই; আর সেই কাজটাই আপনি করছেন। আমি কি আপনার সাথে সাথে হাঁটতে পারি?"

মাইডার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল; তার নাক দিয়ে একটা সশব্দ হাঁচি বেরিয়ে এল।

# কোম্পানি ৯৯-এর বিদেশ-নীতি

## The Foreign Policy of Company 99

ইঞ্জিন কোম্পানি নং ৯৯-এর জলের গাড়ির চালক জন ব্রাইন্সকে এমন একটা রোগে ধরেছিল তার সহকর্মীরা যার নাম দিয়েছিল "জাপানাইটিস"।

ইঞ্জিন-ঘরের দোতলার একটা টেবিলের উপর একখানা যুদ্ধের মানচিত্র ব্রাইন্স স্থায়ীভাবে ছড়িয়ে রাখত, এবং দিনের অথবা রাতের যে কোন সময়ে রুশ এবং জাপানি উভয় সেনাদলের কে কোথায় আছে, কার কি রকম অবস্থা এবং অভিপ্রায় সেটাও সে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারত। মানচিত্রের উপরে তাড়াতাড়ি পিন আটকে দিয়ে সে দুই বিরুদ্ধ বাহিনীর অবস্থান নির্দেশ করত এবং প্রত্যেক দিন দৈনিক সংবাদপত্রে যুদ্ধের খবর পড়ে তদনুযায়ী পিনগুলোকে প্রতিদিন সরিয়ে সরিয়ে বসিয়ে রাখত।

যেখানেই জাপানিরা জয়লাভ করত সেখানেই জন ব্রাইন্স পিনগুলিকে সরিয়ে দিত আর আনন্দে যুদ্ধের নাচ নাচতে শুরু করত; দমকলের অন্য কর্মীরা শুনতে পেত তার উল্লসিত তর্জন-গর্জন: "নাক-কাটা, জাম-চোখো, বাঁদরমুখো, তামল-খেকো ক্ষুদে শয়তানের দল, এবার হল তো! আর তোমরা শক্ত হাত ও ধনুক-বাঁকা ঠ্যাংওয়ালা বুল-টেরিয়ারের দল, ওদের ধরে ধরে গিলে খাও—ইয়ালু লুলু বলে আর একবার ওদের তাড়া কর; তারপর সেন্ট পিটার্সবুর্গ গিয়ে পেট ভরে ভাত খাও।"

নিপ্পনদের নিজেদের দেশেও মিকাডোর সৈন্যদের এতবড় একজন উৎসাহী সমর্থক খুঁজে পাওয়া যাবে না। রুশদের সমর্থকরা ইঞ্জিন হাউস নং ৯৯-এর ধারে-কাছেও ঘেঁষত না।

মাঝে মাঝে জাপানিদের চিন্তা জন ব্রাইন্স-এর মাথা থেকে একেবারেই চলে যেত। সেটা ঘটত যখন অগ্নিকাণ্ডের বিপদ-সংকেত বেজে উঠত আর সে নিজে আটকা পড়ত তার চালকের আসনে।

সহকর্মী জীবদের প্রতি স্বীয় কর্মধারা-নিয়ন্ত্রণের যতগুলি বিধি মানুষ মেনে চলে তার মধ্যে সব চাইতে বড় হচ্ছে এইগুলি—রাজা আর্থারের গোল টেবিলের নাইটদের আচরণ-বিধি, যুক্ত রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র এবং নিউ ইয়র্ক দমকল বিভাগের অলিখিত নিয়মাবলী। গোল টেবিল অবলম্বিত পন্থাবলী এখন আর বাস্তবে রূপায়িত করা চলে না, আর আমাদের রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র তো প্রতিদিনই গঠনতন্ত্র বিরোধী হয়ে উঠছে, কাজেই আমাদের সকলের আগে বিবেচনা করতে হবে আমাদের দমকলের লোকদের বিধিগুলো।

গঠনতন্ত্র বলছে, দুটি মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; কিন্তু দমকল বিভাগ বলে সেই সবার উপরে। মন্তব্যটা বড় বেশি উদার, কিন্তু আইন তো সেগুলিকে পাল্টাতে দেবে না।

আটলান্টিক মহাসাগরে চলাচলকারী একটা জাহাজ এলিস দ্বীপে একদলা প্রোটোজেয়া ফেলে গিয়েছিল এই আশায় যে একদিন তা থেকেই জন্ম নেবে একজন আমেরিকান নাগরিক। জাহাজের পাটাতনে একটি কর্মচারি তাকে লাথি মারল, একটি ডাক্তার কাকের মত তার চোখের উপর হুমড়ি খেয়ে চোখের কোন অসুখ আছে কি না দেখে নিল; তাকে তীরে নামিয়ে দিয়ে মুক্তির নামে শহরের পথে ছেড়ে দিয়ে গেল; হয়তো এই ভাবেই এক ফোঁটা সংক্রামক বিষ ঢেলে দিয়ে তাকে রাজতন্ত্রবিরোধী টীকা দেওয়া হল। ইউরোপীয় সভ্যতার এই হাইপোডার্মিক ইন্‌জেকশন একটি খুশি-খুশি ছেলের মুচকি হাসির রূপ ধরে মনের সুখে শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াল। তার না ছিল পোটলা-পুটলির ঝামেলা, না ছিল কোন চিন্তা-ভাবনা, আর না ছিল কোন উচ্চাকাংখা। এই আমদানি-করা মালের পকেটে ছিল মাত্র অল্প কয়েকটি মুদ্রা—দিনার স্কুদি—কোপেক—ফেনিং—পিলাস্তার—নানান দেশে তার নানান পরিচয়। জাহাজটা তাকে যে অসভ্য শহরটার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল তার হট্টগোল ও লোক-চলাচল দেখে সুখী ছেলেটি মুচকি হেসে হেসে সমুদ্র থেকে অনেক দূরে ইঞ্জিন কোম্পানি নং ৯৯-এর আওতাভূক্ত অঞ্চলে ঢুকে পড়ল। মানুষের জোয়ারের টানে ভাসতে ভাসতে ছেলেটি এগিয়ে চলল হাল্কা কর্কের মত।

থার্ড এভেনিউ পার হতে গিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলা ট্রেনের বজ্র-গর্জন আর নিচের পাথরের রাস্তায় গাড়ির চাকার খস্-খস্ শব্দে মোহিত হয়ে সে তার চলার গতি কমিয়ে দিল। তারপর কানে এল একটা নতুন, মধুর শব্দ—ঘট্-ঘটাং সুরে বাজছে একটা ঘণ্টা, আর আগুন ও ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে চলেছে এক বিশাল ঝক্‌ঝকে জগন্নাথের রথ। সেটাকে দেখতে ছুটে চলেছে সব লোকজন।

নয়নলোভন বস্তুটি দ্রুতগতিতে পাশ দিয়ে চলে গেল আর বহিরাগত মানবকটি তার পিছু পিছু এগিয়ে চলল; তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল হাসির ঝিলিক। হাঁটতে

হাঁটতে সে পৌঁছে গেল ৯৯নং-এর দমকলের চলার পথে; তাতে বসে আছে জন ব্রাইস; ইস্পাত-কঠিন হাতে দুই ঘোড়া "এরেবুস" ও "জো"র পিঠের উপর দিয়ে ঝোলানো লাগামটাকে টেনে ধরে আছে।

দমকল কর্মীদের অলিখিত বিধানের কোন ব্যতিক্রম বা সংশোধন করা চলে না। ব্যাপারটা সহজ সরল—ত্রৈরাশিক অংকের মতই সরল। তাদের পথচলার অধিকার নিরংকুশ। ছুটে চলেছে দমকলের গাড়ি; স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে'আকাশ-রেলের লোহার থাম।

জন ব্রাইস দেহের ও মাংসপেশীর সবটা চাপ দিল স্টিয়ারিং-এর চাকার বাঁ দিকটার উপরে। লোকজন নিয়ে গাড়িটা হুড়মুড় করে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে বিকট শব্দ করে একটা টর্পেডোর মত লোহার থামটার উপর আছড়ে পড়ল। গাড়ির লোকগুলো আকাশের দিকে ছিট্‌কে পড়ল। চালকের চামড়ার পেটিটা ছিঁড়ে গেল, লোহার থামটা ধাক্কা খেয়ে ঝন্-ঝন্ করে উঠল, জন ব্রাইস ভাঙা ঘাড় নিয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ল কুড়ি ফুট দূরে। আর কাক-কালো আদরের "এরেবুস"এক-পা ভাঙা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ধুঁকতে লাগল।

ইঞ্জিন কোম্পানি নং ৯৯-এর মনের অবস্থার কথা ভেবে ঘটনার বিবরণটা আমরা অল্প কথায় শেষ করছি। সেদিনটার কথা কোম্পানি মনে রাখতেই চায় না। সেখানে প্রচণ্ড ভিড় হল; সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হল; এম্বুলেন্স এসে ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে শুরু করল; এমন সময় নং ৯৯-তে সমবেত লোকজনের কানে এল এস. পি. সি. এ-র কর্তাদের পিস্তলের গুলির শব্দ; সভয়ে তারা সেখান থেকে সরে গেল; "এরেবুস"-এর দিকে কেউ সাহস করে ফিরেও তাকাল না।

দমকলের লোকরা ইঞ্জিন-বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখল, যে হতভাগার জন্য তাদের এত দুর্দশা ও দুর্গতি তাকে কলার ধরে টেনে নিয়ে আসছে তাদেরই এক সহকর্মী। সেটাকে মেঝের মাঝখানে শুইয়ে দিয়ে তারা কঠিন মুখে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বিপজ্জনক বস্তুটি ফোঁস ফোঁস করে কি যেন বলছে আর হাত দুটো নাড়ছে।

মাইক ডাওলিং বিরক্তিভরে বলল, "এ যে দেখছি সিড্‌লিজ পাউডারের মত শব্দ করছে। আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে। ওটা কি মানুষ নাকি?—ওই জলের গাড়িটার দাম একটা স্টিমারভর্তি দো-পেয়ে জন্তুগুলোর সমান। ও তো একটা বহিরাগত—নির্ঘাৎ তাই হবে।"

কেরানি বিলি বলে উঠল, "ওর কোটের উপর ডাক্তারের চকের চিহ্নটা দেখ। ও তো সবে এখানে নেমেছে। নিশ্চয় কোন দাগো, বাহুন, অথবা ফিন্ হবে। ওই সব মালই তো ইউরোপ আমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে যায়।"

দমকলের অপর এক কর্মী আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "ভাবতে পার এই রকম একটা মাল পথের মাঝখানে ছুটে আসার ফলে জন হাসপাতালে শুয়ে কাতরাচ্ছে, আর এই শহরের সেরা দমকলের টিমটাই বরবাদ হয়ে গেছে। ওকে জাহাজঘাটে নিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া উচিত।"

ইঞ্জিন-চালক পরামর্শ দিল "কেউ একজন স্লোভিস্কিকে ডেকে নিয়ে এস। সেই এসে বলে দিক, এই অদ্ভুত মালটি কোন্ দেশ থেকে এসে আমাদের ঘাড়ে চেপেছে।"

স্লোভিস্কি থার্ড এভেনিউর মোড়ের একটা দোকানের মালিক; ভাষাবিদ হিসাবে তার বেশ নাম-ডাক আছে।

একজন তাকে ডেকে নিয়ে এল।

মাইক ডাওনিং বলল, "ভাল করে দেখ তো স্লোভিস্কি। আমরা তো ধরতেই পারছি না ওটা কোথা থেকে এসেছে—হ্যাকেন্স্যাক-এর তলা থেকে, নাকি হংকং থেকে।"

স্লোভিস্কি নানা বিচিত্র ধ্বনিসহযোগে বিভিন্ন কথ্য ভাষায় নবাগতকে কি সব বলল, আর বহিরাগত জীবটিও জিঞ্জারের বোতলের কর্ক খোলার মত আওয়াজ করে তার জবাব দিল।

তখন স্লোভিস্কি জানিয়ে দিল, "ওর নামটা জেনে নিয়েছি। তোমরা সেটা উচ্চারণ করতে পারবে না। ওটা কাগজে লিখে দেওয়াই ভাল।" কাগজ আনা হল, আর সে লিখল Demetre Svangvsk.

কেরানি বলে উঠল, "বেশ শর্ট হ্যাণ্ড এর মত দেখাচ্ছে।"

কপালের ঘাম মুছে দোকানি বলল, "সে একটা ভাষা বলে যেটা কিছু তুর্কী ভাষা মেশানো অস্ট্রিয়ার ভাষা। তাছাড়া সে কিছু ম্যাগিয়ার শব্দ, একটা-দুটো পোলিশ শব্দ এবং বেসেরাবিয়ার একটা উপজাতির কিছু শব্দও ব্যবহার করে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

বহুভাষাভাষীর বিবরণ শুনে ভুরু কুঁচকে মাইক বলল, "তুমি ওকে কি বলতে চাও—ডাগো, পোলোকার, না অন্য "

স্লোভিস্কি তো-তো করে জবাব দিল, "সে একজন—সে একজন—আমার ধারণা সে এসেছে—আমার ধারণা সে একটি মহামূর্খ। এবার তোমরা যদি বল তো আমি আমার দোকানে ফিরে যাই।"

"সে আর যাই হোক, একটা চিড়িয়া তো বটেই," মাইক ডাওলিং বলল, "আর তুমি দেখতে চাও যে সে পাখা মেলে উড়াল দিক।"

যে বিদেশী মুরগিটা মুক্তির নীড়ে উড়ে এসেছিল তার পাখাটা জাপ্‌টে ধরে মাইক তাকে টানতে টানতে ইঞ্জিন-বাড়ির দরজায় নিয়ে কোম্পানি ৯৯-এর সমস্ত বিদ্বেষ একত্র করে তাকে একখানা মনের মত লাথি বসিয়ে দিল। Demetre Svangvsk গলিপথ ধরে দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ল; তবে তার আগে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ দমকলকর্মীদের দেখিয়ে দিল তার সেই চিরকালের মুচকি হাসিটা।

তিন সপ্তাহের মধ্যেই জন ব্রাইস হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে কাজে যোগ দিল। মহাউৎসাহে তার যুদ্ধের মানচিত্রখানাকে তার সাম্প্রতিকতম অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজে লেগে গেল। নিজের মনেই বলতে লাগল, "সব সময়ই আমি বাজি ধরি জাপদের পক্ষে। আরে, রুশদের দেখলেই তো বোঝা যায় যে ওরা এক পাল

*নেকড়ে ছাড়া কিছু নয়। আমি বলছি, ওদের মুছে ফেলে দাও—আর এই সব বেঁটে জু-জিৎসুওয়ালারা যে চেরি ফুলের মতই পোক্ত, সে কথাটাও তোমরা ভুলে যেও না!"*

ব্রাইন্সের পুনরাবির্ভাবের পরবর্তী দ্বিতীয় দিনেই Demetre Svangvsk —এখনও পর্যন্ত তার নামের কোন উচ্চারণ মেলে নি—সারাটা মুখে মুচকি হাসি নিয়ে ইঞ্জিন-বাড়িতে এসে হাজির হল। সে কোন রকমে এই মর্মে তার মনের ভাবটাকে ব্যক্ত করতে পারল যে দমকলের গাড়ির চালক ভাল হয়ে ওঠায় তাকে সে অভিনন্দন জানাতে চায়, আর দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছে বলে ক্ষমাও চায়। এই কাজটা করতে সে এত রকম আজগুবি অঙ্গভঙ্গি করল আর এত বিস্ফোরক শব্দ উচ্চারণ করল যে গোটা কোম্পানির সব কাজকর্ম আধ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এবং পরদিন সে আবার মিটি-মিটি হাসতে হাসতে এসে হাজির হল। সে কেমন আছে, কোথায় আছে তা কেউ জানে না। তারপরেই জন ব্রাইন্স-এর ন'বছরের ছেলে ক্রিস তার অসুস্থ বাবার জন্য বাড়ি থেকে ভাল ভাল খাবার নিয়ে সেখানে এল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই Svangvsk-এর ভক্ত হয়ে পড়ল। আর তার ফলে মাঝে মাঝে ইঞ্জিন-বাড়ির দরজায় ঘোরাঘুরি করার অনুমতি তাকে দেওয়া হল।

একদিন বিকেলে ডেপুটি ফায়ার কমিশনারের ঢাউস গাড়িটা ৯৯ নং-এর দরজায় এসে দাঁড়াল; একটা অনিয়মিত তদন্তের কাজে ডেপুটি বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। তখন সেখানকার লোকজন নবাগতকে আগের চাইতে কিছু জোরের সঙ্গে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল; আর ৯৯-এর চারদিকটা ডেপুটিকে ঘুরিয়ে দেখাল। সেখানে সব কিছুই আয়নার মত ঝক্-ঝক্ করছে।

এরেবুস-এর মৃত্যুতে কোম্পানির লোকদের যে দুঃখ হয়েছে ডেপুটি তারও অংশীদার হলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে জো-র আর একটি যোগ্য সঙ্গী জুটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেই তিনি এসেছেন।

যখন তারা জো-কে ঘিরে এই সব আলোচনা করছিল সেই ফাঁকে ছেলেমানুষ ক্রিস ডেপুটির মোটর গাড়িতে চেপে পুরোদমে চাকাটা ঘুরিয়ে দিল। একটা একঘেয়ে ফোঁস-ফোঁস শব্দ ও চীৎকার শুনে সকলে ছুটে বেরিয়ে এল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মোটর গাড়িটা তীরবেগে বাইরে বেরিয়ে গেছে; ভাগ্য ভাল যে গাড়িটা রাস্তায় নেমে সোজা পথে ছুটতে লাগল। ছেলেটা গাড়ির কলকব্জার কিছুই জানে না; কুশনগুলো চেপে ধরে সে সমানে চেঁচাতে লাগল। গাড়িটা একবার চলতে শুরু করলে একটা ইটের বাড়ি ছাড়া আর কিছুই তাকে থামাতে পারবে না, আর গাড়িটা যদি সেভাবে থামে তাতেও ক্রিসের কোন লাভ হবে না।

ক্রিস যখন এই ছেলেমানুষি কাণ্ডটা ঘটায় ঠিক তখনই আর একটা লাথি খেয়ে হি-হি করে হাসার জন্য Demetre Svangvsk সবে সেখানে পৌঁচেছে। অন্য সবাই যখন লাফ দিয়ে দরজার দিকে সরে গেল, ডেমেট্রে তখন লাফ দিল জো-কে লক্ষ্য করে। সাপের মত এঁকেবেঁকে সে ঘোড়াটার খালি পিঠের উপর উঠে গেল

এবং এক ডজন চাবুকের ঝট্‌কার মত হিস্‌-হিস্‌ করে তাকে কি যেন বলতে লাগল। জনৈক দমকলকর্মী পরে দিব্যি গেলে বলেছে যে জো-ও সেই একই ভাষায় জবাবও দিয়েছে। মোটর গাড়িটা চলতে শুরু করার দশ সেকেণ্ড পরে দেখা গিয়েছিল বড় ঘোড়াটা এক খাব্‌লা চুষি পিঠের মত তার পিছনদিককার আলকাতরা চেটে খাচ্ছে।

আড়াই ব্লক দূরের কিছু লোক উদ্ধার-পর্বটা চাক্ষুস করেছিল। তারা বলল, একটা বাক্সে ঘড়-ঘড় শব্দ আর ভিতরে ক্রিসের একটা কালো বিন্দু ছাড়া মোটর গাড়িটাতে আর কিছুই ছিল না। এমন সময় পিঠে একটা টিকটিকিকে নিয়ে একটা কালো ঘোড়া এসে ছুটতে শুরু করল জো-র পাশাপাশি আর টিকটিকিটা লাফিয়ে ভিতরে ঢুকে কালো বিন্দুটাকে তুলে নিল।

ইঞ্জিন কোম্পানি নং ৯৯-র হাতে—নাকি বলা উচিত পায়ের—ধাক্কা খাবার পনেরো মিনিট পরেই ডেমেট্রে জো-র পিঠে চেপে দরজাটা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল; তার সঙ্গে নিরাপদে ছেলেটিও ফিরে এল।

ডেমেট্রে মেঝেতে পা দিয়ে জো-র মাথায় মাথাটা ঠেকিয়ে মুরগির মত কক্‌-কক্‌ করে ডেকে উঠল। জোও মাথাটা নেড়ে নাক দিয়ে একটা অদ্ভুত শিস দিতে লাগল।

জন ব্রাইস্স Svangvsk-এর দিকে এগিয়ে গেল, আর সেও আর একটা লাথির আশা করে মুচকি হাসল। নবাগত বিদেশীর হাতটাকে ব্রাইস্স এত জোরে চেপে ধরল যে সেটাকে নতুন এক ধরনের শাস্তি মনে করে সে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

জনৈক দমকল কর্মী "ওয়াইল্ড ওয়েস্ট" সিনেমাটা দেখেছিল; সে মন্তব্য করল, "বিধর্মী ছেলেটা কিন্তু ঘোড়া চালায় একটা কসাকের মত—তারাই তো পৃথিবীর সেরা ঘোড়সওয়ার।"

শব্দটা শুনে বিদেশীর অন্তরে যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল; তার মুখের চাপা হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হল।

বুকে দুটো থাপ্পড় মেরে সে বলে উঠল, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি কসাক।"

"কসাক!" জন ব্রাইস্স চিন্তিতভাবে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। বলল, "তারা কি এক ধরনের রুশ নয়?"

কেরাণিটি দমকলের সংকেত-ঘণ্টার ফাঁকে ফাঁকে পুথিপত্র পড়ত। সে বলে উঠল, "নিশ্চয়; তারা অনেকগুলি রুশ উপজাতির অন্যতম।"

ঠিক সেই সময় অল্ডারম্যান ফোলি বাড়ি ফিরছিলেন। ঘোড়দৌড়ের ব্যাপারটা তিনি কিছুই জানতেন না। ইঞ্জিন-বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি ব্রাইস্সকে ডাকলেন।

"আরে—এই যে—জিমি—যুদ্ধটা কেমন চলছে? জাপরা কি এখনও ভালুকটাকে তাড়া করে চলেছে?"

বিতর্কের ভঙ্গিতে জন ব্রাইস্স বলল, "ওহো, আমি জানি না; তবে জাপরা এখনও জিততে পারে নি। কিছুদিন অপেক্ষা করুন; ওদের হাতে কুরোপাৎকিন একটা ভাল রকম কোৎকা খাক, তখন দেখবেন ওরা একটা হাঁসের ছানার হাঁটুর সমানও নয়।"

# হারানো মিশ্রণ

## The Lost Blend

যেহেতু বারগুলো পাদরি সাহেবের আশীর্বাদ লাভ করেছে, আর গণ্যমান্যদের ডিনার শুরু হয় ককটেল দিয়ে, অতএব সেলুন-এর কথাও বলা যেতে পারে। যারা মদ স্পর্শ করে না তারা ইচ্ছা করলে এ-কথা না শুনতেও পারে; এমন অনেক স্লট-রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে গর্তে একটা ডাইম ফেললেই বেরিয়ে আসে একটা শুকনো মার্টিনি।

কন ল্যাস্ট্রি কেনিলির কাফেতে কাজ করে। তুমি-আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি এক-পাওয়ালা হাঁসের মত, আর আমাদের এক সপ্তাহের মাইনেটা পাখা মেলে হাওয়া হয়ে যায়। উল্টো দিকে কন-এর বুকটা নাচতে থাকে; সে হাত পেতে আমাদের টাকাটা তুলে নেয়।

আশীর্বাদধন্যই হোক আর অভিশাপগ্রস্তই হোক, সেলুনটা অবস্থিত একটা ছোটখাট জায়গায়; সেখানে আসা-যাওয়া করে লণ্ড্রির লোকজন, ক্ষয়িষ্ণু বিকার বোকার পরিবারের মানুষ, আর নিষ্কর্মা ভবঘুরের দল।

কাফের উপরেই থাকে কেনিলি ও তার পরিবার। তার মেয়ে ক্যাথারিনের দুটি কালো হরিণ চোখ—কিন্তু সে কথা তোমাকে শোনাতে যাব কেন? আপনার জেরাল্ডিন অথবা আপনার এলিজা আনকে নিয়েই আপনারা সন্তুষ্ট থাকুন। তার স্বপ্ন দেখে কন; আর সে মেয়ে যখন ডিনারে পরিবেশনের জন্য এক কুঁজো বীয়ার নিতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আস্তে আস্তে ডাক দেয়, তখন কন-এর বুকটা উথাল-পাথাল করতে থাকে। ভালবাসার বিধি-বিধানও বাঁধা-ধরাই হয়; আপনি যদি পকেটের শেষ শিলিংটাও হুইস্কির জন্য বার-কাউন্টারে ঢেলে দেন, তাহলে পরিবেশক সেটা হাত পেতে নেবে, আর আপনিও তার মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে সুখেই দিনাতিপাত করতে থাকবেন।

কিন্তু কন-এর ব্যাপারটা সে রকম নয়। মেয়েদের সমুখে তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়, রাঙা হয়ে ওঠে। তাহলে ক্যাথারিনের সমুখে দাঁড়িয়ে তার অবস্থাটা কেমন হবে তা তো বুঝতেই পারছেন। সে কেবলই কাঁপতে থাকে, মুখে কথাটি ফোটে না, একটা পাথরের মূর্তি যেন; তার দেবীর সামনে সে যেন এক নির্বাক প্রেমিক।

কেনিলির দোকানে এল দুটি রোদে-পোড়া মানুষ, রিলে ও ম্যাককার্ক। তারা কেনিলির সঙ্গে বাতচিত করল। পিছন দিকে একটা ঘর ভাড়া নিল, আর বোতল, সাইফোন, কুঁজো ও ওষুধ মাপার গ্লাস দিয়ে ঘরটা ভরে ফেলল। একটা সেলুনের যাবতীয় মালপত্র ও পানীয় সেখানে মজুত ছিল, কিন্তু কোন পানীয়তেই তারা হাত

দিল না। সারাটা দিন সেখানে বসে দু'জন ঘামে ভেজে আর মজুত মদের সঙ্গে অজানা সব বস্তু মিশিয়ে নানা রকম পাচন তৈরি করে। রিলে সব কিছু জানে ও বোঝে; সে দিস্তে-দিস্তে কাগজে অংক কষে, গ্যালনকে আউন্সে আর কোয়ার্টকে ড্রামে পরিবর্তিত করে। ম্যাককার্ক বিষণ্নচিত্ত মানুষ; একটা চোখ লাল। এক-একটা বিফল মিশ্রণ সে নর্দমার পাইপ দিয়ে ঢেলে দেয়, আর গম্ভীর, নীচু, খ্যাসখেসে গলায় খিস্তি করে। দু'জনে অক্লান্তভাবে কঠোর পরিশ্রম করে একটা রহস্যময় মিশ্রণ আবিষ্কারের আশায়, ঠিক যেন দুটি রসায়নবিদ পঞ্চভূতের মিশ্রণে সোনা তৈরির প্রচেষ্টায় মগ্ন হয়ে আছে।

একদিন সন্ধ্যায় দোকানের তদারকির কাজ শেষ করে কন ঘুরতে ঘুরতে পিছনের ঘরটায় ঢুকে পড়ল। এই দুই মক্কেল রোজ বার-এ ঢোকে অথচ কিছুই পান করে না, অথচ রোজই কেনিলি-র দোকান থেকে মদ নিয়ে যায়; তার কিছুটা খায় আর বাকিটা দিয়ে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়।

পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল ক্যাথারিণ; মুখে উপসাগরে সূর্যোদয়ের মত হাসি। সে বলল, "শুভ সন্ধ্যা, মিঃ ল্যাস্ট্রি; আজকের খবরটা যদি দয়া করে বলেন।"

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কন সলজ্জ গলায় তো-তো করে বলল, "মনে হচ্ছে বি-বৃষ্টি হবে।"

ক্যাথারিণ বলল, "তাহলে তো ভালই হয়; আমার তো মনে হয়, একটু জলের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে।" পিছনের ঘরে রিলি ও ম্যাক্‌কার্ক তাদের অদ্ভুত মিশ্রণ নিয়ে দাড়িওয়ালা ডাকিনীর মত পরিশ্রম করে চলেছে। রিলির মাপমত পঞ্চাশ বোতল মদ একটা বড় কাঁচের পাত্রে ঢেলে নিয়ে সেটাকে সমানে ঝাঁকছে। তারপর ম্যাক্‌কার্ক সবটাকে ঢেলে ফেলে দিচ্ছে। এবং আবার নতুন করে কাজ শুরু করছে।

রিলি কনকে বলল, "বসে পড়। তোমাকে সব কথাই বলব।"

"গত গ্রীষ্মকালে টিম ও আমি স্থির করলাম, নিকারাগুয়ার মত দেশে একটা মার্কিন বার খুললে ভাল পয়সা পাওয়া যাবে। উপকূলবর্তী শহরে কুইনিন ছাড়া খাবার কিছু নেই, আর রাম ছাড়া কোন পানীয় নেই। স্থানীয় লোকজন ও বিদেশীরা কাঁপতে কাঁপতে শোয় আর জ্বর নিয়ে ওঠে; গ্রীষ্মমণ্ডলের এ সব উপসর্গে একটা ভাল মিশ্র পানীয়ই সব চাইতে ভাল ওষুধ।

"অতএব নিউ ইয়র্ক শহরে একটা মোটা পরিমাণ মদ এবং একটা বার চালাবার মত সাজ-সরঞ্জাম মজুত করে একটা স্টিমারে চেপে সান্টা পাল্‌মা-র উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পথে আসতে আসতে উড়ুক্কু মাছ দেখে আর ক্যাপ্টেন ও নায়েবের সঙ্গে "সেভেন-আপ" খেলে সময় কাটতে লাগল। আর সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মনে হতে লাগল যে আমরা যেন উষ্ণমণ্ডলের রাজা-বাদশা হয়ে গেছি।

"আমরা তখন গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি এবং বড় গ্লাস ও ছোট গ্লাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন আমাদের দু'জনকে নিয়ে গেলেন জাহাজের ডান দিকের কম্পাস-বাক্সটার কাছে আর কয়েকটা কথাও বললেন।

"তিনি বললেন, "দেখ বাছারা, তোমাদের কয়েকটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি। গত মাসে নিকারাগুয়াতে সব রকম বোতল-ভর্তি মালের উপর মূল্যানুপাতিক হারে শতকরা ৪৮ হিসাবে আমদানি-শুল্ক বসানো হয়েছে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ভুল করে সিন্‌সিনাটি মাথার তেলের বদলে কিনে ফেলেছিলেন এক বোতল চাটনি; তিনিও ঐ শুল্কের হাত থেকে রেহাই পান নি। পিপে-ভর্তি মালের জন্য কিন্তু কোন রকম শুল্ক লাগে না।"

"খুবই দুঃখের কথা যে কথাটা আপনি আরও আগে বলেন নি," এই কথা বলে আমরা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিয়াল্লিশ গ্যালনের দুটো পিপে কিনে ফেললাম এবং আমাদের সঙ্গে যত বোতল ছিল সবগুলি ঢেলে দিলাম পিপে দুটোর মধ্যে। ঐ শতকরা ৪৮-এর হিসাবটা আমাদের সর্বনাশ করত; অতএব বোতল-ভর্তি মালটা ফেলে না দিয়ে আমরা ১,২০০ ডলার দামের কক্‌টেল তৈরির সুযোগটা নিলাম।

"তারপর জাহাজ থেকে নেমে আমরা একটা পিপের মুখ খুললাম। মিশ্রণটা মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। মটর শুঁটির ঝোলের মত তার রং, আর বুকের ব্যথা হলে মাসি-পিসিরা কফির বদলে যা খেতে দেয় তার স্বাদটা অনেকটা সেই রকম। সেই বস্তুটা চার আঙুল পরিমাণ কাপে ঢেলে জনৈক নিগ্রোকে খেতে দিলাম, আর সেও একটা নারকেল গাছের নিচে শুয়ে তিন দিন ধরে অনবরত বালিতে পা ঠুকতে লাগল।"

"কিন্তু অপর পিপেটা! আচ্ছা ভাই, বলুন তো হলুদ পট্টি লাগানো খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে আপনি কি কখনও ৮,০০০,০০০ ডলার পকেটে নিয়ে আর সেই সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়েকে বগলদাবা করে বেলুনে চড়ে আকাশে উড়েছেন? সে মিশ্রণের তিরিশ ফোঁটা পেটে গেলে আপনার অবস্থাও তথৈবচ হবে। আর তার দুই আঙুল পরিমাণ পেটে পড়লে আপনি দুই হাতে মুখ ঢেকে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে শুরু করবেন। হ্যাঁ মশায়, দুই নম্বর পিপের মালটা ছিল যুদ্ধ, অর্থ ও সুখী জীবনের এক অপূর্ব সুরাসার। তার রং সোনার মত আর কাঁচের মত স্বচ্ছ; আর অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া রোদের মতই তার ঝিলিক। সে রকম একটা পানীয় আপনি আজ থেকে হাজার বছরের মধ্যে আর পাবেন না।

"তারপর শুনুন, সেই পানীয় বস্তু নিয়ে আমরা তো ব্যবসা শুরু করে দিলাম, কিন্তু তাতেই কেল্লা ফতে! সে দেশের সাদা-কালো ভদ্রসমাজ তো মৌমাছির চাকের মত তাকে ছেঁকে ধরল। সেই পিপের মাল দিয়ে যদি আরও কিছুদিন ব্যবসাটা চালানো যেত তাহলে তো সে দেশটা সকল দেশের একেবারে সেরা হয়ে উঠত। সকালে দোকান খুলেই দেখতাম, বড় বড় জাঁদরেল সেনাপতি ও কর্ণেল, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বিপ্লবীরা সেই মালের অপেক্ষায় লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা শুরু করেছিলাম এক পাত্র পানীয়ের দাম ৫০ সেন্ট রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে। আর শেষ দশ গ্যালন জলের মত বিক্রি হয়ে গেল এক চুমুক ৫ ডলার দামে। সে কী আশ্চর্য চিজ! পেটে পড়লেই মানুষের মনে জেগে ওঠে সাহস, উচ্চাকাংখা, আর যেকোন কাজ করার শক্তি। টাকাটা যে কোথা থেকে আসছে কে তার হিসেব রাখে। পিপেটা

অর্ধেক শেষ হতে না হতেই নিকারাগুয়া জাতীয় ঋণ তুলে নিল, সিগারেটের উপর থেকে শুল্ক উঠিয়ে দিল এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে উদ্যত হল।

"পানীয়ের রাজা এই বস্তুটি আমরা আকস্মিকভাবেই পেয়ে গিয়েছিলাম, আর দ্বিতীয়বার যদি সেটার দেখা পাই তো ভাগ্যের জোরেই পাব। গত দশ মাস ধরে আমরা সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিবার অল্প কিছু মাল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছি; মদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যত রকম ক্ষতিকর পদার্থ আছে সে সব কিছু পিপে-পিপে মিশিয়েছি। তাতে যত মাল আমি ও টিপ নষ্ট করেছি সেই সব হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, কর্ডিয়াল, বিটার, জিন ও মদ দিয়ে দশটা মদের দোকান ভর্তি করে দেওয়া যেত। এমন একটা গৌরবময় পানীয় থেকে পৃথিবীটাকে তো বঞ্চিত করা চলে না! সেটা তো দুঃখের কথা—আর্থিক ক্ষতির কথা। একটা জাতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই এরকম একটা পানীয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করবে, তার যথাযথ মূল্য দেবে।"

ম্যাককার্ক কিন্তু সারাক্ষণই একটা পেন্সিলে লেখা ব্যবস্থাপত্র দেখে নানা রকম তরল পদার্থকে পরিমাণমত মেপে নিয়ে একত্র মিশিয়েই চলেছে। তার ফলে যে মিশ্রণটি তৈরি হচ্ছে তার রংটা ছিট-ছিট চকোলেট। সেটাকে মুখে দিয়েই ম্যাককার্ক যথাযথ খিস্তি সহকারে সেটাকে নর্দমায় ঢেলে দিচ্ছে।

কন বলল, "যদি সত্যি হয় তাহলেও গল্পটা অদ্ভুত। এবার আমি রাতের খাবারটা খেতে যাব।"

"এক চুমুক খেয়ে যাও" রিলি বলল। "একমাত্র হারানো মিশ্রণটি ছাড়া আর সব রকম মিশ্রণই আমাদের কাছে আছে।"

কন বলল, "আমি কখনও জল ছাড়া অন্য কিছু পান করি না। সিঁড়িতে মিস্ ক্যাথারিণের সঙ্গে দেখা করেই আমি এখানে এসেছি। সে একটা খাঁটি কথা বলেছে—একটু জলের চাইতে ভাল কিছুই নেই।"

কন বেরিয়ে যেতেই রিলি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ম্যাককার্ককে প্রায় মাটিতে ফেলে দিয়েছিল আর কি।

চীৎকার করে বলে উঠল, "ওর কথাগুলো শুনলে? আমরা দুটো মহামূর্খ। জাহাজে তো আমাদের সঙ্গে ছিল মালভর্তি ছয় ডজন বোতল—সেগুলো তো তুমি নিজের হাতেই খুলেছিলে—তুমি কোন্ পিপের মধ্যে সেগুলো ঢেলে দিয়েছিলে—আরে মাথামোটা, কোন্ পিপেটা?"

ম্যাককার্ক ধীরে ধীরে বলল, "আমার তো মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় পিপেটার মধ্যে। মনে হচ্ছে, পিপেটার গায়ে একটুকরো নীল রংয়ের কাগজ সাঁটা ছিল।"

রিলি চেঁচিয়ে বলল, "এতক্ষণে পেয়েছি। এটাই ধরতে পারছিলাম না। আসল ভেল্কিটা খেলেছে জল। আর সব কিছুই আমরা ঠিক ঠিক করেছি। আর দেরি করো না। বার থেকে দুই বোতল মাল নিয়ে এস। আমি ততক্ষণ পেন্সিলকে দিয়ে ভাগের হিসাবটা করে ফেলি।"

এক ঘণ্টা পরে একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে গলিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কন এগিয়ে চলল কেনিলির কাফের দিকে।

পাশের দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা পুলিশের পাহারা-গাড়ি। তিনটি বলবান পুলিশ রিলি ও ম্যাক্‌কার্ককে টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে তুলল। দু'জনেরই চোখ ও মুখ কেটে-ছড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় সংঘর্ষটা বেশ ভাল রকমেরই হয়েছে। অথচ দু'জনেই অদ্ভুত খুশিতে হাঁক-ডাক করেই চলেছে। সে পাগলামির হাত থেকে পুলিশও রেহাই পাচ্ছে না।

কেনিলি আসল ব্যাপারটা কনকে বুঝিয়ে বলল, "পিছনের ঘরেই দু'জন লড়াইটা শুরু করেছিল। আর সে কী গান! ভাবা যায় না। ঘরের সব কিছু ভেঙে চুরমার। তারা কিন্তু লোক ভাল! সব কিছুর দাম তারা যথাযথভাবে মিটিয়ে দেবে। একটা নতুন ধরনের ককটেল বানাবার চেষ্টা তারা করছিল। হয়তো দেখব, সকলেই তারা ভালয় ভালয় ফিরে আসছে।"

রণক্ষেত্রটাকে সচক্ষে দেখার জন্য কন পিছনের ঘরটাতে ঢুকল। হলটা পার হতে গিয়েই সে দেখতে পেল, ঠিক তখনই ক্যাথারিণ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে।

ক্যাথারিণ বলল, "আবার দেখা হয়ে গেল মিঃ ল্যাস্ট্রি। এখনও কি আবহাওয়া দপ্তর থেকে কোন খবর পান নি?"

"এখনও বি-বৃষ্টির আশাংকা আছে," বলতে বলতে কন পাশ কাটিয়ে চলে গেল; তার মুখে তখন লালের ছোপ পড়েছে।

সত্যি, রিলি ও ম্যাককার্ক আপোষে একটা মস্ত বড় যুদ্ধ করেছে। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ভাঙা বোতল ও গ্লাসের টুকরো। ঘরটা ভরে আছে এল্‌কোহলের গন্ধে; ঘর ভর্তি স্পিরিটের ছোট ছোট খানা-খন্দ।

টেবিলের উপর দাঁড় করানো রয়েছে একটা দাগ-কাটা ৩২ আউন্সের গ্লাস। তার তলায় দুটো চামচ ভর্তি তরল পদার্থ—তার উজ্জ্বল সোনালী রং যেন সূর্যের রশ্মিকেও বলছে—দূরে থাক্।

কন তার গন্ধ শুঁকল। মুখে দিল। তারপর পান করল।

সে যখন হলের ভিতর দিয়ে ফিরে আসছিল ঠিক তখনই ক্যাথারিণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল।

"এখনও কোন খবর নেই মিঃ ল্যাস্ট্রি?" ঠাট্টার সুরে হাসতে হাসতে ক্যাথারিণ প্রশ্ন করল।

কন তাকে উঁচু করে তুলে জাপ্‌টে ধরল।

বলল, "খবর হল—আমরা বিয়ে করছি।"

"আমাকে নামিয়ে দাও মশাই," ক্যাথারিণ চেঁচিয়ে বলল, "নইলে আমি—আমি কিন্তু—আরে, কন, এত বড় কথাটা বলার সাহস তুমি কোথায় পেলে?"

# দোষী পক্ষ

# The Guilty Party

একটি লোক জানালার পাশে দোলনা-চেয়ারে বসে ছিল। তার মাথার চুল লাল, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পোশাক ময়লা। সবে একটা পাইপ ধরিয়ে মনের সুখে নীল ধোঁয়া ছুঁড়ে দিচ্ছে। জুতো জোড়া খুলে পা গলিয়েছে এক জোড়া রং জ্বলে-যাওয়া নীল কার্পেট-চটিতে। প্রতিটি দিনের সংবাদ গিলে খেতে অভ্যস্ত মানুষের অসীম তৃষ্ণা বুকে নিয়ে একখানা সান্ধ্য দৈনিকের পাতাগুলোকে অদ্ভুতভাবে ভাঁজ করে নিয়ে সে একের পর এক গিলে যাচ্ছে কালো হরফের জোরালো হেড লাইনগুলো; তারপরেই সে চোখ বুলাবে ছোট হরফের বিস্তারিত বিবরণগুলোর উপর।

পাশের ঘরে একটি নারী রাতের খাবার রান্না করছে। শুয়োরের নোনা মাংস আর ফুটন্ত কফির তীব্র গন্ধের সঙ্গে সান্ধ্যকালীন পাইপের ধোঁয়ার একটা তুমুল লড়াই বেধে গেছে।

বাইরে পূর্বাঞ্চলের একটি ভিড়-ঠাসা রাস্তা। সন্ধ্যা হলেই সেই সব রাস্তায় স্বয়ং শয়তান এসে হাজির হয় তার দলবল নিয়ে। এক গাদা ছেলেমেয়ে রাস্তা জুড়ে নাচছে, ছুটছে, খেলছে। কারও গায়ে ছেঁড়া পোশাক, কেউ পরেছে পরিষ্কার সাদা ফিতে লাগানো পোশাক; কেউ বাচ্চা বাজপাখির মত উচ্ছৃংখল ও অস্থির, আবার কারও মুখে ভাল মানুষের ছাপ—অন্যদের রকম-সকম দেখে সে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে; কেউ বা গলা চড়িয়ে কাঁচা খিস্তি আউড়ে যাচ্ছে, আর কেউ তা শুনে ভয়ে কানে আঙুল দিলেও অচিরেই সেই সব চোস্ত বুলি রপ্ত করে ফেলছে—দেখে মনে হবে ছেলেমেয়েগুলো বুঝি পাপ-ভবনের অলিন্দে একত্র হয়ে খেলাধূলা করছে। খেলার মাঠের উপরে পাখনা মেলে দিয়ে উড়ছে একটা বড় পাখি। রসিকজন পাখিটার নাম দিয়েছে বড় বক। কিন্তু ক্রাইস্টি স্ট্রীটের মানুষরা পক্ষিবিদ্যায় অধিকতর পারঙ্গম। তারা পাখিটাকে বলে শকুন।

বারো বছরের একটি ছোট মেয়ে সভয়ে জানালার পাশে বসে পাঠরত লোকটির কাছে এসে বলল:

"বাপি, তুমি যদি খুব ক্লান্ত না হয়ে থাক তাহলে আমার সঙ্গে একদান চেকার খেলবে কি?"

মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মলিন পোশাক পরা, লাল চুলওয়ালা, জুতাহীন পায়ে জানালার পাশে বসে থাকা লোকটি ভুরু কুঁচকে জবাব দিল—

"চেকার। না, আমার খেলার ইচ্ছে নেই। সারাটা দিন হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে একটা মানুষ কি বাড়িতে ফিরেও একটু শান্তিতে থাকতে পাবে না? তুমি বাইরে গিয়ে গলির অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে পার না?"

এবার নারীটি রান্না রেখে দরজায় এসে দাঁড়াল।

বলল, "শোন জন, আমি চাই না যে লিজি রাস্তায় নেমে খেলা করুক। সেখানে তারা এমন অনেক কিছু শিখে ফেলে যেটা তাদের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। মেয়েটা তো সারাদিন বাড়ির মধ্যে বসে আছে। বাড়িতে ফিরে তোমারই তো উচিত ওর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো।"

লাল চুল আর খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা অপরিচ্ছন্ন লোকটি বলে উঠল:

"ও বরং বাইরে গিয়ে ওর বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করুক, তাতেই ও বেশি মজা পাবে। এসব নিয়ে আমাকে বিরক্ত করো না।"

* * *

"তুমি আবার বাগড়া দিচ্ছ; যত টাকা লাগে, এনিকে নিয়ে আমি নাচের আসরে যাবই। বাস।" কথাগুলি বলল কিড মুলালি।

কিডের বন্ধু, মোসাহেব, বুদ্ধিদাতা, মহামন্ত্রী—সব কিছুই বার্ক। সে আবারও কিডকে পরামর্শ দিয়ে বলল, "ওই নীলনয়নাকে ছাড় কিড। নইলে তুমি ঝামেলায় পড়বে। তোমার মেয়েটাকে কি তুমি জলে ফেলে দিতে চাও? লিজ তোমাকে যে রকম ভালবাসে তেমনটি তুমি আর কারও কাছে পাবে না। এক ঘর ভর্তি এনির চাইতে লিজের দাম অনেক বেশি।"

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে কিড বলল, "আমি মোটেই এনির ভক্ত নই। কিন্তু লিজকে আমি উচিত শিক্ষা দিতে চাই। তার ধারণা, আমি তার কেনা গোলাম। সে সব্বাইকে বলে বেড়াচ্ছে, অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে একটা কথা বলার মত সাহসও আমার নেই। একদিক থেকে লিজ ঠিকই বলেছে। আজকাল সে একটু বেশি মাত্রায় নেশা করছে। আর এমন সব কথা সে উচ্চারণ করছে যা একটি মহিলার মুখে মানায় না।"

"তোমরা বিয়ে করছ, তাই না?" বার্ক প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয়। হয়তো আসছে বছরেই আমাদের বিয়ে হবে।"

বার্ক বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেছি, বীয়ারের প্রথম গ্লাসটি তুমিই তার মুখে তুলে ধরেছিলে। সেটা দু'বছর আগের কথা। তখন সে খালি পায়ে ক্রাইস্টির মোড়ে নেমে আসত রাতের খাবার খেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। তখন সে ছিল শান্ত-শিষ্ট মেয়েটি। কিছু বলতে গেলেই তার মুখটা লাল হয়ে যেত।"

"এখন তো তার মুখে কথার খই ফোটে," কিড বলে উঠল। "ঈর্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাই আমি এনিকে নিয়ে নাচতে যাচ্ছি। আমি লিজকে শিক্ষা দিতে চাই।"

"ঠিক আছে; তুমি চোখ-কান একটু খোলা রেখে চলো। লিজ যদি আমার মনের মানুষ হত আর আমি যদি কোন এনিকে সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে নাচতে যেতাম, তাহলে আমার পোশাকের তলায় লোহার আচ্ছাদনী বেঁধেই যেতাম।"

বড় বক-শকুনির দেশে লিজ অবাধে ঘুরে বেড়ায়। তার দুটি কালো চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চলমান জনতার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই দু'এক কলি গান গুন-গুন করে গায়; আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সাদা দাঁতে দাঁত চেপে এমন সব চোস্ত বুলি আওড়ায় যেগুলি ইংরেজি ভাষায় পূর্বাঞ্চলের লোকদের নতুন সংযোজন।

লিজের পরনে সবুজ সিল্কের স্কার্ট। তার কোমরে একটা বাদামী-গোলাপী কেতাদুরস্ত চৌকো চাদর। আঙুলে একগাদা বড় বড় নকল চুনি বসানো আংটি। গলার লকেটটা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। হাই-হিল জুতোয় অনেককাল কালি পড়ে নি। টুপিটার অবস্থাও সঙ্গিন।

"ব্লু জে কাফে"-র পারিবারিক ফটক তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করল। একটা টেবিলে বসে সে অন্যমনস্কভাবে বোতামটা চিবুতে লাগল। পরিচারক এসে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল।

লিজ বলল। "হুইস্কি টমি।"

"অবশ্যই পাবেন মিস্ লিজ্জি। তার সঙ্গে কি মেশাব?"

"সেল্ট্জার। আচ্ছা টমি, কিড কি আজ এদিকে এসেছিল?"

"কই না তো মিস্ লিজ্জি। আজ তো তাকে দেখতে পাই নি।"

"মিস্ লিজ্জি" ডাকটা বারবারই উচ্চারিত হল, কারণ সকলেই জানে যে কিড তার ভাবী বধূর মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতন।

ফুটন্ত গ্লাসটাকে নাকের কাছে তুলে ধরে লিজ বলল, "আমি তাকেই খুঁজছি। শুনলাম সে বলে বেড়াচ্ছে যে আজ এনি কার্লসনকে নিয়ে নাচের আসরে যাবে। যেতে হয় যাবে। গোলাপি চোখো সাদা ইঁদুর কোথাকার! আমি তাকেই খুঁজছি। তুমি তো আমাকে চেনো টমি। দু'বছর হল কিডের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। এই আংটিটার দিকে তাকাও। পাঁচ শ', দামটা সেই বলেছে। ওটাকে নাচের আসরে নিয়ে যাক না। আমি কি করব? তার কল্‌জেটাকে কেটে দু'ফাঁক করে দেব। আর একটা হুইস্কি দাও টমি।"

"আমি কিন্তু এ সব গুজবে কান দিতাম না মিস্ লিজ্জি," পরিচারক সোজাসুজি বলে দিল। "আপনার মত মেয়েকে ছেড়ে দেবেন এমন লোক কিড মুলালি নন।"

পানীয়ের জাদুর প্রভাবে লিজের মন কিছুটা নরম হলে সে বলে উঠল, "দুই-দুটো বছর। বাড়িতে কোন কাজ থাকত না, তাই সারা সন্ধ্যাটা আমি পথেই খেলা করতাম। অনেক দিন পর্যন্ত আমি তো দরজার সিঁড়িতেই বসে থাকতাম। পথের লোকজন আর আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তারপর একদা সন্ধ্যায় কিড এসে হাজির হল আর আমাকে বাগিয়ে ফেলল। সেখানেই আলাপ জমে উঠল। তারই কথায় প্রথম মদ খেলাম, বাড়ি ফিরে সারা রাত কেঁদে কাটালাম, আর তার জন্য মারও খেলাম। আর এখন—তুমিই বল টমি, আগে কখনও এই এনি কার্লসনকে দেখেছ?

আর, আমি কি না তারই খোঁজ করছি। কিড এখানে এলে তাকে সব কথা বলো। তার কল্‌জেটা আমি কেটে বের করে নেব। সে কাজটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। আর একটা হুইস্কি টমি।"

জ্বল্‌জ্বল্ চোখে দু'দিকে দৃষ্টি রেখে লিজ টলতে টলতে এভেনিউ ধরে এগিয়ে চলল।

একটা ইটের ভাড়াটে বাড়ির সিঁড়িতে বসে কোঁকড়া-চুল একটি ছোট মেয়ে একটা প্যাঁচানো দড়ির গিঁট খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। রক্তিম মুখে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে লিজ ধপাস করে মেয়েটির পাশে বসে পড়ল। আর হঠাৎই তার মুখটা মেঘমুক্ত ও খোলামেলা হয়ে উঠল।

সবুজ সিল্কের স্কার্টটাকে ময়লা জুতোর ফাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বলল, "এস খুকি, তোমাকে বিড়ালের দোল্‌না বানানো শিখিয়ে দি।"

ঠিক সেই সময়েই "স্মল আওয়ার্স সোস্যাল ক্লাব"-এর হলে নাচের জন্য সবগুলি আলো জ্বলে উঠল। এটা ছিল পাক্ষিক নাচের আসর; এদিনের সাজগোজের ব্যাপারে সদস্যরা সকলেই খুব তৎপর ও উত্তেজিত হয়ে থাকে।

ন'টার সময় সভাপতি কিড মুলালি একটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হল-ঘরে ঢুকল। তার মাথার চুল সোনালী। "হ্যাঁ" শব্দটাকে সে ঈষৎ মোলায়েম করে বলে "ইয়া," কিন্তু তার এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যটি শুনতে প্রায় সমস্ত মাইলেসিয়ানের কানই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মেঝেতে পা ফেলে সেও একটু রক্তিম হয়ে উঠল, আর কিড মুলালির চোখে চোখ রেখে একটু হাসল।

তারপর দু'জনই মোম-মাজা মেঝের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

হলের দর্শক-আসনের ভিতর থেকে উঠে এল এক নিয়তি—তার পরনে সবুজ সিল্কের স্কার্ট, নাম "লিজ"। চোখ দুটি কঠিন, কঠোর, অঙ্গারের চাইতেও কালো। সে আর্তনাদ করল না, একটু কাঁপল না। আনারীসুলভ ভঙ্গিতে কিডের কণ্ঠস্বর নকল করে উচ্চারণ করল কিডেরই প্রিয় শপথ-বাক্যটি। তারপরেই "স্মল আওয়ার্স সোস্যাল ক্লাব"-এর নাচের আসর ভেঙে জনশূন্য হয়ে গেল, আর এদিকে লিজ পরিচারককে সগর্বে শোনাতে লাগল তার ছুরি ও হাত চালাবার বিস্তারিত বিবরণ।

তারপরেই আত্মরক্ষার আদিম অনুপ্রেরণা লিজের উপর ভর করল। লিজ ছুটে হল থেকে বেরিয়ে গেল; সন্ধ্যা হলে কাঠঠোকরা যে ভাবে বন-বাদাড় ভেঙে উড়ে যায় ঠিক সেই ভাবে সেও রাস্তা ধরে সবেগে ছুটতে লাগল।

আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল এই বৃহৎ শহরের বৃহত্তর লজ্জার ঘটনা—সুপ্রাচীন বস্তা-পচা এক কলংকের কথা—জঘন্যতম বর্বরতার যুগ-সঞ্চিত উত্তরাধিকারের কাহিনী—শুরু হল এক বিরাট হৈ-হল্লা। একমাত্র বড় শহর ছাড়া অন্য কোথাও আর এ জিনিস দেখা যায় না; কিন্তু এখানে—এই শহরে এ জিনিসের দেখা মেলে সব চাইতে বেশি। এখানে এই হৈ-হল্লায় যোগ দেয় সেই সব মানুষরা যারা বাইরে সংস্কৃতি, নাগরিকতাবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বড়াই করে বেড়ায়।

সকলেই দলে দলে তার পিছু নিল—বাবা, মা, প্রেমিক-প্রেমিকা, কুমার-কুমারী সকলেই চিৎকার করে, তর্জন করে, শিস দিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার হুমকি দিতে লাগল। এই বড় শহরে দরজায় একটা নেকড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও যে এর চাইতে ভাল ছিল। লিজের বুকের ভিতরটা ধরফড় করতে লাগল। ক্ষুৎ-পিপাসায় একান্ত কাতর লিজ পরিচিত পথ ধরে তীর বেগে ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল একটা ভাঙা জাহাজ-ঘাটায়। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে সে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রয় পেল জননী ঈস্ট নদীর শীতল কোলে—স্নেহময়ী জননী দ্রুত তাকে শুইয়ে দিল নদীতলের কর্দম-শয্যায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

মানুষ মাঝে মাঝে এমন সব স্বপ্ন দেখে যা খুবই মজার। কবিরা তাকে বলে কাল্পনিক দৃশ্য; কিন্তু তেমন দৃশ্যই তো এক মিলহীন কাব্যের স্বপ্ন। এই গল্পের বাকি অংশটা আমি স্বপ্নে দেখেছি।

আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন অন্য এক জগতে চলে গিয়েছি। কেমন করে সেখানে গেলাম তা আমি জানি না। কিন্তু যেমন করেই হোক আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আদালত-কক্ষের বাইরে বিরাট ভিড় জমেছিল। ভিতরে চলছিল বিচার। মাঝে মাঝেই একটি সুন্দরী আদালত-কর্মী পরী দরজার বাইরে এসে অপর একটি মামলার কথা ঘোষণা করছিল।

পৃথিবীতে থাকতে আমি যে সব পাপ করেছিলাম তার কথা ভেবে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি নিউ জার্সিতে বাস করতাম এই কথা জানিয়ে একটা "এলিবাই" প্রমাণ করার চেষ্টা করলে কিছু সুবিধা হবে কি না। এমন সময় বেলিফ-পরীটি দরজায় এসে হাঁক দিল:

"মামলা নং ৯৯, ৮৫২,৭৪৩"

একটি সাদা পোশাকের মানুষ উঠে দাঁড়াল—এ রকম মানুষ সেখানে আরও অনেক ছিল। এই মানুষটির পোশাক প্রচারকদের। আমাদের ধাক্কা দিয়ে দুই পাশে সরিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে চলল। সে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে—কাকে, বলুন তো? সেকি, লিজকে।

আদালত-কর্মী তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি শ্রীযুক্ত পুলিশ-এর কাছে গিয়ে মামলাটার বিষয়বস্তুটা জানতে চাইলাম।

আঙুলগুলি একসাথে জুড়ে নিয়ে সে বলল, "খুব দুঃখের কাহিনী। মেয়েটা একেবারেই গোল্লায় গিয়েছিল। আমি বিশেষ অফিসার রেভারেণ্ড জোন্স্। মামলাটা আমার আদালতেই এসেছিল। মেয়েটি তার প্রেমিককে খুন করে আত্মহত্যা করেছিল। নিজের স্বপক্ষে সে কোন উকিল দেয় নি। আদালতে আমি যে প্রতিবেদন দাখিল

করেছি তাতে ঘটনাটাকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে; আর সব কিছুই নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের দ্বারা সমর্থিতও হয়েছে। পাপের বেতন মৃত্যু। প্রভুর জয় হোক।"

কোর্ট-অফিসার দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

লোক্যাল অফিসার রেভারেণ্ড জোন্স্ চোখের জল ফেলে বলে উঠল, "বেচারি মেয়েটি। যতগুলি দুঃখের মামলা আজ পর্যন্ত আমার হাতে এসেছে এটি তারই অন্যতম। অবশ্য সে—"

কোর্ট-অফিসার বলল, "খালাস পেয়েছিল। জোন্স্, তুমি এদিকে এস। তুমি তো জানই, প্রথম কথাই হল, তোমাকে 'পট-পাই স্কোয়াড'-এ পাঠানো হবে। দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জে প্রচারক-বাহিনীতে যোগ দিতে তোমার কেমন লাগবে? কি হল? বল। এবার শোন, এই সব মিথ্যে গ্রেপ্তারের স্বভাবটা ছাড়, নইলে তোমাকে বদলি করাই হবে—বুঝেছ? এই মামলায় যে দোষীপক্ষকে খুঁজে বের করা তোমার কাজ সে হচ্ছে একটি লাল চুল ও খোঁচা-খোঁচাওয়ালা নোংরা লোক যে জানালার পাশে মোজা পায় দিয়ে বসে কাগজ পড়ে, আর তার ছেলেমেয়েরা পথে পথে খেলা করে বেড়ায়। সেই চেষ্টাটাই করগে।"

আচ্ছা, এটা কি একটা অর্থহীন স্বপ্নমাত্র?

# যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে

## According to Their Lights

বৃহৎ শহরটির যে সব গুহা-গহ্বরে সমাজের নীচু তলার ওঁছা লোকরা ঠাসাঠাসি করে বাস করে তারই কোন এক স্থানে যুবক মারে ও ক্যাপ্টেনের দেখা হয়েছিল এবং তারা দু'জন বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তখন দু'জনেরই ভাগ্যের স্রোতে চূড়ান্ত ভাঁটার টান লেগেছিল; শ্রদ্ধা ও গুরুত্বের একটা মাঝামাঝি স্বর্গ থেকেও দু'জনেরই পতন ঘটেছিল।

ক্যাপ্টেন তখন আর ক্যাপ্টেন নয়। যে সব নৈতিক দুর্বিপাক মাঝে মাঝেই বড় শহরটাকে ভাসিয়ে দেয় তেমনই একটা দুর্বিপাক তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল পুলিশ বিভাগের একটা উঁচু দরের লাভজনক পদ থেকে, ছিঁড়ে নিয়েছিল তার তকমা ও বোতাম; আর মিতব্যয়ী স্বভাবের ফলে যে বিষয়-সম্পত্তি সে সঞ্চয় করেছিল সবই চলে গিয়েছিল তার উকিলদের হাতে। বানের জল একদিন নেমে গেল, কিন্তু তাকে করে গেল দীন, হীন, শাঁসহীন। উদ্বাস্তু হবার এক মাস পরে একদিন নিখরচায় খাবার দোকানের এক মালিক তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দোকান থেকে বের করে দিল

দুর্দশার পক্ষে এটাই তো যথেষ্ট। নিরুপায় হয়ে সে সংবাদপত্রে নালিশ জানিয়ে চিঠি লিখল। মিউনিসিপ্যাল বাস ভবনের পরিচারকের সঙ্গে লড়াই করল। মারে যখন প্রথম তাকে দেখে তখন সে একটি ইতালিয়ান রমণীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। রমণীটি এসেক্স স্ট্রীটে আপেল ও রসুন বিক্রি করত। দু'জনে গলা মিলিয়ে কথকতার সুরে গান গেয়ে ফল বিক্রি করে বেড়াত।

মারের পতন এতটা বিস্ময়কর না হলেও শয়তানিতে এক ধাপ উপরে। অসভ্যতার অনেক ছোটখাট লাথি-গুঁতো তাকে সইতে হয়েছে। এক সন্ধ্যায় সে বসে ছিল বস্তী অঞ্চলের একটা ছোট পার্কে। ক্যাপ্টেনের ভুঁড়িদার দেহটা—অনাহারে সেটা হয় তো আরও স্ফীত হয়েছে—বেঞ্চির হাতলে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে শুয়েছিল। তার সরকারি চাকরির শেষ চিহ্ন বেল্টটা বেশি শক্ত করে বাঁধার দরুণ তার ভুঁড়ির উপর কেটে বসে গেছে। ক্যাপ্টেনের জুতো ছিল বোতামবিহীন। ভাঙা-ভাঙা গলায় সে তার ভাগ্যকেই অভিশাপ দিচ্ছিল।

নীল সার্জের নোংরা ছেঁড়া সুট পরে মারে এক পাশে বসে ছিল। মাথার টুপিটা বেশ নামিয়ে পরেছে। ভূতের মতই সে চুপচাপ প্রায় অদৃশ্য হয়ে বসেছিল।

ক্যাপ্টেন গর্জন করে বলল, "আমি ক্ষুধার্ত। না খেয়ে খেয়ে মরতে বসেছি। এই মুহূর্তে আমি স্টোভ-পাইপ সমেত "বাওয়ারি রেস্টুরেন্টটাকেই" খেয়ে শেষ করতে পারি। তোমার কি কোন চিন্তা-ভাবনা নেই মারে? তুমি তো দুই কাঁধ তুলে খাসা বসে আছ। এ সব ভাব-ভঙ্গি দেখিয়ে লাভটা কি হবে বল তো? এমন একটা জায়গার কথা মনে কর যেখানে মুখে দেবার মত কিছু জুটতে পারে।"

নড়াচড়া না করেই মারে বলল, "ক্যাপ্টেন মশায়, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমাদের শেষ খাবারের চেষ্টাটা আমার পরামর্শ মতই করা হয়েছিল।"

ক্যাপ্টেন আর্তনাদ করে উঠল, "হয়েছিল—তা হয়েছিল ঠিকই। সে রকম আরও একটা পরামর্শ দিতে পার কি?"

মারে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "স্বীকার করছি আমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে মালোন একটা 'ফ্রি লাঞ্চের' ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।"

দুর্ভাগা হাতটাকে বাড়িয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন বলল, "এই হাতটা দিয়ে একটা টার্কির হাড় ও দুটো সার্ডিন স্যাণ্ডউইচ সবে চেপে ধরেছি, এমন সময় দুটো ওয়েটার এসে আমাকে জাপ্‌টে ধরল।"

মারে বলল, "জলপাইগুলো—পুরভর্তি জলপাই ও আমার মধ্যে তখন ব্যবধান ছিল মাত্র দুই ইঞ্চির। এক বছরের মধ্যে একটা জলপাইও খেতে পাই নি।"

"আমরা এখন কি করব?" ক্যাপ্টেন গজর-গজর করে বলল। "না খেয়ে তো থাকতে পারি না।"

মারে শান্তভাবে বলল, "পারি না বুঝি? শুনে খুশি হলাম। আমি তো ভেবেছিলাম আমরা না খেয়েও থাকতে পারি।"

ভারী দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন বলল, "তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি আর একবার চেষ্টা করে আসি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থেকো মারে। আমার আধ ঘন্টার বেশি দেরি হবে না। বাজিটা মাৎ করতে পারলেই আমি সোজা চলে আসব।"

নিজের চেহারাটাকে একটু জুৎসই করে তোলার জন্য নানা রকম কসরৎ করে ক্যাপ্টেন চিড়িয়াখানার গণ্ডারের মত ছটফট করতে করতে পার্কের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই মারেও পার্ক ছেড়ে দ্রুত পূবদিকে ছুটে গেল। একটা বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়িটার দুই পাশে দুটো সবুজ আলো জ্বলছিল।

ডেস্কে উপবিষ্ট সার্জেন্টকে বলল, "মারোনি নামের এক পুলিশ ক্যাপ্টেন তিন বছর আগে বিভিন্ন অভিযোগে আদালতের রায়ের ফলে পুলিশ বাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস দণ্ডাদেশটা স্থগিত রাখা হয়েছিল। পুলিশ কি এখনও সেই লোকটির খোঁজ করছে?"

ভুরু কুঁচকে সার্জেন্ট প্রশ্ন করল, "আপনি কেন এ প্রশ্নটা করছেন।"

মারে সহজেই বুঝিয়ে বলল, "আমি ভেবেছি পুরস্কারের ঘোষণাটা এখনও সচল আছে। লোকটাকে আমি ভাল করেই চিনি। মনে হচ্ছে, বর্তমানে সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যে কোন সময় আমি তাকে ধরে দিতে পারি। যদি কোন পুরস্কার থাকে—"

"কোন পুরস্কার নেই," বাধা দিয়ে সার্জেন্ট সংক্ষেপে জবাবটা দিল। "লোকটাকে আমাদের দরকার নেই। তোমাকেও না। অতএব, বিদায় হও। তাড়াতাড়ি সরে না পড়লে, আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না।"

গম্ভীর মুখে মারে অফিসারের দিকে তাকাল। কঠিন স্বরে বলল, "একটি অপরাধীকেও ধরার ব্যাপারে যদি আইনকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি তাহলে জানব যে একজন নাগরিক ও ভদ্রলোক হিসাবে আমি আমার কর্তব্যটুকু করতে পেরেছি।"

মারে দ্রুত পায়ে পার্কের বেঞ্চিটাতে ফিরে গেল। দুই হাত ভাঁজ করে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে ভূতের মতই বসে রইল।

দশ মিনিট পরেই ক্যাপ্টেন ফিরল ঝড়ো কাকের মত চেহারা করে। তার কলারটা ছিঁড়ে উড়ে গেছে; খড়ের টুপিটা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে; শার্টটা কোমর থেকে ছিঁড়ে ফাঁক হয়ে গেছে; আর তার মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ভিজে জবজবে হয়ে গেছে কোন দুর্গন্ধযুক্ত তৈলাক্ত পদার্থে; নাকে যে গন্ধটা আসছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পদার্থটা রসুন ও রান্নার মশলার একটা অপূর্ব মিশ্রণ।

মারে তিরস্কারের সুরে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই ক্যাপ্টেন, আমি যদি তিলমাত্র সন্দেহ করতাম যে আপনি এতই মরিয়া হয়ে গেছেন যে পিপে থেকেই ঢক্‌ঢক্‌ করে গিলতে শুরু করেছেন, তাহলে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করতাম কিনা সন্দেহ হচ্ছে।"

কর্কশ গলায় ক্যাপ্টেন বলল, "এখনও আমি ততটা লোভী হই নি। যা কিছু দেখছ সেটা বাইরের ব্যাপার। ঘুরতে ঘুরতে এসেক্স-এ গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে ফলওয়ালি ক্যাট্রিনার একটা ফলের দোকান আছে। তার কাছেই বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেললাম। ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ঘটানো যাবে। কিন্তু চেয়ে দেখ, সে আমার কি হাল করেছে। অবশ্য অন্য একটা মতলবও আমার মাথায় এসেছে।"

অসীম ঘৃণার সঙ্গে মারে বলল, "তুমি নিশ্চয় বলতে চাও নি যে নিজের দুঃখ-সাগর পার হবার জন্য কাণ্ডারী হিসাবে তুমি সেই মেয়েটাকে বিয়ে করতেও রাজী ছিলে!"

"আমি!" ক্যাপ্টেন বলল, "এক বাটি ঝোলের জন্য আমি চীনের সম্রাজ্ঞীকেও বিয়ে করতে রাজী আছি। এক পাত্র গোমাংসের স্টুর জন্য আমি খুন করতে পারি। যে কোন ভবঘুরের একটিমাত্র রুটিও চুরি করতে পারি। এক বাটি চাও-চাও-এর জন্য আমি "মরমোন" হতেও রাজী।"

দুই হাতের উপর মাথাটা রেখে মারে বলল, "আমার তো মনে হয় এক ঢোঁক হুইস্কির দাম পেলে আমি "জুডাস" সাজতেও রাজী আছি। ত্রিশটা রৌপ্য মুদ্রার জন্য আমি—"

ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আঃ, ও সব বাকতাল্লা ছাড়! এমন কাজ সত্যি তুমি করতে পার মারে? যে মানুষ বন্ধুকে ত্যাগ করতে পারে সে তো জলদস্যুর চাইতেও হীন।"

যে জায়গাটাতে বৈদ্যুতিক আলো এসে পড়েছে সেখানকার বেঞ্চিগুলো দেখতে দেখতে একটি বড়সড় মানুষ পার্কে ঢুকে এগিয়ে এল।

দলছুট্ মানুষ দুটোর সামনে এসে থেমে সে বলল, "আরে ম্যাক, তুমি?" তার হীরের পিনটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। তার সঙ্গে যোগ দিল হীরক-খচিত চেনটা। তার শরীরটা বড়, নাদুস-নুদুস; বোঝা যায় যে খাওয়া-দাওয়াটাও ভালই করে। সে বলতে লাগল, "আরে তুমিই তো। মাইকের কাছ থেকে শুনে এলাম যে তোমাকে এখানে পেয়ে যেতে পারি। দাঁড়াও ম্যাক, তোমাকে একটু ভাল করে দেখে নি।"

ক্যাপ্টেন সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল। চার্লি ফিনেগান যখন এই অতল গর্তে নেমে এসেছে তারই খোঁজে, তখন নির্ঘাৎ কোন ব্যাপার-স্যাপার আছে। হাতটা ধরে চার্লি তাকে নিয়ে একটু ছায়ায় দাঁড়াল।

লোকটি বলল, "জান ম্যাক, কিছু বানান অভিযোগে ইন্সপেক্টর পিকারিং-এর বিচার হচ্ছে।"

"তিনি আমার ইন্সপেক্টর ছিলেন," ক্যাপ্টেন বলল।

ফিনেগান বলতে লাগল, "ও'শিয়া চাকরিটা চাইছে। ওটা তাকে পেতেই হবে। প্রতিষ্ঠানের ভালর জন্যই এটা দরকার। পিকারিংকে নেমে যেতেই হবে। তোমার একটা প্রশংসাপত্র পেলেই কাজটা হয়ে যাবে। তুমি যখন পুলিশ-ফোর্সে ছিলে তখন সে ছিল "উপরওয়ালা"। তার পাওনা-গণ্ডাটা তো তোমার হাত দিয়েই যেত। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তোমাকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে।"

"সে ছিল—" ক্যাপ্টেন বলতে শুরু করল।

"এক মিনিট অপেক্ষা কর," ফিনেগান বলল। তার ভিতরের পকেট থেকে একটা হলদে বাণ্ডিল বেরিয়ে এল। "এখন এই পাঁচ শ' ডলার নাও, দু'শ' পঞ্চাশ পাবে ঘটনা-স্থলে, আর বাকিটা—"

"সে ছিল আমার বন্ধুলোক। আমি বলছি, ডন পিকারিং-এর বিরুদ্ধে যাবার আগে আমি তোমাদের কাছে যাব, দলবলের কাছে যাব, শহরে যাব, নরকের আগুনে যারা পুড়ছে তাদের কাছেও যাব। আমার কপাল তো ভেঙেছেই; কিন্তু বন্ধুর কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক হব না।" ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর চড়তে চড়তে ভাঙা বাঁশির মত ফট্-ফট্ করতে লাগল। "তুমি পার্ক থেকে বেরিয়ে যাও চার্লি কিনেগান। আমরা যারা এখানে থাকি তারা চোর হতে পারে, ভবঘুরে হতে পারে, কিন্তু সকলেই তোমার তুলনায় অনেক ভাল। তোমার নোংরা টাকাটা সঙ্গে করে নিয়ে যাও।"

ফিনেগান অন্য পথে বেরিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন তার নিজের বেঞ্চিতে ফিরে এল।

মারে বলল, "সব কথাই আমি শুনেছি। আমি মনে করি, তোমার মত এত বড় মূর্খ আমি জীবনে দেখি নি।"

"তুমি হলে কি করতে?" ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করল।

"পিকারিং-কে ক্রুশে বিদ্ধ করতাম," মারে বলল।

ভাঙা-ভাঙা গলায় ক্যাপ্টেন বলল, "দেখ বাবা, তোমার ও আমার মধ্যে অনেক ফারাক। নিউ ইয়র্ক দুই ভাগে বিভক্ত—উপরে 'পঁয়তাল্লিশ স্ট্রীট' আর নিচে 'চতুর্দশ।' তুমি অন্য ভাগের মানুষ। আমরা দু'জন কাজ করি যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে।"

গাছের উপরকার আলোকিত ঘড়িটা জানিয়ে দিল, বারোটা বাজতে আধ ঘণ্টা বাকি আছে। দু'জনই বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল; এক সঙ্গেই হাঁটতে লাগল, হয় তো একই ধারণা মনে নিয়ে। পার্ক ছেড়ে একটা গলি-পথ পেরিয়ে তারা ব্রডওয়েতে পড়ল। চারদিক অন্ধকার, জনহীন।

তারা উত্তর দিকে মোড় নিল; একটি পুলিশ তাকিয়ে দেখল; কিছুই বলল না। কারণ শহরের সেই অঞ্চলে তখন তাদের মত অনেক ছন্নছাড়া মানুষই দ্রুত এগিয়ে চলেছে একই লক্ষ্যে মিলিত হতে—সে মিলন-স্থলে কোন স্মৃতিস্তম্ভ নেই, আছে কেবল হাজার হাজার মানুষের নিয়ত পায়ে চলার ক্ষত-চিহ্ন।

"নবম রাস্তা"-য় গলায় ছোট দূরবীণ ঝোলানো একটি লম্বা লোক ব্রডওয়ে-গাড়ি থেকে নেমে পশ্চিম দিকে মুখটা ঘোরাল। মারেকে দেখতে পেরেই সে মারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; তাকে টেনে নিয়ে গেল একটা রাস্তার আলোর নীচে। আহত ভালুকের মত ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে মোড়ের দিকে গিয়ে গজর-গজর করতে লাগল।

"জেরি!" টুপিধারী লোকটি চিৎকার করে বলল। "কী সৌভাগ্য! আমার তো কালই তোমার খোঁজে বের হবার কথা। বুড়ো ভদ্রলোকটি আত্মসমর্পণ করেছেন। তোমার পছন্দমত কাজই হবে। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকালেই আপিসে

চলে যাও আর যত টাকা চাই নিয়ে এস। এ ব্যাপারে আমাকে ঢালাও হুকুম দেওয়া হয়েছে।"

"আর বিয়ের ছোটখাট ব্যবস্থাটার কি হবে?" মুখটা একটু ঘুরিয়ে মারে প্রশ্ন করল।

"কেন—মানে—বিলক্ষণ, তোমার খুড়ো মশায় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন —তিনি আশা করছেন তোমার ও মিস ভ্যাণ্ডারহার্স্ট-এর বিয়েটা—"

"শুভরাত্রি!" বলেই মারে সেখান থেকে পা বাড়াল।

তার হাত চেপে ধরে লোকটি বলল, "তুমি কি দুই মিলিয়নের আশা ছেড়ে দিতে চাও?"

"সে মেয়ের নাকটা কখনও দেখেছ বুড়ো?" মারে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল।

"কিন্তু—আমার কথাটা ভাল করে শোন জেরি। মিস্ ভ্যাণ্ডারহার্স্ট একজন উত্তরাধিকারিণী, আর—"

"তার নাকটা কখনও দেখেছ?"

"দেখেছি; মানছি যে তার নাকটা একটু—"

"শুভরাত্রি!" মারে বলল। "আমার বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার হয়ে তুমি জানিয়ে দিও যে এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। শুভরাত্রি।"

অপেক্ষমান মানুষের একটা আঁকা-বাঁকা লাইন "দশম স্ট্রীট" থেকে ব্রডওয়ে পর্যন্ত চলে গেছে। ক্যাপ্টেন ও মারে মানুষের সেই দীর্ঘ লাইনের একেবারে লেজের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেদিকে তাকিয়ে মারে বলল, "গতকাল রাতের চাইতে লাইনটা আজ বিশ ফুট বেশি লম্বা।"

ক্যাপ্টেন গর্জে উঠল, "তার অর্থ—আমাদের পালা আসতে আরও আধ ঘণ্টা লাগবে।"

শহরের ঘড়িগুলোতে বারোটার ঘণ্টা বেজে উঠল; রুটির লাইনটা একটু একটু করে এগোতে লাগল; সকলের পায়ের জুতো পাথরের রাস্তায় ঘস্টে সাপের হিস্-হিস্ শব্দের মত শোনা যেতে লাগল; আর যে দুটি মানুষ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের পথ ধরে চলেছে তারাও পিছন দিক থেকে একটু-একটু করে এগোচ্ছে।

# নাইটের দিবাস্বপ্ন

## A Midsummer Knight's Dream

"নাইটরা মরে গেছে;
মরচে ধরেছে তাদের তলোয়ারে।
বেঁচে আছে কেবল সেই ক'টি মানুষ
যারা সারা জীবন লড়াই করেছে
পথের ধূলো সরাতে।"

প্রিয় পাঠক : এখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য নিচের শহরের দিকে তাকিয়ে আছে নির্দয় হিংস্রতায়। একই সঙ্গে হিংস্র হওয়া এবং অনুতাপ করা সূর্যের পক্ষে খুবই শক্ত কাজ। তাপমাত্রা—আঃ, থার্মোমিটারের কথা বাদ দাও! স্বাভাবিক তাপমাত্রার কথা কে বলছে? গরমটা এত বেশি যে—

হ্যাঁ, সময়টা যে গ্রীষ্মকাল।

একটি লোক চৌত্রিশতম স্ট্রীটে দাঁড়িয়েছিল বস্তি অঞ্চলের গাড়ির প্রতীক্ষায়। বয়স বছর চল্লিশ, মাথার চুল সাদা, মুখটা গোলাপি, পোশাক সাধারণ, চোখের দৃষ্টিতে বিব্রত ভাবের প্রকাশ। একটি মোটাসোটা লোক চলতে চলতে থেমে গিয়ে তাকে কিছু বলামাত্রই সে কপালটা মুছে হো-হো করে হেসে উঠল।

"না মহাশয়," তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার সঙ্গে সে চিৎকার করে বলে উঠল, "আপনাদের সেকেলে মশক অধ্যুষিত জলাভূমি এবং এলিভেটরবিহীন পাহাড়ের মত আকাশচুম্বী বাড়ি—এ দুটোর কোনটাই আমি চাই না। যখনই গরম আবহাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই তখন কি করতে হবে তা আমি জানি। নিউ ইয়র্ক মশাই, নিউ ইয়র্কই হচ্ছে এদেশের সব চাইতে ভাল গ্রীষ্মাবাস। ছায়ায় বসে আহারে মন দিন; কিন্তু কখনও বৈদ্যুতিক পাখা ছেড়ে বেশি দূর যাবেন না। আপনাদের আডিরন্ জ্যাক আর ক্যাট্‌স্কিল-এর কথা নিয়ে যতই ঢাক পেটান, এক মানহাটান জেলায় যত নিরেট আরাম মেলে দেশের আর সব কিছু একত্র করলেও সেটা পাওয়া যায় না। না, মহাশয়! খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা, লক্ষ মাছির ডাকে ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠা আর কৌটোর খাবারে পেট ভর্তি করা—ও সব আমার চলবে না। ছোট্ট পুরনো নিউ ইয়র্ক অল্প কয়েকজন বাছাই বোর্ডারকে জায়গা দেবে; বাড়ির আরাম ও সুখ-সুবিধা পাওয়া যাবে: প্রতিবারই আমি সেই বিজ্ঞাপনেই সাড়া দিয়ে থাকি।"

অপর জনকে ভাল করে দেখে নিয়ে মোটা লোকটি বলল, "আপনি একটা ছুটি কাটাতে চান। অনেক বছর হল শহর ছেড়ে দূরে যান নি। তাহলে যেমন করে হোক দুই সপ্তাহের জন্য আমার সঙ্গে আসুন। রিভারকিল-এ এখন এত ট্রাউট মাছ

লাফাচ্ছে যে দেখলে মনে হবে মাছি উড়ছে। হার্ডিং আমাকে লিখেছে, গত সপ্তাহে সে একটা তিন পাউণ্ড ওজনের মাছকে ডাঙায় তুলেছে।"

"বাজে কথা!" অপরজন চিৎকার করে বলল। "আপনার ইচ্ছা হলে এগিয়ে যান; রবারের বুট পরে মাছ ধরে বেড়ান গে। মাছ খাবার ইচ্ছা হলে আমি তো একটা ঠাণ্ডা রেস্টুরেন্টে গিয়ে মাছের অর্ডার দেই। আপনার মত লোকরা যখন এই গরমে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান আর ভাবেন যে খুব আরামে আছেন তখন তো আপনাদের কথা ভেবে আমার হাসি পায়। আমার জন্য বেঁচে থাক ফাদার নিকারবোকার-এর নতুন ধরনের ছোট গোলাবাড়ি আর তার ভিতর দিয়ে প্রসারিত ছায়াঘন বড় পথটা।"

বন্ধুর কথা শুনে মোটা লোকটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের পথে চলে গেল। আর যে লোকটি মনে করে যে নিউ ইয়র্ক হচ্ছে দেশের সেরা গ্রীষ্মাবাস সেও একটা গাড়িতে চড়ে ভোঁস-ভোঁস করতে করতে আপিসে চলে গেল। পথে যেতে যেতে সে খবরের কাগজটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মুখ তুলে বাড়িগুলোর মাথার উপরকার এক টুকরো আকাশের দিকে তাকাল।

সে অন্যমনস্কভাবেই বিড়বিড় করে বলল, "তিন পাউণ্ড! আর হার্ডিং তো মিথ্যে বলার মানুষ নয়। আমার বিশ্বাস, যদি আমি যেতে পারতাম—কিন্তু সে তো অসম্ভব—আরও এক মাস সময় দরকার—অন্তত একটা মাস।"

আপিসে পৌঁছে শহরে বসে গ্রীষ্মের সুখ সম্ভোগের সমর্থক লোকটি এক লাফে ডুব দিল ব্যবসায়িক কাজকর্মের সুইমিং পুল-এ। তার করণিক এড্‌কিন্স এনে হাজির করল একরাশ চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও স্মারকলিপি।

বিকেল পাঁচটার সময় কর্মব্যস্ত লোকটি আপিসের চেয়ারে হেলান দিয়ে ডেস্কের উপর দুই পা তুলে দিয়ে নিজের মনেই সোচ্চারে বলে উঠল:

"জানি না হার্ডিং কি ধরনের টোপ ব্যবহার করে।"

* * *

মেয়েটি সেদিন শ্বেতবসনা হয়েই এসেছিল। ফলে কম্পটন বাজি রেখে হেরে গেল গেইন্সের কাছে। কম্পটন বাজি রেখে বলেছিল মেয়েটি ফিকে নীল পোশাক পরে আসবে, কারণ মেয়েটি জানত যে সেটাই কম্পটন-এর প্রিয় রং। কম্পটন কোটিপতির ছেলে, আর একটা সুনিশ্চিত বিষয়ের উপর বাজি ধরার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা যেতেই পারে। কিন্তু সেদিন মেয়েটির মন-পছন্দ রং হল সাদা, আর গেইন্স লর্ড-স্টাইলে মাথাটা তুলল।

সে বছর পাহাড়ের ছোট গ্রীষ্মকালীন হোটেলটায় বেশ ভাল ভিড় হয়েছিল। সেখানে একদিকে ছিল দু'তিনটি কলেজের ছেলে, এক জোড়া শিল্পী-দম্পতি আর একজন নৌ-অফিসার। অপরদিকে তরুণীদের মধ্যে অনেক সুন্দরী উপস্থিত ছিল, কারণ একটা

পত্রিকার সংবাদদাতা তাদের কথা উল্লেখ করেছিল "মহিলা মজলিশ" বলে। কিন্তু সেই তারকারাজির মধ্যে চাঁদ হয়ে ছিল মেরি সেওয়েল। যুবকদের মধ্যে সকলেই তার খাবারের বিল মিটিয়ে দিত। যারা মাত্র দু'এক সপ্তাহের মেয়াদে এসেছিল তাদের দিনগুলো আলাপ-আলোচনাতেই কেটে গেল। কিন্তু কম্পটন বুঝি পাহাড়টার মতই চিরস্থায়ী, আর সেটা হবার মত ট্যাঁকের জোরও তার ছিল। আর গেইন্স থেকে গেল কারণ সে একজন সংগ্রামী, আর কোটিপতির ছেলেদের ভয় সে করে না, আর—মানে, গ্রামাঞ্চলটা তার বেশ ভালই লাগে।

একদিন সে বলল, "আপনি কি মনে করেন মিস্ মেরি? নিউ ইয়র্কের একজন ফেরিওয়ালাকে আমি জানতাম যে গ্রীষ্মাবাস হিসাবে শহরটাকেই পছন্দ করত। বলত, বনে বাস করার চাইতে সেখানেই বেশ ভাল ঠাণ্ডায় থাকা যায়। লোকটা খুব বোকা-বোকা নয় কি? আমার তো মনেই হয় না যে ১লা জুনের পরে আমি ব্রডওয়ের বাতাসে শ্বাস টানতে পারব।"

মিষ্টি ভ্রূকুটি করে মিস্ মেরি জবাব দিল, "মামণি ভাবছে পরবর্তী সপ্তাহের পরেই ফিরে যাবে।"

গেইন্স বলল, "কিন্তু ভেবে দেখুন গ্রীষ্মকালে শহরে অনেক রকম আমোদের জায়গা আছে। ছাদের উপর বাগান, জানেন তো, আর—এই—ছাদের উপর বাগান।"

সেদিন হ্রদের জলটা ছিল গাঢ় নীল। ছায়া-ঢাকা বনের দিক থেকে ভেসে আসছিল সেরা সুরার মত শীতল, শুকনো বাতাস। নীচের উপত্যকাটা দূর থেকে আবছা সুন্দর দেখাচ্ছে। খাড়া গিরিনালার মাঝপথে অজ্ঞাত কোন জলপ্রপাতের সাদা কুয়াসা তরুশ্রেণীর মাথার উপরকার সবুজের আভাকে কেমন ঢেকে ফেলেছে। যৌবন এখানে প্রথম গ্রীষ্মের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে চলেছে। ব্রডওয়েতে তো এ রকম কিছুই পাবেন না।

শহুরে লোকদের পাগলামি ও ভাঁড়ামি দেখতে গ্রামবাসীরা ভিড় জমিয়ে তুলল। পরী, জলপরী ও ভূতপেত্নীদের হাস্যরোলে বনভূমি মুখরিত হতে লাগল। গেইন্স-এর অনেক কাজ। বিজয়ী নাইট হিসাবে প্রতিযোগিতার রাণীর মাথায় মুকুট পরাবার অধিকার তো তারই। তার বাহুতে একটা সাদা পট্টি জড়ানো। কম্পটনের হাতে ফিকে নীল রংয়ের পট্টি। মিস্ মেরির পছন্দের রং নীল হলেও সেদিন সে সাদা পোশাকই পরেছিল।

মুকুট পরাবার জন্য গেইন্স রাণীকে খুঁজতে লাগল। তার খুশির হাসি কানে আসছে, কিন্তু শব্দ আসছে যেন মেঘের ভিতর থেকে। সে লুকিয়ে কেটে পড়েছিল। ছোট একটা গ্র্যানাইটের চাঙড়—যেটাকে বলা হয় "চিমনি পাহাড়"—সেখানে উঠে সে দাঁড়িয়েছিল। সকলের মাথা থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে সে যেন এক শ্বেতপরী।

শুরু হয়ে গেল "চিমনি পাহাড়"-এ ওঠার প্রতিযোগিতা। যে যে-পথ দিয়ে পারে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। সবটাই খেলা-খেলা, কোন বাজি ধরা হয় নি।

সকলের আগে উঠে গেল গেইন্স। তার হাতে একটা গোলাপের মালা। সেটা সে জড়িয়ে দিল রাণীর কপালে। গ্রামবাসীরা ও গ্রীষ্মের অতিথিরা হৈ-হৈ করে হাত-তালি দিল।

"তুমি এক সাহসী নাইট," মিস্ মেরি বলল।

"আমি যদি চিরকালের মত তোমার সত্যিকারের নাইট হতে পারতাম," কথাগুলি বলতে বলতেই মিস্ মেরির উচ্চ হাসিতে গেইন্স-এর কথা চাপা পড়ে গেল। ওদিকে কম্পটন হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে পাহাড়ের উপরে উঠে এল নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট পরে। তারা যখন গাড়িতে চেপে হোটেলে ফিরতে লাগল তখনই নেমে এল এক আশ্চর্য গোধূলি! উপত্যকার উপলমণি একটু একটু করে লাল হতে লাগল। অরণ্যের ছায়া পড়ল হ্রদের জলে। শক্তিদায়ী বাতাসের দোলা লাগল মানুষের মনে। পাহাড়ের চূড়ায় দেখা দিল প্রথম নিষ্প্রভ তারার দল ; ছড়িয়ে পড়ল আলোর একটা ম্লান আভা—

* * *

"ক্ষমা করবেন মিঃ গেইন্স," এড্‌কিন্স বলল।

যে লোকটি বিশ্বাস করত নিউ ইয়র্ক হচ্ছে পৃথিবীর সেরা গ্রীষ্মাবাস সে চোখ মেলে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে আমি—আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

এড্‌কিন্স বলল, "ওটা গরমের জন্য হয়েছে। কয়েকদিন হল শহরে ভয়াবহ গরম পড়েছে—"

"বাজে কথা!" অপর লোকটি বলল। "গ্রীষ্মকালে এই শহরটা ১০-১ গোলে গ্রামাঞ্চলকে হারিয়ে দেয়। যারা বোকা তারাই খাল-বিলের কাদায় ঘুরে বেড়ায় আর আঙুলের মত ছোট ছোট মাছ ধরার চেষ্টা করে। শহরে থাক আর আরাম কর—আমি তো এটাই বুঝি।"

"এই মাত্র কয়েকটা চিঠি এসেছে," এড্‌কিন্স বলল। "আমি ভেবেছিলাম যাবার আগে আপনি সেগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন।"

আসুন না, তার কাঁধের উপর দিয়ে দৃষ্টিপাত করে চিঠির তাড়ার ভিতর থেকে একটা চিঠির কয়েকটা লাইন পড়ে ফেলি :

আমার প্রিয় আদরের স্বামী : এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। তুমি হুকুম করেছ, আমরা যেন আরও একমাস থেকে যাই। ...রিটার কাশি প্রায় সেরে গেছে। ...জনি তো একটা বাচ্চা ইণ্ডিয়ানের মত একেবারে বুনো হয়ে গেছে। ...তোমার এত খাটুনি, আর আমি তো জানি কাজকর্মের ঝামেলার জন্যই আমাদের সবাইকে আর বেশি দিন এখানে রাখা সম্ভব নয়। ...তুমি ভাল মানুষ...তুমি তো সব সময় এমন ভাব দেখাও যেন গ্রীষ্মকালে তুমি শহরটাকে খুব ভালবাস। ট্রাউট মাছ ধরাটা তো তোমার খুব প্রিয় কাজ ছিল...আর আমাদের সকলের সুখের জন্যই...বাচ্চাদের ভাল না

লাগলেও আমরা তোমার কাছেই যাচ্ছি...গতকাল সন্ধ্যায় "চিমনি পাহাড়"-এর মাথায় আমি ঠিক সেই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম যেখানে আমার মাথায় তুমি গোলাপের মালাটা পরিয়ে দিয়েছিলে...সারা পৃথিবীতে...পনেরো বছর আগে তুমি বলেছিলে তুমি হবে আমার সত্যিকারের নাইট...ভাবতে পার প্রিয়, পনেরো বছর আগে! ...তুমি তো চিরদিনের মত আমার নাইট হয়েই আছ...চিরদিন, চিরকাল।

মেরি

যে লোকটি বলেছিল যে নিউ ইয়র্কই দেশের সেরা গ্রীষ্মাবাস বলে সে বিশ্বাস করে, সে-ই বাড়ি ফেরার পথে একটা কাফেতে ঢুকে বৈদ্যুতিক পাখার তলায় বসে এক গ্লাস বীয়ার পান করল।

আপন মনেই বলল, "জানি না হার্ডিং কোন্ রকম টোপ ব্যবহার করে।"

# শেষ পাতাটি

## The Last Leaf

ওয়াশিংটন স্কোয়ারের পশ্চিমে একটা ছোট মহল্লায় রাস্তাগুলো কেমন যেন পাগলাটে ধরনের; সেগুলো মাঝে মাঝেই কেটে গিয়ে ছোট ছোট ভূমিখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে; তাকে বলা হয় এক-একটা "বস্তি"। এই সব "বস্তি"-র কোণ ও বাঁকগুলো অদ্ভুত। একই রাস্তা হয়তো এক বা একাধিকবার নিজেকেই কেটে বেরিয়ে গেছে। একদা জনৈক শিল্পী এমনি একটা রাস্তার মধ্যে একটা মূল্যবান সম্ভাবনা আবিষ্কার করে বসল। ধরুন, একজন সংগ্রাহক রং, কাগজ ও ক্যানভাস নিয়ে এই পথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখল যে সে পুনরায় যাত্রা-স্থলেই পৌঁছে গেছে, অথচ তার জন্য একটা বাড়তি সেণ্ট তাকে খরচ করতে হল না!

সুতরাং অচিরেই সেকেলে সেই গ্রীন উইচের গ্রামে শিল্প সম্পর্কিত লোকরা দলে দলে এসে ভিড় করে উত্তরের জানালা, অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশকপালি বাড়ি ও ওলন্দাজ পুরাবস্তু এবং অল্প ভাড়ার ঘরের খোঁজ করতে লাগল। তারপর তারা আমদানি করতে লাগল কিছু মিশ্রধাতুর মগ, আর ষষ্ঠ এভেনিউ থেকে দু'একটা ডিস; ফলে গড়ে উঠল একটা "উপনিবেশ।"

একটা জবর দখল-করা তিনতলা ইটের বাড়ির একেবারে উপরে ছিল সু এবং জন্‌সির স্টুডিও। একজন এসেছিল মেইন থেকে; অপরজন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। অষ্টম স্ট্রীটের একটা হোটেলের টেবিলে দু'জনের প্রথম দেখা হয়; তখনই তারা বুঝতে পারল যে শিল্পকলা, চিকোরি স্যালাড ও বিশপ স্লিভ-এ দু'জনেরই সমান রুচি। অতএব গড়ে উঠল তাদের যুগ্ম স্টুডিও।

সেটা মে মাসের কথা। নভেম্বর মাসে একটি অদৃশ্য শীতল আগন্তুক—ডাক্তাররা তাকে বলে নিউমোনিয়া— সেই উপনিবেশে হানা দিল এবং তার বরফ-ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে এখানে একজন আর ওখানে আরেক জনকে স্পর্শ করল। পূর্বাঞ্চলের দিকে এই আক্রমণকারী পা ফেলতে লাগল বেশ সাহসভরে, দলে দলে লোক তার শিকার হতে লাগল, কিন্তু বস্তি-অঞ্চলের সংকীর্ণ, শেওলা-ধরা গোলকধাঁধায় সে হেঁটে চলল ধীরে সুস্থে।

যাকে আপনারা সাহসী বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে থাকেন শ্রীনিউমোনিয়া কিন্তু তেমন কেউ নয়। জন্‌সির গায়ে সে ছোবল দিল; মেয়েটিও রং-করা লোহার খাটে শুয়ে পড়ল; নড়তে-চড়তেও পারে না; সারাক্ষণ ওলন্দাজ জানালাটার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকে পাশের ইটের বাড়িটার দিকে।

সু একদিন সকালে খোঁচা-খোঁচা পাকা ভুরুওয়ালা এক ব্যস্ত ডাক্তারকে তাদের হলঘরের প্রবেশ-পথে ডেকে নিয়ে এলেন। ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের পারা নামাতে নামাতে ডাক্তার বললেন, "মেয়েটির ভাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দশে—ধরুন এক। আর সে সম্ভাবনাটা নির্ভর করছে তার নিজের বেঁচে থাকার ইচ্ছার উপর। এটা এমনই একটা ব্যাপার যা গোটা ফার্মাকোপিয়াকেই বুদ্ধু বানিয়ে দিতে পারে। তোমাদের ছোট মেয়েটি তো পণ করেই বসেছে যে সে কোন দিন ভাল হয়ে উঠবে না। তার মনের বাসনাটা কি বলতে পার?"

সু বলল, "তার ইচ্ছা ছিল একদিন না একদিন নেপল্‌স্‌ উপসাগরের একটা ছবি আঁকবে।"

"ছবি আঁকবে? অর্থহীন কথা! দু'বার ভাবা যায় এমন কিছু কি তার মনে হয়—যেমন কোন পুরুষ মানুষ?"

"পুরুষ মানুষ?" সু এমন ভাবে কথাটা বলল যেন তার গলায় একটা বাঁশির ঝংকার উঠল। "দু'বার ভাববার মত পুরুষ—কিন্তু না ডাক্তার; সে রকম কিছু নেই।"

"তাহলে তো দুর্বলতাটাই কারণ," ডাক্তার বললেন। "ডাক্তারী শাস্ত্রমতে আমি যতদূর পারি অবশ্যই চেষ্টা করব। কিন্তু যখনই আমার কোন রোগী তার শবযাত্রার গাড়ির সংখ্যা গুণতে শুরু করে তখনই ওষুধের নিরাময়-ক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগ আমি বাদ দিয়ে দেই। মেয়েটি যদি শীতের জামার আস্তিনের নতুন স্টাইল সম্পর্কে একটা প্রশ্নও করে তাহলে আমি তোমাকে কথা দিতে পারি যে তার রোগ-নিরাময়ের সম্ভাবনা দশে একের বদলে পাঁচে এক হয়ে যাবে।"

ডাক্তার বিদায় হতেই সু তার কাজের ঘরে ঢুকে চোখের জলে একটা রুমাল ভিজিয়ে ফেলল। তারপর জন্‌সির ড্রয়িং-বোর্ডটা নিয়ে শিস দিতে দিতে জন্‌সির ঘরে ঢুকল।

জানালাটার দিকে মুখ রেখে জন্‌সি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছে; বিছানার চাদরটা একটু উঁচু-নীচুও হয় নি। সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে সু শিস্‌টা বন্ধ করল।

বোর্ডটাকে ঠিকমত সাজিয়ে সে একটা পত্রিকার প্রকাশিতব্য গল্পের ছবি আঁকতে শুরু করল। আর্টের পথটাকে সুগম করতে হলে তরুণ শিল্পীদের আঁকতে হয় পত্রিকার

সেই সব গল্পের রেখাচিত্র যেগুলি তরুণ লেখকরা লেখে সাহিত্যের পথটাকে সুগম করার জন্য।

একটা ছবির স্কেচ করতে করতেই সে একটা চাপা শব্দ শুনতে পেল—বেশ কয়েকবার। তাড়াতাড়ি বিছানার পাশে গেল।

জন্‌সির চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা। জানালাটার বাইরে তাকিয়ে কি যেন শুনছে—উল্টো দিকে।

সে বলল, "বারো", আর একটু পরেই বলল, "এগারো"; তারপর "দশ" ও "নয়"; তারপর "আট" ও "সাত" প্রায় এক সঙ্গে।

সে একদৃষ্টিতে জানালার বাইরেই তাকিয়ে আছে। সেখানে গুণবার মত কি আছে? চোখে পড়ছে শুধু একটা ফাঁকা উঠোন, আর বিশ ফুট দূরে ইটের বাড়ির ফাঁকা দিকটা। একটা বুড়ো, খুব বুড়ো সবুজ দ্রাক্ষালতা ইটের দেয়ালের আধাআধি পর্যন্ত বেয়ে উঠেছে; তার শিকড়গুলো ক্ষয়ে পচে গেছে। হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাসে দ্রাক্ষালতার সব পাতা ঝরে গেছে; কেবল তার শুকনো হাড়-সর্বস্ব ডালপালাগুলো ভাঙা ইটগুলোকে জড়িয়ে ধরে আছে।

"কি দেখছ তুমি?" সু শুধাল।

"ছয়", প্রায় ফিস্-ফিস্ করে জন্‌সি বলল। "সব দ্রুত ঝরে যাচ্ছে। তিন দিন আগে ছিল প্রায় এক শ'। গুণতে গুণতে আমার মাথা ধরে যেত। কিন্তু এখন গোণা সহজ হয়ে গেছে। ওই আরও একটা গেল। এখন মাত্র পাঁচটা আছে।"

"পাঁচটা কি গো? তোমার সুদিকে বল।"

"পাতা। সবুজ দ্রাক্ষালতার পাতা। শেষ পাতাটা যেদিন ঝরবে সেদিনই আমিও চলে যাব। তিন দিন হল সেটা আমি জেনেছি। ডাক্তার তোমাকে বলে নি?"

"আঃ! এমন বাজে অর্থহীন কথা আমি জীবনে শুনি নি," সু নালিশের সুরে বলল। "বুড়ো দ্রাক্ষালতার পাতার সঙ্গে তোমার ভাল হয়ে ওঠার কি সম্পর্ক? আর তুমিও মেয়ে কম দুষ্টু নও, এই দ্রাক্ষালতাকে তুমি এত ভালবাসতে। বোকা হাঁসের মত প্যাঁক-প্যাঁক করো না। আরে, আজ সকালেই তো ডাক্তার আমাকে বলেছে যে তোমার পুরোপুরি ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা এখন—দাঁড়াও, মনে করে নিচ্ছি তিনি ঠিক কি বলেছেন—দশে এক। আরে এটা তো সম্ভাবনা হিসাবে বেশ ভাল। নিউ ইয়র্কে আমরা যখন গাড়ি চড়ে যাই, অথবা কোন নতুন বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাই, তখনও সম্ভাবনার হারটা এই রকমই থাকে। এখন একটু সুরুয়া খাও তো, আর তোমার সুদিকে ছেড়ে দাও যাতে সে তার আঁকার কাজে যেতে পারে এবং ছবিটা সম্পাদক মহাশয়কে বিক্রি করে তার রুগ্ন শিশুটির জন্য পোর্ট মদ এবং নিজের জন্য শুকর-মাংসের চপ কিনে আনতে পারে।"

চোখঁ দুটোকে জানালায় স্থিরনিবদ্ধ রেখে জন্‌সি বলল, "তোমাকে আর মদ কিনতে হবে না। আরও একটা পাতা ঝরল। না, আমি আর সুরুয়া খাব না। আর ঠিক চারটে পাতা আছে। অন্ধকার নেমে আসার আগেই আমি শেষ পাতাটার ঝড়ে পড়া দেখতে চাই। তারপর আমিও চলে যাব।"

তার উপর ঝুঁকে পড়ে সু বলল, "জন্‌সি, প্রিয় সখি, তুমি কি আমাকে কথা দেবে যে তোমার চোখ দুটি বন্ধ করে রাখবে এবং আমার কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানালার বাইরে তাকাবে না? ছবিগুলো কালকের মধ্যে তাকে দিতেই হবে। তাই আমার আলোর দরকার, নইলে আমি পর্দাটা টেনেই দিতাম।"

"তুমি কি অন্য ঘরে গিয়ে আঁকতে পার না?" জন্‌সি ঠাণ্ডা গলায় শুধাল।

"আমি যে তোমার পাশেই থাকতে চাই," সু বলল। "তাছাড়া, আমি চাই না যে তুমি ওই সবুজ পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাক।"

"তোমার আঁকা শেষ হলেই আমাকে বলো," দুই চোখ বুজে ভূপতিত প্রস্তর মূর্তির মত ফ্যাকাসে ও নিথর হয়ে শুয়ে থেকেই জন্‌সি বলল, "কারণ শেষ পাতাটির ঝরে পড়াটা আমি দেখতে চাই। অপেক্ষা করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভাবতে ভাবতেও আমি ক্লান্ত। সব কিছুই আমি ছেড়ে যেতে চাই। তারপর খেয়া বেয়ে চলে যেতে চাই ভাঁটির দেশে, আরও দূরে, ঠিক যেমন করে এই ক্লান্ত পাতাগুলো ঝরে পড়ে।"

সু বলল, "তুমি ঘুমতে চেষ্টা কর। আমি বেরম্যানকে ডাকতে যাচ্ছি আমার ছবির মডেল করার জন্য। যাব আর আসব। আমি না আসা পর্যন্ত একটুও নড়াচড়া করবে না।"

বুড়ো বেরম্যান এককালে ছবি আঁকত। ওদের ঠিক নিচে একতলার ঘরে থাকে। বুড়োর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে; দেখে মনে হয় যেন মাইকেল এঞ্জেলোর মোজেস-এর মত দাড়ি নেমে এসেছে এক যক্ষের মাথা থেকে এক শয়তানের দেহ বরাবর। বেরম্যান শিল্পী হিসাবে ব্যর্থ। চল্লিশ বছর ধরে ব্রাশ টেনেও কলাদেবীর কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে নি। আঁকতে চেয়েছিল একখানা সেরা ছবি, কিন্তু আজও সেটা শুরু করতেই পারল না। কয়েক বছর ধরে ব্যবসায়িক অথবা বিজ্ঞাপনের বাজে ছবি ছাড়া আর কিছুই সে আঁকে নি। এই উপনিবেশের যে সব নতুন শিল্পী প্রফেশনাল মডেলদের উপযুক্ত টাকা দিতে পারেনা, বেরম্যান তাদের মডেল হয়েই কাজ করে, যৎসামান্য উপার্জন করে। অতিমাত্রায় জিন খায় আর আসন্ন সেরা ছবির গল্প শোনায়। এর বাইরে সে একটি সাংঘাতিক বুড়ো মানুষ; কারও মধ্যে দুর্বলতার গন্ধ পেলেই তার দিকে থাবা বাড়ায়; নিজেকে ভাবে উপরতলার বাসিন্দা দুই তরুণ শিল্পীর পাহারাদার এক রামকুকুর।

সু বেরম্যানকে খুঁজে বের করল তার স্বল্পালোকিত নিচের ছোট ঘরে। গা থেকে বের হচ্ছে জুনিপারের তীব্র গন্ধ। ঘরের এক কোণে ইজেলের উপর দাঁড় করানো রয়েছে একটা ক্যানভাস। তার সেরা ছবির প্রথম তুলির টানের জন্য সেটা অপেক্ষা করে আছে পঁচিশ বছর ধরে। জন্‌সির উদ্ভট কল্পনার কথাটা সু তাকে খুলে বলল; আরও বলল, তার ভয় হচ্ছে পাতার মত লিকলিকে মেয়েটাও হয় তো বাতাসে উড়েই যাবে।

সব শুনে বেরম্যান তো এই সব উদ্ভট কল্পনাকে খুব গালমন্দ করল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ধুত্তোর! পৃথিবীতে এমন বোকা মানুষও আছে নাকি যারা একটা

আধ-মরা দ্রাক্ষালতার পাতা ঝরে গেলেই মরে যাবে বলে ভয়ে সারা হয়? আমি তো এমন কথা কখনও শুনি নি। না, তোমার ছবির মডেলও আমি হতে পারব না। তুমিই বা মেয়েটার মাথার এই আজগুবি ভাবনাটাকে বাসা বাঁধতে দিয়েছ কেন? আহা! বেচারি ছোট্ট মিস্ জন্‌সি।"

সু বলল, "সে-খুবই অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। জ্বরে জ্বরে তার মনটাও বিষণ্ন হয়ে উঠেছে, যত সব আজগুবি কল্পনা ঢুকেছে তার মাথায়। ঠিক আছে মিঃ বেরম্যান, আপনি যদি আমার ছবির মডেল হতে না চান তো হবেন না। আমি জানি আপনি একটা ভয়ংকর বুড়ো—"

বেরম্যান হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে বলল, "তুমি তো আচ্ছা মেয়েমানুষ! কে বলেছে যে আমি তোমার মডেল হব না? চল, এখনই তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টা ধরে আমি তো বলেই যাচ্ছি যে তোমার মডেল হতে আমি রাজি আছি। হা ঈশ্বর! মিস জন্‌সির মত একটি ভাল মেয়ে এ ভাবে এখানে থেকে রোগে ভুগতে পারে না। একদিন আমিও একটা সেরা মাপের ছবি আঁকব, আর তারপর আমরা সকলেই এখান থেকে চলে যাব। ঈশ্বর করুন, তাই যেন হয়।"

তারা যখন দোতলায় উঠে এল জন্‌সি তখন ঘুমিয়ে ছিল। সু জানালার পর্দা নামিয়ে দিল, আর বেরম্যানকে ইশারায় পাশের ঘরে যেতে বলল। পাশের ঘরে ঢুকেই তারা সভয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দ্রাক্ষালতাটার দিকে তাকাল। কোন কথা না বলে এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। তার সঙ্গে বরফ। পুরনো নীল শার্টটা গায়ে দিয়ে বেরম্যান মডেল সেজে বসে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘণ্টাখানেক ঘুমের পরে জেগে উঠে সু দেখতে পেল, জন্‌সি কেমন যেন বিমূঢ় দৃষ্টিতে নামিয়ে-দেওয়া সবুজ পর্দাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

"পর্দাটা তুলে দাও, আমি দেখতে চাই," সে ফিস্‌ফিস্ করে হুকুমের সুরে বলল।

বিরক্তিভরে সু হুকুমটা তামিল করল।

কিন্তু, ও কি! সারা রাত মুষলধারে বৃষ্টি ও তীব্র দমকা হাওয়া বয়ে যাবার পরেও দ্রাক্ষালতার শেষ পাতাটাকে ইটের গায়ে তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দ্রাক্ষালতার ওটাই শেষ পাতা। বোঁটার কাছে তখনও ঘন সবুজ রং, কিন্তু পাতাটার চারদিকে হলুদের ছোপ ধরেছে। মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে একটা ডালের সঙ্গে সেটা সাহসভরে ঝুলে আছে।

জন্‌সি বলল, "এটাই শেষ পাতা। আমি ভেবেছিলাম কাল রাতের ঝড়-জলে ওটা নির্ঘাৎ পড়ে গেছে। বাতাসের শব্দ আমার কানে এসেছে। ওটা আজ পড়ে যাবে—ঝরে যাবে; আর সঙ্গে সঙ্গে আমি মরে যাব।"

শুকনো মুখটাকে বালিশের উপর রেখে সু বলল, "হয়েছে, হয়েছে; নিজের কথা যদি নাও ভাবতে চাও, আমার কথাটা একবার ভাব। আমি কি করব?"

জন্‌সি কোন জবাব দিল না। একটি আত্মা যখন তার রহস্যঢাকা সুদূর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে তার মত একাকিত্ব পৃথিবীতে আর কিছু নেই। যে বন্ধনগুলি

তাকে বন্ধুত্ব ও পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। সেগুলি একটার পর একটা খুলে যেতেই কল্পনার বোঝা যেন ক্রমেই তার উপর বেশি করে চেপে বসছে।

দিনটা ফুরিয়ে গেল। গোধূলি নেমে এল। তখনও তারা দেখতে পেল, দ্রাক্ষালতার একটি মাত্র পাতা দেয়ালের গায়ে বোঁটার সঙ্গে ঝুলে আছে। তারপরে রাত নেমে আসতেই উত্তুরে হাওয়া আবার বইতে শুরু করল; বৃষ্টির ছাঁট এসে জানালার উপর আছড়ে পড়তে লাগল।

আলো থাকতে থাকতেই নির্দয়, নিষ্ঠুর জন্‌সি হুকুম করল, পর্দাটা তুলে দেওয়া হোক।

দ্রাক্ষালতার পাতাটা তখনও সেখানেই আছে।

সেদিকে তাকিয়ে জন্‌সি অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। তারপর সুকে ডাকল।

"আমি খারাপ মেয়ে হয়ে গেছি সুদি। শেষ পাতাটা যে এখন বোঁটাতেই লেগে আছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে আমি কতটা দুষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। মরতে চাওয়া তো পাপ। এখন তুমি কিছুটা সুরুয়া এনে দিতে পার আর একটু পোর্ট মিশিয়ে খানিকটা দুধ, আর—না; আগে একটা হাত-আয়না এনে দাও, তারপর কয়েকটা বালিশ উঁচু করে আমাকে বসিয়ে দাও; আমি বসে বসে তোমার রান্না দেখি।"

এক ঘণ্টা পরে সে বলল, "সুদি, আশা করছি একদিন নেপল্‌স্‌ উপসাগরের ছবিটা আঁকতে পারব।"

বিকেলে ডাক্তার এলেন। সু-র হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "ভাল করে সেবা-শুশ্রূষা কর, তুমিই জয়ী হবে। এবার আমাকে নিচে আর একটি রোগী দেখতে হবে। তার নাম বেরম্যান—একজন শিল্পী বলে শুনেছি। তারও নিউমোনিয়া। লোকটি বৃদ্ধ, দুর্বল, রোগটাও গুরুতর। বাঁচার কোন আশা নেই; তবু আরাম-বিরামের জন্য আজই সে হাসপাতালে যাচ্ছে।"

পরদিন ডাক্তার সুকে বললেন, "তোমার বন্ধুর বিপদ কেটে গেছে। তুমি জয়ী হয়েছ। এখন শুধু ভাল খাওয়া ও সেবাযত্ন। যাস্‌।"

সেদিন বিকেলে সু জন্‌সির ঘরে ঢুকল। সে তখন মনের আনন্দে গাঢ় নীল রংয়ের একটা অদরকারি পশমি গলাবন্ধ বুনছিল। সু বালিশ ও অন্য সব কিছু সমেত তাকে জড়িয়ে ধরল।

মুখে বলল, "তোমাকে একটা কথা বলার আছে সাদা ইঁদুর। মিঃ বেরম্যান নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মারা গেছেন। মাত্র দু'দিন আগে তিনি অসুস্থ হন। প্রথম দিন সকালেই যন্ত্রণায় খুবই কাতর অবস্থায় দরোয়ান তাকে নিচের ঘরে দেখতে পায়। তার জুতো ও জামা ছিল জবজবে ভিজে আর বরফের মত ঠাণ্ডা। তাবা বুঝতেই পারে নি এ রকম ভয়ংকর রাতে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন। তারপরেই তারা দেখতে পায় একটা লণ্ঠন তখনও জ্বলছে, অন্য জায়গা থেকে টেনে আনা একটা মই ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা ব্রাশ, আর সবুজ ও হলুদ রং লাগানো একটা প্যালেট, আর—জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেয়ালের গায়ে দ্রাক্ষালতার শেষ পাতাটাকে

লক্ষ্য কর ভাই। যখন জোরে বাতাস বইছিল তখনও পাতাটা উড়েও যায় নি, পড়েও যায় নি দেখে তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে না? হায় বন্ধু, এটাই বেরম্যানের সবসেরা ছবি—যে রাতে শেষ পাতাটা ঝরে পড়েছিল সেই রাতেই ওই পাতাটা সে ওখানে এঁকে দিয়েছিল।"

# জনৈক কাউণ্ট ও বরযাত্রী

## The Count and the Wedding Guest

একদিন সন্ধ্যায় এণ্ডি ডোনোভান দ্বিতীয় এভেনিউ বোর্ডিং-হাউসে ডিনার খেতে গেলে মিসেস স্কট নতুন বোর্ডার মিস্ কনওয়ে নামের এক যুবতী মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিস্ কনওয়ে দেখতে ছোটখাট ও বিনয়ী। পরনে একটা সাদাসিদে নস্যি রংয়ের পোশাক। দুটি লাজুক চোখের পাতা তুলে সে মিঃ ডোনোভানের দিকে একবার তাকাল, বিনীতভাবে নিজের নামটা বলল, আর তারপরেই নিজের মাংসের পাত্রে মনোনিবেশ করল। সুললিত উজ্জ্বল হাসি হেসে মিঃ ডোনোভান মাথাটা নোয়ালেন, আর তারপরেই নস্যি রংটাকে মন থেকে মুছে ফেললেন।

দু'সপ্তাহ পরে এণ্ডি সামনের সিঁড়িতে বসে চুরুট টানছিলেন। তার পিছনে ও উপরে একটা মৃদু খস্‌খস্ শব্দ শুনে এণ্ডি মাথাটা ঘোরালেন—আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটাই ঘুরে গেল।

এই মাত্র দরজা দিয়ে বেবিয়ে এসেছে মিস্ কনওয়ে। তার পরনে একটা ক্রেপ্‌ডি—ত্রেপ্‌ডি—মানে একটা পাতলা কালো কাপড়ের রাত-পোশাক। মাথার টুপিটা কালো আর সেই টুপি থেকে উড়ছে একটা আবলুস-কালো অবগুণ্ঠন—মাকড়শার জালের মত তার সূক্ষ্মতন্তু। উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে সে তার কালো রেশমি দস্তানা দুটো খুলে ফেলল। তার পোশাকের কোথাও এক বিন্দু সাদা বা অন্য রং নেই। এক ঢাল সোনালী চুল পাট করে বেঁধে গলার কাছে গিঁট দিয়ে বাঁধা। তার মুখখানিকে সুন্দর না বলে সরল বলাই ভাল, কিন্তু সেই মুখটাই এই মুহূর্তে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠেছে তার দুটি বড় বড় চোখের চাউনিতে—সে চাউনি ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার বাড়িগুলোর উপরকার সুদূর আকাশে—দুঃখ ও বেদনার একটা করুণ আবেদন নিয়ে।

মনে রাখবেন, সব কিছু কালো, তার সঙ্গে পছন্দের কাপড় ক্রেপ দ্ ফিবেন, ক্রেপ দ্ চায়না—ঠিক আছে। সব কিছু কালো—আর সেই বিষণ্ন সুদূর দৃষ্টি, এবং কালো অবগুণ্ঠনের তলে উজ্জ্বল চুলের রাশি, আর এমন ভাব দেখাল যে যদিও জীবনের চৌকাঠ পার হতে না হতেই আপনার যৌবনের আলো বুঝি নিভে গেছে তবু পার্কে একটু হাঁটলে হয় তো আপনার শরীর ও মন কিছুটা ভাল থাকবে; আরও

মনে রাখবেন যে যথাসময়ে আপনাকে দরজার বাইরে চলে আসতে হবে,—বাস্, তাহলেই তারাও এসে হাজির হবে। কিন্তু এটা খুবই সাংঘাতিক যে আমি এতটা মানববিদ্বেষী হতে পারলাম, —তাই নয় কি?—যে শোকযাত্রার কালো পোশাক নিয়ে এভাবে কথা বললাম।

হঠাৎ মিঃ ডোনোভানের মনের পটে আঁকা পড়ল মিস্ কন্ওয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুরুটের যে বাকি অংশটায় তখনও আরও আট মিনিট ধরে সুখ-টান দেওয়া চলত সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি লো-কাট পেটেন্ট লেদারের জুতোয় মন দিলেন।

বললেন, "আজকের সন্ধ্যাটা বড়ই মেঘমুক্ত ও সুন্দর মিস্ কনওয়ে।"

মিস্ কনওয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "মিঃ ডোনোভান, উপভোগ করার মত অন্তর যাদের আছে তাদের কাছে সুন্দরই বটে।"

এবার মিঃ ডোনোভান সাহস করে বললেন, "আশা করি আপনার কোন আত্মীয়—মানে আশা করি আপনার কোন আত্মীয়-বিয়োগ ঘটে নি?"

একটু ইতস্তত করে মিস্ কনওয়ে বলল, "মৃত্যু এসে তুলে নিয়ে গেছে—কোন আত্মীয়কে নয়, কিন্তু এমন একজনকে—কিন্তু আমার দুঃখ আপনার উপর চাপাতে আমি চাই না মিঃ ডোনোভান।"

"চাপানো বলছেন কেন?" মিঃ ডোনোভান আপত্তি জানালেন। "আপনি বলুন মিস্ কনওয়ে, আমি খুশিই হব।"

মিস্ কনওয়ে একটু হাসল; সে হাসি তার মুখের বিষণ্ণতার চাইতেও করুণ।

"আপনি হাসলে জগৎটাও আপনার সঙ্গে হাসবে; আপনি কাঁদুন, তাতেও তারা হাসবে," মিস্ কনওয়ে একটা আপ্তবাক্য উচ্চারণ করল। "এটা আমি শিখে ফেলেছি মিঃ ডোনোভান। এ শহরে আমার বন্ধু বা পরিচিতজন কেউ নেই। কিন্তু আপনি আমার প্রতি সহৃদয় হয়েছেন। আমার কাছে তার অনেক দাম।"

খাবার টেবিলে তিনি দু'বার লংকার পাত্রটা মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিলেন।

মিঃ ডোনোভান মুখে বললেন, "নিউ ইয়র্ক শহরে একাকি থাকা বড়ই কঠিন। কিন্তু এই ছোট পুরনো শহরটার মনে যখন দোলা লাগে, সে যখন বন্ধু হয়ে ওঠে তখন সে সব সীমা ছাড়িয়ে যায়। ধরুন, এই যে আপনি পার্কে একটু হাঁটলেন, আপনি কি মনে করেন না যে তাতে আপনার মনের কিছু দুঃখ-কষ্ট দূর হয়েছে? আর যদি অনুমতি করেন—"

"ধন্যবাদ মিঃ ডোনোভান। আপনি যদি মনে করেন যে মানুষটির অন্তর বিষাদে পূর্ণ তার সঙ্গ আপনার ভাল লাগতে পারে তাহলে আপনার সঙ্গী হতে পারলে আমি খুশিই হব।"

লোহার রেলিং-ঘেরা যে পার্কটায় একদা বিশিষ্ট লোকরাই বায়ুসেবন করতেন তার ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা নির্জন বেঞ্চি পেয়ে গেল।

যৌবন ও বার্ধক্যের দুঃখের মধ্যে এটাই তফাৎ; দুঃখের ভার অপর একজন যত বেশি বহন করে যৌবনের দুঃখ ততই হ্রাস পায়; বার্ধক্য আপনাকে যতই দিক, দুঃখটা একই থাকে।

এক ঘণ্টা পরে মিস্ কনওয়ে তার গোপন কথাটি বলল, "সে ছিল আমার বাগদত্ত প্রেমিক। আগামী বসন্তে আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল। আমি বাড়িয়ে বলছি না মিঃ ডোনোভান, কিন্তু সে ছিল একজন সত্যিকারের' কাউন্ট। ইতালিতে তার একটা জমিদারী ও একটা দুর্গ ছিল। তার নাম কাউন্ট ফার্ণাণ্ডো মাজিনি। সুরুচির ব্যাপারে তাকে হারাতে পারে এমন কাউকে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। বাবা অবশ্য বিয়েতে বাধা দিলেন। একবার আমরা পালিয়েও গিয়েছিলাম, কিন্তু বাবা আমাদের ধরে ফেললেন এবং ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি নিশ্চিত ভেবেছিলাম যে বাবা ও ফার্ণাণ্ডো দ্বৈত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। পি' ফিপ্‌সিতে বাবার একটা পোশাকের ব্যবসা আছে।

"শেষ পর্যন্ত বাবা রাজী হলেন; বললেন, পরের বসন্তে আমরা বিয়ে করতে পারি। ফার্ণাণ্ডো তার বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির প্রমাণ-পত্র বাবাকে দেখাল; তারপর ইতালিতে চলে গেল দুর্গে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে। বাবা খুব অহংকারী মানুষ। ফার্ণাণ্ডো যখন বিয়ের বস্ত্র ও অলংকারাদির জন্য আমাকে কয়েক হাজার ডলার দিতে চাইল তখন বাবা তাকে যৎপরনাস্তি বকাবকি করলেন। এমন কি তার কাছ থেকে একটা আংটি বা কোন উপহারও নিতে দিলেন না। ফার্ণাণ্ডো জাহাজে চাপল আর শহরে ফিরে গিয়ে আমিও একটা মিছরির দোকানে ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়ে গেলাম।

"তিন দিন পরে পি' ফিপ্‌সি থেকে পাঠানো একটা চিঠি পেলাম—তাতে লেখা ছিল একটা দুর্ঘটনায় ফার্ণাণ্ডো মারা গেছে।

"সেই জন্যই আমার এই শোকের পোশাক। মিঃ ডোনোভান, আমার হৃদয় চিরকাল তার কবরেই থাকবে। আমি বুঝতে পারি মিঃ ডোনোভান যে সঙ্গী হিসাবে আমি খুবই খারাপ। কারও দিকে আমি মন দিতে পারি না। আপনার যে বন্ধুরা হাসি দিয়ে, আনন্দ দিয়ে আপনাকে খোস মেজাজে রাখতে পারে তাদের কাছ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে নেওয়া আমার উচিত নয়। হয়তো আপনি নিজের বাড়িতে ফিরে যেতেই চাইছেন। তাই কি?"

মিঃ ডোনোভান শান্তভাবে বললেন, "আমি খুবই দুঃখিত। না, আমরা এখনই বাড়ি ফিরে যেতে চাই না। মিস্ কনওয়ে, এই শহরে আপনার কোন বন্ধু নেই এ-কথা বলবেন না। আমি ভীষণ দুঃখ পাব। আমি চাই আপনি বিশ্বাস করুন যে আমি আঁপনার বন্ধু এবং আমি খুবই দুঃখিত।"

রুমালে চোখ দুটি মুছে মিস্ কনওয়ে বলল, "আমার লকেটের মধ্যে তার ছবি আছে। আজ পর্যন্ত কাউকে সেটা দেখাই নি; কিন্তু আপনাকে দেখাব মিঃ ডোনোভান, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু।"

মিস্ কনওয়ে লকেটটা খুলে দেখাল। মিঃ ডোনোভান গভীর অগ্রহ নিয়ে অনেক সময় ধরে ফটোগ্রাফখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কাউণ্ট মাজিনির মুখখানি সকলের মনেই আগ্রহ জাগাবে। একটি মসৃণ, বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল মুখ ; সুন্দরই বলা চলে—এমন একটি শক্তিমান, আনন্দময় পুরুষের মুখ যে সহজেই দশ জনের একজন হয়ে উঠতে পারে।

"আমার ঘরে ফ্রেমে-বাঁধানো একখানা বড় ফটো আছে", মিস্ কনওয়ে বলল। "ফিরে গিয়ে আপনাকে সেটাও দেখাব। ফার্ণাণ্ডোর স্মৃতি বলতে এই দুটিই আমার একমাত্র সম্বল। কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে আমার হৃদয়ে সে চিরদিন অম্লান থাকবে।"

অতি সূক্ষ্ম একটা কাজ মিঃ ডোনোভানের সামনে উপস্থিত—মিস্ কনওয়ের হৃদয় থেকে ভাগ্যহীন কাউণ্টকে সরিয়ে সেই স্থানটা দখল করা। মেয়েটির প্রতি তার সবিস্ময় আকর্ষণই তাকে এই কাজে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করে তুলল। কিন্তু কাজটা যে কতদূর কষ্টসাধ্য সেটা সে বুঝতে পারল না। সহানুভূতিশীল কিন্তু আনন্দময় এক বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করতেই সে সচেষ্ট হল; আর সেই ভূমিকায় সে এত সফল অভিনয় করল যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল দুই প্লেট আইস-ক্রিম নিয়ে দুই জনই সুখ-দুঃখের কথা বলে চলেছে, যদিও মিস্ কনওয়ের দুটি ডাগর চোখের বিষণ্নতা তখনও এতটুকু কমে নি।

সেই সন্ধ্যায় হল থেকে বিদায় নেবার আগেই মেয়েটি ছুটে উপরে উঠে গেল এবং পরম আদরে রেশমি চাদরে ঢাকা ফ্রেমে-বাঁধানো ফটোগ্রাফটা নিয়ে এল। দুটি দুর্বোধ্য চোখের দৃষ্টি দিয়ে মিঃ ডোনোভান ফটোটা দেখতে লাগলেন।

"ইতালি চলে যাবার রাতেই সে আমাকে এটা দিয়েছিল," মিস্ কনওয়ে বলল। "লকেটে রাখার জন্য ছোট ফটোখানা আমি এই ফটো থেকেই করিয়ে নিয়েছি।"

মিঃ ডোনোভান আন্তরিকতার সঙ্গেই বললেন, "ভদ্রলোক বেশ সুন্দর দেখতে। আচ্ছা মিস্ কনওয়ে, পরের রবিবার বিকেলে কোনি-যাত্রায় আমার সঙ্গী হবার সুবিধা কি আপনার হবে?"

এক মাস পরে মিসেস স্কট ও অন্য বোর্ডারদের কাছে তারা তাদের বিয়ের কথা ঘোষণা করলেন। মিস্ কনওয়ে তখনও কালো পোশাক পরেই আছে।

ঘোষণার এক সপ্তাহ পরে দু'জন পার্কের সেই বেঞ্চিটাতেই বসে ছিল। গাছের পাতাগুলি কাঁপছে, আর চাঁদের আলো পড়ে তাদের একটা বিচিত্র ছায়া-ছায়া ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু সারাদিন ডোনোভানের মুখে লেগেছিল একটা বিষণ্ন অন্যমনস্কতা। আজ রাতে সে এতই নীরব যে প্রেমিকার মনে যে প্রশ্ন জেগে উঠেছে তার ঠোঁট দুটি বেশিক্ষণ সেটা চেপে রাখতে পারল না।

"ব্যাপার কি এণ্ডি, আজ রাতে তুমি এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন?"

"কিছু নয় ম্যাগি।"

"আমি ভালই বুঝি। বলব? আগে তো কখনও তুমি এ রকম ব্যবহার কর নি। কি হয়েছে?"

*"তেমন কিছু নয় ম্যাগি।"*

"হ্যাঁ, নিশ্চয় কিছু হয়েছে, আর সেটা আমি জানতে চাই। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, নিশ্চয় তুমি অন্য কোন মেয়ের কথা ভাবছ। ঠিক আছে। তাকেই যদি তুমি চাও তো তাকে নিয়ে আসছ না কেন? দয়া করে তোমার হাতটা সরিয়ে নাও।"

এণ্ডি বিজ্ঞের মত বলল, "বেশ, তাহলে বলি। কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। মাইক সুলিভানের নাম তুমি শুনেছ, তাই না? সকলেই তাকে ডাকে 'বড় মাইক' সুলিভান বলে।"

"না, আমি শুনি নি" ম্যাগি বলল। "আর সেই যদি তোমার এ রকম আচরণের কারণ হয়ে থাকে তাহলে আমি শুনতেও চাই না। কে সে?"

"নিউ ইয়র্কের সব চাইতে বড় মানুষ সে," এণ্ডি বলল বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে। "রাজনীতির ক্ষেত্রে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। সে এক মাইল উঁচু আর 'ঈস্ট রিভার'-এর মত চওড়া। 'বড় মাইক'-এর বিরুদ্ধে একটা কথা বলেছ কি দুই সেকেণ্ডের মধ্যে এক মিলিয়ন লোক এসে তোমার 'কলারবোন' চেপে ধরবে। আরে, এই তো কিছুদিন আগে সে পুরনো দেশটা দেখতে এসেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাজারা সব খরগোসের মত গর্তে গিয়ে ঢুকেছিল।

"কি জান, বড় মাইক আমার বন্ধুলোক। প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে এ অঞ্চলে আমি তো তার তুলনায় একটা তাসের দুরি, কিন্তু মাইক যেমন বড়লোকের বন্ধু তেমনই ছোট মানুষ বা গরিব মানুষেরও বন্ধু। 'কুঞ্জবনে' আজ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, আর তখন সে কি করল বলে মনে কর? কাছে এসে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল 'এণ্ডি'। তারপর বলল, 'কতদিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। তুমি তো এখন সৎপথের মানুষ হয়ে গেছ, তাই তো তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত বোধ করি। বল, কি খাবে? সে নিল একটা চুরুট, আর আমি নিলাম একটা 'হাইবল'। তাকে বললাম যে দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমি বিয়ে করছি। সে বলল, 'এণ্ডি, আমাকে নেমন্তন্ন-পত্র পাঠিও, তাহলেই কথাটা আমার মনে থাকবে আর তোমার বিয়েতে আমি যেতেও পারব।' বড় মাইক নিজে আমাকে এ-কথা বলেছে; আর সব সময় সে যা বলে তাই করে।

"এ সব তুমি বুঝবে না ম্যাগি, কিন্তু বড় মাইক সুলিভানকে আমাদের বিয়েতে পাবার জন্য আমি আমার একটা হাতই কেটে ফেলতে রাজী আছি। আমার জীবনের সেটাই হবে সব চাইতে গর্বের দিন।"

"তাহলে তুমি তাকে নেমন্তন্ন করছ না কেন?" ম্যাগি হাল্কাভাবে কথাটা বলল।

"এমন একটা কারণ আছে যার জন্য সেটা আমি করতে পারি না," এণ্ডি দুঃখের সঙ্গে বলল। "এমন একটা কারণ আছে যার জন্য সে কিছুতেই সেখানে থাকতে পারে না। সে কারণটা কি সেটা আমার কাছে জানতে চেয়ো না। আমি তোমাকে বলতে পারব না।"

"জানতে আমার বয়েই গেছে," ম্যাগি বলল। "অবশ্য ব্যাপারটা রাজনীতি নিয়েই হবে। কিন্তু তার জন্য তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে পারবে না এটা তো হতে পারে না।"

হঠাৎই এণ্ডি বলে উঠল, "আচ্ছা ম্যাগি, তুমি কি আমাকে নিয়ে ঠিক ততটাই ভাব যতটা তুমি ভাবতে তোমার—যতটা ভাবতে কাউন্ট মাজিনিকে নিয়ে ?"

সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু ম্যাগি কোন জবাব দিল না। তারপর হঠাৎ তার কাঁধের উপর মাথা রেখে ম্যাগি কাঁদতে শুরু করল—ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে আর কাঁপছে; তার হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে কেঁদে চোখের জলে তা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

তাকে সান্ত্বনা দিতে নিজের সমস্যার কথা রেখে এণ্ডি বলল, "আরে, আরে, আরে, এটা আবার কি হচ্ছে ?"

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই ম্যাগি বলল "এণ্ডি, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছি; আর তুমি তো আমাকে কোন দিনই বিয়ে করবে না, ভালও বাসবে না। তবু সব কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে। এণ্ডি, একজন কাউন্ট তো দূরের কথা, আসলে তার কড়ে আঙুলটাও কোন দিন ছিল না। আমার জীবনে কখনও কোন প্রণয়ী ছিলই না। কিন্তু অন্য সব মেয়েদেরই ছিল; তারা সেই সব প্রেমিকদের কথা বলত, আর তার ফলে প্রেমিক পুরুষরা তাদের আরও বেশি করে ভালবাসত। জান এণ্ডি, কালো পোশাকে আমাকে খাসা দেখায়। তাই আমি বাইরে গিয়ে একটা ফটোগ্রাফারের দোকান থেকে এই ছবিটা কিনে আনি এবং আমার লকেটের জন্য সেই ফটো থেকে একটা ছোট ছবি করিয়ে নেই। আর কাউন্ট ও তার মৃত্যুকে নিয়ে একটা গল্প বানিয়ে ফেলি, যাতে আমি সব সময় কালো পোশাকটাই পরতে পারি। এখন—একজন মিথ্যেবাদীকে কেউ ভালবাসতে পারে না; তুমিও আমাকে ছেড়ে যাবে এণ্ডি, আর লজ্জায় আমি মরে যাব। হায়রে, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি কোনদিন ভালবাসি নি—বাস, আমার কথাটি ফুরল।"

কিন্তু সে দেখল তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার পরিবর্তে এণ্ডির হাতটা তাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, এণ্ডির মুখটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, সে হাসছে।

"তুমি—তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ এণ্ডি ?"

"নিশ্চয়," এণ্ডি বলল। "ও সব চুকে-বুকে গেছে। কাউন্ট তার কবরেই ফিরে যাক। তুমি সব কিছু সহজ করে দিয়েছ ম্যাগি। আমিও এই আশাতেই ছিলাম যে বিয়ের দিনের আগেই তুমি এই কাজটি করবে। আচ্ছা মেয়ে যাহোক!"

ক্ষমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে সলাজ হাসিটি হেসে ম্যাগি বলল, "আচ্ছা এণ্ডি, কাউন্টের গল্পটা কি তুমি বিশ্বাস করেছিলে ?"

চুরুটের কেসটার দিকে হাত বাড়িয়ে এণ্ডি বলল, "দেখ, খুব যে বিশ্বাস করেছিলাম তা নয়, কারণ তোমার লকেটে যে ছবিটা আছে সেটা বড় মাইক সুলিভানের ছবি।"

# ফাঁকির দেশ

## The Country of Elusion

চালাক লেখক এমন বিষয়বস্তুই বেছে নেন যার কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না; কারণ সেক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটা কি সে সম্পর্কে তিনি তার নিজের মতটা তুলে ধরতে পারেন এবং তার পরে সেটা কি নয় সে সম্পর্কেও তার ধারণাটাকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে পারেন—আরে! তাতেই তো তার লেখার কাগজ ভরে গেল। অতএব বিতর্কিত দেশ বোহেমিয়া যেতে আমরা অতি দীর্ঘ ও অনাবিষ্কৃত পথটা ধরেই এগিয়ে চলব।

ডো-র ম্যাগাজিন-এর সহ-সম্পাদক গ্রেইঞ্জার তার ঘোরানো ডেস্কের ঢাকনা বন্ধ করল, টুপিটা মাথায় দিল, হল পর্যন্ত হেঁটে গেল, নীচে নামার "বোতাম"টা টিপল এবং এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

গ্রেইঞ্জারের দিনটা খারাপ যাচ্ছে। গ্রেইঞ্জার যে ভাবেই ম্যাগাজিনটাকে চালাতে চায় তাতেই বাগড়া দিয়ে বড় কর্তা কাগজটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে চলেছেন। ঠাকুর্দা ম্যাক্‌ক্লেলানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এমন একটি মহিলা মূর্তিমতী কবিতা হয়ে সেখানে হাজির হয়েছেন।

গ্রেইঞ্জার ছিল সেই ম্যাগাজিনের কিউরেটার। সেই দিনই সে লাঞ্চ খেয়েছিল একজন মেরু-আবিষ্কর্তা, একজন ছোট গল্প লেখক এবং লাশ-কাটা ঘরের খ্যাতিমান পরিচালকের সঙ্গে। ফলে ভাসমান শৈলখণ্ড, মপাসাঁ ও ট্রিসিনোসিস্ রোগের ঘূর্ণিপাকে তার মনটা হাবুডুবু খাচ্ছিল।

তবু বিশ্রাম ও আশ্রয়ের একটা জায়গা ছিল; ছিল বোহেমিয়া। সেখানেই তো তার এই দুর্দশা ঘুচতে পারে। এখন দেখা যাক—মেরি এড্রিয়ানের দেখা সে পাবে কি না।

আধ ঘণ্টা পরেই দেখা গেল পথ চলতে চলতে সে পৌঁছে গেছে "আইডেলিয়া" অ্যাপার্টমেণ্ট-হাউসের প্রবেশ-কক্ষের দরজায়। করণিকটি এমন ফিস্‌ফিস্ করে বাড়ির টেলিফোনে গ্রেইঞ্জারের নামটা উচ্চারণ করল যে মনে হল লাইনটা বুঝি এখনই কেটে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নামটা মিস্ এড্রিয়ানের কানে পৌঁছে গেল। নিশ্চয়, মিঃ গ্রেইঞ্জারকে এখনই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

একটি কালো পরিচারিকা অ্যাপার্টমেণ্টের দরজা খুলে দিল। হলের সংকীর্ণ পথ ধরে গ্রেইঞ্জার এগিয়ে গেল। দরজার ফাঁকে দেখা দিল এক গুচ্ছ পোড়া-পিঙ্গল চুল আর একটি সমুদ্র-সবুজ চোখ। একটি দীর্ঘ, সাদা, অনাবৃত হাত বেরিয়ে এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

চোখ বলল, "অন্য কেউ না এসে তুমি যে এসেছ তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে দাও। আমাকে ডিনারে নিয়ে যাচ্ছ তো? চমৎকার। সামনের ঘরে চলে যাও, ততক্ষণে আমি সাজ-গোজ করে নি। কিন্তু তোমার নিজস্ব চেয়ারটাতে বসো না। সোফি এই মাত্র এসে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। সিগারেট ধরিয়েছ? ধন্যবাদ। ম্যান্টেলের উপর স্কচ আছে। সোফিকে বললে সেই তোমাকে বের করে দেবে। আমার বেশি সময় লাগবে না।"

বসে বসে গ্রেইঞ্জারের মেজাজ আরও খিঁচড়ে গেল। ঘরের বাতাস এতই বিরস যেন মলয় বাতাস ভেসে আসছে বিসুভিয়াসের লাভাস্রোতের উপর দিয়ে। একটা ভোজ-সভার ভুক্তাবশেষ ঘরের মধ্যে এমন সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে যে হঠাৎ সেগুলি দেখলে মানুষ চমকে উঠবে। মার্মালেডের পাত্রে বসানো গাঢ় লাল গোলাপের একটি গুচ্ছ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তামাকের ছাই আর নোংরা পেয়ালার মধ্যে। একটা ডিস পড়ে আছে পিয়ানোটার উপর; একটা চেয়ারে গানের স্বরলিপির পাতার উপর অনেকগুলি স্যাণ্ডুইচ স্তূপ করে রাখা আছে।

সাজ-পোশাক সেরে উজ্জ্বল হয়ে ঘরে ঢুকল মেরি। পরনে সূক্ষ্ম কালো কাপড়ের গাউন।

সেই সন্ধ্যায় তারা কাফে আঁদ্রে-তে গেল। আর যে কোন লোক আপনার কানে কানে বলে দেবে আঁদ্রেই হচ্ছে শহরের একমাত্র খাঁটি বোহেমিয়ান রেস্টুরেণ্ট; অতএব তাদের কথামত চলাই ভাল।

আঁদ্রে তার চাকরি-জীবন শুরু করেছিল একটি দশ-সেণ্ট খাবারের দোকানে। সেখানে তাকে দেখলে আপনি হয় তো নিজের মনে তাকে বলতেন কাঠখোট্টা। কথাটা অবশ্য জোরে বলবেন না, কারণ তাহলে সে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আচ্ছা করে "ধোলাই" দিত। টাকা-পয়সা জমিয়ে সে অষ্টম স্ট্রীটে একটা টেবিল-পাতা হোটেল খুলল। একদিন বিকেলে আঁদ্রে বেশি মাত্রায় মাল খেল। হতচকিত পরিবারকে জানাল যে সে হচ্ছে "তিব্বতের বড় লামা"; অতএব শ্রোতাদের বসার জন্য তার একটা ফাঁকা হল চাই যেখানে বসে সকলে তাকে পূজা করবে। রেস্টুরেণ্টের সব টেবিল-চেয়ার সরিয়ে পিছনের উঠোনে রেখে দিল, আর নিজে একটা লাল টেবিল-ক্লথ জড়িয়ে ছোট মইটাকে সিংহাসন বানিয়ে তার উপর বসল। যখন লোকজনরা ডিনার খেতে এসে হাজির হল তখন সে মরিয়া হয়ে খাবার টেবিল সাজিয়ে সকলকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। টেবিলের মাঝে মাঝে কাপড় টাঙিয়ে পারিবারিক স্নান ঘর তৈরি করাও হয়েছিল। বোহেমিয়ার একদল শিকারী এই সব কলাকুশল বিধি-ব্যবস্থা দেখে খুশিতে হৈ-হল্লা করতে করতে মালিককে অভিনন্দন জানাতে লাগল। দুই বছরের মধ্যে সে স্নান-ঘরে কেউ ঢুকল না। নেশার ঘোর কেটে গেলে আঁদ্রে খাবার মেনু ছাপিয়ে আনল আর ছোট ছোট কাঠের বাটিতে বরফ পরিবেশনের ব্যবস্থা করল। ....তারপর যখন তার পুঁজি বেড়ে ২০,০০০ ডলারে দাঁড়াল তখন সে উঠে গেল ব্রডওয়েের কাছে একটা ভদ্র পাড়ায়। তাকে মণি-মুক্তো

ও পর্দা-ঢাকা মোটরের মালিক সম্পন্ন ক্রেতাগণের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে আমরা তাকে এখানেই ছেড়ে দিলাম।

কাফে আঁদ্রের এক কোণে ছ'জন বসার মত একটা গোল টেবিল আছে। গ্রেইঞ্জার ও মেরি আড্রিয়ান সেই টেবিলের দিকেই এগিয়ে গেল। কাপেল্‌মান ও রীভ্‌স্ আগেই সেখানে এসে গিয়েছিল। আর ছিলেন মিস্ টুকার যে "লেডিজ নোটাথোম ম্যাগাজিন"-এর মে-সংখ্যার প্রচ্ছদটির পরিকল্পনা করেছিল। তাছাড়া ছিলেন মিসেস পট্‌হাণ্টার যিনি স্বামীর শোকে শোকবস্ত্র পরিহিত হলেও কখনও ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোয়াইট ছাড়া অন্য কিছু পান করেন না। আরে—তার স্বামীর কথাটা তো বলতেই ভুলে গেছি—তিনি মারা গেছেন।

ক্লান্ত পাঠক, আপনি কি সুন্দর দেশ বোহেমিয়ার দিকে এক নজর তাকাবেন? তাহলে ভাল করে তাকান; আর আপনি যদি ভাবেন যে দেশটাকে আপনি দেখেছেন, আসলে কিন্তু আপনি কিছুই দেখেন নি।

কাফে আঁদ্রের দেয়ালগুলি জুড়ে আছে শিল্পীদের আঁকা মূল স্কেচচিত্র। সুন্দরী নারীরা দিয়েছে ছবির বিষয়বস্তু।

প্রথম, আমি চাই যে আপনারা আমার বন্ধু মিস্ আড্রিয়ানের সঙ্গে মিলিত হোন। মিস্ টুকার ও মিসেস পট্‌হাণ্টারকে তো আপনারা ভালই চেনেন।

আড্রিয়ানের বয়স সাতাশ থেকে উঁচু-গলার সান্ধ্য পোশাকের মধ্যে। বাসস্থান—সিয়াটল্ থেকে টিয়েরা ডেল ফুয়েগো তক যে কোন স্থান। মেরি বোহেমিয়ার রাজকুমারীদের অন্যতমা। প্রথমত মেরি নামধারিণী হওয়াটাই তো একটা রাজকীয় ও দুঃসাহসিক ব্যাপার। ঠকবাজদের দেশে প্রতি একজন মেরির সঙ্গে আছে বিশজন ফিফাইনেস ও হেলয়েস।

এখন তার হাতের দস্তানা দুটি গুটানো আছে। মিস্ টুকার জুন-পোস্টারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে; মিসেস পট্‌হান্টার দর্শনীয় হবার জন্য ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। রীভ্‌স্ বার কয়েক কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল তার সাম্প্রতিক কবিতাটি সঙ্গে আছে কিনা। কাপেলমান লুকিয়ে ঘড়ি দেখছে। এখন ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ঠিক সময়টি হলেই একটা গল্প তার মনে পড়ে যাবে। সারমর্ম: একটি ফরাসী মেয়ে তার প্রেমিককে শুধাল: "তুমি যে বলেছিলে আজ ন'টার সময় আমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা পেশ করবে, তা করেছ কি?" প্রেমিক জবাব দিল: "না। করি নি। ন'টার সময় আমি বয় দ বুলোঁ-তে তলোয়ার নিয়ে একটা ডুয়েল লড়েছি।" "কাপুরুষ!" মেয়েটি হিস্-হিস্ করে বলল।

ডিনারের অর্ডার দেওয়া হল। আপনি তো জানেন, বোহিমার বুদ্ধির ভোজ তার রসনার ভোজ্যের সঙ্গে কতটা তাল ঠুকে চলতে পারে। হাস্যরসের সঙ্গে ঝিনুক; রসিকতার সঙ্গে ঝোল; বাগাড়ম্বরের সঙ্গে রোস্ট; গানের সঙ্গে কফি, ইত্যাদি।

মিস টুকার গ্রেইঞ্জারের টেবিলের দিকে ঘেঁষে বসতে গিয়ে তার মদের গ্লাসটাই উল্টে দিল।

বলল, "আপনি তো এখন খেয়েদেয়ে বেশ খোস মেজাজেই আছেন। একটা নতুন প্রচ্ছদ সম্পর্কে আমি একটা ধারণা দিতে চাই।"

তোয়ালে দিয়ে টেবিল-ক্লথটা মুছতে মুছতে গ্রেইঞ্জার বলল, "খুব ভাল কথা। এ বিষয়ে আমি পরিচারকের সঙ্গে কথা বলব।"

গ্রেইঞ্জারের কথাবার্তার নমুনাই এই রকম।

এমন সময় প্রধান পরিচারক সেলাম ঠুকে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে জানাল যে কাফে বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে বসেছিল ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। মধ্যরাতের আসন তখন তারায় ভরা; খুশির হাসিতে পথ মুখরিত হয়ে উঠল।

মেরিকে এলিভেটারে ছেড়ে দিয়ে গ্রেইঞ্জার "আইডিয়ালিয়া"-র তাল-বনে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে চলে যাবার পরে ছোট হাত-ব্যাগটা নিয়ে মেরি নিচে নেমে গেল, একটা গাড়ির জন্য ফোন করল, গাড়িতে চেপে গ্র্যাণ্ড রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেল, ১২.৫৫-র ট্রেনে চাপল, আর নতুন এক অপূর্ব সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ক্রোকাস্‌ভিল নামের একটা জনহীন স্টেশনে এসে নামল।

মাইল খানেক হেঁটে একটা ফটকের ছিটকিনিতে ঠেলা মারল। বিশ গজ দূরে একটা নিঃসঙ্গ বাদামি কটেজ দেখা গেল। মুক্তো-সাদা মুখের একটি বুড়ো মানুষ কয়লা-খনির কাফের চাইতেও কালো রং-করা পোশাক পরে সামনের বারান্দার টিনের গামলায় হাত-মুখ ধুচ্ছিল।

মেরি ভয়ে ভয়ে বলল, "কেমন আছ বাবা?"

"ঈশ্বর যে রকম রেখেছেন। তোমার মাকে রান্নাঘরেই পাবে।"

রান্নাঘরে একটি রহস্যময়ী বৃদ্ধা তার মাথায় দায়সারা গোছের একটা চুমো খেয়ে প্রাতরাশের জন্য সেদ্ধকরা খোসাসমেত গোল আলুগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মেরি একটা কাঠের চেয়ারে বসে রোমাঞ্চিত অন্তরে আলুর খোসা ছাড়াতে লাগল।

প্রাতরাশে পরিবেশন করা হল ঠাণ্ডা রুটি, আলু, শূকর-মাংস আর চা।

বাবা বলল, "শহরে যে চাকরিটার কথা তুমি মাঝে মাঝেই চিঠিতে লিখে জানিয়েছ আশা করি এখনও সেই চাকরিটাই করছ।"

"হ্যাঁ," মেরি বলল। "সেই একই প্রকাশকের বইয়ের সমালোচনাই লিখছি।"

প্রাতরাশের পরে সে থালা-গ্লাস ধুতে সাহায্য করল; পরে কার্পেটবিহীন বসার ঘরে খাড়া চেয়ারে তিনজন এক সঙ্গে বসল।

বুড়ো বলল, "সাবাথ দিবসে শ্রদ্ধেয় ধর্মশাস্ত্রবিদ জেরেমি টেলর-এর গ্রন্থ থেকে গলা ছেড়ে কিছু পাঠ করা আমার অনেক দিনের রীতি।"

দুই হাত ভাঁজ করে মেরি সানন্দে বলল, "আমি তা জানি।"

দুই ঘণ্টা ধরে বড় জেরেমির সোচ্চার গ্রন্থপাঠ চলতে লাগল। কাঠের কষ্টদায়ক চেয়ারে বসে মেরি উসখুস করতে লাগল।

তিনটের ট্রেন ধরে সে শহরে ফিরে গেল। ন'টার সময় ডিনার খেতে বসল কাফে আঁদ্রের গোল টেবিলে। প্রায় একই লোকজন সেখানে হাজির।

মিসেস পট্হান্টার শুধালেন, "আজ তুমি কোথায় ছিলে? বারোটার সময় আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম।"

রহস্যময় হাসি হেসে মেরি জবাব দিল, "আমি বোহেমিয়ায় গিয়েছিলাম।"

আরে! মেরি যে সব ফাঁস করে দিল। আমার ক্লাইম্যাক্সটাই মাটি করে দিল। কারণ আমি তো আপনাদের এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম যে বোহেমিয়া তো এমন একটা ছোট দেশ ছাড়া আর কিছু নয় যেখানে আপনারা কেউ কখনও বাস করেন নি। আপনি যদি সেখানকার নাগরিক হবার চেষ্টা করেন তাহলে সেখানকার রাজা-রাজরারা জিনিসপত্র বেঁধেছেঁধে পাহাড়ের ওপারে পাড়ি দেবে। সেটা এমনই একটা পাহাড়ি অঞ্চল যাকে কেবলমাত্র "থ্রু এক্সপ্রেস"-এর জানালা দিয়েই দূর থেকে দেখা যায়।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় কাপ্লম্যান অনেকবার ঠকে ঠকে মেরি অড্রিয়ানকে একটা চুমো খেতে চেষ্টা করল। মেরি সঙ্গে সঙ্গে এত বেশি রাগের সঙ্গে এতই সজোরে তার মুখে একটা চপেটাঘাত করল যে সেও মাথা ঘুরে বসে পড়ল। মেরির পাঁচ আঙুলের দাগ আগুন-রাঙা হয়ে ফুটে উঠল তার মুখে। থেমে গেল সব হৈ-হল্লা, ঠিক যেমন করে কিচির-মিচির চড়ুই পাখিদের সব ডাক থেমে যায় যখনই তাদের উপর এসে পড়ে বড় বড় ডানার ছায়া। একজন ভেঙেছে অলীক বোহেমিয়ার প্রধান আইনটি—"লইজার ফেয়ার।" যে আঘাত নেমে এসেছে দুঃখ তার জন্য নয়, দুঃখ বেজেছে তাদের বুকে যারা আঘাত সয়েছে। মেয়েরা তাদের গুটানো আস্তিন নামিয়ে দিল। পুরুষরা তাদের ঘড়িতে মন দিল।

আমার বোহেমিয়ানের দল তাদের হা-হুতাশ নিয়ে থাকুক, আমি এবার বিদায় নিলাম। মেরি আমাকে বঞ্চিত করেছে আমার "ক্লাইম্যাক্স" থেকে; তাই সেও চলে যেতে পারে।

কিন্তু আমি পরাজিত হই নি। অনেক মাইল চওড়া, অনেক মাইল দীর্ঘ একটা বড় পাতাল-ঘর নিশ্চয় কোথাও আছে। সেই পাতাল-ঘরে নিশ্চয় মজুত করা আছে এমন অনেক প্রতি-ক্লাইম্যাক্স যা দিয়ে পৃথিবীর অনেক গল্পেরই পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। অন্তত একটা উপসংহারের ক্ষেত্রে সেই পাতাল-ঘরকে আমি ঠকাতে চাই, অন্তত একটা আমানতের ব্যাপারে।

একদিন মিনি ব্রাউন ক্রোকাসভিল থেকে শহরে এল নানা রকম দৃশ্য দেখবে বলে। আর যেহেতু সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল মৎসহীন ট্রাউট নদীতে, আমাকে দেখিয়েছেন খোলা জলপ্রপাত আর আমার ক্যামেরাটা ভেঙে দিয়েছিল, তাই আমিও তার সঙ্গী হলাম শহরের মধুচক্রের সন্ধান দিতে।

চিরকালের বোহেমিয়া তাকে বিশেষভাবে মোহিত করল। "স্প্যাগেণ্ডি"-র আঁকড়া জড়িয়ে ধরল তার হৃদয়কে; পৃথিবীজুড়ে যে একটা দেনা-পাওনার খেলা চলছে

তার সেই বিশ্বাসও অতলে তলিয়ে গেল নিখরচার লাল মদের কৃপায়; ক্যালিফোর্নিয়ার সুমিষ্ট মদিরা মন্থন করে যে রসিকতা গড়ে উঠতে পারে তার প্রভাবে সে হতবুদ্ধি হল, মন্ত্রমুগ্ধ হল।

একদিন সন্ধ্যায় আমি তাকে হ্যালিবুট মাছ ও লিনোনিয়ামের গন্ধ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেলাম এই গল্পের পাণ্ডুলিপিটা তাকে পড়ে শোনাব বলে। গল্পটা তাকে পড়ে শোনালাম, গল্পটা তখন তার আবির্ভাবের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার অভিমতও জানতে চাইলাম। সে বলল, "আমি গল্পটাকে ঠিক ধরতে পারছি না। ক্রোকাসভিল-এ মেরি কতদিন ছিল?"

"দু' ঘণ্টা পাঁচ মিনিট," আমি জবাব দিলাম।

মিনি বলল, "তাহলে গল্পটা চলতে পারে। কিন্তু সে যদি সেখানে এক সপ্তাহ থেকে থাকে তাহলেই কাপ্‌লম্যান তার বাঞ্ছিতচুমোটা পেয়ে যেত।"

# ব্যর্থ আশার খেয়াতরি

## The Ferry of Unfulfilment

জনস্রোতের ভরা জোয়ারের সময় নোম থেকে আগত লোকটি গ্র্যানাইট পাথরের মত নিরেট হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার মোড়ে। মেরুর বাতাস ও রোদ লেগে লোকটির গায়ের রং বাদামি হয়ে গেছে। তার চোখে তখনও লেগেছিল বরফের নীল ঝিলিক।

লোকটি শেয়ালের মত সতর্ক, বল্গাহরিণের কাটলেটের মত শক্ত আর অরোরা বোরিয়ালিসের মত বলিষ্ঠ। এলিভেটার ট্রেনের ঝক-ঝক, মোটরের ঘস-ঘস, রবারবিহীন টায়ারের খস-খস, আর ভাড়াটে গাড়ি ও ট্রাকচালকদের খিস্তি খেউর—এই সব কিছুর সমাহার এক শব্দের নায়েগ্রা প্রপাতের জলে সিক্ত হয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজেই অনেক স্বর্ণরেণু খরচ করে আর শহুরে খাবার খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে নোম থেকে আগত লোকটি আবার ফিরে এল চিলকুট-এ—রাস্তার হট্টগোল ও "মরা সাগর"-এর আপেলের দেশ থেকে বের হবার সেটাই পথ।

ষষ্ঠ স্ট্রীট ধরে বয়ে-আসা দ্রুত ধাবমান ঘরমুখী জনস্রোতের সঙ্গেই ভেসে এল সিয়েবার-ম্যাসন থেকে আগত মেয়েটি। নোম থেকে আগত লোকটি তার দিকে তাকাল, আর প্রথমে দেখল যে সৌন্দর্য বিচারে মেয়েটি পরমা সুন্দরী; তারপর দেখল যে মেয়েটি হাঁটছে সমতল বরফের উপর কুকুর-টানা স্লেজগাড়ির মত ধীর, স্থির গতিতে। তার তৃতীয় অনুভূতি হল এই তাৎক্ষণিক স্থির সিদ্ধান্ত যে মেয়েটিকে আপন করে পাবার বাসনা তার মনে তীব্র হয়ে উঠেছে। নোম থেকে আগত মানুষরা এই রকম চটজলদি সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকে। তাছাড়া, অল্পদিনের মধ্যেই সে উত্তরে ফিরে যাবে; কাজেই চটপট এ কাজটা সেরে ফেলাও কম জরুরি নয়।

সিয়েবার-ম্যাসন-এর মস্ত বড় বিভাগীয় বিপনির হাজার হাজার মেয়ে গলিপথটা ধরে যেন স্রোতের মত বয়ে চলেছে। কিন্তু নোম থেকে আগত লোকটির অন্তরতম অন্তরে আজ নবজীবনের বান ডেকেছে। সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে নবাগতা মেয়েটিকে অনুসরণ করতে লাগল।

ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে মেয়েটি তেইশতম স্ট্রীট ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল। তার সুন্দর বাদামী চুলের রাশি পাট করে বাঁধা; সুন্দর কটিদেশ ও ভাঁজহীন কালো স্কার্ট দুটি গুণকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে—রুচি ও মিতব্যয়িতা। নোম থেকে আগত কাম-ধনুতে আহত লোকটি দশ গজ দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে চলল।

সিয়েবার-ম্যাসন থেকে আগত মেয়ে মিস্ ক্ল্যারিবেল্ কল্‌বি হাঁটতে হাঁটতে খেয়াঘাটের বিশ্রাম-কক্ষে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল এবং আশ্চর্য দ্রুত গতিতে ছুটে গিয়ে সদ্য ছেড়ে যাবার মুখে খেয়া নৌকোটা ধরে ফেলল। নোম থেকে আগত লোকটি তিন লাফে দশ গজ পার হয়ে ডেকে পৌঁছে মেয়েটির পাশের আসনটা পেয়ে গেল।

মিস্ কল্‌বি দোতলার কেবিনের বাইরে একটা নির্জন জায়গা বেছে বসেছিল। রাতটা ঠাণ্ডা ছিল না, তাই সে যাত্রীদের কৌতূহলী দৃষ্টি ও একঘেয়ে কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতেই চেয়েছিল। তাছাড়া, অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় সে চোখের পাতা দুটি বুজতে চেয়েছিল। আগের রাতটা সে "পূর্বাঞ্চল পাইকারী মৎসব্যবসায়ী সহকারীদের ২নং ক্লাব"-এর বার্ষিক বলনাচে যোগ দিয়েছে, ঝিনুক-ভাজা খেয়েছে; ফলে ঘুমতে পেরেছে মাত্র তিনটি ঘণ্টা।

আর দিনটাও ছিল খুবই গোলমেলে। ক্রেতারা ছিল অত্যন্ত খিট্‌খিটে; দোকানের মাল ফুরিয়ে যাওয়ায় তার বিভাগের একটি ক্রেতা যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করেছে; তার প্রাণের বন্ধু মামি টুট্‌হিল অপর একটি মেয়ের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে গিয়ে তার প্রাণে বড়ই দাগা দিয়েছে।

সিয়েবার-ম্যাসন থেকে আগত মেয়েটির মনটা তখন ছিল স্বচ্ছন্দ ও নরম; উপার্জনশীল, স্বাধীন মেয়েরা সাধারণত যে রকমটা হয়ে থাকে। যে পুরুষ তার সঙ্গে প্রেম করতে চায় তার পক্ষে এই মানসিক অবস্থাটা খুবই অনুকূল। তারপর সেই মেয়েটিও চায় একটি গৃহকোণ ও হৃদয়; চায় আরাম, চায় একটি শক্তিমান বাহুর আশ্রয়, চায় বিশ্রাম—বিশ্রাম। কিন্তু মিস্ ক্ল্যারিবেল কল্‌বির খুব ঘুম পাচ্ছে।

তার পাশে এসে বসল একটি শক্ত-পোক্ত, বাদামী রংয়ের পুরুষ; সেরা পোশাকটা অযত্নে পরেছে; টুপিটাও হাতেই রেখে দিয়েছে।

নোম থেকে আগত পুরুষটি বলল, "আপনার সঙ্গে কথা বলছি বলে ক্ষমা করবেন মহাশয়া, কিন্তু আমি—আমি আপনাকে রাস্তায় দেখেছি, আর—আর—"

যথাসম্ভব ঠাণ্ডা মেজাজে চোখ তুলে তাকিয়ে সিয়েবার-ম্যাসন-এর মেয়েটি বলল, "বলেন কি! আপনাদের মত লোকদের হাত থেকে রেহাই পাবার কি কোন উপায় নেই? পেঁয়াজ খাওয়া থেকে হ্যাটপিন ব্যবহার করা পর্যন্ত সবই তো করে দেখলাম। আপনি নিজের পথ দেখুন ফ্রেডি।"

নোম-এর পুরুষটি বলল, "অমি সে ধরনের লোক নই মহাশয়া। আমি ভাল মানুষ। আমিই বলছি, পথে আপনাকে দেখলাম, আর তখনই আপনার সঙ্গে পরিচয় করার ইচ্ছা হল। ফলে কিছুতেই আপনার অনুসরণ না করে পারি নি। আমার ভয় হয়েছিল, এখনই আপনার সঙ্গে কথা না বললে এত বড় শহরে আর কোন দিন আপনার দেখা পাব না। তাই আমি এ কাজটা করেছি।"

খেয়া নৌকোর ম্লান আলোয় মিস কল্‌বি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। না রমণীরঞ্জনকারীদের মত নারকীয় কপট হাসি বা ধৃষ্ট আচরণ তার মধ্যে দেখতে পেল না। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে আন্তরিকতা ও বিনয়। মেয়েটির মনে হল, লোকটি কি বলতে চায় সেটা একটু শুনলে হয় তো ভালই হবে।

একটি হাই তুলে বলল, "আপনি বসতে পারেন; কিন্তু—মনে রাখবেন, কোন রকম বেচাল দেখাবেন না; তাহলেই আমি কিন্তু ম্যানেজারকে ডাকব।"

নোম-এর পুরুষটি তার পাশে বসল। তার খুব প্রশংসা করল। কিছুটা বেশিই করল। একটি নারীর মধ্যে চোখের যে চাউনিটা সে এতকাল ধরে বৃথাই খুঁজে ফিরেছে, ঠিক সেই চাউনিটা সে দেখেছে তার চোখে। সে কি কোন দিন তাকে পছন্দ করতে পারবে? ঠিক আছে, দেখাই যাক। যে করেই হোক, নিজের দাবী পূরণের জন্য সাধ্যমত সব চেষ্টাই সে করবে।

"আমার নাম ব্লেডেন," পুরুষটি বলল—"হেনরি ব্লেডেন।"

তার দিকে ঝুঁকে মিষ্টি-মিষ্টি পরিহাসের সুরে মেয়েটি প্রশ্ন করল, "আপনি ঠিক বলছেন যে নামটা জোন্স নয়?"

গম্ভীরভাবে পুরুষটি জবাব দিল, "আমি নোম থেকে আসছি। আজ যখন পথে আসতে আমি আপনাকে দেখেছিলাম তখন আপনি আমাকে দেখতে পান নি।"

"পথ চলার সময় আমি কখনও কারও দিকে তাকাই না।"

"অথচ আমি আপনার দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু আগে কখনও আমি কারও দিকে তাকাই নি।"

মেয়েটি চোখ বুজল। নোম-এর পুরুষটির কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার মধ্যে একটা একঘেয়েমির ভাব ছিল।

নোম-এর পুরুষটি অধিকতর আন্তরিকতার একঘেয়েমির সুরে বলল, "মিস্, আপনাকে আমার যত ভাল লেগেছে, আগে কখনও কাউকে তত ভাল লাগে নি। আমি জানি, আপনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না; কিন্তু আপনি কি আমাকে একটা সুযোগও দিতে পারেন না? অন্তত আপনাকে জানবার সুযোগটা আমাকে দিন; একবার চেষ্টা করে দেখি, আপনার যাতে আমাকে ভাল লাগে নিজেকে তেমনটি করে তুলতে পারি কিনা।"

সিয়েবার-ম্যাসন-এর মেয়েটির মাথাটা আস্তে কাৎ হয়ে পুরুষটির কাঁধের উপর নেমে স্থির হল। সে তখন সুখ-নিদ্রায় মগ্ন; "পাইকারী মৎসব্যবসায়ী সহকারী" দের বল-নাচের স্বপ্ন দেখছিল।

নোম-এর পুরুষটির হাত দুটি যথাস্থানেই থাকল। ঘুমের সন্দেহটা তার মাথায় আসে নি; অথচ এটা যে মেয়েটির আত্ম-সমর্পণের লক্ষণ নয় সেটা বুঝবার মত বুদ্ধি তার ছিল। আনন্দে তার মনটা শিহরিত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মনে হল যে কাঁধের উপর মাথা রাখাটা একটা উৎসাহজনক প্রাথমিক পদক্ষেপ তার সাফল্যের অগ্রদূত মাত্র; এটারে কোন রকম সুযোগ নেওয়া ঠিক হবে না।

এক ফোঁটা খাদ তার সন্তুষ্টির সোনাকে মূল্যহীন করে দিল। নিজের সম্পদের কথাটা কি সে বড় বেশি খোলাখুলিভাবে বলে ফেলেছে? সে চেয়েছে যে তার নিজের জন্যই কেউ তাকে পছন্দ করুক।

সে বলল, "আমি বলতে চাই মিস্ যে আপনি আমার কথাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ক্লোন্‌ডাইক-এ জুনু থেকে সার্কল সিটি এবং পুরো ইউকোন্ পর্যন্ত সকলেই আমাকে চেনে। বরফের দেশে তিন বছর ক্রীতদাসের মত কাজ করার সময় অনেক রাত আমি বরফের উপর শুয়েই কাটিয়েছি, আর ভেবেছি কোন দিন কি এমন কাউকে পাব যে আমাকে পছন্দ করবে। সব সময় আমি ভাবতাম যে একদিন না একদিন সঠিক মানুষটির সঙ্গে আমার দেখা হবেই; আর আজই তার দেখা আমি পেয়েছি। টাকা থাকাটা একটা বড় কথা কিন্তু যাকে তুমি সব চাইতে বেশি পছন্দ কর তার ভালবাসা পাওয়াটা আরও বড় কথা। যদি কোন দিন কোন পুরুষকে তোমার বিয়ে করতেই হয় তাহলে তার কাছ থেকে তুমি কি চাইবে?"

"নগদ টাকা!"

মিস কল্‌বির ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বড়ই তীক্ষ্ণ ও সোচ্চার হয়ে কথাটা বেরিয়ে এল। তাতে এটাই প্রমাণিত হল যে স্বপ্নের মধ্যে সে সিয়েবার-ম্যাসন-এর মস্ত বড় বিভাগীয় বিপনির কাউন্টারের ওপারেই ফিরে গিয়েছিল।

হঠাৎ তার মাথাটা এক পাশে ঝুলে পড়ল। তার ঘুম ভেঙে গেল। সোজা হয়ে বসে নিজের চোখ দুটো মুছল। নোম থেকে আগত পুরুষটি চলে গেছে।

"আরে! মনে হচ্ছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম," মিস্ কল্‌বি বলে উঠল। "কী আশ্চর্য, সাদা পাখা দুটো কোথায় গেল!"

# দাগী দশ ডলার নোটের কাহিনী

## The Tale of a Tainted Tenner

টাকা কথা বলে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের একটা পুরনো ছোট দশ ডলার নোটের কথাবার্তা আপনাদের কাছে ফিস্-ফিস্ করে কথা বলার মতই মনে হতে পারে। তা বেশ তো! আপনার যদি ইচ্ছা হয় তো কোন এক অপরিচিতের এই অল্প কথার

আত্মজীবনীকে আপনি এড়িয়ে যেতেও পারেন। তবে আপনি যদি সেই মানুষদের একজন হয়ে থাকেন যারা পথেঘাটে মেগাফোনের মুখ দিয়ে বলা কোন জন ডি-র কথাও শুনতে ভালবাসে, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু ভুলে যাবেন না যে খুচরো টাকা-পয়সার ও অনেক সময় সঠিক কথাটা বলতে পারে। পরবর্তী কালে আপনি যখন আপনার মুদিখানার গোমস্তাকে একটা রূপোর সিকি বকশিস দেবেন যাতে সে আপনাকে কিছুটা বাড়তি ওজনের মাল দিয়ে দেয়, তাহলে মহিলার মাথার উপরকার চারটে কথা একবার পড়বেন। সরস জবাব হিসাবে সেগুলো আপনার কেমন লাগে ?

আমি একটা দশ-ডলার ট্রেজারি নোট—১৯০১ সালের। কোন বন্ধুর হাতে সে রকম একটা নোট হয় তো আপনার চোখে পড়েছে। নোটের মাঝখানে আমার মুখের উপরে একটা আমেরিকান বাইসনের ছবি আঁকা আছে—পঞ্চাশ-ষাট মিলিয়ন আমেরিকান সেটাকে ভুল করে মোষ বলে ডাকে। দুই ধারে আছে ক্যাপ্টেন লিউইস ও ক্যাপ্টেন ক্লার্কের ছবি। আমার উল্টো দিকে আছে স্বাধীনতা বা সেরেস বা ম্যাক্সিন এলিয়টের একটা সুন্দর মূর্তি। আপনি যদি আমাকে ভাঙাতে চান তো যে কোন শ্যাম চাচা আপনার হাতে তুলে দেবে দশটা ঠাণ্ডা, শক্ত ডলার - -সেটা রূপো, সোনা, সিসে না লোহা তা জানি না। তবে মনে রাখবেন, একটা দাগী নোট হাতে এলে কেউ মনে মনে খুশি হয় না।

প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত আমি বেশ ভালভাবেই অনেকের হাতে হাতে ঘুরেছি। মনে হয়, অনেক মৃত ব্যক্তির ধার শোধ করেছি। অনেক ভাল মানুষের হাতেও পড়েছি। কিন্তু একদিন একটা পুরনো, ঘসা, ভিজে, নোংরা পাঁচ ডলারের রূপোর মুদ্রা আমাকে খুব ধাক্কা দিয়েছে। তখন আমি ছিলাম এক কসাইয়ের একটা মোটা ও দুর্গন্ধে ভরা টাকার থলিতে।

আমি তাকে বললাম, "ওহে উপবিষ্ট ষণ্ড, আমাকে এভাবে ঠেলে দিও না। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আর একবার কাস্টম্‌স্‌-এর অপিসে গিয়ে নবজন্ম নিয়ে আসার সময় তোমার হয়ে গেছে? ১৮৯৯ সালে জন্ম নিয়ে এখন তোমার যা চেহারা হয়েছে তা আর চোখে দেখা যায় না।"

পাঁচ-ডলার-এর নোটটি বলল, "নিজে ষাঁড় মার্কা নোট বলে অত জাঁক করো না। তোমাকে যদি সারাদিন একটা পুরু চটের থলের মধ্যে পুরে রাখত, আর তাও গুদামের ৮৫ ডিগ্রি তাপের মধ্যে, তাহলে তোমারও আমার মত খোঁড়া হাঁসের অবস্থাই হত।"

আমি বললাম, "এ রকম কোন পকেটের কথা তো কোন দিন শুনি নি। তুমি কার পকেটে ছিলে ?"

"একটি দোকানী মেয়ের", পাঁচ-ডলার জবাব দিল।

"সেটা আবার কি ?" আমি প্রশ্ন কবলাম।

পাঁচ-ডলার জবাব দিল, "তাদের হেপাজতে না আসা পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারবে না।"

ঠিক সেই সময় জর্জ ওয়াশিংটনের মাথাওয়ালা একটা দুই-ডলার নোট আমার পিছন থেকে পাঁচ-ডলারকে বলে উঠল :

"আঃ, এভাবে ধাক্কা মেরো না তো। তোমার আবার দুঃখ কিসের? তোমার যদি আমার মত অবস্থা হত, আর সারাটা দিন একটা মোটা চটের থলের মধ্যে থেকে কারখানার ধূলোয় দম আটকে আসত, তাহলে তোমার মুখে এসব নালিশ মানাত।"

এটা হল আমার নিউ ইয়র্কে আসার পরের দিনের কথা। আমি এসেছিলাম পেন্সিলভানিয়ে থেকে ব্রুকলিন-এর একটা ব্যাংকে দশ-ডলার-এর একটা ৫০০ ডলারের বাণ্ডিলে বন্দী হয়ে। আর তখনও পাঁচ ও দুই ডলারের মালিকদের পকেট-বই সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। প্রতিবারই আমি ঠাঁই পেয়েছি সিল্কের টাকার থলিতে।

মুদ্রা হিসাবে আমার কপালটা ভাল ছিল। আমি কেবলই এক হাত থেকে অন্য হাতে যেতাম। কখনও এক দিনে বিশ বার হাত-বদল করেছি। সব রকম কাজ-কারবারের ভিতরকার হালচাল আমি দেখেছি। মালিকের সুখের জন্য আমি প্রাণপাত করেছি মনে আছে এমন একটা শনিবারও কাটে নি যেদিন রাতে আমাকে ঠেলে দেওয়া হয় নি একটা মদের দোকানের কাউণ্টারে। দশ ডলার গুলোকে সব সময়ই কাউণ্টারে ঠেলে দেওয়া হয়, আর এক এবং দুই ডলারগুলো ঢোকে পরিবেশকদের পকেটে। একবার আমি ঢুকে গিয়েছিলাম এক ঠেলাওয়ালা ফেরিওয়ালার পকেটে এক গাদা ভাঁজ-করা তেল-চিটচিটে নোটের মধ্যে। তখন মনে হয়েছিল বুঝি আর কোন দিন আমার কপালে হাত-বদল ঘটবে না। কিন্তু একদিন সেই ফেরিওয়ালার গাড়িটা রাস্তার ক্রসিং-এর খুব কাছে চলে যাওয়াতে বেচারি ঠেলাওয়ালা বেশ বিপদে পড়ে গেল, আর তার ফলে আমিও তার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলাম। যে পুলিশ-পাহারাওলা আমাকে পেয়ে গেল তার কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। সে আমাকে ভাঙাল একটা চুরুটের দোকানে। সেই দোকানের পিছনের ঘরে ছিল একটা জুয়ার আড্ডা। সেখানেই আমার হাত-বদল হল সে অঞ্চলের ক্যাপ্টেনের পকেটে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও কপাল খুলে গেল। পরদিন সন্ধ্যায়ই একটা ব্রডওয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে মদের টেবিলে সে আমাকে এক ফুঁতে উড়িয়ে দিল। আর শুরু হল আমার সুখের দিন।

ব্রডওয়েতে দাগী দশ-ডলার নোটের খুব চাহিদা। একবার আমি একজনের হাতে গেলাম খোরপোষের টাকা হয়ে। আমাকে রেখে দেওয়া হল অনেকগুলো ডাইমের সঙ্গে একটা কুকুরের চামড়ার ছোট থলিতে।

জীবনে প্রথম আমি দাগী টাকার কথা শুনলাম যখন একদিন রাতে ভ্যান নামের একটি লোক একটা মালের দাম হিসাবে আরও অনেকগুলো নোটের সঙ্গে আমাকেও দিয়ে গেল।

মাঝ রাতের দিকে বড়সড় চেহারার একটি লোক এল। তার মুখটা সন্ন্যাসীর মত আর চোখটা দারোয়ানের মত। অন্য আরও অনেক নোটের সঙ্গে সে আমাকেও

তুলে নিল, আর আমাদের সব্বাইকে এমন একটা "বাণ্ডিল" করে বেঁধে রাখল যাকে জাল নোটের কারবারিরা বলে "গাদি" করে রাখা।

সে ব্যাংকারকে বলল, "আমাকে পাঁচ শ' ডলারের একটা টিকিট দাও। চারদিকে নজর রেখো চার্লি। পাহাড়ের মাথায় চাঁদটা অস্ত যাবার আগেই আমি একটু বাইরে চলে যাচ্ছি। সিন্দুকের উপরের তাকে বাঁ-হাতি কোণের দিকে ৬০,০০০ ডলার রইল একটা খবরের কাগজে মোড়া অবস্থায়। মনে সাহস রেখো; সর্বদা সাহসী হয়ো, কিন্তু দেখো, যেন অতিসাহসী হতে গিয়ে 'আউট' হয়ে যেয়ো না।"

২০ ডলার স্বর্ণ-সার্টিফিকেটের মাঝখানে আমার স্থান হল। দুই সার্টিফিকেটের একটি অপরটিকে বলল :

"আরে কানে-খাটো বুড়ো, আজ তোমার কপালটা ভাল। জীবনের কিছুটা চেহারা তুমি আজ দেখতে পাবে। বুড়ো জ্যাক আজ ভেল্কি দেখাবে।"

"ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল," আমি বললাম।

বিশ-ডলার বলল, "আমাকে ক্ষমা করে দাও। বুড়ো জ্যাক এই জুয়ার আড্ডার মালিক। আজ রাতে সে ঝড় তুলবে, কারণ একটা গির্জাকে সে ৫০,০০০ ডলার দিয়েছিল, কিন্তু তারা সেটা নিতে চায় নি, কারণ তারা বলছে যে সব টাকাটাই জুয়ার টাকা।

"গির্জা কি ?" দশ ডলার প্রশ্ন করল।

"ও হো, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম," বিশ-ডলার বলল, "যে আমি একটা দশ-ডলারের সঙ্গে কথা বলছি। অবশ্য এ সব তোমার জানবার কথা নয়। দান-খয়রাত করার পক্ষে তুমি কিছুটা বেশি দামী, আবার বাজারে কেনা-বেচা করার পক্ষেও তুমি কিছুটা কম দামী। গির্জা হচ্ছে—একটা বড় পাকা বাড়ি যেখানে সব কিছুরই কেনা-বেচা চলে।"

সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বুড়ো জ্যাকের কোন রকম অসুবিধা হল না। শহরের বাইরে গিয়ে একটা বড হোটেলে বসে সে গান গাইতে শুরু করে দিল। হোটেলের মালিককে ডেকে বলল, "মাইক, ভাল মানুষরা এই টাকাগুলো নিতে চাইছে না। দেখ তো, তোমার দোকানের মাল কিনতে এগুলো চলবে কি না। তারা তো বলছে এ সবই দাগী নোট।"

মাইক বলল, "তা হোক; আমার এখানে চলবে। এখানে সব চলে।"

রাত একটার সময় দোকানের সামনের দরজা বন্ধ করে ভিতরের দরজাটা খুলতেই একটি স্ত্রীলোক দরজা পার হয়ে বুড়ো জ্যাকের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। এ-ধরনের মেয়ে আপনারা আগেও দেখেছেন—কালো শাল, লতানো চুল, ছেঁড়া স্কার্ট, সাদা মুখ, গেব্রিয়েল ও রুগ্ন বিড়াল ছানার চাউনি মেশানো দুটি চোখ—সব সময়ই মোটর গাড়ির খোঁজ করে। কোন কথা না বলে সে টাকাগুলোর দিকে তাকাল।

বুড়ো জ্যাক উঠে দাঁড়াল; আমাকে বাণ্ডিল থেকে টেনে বের করে তার হাতে তুলে দিল।

অভিনেতাসুলভ ভঙ্গিতে বলল, "ম্যাডাম, এই একটা দাগী নোট। আমি জুয়ারী। নোটটা আজ রাতেই আমার হাতে এসেছে জনৈক ভদ্র সন্তানের কাছ থেকে। তিনি এটা কোথায় পেয়েছেন আমি জানি না। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এটা গ্রহণ করেন তাহলেই এটা আপনার টাকা।"

কাঁপা হাত বাড়িয়ে স্ত্রীলোকটি আমাকে হাতে নিল।

বলল, "এই নোটগুলি যখন সদ্য ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন এ রকম হাজার হাজার নোট গুণতি করে আমি বাণ্ডিল বেঁধেছি। ট্রেজারি বিভাগে আমি ছিলাম একজন করণিক। সেখানকার একজন পদস্থ কর্মচারীই আমাকে চাকরিটা দিয়েছিলেন। আপনি যদি শুধু জানতেন—কিন্তু আর কিছুই আমি বলব না। মহাশয়, সর্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই—ধন্যবাদ—ধন্যবাদ।"

এক দৌড়ে স্ত্রীলোকটি আমাকে কোথায় নিয়ে গেল বলুন তো? একটা রুটির দোকানে। বুড়ো জ্যাকের কাছ থেকে গরম-গরম রুটির কারখানায়। আবার আমি হাত-বদল হয়ে গেলাম। কিছু রুটি ও জেলি-কেক নিয়ে স্ত্রীলোকটি চলে গেল। আমি কিন্তু সেখানেই পড়ে রইলাম—তখনও জানি না পরের দিন আমার কপালে কি আছে।

এক সপ্তাহ পরে একটা এক-ডলার নোটের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

"আরে, ই৩৫০৩৯৬৬ন," আমি বলে উঠলাম, "গত শনিবার রাতে একটা রুটির কারখানার রুটিওয়ালা একটি স্ত্রীলোককে আমার বদলে যে খুচরোটা দিয়েছিল তুমি কি তার মধ্যেই ছিলে না?"

"ছিলামই তো," এক-ডলার নোটটা সহজ গলায় বলল।

"তাহলে আবার ফিরে এলে কেমন করে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, "সে দুধ ও মাংস কিনল অন্য নোট ভাঙিয়ে। বাড়িওলা ভাড়া নিতে আসার আগে পর্যন্ত সে আমাকে কাছেই রেখে দিয়েছিল। ঘরটা ছোট; একটা রোগা সন্তানও ছিল। দেখে মনে হল, আধ-পেটা খেয়ে বেঁচে আছে। তারপর সে কিছু প্রার্থনা করল। এতেই চমকে উঠো না দশ-ডলার। এ রকম অনেক প্রার্থনা আমাকে শুনতে হয়। 'যিনি গরীবকে খাদ্য দান করেন' এই রকম কিছু একটা সে বলেছিল। থাক এ সব দুঃখ-কষ্টের কথা। ও সব লোকের কাছে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তোমাদের মত দাগী নোট হয়ে আমিও যদি উঁচু সমাজে চলাফেরা করতে পারতাম।"

"চুপ কর," আমি বললাম, "উঁচু সমাজ বলে কিছু নেই। আমি সব দেখেছি—সব চিনেছি। সব শেয়ালের একই রা। এবার আমার পিঠের দিকে তাকাও; সেখানে কি লেখা আছে পড়।"

"সরকারী এবং ব্যক্তিগত যে কোন ঋণের ক্ষেত্রে এই নোটটি উল্লেখিত পরিমাণ অর্থের একটি আইনসম্মত প্রস্তাব-পত্র।"

আমি বললাম, "দাগী টাকা সম্পর্কে এই সব কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে।"

# নিউ ইয়র্ক-এ এল্সি

## Elsie in New York

না, আত্মশ্লাঘী পাঠক, এই গল্পটি এল্সি ধারাবাহিকের অন্য একটি পর্ব নয়। কিন্তু আপনাদের এল্সি যদি আমাদের এই বৃহৎ শহরে এতদিন বেঁচে থাকত তাহলে তার বইতে এমন একটি অধ্যায় নিশ্চয় যুক্ত হত যেটা এই গল্পটা থেকে খুব বেশি আলাদা নয়।

বিশেষ করে যৌবনের যাযাবর দুটি পায়ের পক্ষে মানহাটানের পথে পথে "চোরা গর্ত ও ফাঁদ"-এর সংখ্যা বড়ই বেশি। কিন্তু যুবক-যুবতীদের পৌর অভিভাবকরাও দুষ্ট লোকের ফাঁদগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং অধিকাংশ বিপজ্জনক পথেই তাদের লোকজনরা সর্বদাই ঘুরে বেড়ায় আর যারা চলতে চলতে বিপথে পা বাড়ায় তাদের সব রকম বিপদ-আপদ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে। আর কেমন করে তারা আমার এল্সিকে সব রকম বিপদের ভিতর দিয়ে সঠিক পথটি দেখিয়ে তাকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। এই গল্পে সেই কথাই আপনাদের বলা হবে।

এল্সির বাবা ছিলেন নিম্ন ব্রডওয়ের পোশাকের দোকান "ফক্স অ্যাণ্ড ওটার"-এর জামার কাপড় কাটার শিল্পী। বুড়ো মানুষ, পথ চলতেন ধীরে, একটু ঝুঁকে। একদিন শুঁড়ির দোকানের খোঁজে যাবার সময় এক নতুন লাইসেন্স-পাওয়া শোফার তাকে গাড়ি চাপা দিল। সকলে ধরাধরি করে বুড়োকে বাড়িতে পৌঁছে দিল ; আর সেখানেই এক বছর শয্যাশায়ী থেকে তিনি মারা গেলেন ; রেখে গেলেন নগদ ২.৫০ ডলার আর মিঃ ওটার-এর একটা চিঠি যাতে তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে তার এই বিশ্বস্ত বৃদ্ধ কর্মচারীটিকে সাহায্য করতে সাধ্যমত সব কিছুই তিনি করবেন। বুড়ো কাপড়-কাটা শিল্পী চিঠিখানাকে মেয়ের পক্ষে একটি মূল্যবান উত্তরাধিকার বলে বিবেচনা করে সগর্বে মেয়ের হাতে দিলেন আর এদিকে সেই ভয়ংকর "পরিষ্কার ও রিপুকর্মের কর্তাটি" হাতের বড় কাঁচিটা দিয়ে তার জীবনের সুতোটাকে কেটে দিলেন।

বাড়ির মালিক সেই সুযোগটাই নিল ; সঙ্গে সঙ্গে এসে অধিবাসিনী মেয়েটিকে ঘরছাড়া করার দৃশ্যে সে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করল। এল্সির জন্য এমন কোন তুষার-ঝড় ওঁৎ পেতে ছিল না যার দাপটে নিজের লাল রংয়ের ছোট পশমী শালটাকে গলায় জড়িয়ে তাকে তখনই নীরবে পথে নেমে যেতে হত, কিন্তু সব কিছু ফেলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আর তার লাল শালখানা—চুলোয় যাক সে-কথা। এল্সির কোটটা সস্তাদামের হলেও তার স্টাইল ও ছাঁট-কাট ছিল "ফক্স অ্যাণ্ড ওটার"-এর সেরা জিনিস। আর ভাগ্যগুণে তার চেহারাটাও ভাল ছিল, চোখ দুটো ছিল নতুন নোটের মত নীল ও নিষ্পাপ, আর হাতে ছিল ২.৫০ ডলারের বাকি ১ ডলার। আর ছিল মিঃ ওটার-এর চিঠিটা। সেটাই তো সূত্র। মিঃ ওটারের

চিঠিটার কথা মনে রাখবেন। আমার ইচ্ছা যে গল্পটা বলতে বলতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আজকাল গোয়েন্দা-গল্প এত বেশি বের হচ্ছে যে বাজারে মোটেই চলে না।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এল্‌সি এই ভাবে প্রস্তুত হয়ে বৃহত্তর জগতের পথে পা বাড়াল ভাগ্যের সন্ধানে। মিঃ ওটার-এর চিঠির ব্যাপারে একটা অসুবিধা দেখা দিল; মাসখানেক হল মিঃ ওটার-এর দোকানটা অন্যত্র উঠে গেছে, কিন্তু চিঠিতে নতুন ঠিকানাটা লেখা নেই। এল্‌সি ভাবল, ঠিকানাটা সে খুঁজে নিতে পারবে। সে শুনেছে, বিনীতভাবে বললে পুলিশের লোকরা কোন খবর বা ঠিকানা জানতে চাইলে সেটা জোগাড় করে দেয়। সুতরাং এক শ' সাতাত্তরতম স্ট্রীটে একটা গাড়িতে চেপে সে দক্ষিণে বিয়াল্লিশতম স্ট্রীটে পৌঁছে গেল। কিন্তু সেখানে গাড়ি থেকে নেমে সে একটা দেয়ালের সামনে ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কারণ শহরের হট্টগোল ও ভিড় তার কাছে একেবারে নতুন।

একটি দয়ালু-মুখ রোদে পোড়া যুবক টুপি মাথায় দিয়ে এল্‌সির পাশ দিয়ে গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল ডিপোর দিকে এগিয়ে গেল। যুবকটির নাম হ্যাংক রস, বাড়ি ইডাহোর "সূর্যমুখী পশু-খামার।" সে পূর্বাঞ্চল থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। হ্যাংক-এর মনটা বেশ ভারী, কারণ "সূর্যমুখী পশু-খামার"টি বড় নির্জন জায়গা, একেবারেই নারীবর্জিত। সে আশা করেছিল সেখানে থাকার সময় এমন একজনের দেখা পাবে যে সাগ্রহে তার সম্পদ ও সংসারের অংশীদার হবে, কিন্তু সেখানকার মেয়েরা তার সে আশা পূর্ণ করে নি। কিন্তু এখানে ঢোকার পথেই তার চোখে পড়েছে এল্‌সির মিষ্টি, সরল মুখখানি এবং তার সন্দিগ্ধ একাকিত্বের ভঙ্গিটি। সঙ্গে সঙ্গে তার নাড়ির গতি এক লাফে বেড়ে গেছে। তার মন বলছে, এতদিনে সে তার সঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, এই মেয়েকে সে ভালবাসতে পারবে, আরাম-বিরাম দিয়ে তাকে ঘিরে দেবে, আদর-যত্ন দিয়ে তাকে ভরে দেবে; ফলে মেয়েটিও সুখী হবে, আর এতদিন যে খামারে ফুটত একটি মাত্র সূর্যমুখী ফুল, এবার সেখানে ফুটবে দুটো ফুল।

হ্যাংক ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে ফিরে গেল। তার মনটা যে আগাগোড়াই সাদা এই ভরসাতেই সে মেয়েটির কাছে গিয়ে টুপিটা খুলে ফেলল। এল্‌সি সবেমাত্র খামারের মালিকটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছে এমন সময় একটি স্থূলকায় পুলিশ কোথা থেকে এসে হ্যাংক-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার কলারটা ধরে টানতে টানতে দেয়ালের গায়ে ঠেলে দিল। দুই ব্লক দূরে একটা চোর রূপোর বাসনপত্রভর্তি একটা থলে কাঁধে নিয়ে একটা এপার্টমেণ্ট-হাউস থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু সেদিকে কেউ একবার তাকিয়েও দেখল না।

পুলিশটি চীৎকার করে বলল, "তোমার সাহস তো বড় কম নয়; আমার চোখের সামনেই ফস্টিনস্টি শুরু করে দিয়েছ? মহিলাদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় আজ তোমাকে সেটা শিখিয়ে তবে ছাড়ব। চলে এস।"

খামারের লোকটিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল দেখে এল্‌সি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। লোকটির তামাটে রংয়ের উপর নীল চোখের আভাটি তার বড় ভাল লেগেছে। সে দক্ষিণ মুখে হাঁটতে লাগল। তার ধারণা সেই অঞ্চলটাতেই সে পৌঁছে গেছে যেখানে তার বাবা কাজ করত। আশা করছে, এখনই এমন কারও সঙ্গে তার দেখা হবে যে তাকে "ফক্স অ্যাণ্ড ওটার" দোকানটার হদিস দিতে পারবে।

কিন্তু সত্যি কি সে মিঃ ওটারকে খুঁজছে? বুড়ো কাপড়-কাটা মানুষটির স্বাধীন মনোবৃত্তির কিছুটা সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। মিঃ ওটার-এর সাহায্য লাভের জন্য তার সঙ্গে দেখা না করে সে যদি নিজেই একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেটাই তো ভাল হয়।

"কর্মসংস্থান এজেন্সি" লেখা একটা সাইনবোর্ড দেখে এল্‌সি ভিতরে ঢুকে পড়ল। দেয়ালের গায়ে সাজানো চেয়ারগুলোতে অনেক মেয়ে বসে আছে। ভাল পোশাক-পরা কয়েকটি মহিলা তাদের দেখাশুনা করছে। পাকাচুল, সদয় মুখের একটি বৃদ্ধ মহিলা কালো রেশমি পোশাকটা খস্‌-খস্‌ করতে করতে এল্‌সির কাছে ছুটে এল।

মিষ্টি শান্ত গলায় বলল, "তুমি কি চাকরির খোঁজে এসেছ সোনা? তোমার মুখখানা, তোমার চেহারাটি আমার বড় ভাল লেগেছে। আমি এমন একটি তরুণীকে খুঁজছি যে আধা পরিচারিকা আর আধা সঙ্গিনী হয়ে আমার কাছে থাকবে। তুমি একটা ভাল ঘর পাবে, আর আমি তোমাকে দেব প্রতি মাসে ৩০ ডলার।"

এল্‌সি কোন রকমে কাজটা নেবার কথা বলার আগেই নাকের উপর সোনার চশমা আঁটা ও জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকানো একটি যুবতী ছোঁ মেরে এল্‌সির হাতটা চেপে ধরে তাকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।

যুবতী বলল, "আমি মিস্‌ টিক্‌ল্‌বম্‌-'কর্মসন্ধানী' কাজের মেয়েদের কর্মসংস্থান বিরোধী সমিতির একজন সদস্য। গত সপ্তাহে আমরা সাতচল্লিশটি মেয়েকে চাকরি নিতে দেই নি। আমি এখানে আছি তোমাদের রক্ষা করতে। যে তোমাকে কাজ দিতে চাইবে তার সম্পর্কে সাবধান থেকো। তুমি কি করে জানবে যে এই স্ত্রীলোকটি তোমাকে কয়লা-খনির শিশু-শ্রমিকের মত খাটাবে না, অথবা তোমার দাঁতগুলোর জন্যই তোমাকে খুন করবে না? আমাদের সমিতির অনুমতি না নিয়ে তুমি যদি কোন কাজের প্রস্তাব গ্রহণ কর তাহলে আমাদের যে কোন এজেন্ট তোমাকে গ্রেপ্তার করবে।"

"কিন্তু আমি এখন কি করি?" এল্‌সি প্রশ্ন করল। "আমার বাড়ি নেই, টাকা নেই। কোন না কোন কাজ তো আমাকে করতেই হবে। কেন আমি এই দয়ালু মহিলাটির প্রস্তাব গ্রহণ করার অনুমতি পাব না?"

"তা আমি জানি না," মিস্‌ টিক্‌ল্‌বম্‌ বলল। "সেটা আমাদের 'চাকরিপ্রথা বিলোপ কমিটি'-র ব্যাপার। তুমি যাতে কোন কাজ না পাও কেবল সেটা দেখাই আমার কর্তব্য। তোমার নাম ও ঠিকানা আমাকে দাও, আর প্রতি বৃহস্পতিবার আমাদের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে সব জেনে নিও। আমাদের অপেক্ষমান তালিকায় ৬০০

মেয়ের নাম আছে; আমাদের কাছে "উপযুক্ত নিয়োগকারী"দের যে তালিকা আছে তাদের প্রতিষ্ঠানে কোন চাকরি যখন খালি হবে একমাত্র তখনই ওই সব মেয়েদের সেই সব চাকরিতে যোগ দেবার অনুমতি দেওয়া হবে; আর আমাদের "উপযুক্ত নিয়োগকারী"দের তালিকায় সাতাশটি নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবার আমাদের ভোজনালয়ে প্রার্থনা, সঙ্গীত ও লেমোনেড বিতরণ হয়।"

সময়োচিত সতর্ক-বাণী ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য মিস্ টিক্‌ল্‌বম্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে এল্‌সি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল। তার মনে হল, শেষ পর্যন্ত মিঃ ওটারকে খুঁজে বের করার চেষ্টাই সে করবে।

আরও কয়েকটা ব্লক হেঁটে পার হবার পরে একটা রুটির দোকানের জানালায় "ক্যাশিয়ার চাই" লেখা একটা সাইনবোর্ড তার চোখে পড়ল। ভিতরে ঢুকে সে চাকরিটার জন্য আবেদন করল; কিন্তু তার আগেই চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে নিল চাকরি-বিরোধী কোন মহিলা তার পিছু নিয়েছে কি না।

রুটির দোকানের মালিক একজন সদাশয় রসিক বৃদ্ধ। বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে এল্‌সিকে নানা রকম প্রশ্ন করে তিনি স্থির করলেন যে ঠিক এই রকম একটি মেয়েকেই তার চাই। তাকে এখনই কাজে যোগ দিতে বলা হল, আর এল্‌সিও সকৃতজ্ঞ অন্তরে গায়ের কোটটা খুলে ক্যাশিয়ারের টুলে বসার জন্য প্রস্তুত হল।

কিন্তু তার আগেই ইস্পাতের চশমা ও কালো জোড়া দস্তানা পরা একটি কৃশকায় মহিলা লম্বা আঙুল বাড়িয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল, আর চীৎকার করে বলল: "যুবতী নারী, থাম!"

এল্‌সি থেমে গেল।

"তুমি কি জান," মহিলা বলতে লাগল, "যে এই চাকরিটা গ্রহণ করলে আজই তুমি একশ'টি প্রাণীর দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ এবং সমসংখ্যক আত্মার নরকবাসের কারণ হয়ে যাবে?"

এল্‌সি ভয়ার্ত গলায় বলল, "সে কি? জানি না তো। আমি কেন তা করতে যাব?"

"আসব," মহিলাটি বলল—"রাক্ষুসে আসব। তুমি কি জান যে একটা রঙ্গমঞ্চে যখন আগুন লাগে তখন এত বেশি জীবনহানি ঘটে কেন? ব্র্যাণ্ডি বল—তার কারণ ব্র্যাণ্ডি বল। রাক্ষুসে আসব লুকিয়ে থাকে ব্র্যাণ্ডি বলের মধ্যে। আমাদের উঁচু সমাজের মেয়েরা যখন রঙ্গমঞ্চের দর্শকের আসনে বসে তখন এই সব ব্র্যাণ্ডিভরা মিছরির টুকরো মুখে দিয়ে তারা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। রাক্ষুসে আগুন যখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন পালাবার শক্তিটুকুও তাদের থাকে না। মিছরির কারখানাগুলোতো শয়তানের চোলাইখানা। এই প্রবঞ্চক মিঠাই-মিছরির বিক্রির কাজে তুমি যদি সাহায্য কর তাহলে তো সেটা তোমার ভাই-বোনদের ধ্বংসে সাহায্য করারই সামিল হবে—সামিল হবে আমাদের জেলখানা, গারদখানা ও ভিক্ষুক-নিবাসগুলিকে ভরে তোলার কাজেও। তাই বলছি মেয়ে, যে টাকা ব্র্যাণ্ডি বল বিক্রি করে পাওয়া গেছে সে টাকা স্পর্শ করার আগে আর একবার ভেবে দেখ।"

"হায়! হায়!" হতবুদ্ধি এল্‌সি বলে উঠল। "ব্র্যাণ্ডি বলে যে আসব থাকে তা আমি জানতাম না। কিন্তু কোন একটা পথে আমাকে তো বাঁচতে হবে। আমি কি করব?"

"ও চাকরিটা নিও না। আমার সঙ্গে চল। তুমি কি করবে সেটা আমিই তোমাকে বলে দেব।"

এল্‌সি তখন কারখানার মালিককে বলল যে ক্যাশিয়ারের পদটি নেবার ব্যাপারে সে মত বদলেছে। তারপর কোটটা গায়ে দিয়ে মহিলার পিছু পিছু একটা গলিপথে পৌঁছে গেল। সেখানে একটা সুন্দর ভিক্টোরিয়া গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

মহিলা বলল, "অন্য কোন কাজ খুঁজে নাও, আর বহুমুখী রাক্ষস আসবের ধ্বংসকার্যে সাহায্য কর।" ভিক্টোরিয়ায় চেপে মহিলা চলে গেল।

এল্‌সিও রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সখেদে বলল, "মনে হচ্ছে আমাকে আবার মিঃ ওটার-এর কাছে ফিরে যেতে হবে। আর সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। আমি বরং কারও সাহায্য ছাড়াই একটা পথ করে নিতে চাই।"

চোদ্দতম স্ট্রীটের কাছে এল্‌সির চোখে পড়ল দরজার পাশে সেঁটে দেওয়া একটা প্লাকার্ড। তাতে লেখা আছে: "থিয়েটারের পোশাকের জন্য ভাল সেলাই-জানা পঞ্চাশটি মেয়ে অবিলম্বে চাই। ভাল মাইনে।"

সে প্রায় ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল এমন সময় কালো পোশাক পরা একটি গম্ভীর লোক তার কাঁধে হাতটা রাখল।

মুখে বলল, "আমার প্রিয় মেয়েটি, আমি মিনতি করছি শয়তানের সাজঘরে তুমি ঢুকো না।"

"কী সর্বনাশ!" ধৈর্যহারা হয়ে এল্‌সি চেঁচিয়ে বলে উঠল। "এ তো দেখছি নিউ ইয়র্ক-এর সব ব্যবসাতেই শয়তান স্বয়ং ঢুকে বসে আছে। তা—এ জায়গাটা আবার কি দোষ করল?"

গম্ভীর লোকটি বলল, "এই জায়গাতেই তো শয়তানের রাজচিহ্ন সমূহ—অন্য কথায়, যে সব সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্রাদি রঙ্গমঞ্চের উপর ব্যবহার করা হয়—তৈরি হয়। রঙ্গমঞ্চই হচ্ছে ধ্বংস ও বিনাশের পথ। তোমার হাতের কাজ দিয়ে একে সমর্থন করে তুমি কি তোমার আত্মাকে বিপন্ন করতে চাও? রঙ্গমঞ্চ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় তা কি তুমি জান গো মেয়ে? রঙ্গমঞ্চের যবনিকা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের উপর শেষ বারের মত নেমে আসার পরে তারা কোথায় যায় তাও কি তুমি জান?"

"অবশ্যই জানি," এল্‌সি বলল। "রঙ্গাভিনয়ের দিকে। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে আমি যদি সেলাইয়ের কাজ করে বেঁচে থাকার মত সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করি তাহলে সেটা কি আমার পক্ষে খুব খারাপ কাজ হবে? অবিলম্বেই আমাকে যে একটা কিছু করতেই হবে।"

"মিশরের বিলাসবহুল জীবন," শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকটি দুই হাত তুলে গলা ছেড়ে বলে উঠল। "আমি তোমাকে মিনতি করছি মেয়ে, এই পাপ ও অনাচারের রাজ্য ছেড়ে তুমি চলে যাও।"

"কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য আমি তাহলে কি করব?" এল্‌সি প্রশ্ন করল। "আপনার কথাই যদি সত্য হয় তাহলে এই গীতিবহুল হাস্যরসের নাটকের পোশাক সেলাই করার ইচ্ছা আমার নেই; কিন্তু একটা কাজ তো আমার চাই।"

"প্রভুই তোমার কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন," গম্ভীর লোকটি বলল, "গির্জার পাশের চুরুটের দোকানের নিচের তলায় প্রতি রবিবার অপরাহ্নে একটা বিনা মাইনের বাইবেলের ক্লাস হয়। তুমি শান্তি লাভ কর। আমেন। বিদায়।"

এল্‌সিও নিজের পথে পা বাড়াল। অচিরেই সে বস্তি অঞ্চলে পৌঁছে গেল। সেখানে প্রচুর কল-কারখানা আছে। একটা বড় ইটের বাড়ির মাথায় সোনালী অক্ষরে লেখা ছিল "পোসি অ্যাণ্ড ট্রিমার, নকল ফুলের ভাণ্ডার"। তার নীচেই টাঙানো ছিল একটা নতুন ক্যানভাস; তাতে লেখা ছিল: "কাজ শেখার জন্য পাঁচ শ' মেয়ে দরকার। শুরু থেকেই ভাল মাইনে। এক সাড়ি সিঁড়ি ভেঙে উঠেই আবেদন করুন।"

এল্‌সি দরজাটার দিকে পা বাড়াল। কাছেই বিশ-ত্রিশটি মেয়ে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। কালো টুপি-পরা একটা বড়সড় মেয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটি বলল, "চাকরির খোঁজে তুমি কি ভিতরে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ," এল্‌সি বলল; "একটা কাজ আমার চাই-ই।"

"এ কাজটি করো না," মেয়েটি বলল। "আমি এখানকার স্ক্যাব কমিটির চেয়ারম্যান। আমাদের ৪০০ মেয়েকে ছাটাই করা হয়েছে, আর তার একমাত্র কারণ আমরা হপ্তাপ্রতি ৫০ সেণ্ট বেতনবৃদ্ধি ও বরফ-জলের দাবী করেছিলাম; আরও দাবী করেছিলাম যে ফোরম্যানের গোঁফ কামিয়ে ফেলা হোক। তোমার মত সুন্দরী মেয়ের এখানকার কাজ করা পোষাবে না। তুমি বরং অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করে আমাদের সাহায্য কর।"

"আমি অন্যত্রই চেষ্টা করে দেখব," এল্‌সি বলল।

ব্রডওয়ে ধরে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে পূব দিকে এগিয়ে চলল। এক সময় একটা উঁচু বাড়ির সমুখটা জুড়ে "ফক্স অ্যাণ্ড ওটার" লেখাটা চোখে পড়তেই তার অন্তরটা লাফিয়ে উঠল। মনে হল কোন অদৃশ্য পথ-প্রদর্শক বুঝি তার কাজের ব্যর্থ সন্ধানের গলিপথ দিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছে সঠিক ঠিকানায়।

সে দ্রুতপায়ে দোকানের ভিতরে ঢুকে একজন করণিকের হাত দিয়ে তার নিজের নামটা এবং মিঃ ওটার তার বাবাকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটাও মিঃ ওটার-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে হাজির করা হল মিঃ ওটার-এর ব্যক্তিগত আপিসে।

এল্‌সি ঘরে ঢুকতেই মিঃ ওটার ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আন্তরিক হাসি দিয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মানুষটি মাঝবয়সী, ঈষৎ স্থূলকায়, মাথায় ছোট একটা টাক, চোখে সোনার চশমা, ভদ্র, সুসজ্জিত, ঝক্‌ঝকে।

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে এই বিয়েট্রির ছোট্ট মেয়েটি! তোমার বাবা ছিলেন আমাদের একজন সুদক্ষ ও মূল্যবান কর্মচারী। সে কি কিছুই রেখে যায় নি? ঠিক

আছে, ঠিক আছে। আশা করি তার বিশ্বস্ত কাজকর্মের কথা আমরা ভুলে যাই নি। আমি নিশ্চিত যে আমাদের একটি মডেলের পদ খালি আছে। ওঃ, খুবই সোজা কাজ—এর চাইতে সোজা কোন কাজ হয় না।"

মিঃ ওটার ঘণ্টাটা বাজালেন। একটি লম্বা-নাক করণিক দরজার বাইরে থেকেই মুখটা বাড়িয়ে দিল।

"মিস্ হকিন্সকে পাঠিয়ে দাও," মিঃ ওটার বললেন। মিস্ হকিন্স ঘরে ঢুকল।

মিঃ ওটার বললেন, "মিস্ হকিন্স, টেলিফোন করে মিস্ বিয়েট্রির একটা "টেস্ট" নেবার ব্যবস্থা করে দাও—আর একে ভাল করে সাজিয়ে-গুজিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর।"

এল্সি একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার গালে গোলাপি ছোপ লেগেছে; নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়েছে। তার চোখ দুটি জ্বলছে নিভু-নিভু তারার মত। সত্যি সে সুন্দরী। হায়রে! সত্যি সত্যি সে সুন্দরী।

গল্পটা এখানেই শেষ করতে পারলে ভাল হত সত্যি! সব গোলমাল হয়ে যাবে! তা হোক। না; গল্পটাকে আরও কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গল্পটা আমি তৈরি করি নি। আমি কেবল পুনরাবৃত্তি করছি।

এল্সি যখন আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে পড়ছিল, মিঃ ওটার তখন টেলিফোন বুথে গিয়ে একটা নম্বর ডাকলেন। নম্বরটা কি সে প্রশ্ন আমাকে করবেন না।

তিনি বললেন, "অস্কার, আমি বলছি আজ সন্ধ্যায় সেই টেবিলটাই আমার জন্য রিজার্ভ করে রাখ...কি? কেন, লতাপাতার বাগানের বাঁদিকের বড় ঘরের টেবিলটা...হ্যাঁ; দুই...হ্যাঁ, সেই পুরনো মালটা; আর রোস্টের সঙ্গে ৮৫ জোহানিস্ বার্জার...না; মেয়েটির নয়...না, সত্যি বলছি...একটি নতুন মাল...একেবারে পাকা ফলটি অস্কার, পাকা ফল!"

ক্লান্ত ও বিরক্ত পাঠক, আপনি চান তো আমি গল্পটা শেষ করব তারই লেখা কয়েকটি কথার বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়ে "গ্যাড্স্ হিল"-এর সেই লোকটির লেখা যার সমুখে আপনি যদি টুপি না খোলেন তাহলে আপনার মাথায় লাউয়ের খোলা পরিয়ে দেওয়া হবে।

ইয়োর এক্সেলেন্সি হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল সব সমিতি ও সমাজ। হারিয়ে গেল সঠিক ও বেঠিক সর্বস্তরের শ্রদ্ধেয়জনরা। হারিয়ে গেল সেই সব সংস্কারক ও আইন প্রণেতারা যারা জন্মেছে আপনাদের অন্তরের স্বর্গীয় অনুকম্পা নিয়ে, অথচ সেই সঙ্গে আপনাদের অন্তরের অর্থের কামনা নিয়ে। এই ভাবে আমাদের চারপাশ থেকে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে।

# মহানগরের কণ্ঠস্বর

১৯০৮

The Voice of the City

## মহানগরের কণ্ঠস্বর

The Voice of the City

পঁচিশ বছর আগে স্কুলের ছেলেমেয়েরা সুর করে পড়া করত। তারা পড়া করত সুরেলা আবৃত্তির ঢঙে—গির্জার পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ এবং করাত-কলের ক্লান্ত গুন-গুনানির মাঝামাঝি সুরে। কাউকে অশ্রদ্ধা করছি না। চেরা কাঠ আর করাতের গুঁড়ো দুই-ই তো আমাদের দরকার।

জীবন বিদ্যার ক্লাস থেকে পাওয়া একটা সুন্দর শিক্ষাপ্রদ ছোট কবিতার কথা আমার মনে পড়ে। তার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য পংক্তিটি ছিল এই রকম :

"জংঘাস্থিই মানব দেহের দীর্ঘতম অস্থি।"

মানুষ সংক্রান্ত সব জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ঘটনাগুলিকে যদি এই রকম সুরেলা ও সুশৃংখলভাবে শৈশবেই আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া যেত তাহলে সেটা কী এক অমূল্য উপহারই না হত! কিন্তু শারীরসংস্থান বিদ্যা, সঙ্গীত ও দর্শনের কাছ থেকে আমরা তো অতি সামান্য কিছুই পেয়েছি।

এই তো সেদিন আমি বেশ গোলমালে পড়ে গিয়েছিলাম। একটা আলোর রশ্মির দরকার পড়েছিল। আর সাহায্যের জন্য আমি ফিরে তাকিয়েছিলাম স্কুলের দিনগুলোর দিকে। কিন্তু সেদিনের সেই শক্ত বেঞ্চিগুলোর কাছ থেকে যত সব নাকি সুরের শব্দগুলো আয়ত্ত করেছিলাম তার মধ্যে এমন একটা কথাও মনে পড়ল না যাতে সম্মিলিত মানব কণ্ঠস্বরের বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে।

অন্য কথায় বলতে গেলে, সম্মিলিত মানবতার মিশ্র স্বর-বাণীর কথা।

অন্য কথায়, একটি মহানগরের কণ্ঠস্বরের কথা।

এদিকে, একক কণ্ঠস্বরের অভাব নেই। কবির গান, নদীর কলতান, যে লোকটি পরবর্তী সোমবারের মধ্যেই ৫ ডলার পেতে চায় তার কথার অর্থ, ফারাওদের কবরের উপর খোদাই-করা লিপি, ফুলের ভাষা, কণ্ডাকটারের "সাবধানে পা ফেলুন," আর ভোর চারটের সময় দুধের পাত্রের গুব-গাব ধ্বনি—এ সবই আমরা বুঝতে পারি। অনেক লম্বকর্ণ মানুষ আবার আরও সব সূক্ষ্ম শব্দের অর্থও বুঝতে পারে বলে দাবী করে থাকে। কিন্তু একটি মহানগরের কণ্ঠস্বরের অর্থ কে বুঝতে পারে?

সেটা দেখতে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমে অরেলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম। তার পরনে ছিল সাদা "সুইচ" এবং ফুল-গোঁজা টুপি, আর ফিতে ও নানান সুতো উড়ছিল পোশাকের এখান থেকে, ওখান থেকে।

আমার নিজস্ব কোন স্বর না থাকায় তো-তো করে বললাম, "আমাকে বলতো এই বড়—মানে—প্রকাণ্ড—মানে প্রচণ্ড রকমের বড় শহরটা কি কথা বলে? সে কি কখনও তোমার সঙ্গে কথা বলেছে? তার কথার অর্থ তুমি কেমন করে বুঝতে পার? ব্যাপারটা ভয়ংকর গোলমেলে কিন্তু একটা চাবি তো নিশ্চয় আছে।"

"একটা সারাটোগা ট্রাংকের মত?" অরেলিয়া প্রশ্ন করল।

"না," আমি বললাম। "দয়া করে ঢাকনার প্রসঙ্গ তুলো না। আমার একটা ধারণা আছে যে সব নগরেরই একটা ভাষা আছে। প্রতিটি নগরেরই সেই লোকটিকে কিছু বলার আছে যে শুনতে পায়। মহানগর তোমাকে কি কথা বলে?"

অরেলিয়া বলল, "সব নগর একই কথা বলে। যখনই তারা কিছু বলতে থাকে তখনই ফিলাডেল্‌ফিয়াতে তার প্রতিধ্বনি হয়। সুতরাং সকলের একই রা।"

আমি বিজ্ঞের মত বললাম, "এখানে ৪,০০০,০০০ মানুষ একটা দ্বীপে ঠাসাঠাসি করে বাস করে। এত ছোট একটা জায়গায় এত বেশি মানুষ জমায়েত হলে তাদের মধ্যে একটা একত্ব—বলা যায় এক জাতীয়ত্ব—গড়ে উঠতে বাধ্য, আর সেটাই বাইরে প্রকাশ হয় একটি সমখাতে। এটাকে তুমি ঐক্যবদ্ধ ভাষান্তরও বলতে পার যা একটা মিলিত রূপ গ্রহণ করে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে বলা যেতে পারে মহানগরের কণ্ঠস্বর। সেটা তা কি তুমি বলতে পার?"

অরেলিয়া আশ্চর্য হাসি হাসল। সে মাথা নিচু করে বসেছিল। দ্রাক্ষালতার একটা উদ্ধত শাখা তার ডান কানের উপর এসে পড়েছে। তার নাকের উপর কাঁপছে চাঁদের এক ঝলক আলো। কিন্তু আমি তখন বেপরোয়া।

বললাম, "আমি নিজেই বাইরে গিয়ে খোঁজ করব এই মহানগরের কণ্ঠস্বরটা কি। সব নগরেরই ভাষা আছে। থাকতেই হবে। সেটা আমাকে জানতেই হবে।" গলা চড়িয়ে আমি বলতে লাগলাম, "আমার হাতে একটা চুরুট গুঁজে দিয়ে নিউ ইয়র্ক যেন না বলে: 'বুড়ো হে, আমি প্রচারের জন্য কথা বলতে পারি না।' অন্য কোন নগর এমন কাজটি করে না। শিকাগো অসংকোচে বলে, 'আমি বলব'; ফিলাডেল্‌ফিয়া বলে, 'আমার বলা উচিত'; নিউ অর্লিয়ান্স বলে, 'আমিও বলতেই অভ্যস্ত'; লুইসভিল বলে, 'সে কথা বলতে আমি কারও পরোয়া করি না,' সেণ্ট লুইস বলে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন;' পিট্‌স্‌বার্গ বলে, 'ধোঁয়া ছাড়ো'। এবার নিউ ইয়র্ক—"

অরেলিয়া হাসল।

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "অন্য কোথাও গিয়ে আমি নিশ্চয় জেনে আসব।"

আমি একটা বড় বাড়িতে ঢুকলাম; পিতলের রেলে পা রেখে সেখানকার সেরা পরিবেশক বিলি ম্যাগ্‌নাসকে বললাম:

"বিলি, তুমি তো দীর্ঘ কাল নিউ ইয়র্কে বাস করছ—এই পুরনো শহরটা তোমাকে কি ধরনের নাচ-গান উপহার দিয়ে থাকে? আমি বলতে চাই—"

বাধা দিয়ে বিলি বলে উঠল, "ক্ষমা করবেন, এক মিনিট; পাশের দরজায় কে যেন বোতাম টিপছে।"

সে চলে গেল; ফিরে এল একটা খালি বালতি নিয়ে; আর সেটাকে ভরে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল; ফিরে এসে আমাকে বলল:

"উনি ম্যাম। তিনি দুইবার ঘণ্টা বাজান। সাপারের সঙ্গে তিনি এক গ্লাস বীয়ার খেতে ভালবাসেন। কিন্তু এবার বলুন তো, আপনার কি চাই?"

"আদা-বীয়ার" আমি জবাব দিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমি ব্রডওয়ে চলে গেলাম। মোড়ে একটি পুলিশকে দেখতে পেলাম। তার দিকেই এগিয়ে গেলাম।

বললাম, "যদি কিছু না মনে করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আপনি তো নিউ ইয়র্ককে দেখেন সবচাইতে কোলাহলমুখর সময়টাতে। শহরের শব্দসম্ভারের একটা হিসাব রাখা তো আপনার এবং আপনার সহকর্মী বন্ধুদের কাজ। এই নগরের নিশ্চয় এমন একটা ভাষা আছে যা আপনারা বুঝতে পারেন। রাত হলে যখন নির্জন পথে পথে টহল দিয়ে বেড়ান তখন সেই ভাষা আপনি নিশ্চয় শুনতে পান। সেই হৈ-হট্টগোলের সার কথাটা কি? এই মহানগর আপনাকে কি কথা বলে?"

হাতের গদাটা ঘোরাতে ঘোরাতে পুলিশটি বলল, "আমি তো কিছুই বলি না বন্ধু। উপরওয়ালার হুকুমটা কেবল শুনে নেই। মনে হয়, আপনি সঠিক জবাবটাই পেয়েছেন। কয়েক মিনিট এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন এবং চোখ খুলে রাখুন যাতে পরবর্তী টহলদারকে দেখতে পান।"

পুলিশটি পাশের রাস্তার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দশ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এল।

আধা কর্কশ গলায় বলল, "এইতো গত মঙ্গলবার বিয়ে হয়েছে। ওদের তো আপনি চেনেন। প্রত্যেক দিন রাত নটার সময় সে ঐ মোড়টায় আসে একটুখানি—মানে, একবার 'হেলো'! বলার জন্য। আমি সাধারণত যে ভাবেই হোক ওখানে হাজির হই। ভাল কথা—একটু আগেই আপনি কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন—এই শহরে কি কি আছে? তা—বারোটা ব্লক এগিয়ে গেলেই দু'একটা বাড়ির ছাদে বাগান আছে।"

কাকের ঠ্যাং-এর মত গাড়ির চাকার দাগওয়ালা একটা রাস্তা পার হয়ে আমি একটা ছায়া-ঢাকা পার্কের কাছে পৌঁছে গেলাম। গম্বুজের উপর সোনালী পাথরে গড়া একটি তেজোদ্দীপ্ত, আকাশচারিণী ডায়ানার মূর্তি চাঁদের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল আমার কবি—মাথায় টুপি, ঘন চুল বাতাসে উড়ছে, মুখে ফুটছে নানা ছন্দের কাব্য-কলি।

আমি বললাম, "বিল, আমাকে একটা 'লিফ্‌ট' দাও। আমি একটা কাজে বেরিয়েছি—মহানগরের কণ্ঠস্বর শুনতে হবে। কি জান, এটা একটা বিশেষ হুকুম।

আমরা চাই এই শহরের আত্মার ও তাৎপর্যের একটা কাব্যিক, রহস্যময় ভাষা। এ ব্যাপারে একমাত্র তুমিই আমাকে একটা ইঙ্গিত দিতে পার। কয়েক বছর আগে একটি লোক নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছে তার একটা স্বরলিপি আমাদের দিয়েছিল। পিয়ানোর সর্বনিম্ন 'জি' থেকেও সেটা ছিল দুই ফুট মত নিচে। সে ভাবে তো নিউ ইয়র্ক-এর ভাষার স্বরলিপি করা যাবে না। কিন্তু সে যদি মুখটা খোলে তাহলে সে কি বলছে তার একটা ধারণা তুমি আমাকে দাও। সে বাণী অতীব শক্তিশালী এবং সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। সেটাকে পেতে হলে আমাদের একত্রে মেলাতে হবে দিনের যান-বাহনের প্রচণ্ড গুরুগম্ভীর শব্দ, রাতের অট্টহাসি ও সঙ্গীত, গাড়ির চাকার কান্না ও চাপা গুঞ্জন; সংবাদপত্রের এজেন্টদের চীৎকার, ছাদের বাগানের ফোয়ারার ঝির্-ঝির্ শব্দ, ফেরিওয়ালাদের হল্লাবালু, পার্কে পার্কে প্রেমিক-প্রেমিকাদের গুঞ্জন। এই সমস্ত শব্দ দিয়ে গড়ে উঠবে তোমার প্রার্থিত কণ্ঠস্বর—কেবল একত্র করলে হবে না, একত্রে মেশাতে হবে, আর মিশিয়ে নির্যাস বানাতে হবে, আর সেই নির্যাস থেকে বের করতে হবে সুরাসার—এক শ্রবণযোগ্য সুরাসার, যার একটি ফোঁটা থেকেই গড়ে উঠবে আমাদের প্রার্থিত বস্তুটি।"

কবি মুচকি হেসে শুধাল, "ক্যালিফোর্নিয়ার সেই মেয়েটির কথা কি তোমার মনে পড়ে যার সঙ্গে গত সপ্তাহে আমাদের দেখা হয়েছিল স্টিভার-এর স্টুডিওতে? শোন, আমি তার কাছেই যাচ্ছি। আমার সেই "বসন্তের উপহার" কবিতাটিকে সে অক্ষরে-অক্ষরে মুখস্থ করে ফেলেছে। বর্তমানে সেই তো এ শহরের সব চাইতে দুর্লভ বস্তু। ভাল কথা, এই 'টাই'টা কেমন দেখাচ্ছে বল তো? এটাকে ঠিক মত পরার আগে চার-চারটে 'টাই' নষ্ট করেছি।"

"আর যে ভাষার কথা তোমাকে শুধালাম তার কি হল?" আমি প্রশ্ন করলাম।

ক্লিয়ন বলল, "আহা, সে তো গান করে না, কিন্তু সে যখন আমার 'সৈকত বায়ুর পরী' কবিতাটি আবৃত্তি করে সেটা একটা শোনবার মত জিনিস।"

আমি এগিয়ে গেলাম। মোড়ের মাথায় একটা সংবাদপত্র বিক্রি-করা ছেলেকে পেলাম। সে তার হাতের কাগজটাই আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমার পেনি পকেটে মুদ্রা খোঁজার ভান করে আমি বললাম, "আচ্ছা বাবা, তোমার কি কখনও মনে হয় না যে এই শহরটাও বোধ হয় কথা বলতে পারে। এই যে প্রতিদিন কত উত্থান-পতন, কত মজার কাজ-কারবার আর অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে—যদি এই শহরটা কথা বলতে পারত তাহলে এ সব ব্যাপার নিয়ে সে কি বলত বলে তোমার মনে হয়?"

"ও সব বাজে কথা ছাড়ুন," ছেলেটি বলল। "আপনি কোন্ কাগজটা চান তাই বলুন। নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই। আজ ম্যাগি-র জন্মদিন; তার জন্য একটা উপহার কিনতে আমার ত্রিশ সেন্ট চাই।"

এ তো মহানগরের কোন ভাষ্যকার নয়। একটা কাগজ কিনে সব রকম সংবাদশুদ্ধ সেটাকে ছাইয়ের টিনে ফেলে দিলাম।

আবার পার্কে ফিরে গিয়ে চাঁদের আলো-ছায়ায় বসলাম। অনেক ভাবলাম ; আমি যা চাইছি সেটা কেউ বলতে পারছে না দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

তারপরেই একটা স্থির নক্ষত্র থেকে ছুটে আসা আলোর মত দ্রুতগতিতে জবাবটা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে আমি ছুটতে লাগলাম—ছুটে গেলাম আমার নিজের মহল্লায়। উত্তরটা আমি জেনে ফেলেছি ; ছুটতে ছুটতেই উত্তরটাকে আমি বুকের মধ্যে চেপে ধরে রাখলাম, পাছে অন্য কেউ আমাকে থামিয়ে আমার গোপন কথাটা জেনে নিতে চায়।

অরেলিয়া তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। চাঁদটা আরও উপরে উঠে এসেছে, আর দ্রাক্ষালতার ছায়াটা আরও ঘন হয়েছে। আমি তার পাশে বসলাম ; দু'জনে দেখতে পেলাম একটা টুকরো মেঘ চলমান চাঁদের দিকে এগিয়ে যেতেই কেমন যেন বিবর্ণ ও পরাজিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আর তারপরেই সব বিস্ময়ের সেরা বিস্ময় এবং সব খুশির সেরা খুশি ! কেমন করে যেন আমাদের দুটি হাত পরস্পরকে স্পর্শ করল ; আমাদের আঙুলগুলো এক সাথে বাঁধা পড়ল ; সে বন্ধন আর খুলল না।

আধ ঘণ্টা পরে অরেলিয়া তার নিজস্ব ভঙ্গিতে হেসে বলল :

"তুমি কি জান, ফিরে আসার পর থেকে তুমি একটি কথাও বল নি!"

বিজ্ঞের মত মাথাটা নেড়ে আমি বললাম, "সেটাই মহানগরের কণ্ঠস্বর।"

## জন হপ্‌কিন্স-এর পূর্ণ জীবনী

## The Complete Life of John Hopkins

একটা কথা আছে দারিদ্র্য, ভালবাসা ও যুদ্ধকে না জানা পর্যন্ত কোন মানুষ জীবনের পরিপূর্ণ রসের আস্বাদন পায় না। সংক্ষিপ্ত দর্শনশাস্ত্রের সারাংশকে যারা ভালবাসে এই ধারণার সত্যতাকে তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন। জীবনের যা কিছু জ্ঞাতব্য সে সবই আছে তিনটি শর্তের মধ্যে। যারা ভাসা-ভাসা চিন্তায় অভ্যস্ত তারা হয়তো মনে করেন যে এই তালিকায় সম্পদটাও যোগ করা উচিত। সেটা সত্যি নয়। একটি গরিব মানুষ যখন দেখতে পায় দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে-যাওয়া একটা সিকি-ডলার একটা ফুটোর ফাঁক দিয়ে তার জামার লাইনিং-এর ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল তখন জীবনের যে গভীর আনন্দে সে চীৎকার করে ওঠে তার চাইতে গভীরতর আনন্দের অনুভূতি একজন কোটিপতির জীবনেও কদাচিৎ ঘটে থাকে।

মনে হয়, যে পরম শক্তির শাসনে জীবন চলে তিনি এই তিনটি শর্তই মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন ; কোন মানুষই এই তিনটির বাইরে যেতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে শর্ত তিনটি খুব বেশি অর্থবহ হয় না। সেখানে দারিদ্র্য অপেক্ষাকৃত কম দুঃখদায়ক ;

ভালবাসা পরিমিত ; যুদ্ধ-বিগ্রহ তো জমির সীমানা আর প্রতিবেশীর মুরগিতেই সীমাবদ্ধ। শহরে-নগরেই আমাদের এই শর্ত-বাক্যটি প্রকৃত অর্থে সত্য ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর জনৈক জন হপ্‌কিন্স-এর জীবনের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই সেটা প্রচুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সত্য হয়ে দেখা দেয়।

হপ্‌কিন্স-পরিবারের ফ্ল্যাটটা অন্য হাজারটা ফ্ল্যাটেরই মত। জানালায় একটা রবারের চারাগাছ ; অন্য জানালায় একটা মাছি-ঘিনঘিন ছোট কুকুরের বাচ্চা বসে বসে সুদিনের অপেক্ষায় দিন গোনে।

জন হপ্‌কিন্সও অন্য হাজারটা মানুষের মতই একজন। একটা ন'তলা লাল ইটের বাড়িতে সে কাজ করে সপ্তাহে ২০ ডলার বেতনে। কি কাজ করে সেটা আমাদের জানার কথা নয়।

মিসেস হপ্‌কিন্সও অন্য হাজার মিসেসেরই একজন। সোনা-বাঁধানো দাঁত, শুয়ে-বসে কাটানো মেজাজ, রবিবার অপরাহ্নের ভ্রমণ-বিলাস, বাড়ির আরাম-বিরামের জন্য মুদির দোকানে ধার, দাম-পড়ে যাওয়া সেলের সময় বিভাগীয় বিপনিতে ভিড় করা, চার তলার যে মহিলাটি আসল উট পাখির টিপ পরেন এবং যার ঘণ্টার উপরে দুটো নাম লেখা থাকে তার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকানো, অবসর সময়ে জানালায় বসে কাটানো, পাওনার কিস্তি-আদায়কারীর উপর সতর্ক নজর রেখে তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ইত্যাদি গোথাম ফ্ল্যাটবাসীদের সব গুণেই সেও গুণান্বিতা।

এবম্বিধ বিবরণাদির জন্য আরও এক মুহূর্ত সময় কেটে যাক ; তারপরেই গল্পটা শুরু হবে।

মহানগরে অনেক বড় বড় আকস্মিক ঘটনা ঘটে। মোড় ঘুরতে গিয়ে কুটেনাই জলপ্রপাত থেকে আগত আপনার পুরনো বন্ধুটির চোখেই আপনার ছাতার শিকটা ঢুকিয়ে দিলেন। বেড়াতে বেড়াতে পার্কের ভিতরে একটা মিষ্টি ফুল তুললেন—আর একি! একদল ডাকাত আপনাকে আক্রমণ করল—অ্যাম্বুলেন্সে তুলে আপনাকে হাসপাতালে পাঠানো হল—সেখানকার নার্সকেই আপনি বিয়ে করলেন ; বউ আপনাকে "ডিভোর্স" করল—আপনার সব সম্বল ফুরিয়ে গেল—রুটির লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন—এক ধনবতী উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করলেন—লণ্ড্রি থেকে জামা-কাপড় আনলেন, ক্লাবের চাঁদা মিটিয়ে দিলেন—সব কিছুই ঘটে গেল চোখের নিমেষে। রাজপথ ধরে হাঁটছেন—একটা আঙুল আপনাকে ইশারায় ডাকল, আপনার সমুখে একখানা রুমাল ফেলা হল, আপনার মাথায় একখানা ইট এসে পড়ল, এলিভেটরের তার অথবা আপনার ব্যাংক পটল তুলল, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটল—আপনাকে নিয়ে ভাগ্য নানান খেলা খেলতে লাগল। মহানগর যেন একটি চটপটে শিশু, আর আপনি তার হাতের খেলনার লাল রং ; শিশুটি আপনাকে চেটেই খেয়ে ফেলল।

ভরপেট ডিনার খেয়ে জন হপ্‌কিন্স তার সাজানো-গোছানো সমুখের ফ্ল্যাটে গিয়ে বসল। তার আসনটিতে নানা রকম রংয়ের পাথর বসানো। মিসেস হপ্‌কিন্স পাশে বসে হলের দিক থেকে ভেসে-আসা ডিনারের কথা নিয়ে গুনগুন করে বকতে শুরু করল। কুকুরের বাচ্চাটা বিরক্তিভরা চোখে হপ্‌কিন্স-এর দিকে তাকিয়ে মানববিদ্বেষী দাঁতটা দেখাল।

এখানে দারিদ্র্য ছিল না, ভালবাসা ছিল না, যুদ্ধও ছিল না; কিন্তু এ রকম একটা নিষ্পত্র ডালেও একটা পরিপূর্ণ জীবনের কলম বাঁধা যায়।

হপ্‌কিন্স-এর ইচ্ছা হল জীবনের স্বাদহীন ময়দার তালের মধ্যে মিষ্টি কথার কয়েকটা কিসমিস ছড়িয়ে দেবে। কাজের কর্তাকে উহ্য রেখে সে বলল, "আপিসে একটা নতুন এলিভেটার বসানো হল, আর তাতেই বড় কর্তার মুখের গোঁফজোড়া উল্টে গেল।"

"কি বলছ তুমি?" মিসেস হপ্‌কিন্স টিপ্পনি কাটল।

জন বলেই চলল, "মিঃ হুইপ্‌ল্‌স্ আজ তার নতুন সুটটা পরে এসেছিল। সেটা আমার দারুণ ভাল লেগেছে। ধূসর রংয়ের সঙ্গে—" হঠাৎ থেমে গিয়ে কি একটা জিনিসের প্রয়োজন বোধ করে সে প্রসঙ্গটা পাল্টাল। "এখনই মোড় পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আমাকে পাঁচ-সেন্টের একটা চুরুট আনতে হবে।"

জন হপ্‌কিন্স টুপিটা হাতে নিয়ে ফ্ল্যাট-বাড়ির হল ও সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

সন্ধ্যায় মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অকারণে চেঁচামেচি করতে করতে আশ্চর্য সব কথায় ও সুরে নানা রকম খেলা খেলছে। তাদের বড়রা দরজায় ও সিঁড়িতে বসে আরাম করে পাইপ টানছে আর গল্প-গুজব করছে।

মোড়ের যে চুরুটের দোকানটার কথা জন হপ্‌কিন্স উল্লেখ করেছে সেটার মালিকের নাম ফ্রেশ্‌মেয়ার। পৃথিবীটাকে সে একটা ঊষর অন্তরীপ বলেই মনে করে।

দোকানের কেউ হপ্‌কিন্সকে চেনে না। দোকানে ঢুকে সে তার দরকারী মালটি দিতে বলল। ফ্রেশ্‌মেয়ার হাত বাড়িয়ে মালটা দিল। চুরুটের গোড়াটা দাঁত দিয়ে কেটে ঝোলানো গ্যাস-জেট থেকে সেটা ধরিয়ে নিয়ে সে পকেটে হাত ঢোকাল দামটা দেবার জন্য; কিন্তু একটা পেনিও তার হাতে ঠেকল না।

সে সরলভাবেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, "দেখ ভাই, খুচরোটা না নিয়েই আমি চলে এসেছি। নিকেলের মুদ্রাটা একটু পরেই তোমাকে দিয়ে যাব।"

ফ্রেশ্‌মেয়ারের বুকের মধ্যে আনন্দ উথলে উঠল। পৃথিবীটা পচে গেছে আর মানুষ একটা ভ্রাম্যমান শয়তান মাত্র—তার এই বিশ্বাসের এটাই তো একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। একটা কথাও না বলে সে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে তার খদ্দেরটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা মানববিদ্বেষী তামাকওয়ালার ঘুষি হজম করার মত মানুষও হপ্‌কিন্স নয়। যে দোকানী সামান্য টাকার জন্য এমনভাবে ঘুষি মেরে বসল তার চোখেও সে বসিয়ে দিল একখানা মোক্ষম রদ্দা।

শত্রুপক্ষের আক্রমণের চাপ সামলাতে জন হপ্‌কিন্স-এর লোকরাও পথে নেমে এল। পথ-চলতি যে সব মানুষ রক্তারক্তি কাণ্ড দেখতে ভালবাসে তারা এসে ভিড় করে দাঁড়াল।

তারপরই অনিবার্যভাবে এসে হাজির হল পুলিশ; তাতে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত দুই পক্ষেরই যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দিল। জন হপ্‌কিন্স শান্তিপ্রিয় নাগরিক; রাত হলে ফ্ল্যাটে বসে শব্দের ধাঁধার সমাধান করে; কিন্তু তাই বলে সে যুদ্ধ করতেও

পিছ্পা নয়। এক ঘুষিতে সে একজন পুলিশকে মুদিখানার খোলা জিনিসপত্রের মধ্যে ফেলে দিল, আর ফ্রেশ্‌মেয়ারকে এমন একখানা "পাক" ঝাড়ল যে সে হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারল যে ক্ষেত্রবিশেষে পাঁচ সেন্ট ধার দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তারপরেই হপ্‌কিন্স গলিপথ ধরে সবেগে পালাতে লাগল, আর চুরুটের দোকানী ও পুলিশ ছুটতে লাগল তার পিছন-পিছন।

ছুটতে ছুটতেই হপ্‌কিন্স বুঝতে পারল যে একটা বেশ বড়, নিচু, লাল রংয়ের রেসের মোটর গাড়ি তার পাশে পাশেই ছুটে চলেছে। অটোটা গলির এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল, আর গাড়ির চালক হপ্‌কিন্সকে ইশারায় উঠে পড়তে বলল। সেও চলার গতি না কমিয়েই এক লাফে লাল বনাতে মোড়া একটা আসনে সোফারের পাশে ছিটকে পড়ল। বৃহদাকার চলার যন্ত্রটাও অদ্ভুত একটা শব্দ করে আল্‌ব্রাট্রস পাখির মত যেন উড়ে চলল বড় রাস্তাটা ধরে।

গাড়ির চালক একটি কথাও না বলে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। সে এমন ভাবে কালো চশমা ও সোফারের ছদ্মবেশ পরে ছিল যে তাকে চেনাই যাচ্ছিল না।

হপ্‌কিন্স কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল, "হে বৃদ্ধ, আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। মনে হচ্ছে, আপনার শরীরে খেলোয়াড়ের রক্ত বইছে; তাই দু'জনে মিলে একটা মানুষকে ধোলাই দিচ্ছে এটা আপনার ভাল লাগে নি। আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে আমার দফা রফা হয়ে যেত।"

সোফার যে তার কথাগুলো শুনেছে সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হপ্‌কিন্স কাঁধটা ঝাঁকিয়ে চুরুটে দাঁত বসাল। এত হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও চুরুটটাকে সে দাঁতের ফাঁকেই ধরে রেখেছিল।

আরও দশ মিনিট। গাড়িটা বাঁক ঘুরে বাদামী পাথরের একটা বিরাট প্রাসাদের খোলা ফটক দিয়ে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাফ দিয়ে নেমে সোফার বলল:

"তাড়াতাড়ি নেমে আসুন। লেডিই সব কথা বুঝিয়ে বলবেন। এ সম্মান আপনার প্রাপ্য মঁসিয়ে।"

কোন কথায় কান না দিয়ে সোফার হপ্‌কিন্সকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। তাকে নিয়ে ঢুকল একটা ছোট কিন্তু বিলাসবহুল অভ্যর্থনা-ঘরে। অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী মহিলা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। তার দুই চোখ রাগে আগুনের মত জ্বলছে। তার অতি সূক্ষ্ম দুটি বাঁকা ভুরু ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে আছে।

নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে সোফার বলল, "মাইলেডি, সবিনয়ে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে মঁসিয়ে লং-এর বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না। ফিরে আসার পথে এই ভদ্রলোককে দেখলাম প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছেন। তিনি লড়াই করছেন পাঁচ-দশ-ত্রিশজনের বিরুদ্ধে; তাছাড়া বিপক্ষে ছিল আটজন পুলিশ। আমি নিজের মনেই বললাম, মঁসিয়ে লং যখন বাড়িতেই নেই, তখন এই ভদ্রলোককে দিয়েই মাইলেডির কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাবে, আর তাই আমি তাকে এখানে নিয়ে এসেছি।"

মহিলা বললেন, "খুব ভাল করেছ আর্মান্দ। তুমি এখন যেতে পার।" তিনি হপ্‌কিন্স-এর দিকে মুখ ফেরালেন।

বললেন, "আমার সোফারকে পাঠিয়েছিলাম আমার এক সম্পর্কিত ভাই ওয়াল্টার লং-কে আনতে। এই বাড়িতে এমন একজন আছে যে আমাকে অপমান করেছে, গালাগালি করেছে। আমার মাসির কাছে নালিশ করেছি, কিন্তু তিনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। আর্মান্দ বলছে, আপনি সাহসী। আজকালকার গদ্যময় দিনে একাধারে সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় মানুষ দুর্লভ। আপনার সাহায্যের উপর আমি ভরসা করতে পারি তো?"

জন হপ্‌কিন্স চুরুটের বাকি অংশটা কোটের পকেটে গুঁজে ফেলল। জীবনে এই প্রথম সে রোমান্সের শিহরণ অনুভব করল।

মুখে বলল, "আচ্ছা, আগে সেই লোকটাকে একবার দেখিয়ে দিন তো। এতকাল তো চাঁচা-ছোলার কাজ করেই নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি। আজ রাতেই প্রথম পেলাম কাজের মত কাজ।"

বন্ধ দরজাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মহিলা বললেন, "ওই তো ওখানেই আছেন। এগিয়ে যাও। তুমি আবার ভয়ে পিছিয়ে যাবে না তো?

"আমি!" জন হপ্‌কিন্স বলল, "আপনার তোড়া থেকে একটা গোলাপ আমাকে দিন; দেবেন তো?"

মহিলা তাকে একটা লাল গোলাপ দিলেন। জন হপ্‌কিন্স তাতে চুমু খেয়ে ভেস্টের পকেটে রেখে দিল, দরজাটা খুলে ফেলল, তারপর ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। একটা সুন্দর লাইব্রেরি-ঘর, উজ্জ্বল, নরম আলোয় আলোকিত। একটি যুবক পড়াশুনা করছে।

জন হপ্‌কিন্স আচমকা বলে উঠল, "আপনার চাই ভদ্র ব্যবহারের উপর লেখা পুথি। উঠে দাঁড়ান, আমি আপনাকে কিছু শিক্ষা দিতে চাই। একটি মহিলার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন কেন?"

যুবকটি ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তারপর ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে জন হপ্‌কিন্স-এর হাতটা ধরে জোর করে তাকে বাড়ির সমুখের দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

মহিলাটিও ততক্ষণে ঘরে ঢুকছেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "সাবধান রাল্‌ফ্‌ ব্রান্স্‌কোম্ব, যে সাহসী যুবকটি আমাকে রক্ষা করতে এসেছে তাকে সম্‌঩ঝে চল।"

যুবকটি জন হপ্‌কিন্সকে ভদ্রভাবে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

শান্ত গলায় বললেন, "বেস, ওই সব ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়া তুমি ছেড়ে দাও এটাই আমার ইচ্ছা। ওই লোকটা এখানে কেমন করে ঢুকে পড়ল?"

যুবতীটি বললেন, "আর্মান্দ ওকে এনেছে। আমি মনে করি, সেন্ট বার্নার্ডকে আমার কাছে না দিয়ে তুমি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছ। আর্মান্দকে পাঠিয়েছিলাম ওয়াল্টারকেই ডেকে আনতে। আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম।"

যুবতীর হাতখানা ধরে যুবক বললেন, "ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর বেস। ওই কুকুরটা মোটেই নিরাপদ নয়। কুকুরশালার আশে-পাশে তিন-চারজন লোককে ওটা কামড়ে দিয়েছে। এবার চলতো, মাসিকে গিয়ে বলে আসি যে আমাদের মধ্যে আবার ভাব হয়ে গেছে।"

হাতে-হাত ধরে তারা চলে গেল।

জন হপ্‌কিন্সও হাঁটতে হাঁটতে তার ফ্ল্যাটে চলে গেল। দারোয়ানের পাঁচ বছরের মেয়েটা সিঁড়িতে বসে খেলছিল। তাকে গোলাপ ফুলটা দিয়ে হপ্‌কিন্স উপরে উঠে গেল।

মিসেস হপ্‌কিন্স কাগজ নিয়ে কি যেন করছিল।

জিজ্ঞাসা করল, "চুরুট পেলে?"

"নিশ্চয় পেয়েছি," হপ্‌কিন্স বলল। "এই ফাঁকে একটু ঘুরে এলাম। আজকের রাতটা কী সুন্দর।"

সোফাটায় বসে সে চুরুটের বাকি অংশটা বের করে ধরিয়ে নিল। তারপর দেয়ালের ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বলল, "তোমাকে মিঃ হুইপ্‌ল্‌-এর সুটটার কথা বলছিলাম। ধূসর রংয়ের উপর আবছা চেক-কাটা। ভারী সুন্দর দেখতে।"

# জনৈক কৃপণ প্রেমিক

## A Lickpenny Lover

"বৃহৎ ভাণ্ডার"-এ ৩,০০০ মেয়ে কাজ করত। ম্যাসি তাদের মধ্যে একজন। অষ্টাদশী মেয়েটি পুরুষের দস্তানার মেয়ে-দোকানী। এখানে দুই ধরনের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে—এক শ্রেণীর পুরুষ যারা বিভাগীয় বিপনি থেকে নিজেদের জন্য দস্তানা কেনে এবং আর এক শ্রেণীর মেয়ে যারা দস্তানা কেনে দুর্ভাগা পুরুষদের জন্য। মানব জাতি সম্পর্কে এই ব্যাপক জ্ঞানটুকু ছাড়া আরও কিছু তথ্যও ম্যাসি সংগ্রহ করেছে। আরও ২,৯৯৯ মেয়ের মুখ থেকে তাদের জ্ঞানের কথা শুনেছে এবং নিজের মস্তিষ্কে জমা করে রেখেছে। প্রকৃতি দেবী হয় তো আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যে মেয়েটির কপালে কোন সৎপরামর্শদাতা জুটবে না; তাই রূপের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটুকু দিয়েই তাকে সংসারে পাঠিয়েছিলেন।

ম্যাসি সুন্দরী, ঘন নীলনয়না। সে "বৃহৎ ভাণ্ডার"-এর কাউণ্টারের ও-পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, আর নজরদারের দৃষ্টি এড়িয়ে "টুটি ফ্রুটি" চিবোয়।

ঘটনাক্রমে একদিন আর্চি কার্টার "বৃহৎ ভাণ্ডার"-এ ঢুকে পড়ল। লোকটি চিত্রকর,

কোটিপতি, পর্যটক, কবি, মোটরবিহারী। এখানে বলে রাখা ভাল যে স্বেচ্ছায় সে এ দোকানে ঢোকে নি। পুত্রের কর্তব্য তাকে এখানে টেনে এনেছে, আর তার মা ব্রোঞ্জ ও টেরা-কোটার মূর্তিগুলো দেখে বেড়াচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে কার্টার দস্তানার কাউন্টারে এসে হাজির হল। সত্যি সত্যি তার দস্তানার দরকার ছিল। নিজের দস্তানা জোড়া আনতে সে ভুলে গিয়েছিল। তবু সেখানে এসে পড়েছে বলে তাকে কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ দস্তানার দোকানে প্রেমের সূচনার কথা সে আগে কখনও শোনেই নি।

যাই হোক, কাউন্টারের ও-পাশ থেকেই ম্যাসি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কার্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করল ; তখন তার চোখের দৃষ্টিতে বুঝি ঝরে পড়েছিল দক্ষিণ সমুদ্রের বুকে ভাসমান বরফ-স্তূপের উপর ঠিকরে-পড়া গ্রীষ্মের সূর্যকিরণের আতপ্ত, সুন্দর নীল আভা।

আর তখনই চিত্রকর, কোটিপতি ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত আর্ভিং কার্টারের ম্লান মুখে ঝিলিক দিল একটি আতপ্ত রক্তিম আভা। কিন্তু তার কারণ কোন রকম হীনতাবোধ নয়। রংয়ের ঝিলিকটি মূলত বুদ্ধিগত। মুহূর্তের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে অন্য সব কউন্টারে মুখ টিপে হাসা মেয়েদের সঙ্গে যে সব যুবকরা ফস্টি-নস্টি করছে, ঘটনাচক্রে এখন সেও তাদের দলেই ভিড়ে পড়েছে। একটি দস্তানা-বিক্রেতা মেয়ে তার দিকেও একনজর সোহাগের দৃষ্টি দিক সেটাই সেও মনে মনে চাইছে। এখন সেও বিলি-জ্যাক-মিকিদেরই একজন হয়ে গেছে।

দস্তানার দাম মিটিয়ে দেবার পরে সেগুলো বাণ্ডিল করে মুড়ে দেওয়া হয়ে গেল, কার্টার তবু এক মুহূর্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। ম্যাসির গোলাপী ঠোঁটের কোণের টোলগুলি গভীরতর হল। অন্য যে সব ভদ্রজনরা দস্তানা কিনেছে তারাও একই ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। ম্যাসি একটা হাত ভাঁজ করে "সাইকি"-র ভঙ্গিতে শো-কেসের কোণায় কনুইটাকে রেখে দাঁড়াল।

আগে কখনও কার্টার এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় নি। বিল বা জ্যাক অথবা মিকির চাইতেও বেশি ভ্যাবাচেকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। সামাজিক দিক থেকে এই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হবার কোন সুযোগই ছিল না। দোকানী মেয়েদের প্রকৃতি ও অভ্যাস সম্পর্কে সে যা কিছু পড়েছে বা শুনেছে মনে মনে সেই সব কথা স্মরণ করার চেষ্টাই সে করতে লাগল। যে ভাবেই হোক তার মনে হল যে এই সব মেয়েরা মামুলি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাকে খুব একটা আমল দেয় না। এই মন-পছন্দ কুমারী মেয়েটির কাছে হঠাৎ একটা দেখা-সাক্ষাতের প্রস্তাবের কথা ভাবতেই তার বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। কিন্তু বুকের ভিতরকার সেই ওঠা-নামাই বুঝি তাকে সাহসও যোগাল।

বন্ধুসুলভ কিছু সাধারণ কথাবার্তার পরেই সে তার কার্ডটা কাউন্টারের উপর মেয়েটির হাতের কাছে রেখে দিয়ে বলল :

"আমার কথাগুলি যদি খুব সাহসিক বলে মনে করেন তাহলে দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি একান্তভাবেই আশা করছি যে আপনাকে আর একবার

দেখতে পাবার আনন্দ আপনি আমাকে দেবেন। এতে আমার নাম লেখা আছে। আপনাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই আপনার একজন বন্ধু—মানে পরিচিত জন হবার অনুগ্রহটুকুই আমি চাই। সেটুকু আশা কি আমি করতে পারি ?"

ম্যাসি মানুষ চেনে—বিশেষ করে যে সব পুরুষ মানুষ দস্তানা কিনতে আসে। অসংকোচে সে সরল, সহাস্য মুখে কার্টারের চোখের দিকে তাকাল। বলল :

"অবশ্যই পারেন। আমি তো মনে করি যে আপনি ঠিক অনুমানই করেছেন। যদিও সাধারণত আমি অপরিচিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে কোথাও যাই না। এটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের ঠিক মানায় না। আপনি আবার কখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ?"

কার্টার বলল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আপনি যদি আমাকে আপনার বাড়িতে যাবার অনুমতি দেন তাহলে আমি—"

ম্যাসি সুরেলা গলায় হেসে উঠল। বেশ জোর দিয়েই বলল, "ওঃ, না, না! আপনি যদি একবারও আমাদের ফ্ল্যাটটা চোখে দেখতেন! তিনটে ঘরে আমরা পাঁচ জন থাকি। কোন ভদ্রলোক বন্ধুকে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলে না!"

মোহিত হয়ে কার্টার বলল, "তাহলে আপনার সুবিধা মত যে কোন জায়গায়।"

ম্যাসি বলল, "ধরুন, বৃহস্পতিবার রাত্রে হলে আমার পক্ষে ভাল হয়। আচ্ছা, আপনি যদি ৭-৩০এ অষ্টম এভেনিউ ও আটচল্লিশতম স্ট্রীটের মোড়ে আসেন। আমি ওই মোড়ের কাছেই থাকি। আমাকে কিন্তু এগারোটার মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে। মা কখনও আমাকে এগারোটার পরে বাইরে থাকতে দেয় না।"

কার্টার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কথা দিল যে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই সে হাজির থাকবে; তারপরই সাত-তাড়াতাড়ি তার মার কাছে ফিরে গেল। একটা ব্রোঞ্জের ডায়ানা-মূর্তি কেনার ব্যাপারে তার সম্মতির জন্য মাও তার খোঁজ করছিল।

ছোট চোখ ও বোঁচা নাকওয়ালা একটি দোকানী-মেয়ে ম্যাসির কাছে এগিয়ে এসে গায়ে পড়ে প্রশ্ন করল, "লোকটার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ফেললে নাকি ম্যাসি ?"

কার্টারের কার্ডখানাকে কোমরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ম্যাসি বেশ চালের সঙ্গেই জবাব দিল, "ভদ্রলোক দেখা করার জন্য অনুমতি চাইলেন, তাই—"

খুক-খুক করে চাপা হাসি হেসে ক্ষুদে চোখ মেয়েটি বলে উঠল, "দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি! ওয়াল্‌ডর্ফ-এ ডিনার খাওয়া, তার পর তার গাড়িতে চেপে একটু ঘুরে আসা—এ সব কিছু বলেছে কি ?"

"আঃ, থাম তো!" ম্যাসি বিরক্ত হয়ে বলল। "সব কিছু বাড়িয়ে বলাই তোমার স্বভাব। না, সে ওয়াল্‌ডর্ফ-এর কথা বলে নি; কিন্তু তার কার্ডে পঞ্চম এভেনিউর একটা ঠিকানা আছে, আর সে যদি সাপার খাওয়ায় তাহলে নিশ্চয় তামাক-পাতা খাওয়াবে না।"

কার্টার যখন মাকে নিয়ে "বৃহৎ ভাণ্ডার" থেকে বেরিয়ে গেল তখন বুকের মধ্যে

একটা বোবা ব্যথা অনুভব করে সে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। সে জানে, তার উনত্রিশ বছরের জীবনে এই প্রথম প্রেমের আবির্ভাব ঘটেছে। আর সেই ভালবাসার মানুষটি যে পথের মোড়েই একটা দিন-ক্ষণও স্থির করে ফেলেছে সেটা তার মনোমত হলেও তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তারও অবধি নেই।

দোকানী-মেয়েটিকে কার্টার চেনে না। তার বাড়িটা যে কোন রকমে বাস করার মত একটা ছোট্ট ঘর অথবা আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি একটা সংসার তাও সে জানে না। রাস্তার মোড়টাই তার বৈঠকখানা, পার্কই তার ড্রয়িংরুম; এভেনিউটাই তার বেড়াবার বাগান; তবু সেখানেই সে এক সর্বময়ী কর্ত্রী, ঠিক যেমনটি আমার কর্ত্রী তার পর্দা-ঝোলানো কক্ষে।

প্রথম সাক্ষাতের দুই সপ্তাহ পরে এক সন্ধ্যায় গোধূলি-ক্ষণে কার্টার ও ম্যাসি হাতে হাত ধরে একটা স্বল্পালোকিত পার্কে বেড়াচ্ছিল। একটা ছায়া-ঢাকা নির্জন বেঞ্চি দেখতে পেয়ে দু'জনে সেখানেই বসল।

এই প্রথম কার্টারের হাত অলক্ষ্যে ম্যাসির কটি বেষ্টন করল। আর ম্যাসির সোনালী মাথাটা পরম নির্ভরতায় কার্টারের কাঁধের উপর এলিয়ে পড়ল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ম্যাসি কৃতজ্ঞ চিত্তে বলল, "এ কথাটা তুমি আগে কখনও ভাব নি কেন?"

কার্টার সাগ্রহে বলে উঠল, "ম্যাসি, তুমি নিশ্চয় জান যে আমি তোমাকে ভালবাসি। আন্তরিকভাবেই আমি তোমাকে বলছি আমাকে বিয়ে করতে। এই অল্প সময়ে তুমিও আমাকে যেটুকু জেনেছ তাতে নিশ্চয় আমার সম্পর্কে তোমার মনে কোন সন্দেহের ছায়া পড়ে নি। আমি তোমাকে চাই, আর তোমাকে পাবও। আমাদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে যত ফারাকই থাকুক আমি সেটা গ্রাহ্য করি না।"

"কিসের ফারাক?" ম্যাসি কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

কার্টার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আরে, আসলে কোন ফারাক নেই, ফারাকটা আছে কেবল বোকাদের মনে। তোমাকে একটা বিলাসবহুল জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা আমার আছে। আমার সামাজিক মর্যাদা তর্কের অতীত, আর আমার সম্পদও প্রচুর।"

"সকলেই তাই বলে," ম্যাসি মন্তব্য করল, "আমার তো ধারণা তুমি রেস খেল। আমাকে যতটা তাজা দেখায় আমিও কিন্তু তা নই।"

কার্টার শান্তভাবে বলল, "তুমি যে কোন প্রমাণ চাও আমি দিতে পারি। আমি তোমাকে চাই ম্যাসি। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি সেই দিনই তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

মজার হাসি হেসে ম্যাসি বলল, "ও রকম কথা তো সকলেই বলে থাকে। যদি কখনও এমন একটি লোককে দেখতে পাই যে আমাকে তৃতীয়বার দেখার পরেও আমার পিছনে লেগে থাকে তো তার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।"

কার্টার অনুনয়ের সুরে বলল, "দয়া করে এ রকম কথাগুলি বলো না। আমার কথা শোন। প্রথম যেদিন তোমার চোখে চোখ রেখেছি সেদিন থেকে এ পৃথিবীতে তুমিই আমার কাছে একমাত্র নারী।"

"তুমি ঠাট্টা করছ না তো!" ম্যাসি হাসল। "এ রকম কথা আরও কতজন মেয়েকে তুম বলেছ?"

তবু কার্টার কিন্তু হাল ছাড়ল না। অবশেষে সে পৌঁছে গেল দোকানী-মেয়েটির অন্তরের অন্তস্থলে। তার কথাগুলি ম্যাসির অন্তরকে বিদ্ধ করল। দেখার মত চোখ তুলে সে কার্টারের দিকে তাকাল। তার ঠাণ্ডা গাল দুটোতে রংয়ের ছোঁয়া লাগল। ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে তার পতঙ্গ-পাখা দুটি জুড়ে এল; মনে হল এখনই সে ভালবাসার ফুলটির উপর বসবে। দস্তানা-কাউন্টারের বাইরে দাঁড়ানো মানুষটির মধ্যে নেমে এল জীবনের একটা নিষ্প্রভ আলোর রশ্মি। পরিবর্তনটা বুঝতে পেরে কার্টার সে সুযোগটা লুফে নিল।

চাপা স্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "তুমি আমাকে বিয়ে কর ম্যাসি; তারপরেই এ কুৎসিত শহরটা ছেড়ে আমরা চলে যাব একটা সুন্দর শহরে। আমরা ভুলে যাব কাজ, ভুলে যাব দেনা-পাওনার হিসাব; আমাদের জীবনটা হয়ে উঠবে একটা দীর্ঘ ছুটির অবকাশ। আমি জানি কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব—আমি প্রায়শই সেখানে যাই। শুধু এমন একটা সাগর-সৈকতের কথা ভাব যেখানে চির বসন্ত বিরাজ করে, যেখানে উর্মিমালা ভেঙে পড়ে মনোরম সৈকতে, যেখানে মানুষ শিশুর মত সুখী ও মুক্ত। তোমার যতদিন ইচ্ছা আমরা সেখানেই থাকব। অনেক দূরের সেই সব শহরের একটি শহরে আছে মস্ত বড় বড় সব প্রাসাদ ও গম্বুজ—সব কিছুই ছবি ও প্রতিমূর্তি দিয়ে সাজানো। জলই সে শহরের পথ; সকলেই সেখানে পথ চলে—"

"আমি জানি," হঠাৎ উঠে বসে ম্যাসি বলল, "গণ্ডোলায় চড়ে।"

"ঠিক," কার্টার হাসল। তারপর বলতে লাগল, "তারপর আমরা ভ্রমণে বের হব। পৃথিবীতে যেখানে যা আছে সব দেখব। ইউরোপের শহরগুলো দেখা হয়ে গেলে আমরা যাব ভারতবর্ষে, সেখানকার বড় বড় শহর-নগর দেখব, হাতিতে চড়ব, হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের আশ্চর্য সব মন্দির দেখব, জাপানীদের বাগান দেখব, পারস্যের উটের শোভাযাত্রা ও রথের দৌড় দেখব; আর দেখব বিদেশের সব অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য। তোমার কি মনে হচ্ছে না যে এসব কিছুই তোমার ভাল লাগবে ম্যাসি?"

ম্যাসি উঠে দাঁড়াল।

ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমি ভাবছি এবার বাড়ি গেলে হয়। বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

কার্টার নানা ভাবে তাকে তুষ্ট করেই চলল। তার মেজাজটা কার্টার বুঝে ফেলেছে। তার কথা অমান্য করা বৃথা। তবু তার মন বলল, সে জয়ী হয়েছে। একটা রেশমি সুতো দিয়ে হলেও মুহূর্ত কালের জন্য সে তার বন্য "সাইকি"-র মনটাকে বাঁধতে পেরেছে, ফলে তার আশা আরও বলবতী হয়েছে। মেয়েটি তো একবারের জন্যও তার পাখনা দুটি গুটিয়েছে, তার ঠাণ্ডা হাতটা জড়িয়ে ধরেছে কার্টারের হাত।

পরদিন ম্যাসির এক ইয়ার লু লু "বৃহৎ ভাণ্ডার"-এর কাউন্টারে ম্যাসিকে পাকড়াও করল।

"তুমি আর তোমার মোটা বন্ধুটি কেমন চালাচ্ছ?" সে প্রশ্ন করল।

চুলের গুচ্ছটাকে এক পাশে সরিয়ে ম্যাসি বলল, "ওঃ, সেই লোকটা? সে

আর এ সবের মধ্যে নেই। আচ্ছা লু, বলতো সেই লোকটা আমার কাছ থেকে কি আশা করেছিল?"

লু লু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "রঙ্গমঞ্চে যেতে বলেছিল কি?"

"না, সে কাজ করার মুরোদ তার নেই। সে চেয়েছিল আমি তাকে বিয়ে করি এবং মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে কোনি দ্বীপে চলে যাই!"

# চাঁদের কলংক

## Little Speck in Garnered Fruit

মধুচন্দ্রিমার অনুষ্ঠান বেশ জমে উঠেছে। মাটিতে পা রেখে কনে বসেছিল দোলনায়। সে ডুবে ছিল গোলাপী স্বপ্নের ঘোরে, আর তার গায়ে জড়ানো ছিল সেই একই রংয়ের কিমোনো। সে অবাক হয়ে ভাবছিল গ্রীণল্যাণ্ড, টাস্‌মানিয়া ও বেলুচিস্তানের লোকরা কিড ম্যাক্‌গ্যারির সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে পরস্পর কি বলাবলি করছে। অবশ্য তাতে যে অবস্থার কোন তারতম্য হবে তা কিন্তু নয়।

কনে বলল, "আমার পিচ ফল খেতে ইচ্ছা করছে।"

কিড ম্যাক্‌গ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে কোট ও হ্যাট পরে নিল। সে তখন গম্ভীর, আবেগপ্রবণ ও চঞ্চল।

সে বলল, "ঠিক আছে; আমি নিচে যাব আর তোমার জন্য একটা নিয়ে আসব।"

কনে বলল, "দেরি করো না কিন্তু। দুষ্টু ছেলেটা কাছে না থাকলে আমার বড় একা-একা লাগবে। একটা ভাল দেখে পাকা ফল এনো।"

যেন সে এখনই কোন সুদূর বিদেশে যাত্রা করবে এই রকম ভাবে বার বার বিদায় জানিয়ে কিড রাস্তায় নেমে গেল।

সেখানে কিন্তু সে সঙ্গত কারণেই ইতস্তত করতে লাগল, কারণ সময়টা তখন বসন্তের শুরু; কাজেই পথের ধারে এবং দোকানে গ্রীষ্মকালের সেই সোনালী রসালো ফলটা খুঁজে পাবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।

সে মোড়ের ইতালীয় ফলের দোকানটায় থামল এবং কাগজে মোড়া কমলালেবু, ঝক্‌ঝকে আপেল এবং শুকনো রোদে-পোড়া কলার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল।

সব প্রেমিকের সেরা প্রেমিক দান্তের মত উচ্চারণে কিড শুধাল, "পিচ ফল পাওয়া যাবে কি?"

ফেরিওয়ালা বলল, "ওঃ, না। একটাও পিচ ফল নেই। এখনও তার সময় হয় নি। ভাল কমলালেবু আছে। তাতে চলবে কি?"

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে কিড পিচ ফলের সন্ধানে এগিয়ে গেল। সে ঢুকল সারারাত

খোলা চপের দোকানে, কাফেতে এবং তার বন্ধু ও গুণগ্রাহী জাস্টাস্ ও'কালাহান-এর ফলের দোকানে।

কিড বলল, "যা চাই এক্ষুণি দিতে হবে। বুড়ি তো বায়না ধরেছে তার পিচফল চাই। তোমার কাছে যদি পিচফল থাকে তাহলে শিগগির দাও। আমি তো চাইই, আর তোমার কাছে যদি বহুবচনাত্মক পরিমাণে থাকে তো সকলেরই চাই।"

"আরে, এ বাড়িটাই তো তোমার," ও'কালহান বলল। "কিন্তু পিচফল তো এখানে পাবে না। এখনও তার সময় হয় নি। ব্রডওয়েতে খুঁজলেও একটা পাবে বলে তো মনে হয় না। এটাই তো মুস্কিল। কোন মহিলার যখন একটা বিশেষ ফল খাবার সাধ হয় তখন অন্য কোন ফলই তার মুখে রুচবে না। এত রাতে তো কোন প্রথম শ্রেণীর ফলের দোকানও খোলা পাবে না। কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে ভাল কমলালেবু তোমার গিন্নির পছন্দ হবে তা হলে এক বাক্স ভর্তি কমলালেবু তোমাকে দিতে পারি।"

"বাধিত হলাম ক্যাল্। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে পিচফলের বায়না। অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখতেই হবে।"

হাঁটতে হাঁটতে কিড যখন ওয়েস্টসাইড এভেনিউতে হাজির হল তখন প্রায় মাঝরাত। কয়েকটা দোকান খোলাও ছিল। কিন্তু পিচের কথা শুনেই তারা তেড়ে এল।

কিন্তু তার পরিখাবেষ্টিত ফ্ল্যাটে কনে যে নিশ্চিন্ত মনে পারসিক ফলটির জন্য অপেক্ষা করে আছে। এত বড় একজন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন একটা পিচ ফল খুঁজে পাবে না?

কিডের চোখ পড়ল একটা বিচিত্র আলোক মালায় সজ্জিত জানালার উপর। হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। কিড ছুটে গিয়ে দরজায় তালা লাগাতে উদ্যত ফলওয়ালাকে ধরে ফেলল।

বলল, "পিচ ফল আছে?"

"না মশায়। আরও তিন-চার সপ্তাহের আগে পিচ পাবেন না। কোথায় পেতে পারেন তাও বলতে পারব না। লুকিয়ে-চুরিয়ে হয় তো কোথাও কিছুটা পেতে পারেন, কিন্তু সেটা যে কোথায় পাবেন তা বলা শক্ত। হয় তো কোন দামী হোটেলে পেয়ে যাবেন—সেই সব জায়গায় যেখানে প্রচুর টাকা বাজে খরচ করা হয়। অবশ্য আমার কাছে কিছু ভাল কমলালেবু আছে—আজই জাহাজে করে এসেছে।"

কিড মুহূর্তকাল মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল পাশের অন্ধকার গলির একটা বাড়ির দিকে যার সিঁড়ির মুখে দুটো সবুজ বাতি জ্বলছিল।

থানার ডেস্ক সার্জেন্টকে দেখে বলল, "ক্যাপ্টেন কি কাছাকাছি কোথাও গেছেন?"

ঠিক তখনই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন। পরনে সাদা পোশাক, ব্যস্ত-সমস্ত ভাব।

মুষ্টিযোদ্ধাকে বলল, "হেলো কিড, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি মধুচন্দ্রিমা করতে বেরিয়েছ।"

"কালই ফিরেছি। আমি এখন দস্তুরমত একজন নাগরিক। ভাবছি মিউনিসিপ্যালিটির

কাজকর্মে মন দেব। আজ রাতে ডেন্‌বার ডিক-এর বাড়িতে যাবার সময় হবে কি ক্যাপ?"

"সে সব চুকেবুকে গেছে," গোঁফে চাড়া দিয়ে ক্যাপ্টেন বলল। "ডেন্‌বার তো দু'মাস আগেই ধরা পড়েছে।"

"ঠিক কথা," কিড বলল। "র‍্যাফার্টি তাকে তেতাল্লিশতম রাস্তা" থেকে উৎখাত করে দিয়েছে। এখন সে তো তোমার এলাকাতেই আছে, আর খেলাও বেশ জমিয়ে তুলেছে। আমিও এই জুয়ার ব্যবসাতেই আছি। তোমাকে তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতেও পারি।"

· "আমার এলাকায়?" ক্যাপ্টেন গর্জন করে উঠল। "তুমি ঠিক জান কিড? তাহলে তো আমার উপকারই করা হবে। তুমি ঢুকতে পারবে তো? কাজটা কি ভাবে করা হবে?"

"হাতুড়ি দিয়ে," কিড বলল। "দরজায় এখনও ইস্পাত লাগানো হয় নি। দশটা লোকের দরকার হবে। না, আমাকে তারা সেখানে ঢুকতে দেবে না। ডেন্‌বার আমার উপর চটে আছে। তার ধারণা গত বারের হামলার খোঁজটা আমিই দিয়েছিলাম। তোমার যেমন তাড়া আছে তেমনি আমাকেও বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়িটা এখান থেকে মাত্র তিন ব্লক দূরে।"

দশ মিনিট পার হবার আগেই এক ডজন লোক এবং গাইডকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপ্টেন চুপি-চুপি ঢুকে পড়ল একটা অন্ধকার, নিষ্পাপ-দর্শন বাড়ির হল-পথে। বাড়িটাতে দিনের বেলায় নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে।

কিড নিচু গলায় বলল, "তিন তলার পিছন দিকে। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।"

তার নির্দেশ মত দু'জন কুড়ুলধারী লোক দরজার সমুখে গিয়ে দাঁড়াল।

সন্দিগ্ধ গলায় ক্যাপ্টেন বলল, "সব যে চুপচাপ। তোমার খোঁজটা যে সঠিক সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত তো?"

"দরজাটা কেটে ফেল! সঠিক না হলে সে দায়টা আমার।"

কুড়ুলের আঘাতে পল্‌কা দরজাটা ভেঙে গেল। তার ফাঁক দিয়ে ভিতরের এক ঝলক আলো বাইরে এসে পড়ল। আক্রমণকারীরা সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক বাগিয়ে লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বড় ঘরটা ডেন্‌বার ডিক-এর মনের মত করে সাজানো। নানা রকম বড় মাপের জুয়া খেলা চলছিল। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় প্রায় পঞ্চাশটা লোক পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাদা পোশাকের মানুষগুলো কিছু ডাণ্ডা ঘোরাল। অর্ধেকের বেশি পৃষ্ঠপোষক পালিয়ে গেল।

সেই রাতে ডেন্‌বার ডিক স্বয়ং জুয়ার আসরে হাজির ছিল। অল্পসংখ্যক হামলাকারীকে হটিয়ে দিতে যারা আসরে নেমেছিল সেই ছিল তাদের নেতা। কিন্তু কিডকে দেখামাত্রই তার আক্রমণটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়ল। মুষ্টিযোদ্ধার ভঙ্গিতে সে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার প্রতিপক্ষের উপর। পরস্পর জড়াজড়ি করতে করতে তারা কয়েক ধাপ সিঁড়ি

বেয়ে নিচে নেমে গেল। চাতালে পৌঁছে তারা ছাড়াছাড়ি হয়ে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে কিড কিছু ব্যক্তিগত কলা-কৌশল প্রয়োগ করার অবসর পেল।

প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে কিড দ্রুতগতিতে উপরে উঠে গেল, আর জুয়াখেলার ঘরটার ভিতর দিয়ে পাশের ছোট ঘরটাতে ঢুকে পড়ল।

সেখানে একটা লম্বা টেবিলে সাজানো ছিল সেরা জাতের চীনা মাটির ও রূপোর বাসনপত্র। তাতে প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করা ছিল মুষ্টিযোদ্ধাদের প্রিয় দামী-দামী সব খাদ্যবস্তু।

ঘরের মেঝে পর্যন্ত ঝোলানো টেবিল-ঢাকনাব নিচ দিয়ে বাইরে কয়েক ইঞ্চি বেরিয়েছিল পেটেণ্ট লেদারের একপাটি ১০নং জুতো। সেটাকে চেপে ধরে একটানে কিড বের করে আনল একটা কালো মূর্তিকে—তার পরনে সাদা টাই ও পরিবেশনকারীর উর্দি।

"উঠে দাঁড়াও," কিড হুকুম করল। "এই নিখরচার লাঞ্চের তুমিই মালিক তো?"

"হ্যাঁ সাহ্, তাইতো ছিলাম। ওরা কি আবার আমাদের জালে ফেলেছে?"

"ওদিকে তাকাচ্ছ কেন? আমার কথায় কান দাও। কাছাকাছি কোথাও পিচফল আছে কি? যদি না থাকে তো আমি সব খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেব।"

"তিন ডজন ছিল সাহ্—আজ সন্ধ্যায় খেলা শুরু হবার আগে; কিন্তু মনে হচ্ছে ভদ্রলোকরা সে সব সাবাড় করে দিয়েছে। যদি ভাল কমলালেবু খেতে চান সাহ্, তাহলে কয়েকটা এনে দিতে পারি।"

কিড কঠিন স্বরে বলল, "এখনই চলে যাও, যেখান থেকে পার কিছু পিচফল নিয়ে এস, নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। আজ রাতে কেউ যদি আমাকে কমলালেবু খাওয়াতে আসে তাহলে তার মুণ্ডুটা আমি ঘুরিয়ে দেব।"

ডেন্‌বার ডিক-এর মহার্ঘ ও অপচয়ী লাঞ্চকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে তার মধ্যে পাওয়া গেল একটিমাত্র পিচফল; যে ভাবেই হোক সেটা জুয়ারীদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিড-এর পকেটে চালান হয়ে গেল আর অক্লান্ত কর্মী খাদ্য-সন্ধানীটিও সঙ্গে সঙ্গে দামী বস্তুটি নিয়ে সরে পড়ল। নিচের গলিপথে অফিসাররা তখন বন্দীদের পেট্রলের গাড়িতে বোঝাই করছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত না করেই সে বড় বড় পা ফেলে বাড়ির দিকে ছুটল।

যত এগোচ্ছে ততই তার মনটা হাল্‌কা হচ্ছে। কিড-এর গিন্নি তাকে হুকুম করেছে, আর সে হুকুম সে তামিল করেছে। এ কথা ঠিক যে সে চেয়েছিল মাত্র একটি পিচফল, কিন্তু এই শীতের মধ্যরাত্রে শহরের পথে যখন শীতের বরফ লোহার মত কঠিন হয়ে পড়েছে তার মধ্যে একটা পিচফল সংগ্রহ করাটা খুব সোজা কাজ নয়। সে চেয়েছে একটি পিচ; সে তার কনে; নিজের পকেটের মধ্যে পিচটাকে সে হাত দিয়ে ধরে আছে; তার ভয় পাছে সেটা পকেট থেকে পড়ে গিয়ে হারিয়ে যায়।

ফেরার পথে একটা সারা রাতের ওষুধের দোকানে ঢুকে কিড চশমাধারী করণিকটিকে বলল:

"আমার পাঁজরের এই হাড়টাকে একটু ভাল করে দেখ তো ইয়ার, এটা ভেঙেছে কি না। একটা ছোটখাট সংঘর্ষে আমি দু'একটা সিঁড়ি টপকে নিচে পড়ে গিয়েছিলাম।"

ওষুধের দোকানের লোকটি ভাল করে পরীক্ষা করল।

সে রায় দিল, "এটা ভাঙে নি, কিন্তু ছড়ে যাওয়ার নমুনাটা দেখে মনে হচ্ছে যে আঘাতটা ভালই লেগেছিল।"

কিড বলল, "ঠিক আছে। দয়া করে তোমার জামা-বুরুশটা একটু দাও।"

লাল বাতি-ঢাকনার গোলাপী আভায় বসে কনে অপেক্ষা করছে। সব অলৌকিক ঘটনাই এখনও বিদায় নেয় নি। একটা তুচ্ছ জিনিসের জন্য হা-হুতাশ করেই—জিনিসটা একটা ফুল, একটা ডালিম—ও হ্যাঁ, একটা পিচ, যাই হোক না কেন—সে তো তার বরটিকে বাইরে পাঠাতে পেরেছে এই রাতের বেলায়।

আর সেই লোকটিই এখন তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে পিচফলটাকে তুলে দিল তার হাতে।

কনেটি আদর করে বলল, "দুষ্টু ছেলে! আমি কি একটা পিচফলের কথা বলেছিলাম নাকি। আমার তো মনে হয় একটা কমলালেবু পেলেই আমি বেশি খুশি হতাম।"

কনেদের জয় হোক।

# অগ্রদূত

## The Harbinger

বসন্তের হাওয়া পাড়াগেঁয়ে বোকা লোকদের বুকে দোলা লাগাবার অনেক আগেই শহুরে বাবুরা জানতে পারে যে তৃণ-সবুজ দেবীটি তার আসনে এসে বসেছেন। পাথরের দেয়ালে অবরুদ্ধ হয়ে সে ডিম ও টোস্টের প্রাতরাশ নিয়ে বসে, প্রাতঃকালীন খবরের কাগজখানা খোলে আর দেখতে পায় সাংবাদিকরা মেতে উঠেছে বাসন্তী দেবীকে নিয়ে।

আগেকার দিনে বসন্তের অগ্রদূতরা ছিল আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতির বস্তু, আর এখন সে কাজটা করে "এসোসিয়েটেড প্রেস"।

লাল-বুক রবিন পাখির প্রথম ডাক, ম্যাপল গাছের প্রথম অংকুর, পথের ধারে উইলো গাছের প্রথম ফুল, নীল পাখির প্রথম কিচির-মিচির, সেন্ট লুইসের বার্ষিক ঝড়, ভাঙা ঠ্যাং বুনো হাঁসটির আসা-যাওয়া, নদীতে প্রথম বরফ-গলার শুরু—ফুল-ফোটার ঋতুর এই সব আগাম লক্ষণের কথাই তো তারযোগে আসে শহরের জ্ঞানী পাঠকদের কাছে; কিন্তু মাঠে মাঠে রিক্ত শীতের পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই তো দেখতে পায় না চাষী মানুষরা।

কিন্তু এ সব তো বাইরের কথা। অন্তরই তো আসল অগ্রদূত।

প্রথম ভায়োলেট ফুলটি ফোটার আগেই মিঃ পিটার্স, মিঃ র‍্যাগ্‌স্‌ডেল ও মিঃ কিড ইউনিয়ন স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে একত্রে বসে শলা-পরামর্শ শুরু করল। মিঃ পিটার্সই সেখানকার অলস ভবঘুরেদের শিরোমণি। পার্কের বেঞ্চিতে বসে-থাকা সকলের মধ্যে সেই তো সব চাইতে নোংরা, সব চাইতে অলস আর সব চাইতে দুঃখী মানুষ। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই ছিল ত্রয়ীর মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।

মিঃ পিটার্সের বৌ ছিল। কিন্তু এতদিন তাতে র‍্যাগ্‌সি ও কিডের সঙ্গে তার মেলামেশায় কোন বাধা ঘটে নি। আর আজ সেইটেই তার সম্পর্কে একটা বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। তার বন্ধুরা বিবাহ-বন্ধনটাকে এড়িয়ে চলতে পেরেছে বলে জীবনের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে এই সাহসিক অভিযানকে নিয়ে তারা তাকে নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে হয় তার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিটা ছিল সুদূরপ্রসারী, আর না হয় তো সে ছিল ভাগ্যদেবীর একটি পয়মন্ত সন্তান।

কারণ, মিসেস পিটার্সের একটা ডলার ছিল। একটা পুরো ডলার নোট। সরকার কর্তৃক সর্বব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত। সেই ডলারটা কি করে বাগানো যায় সেটাই ছিল তিন বন্দুকবাজের আজকের আলোচনার বিষয়।

টাকার পরিমাণটা এতই বেশি যে কথাটা বিশ্বাস করতে র‍্যাগ্‌সির মনটা খুঁত-খুঁত করছিল। সে প্রশ্ন করল, "ওটা যে ডলার তা তুমি জানলে কেমন করে?"

মিঃ পিটার্স বলল, "কয়লাওয়ালা জিনিসটাকে তার হাতে দেখেছে। গতকাল সে বেরিয়ে গেল আর কিছু কাচাকাচি করে ফিরে এল। আর সে আমাকে প্রাতরাশে কি দিল দেখ—একটুকরো রুটি ও এক কাপ কফি আর তার হাতে একটা ডলার!"

"কী ভয়ংকর!" র‍্যাগ্‌সি বলে উঠল।

মহাপাপীর মত কিড বলল, "চল না আমরা গিয়ে তাকে দুই ঘা বসাই, তার মুখে একটা তোয়ালে গুঁজে দিয়ে মুদ্রাটা হাতিয়ে নেই। তুমি তো মেয়ে মানুষকে ভয় কর না, কি বল?"

র‍্যাগ্‌সি বলল, "সেও তো আমাদের একটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে পিষে ফেলতে পারে। একঘর লোকের সামনে একটি মেয়েকে হেনস্তা করার মধ্যে আমি নেই।"

মিঃ পিটার্স কঠিন গলায় বলল, "মশাইরা, মনে রাখবে যে তোমরা আমার স্ত্রীকে নিয়ে কথা বলছ। একটি মহিলার গায়ে যদি কেউ হাত তোলে, অবশ্য যদি ভালবেসে—"

র‍্যাগ্‌সি বলে উঠল, "কিন্তু একটা ডলার হাতে পেলে আমরা তো অনেক কিছুই—"

ঠোঁট দুটো চেটে মিঃ পিটার্স বলল, "চুপ কর। যেমন করেই হোক, ওই ডলার নোটটি আমাদের পেতেই হবে। সে তো আমারই বৌ, ব্যাপারটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। আমি এখনই বাড়ি যাচ্ছি। ওটা নিয়েই ফিরব। এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাক।"

কিড বলল, "আমি দেখেছি, পাঁজরের উপর দুই ঘা বসালেই ওরা বলে দেয় জিনিসটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।"

পিটার্স ধর্মপুত্রের মত বলে উঠল, "কোন পুরুষ মানুষ একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলতে পারে না। গলাটা একটু চেপে ধরা—গল-নালিটাকে একটু ছোঁয়া—তাহলেই

কাম ফতে, আর কোন দাগও থাকবে না। আমার জন্য অপেক্ষা করে থাক। আমি সে ডলারটা নিয়ে আসবই।"

দ্বিতীয় এভেনিউ ও নদীটার মাঝামাঝি জায়গায় পিটার্সরা একটা ভাড়াটে বাড়ির যে পিছনের ঘরটায় বাস করে সেটা এতই অন্ধকার যে সে ঘরের ভাড়া নিতে বাড়িওয়ালাও লজ্জা পায়। মিসেস পিটার্স টুকটাক কাজ করে, কখনও বা ধোয়া-মোছার কাজও করে। মিঃ পিটার্স তো পাঁচ বছরে একটি পেনিও উপার্জন না করার রেকর্ডের অধিকারী। তবু অভ্যাসের দাস হয়ে পরস্পরের ঘৃণা ও দুঃখের অংশীদার হয়ে তারা এক সঙ্গেই আছে। আর এই অভ্যাসই তো সেই শক্তি যার জোরে পৃথিবীটা আজও ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায় নি।

ঘরের দুটো চেয়ারের মধ্যে যেটি নিরাপদতর সেটার উপর ২০০ পাউণ্ডের দেহভারটা রেখে মিসেস পিটার্স জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল উল্টো দিকের ইটের দেয়ালটার দিকে। তার চোখ দুটো লাল ও ভেজা-ভেজা। ঘরে আসবাবপত্র যা আছে তা একটা ঠেলাগাড়িতে তুলেই অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বিনা পয়সার উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলেও কোন ঠেলাওয়ালাই সেগুলো তার ঠেলাগাড়িতে তুলবে না।

দরজাটা খোলা হলে মিঃ পিটার্স ঘরে ঢুকল। তার চোখের কুকুর-দৃষ্টিতে একটা বাসনা ফুটে উঠেছে। সে দৃষ্টির অর্থ তার বৌ বুঝল ঠিকই, তবে তৃষ্ণার পরিবর্তে সেটাকে ভেবে নিল ক্ষুধা।

পুনরায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বৌ বলল, "রাত না হওয়া পর্যন্ত এখানে কোন রকম খাবার পাবে না। তোমার ওই শিকারী কুকুরের মুখটা বাইরে নিয়ে যাও।"

মিঃ পিটার্সের চোখ দু'জনের দূরত্বটার পরিমাপ করল। আকস্মিক আক্রমণে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চিৎ করে ফেলে তার গলাটা টিপে ধরাটা হয় তো সম্ভব হতে পারে। বন্ধুদের কাছে কথাটা সে গর্বভরেই বলেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত বৌয়ের গায়ে হাত তোলার সাহস তার কোন দিন হয় নি। তাই সে পথে না গিয়ে সে কূটকৌশলের আশ্রয় নেওয়াটাই শ্রেয়তর বলে মনে করল।

অর্থপূর্ণ স্বরে সে বলল, "তোমার কাছে একটা ডলার আছে।"

বুকের ভিতর থেকে নোটটা বের করে বিরক্তিকর শব্দ করতে করতে মিসেস পিটার্স বলল, "আছে।"

মিঃ পিটার্স বলল, "আমি একটা চায়ের দোকানে চাকরি পেয়েছি। কাল থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাকে যে কিনতেই হবে এক জোড়া—"

নোটটাকে আবার বুকের ভিতর ভরে মিসেস পিটার্স বলল, "তুমি একটা মিথ্যাবাদী। কোন চায়ের দোকান, বা ক-খ-গ-র দোকান, এমন কি দড়ি-কাছির দোকানও তোমাকে কাজে নেবে না। জাম্পার ও ওভারকোট ঘসে ঘসে দুই হাতের চামড়া ক্ষয় করে আমি ওই ডলারটা জমিয়েছি। ওটার আশা মন থেকে মুছে ফেল।"

মিঃ পিটার্স এবার একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করল। দুই চোখে ফুটিয়ে তুলল বিষণ্নতায় ভরা একটা মরিয়া ভাব।

ফাঁকা গলায় বলল, "এভাবে লড়াই করে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন। তুমি সব সময়ই

আমাকে ভুল বুঝেছ। ঈশ্বর জানেন দুর্ভাগ্যের ঢেউয়ের ভিতর থেকে মাথাটা উঁচু করে রাখার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু—”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মিসেস পিটার্স বলল, “ওই আশার রামধনুকে কেটে ফেল; আর যে লাঠিটাতে ভর দিয়ে স্পেনের সংকীর্ণ দ্বীপ থেকে দ্বীপে হেঁটেছ সেটাকেও ভেঙে ফেল। এ সব কথা আমি অনেক শুনেছি। খালি কফির টিনটার পিছনে কার্বলিক এসিডের একটা এক আউন্সের শিশি আছে। মনের সাধ মিটিয়ে সেটাই মুখে ঢেলে দাও গে।”

মিঃ পিটার্স ভাবতে লাগল। তার পর কি? পুরনো সব কৌশলই তো ব্যর্থ হল। পার্কের ঢালাই লোহার পাওয়ালা জীর্ণ বেঞ্চে বসে দুই বন্দুকবাজ সঙ্গী তারই জন্য হা-পিত্যেস বসে আছে। তার সম্মান আজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। এখন তো তার এবং অনেক আশার ঐ ডলারের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্ত্রী—একদিন সে ইচ্ছা করলেই যে ছোট মেয়েটাকে—আহা!—তাহলে আজই বা নয় কেন? লোকে বলে, একদিন শুধু নরম কথার প্যাঁচেই সে তাকে কড়ে আঙুলটা দিয়েই—তাহলে আর একবার সেটা করতে পারবে না কেন? অনেক বছর সে রকম কাজ সে করে নি; চরম দারিদ্র্য আর পারস্পরিক ঘৃণা সব কিছুকেই খুন করেছে। কিন্তু র‍্যাগ্‌সি ও কিড যে তার ডলারটা নিয়ে ফিরে যাবার প্রতীক্ষায় বসে আছে!

মিঃ পিটার্স তীক্ষ্ণ বাঁকা চোখে একবার বৌয়ের দিকে তাকাল। তার আকারবিহীন মাংসপিণ্ড চেয়ারটাকে উপচে পড়ছে। মোহমুগ্ধের মত এক অদ্ভুত স্থির দৃষ্টিতে সে জানালাটার বাইরে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দেখলেই বোঝা যায় একটু আগেই সে কাঁদছিল।

মিঃ পিটার্স নিজের মনেই বলল, “এখানে আর কিছু হবে বলে তো মনে হয় না।”

খোলা জানালা দিয়ে ইটের দেয়াল, আজেবাজে জিনিস ও অনুর্বর শূন্য উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। ঘরে যদি একটা মৃদু বাতাস ভেসে না আসত তাহলে ভাবা যেত যে শহরে এখন শীতের মাঝামাঝি কাল চলছে। কিন্তু বসন্ত তো কামানের মত গর্জন করতে করতে আসে না। তার বৌ তো একজন সুড়ঙ্গ খনক, একজন খনির শ্রমিক। তার সঙ্গে তোমাকে সন্ধি করতেই হবে।

“সেটাই চেষ্টা করে দেখি,” মুখটা বেঁকিয়ে মিঃ পিটার্স নিজেকেই বলল।

বৌয়ের কাছে গিয়ে তার দুই কাঁধের উপর হাত রাখল।

মুখে বলল, “ক্লারা, প্রিয়তমা, এমন কড়া-কড়া কথাগুলো আমরা কেন বলছি? তুমি কি আমার প্রাণের প্রাণ নও?”

এবার দেখা গেল বসন্তের অলৌকিক শক্তির ফল। কালো কালো দেয়ালের ভিতরকার অন্ধকার গলি-পথ বেয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে পা ফেলল বসন্তের অগ্রদূত। ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু—আরে, এটাই তো ইঁদুর ধরার কল, আর তোমরা ম্যাডাম ও স্যার এবং আমরা সবাই তার মধ্যে বন্দী।

বিপুলদেহী ও রক্তবর্ণ মিসেস পিটার্স নিয়োব অথবা নায়াগ্রার মত চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তার প্রভুর বাহু-বন্ধনে ধরা দিয়ে একেবারে এলিয়ে পড়ল। মিঃ পিটার্স হয় তো সেই সুযোগে সুরক্ষিত ভল্টের ভিতর থেকে ডলার-বিলটা বের করে নিতে চেষ্টা করত, কিন্তু তার দু'খানি হাতই যে নিজের দেহের সঙ্গেই বাঁধা পড়ে গেছে।

"তুমি আমাকে ভালবাস জেম্‌স্?" মিসেস পিটার্স প্রশ্ন করল।

"পাগলের মত ভালবাসি," জেম্‌স্ বলল, "কিন্তু—"

"তুমি দেখছি অসুস্থ!" মিসেস পিটার্স চীৎকার করে বলল। "তোমাকে এত বিবর্ণ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?"

"আমি খুব দুর্বল বোধ করছি," পিটার্স বলল। "আমি—"

"ওঃ, দাঁড়াও। কি হয়েছে আমি জানি। একটু অপেক্ষা কর জেম্‌স্। এক মিনিটের মধ্যেই আমি আসছি।"

একটা ভয়াবহ বিদায়-আলিঙ্গন দিয়ে তার বৌ দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

মিঃ পিটার্স তার বুড়ো আঙুল দুটো পাজামার পেটির ভিতর ঢুকিয়ে দিল। সিলিংটাকে লক্ষ্য করে বলল, "ঠিক আছে। ওকে বাইরে তো পাঠাতে পেরেছি। আমি তো ভাবতেই পারি নি যে বুড়ির বোকা-বোকা পাঁজরের নিচে এখনও কিছুটা মায়া-মমতা লুকিয়ে আছে। আরে, ডলারটা তো এখন আমার হাতের মুঠোয় প্রায় এসে গেছে। ওই বা কিসের জন্য বাইরে গেল?"

মিসেস পিটার্স ফিরে এল এক বোতল "সার্সাপারিলা" হাতে করে।

বলল, "ভাগ্যিস ডলারটা আমার কাছে ছিল, তুমি তো সবই ফুঁকে দিয়েছ।"

মিসেস পিটার্স এক চামচ ওষুধ বোতল থেকে ঢেলে তাকে খাইয়ে দিল। তারপর মিঃ পিটার্সের কোলের উপর বসে আদুরে গলায় বলল:

"আর একবার আমাকে 'টুট্‌সুম উটসুম' বলে ডাক জেম্‌স্।"

মিঃ পিটার্স স্থির হয়ে বসে রইল। তার বাস্তব বসন্ত দেবী তাকে ভর করেছে।

বসন্ত এসেছে।

ইউনিয়ন স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসে মিঃ র‍্যাগ্‌স্ ডেল ও মিঃ কিড উস্‌খুস্ করছে; ডার্টাগ্‌নান ও তার ডলারের জন্য অপেক্ষা করে করে তার গলা শুকিয়ে গেছে।

মিঃ পিটার্স নিজের মনেই বলল, "আমি যদি প্রথমেই ওর গলাটা টিপে ধরতাম।"

# যখন মোটর গাড়িটা অপেক্ষা করছিল

## While the Auto Waits

গোধূলি শুরু হওয়া মাত্রই সেই নির্জন ছোট পার্কটার নির্জন মোড়ে আবার এসে হাজির হল ধূসর পোশাক-পরা মেয়েটি। একটা বেঞ্চিতে বসে বই পড়তে লাগল।

আবার বলছি: মেয়েটির পোশাকটা ধূসর এবং তার স্টাইল ও কাটছাটটা আড়াল করার পক্ষে যথেষ্ট সাদাসিদে। তার উঁচু টুপিটা বেশ বড় মাপের একটা জালের ঘোমটা দিয়ে ঢাকা, আর তার ফাঁক দিয়েই একখানা মুখের শান্ত ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ঝল্‌মল্‌ করছে। আগের দিন ঠিক একই সময়ে সে এখানে এসেছিল; এবং তার আগের দিনও; এটা জানত কেবল একজন।

যে যুবকটি এটা জানত সেও কাছাকাছিই ঘুর-ঘুর করছিল। মহান ভাগ্য-দেবতার সমুখে যে যজ্ঞ সে করেছে সেটা তার একমাত্র ভরসা। তার যজ্ঞের পুরস্কারও জুটে গেল, কারণ একটা পাতা ওল্টাতে গিয়েই মেয়েটির হাত থেকে বইটা বেঞ্চির উপর পড়ে ছিটকে গিয়ে বেঞ্চি থেকে পুরো এক গজ দূরে মাটিতে পড়ল।

যুবকটি সঙ্গে-সঙ্গে বইটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পার্কে ও অন্য প্রকাশ্য স্থানে যে রকমটা হয়ে থাকে ঠিক অনুরূপ সাহসিকতা ও আশার সঙ্গে বইটার মালিককে ফিরিয়ে দিল; অবশ্য সেই সঙ্গে বিটের পুলিশের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাতেও কসুর করল না। বেশ সরস গলায় আবহাওয়া সম্পর্কে কয়েকটা চিরাচরিত মন্তব্য করেই সে ভাগ্যের অপেক্ষায় এক মুহূর্ত কাল দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি আলস্যভরে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল; তার পরিচ্ছন্ন পোশাক ও সাধারণ চেহারাটাও লক্ষ্য করল। তারপর একেবারে খাদে গলাটা নামিয়ে বলল, "ইচ্ছে হলে আপনি বসতে পারেন। বস্তুত, আপনি বসলে আমার ভালই লাগবে। আলোটা এত অল্প যে পড়া যাচ্ছে না। তার চাইতে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত।"

ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহধন্য প্রজাটি সবিনয়ে তার পাশের আসনটাতে বসল।

পার্কে সমবেত লোকরা যে ফর্মুলায় কথা বলে ঠিক সেই রীতিতে যুবকটি বলতে শুরু করল, "আপনি কি জানেন যে আপনার মত মনকেড়ে-নেওয়া একটি মেয়ে আমি অনেক দিন দেখি নি? গতকালই আপনার উপর আমার নজর পড়েছিল। আপনি কি বুঝতে পারেন নি যে আপনার ঐ দুটি চোখের আলোয় আর একটি মানুষ একেবারে 'বোল্ড আউট' হয়ে গিয়েছিল, কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি হলুদ ফুল?"

বরফ-ঠাণ্ডা গলায় মেয়েটি বলল, "আপনি যেই হোন আপনার মনে রাখা উচিত যে আমি একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা। এইমাত্র যে মন্তব্যটি আপনি করেছেন সেজন্য আমি

আপনাকে ক্ষমা করলাম, কারণ আপনাদের মহলে এই ভুলটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমি আপনাকে বসতে বলেছিলাম; সেই আমন্ত্রণটাই যদি আমাকে আপনার হলুদ ফুল বানিয়ে থাকে তাহলে মনে করুন যে আমন্ত্রণটা আমি প্রত্যাহার করে নিলাম।"

যুবকটি সবিনয়ে বলল, "আমি আন্তরিকভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। দোষটা আমারই, কি জানেন—মানে, পার্কে এমন সব মেয়েরাও আসে, আপনি তো জানেন—মানে, হয় তো আপনি জানেনও না, কিন্তু—"

"দয়া করে এ প্রসঙ্গটা বন্ধ করুন। অবশ্য আমি সবই জানি। এবার বলুন তো এই সব পথ ধরেই দলে দলে যে মানুষগুলো এগিয়ে যাচ্ছে তারা কারা আর যাচ্ছেই বা কোথায়? তারা এত জোরে ছুটে যাচ্ছে কেন? তারা কি খুব খুশি?"

যুবকটি কিন্তু গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। এখন তার লক্ষ্য শুধু সময় কাটানো; সে যে কি ভূমিকা নেবে সেটাই ঠিক বুঝতে পারছে না।

মেয়েটির মনের অবস্থা অনুমান করে ছেলেটি বলল, "ওদের দেখতে বেশ ভাল লাগছে। এটাই তো জীবনের আশ্চর্য নাটক। কেউ যাচ্ছে রাতের খাবার খেতে, কেউ যাচ্ছে—মানে—অন্য কোথাও। ওদের ইতিহাস কেউ জানে না।"

"আমিও জানি না," মেয়েটি বলল; "সে কৌতূহলও আমার নেই। আমি এখানে এসেছিলাম একটু বসতে, কারণ একমাত্র এখানেই একটি উদ্বেলিত মহান জনতার খুব কাছাকাছি আমি থাকতে পারছি। যেখানে জীবনের স্পন্দনটি একেবারেই অনুভূত হয় না, আমার জীবনের ভূমিকাটি সেখানেই নির্দিষ্ট। কেন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম সেটা কি আপনি অনুমান করতে পারেন, মিঃ—?"

"পার্কেন্স্টাকার," বাকিটা সেই পূরণ করে দিল। তার পরেই তাকে আগ্রহী ও আশান্বিত মনে হল।

ঈষৎ হেসে মেয়েটি বলল, "না। এখনই আপনি সেটা জানতে পারবেন। কারও নামকেই ছাপার অক্ষরের বাইরে রাখা অসম্ভব। এমন কি কারও ছবিটাকেও। এই ঘোমটা আর এই টুপিই আমার পরিচয়টাকে আড়াল করে রেখেছে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ভেবেই সোফারটি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। অকপটেই বলছি, পবিত্রতম লোকদের তালিকায় যে পাঁচ-ছয়টি নাম দেখা যায়, ঘটনাক্রমে জন্মসূত্রে আমার নামটাও তাদেরই অন্যতম। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম মিঃ স্টাকেন্পট—"

"পার্কেন্স্টাকার," যুবকটি সবিনয়ে ভুলটা সংশোধন করে দিল।

"—মিঃ পার্কেনস্টাকার, কারণ আমি একটি বারের জন্য কথা বলতে চেয়েছিলাম একজন স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে—যে মানুষ অর্থ ও তথাকথিত সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের ঘৃণ্য চাকচিক্যের ফলে চরিত্রভ্রষ্ট হয় নি। ওঃ! আপনি জানেন না এই দুইয়ের চাপে আমি কত ক্লান্ত—অর্থ, অর্থ, অর্থ! আমার চারপাশে যে সব মানুষকে আমি দেখেছি তারা সকলেই একই ছাঁচে ঢালা ছোট ছোট পুতুলের মতই নাচে। সুখ, মণি-মুক্তো, ভ্রমণ, সমাজ ও সব রকম বিলাসিতা পেয়ে পেয়ে আমি ক্লান্ত, অসুস্থ হয়ে পড়েছি।"

যুবকটি একটু ইতস্তত করেও সাহস করে বলল, "সব সময়ই আমার একটা ধারণা ছিল যে টাকা-পয়সাটা নিশ্চয়ই একটা ভাল জিনিস।"

"যা যোগ্য তাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আপনি যখন কোটি কোটি টাকার মালিক হন, তখন—!" একটা হতাশার ভঙ্গি করেই মেয়েটি তার বক্তব্য শেষ করল। একটু পরেই সে আবার বলতে শুরু করল, "অর্থের একঘেয়েমিই জীবনকে বিস্বাদ করে তোলে। ভ্রমণ, ডিনার, থিয়েটার, বল-নাচ, সাপার, তার উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থের সোনালী মোড়ক। অনেক সময় আমার শ্যাম্পেনের গ্লাসে বরফের টুকরোর একটা টুং-টুং শব্দই আমাকে প্রায় পাগল করে তোলে।"

মিঃ পার্কেন্‌স্টাকারকে দেখে খুব আগ্রহী বলে মনে হল।

সে বলল, "ধনবান ও ফ্যাশনদুরস্ত লোকদের কথা পড়তে ও শুনতে আমি সব সময়ই ভালবাসতাম। মনে হচ্ছে, আমি হয় তো একজন ফতো বাবুর মত কথা বলছি। কিন্তু আমি চাই যে আমার খবরটি যেন সঠিক হয়। হ্যাঁ, আমার তো ধারণা ছিল যে শ্যাম্পেনকে ঠাণ্ডা করা হয় বোতলে রেখেই, গ্লাসের মধ্যে বরফ ডুবিয়ে রেখে নয়।"

সত্যিকারের মজা পেয়ে মেয়েটি সুরেলা গলায় হেসে উঠল।

প্রশ্রয় দেবার মত সুরে মেয়েটি বলল, "আপনার জানা উচিত যে আমাদের মত অদরকারি শ্রেণীর মানুষরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে প্রথাবহির্ভূত পথটাকেই বেছে নেয়। এই মুহূর্তে শ্যাম্পেন-এ বরফ রাখাটাই ফ্যাশান। তাতার দেশের প্রিন্স যখন এ-দেশে এসেছিলেন তখন 'ওয়াল্‌ডর্ফ'-এ ডিনারের সময় এই ধারণাটার সূত্রপাত করেছিলেন। ঠিক যেমন এই সপ্তাহে ম্যাডিসন এভেনিউ-র একটা ডিনার পার্টিতে প্রতিটি অতিথির প্লেটের পাশে একটা করে কিড-চামড়ার সবুজ দস্তানা রাখা হয়েছিল যাতে জলপাই খাবার সময় সকলেই সেটা হাতে পরে নিয়ে খেতে পারেন।"

"বুঝেছি," যুবকটি বিনীতভাবে মেনে নিল। "বিশিষ্ট মানুষদের মহলের এই সব পরিবর্তন সাধারণ মানুষদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে না।"

মাথাটা একটু নুইয়ে ভুলটি স্বীকার করে মেয়েটি বলতে লাগল, "কখনও কখনও আমি ভেবেছি যে আমি যদি কখনও কোন পুরুষকে ভালবাসি তাহলে সে হবে নিচু তলার কোন মানুষ। যে কাজ করে খায়, অলস পরগাছা নয়। কিন্তু জাত ও অর্থের দাবীই যে আমার ইচ্ছার চাইতে অধিক শক্তিশালী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক এই মুহূর্তে দুটি লোক আমার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছেন। একজন হলেন জার্মান রাজ্যের এক গ্র্যাণ্ড ডিউক। আমার ধারণা, তার একটি স্ত্রী আছে, অথবা এক সময় ছিল, কিন্তু প্রিন্সের উচ্ছৃংখল চরিত্র এবং নিষ্ঠুরতার চাপে সে পাগল হয়ে বেঁচে আছে। অপর জন এক ইংরেজ মার্কুইস; তিনি আবার এতই নিষ্ঠুর ও অর্থপিশাচ যে তার তুলনায় ডিউকের পৈশাচিকতাও বুঝি বাঞ্ছনীয়। এই সব কথা আপনাকে কেন বলছি মিঃ প্যার্কেন্‌স্টাকার?"

"পার্কেন্‌স্টাকার," যুবকটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল। "সত্যি, আপনি জানেন না যে আপনার এই বিশ্বাস আমার কাছে কত মূল্যবান।"

"আচ্ছা মিঃ পার্কেন্‌স্টাকার, আপনি কিসের ব্যবসা করেন?"

"খুবই ছোট ব্যবসা। কিন্তু আমি জানি, এ পৃথিবীতে একদিন আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। আপনি যে বললেন যে একটি নিচু তলার মানুষকেই আপনি ভালবাসতে চান, সেটা কি সত্যি আপনার মনের কথা?"

"সত্যি। কিন্তু আমি বলেছি 'যদি'। আপনি তো শুনলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক ও মার্কুইসের কথা। তবে হ্যাঁ, সেই মানুষটি যা হবে বলে আমি আশা করি তার কোন কাজকর্মই খুব বেশি নিচু স্তরের হতে পারে না।"

পার্কেন্‌স্টাকার জোর গলায় ঘোষণা করল, "আমি একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করি।"

মেয়েটি কিঞ্চিৎ কুঁকড়ে গেল।

বলল, "ওয়েটারের কাজ তো নয়? পরিশ্রম করা ভাল, কিন্তু—কিন্তু ব্যক্তিগত সেবা, বুঝতেই পারছেন—খাস খানসামা আর—"

"আমি ওয়েটার নই, আমি খাজাঞ্চি—" পার্কের উল্টো দিকে তাদের মুখোমুখি বিদ্যুতের অক্ষরে লেখা ছিল 'রেস্টুরেন্ট'—"ওই যে রেস্টুরেন্টটা দেখছেন আমি ওখানকার খাজাঞ্চি।"

মেয়েটি বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়াল। হাতের বইটাকে কোমরে ঝোলানো থলেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

"আপনি এখনও কাজে যান নি কেন?" মেয়েটি শুধাল।

"আমি আজ রাতের কর্মচারিদের একজন। আমার কাজ আরম্ভ হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি আছে। আমি কি আশা করতে পারি না যে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে?"

"আমি জানি না। হয় তো—কিন্তু আর একবার সে রকম খেয়াল আমার নাও হতে পারে। আমাকে এখনই যেতে হবে। একটা ডিনার আছে, নাটক দেখার জন্য একটা 'বক্স'ও ঠিক করা আছে—আর, ওঃ! সেই একই পুরনো ঘুরে আসা। এখানে আসার পথে পার্কের কোণে একটা মোটর নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে। সাদা রংয়ের মোটর গাড়ি।"

"আর গিয়ারটা লাল?" যুবকটি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ। সব সময় আমি ওটাতেই আসি। পিয়ের সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করে। সে ধরেই নেয় যে স্কোয়ারের ওদিককার বিভাগীয় বিপনি থেকেই আমি কেনাকাটা করব। জীবনের বন্ধনের কথাটা একবার ভাবুন—নিজের সোফারকেও ফাঁকি দিতে হয়। শুভরাত্রি।"

"কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে," মিঃ পার্কেন্‌স্টাকার বলল, "আর পার্কের ভিতরটা বাজে লোকে ভর্তি। আমি কি আপনাকে একটু এগিয়ে—?"

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলল, "আমার ইচ্ছার প্রতি যদি আপনার কণামাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহলে আমি চলে যাবার পরে দশ মিনিট আপনি এই বেঞ্চিতেই বসে থাকবেন। আমি আপনার কাছে নালিশ জানাচ্ছি না, কিন্তু আপনি হয় তো জানেন যে সাধারণত গাড়িগুলোতে মালিকের 'মনোগ্রাম' আঁকা থাকে। আবার বলি, শুভরাত্রি।"

রাজকীয় চালে মেয়েটি দ্রুতপায়ে গোধূলির অন্ধকারে পা বাড়াল। যুবকটি ভাল করে তাকিয়ে থেকে দেখল মেয়েটি পার্কের পথ ঘুরে সেই মোড়ের দিকেই এগিয়ে গেল যেখানে মোটর গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। তারপরেই সে নিজেও বিশ্বাসঘাতকের মত অসংকোচে পার্কের গাছ-গাছালির আড়ালে আড়ালে মেয়েটির চলার পথের সমান্তরালে হাঁটতে লাগল সারাক্ষণ তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে।

মোড়ে পৌঁছেই মেয়েটি মাথাটা ঘুরিয়ে মোটরটার দিকে এক নজর তাকাল ; তারপর রাস্তাটা পার হতে গিয়ে গাড়িটা অতিক্রম করে গেল। সুবিধামত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির আড়াল থেকে যুবকটি তার গতিবিধির উপর নজর রাখল। পার্কের উল্টো দিকের বড় রাস্তাটার একটা গলিতে পড়ে মেয়েটি কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঝল্‌মল্‌-করা বিজ্ঞাপন লেখা রেস্টুরেন্টটাতে ঢুকে পড়ল। জায়গাটা সেইসব সাদা রংকরা ও কাঁচ বসানো ঝল্‌মল্‌-করা প্রতিষ্ঠানের একটি যেখানে সস্তায় ভাল ডিনার খাওয়া যায়। রেস্টুরেন্টে ঢুকে মেয়েটি পিছনের দিককার একটা ছোট ঘরে ঢুকে গেল, আর একটু পরেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল টুপি ও ঘোমটাটা রেখে।

খাজাঞ্চির ডেস্কটা বেশ সামনের দিকে। লাল চুলের যে মেয়েটি এতক্ষণ একটা টুলে বসেছিল এবার সে নেমে এল ; নামতে নামতেই ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল। ধূসর পোশাকের মেয়েটি সেই টুলে উঠে বসল।

যুবকটি দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে ধীর পায়ে গলিপথ ধরে ফিরে এল। মোড়ের কাছে একটা ছোট কাগজের মলাটের বই তার পায়ে ঠেকল। সুদৃশ্য মলাটটা দেখেই সে চিনতে পারল, মেয়েটি এই বইটাই পড়ছিল। বইটা তুলে নিয়ে দেখল বইটার নাম "নব আরব্যরজনী", লেখকের নাম স্টিভেন্সন। আবার সে বইটাকে ঘাসের উপর ফেলে অকারণেই মিনিট খানেক হেঁটে বেড়াল। তারপর মোটর গাড়িটাতে উঠে কুশনে হেলান দিয়ে বসল, আর সোফারকে মাত্র দুটি কথা বলল :

"হেনরি, ক্লাব।"

# এক হাজার ডলার

## One Thousand Dollars

টল্‌ম্যান উকিল গুরুগম্ভীর কঠিন গলায় আর একবার বলল, "এক হাজার ডলার। আর এই নিন টাকাটা।"

নতুন পঞ্চাশ-ডলার নোটের পাতলা বাণ্ডিলটা গুণতে গুণতে যুবক গিলিয়ান হো-হো করে হেসে উঠল।

সরলভাবে উকিলকে বুঝিয়ে বলল, "টাকার অংকটা বড় অদ্ভুত রকমের গোলমেলে। যদি দশ হাজার হত তাহলে যে কেউ বিদ্যুতের গতিতে গুণে শেষ করে ফেলত। পঞ্চাশ ডলার হলেও অসুবিধাটা অনেক কম হত।"

টল্‌ম্যান উকিল ওকালতিসুলভ শুকনো গলায় বলল, "আপনার খুড়ো মশায়ের উইলটা আপনাকে পড়ে শোনানো হয়েছে। তার বিস্তারিত শর্তগুলো আপনি মন দিয়ে শুনেছেন কিনা আমি জানি না। তার মধ্যে একটার কথা আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এই এক হাজার খরচ হওয়া মাত্রই টাকাটা কি ভাবে খরচ হল তার একটা হিসাব আমাদের কাছে আপনাকে দিতে হবে। উইলেই সে কথাটা বলা আছে। আমি বিশ্বাস করি, পরলোকগত মিঃ গিলিয়ানের এই শেষ ইচ্ছাটা আপনি মেনে চলবেন।"

যুবকটি বিনীতভাবে বলল, "তার জন্য যে বাড়তি খরচটা হবে তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। হয় তো তার জন্য আমাকে একজন সচিব রাখতে হবে। হিসাবপত্রটা আমি কোনদিনই ভাল বুঝতে পারি না।"

গিলিয়ান তার ক্লাবে চলে গেল। সেখানে বুড়ো ব্রাইসন নামের একটি লোককে সে খুঁজে বের করল।

বুড়ো ব্রাইসন শান্ত, বছর চল্লিশ বয়স, চুপচাপ। এক কোণে বসে একটা বই পড়ছিল। গিলিয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, বইটা নামিয়ে রাখল আর চশমাজোড়াও খুলে ফেলল।

গিলিয়ান বলল, "বুড়ো ব্রাইসন, জাগো। একটা মজার গল্প তোমাকে বলব।"

বুড়ো ব্রাইসন বলল, "সে গল্প তুমি বিলিয়ার্ড-রুমে গিয়ে অন্য কাউকে শোনাও গে। তুমি তো জান তোমার ঐ সব গল্পকে আমি কত ঘৃণা করি।"

একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে গিলিয়ান বলল, "এ গল্পটা অন্য সব গল্পের চাইতে অনেক ভাল। এটা তোমাকে বলতে পারলে আমি খুশি হব। গল্পটা এতই দুঃখের ও মজার যে বিলিয়ার্ড-বলের খুট-খাট আওয়াজের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে না। এইমাত্র আমার স্বর্গত খুড়ো মশাইয়ের আইনজ্ঞ বোম্বেটেদের ফার্ম থেকে আসছি। আমার জন্য তিনি এক হাজার ডলার রেখে গেছেন। আচ্ছা, এক হাজার ডলার দিয়ে একটা মানুষ কি কি করতে পারে?"

ভিনিগারের বোতলের উপর একটা মৌমাছির যতটা আগ্রহ থাকে ঠিক ততটুকু আগ্রহ নিয়েই বুড়ো ব্রাইসন বলল, "আমি ভেবেছিলাম স্বর্গত সেপ্টিমাস গিলিয়ান মোটামুটি অর্ধ মিলিয়নের মালিক ছিলেন।"

"তাই ছিলেন," গিলিয়ান খোস মেজাজে বলল, "আর মজাটা তো সেখানেই। সব সোনা-দানাই তো তিনি একটা জীবানুর উপর ঢেলে গেছেন। অর্থাৎ তার এক অংশ পাবে সেই লোক যে একটা নতুন জীবানু আবিষ্কার করতে পারবে, আর বাকিটা যাবে সেই জীবানু ধ্বংস করার জন্য একটা হাসপাতাল তৈরিতে। আশেপাশে দু'একটা ছোটখাট দান-খয়রাৎও আছে। বাটলার ও গৃহ-রক্ষিকা পাবে প্রত্যেকে একটা সোনার আংটি ও ১০ ডলার। তার ভাই-পো পাবে ১০০০ ডলার।"

"তুমি তো হাত-খরচের জন্য সবসময়ই মোটা টাকা পেতে," বুড়ো ব্রাইসন বলল।

"টন-টন," গিলিয়ান বলল। "মাসোহারার ব্যাপারে খুড়ো মশাই ছিলেন এক রূপকথার পরী-মা।"

"তার আর কোন উত্তরাধিকারী?" বুড়ো ব্রাইসন জানতে চাইল।

"কেউ না," গিলিয়ান ভুরু কুঁচকে বলল। "মিস্ হেডেন নামে একটি মেয়ে আছে। খুড়ো মশায়েরই পোষ্য। তার বাড়িতেই থাকে। মেয়েটি শান্ত-শিষ্ট—গান জানে—তারই এক বন্ধুর মেয়ে। বলতে ভুলে গেছি যে সেও এই শিলের আংটি ও ১০ ডলার তামাসার একজন পাত্রী। আমিও সে-রকমটা হলে মন্দ হত না। তাহলে সেই টাকায় দুই বোতল মদ কিনতে পারতাম, আংটিটা বকশিস দিতাম ওয়েটারকে। বাস, ল্যাঠা চুকে যেত। বড় মানুষির চাল দেখিয়ে আমাকে অপমান না করে সোজাসুজি বল তো বুড়ো ব্রাইসন—এক হাজার ডলার কেমন করে খরচ করি?"

বুড়ো ব্রাইসন চশমার কাঁচ ঘসতে ঘসতে একটু হাসল। সেই হাসি দেখেই গিলিয়ান বুঝল, এবার সে কিছু কড়া কথা শোনাবে।

সে বলল, "এক হাজার ডলার টাকাটা বেশিও হতে পারে, আবার সামান্যও হতে পারে। ঐ টাকায় একজন একটা সুখের বাড়ি কিনে রক্‌ফেলারকেও হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। আর একজন সেই টাকায় তার স্ত্রীকে দক্ষিণে পাঠিয়ে তার জীবনটা রক্ষা করতে পারে। এক হাজার ডলার দিয়ে জুন, জুলাই ও আগস্ট মাস ভরে একশ'টি শিশুর জন্য খাঁটি দুধ কিনে তাদের মধ্যে পঞ্চাশটি শিশুর জীবন বাঁচাতে পারে। ঐ টাকায় তুমি যে কোন একটা ছবির প্রদর্শনীতে তাসের জুয়া খেলে আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে আসতে পার। ঐ টাকায় একটি উচ্চাভিলাষী ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। শুনেছি গতকালই নিলামে কোরোট-এর একটা মূল ছবি ঐ টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে। ঐ টাকায় তুমি নতুন গোলার্ধের কোন শহরে গিয়ে দু'বছর ভদ্রভাবে বাস করতে পার। ঐ টাকায় ম্যাডিসন স্কোয়ারের বাগানটা এক সন্ধ্যার জন্য ভাড়া নিয়ে ইচ্ছা করলে একটা সভা ডেকে উত্তরাধিকারীদের বিপদ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা করেও শ্রোতাদের শুনিয়ে দিতে পার।"

কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে গিলিয়ান বলল, "তুমি যদি নীতি-কথা না আওড়াতে তাহলে হয় তো লোকে তোমাকে ভালবাসত বুড়ো ব্রাইসন। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, এক হাজার ডলার দিয়ে আমি কি করতে পারি।"

"তুমি?" মৃদু হেসে ব্রাইসন বলল, "কেন? ববি গিলিয়ান, একটি মাত্র যুক্তিসঙ্গত কাজ আছে যেটা তুমি করতে পার। তুমি তো এই টাকায় মিস্ লোটা লরিয়েরকে একটা হীরের লকেট কিনে দিয়ে নিজে চলে যেতে পার সুদূর ইডাহো-তে এবং সেখানে একটা পশু-খামারে দিন কাটাতে পার। আমার পরামর্শ যদি শোন তো একটা ভেড়ার খামারই করো, কারণ ভেড়াগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

"ধন্যবাদ," উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে গিলিয়ান বলল। "আমি জানতাম, তোমার উপর ভরসা করা চলে। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। টাকাটা আমি এক থোকেই খরচ করতে চাই, কারণ আমাকে আবার একটা হিসাব দিতে হবে, আর দফাওয়ারি হিসাব দেওয়াটা আমি ঘৃণা করি।"

একটা ফোন করে গাড়ি ডাকিয়ে এনে গিলিয়ান ড্রাইভারকে বলল:

"কলাম্বাইন থিয়েটারের মঞ্চে ঢোকার ফটক।"

মিস্ লোটা লরিয়ের পাউডারের পাফ দিয়ে প্রকৃতিকে সাহায্য করছিল; এখন ভিড়ঠাসা ম্যাটিনিতে ডাক পড়ার অপেক্ষা। এমন সময় তার বেশকার মিঃ গিলিয়ানের নাম করল।

"তাকে ভিতরে নিয়ে এস," মিস্ লরিয়ের বলল। "আরে, ববি তুমি? দু'মিনিটের মধ্যেই যে আমাকে মঞ্চে উঠতে হবে।"

গিলিয়ান বলল, "তোমার ডান কানটা আমার দিকে রাখলেই হবে। ঠিক আছে। আমার দু'মিনিটও লাগবে না। একটা লকেটের ব্যাপারে তুমি কি বলতে চাও? তিনটে শূন্যের আগে এক সংখ্যাটা পর্যন্ত আমি খরচ করতে পারি।"

"তোমার যেমন ইচ্ছা," মিস্ লরিয়ের সুর তুলে বলল। "অ্যাডামস্, আমার ডান হাতের দস্তানাটা। আচ্ছা ববি, সেদিন রাতে ডেলা স্টেচি যে নেকলেসটা পরেছিল, সেটা তুমি দেখেছিলে কি? টিকানির দোকানে সেটার দাম পড়েছিল বাইশ শ' ডলার। কিন্তু, অবশ্য—আমার ফিতেটা বাঁদিকে একটু তুলে দাও তো অ্যাডামস্।"

বাইরে থেকে কল-বয় হাঁক দিল, "মিস্ লরিয়ের, প্রথম কোরাসে আপনার ডাক পড়েছে!"

গিলিয়ান একটু হেঁটে গাড়িটার কাছে হাজির হল।

"এক হাজার ডলার পকেটে থাকলে তুমি কি করতে?" সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "একটা সেলুন খুলতাম। একটা জায়গা আমি দেখেছি যেখানে আমি দুই হাতে টাকা লুটতে পারব। মোড়ের মাথায় চারতলা ইটের বাড়িটা। সব হিসাব আমি কসে ফেলেছি। দোতলায় বসার জায়গা আর খাবার-দাবার; তিন তলায় নখ পরিষ্কার আর বিদেশীদের মিশন; চারতলায় পুল-রুম। যদি কিছু মূলধন ঢালতে চান—"

"আরে না-না," গিলিয়ান বলল, "কেবল কৌতূহলবশেই আমি কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি। আমি ঘণ্টা হিসাবে তোমাকে ভাড়া করছি। যতক্ষণ না থামতে বলব ততক্ষণ চালিয়ে যাও।"

আটটা ব্লক পরে বেতের লাঠিটা দিয়ে দরজা খুলে গিলিয়ান গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পাশের ফুটপাথে টুলের উপর বসে একটি অন্ধলোক পেন্সিল বিক্রি করছিল। গিলিয়ান এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

বলল, "ক্ষমা কর; এক হাজার ডলার পেলে তুমি কি কর সেটা আমাকে বলতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?"

অন্ধ লোকটি শুধাল, "যে গাড়িটা এই মাত্র এসে দাঁড়াল, আপনি সেটা থেকেই নামলেন কি?"

"হ্যাঁ," গিলিয়ান বলল।

পেন্সিল-বিক্রেতা বলল, "আপনি দেখছি দিনের বেলাতে ট্যাক্সি চড়ে বেড়ান, তাই মনে হয় এ প্রশ্নটা আপনি করতে পারেন। যদি ইচ্ছা করেন তো এটা একবার দেখুন।"

সে কোটের পকেট থেকে একটা ছোট বই বের করে সেটাকে বাড়িয়ে ধরল। গিলিয়ান বইটা খুলে দেখল সেটা ব্যাংকের জমার বই। তাতে অন্ধ লোকটির জমার খাতে ১,৭৮৫ ডলার লেখা আছে।

বইটা ফেরৎ দিয়ে গিলিয়ান গাড়িতে চড়ে বসল।

বলল, "আমি একটা জিনিস ভুল করেছি। তুমি—ব্রডওয়েতে 'টল্ম্যান অ্যাণ্ড শার্প'-এর আপিসের দিকে গাড়ি চালাও।"

টল্ম্যান উকিল তার সোনার ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে বিরূপ ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

গিলিয়ান সানন্দে বলল, "মাপ করবেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? আশা করি কথাটা অপ্রাসঙ্গিকও হবে না। আচ্ছা, ওই দশ ডলার ও একটা আংটি ছাড়া আমার খুড়ো মশায় মিস্ হেডেনকে আর কিছু দিয়ে গেছেন কি?"

"কিচ্ছু না," মিঃ টল্ম্যান বলল।

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার," বলে গিলিয়ান তার গাড়ির কাছে ফিরে গেল। স্বর্গত খুড়ো মশায়ের বাড়ির ঠিকানাটা ড্রাইভারকে দিল।

মিস্ হেডেন লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিল। সে দেখতে ছোটখাট, একহারা, পরনে কালো পোশাক। কিন্তু তার চোখ দুটি দেখবার মত।

গিলিয়ান তাকে বলল, "আমি এই মাত্র বুড়ো টল্ম্যানের আপিস থেকে আসছি। তারা কাগজপত্রগুলো ভাল করে দেখছিল। তারা উইলের একটা সংশোধন অথবা পুনশ্চ-লিখন বা ওই রকম একটা কিছু পেয়েছে। মনে হল বুড়ো মানুষটা পরবর্তী চিন্তার ফলে কিছুটা নরম হয়েছিল এবং উইলে তোমাকে দিয়ে গেছে এক হাজার ডলার। আমি গাড়ি নিয়ে এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, তাই টল্ম্যান আমাকে টাকাটা তোমাকে পৌঁছে দিতে বলল। এই সেই টাকাটা। তুমি বরং গুণে দেখ টাকাটা ঠিক আছে কি না।" গিলিয়ান ডেস্কের উপর মেয়েটির হাতের পাশেই টাকাটা রেখে দিল।

মিস্ হেডেন সাদা হয়ে গেল। "ওঃ", বলেই সে আবার বলল "ওঃ"।

গিলিয়ান কিছুটা ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

নিচু গলায় বলল, "অবশ্য আমার ধারণা যে তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"আমি দুঃখিত," টাকাটা তুলে নিয়ে মিস্ হেডেন বলল।

"তার দরকার আছে কি?" গিলিয়ান হাল্কা সুরে বলল।

"আমি দুঃখিত," মেয়েটি আবারও বলল।

গিলিয়ান হেসে বলল, "একটা চিরকুট লিখতে পারি কি?" সে বড় লাইব্রেরি টেবিলটায় গিয়ে বসল। তার দিকে কাগজ ও কলম এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি তার নিজের টেবিলে ফিরে গেল।

গিলিয়ান তার এক হাজার ডলার খরচের হিসাবটা লিখল এই কথাগুলি দিয়ে:

"কুলকলংক রবার্ট গিলিয়ান কর্তৃক নিজের শাশ্বত সুখের জন্য ঈশ্বরের নামে ১০০০ ডলার প্রদত্ত হল পৃথিবীতে তার শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম নারীকে।"

লেখাটাকে একটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে মাথাটা একবার নুইয়ে গিলিয়ান তার পথে চলে গেল।

তার গাড়িটা আবার থামল "টল্‌ম্যান অ্যাণ্ড শার্প"-এর আপিসে।

সোনার চশমা-পরা টল্‌ম্যানকে সে খুশির সুরে বলল, "আমি এক হাজার ডলার খরচ করে ফেলেছি, আর তার হিসাবটা দিতেই এসেছি। বাতাসে যেন বসন্তের গন্ধ ছড়িয়ে আছে, আপনি কি বলেন মিঃ টল্‌ম্যান?" উকিলবাবুর টেবিলের উপর সাদা খামটা ঠেলে দিয়ে বলল, "মহাশয়, ডলারগুলা কেমন করে অদৃশ্য হয়ে গেল তার একটা বিবরণ আপনি এর ভিতরেই পাবেন।"

খামটা স্পর্শ না করেই মিঃ টল্‌ম্যান দরজার কাছে গিয়ে অংশীদার শার্পকে ডাকল। দু'জনে মিলে মস্ত বড় সিন্দুকের ভিতরটা খুঁজে দেখতে লাগল। অচিরেই টেনে বের করল সিল-করা একটা বড় খাম। দু'জনই খামটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং দুই পাকা মাথা এক করে তার ভিতরকার বিষয়বস্তুটা জানতে সচেষ্ট হল। তারপর টল্‌ম্যান মুখ খুলল।

আনুষ্ঠানিকভাবে বলল, "মিঃ গিলিয়ান, আপনার খুড়ো মশায়ের উইলে একটা ক্রোড়পত্র ছিল। তিনি সেটা আমাদের গোপনে জানিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন, উইল অনুসারে আপনার প্রাপ্য ১০০০ ডলার ব্যয় করার পুরো হিসাবটা না পাওয়া পর্যন্ত সেই ক্রোড়পত্রটি খোলা হবে না। এখন আপনি সব শর্তই পালন করেছেন আর আমরাও ক্রোড়পত্রটি পড়েছি। ক্রোড়পত্রের আইনী ভাষার মারপ্যাঁচ দিয়ে আপনার মাথাটা গুলিয়ে দিতে আমরা চাই না, কিন্তু তার মূল কথাটা আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব—

"১০০০ ডলার খরচ করার বিবরণ থেকে যদি দেখা যায় যে সেই পুরস্কারটি পাবার উপযোগী যে কোন গুণের আপনি অধিকারী তাহলে অনেক সুযোগ-সুবিধা আপনার উপর বর্তাবে। বিচারক হিসাবে মিঃ শার্পের ও আমার নাম করা হয়েছে; আমরা আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে ন্যায়বিচারকে কঠোরভাবে মেনেই আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করব—অবশ্য তাতে উদারতারও অভাব ঘটবে না। মিঃ গিলিয়ান, আপনার প্রতি আমাদের কোন প্রকার বিরূপ মনোভাব নেই। কিন্তু এবার ক্রোড়পত্রটির মূল কথায় যাওয়া যাক। আলোচ্য টাকাটা আপনি যে ভাবে ব্যয় করেছেন সেটা যদি বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্মত বা নিঃস্বার্থ বিবেচিত হয় তাহলে ৫০,০০০ ডলার মূল্যের বণ্ড আপনার হাতে তুলে দেবার ক্ষমতা আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে, আর এই উদ্দেশ্যেই সে টাকাটা আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি—আমাদের মক্কেল স্বর্গত মিঃ গিলিয়ান পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করেছেন—এই টাকাটা আপনি সেই ভাবেই ব্যয় করে থাকেন যে ভাবে আপনি অতীতেও করেছেন—স্বর্গত মিঃ গিলিয়ানের ভাষাতেই বলছি—কুখ্যাত সঙ্গীদের সঙ্গে নিন্দার্হ ভ্রষ্টাচারে মেতে—তাহলে এই ৫০,০০০ ডলার অবিলম্বে দেওয়া হবে স্বর্গত মিঃ গিলিয়ানের পোষ্য মিরিয়াম হেডেনকে। মিঃ গিলিয়ান, এবার মিঃ শার্প ও আমি পরীক্ষা করে দেখব ১০০০ ডলারের দরুণ আপনার দেওয়া হিসাবটি। আমার বিশ্বাস, হিসাবটি আপনি লিখিতভাবেই দিয়েছেন। আমি আশা করছি যে আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতি আপনার আস্থা থাকবে।"

মিঃ টল্‌ম্যান খামটার জন্য হাত বাড়াল। গিলিয়ান অধিকতর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটা

তুলে নিল। ধীরে-সুস্থে হিসাব ও তার খামটাকে ফালি-ফালি করে ছিঁড়ে নিজের পকেটে রেখে দিল।

হেসে বলল, "ঠিক আছে। এ নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। আমি মনে করি না যে এই দফাওয়ারী হিসাবটার কিছুমাত্র আপনারা বুঝতে পারবেন। সেই দশ হাজার ডলার আমি রেস খেলে খুইয়েছি। আপনাদের দিনটা শুভ হোক, দুই ভদ্রজন।"

গিলিয়ান চলে গেলে টলম্যান এবং শার্প পরস্পরের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখে মাথা নাড়তে লাগল, কারণ এলিভেটারের জন্য অপেক্ষারত গিলিয়ানের মুখের খুশির শিসটি তারা শুনতে পেয়েছে।

# মহানগরের পরাজয়

## The Defeat of the City

রবার্ট ওয়াম্স্লির মহানগরে পদার্পণের ফলে ঘটল একটা "কিল্কেনি" সংগ্রাম। সে সংগ্রামে জয়ী হয়ে সে পেল অর্থ ও খ্যাতি। অপরদিকে, মহানগর তাকে গ্রাস করে বসল। সে যা চেয়েছিল মহানগর তাকে সেটা দিল, তারপর তার উপর চাপিয়ে দিল মহানগরের নিজের ছাপ। মহানগর যেমনটি চায় তাকে কেটে-ছেটে সেই রকম ছাঁদেই গড়ে তুলল। সমাজের দরজাটা তার সামনে খুলে দিয়ে তাকে বন্দী করল একটা ঘাসে-ঢাকা চত্বরের মধ্যে। পোশাকে, অভ্যাসে, চাল-চলনে, প্রাদেশিকতায়, কর্মসূচীতে ও সংকীর্ণতায় সে অর্জন করল সেই মনোহারী ঔদ্ধত্য, সেই বিরক্তিকর পরিপূর্ণতা, সেই বিদগ্ধ স্থূলতা, সেই ভারসাম্যহীন ভঙ্গি যা একটি মানহাটান ভদ্রলোককে তার মহত্ত্ব সত্ত্বেও করে রাখে কত ছোট।

একটি পল্লী অঞ্চলের মানুষ গর্বের সঙ্গে এই নগরবাসী যুবক উকিলটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাকে নিজেদের দেশের সন্তান বলে দাবী করল। ছয় বছর আগে সেই অঞ্চলেই তো সে বড় হয়ে উঠেছিল। তারপরেই তো বুড়ো ওয়াম্স্লির মুখে ফুট-ফুট দাগযুক্ত ছেলে "বব" এক ঘোড়ার খামারবাড়ির তিন পদের দৈনিক খাবার ফেলে পা বাড়িয়েছিল শহরের লাঞ্চ-কাউন্টারের দিকে। তারপর থেকে এমন কোন খুনের মামলার বিচার, কোচিং পার্টি, মোটর দুর্ঘটনা বা দ্রুত নৃত্যানুষ্ঠান হয় নি যেখানে রবার্ট ওয়াম্স্লির নাম উচ্চারিত হয় নি। দর্জিরা পথে অপেক্ষা করে থাকত তার পোশাকের কাটছাট দেখে নিতে। বড় বড় ক্লাব ও বড় বড় পরিবারের ছেলেরা তার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারলে খুবই খুশি হত।

কিন্তু বরার্ট ওয়াম্স্লির এই সাফল্য একেবারে চরমে উঠল যখন সে এলিসিয়া ভ্যান ডার পুলকে বিয়ে করল। আর বিদেশে বিবাহোত্তর সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সেরে নবদম্পতি

যখন ফিরে এল তখন সমাজের উপর তলার শান্ত জলাধারে একটা স্পষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হল। যার যার লাল ইটের পুরনো বড় বড় বাড়িতে তাদের আপ্যায়নের আয়োজন করা হল। স্ত্রীর জন্য গর্বে রবার্ট ওয়াম্‌স্‌লির বুক ভরে উঠল।

একদিন এলিসিয়া একটা চিঠি দেখতে পেল; চিঠিটা রবার্টকে লিখেছে তার মা। একটা পাণ্ডিত্যবিহীন চিঠি; ফসল, মাতৃস্নেহ ও খামারের কথায় ভরা। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে শূকর ছানার স্বাস্থ্য, সদ্যজাত বাছুরের খবর, আর জানতে চাওয়া হয়েছে রবার্টের কথা। চিঠিটা যেন বয়ে এনেছে মাটির গন্ধ, বাড়ির সুবাস; তাতে আছে মৌমাছিদের জীবন-বৃত্তান্ত, ফুলের কথা, দুঃখী বাবা-মার কথা আর শুকনো আপেলের বাজার-দর।

"তোমার মার চিঠিগুলো আমাকে দেখাও নি কেন?" এলিসিয়া প্রশ্ন করল। সে আরও বলল, "তোমার মা আমাদের একবার খামারটা দেখে আসতে বলেছেন। আমি কখনও খামার দেখি নি। চল না রবার্ট, দু'এক সপ্তাহের জন্য সেখান থেকে একবার ঘুরে আসি।"

সহযোগী প্রধান বিচারপতির চালে রবার্ট বলল, "বেশ তো যাব। তোমার কাছে প্রস্তাবটা আগে করি নি, কারণ আমি ভেবেছিলাম তুমি হয় তো যেতে চাইবে না। তুমি নিজের থেকেই যেতে চাইছ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

এলিসিয়া বলল, "আমি নিজেই তাকে লিখে জানাচ্ছি। ফেলিস্‌ এখনই আমার ট্রাংকগুলো গুছিয়ে ফেলুক। আমার তো মনে হয় সাতটা হলেই চলে যাবে। তোমার মা এক গাদা লোককে নিমন্ত্রণ করবে বলে তো আমার মনে হয় না। তিনি কি অনেক পার্টি দিয়ে থাকেন?"

এক সপ্তাহ পরে শহর থেকে পাঁচ ঘণ্টার পথ দূরের একটা ছোট গ্রাম্য স্টেশনে তারা ট্রেন থেকে নামল। একটি গলাবাজ, রসিক যুবক খচ্চরে টানা একটা স্প্রিং-এর মালগাড়ি চালিয়ে এসে মুচ্‌কি হেসে অভদ্রভাবে রবার্টের নাম ধরে ডাকল।

"হ্যালো মিঃ ওয়াম্‌স্‌লি। শেষ পর্যন্ত বাড়ির পথটা চিনতে পেরেছ, কি বল? তোমার জন্য মোটর গাড়িটা আনতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত, কি করি বল, সেটা যে আজ দশ একর জমি চষেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করার মত ভাল পোশাক পরে আসি নি বলে আমাকে ক্ষমা করবে আশা করি। বুঝতেই তো পারছ, এখনও ছ'টা বাজে নি।"

ভাইয়ের হাতটা চেপে ধরে রবার্ট বলল, "তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে টম। হ্যাঁ, 'শেষ পর্যন্ত' পথটা আমি খুঁজে পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত কথাটা বলার হক তোমার আছে। দু'বছরেরও বেশি হয়ে গেল শেষবার এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখন থেকে মাঝে মাঝেই আসব রে ভাই।"

তারা বাড়ির পথে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে পর্যাপ্ত গমেভর্তি মাঠের উপর। শহর এখান থেকে অনেক দূরে। উদাসী গ্রীষ্মের পোশাক থেকে খসে পড়া ফিতের মত রাস্তাটা বন, পাহাড় ও সমতলের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস বইছে।

ক্রমে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে একটু-একটু করে খামার বাড়িটা চোখে পড়তে লাগল; সারিবদ্ধ বাদাম গাছের ভিতর দিয়ে লম্বা গলিটা রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে; বুনো গোলাপ ও ভেজা উইলো ফুলের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। আর তারপরেই মাটির সব কণ্ঠস্বর যেন এক সঙ্গে আহ্বান জানাল রবার্ট ওয়াম্‌স্‌লির অন্তরাত্মাকে। সকলেই যেন বলছে "শেষ পর্যন্ত তুমি বাড়ির পথটা চিনতে পেরেছ, কি বল?"

সে শুনতে পাচ্ছে মাটির পুরনো কণ্ঠস্বর। লতাপাতা, কুঁড়ি ও ফোটা ফুল—সকলেই যেন তার উদাসীন কৈশোর কালের পুরনো ভাষায় তাকে ডাকছে—প্রাণ-শক্তিহীন পাথর ও লোহার রেল, ফটক, লাঙলের দাগ, ছাদ ও পথের মোড়গুলিও যেন মুখর হয়ে উঠেছে। সারা দেশটা হাসছে, তার নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে রবার্টের সারা দেহে; বুঝি মুহূর্তের মধ্যে তার মন ফিরে গেছে পুরনো প্রিয়জনের কাছে। শহর এখন অনেক দূরে।

এই পল্লী-লোলুপতা যেন রবার্ট ওয়াম্‌স্‌লিকে পেয়ে বসল, তার উপর ভর করল। এই প্রসঙ্গে একটা আশ্চর্য জিনিস তার নজরে এল: এলিসিয়া তার পাশেই বসে আছে, অথচ সহসা তার মনে হল সে যেন এক অপরিচিতা। এই ফিরে-পাওয়া পরিবেশের সে কেউ নয়। আগে কখনও তাকে এত দূরের, এত বর্ণহীন ও এত উপরের মানুষ বলে মনে হয় নি—সে যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক অবাস্তব প্রাণী।

রাত হল। কুশল-সংবাদ বিনিময়ের পালা শেষ হল। শেষ হল রাতের খাওয়া-দাওয়া। হলুদ কুকুর বাফসহ পরিবারের সকলেই সামনের বারান্দায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। এলিসিয়া এসে বসল একটা ফিকে রংয়ের সুন্দর গাউন পরে—উদ্ধত ভঙ্গিতে নয়, কিন্তু নীরবে। রবার্টের মা মনের সুখে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল চাটনি ও কটিবাত নিয়ে। টম বসেছে সিঁড়ির উপরের ধাপে; দুই বোন মিলি ও পম বসেছে নিচের সিঁড়িতে জোনাকি ধরবে বলে। মা বসেছে উইলোর দোলনায়। বাবা বসেছে একটা হাতল-ভাঙা বড় আরাম-কেদারায়। রবার্টের মন তলিয়ে গেছে অতীত স্মৃতির অতলে। তার মনে লেগেছে পল্লী-প্রীতির উদ্দাম দোলা। শহর এখন অনেক দূরে।

বাবার মুখে পাইপটা নেই। তার পায়ে ভারী বুট। রবার্ট চেঁচিয়ে বলল: "না, তুমি এটা পায়ে দিও না!" সে পাইপটা এনে ধরিয়ে দিল; বুড়োর পা থেকে বুট জোড়া খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাবার গায়ের কোট ও ভেস্ট খুলেও লিলাক ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

এক সময় টমকে নিয়েই হুড়োহুড়ি খেলতে শুরু করে দিল। তার পর হুপ্ করে পিছন দিকে গিয়ে পরিবারের বুড়ো নিগ্রো চাকর আইক চাচাকে তার ব্যাঞ্জো সমেত টানতে টানতে আসরে এনে হাজির করল। সারা বারান্দায় বালি ছড়িয়ে দিয়ে ব্যাঞ্জোর তালে তালে নাচতে লাগল "রুটির ট্রেতে মুরগিছানা" গানের সুরে। সেই উদ্দাম নাচ চলল আধ ঘণ্টা ধরে। তারপরেই সে শুরু করল অবিশ্বাস্য রকমের হৈ-চৈ-কাণ্ডকারখানা। গান গাইল, এমন সব গল্প বলতে লাগল যে একজন ছাড়া

অন্য সকলেই হেসে কুটিপাটি হল। তার রক্তে যে পুরনো জীবনের স্রোত বইছে তাতে যেন লেগেছে দুরন্ত জোয়ারের টান।

অতি-উৎসাহে সে এতই উচ্ছৃংখল হয়ে উঠল যে এক সময় তার মা শান্ত গলায় তাকে একটু তিরস্কারও করল। তারপর এলিসিয়া এমনভাবে নড়েচড়ে বসল যে মনে হল সে বুঝি কিছু বলবে, কিন্তু বলল না। সারাক্ষণ সে বসে রইল সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি অনড়, অচল সাদা ভূতের মত। কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করল না, তাকে জানতে চাইল না।

কিছু সময় পরে এলিসিয়া তার উপরের ঘরে উঠে যাবার অনুমতি চাইল; বলল, সে ক্লান্ত বোধ করছে। রবার্টের পাশ দিয়েই সে চলে গেল। রবার্ট দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল এক বাজে হাসির নাটকের নায়কের মত চেহারা নিয়ে; মাথার চুল উস্কোখুস্কো, মুখটা লাল, পোশাক-পরিচ্ছদ অতীব বেহাল—শ্রদ্ধেয় ক্লাব-সদস্য ও উপর মহলের অলংকারস্বরূপ বিশুদ্ধ চরিত্র রবার্ট ওয়াম্‌স্‌লির চিহ্ন মাত্র এখন তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে তখন সংসারের কিছু বাসন পত্তর দিয়েই ভেল্কির খেল্ দেখাচ্ছে, আর গোটা পরিবারের লোক বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেই খেল্ দেখছে।

এলিসিয়া তাকে পাশ কাটিয়ে যেতেই রবার্ট হঠাৎ চমকে উঠল। সেই মুহূর্তে সে ভুলেই গিয়েছিল যে এতক্ষণ এলিসিয়াও সেখানে হাজির ছিল। তার দিকে না তাকিয়েই এলিসিয়া উপরে উঠে গেল।

তারপর থেকেই তামাসাটা চুপচাপ হয়ে গেল। কথাবার্তায় আরও একটা ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর রবার্ট নিজেও উপরে উঠে গেল।

সে যখন ঘরে ঢুকল এলিসিয়া তখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তখনও সে আগেকার পোশাকটাই পরে ছিল। বাইরে জানালাটাকে ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল ফুলে-ভরা একটা বিশাল আপেল গাছ।

রবার্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানালার কাছে গেল। ভাগ্যের মুখোমুখি হতে সে প্রস্তুত। একজন স্বীকৃত ইতর ধনীলোক হিসাবে সে আগেই বুঝতে পেরেছিল, ধীর-স্থির শ্বেতবসনা ওই মূর্তিমতী বিচারে কি রায় দেবে। একজন ভ্যান ডার পুল কি কঠিন রেখা টানবে সেটাও তার জানা। নিজের কাজে-কর্মেই সে নিজের মুখোসটা খুলে ফেলেছে। একটা মার্জিত ভাব, গাম্ভীর্য, একটা নতুন রূপ—মহানগর তাকে যা কিছু দিয়েছিল ঝড়ো হাওয়ার মুখে ঢিলে জামার মত সে সবই খসে পড়েছে। আসন্ন ভর্ৎসনার জন্য সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইল।

তার বিচারকের শান্ত, শীতল কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: "রবার্ট, আমি ভেবেছিলাম একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করেছি।"

হ্যাঁ, শুরু হয়েছে। তথাপি রবার্ট ওয়াম্‌স্‌লি আগ্রহের সঙ্গে আপেল গাছটার সেই বিশেষ ডালটার দিকেই তাকিয়ে রইল, এই জানালা থেকেই সে একদিন ওই ডালটা বেয়ে উঠে যেত। তার মনে হল, সে কাজটা সে আজও করতে পারে। সে অবাক হয়ে ভাবল—এই গাছটায় কত ফুল ফুটেছে—চল্লিশ লক্ষ? কিন্তু সেখানে আরও একজন ছিল, যে আবার বলল:

"আমি ভেবেছিলাম একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করেছি, কিন্তু—"

মহিলাটি কেন এগিয়ে এসে তার একেবারে পাশে এসেই দাঁড়াল?

"কিন্তু এখন দেখছি আমি বিয়ে করেছি"—এটা কি এলিসিয়া কথা বলছে? "—তার চাইতেও ভাল—একটি মানুষকে—বব, প্রিয় আমার, আমাকে চুমো খাও, খাবে তো?"

মহানগর তখন আরও অনেক দূরে সরে গেছে।

# ভাগ্যের বিড়ম্বনা

## The Shocks of Doom

পাবলিক পার্কগুলির, এমন কি যে সব ভবঘুরেরা সেগুলিকে নিজেদের বাড়িঘরের মত ব্যবহার করে তাদেরও একটা আভিজাত্য আছে। এই সত্যটি জানার চাইতেও ভাল করে বুঝতে পারল ভালান্স যখন সে নিজের জগৎটা ছেড়ে বাইরে নামতেই দুটি পা তাকে সোজা নিয়ে হাজির করল ম্যাডিসন স্কোয়ারে।

সেকেলে স্কুলের মেয়েদের মত কাঁচা ও জড়ানো স্বভাবের তরুণী মে মাস ফুলন্ত গাছপালার মধ্যে গম্ভীর নিঃশ্বাস ফেলে বেড়াচ্ছে। ভালান্স কোটের বোতাম এঁটে শেষ সিগারেটটি ধরিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসল। তিনটি মিনিট ধরে কিঞ্চিৎ দুঃখের সঙ্গে সে ভাবতে লাগল যে বাইসাইকেলের মাথাটার অভাবে যখন তার দ্বিচক্রযানে চড়াটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখনই তার শেষ এক হাজারের শেষ একশ'টাও খরচ হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি পকেট হাতড়ে সে একটা পেনিও পেল না। সেই দিন সকালেই সে বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। আসবাবপত্র গেছে কিছু ধারকর্জ মেটাতে। জামা-কাপড় যা পরা আছে তা ছাড়া বাকিটা গেছে পুরুষ-চাকরটার পকেটে বাকি মাইনের দায়ে। এখন সে বেঞ্চিটাতে বসে আছে, কিন্তু সারা শহরে তার জন্য একটা বিছানা অথবা সিদ্ধ চিংড়ি নেই, রাস্তার গাড়ির ভাড়াটা অথবা বোতামের ঘরে গুঁজবার মত একটা গোলাপি ফুলও নেই, তার এই সর্বহারা অবস্থাটাই চলবে যতক্ষণ না বন্ধুদের পকেট কেটে বা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে সে সব জিনিসগুলো জোগাড় করতে পারছে। তাই তো এই পার্কটাকেই সে বেছে নিয়েছে।

আর এ সব কিছু ঘটেছে যেহেতু তার খুড়ো তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তার বড়সড় ভাতাটাকে শূন্যের ঘরে নামিয়ে দিয়েছে। আর সে সব কিছুই ঘটেছে যেহেতু একটি বিশেষ মেয়ের ব্যাপারে এই ভাই-পোটি তার কথা অমান্য করেছে। সে মেয়েটি অবশ্য এই গল্পে আসছে না—সুতরাং যে সব পাঠক গল্পের শেকড় খুঁজে বেড়ান তাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে তারা যেন এই গল্পটি আর বেশিদূর পর্যন্ত না পড়েন। পরিবারের আর একটি শাখার সুবাদে আরও

একটি ভাই-পো ছিল যে এক সময় তার ভাবী উত্তরাধিকারী ও প্রিয়জন ছিল। কোন রকম আশা-ভরসা না দেখে অনেক আগেই সেও কেটে পড়েছে। এখন তার জন্য টানা-জাল ফেলা হয়েছে; তাকে ধরে এনে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। আর সেই জন্যই ভালান্স একেবারে অতলে তলিয়ে গেছে এবং ছোট পার্কটার ছন্নছাড়া ভূতদের দলে এসে ভিড়েছে।

সেইখানে বসে শক্ত বেঞ্চিটায় হেলান দিয়ে সে হঠাৎই হেসে উঠে সিগারেটের তীরটাকে ছুড়ে দিল গাছের নিচু ডালগুলোকে লক্ষ্য করে। আকস্মিকভাবে জীবনের সব বন্ধন কেটে যাওয়ায় সে এখন মুক্ত, স্বাধীন, শিহরিত, আনন্দ-উল্লাসের প্রতিমূর্তি যেন। একজন বৈমানিক যখন প্যারাসুটটাকে কেটে দিয়ে তার বেলুনটাকে সুদূরে উড়ে যেতে দেয় তখন তার মনে যে অনুভূতি জাগে ঠিক সেই অনুভূতিই জেগেছে তার মনে।

তখন সময় প্রায় দশটা। বেঞ্চিতে খুব বেশি ভ্রমণকারী ছিল না। তাদেরই একজন উৎসারিত ঝর্ণার কাছের আসনটি থেকে উঠে ভালান্সের পাশে এসে বসল। সে যুবকও হতে পারে, বৃদ্ধও হতে পারে; সস্তার বাসা-বাড়ি তাকে একেবারে ভাজা-ভাজা করেছে; ক্ষুর ও চিরুনির সাথে তার অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে নি। সে একটা দেশলাই চাইল; পার্কের বেঞ্চির যাত্রীরা এইভাবেই নিজেদের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত করে; তারপর আলাপ শুরু করে।

সে ভালান্সকে বলল, "তুমি তো এখানকার নিয়মিত যাত্রী নও। জামা-কাপড় দেখলেই আমি তাদের চিনতে পারি। তুমি বোধ হয় পার্কের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কিছু সময়ের জন্য এখানে বসেছ। তোমার সঙ্গে বেশি বক্ বক্ করছি বলে কিছু মনে করছ না তো? আমার যে একজন সঙ্গী অবশ্যই চাই। আমি ভয় পেয়েছি—আমি ভয় পেয়েছি। ওদিককার দু'তিন জনকে একথা বলেওছি। তারা মনে করে আমি পাগল। ধর—আমি তোমাকে বলছি—আজ সারা দিনে আমি খেয়েছি কেবল দুটো প্রেট্‌জেল ও একটা আপেল। কাল আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে তিন মিলিয়নের উত্তরাধিকারী হবার জন্য; আর দূরে মোটরে-ঘেরা যে রেস্টুরেন্টটা দেখছ ওটাই আমার কাছে হয়ে যাবে বড় বেশি সস্তা খাবারের জায়গা। কথাটা বিশ্বাস করতে পারছ না, তাই না?"

"খুব সহজেই বুঝতে পারছি," ভালান্স হেসে বলল। "গতকাল আমি ওখানেই লাঞ্চ খেয়েছি। আর আজ রাতে আমি পাঁচ সেণ্ট দামের এক কাপ কফিও কিনতে পারি নি।"

"তোমাকে দেখে তো আমাদের একজন বলে মনে হয় না। ঠিক আছে, ধরেই নিলাম যে এ রকম ঘটনা ঘটেই থাকে। এক সময় আমিও আকাশে উড়তাম—কয়েক বছর আগে। তুমি ছিটকে পড়লে কেমন করে?"

"আমি—ওঃ, আমি চাকরিটা খুইয়েছি," ভালান্স বলল।

অপর লোকটি বলতে লাগল, "এই শহরটা হচ্ছে নির্জলা নরক। একদিন তুমি খাচ্ছ চিনা খাবার; পরদিনই তুমি খাচ্ছ খাস চিনে বসে—চপসুই। আমার কপালে

অনেক দুঃখ-কষ্ট গেছে। পাঁচ বছর আমার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তারপর এমন জায়গায় উঠলাম যেখানে ব্যয়বহুল জীবন যাপন করা যায়, আর কিছুই করতে হয় না। ধর—তোমাকে বলতে কোন বাধা নেই—কারও সঙ্গে আমাকে তো কথা বলতেই হবে, কারণ আমি ভয় পেয়েছি—আমি ভয় পেয়েছি। আমার নাম আইড। তুমি ভাবতেই পারবে না যে 'রিভারসাইড ড্রাইভ'-এর লাখপতিদের অন্যতম বুড়ো পল্ডিং ছিলেন আমার খুড়ো—ভাবতে পার? কিন্তু এটা সত্যি। একসময় আমি তার বাড়িতে ছিলাম; যত টাকা চাই সব পেতাম। বল তো, দুই কাপ পানীয়র দামও কি তোমার কাছে নেই—আরে—তোমার নামটা যেন কি—?"

"ডসন," ভালান্স বলল। "না; আমি দুঃখিত।"

আইডি বলতে লাগল, "আমি একটা সপ্তাহ 'ডিভিসন স্ট্রীট'-এর একটা কয়লার দোকানে ছিলাম একটা চোরের সঙ্গে; সকলে তাকে ডাকত 'চোখ মিট-মিট' মরিস। অন্য কোন থাকার মত জায়গা আমার ছিল না। আজ যখন বেরিয়েছিলাম তখন একটা ছেলে পকেটে কিছু কাগজপত্র নিয়ে আমার খোঁজ করছিল। আমি তাকে চিনতাম না, কিন্তু এটা বুঝলাম যে সে একটি পুলিশের টিকটিকি; তাই সেদিন অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বের হলাম না। সে আমার জন্য একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। জান—ডসন, চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন শহরের উপকণ্ঠের এক বড় উকিল, তাঁর নাম মিড। আন স্ট্রীটে আমি তাঁর নেম-প্লেট দেখেছি। পল্ডিং আবার আমাকে তাঁর ভাই-পোর ভূমিকায় পেতে চান—তিনি চান যে আমি ফিরে গিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারী হই এবং তাঁর টাকার গদিতে বসি। কাল দশটার সময় আমাকে উকিলের আপিসে যেতে হবে এবং আবার আমার পুরনো জুতোয় পা ঢোকাতে হবে—তিন মিলিয়নের উত্তরাধিকারী হতে হবে; বছরে ১০,০০০ ডলার হাত-খরচও পাব। আর—আমি ভয় পেয়েছি—আমি ভয় পেয়েছি।"

ভবঘুরে লোকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুটি কাঁপা হাতই মাথার উপরে তুলল। দম বন্ধ করে সে মূর্ছা রোগীর মত গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

তার দুটো হাত চেপে ধরে ভালান্স তাকে আবার তার বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল।

"চুপ করে বস!" বিরক্তির সঙ্গে সে হুকুম করল। "লোকে ভাববে যে একটা সম্পত্তি পাওয়ার পরিবর্তে তুমি বুঝি সম্পত্তি হারাতে বসেছ। তোমার ভয়টা কিসের?"

"কেন, আমি ভয় পাচ্ছি যে সকালের আগেই আমার একটা কিছু হবে। সেটা কি তা আমি জানি না—এমন একটা কিছু যা আমাকে ঐ টাকাটা পেতে দেবে না। আমি ভয় পাচ্ছি যে একটা গাছ আমার উপর ভেঙে পড়বে—আমি ভয় পাচ্ছি একটা গাড়ি আমাকে চাপা দেবে, কোন বাড়ির ছাদ থেকে একটা পাথর আমার মাথায় পড়বে, বা ঐ রকম একটা কিছু হবে। আগে আমি কখনও ভীতু ছিলাম না। শত শত রাত আমি এই পার্কে বসে কাটিয়েছি পাথরের মূর্তির মত শান্ত হয়ে, অথচ তখন আমি জানতামই না আমার প্রাতরাশটা কোথা থেকে আসবে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্য রকম। টাকা আমি ভালবাসি, ডসন,—টাকা যখন আমার হাত উপচে পড়ে যাবে, আর সকলেই আমাকে সেলাম ঠুকবে, চারদিক থেকে গান-বাজনা,

ফুল ও ভাল ভাল পোশাক আসবে, তখন আমি হব দেবতাদের মত সুখী। যতদিন জেনেছি যে আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, ততদিন আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাই নি। বরং এখানে বসে ছেঁড়া পোশাক পরে আর ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে ফোয়ারার জলের শব্দ শুনে আর রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল দেখে আমি সুখেই ছিলাম। কিন্তু আজ সেই টাকা প্রায় আমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে; তাই এখন আর আমার বারো ঘণ্টারও তর সইছে না। ডসন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পঞ্চাশ রকমের বিপদ আমাকে ঘিরে ধরতে পারে—আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি—আমার বুকের ব্যামো হতে পারে—সব কিছু পাবার ঠিক আগের মুহূর্তে হয় তো জগৎটারই মৃত্যু ঘটল—"

আর্তনাদ করে আইড আবার লাফিয়ে উঠল। বেঞ্চিতে বসা লোকগুলো নড়েচড়ে চোখ তুলে তাকাল। ভালান্স তার হাতটা ধরল।

সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "চল, একটু হেঁটে আসি। নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা কর। উত্তেজিত হবার বা ভয় পাবার কিছু নেই। তোমার কিচ্ছু হবে না। একটা রাত ঠিক আর একটা রাতের মতই হয়।"

"ঠিক আছে," আইড বলল। "আমার কাছেই থাক ডসন—এই তো লক্ষ্মী ছেলে। কিছুক্ষণ আমার কাছে কাছেই হেঁটে বেড়াও। আগেও অনেক কঠিন আঘাত আমি পেয়েছি, কিন্তু কখনও এতটা ভেঙে পড়ি নি। একটা কিছু লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে পার কি না দেখ তো বাপধন। আমার যা কাহিল অবস্থা তাতে আমার দ্বারা তো কোন ব্যবস্থা হবে বলে মনে হয় না।"

ভালান্স তার সঙ্গীটিকে নিয়ে প্রায় জনহীন পঞ্চম এভেনিউ ধরে এগোতে লাগল; তারপর পশ্চিম দিকে ত্রিশতম এভেনিউ ধরে চলল ব্রডওয়ের দিকে। আইডকে একটা নির্জন ছায়া-ঢাকা জায়গায় রেখে বলল, "এখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর।" একটা পরিচিত হোটেলে ঢুকে সে নিশ্চিন্ত মনে বারের দিকে এগিয়ে গেল।

বার-পরিচারককে বলল, "শোন জিমি, বাইরে এক হতভাগা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলছে খুব ক্ষিদে পেয়েছে; দেখেও সেই রকমই মনে হচ্ছে। তুমি তো জান হাতে টাকা থাকলে এরা কি করে থাকে। ওর জন্য দু'একটা স্যান্ডুয়িচের ব্যবস্থা কর; সে যাতে আবার সেগুলো ছুড়ে ফেলে না দেয় সেটা আমি দেখব।"

বার-পরিচারক বলল, "অবশ্যই দেব মিঃ ভালান্স। সব লোকই তো ভণ্ডামি করে না। কেউ ক্ষুধায় কষ্ট পাবে সেটা আমিও দেখতে পারি না।"

একটা বিনা পয়সার লাঞ্চ তোয়ালেতে বেঁধে সে ভালান্সের হাতে দিল। সেটা নিয়ে ভালান্স তার সঙ্গীকে দিল। আইড কাকের মত খাবারটা গিলতে শুরু করল। বলল, "এক বছরের মধ্যে এত ভাল বিনা পয়সার লাঞ্চ আমি খাই নি। তুমি কিছু খাবে না ডসন?"

"আমার ক্ষিদে পায় না—ধন্যবাদ," ভালান্স বলল।

আইড বলল, "আমরা স্কোয়ারেই ফিরে যাব। সেখানে পুলিশ কোনরকম গোলমাল করবে না। বাকি খাবারটা তোয়ালে জড়িয়ে প্রাতরাশের জন্য রেখে দেব। আমি

আর খাব না ; বেশি খেলে আবার যদি অসুখ বাধিয়ে বসি। ভাব তো, আজ রাতেই যদি আমি মরে যাই, তাহলে তো সেই টাকাটা কোন দিনই হাতে পাব না। সেই উকিলের সঙ্গে দেখা করার এখনও তো এগারো ঘণ্টা বাকি। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না ডসন—যাবে না তো ? আমার কেবলই ভয় হচ্ছে—একটা কিছু যদি ঘটে যায়! তোমার কি যাবার মত কোন আস্তানা আছে ?"

"না," ভালান্স বলল, "আজ রাতের মত নেই। দু'জন একটা বেঞ্চিতেই শুতে পারব।"

আইড দার্শনিকের মত বলে উঠল, "মজার ব্যাপার কি জান, মানুষ সব কিছু করতে পারে। আমার ঠিক ডাইনে এটাই তোমার বেঞ্চি ডসন। এখানে শুলে তোমার চোখে আলো পড়বে না। শোন ডসন, বাড়ি ফিরে গিয়ে বুড়োটাকে দিয়ে লিখিয়ে তোমাকে একটা চিঠি দেব, যাতে কোথাও না কোথাও তোমার একটা কাজ জুটে যায়। আজ রাতে তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আজকের রাতটাও আমি টিকে থাকতে পারতাম না।"

"ধন্যবাদ," ভালান্স বলল। "তুমি কি ঘুমের মধ্যে শুয়ে-বসেও এই রকম বক-বক কর নাকি ?"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখের একটা পলকও না ফেলে ভালান্স গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে তারাগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, আর দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে-আসা ঘোড়ার ক্ষুরের খট্-খট্ শব্দ শুনতে লাগল। তখন তার মনটা সজাগ, কিন্তু অনুভূতি নিষ্ক্রিয়। মনে হয় সব আবেগই বুঝি ধুয়ে-মুছে গেছে। তার মনে অনুতাপ নেই, ভয় নেই, ব্যথা নেই, অসুবিধা-বোধও নেই। একবার মেয়েটির কথা মনে পড়ল, সেও যেন ওই সুদূর নক্ষত্রলোকেরই এক বাসিন্দা। আর এই সঙ্গীটির অদ্ভুত হালচালের কথা মনে পড়তেই সে চাপা গলায় হেসে উঠল, কিন্তু সে হাসিতে কোন রকম কৌতুকের ছোঁয়া ছিল না। একটু পরেই দুধের গাড়ির দৈনন্দিন বাহিনী এসে শহরটাকেই একটা ঢাকের বাদ্যি করে তুলল। ভালান্স শক্ত বেঞ্চিটাতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দশটার সময় দু'জন এসে দাঁড়াল আন স্ট্রীটের উকিল মিড-এর দরজায়।

সময় যত ঘনিয়ে আসছে আইডের স্নায়ু ততই যেন ব্যাকুল হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভালান্সও তাকে তার কল্পিত সব ভয়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারছে না।

তারা আপিসের মধ্যে ঢুকতেই উকিল মিড অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকাল। উকিল আর ভালান্স পুরনো বন্ধু। বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে উকিল আইডের দিকে চোখ ফেরাল। আসন্ন সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আইডের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তার হাত-পা কাঁপছে।

মিড বলল, "মিঃ আইড, কাল রাতে আপনার ঠিকানায় আরও একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম ; আজ সকালেই জানতে পারলাম যে আপনি তখন বাড়িতেই ছিলেন না ; তাই চিঠিটাও পান নি। সেই চিঠিতেই আপনাকে জানানো হয়েছিল যে মিঃ

পন্ডিং আপনাকে তার উত্তরাধিকারী করার প্রস্তাবটা পুনর্বিবেচনা করেছেন। তিনি স্থির করেছেন সে কাজটা করবেন না এবং আপনাকে জানাতে চেয়েছেন যে আপনার ও তার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তার কোন পরিবর্তন করা হবে না।"

হঠাৎ আইভের সব কাঁপুনি থেমে গেল। তার মুখে রংয়ের ছোপ লাগল; সে পিঠটা সোজা করে দাঁড়াল। তার নিচের চোয়ালটা আধ ইঞ্চি সামনের দিকে বেরিয়ে পড়ল, তার চোখে ফুটল নতুন ঝিলিক। এক হাতে দুমড়ানো টুপিটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে দিল উকিলের দিকে। একটা লম্বা শ্বাস টেনে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল।

"বুড়ো পন্ডিংকে বলবেন সে জাহান্নামে যাক," গলা ছেড়ে স্পষ্ট ভাবে কথাগুলো বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে সদর্প পদক্ষেপে আপিস থেকে বেরিয়ে গেল।

উকিল মিড ভালান্সের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

"তুমি এসে পড়েছ ভালই হয়েছে," সে সহৃদয়ভাবে বলল। "তোমার খুড়োর ইচ্ছা তুমি এখনই বাড়িতে ফিরে যাও। যে পরিস্থিতিতে তিনি তাড়াহুড়া করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটা তিনি সামলে নিয়েছেন; এখন তাঁর বক্তব্য যে সব কিছুই আগের মতই থাকবে, যেমন—"

"হেই এডামস্!" কথার মাঝখানেই থেমে গিয়ে উকিল মিড তার করণিককে ডাকল। "এক গ্লাস জল নিয়ে এস—মিঃ ভালান্স মূর্ছা গেছেন।"

# নরকের আগুন

## The Plutonian Fire

এমন কয়েকজন সম্পাদক মানুষ আছেন যাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ইদানিং তাঁরাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এ দুইয়ের মধ্যে একটা তফাৎ আছে।

তাঁরাই আমাকে বলেছেন, যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি তাঁদের কাছে জমা পড়ে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লেখক হলফ্ করে ঘোষণা করেন যে গল্পে বর্ণিত ঘটনাগুলি আসলে সত্য ঘটনা। সেই সব লেখার গন্তব্যস্থল কোথায় হবে সেটা নির্ভর করে লেখার সঙ্গে যে ডাক-টিকিট পাঠানো হয় তার উপর। কতকগুলি ফেরৎ পাঠানো হয়, আর বাকিগুলি ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় "ডানওয়ালা বিজয়লক্ষ্মী"-র একটা ওল্টানো মূর্তির এক জোড়া রবারের জুতোর মধ্যে (যেটা রাখা থাকে মেঝের এক কোণে,) অথবা "লে পেটিট জার্নাল"-এর সাম্প্রতিক সংখ্যাটি পড়তে ব্যস্ত অবস্থায় সম্পাদকের একটি ছবিসমেত একগাদা পুরনো পত্রিকার স্তূপের মধ্যে। সম্পাদকের দপ্তরে বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়ি থাকে—এটা একটা কল্পিত উপকথা মাত্র।

সত্য ঘটনা নিয়ে লিখিত গল্প সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করে দেবার জন্যই এই ভূমিকাটি লেখা হল। তারপরের কথা হল, গল্পটা সোজাসুজি বলতে হবে। একটা বড় শহরের সাহিত্য-জীবন নিয়েই গল্পটি লেখা হয়েছে; "গস্‌পোর্ট, ইণ্ড্"-এর ২০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাসকরী প্রত্যেক লেখকই এই গল্পটি সম্পর্কে আগ্রহী হবেন। এই পত্রিকাটির ডেস্কে একটি গল্পের পাণ্ডুলিপি এসেছে যার শুরুটা এই রকম: "মনোনয়ন পাবার পরে আদালত-ঘরটা যখন সোল্লাস চীৎকারে মুখরিত হয়ে চলেছে তার মধ্যেই স্বীয় দলবলের করতালিধ্বনিত অভিনন্দনের ভিতর দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে হার্ডউড ছুটে গেলেন বিচারক ক্রেস্‌ওয়েল-এর বাড়িতে ইডার খোঁজে।"

পেটিট আলাবামা থেকে আগত একজন উপন্যাস-লেখক। দক্ষিণী পত্রিকাগুলি তার আটটি গল্প ছেপেছে; তাতে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে যে লেখক "আমাদের ভূতপূর্ব কাউন্টি এটর্নি এবং লুক-আউট পর্বতের বীর যোদ্ধা মেজর পেটিংগিল পেটিট-এর পুত্র।"

পেটিট লোকটা একটু কড়া ধাতের মানুষ, লাজুক প্রকৃতির ও আমার প্রিয় বন্ধু। ছোট শহর হোসিয়াতে তার বাবা একটা দোকান চালাতেন। পেটিট পাইন বনের জঙ্গলে আর মাঠে মাঠে ঘুরেফিরেই বড় হয়েছে। তার হাতের থলির মধ্যে ছিল দু'খানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি; ১৩২৯ সালের "ভাইকোঁত দ মঁত্রেপো" গ্যাস্টন লাবুলায়ে নামক জনৈক ভদ্রলোকের পিকার্ডি-অভিযানই উপন্যাস দুটির বিষয়বস্তু। এ রকম তো আমরা সকলেই করে থাকি। এটা কিছুই না। আর যেদিন একটি মানুষ ও তার খোঁড়া কুকুরকে নিয়ে লেখা একটা ছোট স্কেচ বাজার মাত করে দেয়, তখনই সম্পাদক মশায় তার অন্য একটা লেখা ছাপিয়ে দেন—অথবা "আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন"—আর সেই লেখা নিয়ে আমরা হৈ-চৈ ফেলে দেই। ১.২৫ ডলার দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই সেই বই একখানা করে কিনি।

পেটিটকে আমি লাল ইটের বাড়িটাতে এনে তুললাম। এমন একটা দিন আসবে যখন "প্রাচীন নিউ ইয়র্ক সাহিত্যের দর্শনীয় স্থল" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বাড়িটার উল্লেখ থাকবে। সেখানে সে একটা ঘর ভাড়া নিল, খরচটা অবশ্য আসত বাবার দোকান থেকেই। আমি তাকে নিউ ইয়র্ক শহরটা ঘুরিয়ে দেখালাম; সে কিন্তু হোসিয়ার লী এভেনিউর তুলনায় ব্রডওয়ে কতটা সরু সে কথা একবারও বলল না। এটা সুলক্ষণ বলেই মনে হল; কাজেই আমি তাকে শেষ পরীক্ষায় ফেললাম।

বললাম, "ধর, ব্রুকলিন সেতু থেকে নিউ ইয়র্ক শহরটাকে কেমন দেখায় সে সম্পর্কে তোমার প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন তোমাকে লিখতে বলা হল। নতুন কথা তুমি কি বলবে—"

"বোকার মত কথা বলো না", পেটিট বলল। "আগে চল একটু বীয়ার খেয়ে নি। মোটামুটিভাবে শহরটা আমার ভালই লেগেছে।"

আমরা এক সত্যিকারের বোহেমিয়া আবিষ্কার করে সেটা নিয়েই মেতে উঠলাম। প্রতিদিন, প্রতিরাতে আমরা শ্বেত পাথর, কাঁচ ও টালির কারুকার্য-করা সেই সব প্রাসাদে হানা দিতে লাগলাম যেখানে অবিরাম শোনা যায় জীবনের এক প্রচণ্ড শব্দ-বহুল

মহাকাব্য। সে যেন শিল্প ও শব্দের এক বিরাট ও সার্থক সংমিশ্রণ; জীবনের এক কান-ফাটানো, আত্মার উদ্বোধনকারী সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রা। আর মাত্র দশ সেন্ট দিলেই এখানে বীন্‌স্‌ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম কেন আমাদের সহকর্মী শিল্পীরা তথাকথিত বোহেমিয়ান রেস্টুরেন্টের ছোট ছোট বাজে টেবিলে বসে ডিনার খায়; আর সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম পাছে তারা আমাদের এই আশ্রয়স্থলটির খোঁজ পেয়ে সেখানেই এসে আড্ডা গাড়ে।

পেটিট অনেক গল্প লিখল, আর সম্পাদকরা সেগুলি ফেরৎ পাঠাল। সে লিখত প্রেমের গল্প, যেটা আমি কোন দিনই করি নি। কিন্তু সম্পাদকরা তাকে বলে দিয়েছে যে তারা প্রেমের গল্পই চায়, কারণ তারা বলে যে মেয়েরা প্রেমের গল্পই পড়ে।

অবশ্য এ ব্যাপারে সম্পাদকদের ধারণাটাই ভুল। পত্র-পত্রিকায় তারা প্রেমের গল্প পড়ে না। তারা পড়ে পোকার-খেলা মার্কা গল্প আর কাঁকুড়ের তেলের প্রস্তুত-প্রণালী। প্রেমের গল্প পড়ে পেট-মোটা চুরুট-টানা বুড়োরা আর ছোট ছোট দশ বছরের মেয়েরা। সম্পাদকদের মতামতের সমালোচনা আমি করছি না। তাঁরা অধিকাংশই ভাল মানুষ, কিন্তু মানুষের তো ব্যক্তিগত মতামত ও রুচি থাকতেই পারে। একটি পত্রিকার দুই যুগ্ম-সম্পাদককে আমি চিনতাম যাঁরা প্রায় সব বিষয়েই আশ্চর্য রকমের একমতের লোক ছিলেন। অথচ তাঁদেরই একজন ছিলেন ফ্লবের-এর ভক্ত, আর অন্য জন ছিলেন জিনের ভক্ত।

ফেরৎ-পাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলি পেটিট আমাকে এনে দেখাত; দু'জন একত্রে সেগুলো পড়ে বুঝতে চেষ্টা করতাম কেন সেগুলি নির্বাচিত হয় নি। আমার তো গল্পগুলিকে বেশ ভালই মনে হত; লেখার স্টাইল ভাল, আর শেষ হত যথারীতি শেষ পাতাটির একেবারে নিচে গিয়ে।

গল্পগুলির গঠনভঙ্গি ভাল; ঘটনাবলীও সুবিন্যস্ত। কিন্তু আমার মনে হল সবগুলি গল্পেই যেন জীবনের স্পর্শের অভাব রয়েছে। তাই আমি লেখককে বললাম যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে তারপর তা নিয়ে লেখাই ভাল।

পেটিট বলল, "গত সপ্তাহে তুমি যে গল্পটা বিক্রি করলে তাতে একটা বন্দুকের লড়াই প্রসঙ্গে তুমি লিখেছ যে খনি-শহর এরিজোনায় গল্পের নায়ক তার ·৪৫ কোল্ট বের করে সাতটা ডাকাতকে দরজার কাছেই পরপর খুন করল। এখন, একটা ছয়-ঘড়া পিস্তল হলে—"

আমি বললাম, "আরে, সেটা তো আলাদা ব্যাপার। এরিজোনা তো নিউ ইয়র্ক থেকে বহুদূরের পথ। সেখানকার ব্যাপারে আমি যা খুশি তাই লিখে দিতে পারি। কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। প্রেম-ভালবাসা বলে কথা। এ ব্যাপারটা তো নিউ ইয়র্কে আর সুদূর শেবয়গান-এ হুবহু একই বস্তু। একজন 'কাউবয়' বাঁ হাতে জিন ধরে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছে—এ রকম একটা আজগুবি ছবির বর্ণনা দিয়ে তুমি একজন সম্পাদককে বোকা বানাতে পার, কিন্তু ভালবাসার গল্পে তুমি তো ঘোড়াকে গাছে চড়াতে পার না। অতএব, আগে প্রেমে পড়, তারপর আসল প্রেমের গল্প লিখতে চেষ্টা কর।"

পেটিট তাই করল। আমি কোন দিন জানতে পারি নি সে আমার পরামর্শমতই কাজ করেছিল, নাকি হঠাৎই কারও ভালবাসার শিকার হয়েছিল।

স্টুডিও-র পরিবেশের মধ্যেই একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল—দেখতে-শুনতে ভাল, দিল-খোলা একটি মেয়ে ; এমন ভাল ভাবে তোমাকে অবহেলা করবে যে তুমি বুঝতেই পারবে না। সে যে নিউ ইয়র্ক-এর মেয়ে।

তারপর—পেটিট ভেঙে একেবারে খান-খান হয়ে গেল। এতকাল যত সব বেদনা, প্রেমিকের সন্দেহ-বাতিক, অন্তরের জ্বালা আর কাঁপুনির কথা সে নির্দ্বিধায় লিখেছে, সে সবই তার জীবনে সত্য হয়ে উঠল। শাইলকের এক পাউণ্ড মাংসের কথা কি বলছ! কামদেব পেটিটের কাছ থেকে নিল পঁচিশ পাউণ্ড! কে বেশি বড় সুদখোর?

একদিন রাতে উল্লসিত চিত্তে সে আমার ঘরে এল। চেহারাটা মলিন ও ছন্নছাড়া, কিন্তু উল্লাসে ভরা।

সারা মুখে একটা নতুন হাসি ছড়িয়ে সে বলল, "মনে হচ্ছে আজ রাতে সেই গল্পটা আমি লিখতে পারব—তুমি তো জান, সেই সর্বজয়ী গল্পটা। ব্যাপারটা আমি অনুভব করছি ; সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু অনুভব করছি।"

তাকে ঠেলে দরজা দিয়ে বের করে দিয়ে হুকুম করলাম, "নিজের ঘরে গিয়ে লিখে ফেল। নইলে আমিই তোমাকে শেষ করে ফেলব। রাতের মধ্যেই গল্পটা লিখে শেষ কর, আর শেষ হলে আজ রাতেই সেটাকে আমার দরজার নিচে রেখে দিও—আগামী কালের জন্য অপেক্ষা করো না।"

দুটোর সময় আমার প্রিয় লেখক "মন্তেন" পড়ছিলাম এমন সময় দরজার নিচে সড়্-সড়্ শব্দ শুনতে পেলাম। পাতাগুলো কুড়িয়ে এনে গল্পটা পড়ে ফেললাম।

পড়তে পড়তে আমার কানে বাজতে লাগল হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁক, ঘুঘু পাখির অলস ঘু-ঘু ডাক, গাধার কর্কশ গলা, আর চড়ুইয়ের কিচির-মিচির। "এ যে বেদনাহত সাফো!" আমি চীৎকার করে উঠলাম। এ কি সেই স্বর্গীয় অগ্নি যা দীপ্তিময় করে তোলে প্রতিভাকে ; করে তোলে কার্যকর ও জীবিকা-অর্জনের উপায়।"

গল্পটা আবেগসর্বস্ব অর্থহীন প্রলাপ, নরম মনের গদ-গদ ভাবে ভরা, আর আত্মম্ভরিতায় উচ্ছ্বসিত। গল্প রচনার যে কলা-কৌশল পেটিটের আয়ত্তাধীন ছিল তার চিহ্নমাত্রও নেই।

সকালে পেটিট আমার ঘরে এল। নির্দয়ভাবে শেষ বিচারের রায়টা তাকে জানিয়ে দিলাম। সে বোকার মত হো-হো করে হাসতে লাগল।

খুশি মনেই বলে উঠল, "ঠিক আছে দোস্ত, চুরুটের আগুন দিয়ে ওগুলো পুড়িয়ে ফেল। তাতে তফাৎটা কি হবে? আজই আমি মেয়েটিকে নিয়ে "ক্লারে মঁত"-এ যাচ্ছি লাঞ্চ খেতে।"

মাসখানেক কেটে গেল। একদিন পেটিট এসে হাজির হল উদ্ভ্রান্তের মত। সে আবোল-তাবোল বকতে লাগল—কখনও কবর, কখনও দক্ষিণ আমেরিকা, আবার কখনও বা প্রুসিক এসিডের কথা। তাকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলতে আমার সারা বিকেলটা কেটে গেল। তাকে নিয়ে বাইরে বের হলাম, প্রয়োজনমত হুইস্কি

খাওয়ালাম। তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, এই তোমার সত্য ঘটনার গল্প! এই ভাবে গল্প লিখতে থাকলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। পুরো দুই সপ্তাহ ধরে তাকে হুইস্কি আর ওমর খৈয়াম গেলালাম, আর প্রতি সন্ধ্যায় তাকে নিয়মিত পড়ে শোনালাম সান্ধ্য পত্রিকায় প্রকাশিত নারী-সৌন্দর্যের গোপন কথা। চিকিৎসার সেই ব্যবস্থাপত্রই তাকে শুনিয়ে দিলাম।

রোগ-নিরাময়ের পরে সে আরও গল্প লিখতে লাগল। লেখার ব্যাপারে সে আগের মতই সাবলীল হয়ে উঠল এবং তার কাজকর্ম ভালর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তার পরেই তৃতীয় অংকের উপর যবনিকা উঠল।

নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে আগত একটি কাজল-নয়না ছোটখাট, চুপচাপ মেয়ে পেটিটের প্রেমে একেবারে ডুবে গেল। মেয়েটি ব্যবহারিক নক্সা নিয়ে পড়াশুনা করছিল। পেটিটেরও তাকে ভাল লেগে গেল; তাকে নিয়ে বেশ ঘোরাঘুরিও করতে লাগল। মেয়েটি তাকে ঠাকুরের মত পূজা করত, আবার মাঝে মাঝে বিরক্তও করত। ব্যাপারটা একেবারে চরমে উঠল যখন মেয়েটি জানালা দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়তে চেষ্টা করল আর পেটিটও কিছু না বুঝেই তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে থামাল। মেয়েটির অনুরাগের গভীরতা আমাকেও বিচলিত করে তুলল। তার ভালবাসার হাওয়ায় বাড়ি ঘর, বন্ধু বান্ধবী, চিরাচরিত প্রথা, বিশ্বাস—সব কিছুই কাঁটালতার ফুলের মত উড়ে গেল।

একদিন রাতে পেটিট আবার আমার ঘরে ঢুকল হাই তুলতে তুলতে। আগের মতই আমাকে বলল, তার মনে হচ্ছে সে আবার একটা বড় মাপের গল্প লিখতে পারবে; আমিও আগের মতই তাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে বললাম, সেখানে গিয়ে কালি-কলম নিয়ে বসে পড় গে। একটার সময় কয়েক পাতা কাগজ আমার দরজার তলা দিয়ে ঘরে ঢুকল।

আমি গল্পটা পড়লাম; পড়েই অত রাতেও আনন্দে হুম্-হুম্ করে লাফিয়ে উঠলাম। পুরনো পেটিট এতদিনে কেল্লা ফতে করেছে। মনে হল যেন রক্তের লাল অক্ষরে একটি নারী-হৃদয়ের কথাগুলিই লেখা হয়েছে গল্পের প্রতিটি পংক্তিতে। কী এক অপূর্ব কুশলী গল্পই না লিখেছে! আমি তখনই পেটিটের ঘরে ঢুকে তার পিঠটা চাপড়ে দিলাম, আর অমরত্বের আসনে সারি সারি বসে-থাকা মানুষদের বড় বড় নাম ধরে তাকে গালাগালি দিতে লাগলাম। আর পেটিট হাই তুলে মিনতি জানাল, তাকে একটু ঘুমতে দেওয়া হোক।

সকালে উঠেই তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম এক সম্পাদকের কাছে। মহান ব্যক্তিটি গল্পটা পড়ল; উঠে দাঁড়িয়ে পেটিটের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। সেটাই তো তার সোনার পদক, জয়ের মালা, উপার্জনের নিরাপত্তা।

পেটিট তখন মিষ্টি-মিষ্টি হাসছে। নিজের মনেই তাকে ডাকলাম "ভদ্রলোক" পেটিট বলে। একটি মানুষের পক্ষে নামটা বাজে হলেও ছাপার অক্ষরে যতটা খারাপ দেখায় শুনতে কিন্তু সেই তুলনায় ভালই লাগে।

গল্পটাকে চেয়ে নিয়ে পেটিট সেটাকে ফালি-ফালি করে ছিঁড়তে শুরু করল। মুখে বলল, "এতক্ষণে আমি খেলাটাকে ধরতে পেরেছি। কালি দিয়ে লিখলে হবে

না, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে লিখলেও হবে না, তোমাকে লিখতে হবে অন্য কারও বুকের রক্ত দিয়ে। শিল্পী হবার আগে তোমাকে হতে হবে অমানুষ। আচ্ছা, পুরনো এলবাম আর মেজরের দোকানই আমার সঠিক জায়গা। কিছু বুঝতে পারলে পুরনো দোস্ত?"

পেটিটের সঙ্গে সঙ্গে আমি ডিপোতে গেলাম। তখন আমি মরিয়া হয়ে গেছি। শেষ চেষ্টা করতে জোর গলায় বললাম, "শেক্সপীয়রের সনেটগুলো? তাঁর বেলায়?"

"অমানুষ," পেটিট বলল। "তারা তোমাদের হাতে তুলে দেয়, আর তোমরা বিক্রি কর—কি? প্রেম—ভালবাসা। এর চাইতে আমি বরং বাবার জন্য লাঙল বিক্রি করব।"

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, "কিন্তু, তুমি তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের রায়কেই পাল্টে দিচ্ছ—"

"বিদায় পুরনো দোস্ত," পেটিট বলল।

আমি তথাপি বললাম, "আমি সমালোচকদের কথাই বলছিলাম। কিন্তু—তুমিই বল, একজন মোটামুটি ভাল বিক্রেতা ও হিসাবরক্ষককে দিয়ে মেজরের কাজ চলবে তো? সেটাই আমাকে জানিও; বলো জানাবে তো?"

# শেষ বিচার ও মোরব্বাওয়ালা

## Nemesis and the Candy Man

"সকাল আটটায় 'সেল্টিক' জাহাজে আমরা যাত্রা করছি," আস্তিনের লেন্স থেকে একটা ঢিলে দড়ি খুলতে খুলতে হনোরিয়া কথাগুলি বলল।

টুপিটা নামিয়ে সেটা লুফতে লুফতে যুবক ইভ্‌স্ বলল, "আমিও তাই শুনেছি, আর তাইতো তোমাদের যাত্রা শুভ হোক এই বাসনা জানাতেই আমি এসেছি।"

নিরাসক্ত মিষ্টি গলায় হনোরিয়া বলল, "তা তো শুনতেই হবে, কারণ নিজেরা গিয়ে তোমাকে খবরটা জানিয়ে আসার মত কোন সুযোগ ছিল না।"

মিনতিভরা চোখে ইভ্‌স্ তার দিকে তাকাল, কিন্তু তার চোখে আশার কোন আলো ছিল না।

বাইরের রাস্তায় উঁচু পর্দায় সুর করে কে যেন হেঁকে উঠল—"মোড়ব্বা-আ-আ! ভাল ভাল তাজা মোড়ব্বা-আ-আ!"

জানালা দিয়ে মুখটা বের করে হাতের ইসারা করে হনোরিয়া বলল, "ওই তো আমাদের পুরনো মোরব্বাওয়ালা। এখনই কয়েকটা গালে পুরতে ইচ্ছা করছে। ব্রডওয়ে-তে এর অর্ধেক ভাল জিনিসও পাওয়া যায় না।"

ম্যাডিসন এভেনিউ-এর পুরনো বাড়িটার সামনে মোরব্বাওয়ালার ঠেলা গাড়িটা থামল। রাস্তার ফেরিওয়ালাদের পক্ষে কিছুটা অস্বাভাবিক একটা ছুটি-ছুটি উৎসবের ভাব ছিল তার চাল-চলনে। তার উজ্জ্বল লাল রংয়ের টাইটা নতুন; তার সঙ্গে আটকানো বড় সাইজের অশ্বক্ষুরাকৃতি পিনটা বড় বেশি ঝল্‌মল্‌ করছে। তার বাদামী শুকনো মুখে একটা বোকা-বোকা হাসি। কব্জিতে ডোরা-কাটা আস্তিনে কুকুর-মাথা বোতাম লাগানো।

করুণাভরা গলায় হনোরিয়া বলল, "আমার বিশ্বাস ওর বিয়ে হবে। আগে তো কখনও ওকে এ রাস্তায় আসতে দেখি নি। আর গত কয়েক মাসের মধ্যে আজই প্রথম সে গলা ছেড়ে হাঁক দিচ্ছে।"

ইভ্‌স্‌ পাশের ফুটপাতে একটা মুদ্রা ছুড়ে দিল। মোরব্বাওয়ালা তার খদ্দেরদের চেনে। একটা কাগজের ঠোঙা ভর্তি করে একটা উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে সে ঠোঙাটা উপর থেকে বাড়ানো হাতে দিয়ে দিল।

"আমার মনে পড়ছে—" ইভ্‌স্‌ বলল।

"দাঁড়াও," হনোরিয়া বলল।

লেখার ডেস্কের ড্রয়ারের ভিতর থেকে একটা ছোট পোর্টফোলিও বের করে তার ভিতর থেকে $\frac{১}{৪}$" × ২" মাপের একটুকরো কাগজ বের করল। তারপর কঠিন গলায় বলল, "মোড়ক খুলে প্রথম যেটা বের করেছিলাম সেটা এই কাগজটা দিয়েই মোড়া ছিল।"

কাগজটা নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে ইভ্‌স্‌ ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে উঠল, "সেটা তো এক বছর আগেকার কথা।"

"উপরের আকাশ যতদিন থাকবে নীল
ততদিন, হে আমার প্রিয়, আমিও থাকব একান্ত তোমারই।"

সেও এটা পড়ল একটুকরো কাগজ দেখেই।

কথাপ্রসঙ্গেই হনোরিয়া বলল, "আমাদের তো এক সপ্তাহ আগেই যাবার কথা ছিল। এবার গ্রীষ্মকালটা বড় বেশি গরম পড়েছে। শহরটা তো প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। যাবার মত একটা জায়গাও নেই। তবে শুনেছি, দু'একটা ছাদ-বাগানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা চালু আছে। দু'এক জায়গায় নাচ-গানও চলছে।"

ইভ্‌স্‌ও হার মানবার পাত্র নয়। মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নামলে পাঁজরায় দু'একটা ঘুষি তো খেতেই হবে।

অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলল, "সেবার তো আমি মোরব্বাওয়ালার পিছু নিয়ে ব্রডওয়ের মোড়ে তাকে পাঁচ ডলার দিয়েছিলাম।"

হনোরিয়ার কোলের উপর থেকে কাগজের থলেটা তুলে নিয়ে তার ভিতর থেকে একটা কাগজে মোড়া মোরব্বা বের করে সেটাকে ধীরে ধীরে খুলে ফেলল।

হনোরিয়া বলল, "সারা চিলিংওয়ার্থ-এর বাবা তাকে একটা মোটর গাড়ি দিয়েছে।"

চৌকোণা মোরব্বাটি যে কাগজে মোড়া ছিল সেই কাগজটা ফেরৎ দিয়ে ইভ্‌স্‌ বলল, "এটা পড়।"

"জীবন আমাদের শেখায়—কেমন করে বাঁচতে হবে,
প্রেম আমাদের শেখায়—ক্ষমা করতে।"

হনোরিয়ার গালে লালের ছোপ ধরল।

চমকে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইভ্‌স্‌ চিৎকার করে ডাকল, "হনোরিয়া!"

প্রেমের দেবী ভেনাস যেমন করে সাগর-সৈকতে ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের উপরে উঠে দাঁড়ায় সেইভাবে উঠে দাঁড়িয়ে হনোরিয়া ভুলটা সংশোধন করে দিয়ে বলল, "মিস্‌ ক্লিস্টন! আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ও-নাম তুমি আর কখনও উচ্চারণ করো না।"

ইভ্‌স্‌ তবু বলল, "হনোরিয়া, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। আমি জানি, তোমার ক্ষমার যোগ্য আমি নই, কিন্তু ক্ষমা আমাকে পেতেই হবে। কখনও কখনও এমন একটা পাগলামি মানুষকে পেয়ে বসে যার জন্য তার সত্যিকারের স্বভাব দায়ী নয়। তোমাকে ছাড়া আর সব কিছু আমি ত্যাগ করতে পারি। যে শৃংখল আমাকে বেঁধেছে তাকে আমি কেটে ফেলেছি। যে 'মাইরেন' আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তোমার কাছ থেকে তাকে আমি পরিত্যাগ করেছি। পথের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে যে কবিতা আমি কিনেছি সেটাই আমার হয়ে কথা বলুক। একমাত্র তোমাকেই আমি ভালবাসতে পারি। তোমার ভালবাসা আমাকে ক্ষমা করুক; আমি শপথ করে বলছি 'আকাশে যতদিন থাকবে নীল' ততদিন আমার ভালবাসাও থাকবে সত্য হয়ে।"

* * *

পশ্চিম অঞ্চলে সপ্তম ও অষ্টম এভেনিউর মধ্যে একটা গলি ব্লকটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। গলিটা শেষ হয়েছে ব্লকের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা ছোট প্রাঙ্গণে। অঞ্চলটা নাটক-প্রধান; অধিবাসীরা আধ ডজন ভিন্ন ভিন্ন জাতির একটা জগা-খিচুড়ি। আবহাওয়া পুরো বোহেমিয়াম. ভাষা বহু ভাষার মিশ্রণ, অঞ্চলটা বিপজ্জনক।

গলির শেষ প্রান্তে উঠোনের মাঝখানে মোরব্বাওয়ালার বাসা। সাতটার সময় সে ঠেলা গাড়িটাকে ছোট ফটক দিয়ে ঢোকাল, উঁচু-নিচু পাথরের উপর গাড়িটাকে রেখে স্বয়ং তার একটা হাতলের উপর বসল একটু ঠাণ্ডা হবার জন্য। গলিটা দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল।

যে জায়গাটাতে সে সবসময়ই তার ঠেলা গাড়িটাকে রাখত তার ঠিক উপরেই একটা জানালা ছিল। শান্ত, শীতল বিকেল বেলায় "এরিয়েল রুফ্‌-গার্ডেন-"এর মক্ষিরাণী মাদ্‌ময়জেল আদেল্‌ সেই জানালায় বসে বায়ুসেবন করত। সাধারণতই তার স্বর্ণাভ পিঙ্গল কেশরাশি থাকত ছড়ানো যাতে বাতাস তার মধ্যে খেলা করতে করতে চুল শুকোবার কাজে দাসী সিদোনিকে সাহায্য করতে পারে। তার যে দুটি কাঁধ ফটোগ্রাফারদের সবচাইতে বেশি আকর্ষণ করত তার উপর ঢিলে করে জড়ানো ছিল সূর্যমুখী-রংয়ের একটা চাদর। দুটি বাহু কনুই পর্যন্ত অনাবৃত—সেটা নিয়ে হৈ-চৈ করার মত কোন ভাস্কর সেখানে হাজির ছিল না—কিন্তু গলির নিরেট ইটের দেয়ালগুলিও

বুঝি তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারত না। মাদ্‌ময়জেল আদেল্‌ এই ভঙ্গিতে বসে থাকত আর তার অপর দাসী ফেলিস্‌ তার পা দুটিকে মালিশ করে একেবারে ঝক্‌ঝকে করে ধুয়ে দিত।

ক্রমে ক্রমে মাদ্‌ময়জেলও লক্ষ্য করতে লাগল যে মোরব্বাওয়ালাটি তার জানালার নিচেই এসে দাঁড়ায় আর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিজেকে একটু ঠাণ্ডা করে নেয়। দাসীদের হাতে পড়ে সেই সময় তার হাতে নিজের কাজ কিছুই থাকত না—অবশ্য তার কাজ মানেই তো পুরুষ মানুষকে মোহিত করে নিজের রথে বন্দী করে রাখা। মাদ্‌ময়জেল আবার সময় নষ্ট করাটা পছন্দ করে না। এই মোরব্বাওয়ালা তার পুষ্পশরের যোগ্য শিকার নয়,—তবু যে পুরুষ জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতেই সে জন্মেছে সেও তো একই পুরুষ জাতিরই একজন।

পুরুষ মানুষটির দিকে ডজনখানেক বার অনাগ্রহী, নিরাসক্ত দৃষ্টিপাতের পরে একদিন বিকেলে হঠাৎ যেন তার অন্তর গলে গেল; এমন হাসিটি হেসে তার দিকে তাকাল যা নাকি তার ঠেলা গাড়ির মিষ্টি মেঠাইকেও হার মানায়।

সোহাগ-মাখা গলায় সে বলল, "মোরব্বাওয়ালা, তোমার কি মনে হয় না যে আমি সুন্দরী?"

মোরব্বাওয়ালা কর্কশ গলায় হেসে উঠল। মুখ তুলে তাকাল। তার পাতলা চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠেছে। একটা লাল-নীল রুমাল দিয়ে সে কপালটা মুছতে লাগল।

ঈর্ষাতুর গলায় বলল, "আপনি তো একটা রং-চঙে পত্রিকার প্রচ্ছদ হবার যোগ্য। সুন্দর কিনা সে বিচার করবে যারা সৌন্দর্যের পূজারী। ওটা তো আমার কাজ নয়। আপনি যদি ফুলের তোড়া পেতে চান তো ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে অন্যত্র খোঁজ করুন।"

সত্যি মোরব্বাওয়ালা মনকে টানে। সে বুঝি ঘন বরফের মধ্যে খরগোস শিকার করতে জানে। সিদোনির হাত থেকে চুলের একটা বড় গোলা তুলে নিয়ে মাদ্‌ময়জেল জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিল।

"মোরব্বাওয়ালা, তোমার কি এরকম লম্বা ও নরম চুলের অধিকারিণী কোন মনের মানুষ কোথাও আছে? যার হাত দুটিও এইরকম গোলগাল?" জানালার গোবরাটের উপর দিয়ে সে একটা হাত ঝুলিয়ে দিল।

নিজের কিছু সস্তা-মেঠাই ছড়িয়ে পড়ায় মোরব্বাওয়ালা কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে উঠল।

"এ সব বাক্যি রাখুন তো! শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। এক গোছা চুল আর সদ্য মালিশ-করা একটা হাত দেখিয়ে আমাকে মাত করে দেবেন এত বোকা আমি নই। ওহো, বুঝতে পেরেছি, প্রচুর পাউডার ও রং মাখিয়ে "বুড়ো আপেল গাছের তলায়" নৃত্যনাট্যের তালে তালে নাচতে আপনি খুবই ভাল পারেন। কিন্তু মাথায় টুপি চড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাকে নিয়ে ছোট গির্জার দিকে উড়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। এ রকম সাজগোজের বাক্স আমি অনেক দেখেছি। অতএব এ সব ঠাট্টা-মস্করা রাখুন—আপনার কি মনে হচ্ছে না যে এখনই বৃষ্টি নামবে?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে গালে টোল ফেলে মাদ্‌ময়জেল নরম গলায় বলল, "মোরব্বাওয়ালা, তুমি কি মনে কর না যে আমি সুন্দরী?"

মোরব্বাওয়ালা মুচ্‌কি হাসতে লাগল।

মুখে বলল, "নিজেই নিজের প্রেস-এজেন্ট হয়ে বেশ টাকা বাঁচাচ্ছেন, তাই না? আমি চুরুট টানি, কিন্তু পাঁচ সেন্ট দামের কোন চুরুটের বাক্সের উপর তো আপনার মুখের কোন ছবি দেখি নি। সে যাই হোক, আমার চলার পথে কিন্তু নতুন ধরনের মেয়েমানুষকে সঙ্গিনী করতে চাই। তাদের আমি আগা-পাশতলা চিনি। সারাদিন ভাল বিক্রি-বাটা কর, সাতটার সময় কিছু মাংস-পেঁয়াজি ও একটা পাইপ, আর বসবার ঘরে একখানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা দাও—বাস, তাহলেই যথেষ্ট; কোন লিলিয়ান রাসেল আমাকে দেখে চোখ ঠারল কিনা তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। বুঝলেন তো?"

মাদ্‌ময়জেল ঠোঁট ফুলাল।

নরম, গভীর গলায় বলল, "মোরব্বাওয়ালা, তবু তোমাকে বলতেই হবে যে আমি সুন্দরী। সকলেই সে-কথা বলে, অতএব তোমাকেও বলতে হবে।"

মোরব্বাওয়ালা হাসতে হাসতেই পাইপটা মুখ থেকে বের করল।

তারপর বলল, "আচ্ছা, আমাকেও ফাঁদে পা দিতেই হবে। আমি যে সান্ধ্য পত্রিকাটা পড়ছি তাতে একটা গল্প আছে। কতকগুলি মানুষ গুপ্তধনের খোঁজে সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে, আর একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে জলদস্যুরা তাদের উপর নজর রেখেছে। সেখানে কিন্তু জলে, স্থলে, আকাশে কোথাও একটা মেয়েমানুষও নেই। গুড্ ইভিনিং।" তারপরেই ঠেলা গাড়িটা নিয়ে সে পথে নামল এবং যে নোংরা বাড়িটাতে সে থাকে সেখানেই ফিরে গেল।

যে মানুষ মেয়েমানুষকে চেনে না তার কাছে এটা অবিশ্বাস্যই মনে হবে। প্রত্যেক দিন মাদ্‌ময়জেল তার জানালায় বসে থাকে আর একই ঘৃণ্য খেলায় মেতে ওঠে। একদিন এক মাননীয় রসিক নাগরকে অভ্যর্থনা-কক্ষে আধ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে সে বৃথাই মোরব্বাওয়ালার পাষাণ-কঠিন দার্শনিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল। লোকটির অভদ্র হাসি তার অহমিকাকে বড় জোর আঘাত হেনেছে। প্রত্যেক দিন যখনই তার চুলের পরিচর্যা চলতে থাকে তখনই লোকটি গলির হাওয়া খেতে তার গাড়িতে এসে বসে, আর প্রত্যেক দিনই মাদ্‌ময়জেলের রূপের শায়ক পুরুষ মানুষটির বুকে বিদ্ধ হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফিরে আসে। আহত অভিমানে তার চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। আহত গর্ব হয়ে সে এমন ভাবে লোকটার দিকে তাকায় যে দৃষ্টিটুকু তাদের উপর বর্ষিত হলে অনেক হোমড়া-চোমড়া হাতে স্বর্গ পেয়ে যেত। মোরব্বাওয়ালার দুটি চক্ষু অর্ধ-লুক্কায়িত ঘৃণায় তার দিকে দৃষ্টিপাত করে আর তাতেই নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাদ্‌ময়জেল তার রূপের তূণীর থেকে বাছা বাছা সব খরশর নিক্ষেপ করতে থাকে।

একদিন বিকেলে মাদ্‌ময়জেল আদেল গোবরাটের অনেকটা উপর থেকে মুখটা বাড়াল বটে, কিন্তু অন্যান্য দিনের মত লোকটিকে আক্রমণও করল না, তাকে কোন রকমভাবে বিরক্তও করল না।

আদেল বলল, "মোরব্বাওয়ালা, উঠে দাঁড়িয়ে আমার চোখের দিকে তাকাও।"

সেও উঠে দাঁড়াল আর করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করার মত কর্কশ গলায় হাসতে হাসতে মাদ্‌ময়জেল-এর চোখের দিকে তাকাল। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে সেটাকে একটু নাড়াচাড়া করল, তারপর কাঁপা হাতে সেটাকে আবার পকেটে পুরল।

ঈষৎ হেসে মাদ্‌ময়জেল বলল, "ওতেই হবে। এবার আমাকে শরীর-মর্দনকারিণীর কাছে যেতে হবে। শুভ সন্ধ্যা।"

পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় মোরব্বাওয়ালা এল এবং গাড়িটাকে জানালার পাশে রেখে দিল। কিন্তু এ কি সেই মোরব্বাওয়ালা? গায়ে চেক-কাটা ঝক্‌ঝকে নতুন পোশাক। নেক-টাইয়ের রং আগুন-লাল, তাতে মস্ত বড় একটা অশ্বক্ষুরাকৃতি পিন আটকানো। জুতোজোড়া পালিশ-করা, মুখের তামাটে রংটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে—হাত দুটো ধোয়া-পোছা। উপরের জানালাটা খালি। নাকটা উপরে তুলে সে অপেক্ষা করতে লাগল—একটুকরো হাড়ের আশায় অপেক্ষারত কুকুরের মত।

মাদ্‌ময়জেল এল; পিছন-পিছন এল সিদোনি তার চুলের বোঝা বয়ে। মোরব্বাওয়ালার দিকে তাকিয়ে সে স্মিত হাসি হাসল; অচিরেই সে হাসি মিলিয়ে গেল অবসন্নতার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্‌ময়জেল বুঝতে পারল যে শিকার ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সব উৎসাহ ফুৎকারে নিভে গেল। সিদোনির সঙ্গে সে কথা বলতে শুরু করল।

মোরব্বাওয়ালা ফাঁকা গলায় বলল, "আজকের দিনটা বেশ ভাল। এক মাসের মধ্যে এই প্রথম আমার ফার্স্ট-ক্লাস লাগছে। কাল বৃষ্টি হবে বলে কি মনে হয়?"

মাদ্‌ময়জেল দু'খানি গোলগাল হাত জানালার গোবরাটের কুশনের উপর রাখল আর তার উপর রাখল তার টোল-খাওয়া চিবুক।

নরম গলায় বলল, "মোরব্বাওয়ালা, তুমি কি আমাকে ভালবাস না?"

মোরব্বাওয়ালা উঠে দাঁড়িয়ে ইটের দেয়ালে হেলান দিল।

ধরা গলায় বলল, "লেডি, আজ পর্যন্ত আমি ৮০০ ডলার জমিয়েছি। আমি কি বলেছি যে আপনি সুন্দরী নন? এই সব টাকা আপনি নিন, আর সেই টাকায় আপনার কুকুরের জন্য একটা কলার কিনে দিন।"

মাদ্‌ময়জেলের ঘরের মধ্যে একশ' রূপোর ঘণ্টা বেজে ওঠার মত একটা শব্দ হল। সেই উচ্চ হাসি গলিটাকে ভরে দিয়ে আঙিনাটার মধ্যেই ফিরে এল। সেখানে সূর্যের আলোর প্রবেশ যেমন বিস্ময়কর, ঠিক তেমনই বিস্ময়কর এই হাসির অনুপ্রবেশ। মাদ্‌ময়জেল খুব মজা পেয়ে গেল। তার উচ্চ হাসির সঙ্গে যুক্ত হল সিদোনির প্রতিধ্বনি। সেই উচ্চ হাসি বুঝি শেষ পর্যন্ত ঢুকল মোরব্বাওয়ালার কানে। অশ্বক্ষুরাকৃতি পিনটি নিয়ে সে বোকার মত নাড়াচাড়া করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে মাদ্‌ময়জেল তার আরক্তিম সুন্দর মুখখানাকে জানালার দিকে ফেরাল।

বলল, "মোরব্বাওয়ালা, এখান থেকে চলে যাও। আমি হাসলেই সিদোনি আমার চুল টেনে দেয়। তুমি এখানে থাকলে আমি তো না হেসে পারছি না।"

ঘরে ঢুকে জানালার কাছে এগিয়ে এসে ফেলিস বলল, "মাদ্‌ময়জেলের একটা হাত-চিঠি।"

গাড়ির হাতল তুলে ধরে মোরব্বাওয়ালা বলল, "ন্যায়বিচার কোথাও নেই"; বলেই সে চলতে শুরু করল।

তিন গজ এগিয়েই সে থেমে গেল। মাদ্‌ময়জেলের জানালা থেকে ভেসে এল আর্তনাদের পর আর্তনাদ। লোকটি দ্রুত ফিরে গেল। সে শুনতে পেল একটা দেহ ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল; আরও শুনতে পেল এমন একটা শব্দ যেন দুটো গোড়ালি দিয়ে কেউ পর পর সেটার উপর আঘাত করছে।

"এটা কি হচ্ছে?" সে হেঁকে বলল।

সিদোনির মাথাটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল।

সে বলল, "একটা দুঃসংবাদ পেয়ে মাদ্‌ময়জেল বড়ই ভেঙে পড়েছেন। যাকে তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন সেই মানুষটি চলে গেছেন—হয় তো তার কথা আপনারাও শুনেছেন—তিনি মঁসিয়ে ইভ্‌স্‌। কাল তিনি জাহাজে চেপে মহাসাগর পাড়ি দেবেন। ওঃ, হায়রে পুরুষ জাত!"

# বৃত্ত সম্পূর্ণ হল

## Squaring the Circle

যুবক-যুবতীদের বিরক্তির ঝুঁকি নিয়েও প্রচণ্ড আবেগের এই কাহিনীটি লিখবার আগে জ্যামিতিক আলোচনার একটি ভূমিকা আমাকে অবশ্যই লিখতে হবে।

প্রকৃতি চলে বৃত্তাকারে; কলাকৃতি চলে সরল রেখায়। যা কিছু প্রাকৃতিক সে সবই গোলাকার; যা কিছু কলানুগ তা-ই কোণবিশিষ্ট। একটা মানুষ যখন বরফের রাজ্যে পথ হারায় তখন যত চেষ্টাই করুক না কেন তাকেও একই বৃত্তে ঘুরতে হয়; শহরের মানুষের পা দুটি চতুষ্কোণ রাস্তায় ও মেঝেতে চলতে চলতে স্বধর্মবিচ্যুত হয়ে ক্রমাগত নিজের কাছ থেকেই দূরে চলে যায়।

শিশুর গোল দুটি চোখ পবিত্রতার প্রতীক; চপল প্রণয়ীর চোখের সূক্ষ্ম ভাঁজগুলিই প্রমাণ করে যে সে কলা-কবলিত। চক্রবাল-সমান্তরাল মুখমণ্ডল সংকল্পবদ্ধ চাতুরীর লক্ষণ; অকপট চুম্বনের প্রত্যাশায় গোল হয়ে ওঠা দুটি ঠোঁটে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দের লীলা কে না দেখেছে?

প্রকৃতির পরিপূর্ণতাই সৌন্দর্য; চক্রাকারত্ব তার প্রধান গুণ। চেয়ে দেখ, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রকে, মোহময় সুবর্ণ গোলককে, আশ্চর্য সব মন্দিরের গম্বুজকে, পরিণয়ের স্মারক-অঙ্গুরীয়কে, সার্কাসের রিং-কে, আর মদ-পরিবেশনের গোলাকার পর্যায়কে।

অপরপক্ষে, সরল রেখাগুলি প্রমাণ করে যে প্রকৃতি পথচ্যুত হয়েছে। প্রণয়-দেবীর কটিবন্ধ সরল রেখায় পরিবর্তিত হয়েছে— সেটা কল্পনা করা যায় কি!

যবে থেকে আমরা সরলরেখায় চলতে এবং মোড় ঘুরতে শুরু করেছি তখন থেকে আমাদের স্বভাবও বদলে গেছে। তারই ফলে যেহেতু প্রকৃতি শিল্প-কলা অপেক্ষা অধিকতর নমনীয় ও পরিবর্তনশীল তাই সে কঠোরতর বিধি-বিধানের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রেই তার ফল হয় একটা অদ্ভুত ফসল—যেমন: একটি ভাল জাতের ক্রিসান্থিমাম ফুল, কাঠের নির্যাস থেকে তৈরি হুইস্কি, একটি প্রজাতন্ত্রী মিসৌরি, আর একজন নিউ ইয়র্কের অধিবাসী।

একটা বড় শহরে প্রকৃতি বড় তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়। তার কারণটা জ্যামিতিক, নৈতিক নয়। বড় শহরের রাজপথ ও ভাস্কর্যের সরল রেখাগুলি, তার আইন ও সামাজিক রীতিনীতির চতুষ্কোণত্ব, তার একরোখা ফুটপাত, পথ চলার কঠিন, কঠোর, একগুঁয়ে আইন-কানুন—এমন কি অবসর বিনোদন এবং খেলাধূলা পর্যন্ত—সব কিছুই যেন প্রকৃতির বক্ররেখাকে তুচ্ছবোধে অমান্য করেই চলে।

এ সব দেখে একটা কথা বলা যায় যে বৃহৎ শহর যেন বৃত্তকে চতুষ্কোণ করে তোলার একটি জটিল ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। এখানে আরও বলা যেতে পারে যে এই গাণিতিক ভূমিকাটি একটি কেন্টাকি বিবাদের পরিণতির প্রাক্-কথামাত্র।

এই বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল কাম্বারল্যাণ্ড পর্বতমালায় ফল্ওয়েল পরিবার এবং হার্কনেস পরিবার দুটির মধ্যে। এই ঘরোয়া "ভেণ্ডেটা"-র প্রথম শিকার হয়েছিল বিল হার্কনেস-এর একটি পোষা কুকুর। ফল্ওয়েল বংশের এক প্রধানের "বডি" ফেলে দিয়ে হার্কনেস পরিবার এই দারুণ ক্ষতির শোধ নিয়েছিল। ফল্ওয়েলরাও পাল্টা আঘাত হানতে দেরি করে নি। তাদের কাঠবিড়ালি মার্কা রাইফেলগুলোকে ঘষে-মেজে নিয়ে বিল হার্কনেসকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার কুকুরটার খোঁজ করতে।

চল্লিশ বছর ধরে চলল এই রক্তের বদলে রক্তের পালা। হার্কনেস্ পরিবারের লোকদের গুলি করা হতে লাগল এককভাবে অথবা সপরিবারে, প্রস্তুত অথবা অপ্রস্তুত অবস্থায় যখন তারা ক্যাম্প-মিটিং সেরে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকত। আবার ঐ একইভাবে ফল্ওয়েল পরিবারের বৃক্ষটির সব ডালপালাগুলিকেও কেটে ফেলা হল।

এই সর্বনেশে কচু-কাটার ফলে ক্রমে ক্রমে এক সময়ে প্রতিটি পরিবারের মাত্র একটি করে মানুষ বেঁচে রইল। তখন কল্ হার্কনেস হয়তো ভাবল যে এই পারিবারিক বিবাদকে আরও টেনে নিতে গেলে সেটা বড় বেশি ব্যক্তিগত ঝগড়ার রূপ নেবে; তাই হঠাৎই একদিন সে কাম্বারল্যাণ্ড ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল; আর সেই সঙ্গে বিরোধী ফল্ওয়েল বংশের শেষ প্রতিনিধি স্যাম-এর হাতটাও প্রতিহিংসা সাধনের দায় থেকে মুক্তি পেল।

এক বছর পরে স্যাম ফল্ওয়েল জানতে পারল যে তার উত্তরাধিকার-সূত্রের শত্রুটি (হয়তো এখন আর সে শত্রুই নয়) নিউ ইয়র্ক শহরে বাস করছে। স্যাম লোহার বড় গামলাটাকে উঠোনের মধ্যে উপুড় করে ফেলল, তার ভিতর থেকে কিছু ঝুল-কালি চেঁছে নিয়ে সেটাকে চর্বির সঙ্গে মেশাল এবং তাই দিয়ে বুটজোড়াকে পালিশ করল। কালো পোশাকের সঙ্গে সাদা শার্ট ও কলার পরল এবং কার্পেটের থলেতে কিছু জামা-কাপড় ভরে নিল। হুক থেকে তার কাঠবিড়ালি-মার্কা রাইফেলটাকে তুলে নিয়ে

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার সেখানেই রেখে দিল। অভ্যাসটা কাম্বারল্যাণ্ড-এ যতই নৈতিক ও সমর্থনযোগ্য হোক, নিউ ইয়র্ক হয় তো ব্রডওয়ের আকাশচুম্বি সব অট্টালিকার ভিতর দিয়ে তার এই কাঠবিড়ালি শিকার-অভিযানকে মেনে নেবে না। বুড়োর ড্রয়ারের ভিতর থেকে সেকেলে ও নির্ভরযোগ্য যে কোল্ট-এর রিভলবারটা সে খুঁজে বের করেছে, নাগরিক অভিযান ও প্রতিহিংসা সাধনের পক্ষে সেটাকেই সেরা অস্ত্র বলে তার মনে হল। সেটাকে এবং চামড়ার খাপে ভরা শিকারী-ছুরিটাকে সে কার্পেটের থলেতে ভরে নিল। সে যখন নিম্নাঞ্চলের রেলরোড স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করল, সর্বশেষ ফল্‌ওয়েল তখন জিনের ঘোড়ার পিঠে বসে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ফল্‌ওয়েল-পরিবারের সমাধিক্ষেত্র দেবদারুবেষ্টিত ছোট ছোট শ্বেত-পাইনের ফলকগুলোর দিকে।

স্যাম ফল্‌ওয়েল যখন নিউ ইয়র্ক-এ পৌঁছল তখন অনেক রাত। তখনও পর্যন্ত সে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকেই চলাফেরা ও বসবাস করত। তাই সে বুঝতে পারল না যে এই বৃহৎ শহরের দুর্জয়, নিষ্করুণ, অস্থির ও হিংস্র কোণগুলি অন্ধকারে অপেক্ষা করে আছে তার হৃদয় ও মস্তিষ্কের গোলাকারত্বকে চেপে ধরে তাকেও নবকলেবর প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ শিকারের রূপে পরিণত করবার বাসনায়। এক ট্যাক্সিওয়ালা তাকে সেই সংকট-আবর্তের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে তার বুট ও কার্পেট-থলির সঙ্গে মানানসই একটা হোটেলে পৌঁছে দিল।

পরদিন সকালে ফল্‌ওয়েল বংশের শেষ প্রতিনিধিটি সেই শহরটির বুকেই তার অভিযানে বেরিয়ে পড়ল যেখানে আশ্রয় নিয়েছে শেষ হার্কনেসটি। একটা সরু চামড়ার বেল্ট দিয়ে বেঁধে কোল্টটাকে রেখেছে তার কোটের নিচে; শিকারী-ছুরিটা ঝুলছে তার কাঁধে, আর বাঁটটা রয়েছে কোটের কলারের এক ইঞ্চি তলায়। শুধু এইটুকু মাত্র সে জানে—কল হার্কনেস একটা এক্সপ্রেস মালগাড়ি চালিয়ে এই শহরেই কোথাও উঠেছে, আর সে স্যাম ফল্‌ওয়েল এসেছে তাকে খুন করতে। ফুটপাতে পা দিতেই তার চোখটা লাল হয়ে উঠল; বুকের মধ্যে জ্বলে উঠল প্রতিশোধের আগুন।

কেন্দ্রীয় রাস্তাগুলির হৈ-হট্টগোল তাকে সেই দিকেই টানল। তার মনে যৎসামান্য হলেও কিছুটা আশা ছিল যে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতেই সে কলকে দেখতে পাবে—একটা জগ ও চাবুক হাতে নিয়ে আসছে। কিন্তু এক ঘণ্টা কেটে গেল, কল এল না। হয় তো সে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করে আছে, কোন দরজা বা জানালা থেকে তাকে গুলি করবে। স্যাম বেশ কিছুক্ষণ দরজা-জানালার উপর কড়া নজর রাখল।

দুপুর নাগাদ শহরটা তার ইঁদুরটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং হঠাৎই তার সরল রেখাগুলি দিয়ে তাকে চেপে ধরল।

শহরের দুটো বড় বড় চতুষ্কোণ ধমনী যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল স্যাম ফল্‌ওয়েল। সে চার দিকেই তাকাল; সে দেখতে পেল পৃথিবীটা হঠাৎ কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল এবং কোণ সমন্বিত একটা সমতলে পরিণত হয়ে গেল। জীবন বয়ে চলল বাঁধাধরা সীমানার মধ্যে চিরাচরিত পথে পূর্বনির্দিষ্ট নালী

ধরে। জীবনের মূল শিকড় হল ঘনমূল; অস্তিত্বের মাপকাঠি হল বর্গ মাপ। স্রোতের মত মানুষ আসছে সোজা সারিবদ্ধভাবে; ভয়ংকর হট্টগোল তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

স্যাম একটা পাথুরে বাড়ির কোণটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। হাজার হাজার মুখ তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু একজনও তার দিকে ফিরে তাকাল না। সে হয় তো মরে গেছে, একটা ভূত হয়ে গেছে, তারা কেউ তাকে দেখতেই পাচ্ছে না—হঠাৎ এই রকম একটা অর্থহীন ভয় তাকে পেয়ে বসল। আর তারপরেই শহরটা তাকে লক্ষ্য করে হানল একাকিত্বের আঘাত।

একটি মোটা লোক সেই স্রোত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল এবং কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে তার পাশে গিয়ে হট্টগোলের উপরে গলা চড়িয়ে স্যাম তার কানের কাছে চিৎকার করে বলল:

"র‍্যাংকিন্সদের শূকরগুলোর ওজন একটা পুরো প্যাসেল-এর চাইতেও বেশি, কিন্তু তাদের নিকটবর্তী ফসলগুলি আগের চাইতে বেশ কিছুটা ভাল—"

মোটা লোকটি সাধারণভাবেই সরে গেল এবং নিজের ভয়কে কাটাবার জন্য কিছুটা ভাজা বাদাম কিনল।

এক ফোঁটা শিশিরের বড় দরকার বোধ করল স্যাম। ঠেলা দরজার ভিতর দিয়ে লোকজন রাস্তা পারাপার করছে। একটা ঝিলিক-মারা বার ও তার সাজসজ্জা চোখে পড়ছে। সংগ্রামী মানুষটি রাস্তা পার হয়ে সেখানে ঢোকার চেষ্টা করল। আবার সেই পরিচিত বৃত্তের অভাব। স্যামের হাত দরজার গায়ে কোন "নব" খুঁজে পেল না—একটা চতুষ্কোণ ধাতুর পাত ও পালিশ-করা ওক কাঠের উপর দিয়ে বৃথাই সে হাতটা ঘষতে লাগল; আঙুলের নিচে পিনের মাথার চাইতে বড় কোন কিছুই ধরা পড়ল না।

অপ্রস্তুত হয়ে মুখটা লাল করে ভগ্ন হৃদয়ে সে দরজার কাছ থেকে সরে এসে সিঁড়ির একটা ধাপের উপর বসে পড়ল। একটা ফড়িং এসে তার পাঁজরায় সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

একটি পুলিশ এসে বলল, "নিজের পথে চলে যান। অনেক সময় ধরে আপনি এখানে ঘুর-ঘুর করছেন।"

পরবর্তী মোড় থেকে একটা কর্কশ শিস স্যামের কানে এল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল একটা কালো-ভ্রূ শয়তান চোখ পাকিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে রাস্তাটা পার হতে চেষ্টা করল। একটা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন ষাঁড়ের মত শব্দ করতে করতে ধোঁয়াটে বাতির মত গন্ধ ছড়িয়ে শাঁ করে তাকে পাশ কাটাতে গিয়ে তার হাঁটুটাকে ঘস্‌টে দিল। এক ট্যাক্সি-চালক তাকে একটা চাকার ধাক্কা মেরে খিস্তি করতে করতে চলে গেল। এক মোটর-চালক সশব্দে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে কি যেন বিড়বিড় করে পাশ কাটাল। এক বিপুলা মহিলা কনুই দিয়ে তার পিঠে একটা খোঁচা মারল। আর একটি কাগজ-বিক্রেতা ছোকরা কলার খোসাটা তার গায়ে ছুড়ে দিয়ে বলে উঠল, "এ কাজটাকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু কেউ যদি আমাকে দেখে ফেলে—"

কল হার্কনেস-এর দিনের কাজ শেষ হল; তার মালগাড়িটাকে আস্তাবলে ঢোকানো

হল। তারপর সে ক্ষুরাকৃতি বাড়িটার কাছে এসে মোড় নিল। ধাবমান জনসমুদ্রের মধ্যে মাত্র তিন গজ দূরে তার চোখ পড়ল তার পরিবারের একমাত্র জীবিত রক্তপিপাসু নির্দয় শত্রুটির উপর।

সে হঠাৎ থেমে গেল; এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তখন সে অস্ত্রহীন ও একান্ত বিস্মিত। কিন্তু স্যাম ফল্‌ওয়েল-এর তীক্ষ্ণ পাহাড়ী চোখ তাকে ঠিক চিনে ফেলেছে।

তারপরেই হঠাৎ একটা লাফ; জনস্রোতে উঠল একটা ঢেউ; শোনা গেল স্যাম-এর কণ্ঠস্বর:

"কেমন আছ হে কল! তোমাকে দেখে ভারী ভাল লাগছে।"

আর ব্রডওয়ে, পঞ্চম এভেনিউ ও তেইশতম স্ট্রীটের ত্রি-কোণে দাঁড়িয়ে কাম্বারল্যাণ্ডের দুই চিরশত্রু হাত বাড়িয়ে কর-মর্দন করল।

# গোলাপ, কৌশল ও প্রেম

## Roses, Ruses and Romance

রাভেনেল—পর্যটক, শিল্পী ও কবি রাভেনেল পত্রিকাটাকে মেঝের উপর ছুড়ে ফেলে দিল। দালালের করণিক স্যামি ব্রাউন জানালার পাশে বসে ছিল। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "এটা কি হল রাভি? সমালোচকরা কি তোমার সব লেখাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে?"

রাভেনেল হাল্কা সুরে বলল, "রোমান্স মরে গেছে।" রাভেনেল যখন হাল্কাভাবে কথা বলে তখন সাধারণত সে বেশ গম্ভীর থাকে। পত্রিকাটা তুলে নিয়ে সে পাতা ওল্টাতে লাগল।

রাভেনেল গম্ভীর গলায় বলল, "তোর মত একটি সাধারণ লোকের ত এটা জানার কথা সামি। দেখ, এই পত্রিকাটাতে একদিন পো, লাউয়েল, হুইটম্যান, ব্রেট হার্ট, দু মরিয়ের, ল্যানিয়ার প্রভৃতি বড় বড় লেখকদের লেখা ছাপা হত। এর থেকেই তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। বর্তমান সংখ্যাটায় এই রকম একটা সাহিত্যের ভোজ তোমার জন্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে: যুদ্ধজাহাজে যারা ইঞ্জিনে কয়লা দেয় এবং কয়লা জমা করে রাখে তাদের নিয়ে লেখা একটা প্রবন্ধ, ওষুধ তৈরির প্রণালীর উপর একটি রচনা, একটি ধারাবাহিক গল্প, একটি কবিতা, মহিলা গুপ্তচরকে নিয়ে লেখা আরও একটা গল্প, আরও একটা কাল্পনিক গল্প; এ ছাড়াও আছে উনিশ পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পাদকীয় বাগাড়ম্বর। কি জান সামি, সব মিলিয়ে এ যেন 'রোমান্স'-এর মৃত্যু-সংবাদ।"

খোলা জানালার পাশে চামড়ার আরাম-কেদারাটায় স্যামি ব্রাউন বেশ আরামেই বসে ছিল। পরনে কড়া বাদামী রংয়ের চেক-কাটা সুট—তার ভেস্ট-পকেটের চুরুট চারটের রংয়ের সঙ্গে সুন্দরভাবে ম্যাচ-করা। জুতো জোড়ার রং হাল্কা বাদামি, মোজাজোড়া ধূসর, জামাটা আকাশী নীল, কলারটা তুলে দেওয়া; একটা কালো প্রজাপতি উড়ে এসে তার কলারের উপর বসে দুই পাখনা ছড়িয়ে দিয়েছে। স্যামির মুখখানা—সেটার গুরুত্বই সব চাইতে কম—গোল, সুদর্শন ও গোলাপি—তার দুই চোখে পলাতক রোমান্সের কোন আশ্রয়ের আভাসটুকুও নেই।

রাভেনেল-এর ঘরের জানালাটা খোলে গাছ-গাছালিতে ভরা একটা পুরনো বাগানের দিকে। তার একদিকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে এপার্টমেন্ট-বাড়িটার উঁচু মাথা; রাস্তার দিকটা উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা; রাভেনেল-এর জানালার উল্টো দিকে অনেক দিনের অতি প্রাচীন একটা বড় অট্টালিকা গ্রীষ্মকালের গাছপালায় অর্ধেক ঢাকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা যেন একটা অবরুদ্ধ দুর্গ। শহরটা ঝড়ের মত গর্জন ও আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে তার ডবল-চওড়া দরজার উপর, দেয়ালের উপর দিয়ে এসে তার সাদা, চেক-কাটা পর্দাগুলোকে উড়িয়ে দেয়—যেন সন্ধির শর্ত ঘোষণা করে। ধূসর ধূলো জমে গাছের মাথায়; অবরোধ উত্তপ্ততর হয়, কিন্তু টানা পুলটা তবু নেমে আসে না। কোন কথাই বুঝি তার কানে ঢোকে না। ভিতরে বাস করেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক; তিনি বাড়িটাকে ভালবাসেন, তাই সেটাকে বিক্রি করতে চান না। অবরুদ্ধ দুর্গটার রোমান্স বলতে শুধু এইটুকুই।

সপ্তাহে তিন-চার দিন স্যামি ব্রাউন রাভেনেল-এর এপার্টমেন্টে আসে। সে কবি-ক্লাবের সভ্য, কারণ পূর্ববর্তী ব্রাউনরা সকলেই ছিলেন উল্লেখযোগ্য মানুষ, যদিও স্যামি ব্যবসার টানে বেশ কিছুটা নিচে নেমে গেছে। যে রোমান্স বিদায় নিয়েছে তার জন্য সে চোখের জল ফেলে না। একমাত্র লেন-দেনের শব্দই তার মনের দরজায় পৌঁছয়। রাভেনেল-এর জানালাটার পাশে চামড়ার আরাম-কেদারায় বসে থাকতে সে ভালবাসে। আর তাতে রাভেনেল-এরও বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। তার কথাবার্তাগুলি স্যামির ভালই লাগে।

ঝানু ব্যবসায়ীর মত চাতুর্যের সঙ্গে স্যামি বলল, "তোমার কি হয়েছে তা আমি বলে দিতে পারি। তোমার কিছু নতুন কবিতা পত্রিকার আপিস থেকে ফেরৎ এসেছে। তাই তোমার মন খারাপ।"

রাভেনেল শান্তভাবে বলল, "ওয়াল স্ট্রীটে এ ধরনের পূর্বাভাষ ভালই মানায়। এই দেখ একটা কবিতা—অবশ্য তুমি যদি এটাকে কবিতা বলার অধিকার আমাকে দাও—পত্রিকার এই সংখ্যাটিতে আমার কবিতা ছাপা হয়েছে।"

এইমাত্র জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে তাকিয়ে স্যামি বলল, "ওটা আমাকে পড়ে শোনাও।"

রাভেনেল পত্রিকাটা থেকে এই কবিতাটা পড়ে শোনাল:

চারটি গোলাপ

"একটি গোলাপ আমি গুঁজে দিলাম তোমার চুলে—
( সাদা গোলাপ, যোগ্যতার প্রতীক ) ;
আর একটি রাখলাম তোমার বুকে—
( লাল গোলাপ, প্রেমের জন্ম-চিহ্ন )।
আর একটি তুমি তুলে নিলে বোঁটা থেকে—
( চা-রং গোলাপ, যেটা সম্মতির সূচক ) ;
আর একটি দিলে তুমি—সেটা আমাকে এনে দিল
স্মৃতির কাঁটা।"

"এ তো একেবারে মুচমুচে বিস্কুট," স্যামি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল।

রাভেনেল বলল—বুঝি বা ব্যঙ্গের সুরেই। "আরও পাঁচটা কবিতা আছে। প্রত্যেকটার পরেই একটু করে বিরতি আছে। অবশ্য—"

স্যামি চেঁচিয়ে বলল, "আহা, বাকিগুলোও শোনাও। তোমার পড়ার মাঝখানে আমি বাধা দেব না। তুমি তো জান, আমি কাব্যটা ভাল বুঝি না। বাকিটা শুনিয়ে দাও।"

রাভেনেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পত্রিকাটা নামিয়ে রাখল। স্যামি খুসি মনে বলল, "ঠিক আছে, পরে একদিন শোনা যাবে। এখনই আমাকেও যেতে হবে। পাঁচটায় একজনকে কথা দিয়েছি।

ছায়াচ্ছন্ন সবুজ বাগানটার দিকে শেষ বারের মত তাকিয়ে সে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে ব্যবসাবুদ্ধিহীন ব্যারনের অবরুদ্ধ বাগানের দিককার জানালাটার পাশে বসে রাভেনেল একটা নতুন সনেটের লাইনগুলোকে ঘষামাজা করছিল। হঠাৎ একটা কবিতার দু'একটা লাইন আওড়াতে আওড়াতে সে উঠে বসল।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে পুরনো অট্টালিকাটার একটি জানালা পরিষ্কার দেখা যায়। সেই সাদা পর্দা ঝোলানো জানালায় হেলান দিয়ে বসে আছে তার রোমান্স ও কাব্যের সব স্বপ্নের রাণী। রাভেনেল এই তাকে প্রথম দেখল। যুবতী, এক ফোঁটা শিশিরের মত তাজা, ফুলের পাপড়ির মত নয়নলোভন, যে কোন কবির মনের মত ফুলটি যেন। কিছুক্ষণমাত্র অপেক্ষা করেই সে ভিতরে চলে গেল ; পাখির কাকলির মত গানের যে সুরের মূর্ছনাটুকু কানের ভিতর দিয়ে তার মর্মে প্রবেশ করল তাতেই ডুবে গেল গাড়ি-ঘোড়ার ঘড়্-ঘড়্ আর বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ঘস্-ঘস্ আওয়াজ।

এই একটি দৃশ্যই তাকে শিহরিত করে তুলল এক নতুন শক্তিতে। এক মুহূর্তে রাভেনেল-এর সমস্ত জগৎটার অণু-পরমাণু যেন এক নতুন রূপে দেখা দিল। খবরের কাগজের ছোকরাগুলোর চিৎকার যেন পাখির গান হয়ে বাজতে লাগল তার কানে ; দারোয়ান হয়ে উঠল এক ভয়ংকর রাক্ষস ; সে নিজে হয়ে গেল তরবারি, বর্শা বা বাঁশিতে সজ্জিত এক নাইট।

প্রেম-ভালবাসা যখন শহরের বুক থেকে হারিয়ে যায় তখন তা এই ভাবেই ইট-পাথরের অরণ্যে এসে দেখা দেয়। আর শহরে তাকে নতুন করে খুঁজে বের করতে সর্বত্র বিপদ-সংকেত পাঠাতে হয়।

বিকেল চারটের সময় রাভেনেল আবার বাগানের ভিতর দিয়ে তাকাল। তার সব আশার কেন্দ্র সেই জানালায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে চারটি ছোট ছোট ফুলদানি—প্রত্যেকটিতে আছে একটি করে প্রস্ফুটিত বড় গোলাপ,—সাদা ও লাল। সে আরও দেখতে পেল সেই সুন্দরী বিষণ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে তারই জানালার দিকে। তারপরেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, জানালার গোবরাটের উপর রেখে গেল সুগন্ধি নিদর্শন কটি।

হ্যাঁ, নিদর্শন! এটাও যদি সে না বুঝে থাকে তো সে একেবারেই অযোগ্য পাত্র। রূপসী তার কবিতা "চারটি গোলাপ" পড়েছে; সে কবিতা তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে; আর এটাই তো তার প্রেমময় জবাব। অবশ্য তাকে জানতে হবে যে কবি রাভেনেল তার বাগানের ওপারেই বাস করে। পত্রিকার পাতায় কবির ছবিও সে নিশ্চয় দেখেছে। এই সূক্ষ্ম, সহজ, বিনয়ী, সংপ্রশংস বাণীকে তো উপেক্ষা করা যায় না।

রাভেনেল আরও দেখল, গোলাপগুলি ছাড়াও আরও একটা ফুলদানিতে আছে একটি চারাগাছ। লজ্জাহীনের মত সে তার অপেরা-গ্লাসটা নিয়ে এল; জানালার পাতলা পর্দার আড়ালে থেকে সেই অপেরা-গ্লাসে চোখ রাখল। একটা জায়ফলের চারা!

সত্যিকারের কাব্যিক প্রবৃত্তির জোরেই সে তাকের উপর থেকে টেনে বের করল একটা অপ্রয়োজনীয় তথ্যে ঠাসা বই এবং পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে "ফুলের ভাষা" শীর্ষক পাতাটি বের করল।

"চারা, জায়ফল—একটা মিলনস্থলের ইঙ্গিত।" দেখা যাচ্ছে, রোমান্স কখনও আধখানা কাজ করে না। সে যদি তোমার কাছে ফিরে আসে, তাহলে নিয়ে আসবে তার উপহার আর সেলাই; তুমি চাইলে সে বসবে তোমার চিমনির কাছে।

এবার রাভেনেল হাসল। তার জয় হয়েছে বুঝলেই প্রেমিক হাসে। আর যে নারী ভালবাসে তার জয় হলে সে হাসি থামায়। পুরুষের যুদ্ধের অবসান হয়; নারী তার যুদ্ধ শুরু করে। প্রেমিক যাতে দেখতে পায় সেইজন্য জানালার চারটে গোলাপ সাজিয়ে রাখা—কী চমৎকার চিন্তা-ভাবনা! এ নারীর হৃদয় মধুর ও কাব্যিক না হয়ে যায় না। এবার একটা মিলনের ব্যবস্থা করা দরকার।

একটা শিস ও দরজায় ধাক্কা স্যামি ব্রাউনের আগমন ঘোষণা করল।

রাভেনেল আবার হাসল। নবজীবনের দূর-বিস্তার আলোক-রশ্মি যেন স্যামি ব্রাউনকেও আলোকিত করে তুলল।

স্যামি জানালার পাশে তার পুরনো আসনে গিয়ে বসল এবং বাগানের ধূলোমাখা সবুজ গাছপালার দিকে তাকাল। তারপর তার ঘড়ির দিকে তাকিয়েই উঠে পড়ল।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কী আশ্চর্য! আমি তো আর এখানে থাকতে পারছি না; আমার যে ৪:৩০-এ সময় দেওয়া আছে।"

রাভেনেল ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল, "ঐ সময়ে তুমি যদি কাউকে কথাই দিয়েছিলে তাহলে তুমি এখানে এসেছিলে কেন? আমি তো ভেবেছিলাম যে তোমরা ব্যবসায়ী মানুষরা মিনিট-সেকেণ্ডের হিসাবটা আরও ভালভাবেই রাখ।"

দরজায় একটু ইতস্তত করে স্যামি ঘুরে দাঁড়াল।

খদ্দেরকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল, "আসলে ব্যাপারটা কি জান রাভি, এখানে আসার আগে আমার মনেই ছিল না যে আমি কাউকে কথা দিয়ে ফেলেছি। তোমাকে সবই বলছি বাবা—পাশের ওই পুরনো বাড়িতে একটি সুন্দরী মেয়ে থাকে আর আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি। সোজা কথায়ই বলি—আমাদের বাকদান হয়ে গেছে। বুড়োটা 'না-না' করছে—কিন্তু সেটি হচ্ছে না। বুড়ো মেয়েটির উপর কড়া নজর রেখেছে। তার কাছ থেকেই আমি এডিথ-এর জানালার খোঁজটা পেয়েছি। সে কখন কেনাকাটা করতে যায় সে খবরটা এডিথই আমাকে দিয়েছে। আজ ৪:৩০ মিনিটে। হয় তো আরও আগেই তোমাকে খবরটা বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি জানি এতে তুমি কিছু মনে করবে না—আচ্ছা, চলি।"

"আচ্ছা, খবরটা তুমি পেলে কেমন করে?" রাভেনেল শুধাল।

"গোলাপ ফুলের কাছ থেকে," স্যামি সংক্ষেপে বলল। "আজ চারটে গোলাপ ফুল ছিল। তার অর্থ—চারটের সময়, ব্রডওয়ে ও তেইশতম রাস্তার মোড়ে।"

রোমান্সের উড়ন্ত পোশাকের শেষ প্রান্তটুকু চেপে ধরে রাভেনেল তবু প্রশ্ন করল, "কিন্তু জায়ফলের চারাটা?"

"সেটার অর্থ আধা ঘণ্টা পরে," স্যামি হল-ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল। "কাল তোমার সঙ্গে দেখা করছি।"

# শহরের ভয়ংকর রাতটা

## The City of Dreadful Night

এক্সপ্রেস মালগাড়ি নং ৮,৬০৬-এর চালক আমার বন্ধু কার্নি বলল, "সম্প্রতি যে গরম হাওয়াটা দিয়েছিল সেই সময় ছোট ছেলেমেয়েদের চোখ বেঁধে চোর-চোর খেলার মত করেই মানুষের চরিত্রকে বুঝবার মত অনেক সুযোগ আমার হয়েছিল।

"পার্ক কমিশনার, পুলিশ কমিশনার ও বনবিভাগের কমিশনার একত্র হয়ে স্থির করলেন যে আবহাওয়া দপ্তরের তাপমান যন্ত্রটি যতদিন না স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপযোগী স্তরে নেমে আসে ততদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে পার্কের ভিতরে ঘুমতে দেওয়া হবে। সেই মর্মে তারা প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব রাখলেন এবং কৃষি বিভাগের সচিব মিঃ কমস্টক এবং দক্ষিণ অরেঞ্জ, এন্. জে.-র 'পল্লী উন্নয়ন মশক ধ্বংস সমিতি'-র দ্বারা সেই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন।

"বিশেষ মঞ্জুরি হিসাবে পাবলিক পার্কগুলিকে যখন জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল তখন সেণ্ট্রাল পার্কের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা একযোগে সেখানে ঢুকে পড়তে লাগল। সূর্যাস্তের পরে দশ মিনিটের মধ্যেই সেখানে এত ভিড় জমে গেল যে আপনার মনে হতে পারে সেখানে আয়ার্ল্যাণ্ডের আলুর দুর্ভিক্ষের একটা পোশাকবিহীন রিহার্সেল চলছে অথবা একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কত পরিবার, কত দল, কত সমিতি, কত বংশগত দল, কত ক্লাব, কত উপজাতি এসে হাজির হল ঘাসের উপর ঠাণ্ডায় শুয়ে সুখনিদ্রা উপভোগ করার আশায়। পাছে বাইরে ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা লাগে ও অসুবিধা হয় তাই যাদের তেলের স্টোভ নেই তারা সঙ্গে করে এনেছে প্রচুর কম্বল। ছায়াতরুর ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে, ঘোড়া-চলার পথে ঠেলাঠেলি ভিড় করে, নরম ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে মোটমাট ৫,০০০ মানুষ একমাত্র সেণ্ট্রাল পার্কেই রাত কাটাতে এল।

"তুমি তো জান যে নিউ ইয়র্ক সেণ্ট্রাল রেলরোডের উঁচু অঞ্চলের বিপরীত দিকের 'বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাট'-এর একটা চমৎকার সাজানো গোছানো এপার্টমেন্ট-এ আমি বাস করি।

"সেই ফ্ল্যাটগুলির উপর যখন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত হুকুম জারি করা হল যে তাদের সবাইকে পার্কে গিয়ে ঘুমতে হবে তখন সর্বত্র নেমে এল একটা শোকের ছায়া।

"আরামে রাত কাটাবার জন্য ভাড়াটেরা পালঙ্কের বিছানা, রবারের বুট, দড়িতে ঝোলানো রসুন, গরম জলের ব্যাগ, ছোট নৌকো ও কয়লার চাঙড় প্যাক করতে শুরু করে দিল। ফুটপাতগুলো দেখে মনে হল বুঝি রুশ সৈন্যরা মার্চ করে চলেছে। একেবারে উপরতলার ড্যানি জিয়োঘেনগানের ফ্ল্যাট থেকে একতলার মিসেস গোল্ডেনস্টিনুপ্স্কির ফ্ল্যাট পর্যন্ত সব এপার্টমেণ্টের সিঁড়িতেই আর্তনাদ ও দুঃখের কান্না শোনা যেতে লাগল।

"নীল মোজা পরা ড্যানি নিচে নেমেই সক্রোধে দারোয়ানকে বলল, 'আমার এত আরামদায়ক ফ্ল্যাট ছেড়ে কেন আমাকে যেতে হচ্ছে খরগোসের মত নোংরা ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমতে?'

"ফুটপাতে দাঁড়ানো অফিসার রিয়েগন বলল, 'চুপ! এটা পুলিশ কমিশনারের হুকুম। সব্বাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কে চলে যান।'

"দেখুন, এই বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটে আমরা সকলেই সুখে-শান্তিতে ছিলাম। নানা দেশ, নানা জাতি হলেও আমরা একটা বড় পরিবারের মতই মিলেমিশে ছিলাম। বেশ আরামেই ছিলাম। তারপরেই এল এই পুলিশের হুকুম—আরামদায়ক ঘর বাড়ি ছেড়ে এখন আমাদের পার্কে যেতে হচ্ছে ঘুমবার জন্য।

"হ্যাঁ—তারপর অফিসার রিয়েগন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল পার্কে, আর সব চাইতে কাছের গেটটা দিয়ে আমাদের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। সবগুলি গাছের নিচেই অন্ধকার। আর সব ছোট ছেলেমেয়েরাই হৈ-হৈ করে বায়না ধরে বসল যে তারা বাড়িতে ফিরে যেতে চায়।

"অফিসার রিয়েগন বলল, 'এই সারি সারি গাছপালা আর সুন্দর দৃশ্যের মধ্যেই তোমাদের রাত কাটাতে হবে। কেউ যদি আপত্তি করে তো সেটা হবে পার্ক কমিশনার ও আবহাওয়া বুরোর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং তার শাস্তি হবে অর্থদণ্ড ও কারাবাস। এখান থেকে মিশরীয় স্মৃতি মণ্ডপ পর্যন্ত ত্রিশ একর জমিকে আমার হেপাজতে দেওয়া হয়েছে। আমি পরামর্শ দিচ্ছি, কোন রকম গণ্ডগোল করবেন না। ঘাসের উপর আপনাদের শুতেই হবে। সকালেই আপনাদের বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হবে, কিন্তু রাত হলেই আবার সকলকে ফিরে আসতে হবে।

"মোটর চলাচলের রাস্তা ছাড়া সেখানে কোন রকম আলোই ছিল না। তাই বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের ১৭৯ জন বাসিন্দা আমরা সেই মারাত্মক জঙ্গলের মধ্যে যতটা সম্ভব ভালভাবে রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করলাম। যারা সঙ্গে করে কম্বল আর জ্বালানি কাঠ এনেছিল তারা বেশ ভাল ব্যবস্থাই করে নিল। সেখানে দেখার কিছু ছিল না, পান করার কিছু ছিল না, করারও কিছু ছিল না। কে বন্ধু আর কে শত্রু অন্ধকারে তাও বোঝার উপায় ছিল না। আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম গত শীতের ওভারকোট, আমার দাঁত মাজার ব্রাশ, কয়েকটা কুইনিন বড়ি এবং লাল লেপটা। একটা রাতের মধ্যেই কে একজন গড়িয়ে এসে আমার লেপের উপর পড়ল আর তার দুই হাঁটু দিয়ে আমার টুঁটিটাকে চেপে ধরল। তিন তিনবার তার মুখে হাত বুলিয়ে আমি তার চরিত্রটা বুঝতে চেষ্টা করলাম, আর তিনবারই তাকে লাথি মেরে রাস্তায় বের করে দিলাম।

"মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চুল থেকে শিশির-কণাগুলোকে মুছে ফেললাম। গাড়ি চলাচলের পথের ধারে গিয়ে বসলাম। পার্কের এক দিকে রাস্তার আলো ও বাড়ির আলো দেখতে পেলাম। ভাবলাম, যে সব মানুষ জানালায় বসে পাইপ টানছে আর খোসমেজাজে রাত কাটাচ্ছে তারা কত সুখেই না আছে।

ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি এসে আমার পাশে থামল; গাড়ি থেকে নেমে এল একটি সুদর্শন, সুবেশ ভদ্রলোক।

"সে বলল, 'বলতে পারেন এই মানুষগুলো পার্কের ঘাসের উপর শুয়ে আছে কেন? আমার তো ধারণা এটা আইন বিরুদ্ধ।'

"আমি বললাম, 'পুলিশ বিভাগ থেকে এই মর্মে একটা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে আর সেটা সমর্থন করেছে ঘাস-কাটা সমিতি; অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, যে সব লোকের গাড়ির চাকায় একটা লাইসেন্স-নম্বর লাগানো না থাকবে তাদের সকলকেই পুনর্বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত পাবলিক পার্কগুলিতেই বাস করতে হবে। সৌভাগ্যবশত হুকুমটা জারি করা হয়েছে ভাল আবহাওয়ার মরশুমে এবং তার ফলে একমাত্র লেকের তীরবর্তী অঞ্চল ও মোটর চলার পথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়া অন্য সব জায়গাতেই মৃত্যুর সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে খুব বেশি হবে না।'

"আর পাহাড়ের দিকটাতে যারা আছে তারা কারা?" লোকটি শুধাল।

"আমি বললাম, 'অবশ্যই তারা হলেন বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের প্রজাবৃন্দ—যে কোন মানুষের কাছেই সে রকম বাসগৃহ হয় না, বিশেষ করে গরমের রাতে। দিনের আলোটা তাড়াতাড়ি এলেই বেঁচে যাই!'

"সে বলল, 'এরা সকলেই আসে রাত হলে; খোলা হাওয়ায় শ্বাস টানে আর ফুলের ও গাছের সুগন্ধ নাক দিয়ে টানে। প্রতি রাতে ইট-পাথরে গড়া বাড়ির আগুনে গরম থেকে এসে এখানে আরামে শ্বাস টানে।'

"আমি বললাম, 'সেই সঙ্গে কাঠ, শ্বেতপাথর, প্লাস্টার ও লোহার কথাও বলুন।'

"একটা বই বের করে লোকটি বলল, 'অবিলম্বে এ সবই বিবেচনা করা হবে।'

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি পার্ক কমিশনার?'

"সে বলল, 'আমি বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের মালিক। যে ঘাস ও গাছপালা একটা মানুষের ভাড়াটেদের বাড়তি সুবিধাগুলো দিয়েছে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুন। কাল থেকে ফ্ল্যাটের ভাড়া পনেরো শতাংশ বাড়ানো হবে। শুভ রাত্রি।'

# মনের বনে বসন্ত

## The Easter of the Soul

কোন দেবীর মৃত্যু হবে—এটা হতেই পারে না। তাহলে যে সব মানুষ বিশ্বাস করে যে ইস্টার উৎসব বেঁচে থাকে কেবলমাত্র পঞ্চম এভেনিউর ফুটপাতের কতকগুলি নির্দিষ্ট অংশে, তাদের দেখে তো প্রাচীন স্যাক্সনদের বসন্তের দেবী ইস্টার নিশ্চয় তার মসলিনের আস্তিনে মুখ লুকিয়ে হাসবেন।

আরে! তিনি তো সমগ্র পৃথিবীর দেবী।

মিঃ "টাইগার" ম্যাক্‌কুয়ার্ক একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে ঘুম থেকে উঠল। মনের এই অস্বস্তির কারণটা সে জানে না। তার তিনটি ছোট ভাই মেঝেতে শুয়ে ছিল; অভ্যস্ত পায়ে সে ছোট ভাই তিনটেকে তার পথ থেকে সরিয়ে দিল তিনটে কাঠের টুকরোর মত। জানালায় ঝোলানো একটা এক বর্গফুট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িটা কাটল।

বুড়ো ম্যাক্‌কুয়ার্ক অনেক আগেই কাজে চলে গেছে। বাড়ির বড় ছেলেটার কাজ নেই। সে পাথর কাটে। পাথর-কাটাদের ধর্মঘট চলছে।

তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে মা বলল, "তোর কি হয়েছে রে? সকালেই মনটা খারাপ লাগছে?"

দশ বছরের ছোট ভাই টম বেয়াদবের মত বলে উঠল, "ও তো সারাক্ষণ এনি মারিয়া ডয়েল-এর কথাই ভাবছে।"

"টাইগার" চ্যাম্পিয়নের মত হাতটা বাড়িয়ে ছোট ম্যাক্‌কুয়ার্ককে চেয়ার থেকে ফেলে দিল।

বলল, "একটা কেমন-কেমন ভাব ছাড়া আমি তো ভালই আছি। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে একটা ভূমিকম্প বা গান-বাজনা অথবা একটু ঠাণ্ডা লাগা এবং

ক্বর অথবা বনভোজন—একটা কিছু হতে যাচ্ছে। ঠিক যে কেমন লাগছে তাও বুঝতে পারছি না।"

মিসেস ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল, "তোমার হাড়ের পাখা গজিয়েছে। নতুন গাছে পাতা গজাচ্ছে। এমন একদিন ছিল যখন কেঁচোগুলো ভোরের আলোয় শিশিরের উপর দিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে চলত তখন আমি আমার পা দুটোকে স্থির রাখতে পারতাম না, আর মাথাটাও ঠাণ্ডা রাখতে পারতাম না। একটু চা ও তার সঙ্গে দুটো শেকড়-বাকড় পেটে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, "চালিয়ে যাও! এখনও বসন্তেরই দেখা নেই। চালের উপর এখনও বরফ আছে। গতকালও ষষ্ঠ এভেনিউ লাইনে খোলা গাড়ি চলেছে, আর দারোয়ানরাও নতুন করে কয়লা কিনছে না। আর এ সবের অর্থ হল, সব কিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে শীতটা আরও ছয় সপ্তাহ থাকবে।"

প্রাতরাশের পর মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক আরও পনেরো মিনিট ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ও সাজ পোশাক ঠিক করে নিল।

ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার দিন থেকেই এই বিশেষ ধর্মঘটীটির এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে প্রতিদিন সকালে সে মোড়ের উপরকার ফ্লাহার্টি ব্রাদার্সের সেলুনে ছুটে যাবে এবং সেখানে জুতাপালিশওয়ালার কাষ্ঠদণ্ডটির উপর একটা পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে থাকবে যতক্ষণ না ঘড়িতে বারোটা বাজে এবং ডিনারের সময় হয়ে যায়। মিঃ "টাইগার" ম্যাক্‌কুয়ার্কের খেলোয়াড়সুলভ ছাতি সত্তর ইঞ্চি, সে খেলাধূলায় ও যুদ্ধে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত; তার মুখটা মসৃণ, নিরেট ও সুদর্শন—যেখানে যেখানে ক্ষুর চলে সেখানটা নীলাভ; তার সযত্নরক্ষিত বেশবাস ও সম্পন্ন মানুষের ভাবভঙ্গি দেখতে বেশ ভালই।

কিন্তু এদিন সকালে মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক চটজল্‌দি তার বিশ্রাম ও পরিদর্শন স্থলে গেল না। বাতাসে যেন অসাধারণ কিছু আছে যা সে ঠিক ধরতে পারছে না। একটা কিছু যা তার চিন্তাকে বিঘ্নিত করছে, তার ইন্দ্রিয়কে বিব্রত করছে, তাকে যুগপৎ করে তুলেছে অলস, বিরক্ত, উৎফুল্ল, অসন্তুষ্ট ও কৌতুকপ্রবণ।

মিসেস ম্যাক্‌কুয়ার্ক বসন্তের কথা বললে। সন্দেহের চোখে "টাইগার" চারদিকে তাকাল তার সন্ধানে। সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না। ইস্ট রিভার থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, কিন্তু চড়ুই পাখিরা এখনও খড়-কুটো নিয়ে ছাদের ছাঁচে উড়ে যাচ্ছে। একটা পুরনো জিনিসের দোকান ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে দূরদৃষ্টিকে মিলিয়ে একটা বরফের বাক্স আর বেস্‌বলের জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছে।

এই সব লক্ষণকে কোন রকম পাত্তা না দিয়ে "টাইগার"-এর চোখ পড়ল এমন একটা জিনিসের উপর যাতে প্রমাণ পেয়েছে একটা আশার কুঁড়ি।

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক সাজানো অভ্যর্থনা-কক্ষে ঢুকে এক গ্লাস পানীয় দিতে বলল। বার-এর উপর একটা নিকেলের মুদ্রা ছুড়ে দিয়ে গ্লাসটা তুলে নিল; তাতে চুমুক না দিয়েই গ্লাসটা রেখে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বার-পরিসেবক ঠাট্টার সুরে শুধাল, "ব্যাপার কি লর্ড বোলিন্‌ব্রোক? পানপাত্র হিসাবে আপনার কি একটা চীনা মাটির পাত্র অথবা সোনালী দাগ-টানা ডিস্ চাই?"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে থুত্‌নিটা তুলে মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল, "আরে বাপু, তোমার নিজের কাজ করগে। পানীয় মুখে দেবার ব্যাপারে আমার মতটা বদলে গেছে—বুঝেছ? তোমার প্রাপ্য দামটা তো পেয়েই গেছ, না কি?"

ঘর থেকে বেরিয়ে সে বিশ পা হেঁটে গিয়ে নাপিত লুৎজ্-এর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। সে ও লুৎজ্ পুরনো বন্ধু; কিন্তু পরস্পরের প্রগাঢ় প্রীতিকে তারা খিস্তি-খেউড়ের আড়ালেই ঢেকে রেখে চলে।

লুৎজ্ সগর্জনে বলে উঠল, "আরে আইরিশ বাউণ্ডুলে যে? কেমন আছ? তোমাকে দেখেই তো বুঝতে পারছি যে পুলিশের লোক অথবা কুকুর-ধরার লোকরা এখনও তাদের কর্তব্য কর্মটি করে নি।"

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক পাল্টা জবাব দিল, "আরে ব্যাটা ওলন্দাজ, তুমি কি শুয়োরের বাচ্চা ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবতেই পার না?"

দরজার কাছে গিয়ে জার্মানটি উঁচু গলায় বলে উঠল, "বারে! আজ তো আমার মনটা শুয়োরের খোঁয়াড় ছেড়ে অনেক উঁচুতে উঠে বসে আছে। বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে যে। আমার মন বলছে, এতদিনে পথের কাদা শুকিয়ে আর না বরফ গলে বসন্তের আগমনের সূচনা চোখে পড়ছে। অচিরেই এই দ্বীপে বনভোজনের ধূম পড়ে যাবে, গাছের ছায়ায় বসে যাবে পিপে-ভর্তি বীয়ারের মেলা।"

টুপিটাকে এক পাশে রেখে মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল, "কি বলছ হে? মধুর বসন্তের কথা নিয়ে সকলেই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে? দ্বিতীয় এভেনিউ-এর সাজানো ঘরের ঘোড়ার লোমের সোফায় যেমন বসন্তের এতটুকু হাওয়া ঢোকে নি, বাইরের বাতাসের অবস্থাও তো তথৈবচ। আমার পরিধানে তো এখনও শীতের তলবাস আর খাবার টেবিলে সেই একই গমের কেক।"

"তোমার মনে তো দেখছি কবিতার ক-ও নেই," লুৎজ্ বলে উঠল। "এ-কথা সত্যি যে শীত এখনও চলে যায় নি, আর শহরের বুকে বসন্তের লক্ষণও তেমন চোখে পড়ছে না; কিন্তু তিন শ্রেণীর মানুষ আছে যারা সকলের আগে অনুভব করতে পারে বসন্তের আগমন—তারা হল কবির দল, প্রেমিকের দল আর বেচারি পতিহীনার দল।"

এ-সব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক আবার পথে নেমে এল। একটা অভাব-বোধ তাকে পেয়ে বসেছে, কিন্তু সেটা যে কি তা বুঝতে না পেরে সে বেশ রেগেই যাচ্ছে।

দুটো ব্লক পার হতেই তার দেখা হয়ে গেল পুরনো শত্রু জনৈক কনোভার-এর সঙ্গে; তার সঙ্গে একটা দ্বৈত যুদ্ধের পুরনো চুক্তিতে সে আবদ্ধ।

যে আকস্মিক ও হিংস্র আক্রমণের বৈশিষ্ট্যের জন্য মিঃ ম্যাককুয়ার্ক-এর কপালে "টাইগার" খেতাবটি জুটেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে বসল। মিঃ কনোভারও এমন আশ্চর্য তৎপরতায় পাল্টা আক্রমণ করে বসল যে সে দ্বৈত যুদ্ধ যেন আর থামতেই চায় না। মজা দেখতে লোকজনের ভিড় জমে গেল। তারাই নিঃস্বার্থভাবে চিৎকার করে বলে উঠল, "বীর যোদ্ধাদ্বয়

লড়াই মিটিয়ে নাও!" সঙ্গে সঙ্গে দুই যোদ্ধাই ভিড়ের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গিয়ে যে যে-দরজা খোলা পেল তার ভিতর দিয়েই পার্শ্ববর্তী বাড়ির খিড়কি দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক ছুটতে ছুটতে আর একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। একটা ল্যাম্প-পোস্টের পাশে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল; তারপর মুখ ফিরিয়ে একটা ছোট খবরের কাগজের দোকানে ঢুকে পড়ল। লাল চুলওয়ালি একটি যুবতী চুইং-গাম চিবোতে চিবোতে এগিয়ে এসে কাউন্টারের ভিতর থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল, "আচ্ছা মহাশয়া, এই গানটা আছে এমন কোন গানের বই কি এখানে পাব? গানটা এই ভাবে শুরু হয়েছে—

'যবে বসন্ত আসবে ফিরে প্রিয়,
আমরা তখন বেরিয়ে পড়ব মাঠে,
গাইব সুখে পুরনো দিনের গান—'

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক বুঝিয়ে বলল, "আমার একটি বন্ধু পা ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে; সেই আমাকে বইটার জন্য পাঠিয়েছে। সে গান ও কবিতার বড় ভক্ত।"

যুবতী বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দিল, "না, সে রকম কোন বই আমাদের কাছে নেই। তবে একটা নতুন গান বেরিয়েছে—যার শুরুটা এই রকম:

'এস আমরা পুরনো হাতল-চেয়ারটায় বসি;
সেখানে চুল্লিতে আগুন জ্বলছে,
তাতে আমরা বেশ আরাম পাব।"

মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্কের সেদিনকার ব্যর্থ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ শুনে আমাদের কোন লাভ হবে না। তাই কেবল শেষ কথাটুকুই এখানে বলি। শেষ পর্যন্ত সে এনি মারিয়া ডয়েল-এর দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল। মনে হল, দেবী ইস্টার এতক্ষণে তাকে ঠিক পথে নিয়ে এসেছে।

দরজা খুলেই এনি মারিয়া হাসি মুখে সহাস্যে বলে উঠল, "আরে, জিমি ম্যাক্‌কুয়ার্ক, তুমি? ( সে কখনও তাকে "টাইগার" বলে ডাকে না। ) তারপর—খবর কি?"

"হল-ঘরে চল," মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল। "সমতলের আবহাওয়া সম্পর্কে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?" এনি মারিয়া বলল।

"তা বোধ হয় হয়েছে," 'টাইগার' বলল। "সারাটা দিন সকলেই আমাকে বলছে যে বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। তারা সকলেই কি মিথ্যাবাদী? না কি মিথ্যাবাদী আমি?"

"বল কি গো!" এনি মারিয়া বলল—"তোমার চোখে পড়ে নি? আমার তো মনে হচ্ছে বুঝি ভায়োলেট ফুলের গন্ধই পাচ্ছি। আর ঘাসের এত সবুজ রং। অবশ্য, বসন্ত এখনও ঠিক-ঠিক আসে নি—কি জান, এটা এক ধরনের অনুভূতি মাত্র।"

"আমিও সেটাই জানতে চাইছি," মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল। "সে রকম একটা

অনুভূতি আমারও হয়েছে। প্রথমে আমি সেটা বুঝতে পারি নি। সেদিন চতুর্দশ স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতেই ওই রকম একটা অনুভূতি আমার হয়েছিল। তখন ভেবেছিলাম ওটা আমার মনের ভুল। কিন্তু ভায়োলেট ফুলের গন্ধ কখনও আমার নাকে আসে নি। সে অনুভূতি কেবল তোমারই জন্য এনি মারিয়া; আর তোমাকেই আমার চাই। পরের সোমবারেই আমি কাজে যাচ্ছি; দৈনিক আট ডলার উপার্জন করব। তুমিই বুঝে দেখ মেয়ে—তাতে কি দু'জনের চলবে না?"

হঠাৎ ওভারকোটে মুখ ঢেকে এনি মারিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "জিমি, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে ঠিক এই মুহূর্তটিতে বসন্ত ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব-ভুবন জুড়ে?"

কিন্তু সেই দিনটি কি ভাবে শেষ হয়েছিল সেটা তো তোমার নিজেরই মনে আছে। বসন্তের এত সব শুভ সূচনা সত্ত্বেও বিকেলের দিকে বাতাস যেন ঠাণ্ডায় জমে গেল; এমন কি শেষ মার্চেও এক ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ পড়ল। পঞ্চম এভেনিউতে মহিলারা লোমের কোট গায়ে জড়াল। কেবলমাত্র ফুলওয়ালাদের জানালায় চোখে পড়ল দেবী ইস্টারের আগমনের প্রাতঃকালীন হাসির উচ্ছ্বাস।

ছ'টার সময় হের লুৎজ্ দোকান বন্ধ করতে লাগল। তার কানে এল পরিচিত কণ্ঠের ডাক: "হ্যালো, ব্যাটা ওলন্দাজ!"

বরফ-ঝড়ের মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে "টাইগার" ম্যাক্‌কুয়ার্ক। গায়ে লম্বা-হাতা শার্ট; মাথার পিছনে টুপি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একটা কালো চুরুটের ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

লুৎজ্ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কী ঝড় রে বাবা! শীতকালটাই আবার ফিরে এসেছে দেখছি!"

বন্ধুত্ব-মাখা উদার গলায় মিঃ ম্যাক্‌কুয়ার্ক বলল, "তুমি একটা ডাহা মিথ্যুক ব্যাটা ওলন্দাজ। ঘড়ি তো বলছে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে!"

# নির্বোধ-নিধনকারী

## The Fool-Killer

দক্ষিণ অঞ্চলে যখনই কেউ কোন বড় রকমের বোকামির কাজ করে ফেলে তখনই সকলে একবাক্যে বলে: "জেসি হোম্‌স্‌কে ডেকে পাঠাও।"

জেসি হোম্‌স্ হচ্ছে নির্বোধ-নিধনকারী। অবশ্য সান্টা ক্লজ, জ্যাক ফ্রস্ট এবং ধন-অধিপতি কুবের-এর মতই জেসি হোম্‌স্‌ও একটি কাল্পনিক চরিত্র। দক্ষিণীদের মধ্যে বিজ্ঞতম লোকটিও বলতে পারে না নির্বোধ-নিধনকারীর এই নামটা কোথা থেকে এল; কিন্তু রোনোক থেকে রিও গ্র্যাণ্ডি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এমন সুখী পরিবারের দেখা কদাচিৎ মিলবে যেখানে জেসি হোম্‌স্-এর নাম কখনও উচ্চারিত

হয় নি অথবা তাকে ডাকা হয় নি। হয় হাসি মুখে, নয় তো অশ্রুসজল চোখে তাকে আহ্বান করা হয় তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে। জেসি হোম্‌স্‌ খুবই কর্মব্যস্ত মানুষ।

শৈশবে আমি যখন তার ভয়ংকর সব ক্রিয়াকলাপকে এড়িয়ে চলতাম আমার সেই সময়কার কল্পনার স্মৃতি-পটে তার যে ছবিটি সব সময় ঝোলানো থাকত সেটা আমার বেশ ভালই মনে পড়ে। আমার কাছে সে ছিল একটি ভয়ংকর বৃদ্ধ লোক ; পরনে সাদা পোশাক, লম্বা এলোমেলো সাদা দাড়ি, আর ভয়ংকর দুটি লালচে চোখ। তাকে দেখার জন্য আমি রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম—কখন সে আসবে রাস্তায় ধূলোর ঝড় তুলে, হাতে একটা ওক কাঠের সাদা লাঠি নিয়ে, চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা জুতো পরে। হয় তো এখনও আমি—

কিন্তু এটা তো একটা গল্প, তার উপসংহার নয়।

আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে পড়বার মত এমন ভাল গল্প খুব অল্পই লেখা হয়েছে যাতে কোন না কোন রকমের একটা পানীয়ের উল্লেখ নেই। এই সব ভাল ভাল গল্পের মধ্যে একটি মাত্র ব্যতিক্রমী গল্পের কথাই আমি এখানে বলব।

কার্ণার ছিল একটি বোকা-সোকা মানুষ। তাছাড়া, সে ছিল একজন শিল্পী এবং আমার একান্ত বন্ধু। এখন, পৃথিবীতে যদি এমন কেউ থাকে যে অপরের চোখে একান্তই ঘৃণার্হ, তাহলে সে হচ্ছে লেখকের দৃষ্টিতে সেই শিল্পীটি যে তার গল্পের ছবিগুলো এঁকেছে। একবার পরীক্ষা করেই দেখুন। ইডাহো-র খনি শিবিরকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন। গল্পটা বিক্রি করুন। টাকাটাও খরচ করে ফেলুন। তারপর দু'মাস পার হয়ে গেলে একটা সিকি ( অথবা একটা ডাইম ) ধার করে সেই পত্রিকাখানি কিনুন যাতে গল্পটা বেরিয়েছে। আপনার গল্পের নায়ক রাখাল-বালক ব্ল্যাক বিল্‌-এর একটা পূর্ণ-পৃষ্ঠা জল রংয়ের ছবি তাতে দেখতে পাবেন। গল্পের মধ্যে কোথাও আপনি "ঘোড়া" শব্দটা ব্যবহার করেছেন। হায়রে! সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মাথায় ধারণাটা পাকা হয়ে বসে গেল। ব্ল্যাক বিল্‌কে পরানো হয়েছে "ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টি শিকারী দল"-এর এম. এফ. এইচ্‌-এর রেগুলেশন-ট্রাউজার। পিঠে একটা পার্লার রাইফেল, চোখে এক-চক্ষু চশমা। দূরে দেখা যাচ্ছে বিয়াল্লিশতম স্ট্রীটের একটি অংশ এবং ভারতবর্ষের বিখ্যাত স্মৃতি-সৌধ তাজমহল-এর ছবি।

যথেষ্ট হয়েছে। কার্ণারকে আমি ঘৃণা করতাম ; একদিন আমাদের দেখা হয়ে গেল এবং আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। তার বয়স অল্প, এক উজ্জ্বল বিষণ্নতার শিকার, কারণ তার মনটা ছিল উঁচু লয়ে বাঁধা, আর জীবন তাকে দিয়েছে অনেক দুঃখ। হ্যাঁ, সে ছিল প্রচণ্ড রকমের বিষণ্ন। সেটাই তার যৌবনের লক্ষণ। একটা মানুষ যখন দুঃখের ভারে অতি-প্রফুল্ল হয়ে ওঠে তখনই বুঝতে হবে যে সে চুলে কলপ লাগাতে শুরু করেছে। কার্ণার-এর এক-মাথা ঘন চুল শিল্পীসুলভ ভঙ্গিতেই পাট করে বসানো। সে ছিল পাঁড় সিগারেটখোর ; ডিনারে মদ না থাকলে তার খাওয়া হত না। কিন্তু, সব চাইতে বড় কথা, সে ছিল নির্বোধ। আর বিজ্ঞজনের মতই আমি তাকে ঈর্ষা করতাম। একদিন সে আমাকে বলল, একটা সংকলন-গ্রন্থে প্রকাশিত আমার একটা গল্প তার ভাল লেগেছে। সে আমাকে গল্পটার বিবরণ শুনিয়ে দিল,

আর আমিও এই ভেবে দুঃখ পেলাম যে মিঃ কিংজ্ জেমস্ ও'ব্রায়েন-এর মৃত্যু হওয়ায় নিজের সৃষ্টির এই সপ্রশংস আলোচনাটি তিনি শুনে যেতে পারেন নি। কার্ণার মাঝে মাঝেই এমন সব কাণ্ড করে বসত। সে ছিল একটি পাঁড় নির্বোধ।

আমার বক্তব্যটিকে আরও একটু পরিষ্কার করে বলছি। একটি মেয়ে ছিল। আমার দিক থেকে একটি মেয়ে কেবল কোন আলোচনা-সভায় এবং ছবির অ্যালবাম-এ রাখারই বস্তু ; তবু কার্ণার-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতেই আমি সেই জীবটির অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছিলাম। লকেটে রাখা তার একটা ছবি কার্নার আমাকে দেখিয়েছিল—সে কি সুবর্ণা ছিল না পিঙ্গলা---সেটা আমি ভুলে গেছি। মেয়েটি কাজ করত একটা কারখানায় সপ্তাহে আট ডলার বেতনে। আমি আরও জানি যে মেয়েটি এত বেশি টাকা উপার্জনের পর্যায়ে উঠেছিল সপ্তাহে ১.৫০ ডলার দিয়ে শুরু করে।

কার্নার-এর বাবার পুঁজি ছিল দুই মিলিয়ন। তিনি শিল্পচর্চার খরচ যোগাতে রাজিও ছিলেন, কিন্তু কার্ণারের নজর পড়ল কারখানার মেয়েটির উপর। সুতরাং কার্ণার বাবার উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে একটা ছোট স্টুডিওতে গিয়ে উঠল এবং প্রাতরাশ সসেজ আর ফারোনি-তে ডিনার খেয়ে দিন কাটাতে শুরু করল। ফারোনির ছিল শিল্পানুরাগী মন—চিত্রকর ও কবিদের সে ধারে খেতে-পরতে দিত। কালে-ভদ্রে একটা ছবি বিক্রি হলে কার্ণার কিছু গৃহসজ্জার কাপড়, একটা আংটি ও এক ডজন গলাবন্ধ কিনে আনত, আর ফারোনির হিসাবে জমা দিত দুই ডলার।

এক সন্ধ্যায় কার্ণার আমাকে ও কারখানার মেয়েটিকে তার সঙ্গে বসে ডিনার খেতে ডাকল। জল রংয়ের ছবি বেচে কিছু টাকা জমাতে পারলেই কার্ণার মেয়েটিকে বিয়ে করবে। তার প্রাক্তন পিতার দুই মিলিয়ন—ফুঃ !

মেয়েটি এক আশ্চর্য চিজ ! দেখতে ছোটখাট, মোটামুটি সুন্দরী ; আর সেই সস্তার কাফেতে এমন স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করত যেন সে চিকাগোর "পামার হাউস"-এ বসে আছে কোমরে একটা সোনার চামচে সযত্নে লুকিয়ে রেখে। সে ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। তার ব্যাপারে বিশেষ করে দুটি জিনিস আমার চোখে পড়েছিল। তার বেল্টের বক্‌লস্‌টা ছিল তার পিঠের ঠিক মাঝখানে, এবং লাল চুনি বসানো টাই-পিন পরা একটি বড় মাপের মানুষ যে চতুর্দশ স্ট্রীট থেকেই তার পিছু নিয়েছে সে কথাটা সে আমাদের একবারও বলে নি। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম—কার্ণার কি এত বড় একটা গাধা ?

তার কিছুক্ষণ পরেই—অধৈর্য হবেন না, একটু পরেই আসল কথায় আসছি—কার্ণার ও আমি ফারোনি-তে বসে ডিনার খাচ্ছি। ম্যাণ্ডোলিন ও গিটার সজোরে বেজে চলেছে। ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

আমি বললাম, "কার্ণার, তুমি একটা বোকার ডিম।"

"তা যা বলেছ," কার্ণার বলল। "আমি তাকে এভাবে কাজ করতে দেব না। আমার বৌকে কাজ করতে দিতে আমি পারি না। অপেক্ষা করে লাভ কি ? সেও বিয়ে করতে ইচ্ছুক। গতকাল আমার সেই জল-রংয়ের ছবিটা বিক্রি করেছি। একটা দুই বার্ণারের গ্যাস-স্টোভে রান্নার কাজটা চালিয়ে নিতে পারব। তুমি কি জান যে

মসলাদার মাংস রাঁধতেও আমি ভালই পারি? হ্যাঁ, ভাবছি আসছে সপ্তাহেই আমরা বিয়ে করব।"

"কার্ণার, তুমি একটা হদ্দ বোকা," আমি বললাম।

কার্ণার মৌজ করে জবাব দিল, "আজ রাতে তুমি একজন মাননীয় অতিথি। এব্‌সিন্থে গাছের রস একটু চেখে দেখবে না কি? মনে হচ্ছে, স্নান-ঘর সমেত একটা ফ্ল্যাটও আমরা পেয়ে যাব।"

"কোন দিন তো চেখে দেখি নি—মানে আমি এব্‌সিন্থের রসের কথা বলছি" আমি বললাম।

পরিচারক সেই বস্তুটি এনে বরফের উপর ধীরে ধীরে রসটাকে ঢালতে লাগল।

সে দৃশ্য দেখে মুগ্ধ চোখে আমি বললাম, "এ যে দেখছি অবিকল মিসিসিপি নদীর জলের মত দেখতে।"

"সপ্তাহে আট ডলার ভাড়া দিলে ও রকম ফ্ল্যাট পাওয়া যায়," কার্ণার বলল।

রসে চুমুক দিতে দিতে আমি বললাম, "তুমি একটি হদ্দ বোকা। তোমার দরকার জেসি হোম্‌স্‌-এর খবরদারি।"

কার্ণার দক্ষিণের লোক নয়; তাই কথায় তাৎপর্যটা ধরতে পারল না। সে বসে বসে তার ফ্ল্যাটের বর্ণনা শোনাতে লাগল, আর আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেই মহামূল্যবান সবুজ রসের দিকে।

তবু আমি আর একবার বললাম, "তুমি একটা আস্ত বোকা।" তারপর সোজাসুজি বললাম, "জেসি হোম্‌স্‌ই তোমার আসল ওষুধ।"

আর তারপরেই চারদিকে তাকিয়ে আমি নির্বোধ-নিধনকারীকে দেখতে পেলাম, ঠিক যে মূর্তিতে সে সর্বদাই আমার কল্পনায় দেখা দেয়; কাছেই একটা টেবিলে বসে মারাত্মক দুটি রক্তিম পলকহীন চোখে সে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সে এক নির্ভেজাল জেসি হোম্‌স্‌; লম্বা, সাদা, জট-পাকানো দাড়ি, সেকেলে সাদা পোশাক, চোখে জল্লাদের দৃষ্টি, বহুদূর পথ পার হয়ে আসা পথিকের মত ধূলিধূসর জুতো তার পায়ে। তার চোখ দুটি কার্ণারের দিকে স্থিরনিবদ্ধ। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আমিই তাকে আবাহন করে এনেছি—এ কথা ভাবতেই আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম; একবার ভাবলাম এখান থেকে পালিয়ে যাই; কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায়? পালাবার পথ নেই যম আছে পিছে। আমার ভাই কার্ণারকে আমি হদ্দ বোকা বলে ডেকেছি বলেই তো নরকের অগ্নিকুণ্ড আমার সমুখে জ্বলে উঠেছে। তবু জেসি হোম্‌সের হাত থেকে বন্ধুকে বাঁচাবার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

নির্বোধ-নিধনকারী তার টেবিল থেকে উঠে আমাদের টেবিলে এসে বসল। টেবিলের উপর দুই হাত রেখে আমাকে উপেক্ষা করে দুটি প্রতিহিংসাপরায়ণ জ্বলন্ত চোখ মেলে সে তাকাল কার্ণারের দিকে।

শিল্পীকে বলল, "তুমি একটি হদ্দ বোকা। ভুখা পেটে আর কতকাল কাটাবে? তোমাকে আরও একটা সুযোগ দিচ্ছি। এই মেয়েকে ত্যাগ করে তোমার বাড়িতে ফিরে এস। আমার কথা যদি না শোন তো তার ফল তোমাকে ভুগতেই হবে।"

নির্বোধ-নিধনকারীর ভয়ংকর মুখটা তার শিকারের এক ফুটের মধ্যেই বসে আছে; কিন্তু আমি সভয়ে লক্ষ্য করলাম যে কার্ণার তার উপস্থিতি সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নয়।

অন্যমনস্কভাবে সে বিড়বিড় করে বলল, "আসছে সপ্তাহে আমরা বিয়ে করছি। আমার স্টুডিওর জিনিসপত্র ও কিছু পুরনো তৈজসাদি দিয়েই আমরা কাজ চালিয়ে নিতে পারব।"

নির্বোধ-নিধনকারী নিচু অথচ ভয়ংকর গলায় বলে উঠল, "নিজের ভাগ্য তুমি নিজেই স্থির করে ফেলেছ। নিজেকে তুমি মৃত বলেই ধরে নিতে পার। একটা শেষ সুযোগ তোমাকে দিয়েছিলাম।"

কার্ণার নরম গলায় বলল, "চাঁদের আলোয় ভরা আকাশের নিচে গিটার হাতে নিয়ে দু'জন বসব আর গানে গানে দূরে সরিয়ে দেব অহংকার ও অর্থের মিথ্যা-আনন্দের অনুভূতিকে।"

"সব কিছু ভেঙে পড়ুক তোমার নিজের মাথায়," নির্বোধ-নিধনকারী হিসহিসিয়ে বলে উঠল; কিন্তু আমি যখন বুঝতে পারলাম যে কার্ণারের চোখ বা কান কোনটাই জেসি হোম্‌সের উপস্থিতির কণামাত্রও টের পায় নি, তখন আতংকে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আর তখনই আমি বুঝতে পারলাম, যে কারণেই হোক কেবলমাত্র আমার চোখের সমুখ থেকেই যবনিকাটা তুলে ধরা হয়েছে এবং নির্বোধ-নিধনকারীর হাত থেকে আমার বন্ধুকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এই আতংক ও বিস্ময়ের কিছুটা ছাপ নির্ঘাৎ আমার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল।

পাণ্ডুর, স্মিত হাসি হেসে কার্ণার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মাফ কর; আমি কি নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলাম? মনে হচ্ছে। এটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।"

নির্বোধ-নিধনকারী মুখ ঘুরিয়ে ফারোনি-র কাফে থেকে বেরিয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "এখানে আমার জন্য অপেক্ষা কর। ঐ লোকটার সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে। তার প্রশ্নের কোন জবাবই কি তোমার জানা ছিল না? তুমি নির্বোধ বলেই কি তার পায়ের তলায় একটা ইঁদুরের মত মরবে? আত্মপক্ষ সমর্থনে তুমি কি একটা কথাও মুখে উচ্চারণ করতে পারলে না?"

কার্ণার হৃদয়হীনের মত বলল, "তুমি মাতাল হয়ে গেছ। কেউ আমাকে কিছুই বলে নি।"

আমি বললাম, "এইমাত্র তোমার মনের হত্যাকারী এসে দাঁড়িয়েছিল তোমার সমুখে আর তোমাকেই করেছে তার আসন্ন শিকার। তুমি তো কানা নও, কালাও নও।"

"এ রকম কোন মানুষকে আমি চিনি না," কার্ণার বলল। "এই টেবিলে একমাত্র তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি নি। বসে পড়। দেরি করলে আর এব্‌সিন্থের রস তোমার কপালে জুটবে না।"

ভীষণ রেগে গিয়ে আমি বললাম, "এইখানেই চুপ করে বসে থাক; নিজের জীবনের জন্য তোমার কোন ভাবনা-চিন্তা না থাকলেও আমিই তোমাকে এ-বিপদ থেকে রক্ষা করব।"

আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। ব্লকের অর্ধেক পথ পার হয়েই শ্বেতকায় লোকটিকে ধরে ফেললাম। হাজার বার কল্পনায় তাকে যেমনটি দেখেছি এখনও সে ঠিক তেমনই দেখতে—নিষ্ঠুর, ধব্‌ধবে সাদা, ভয়ংকর। ওক কাঠের সাদা লাঠিটা হাতে নিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে; ভিস্তিওয়ালা যদি রাস্তায় জল ছিটিয়ে না রাখত তাহলে তার পায়ের চাপে রাস্তায় অনেক ধূলো উড়ত।

তার হাতটা চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলাম একটা বাড়ির অন্ধকার কোণে। আমি জানতাম সে একটি কাল্পনিক মূর্তি; আর আমি শূন্যের সঙ্গে কথা বলছি সেটা কোন পুলিশ দেখে ফেলুক সেটাও আমি চাইছিলাম না।

আপাত সাহস দেখিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "জেসি হোম্‌স্ তোমাকে আমি চিনি। সারা জীবন তোমার কথা আমি শুনেছি। এখন আমি বুঝতে পারছি, তোমার দেশের পক্ষে তুমি কত বড় একটা অভিশাপ। নির্বোধদের হত্যা না করে তুমি হত্যা করে চলেছ সেই যৌবন ও প্রতিভাকে যারা বাঁচিয়ে রাখে একটা জাতিকে, তাকে মহান করে গড়ে তোলে। হোম্‌স্, তুমি নিজেই এক নির্বোধ; তিন যুগ ধরে তুমি খুন করে চলেছ তোমার দেশেরই উজ্জ্বলতম শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, কারণ সমাজের, সম্মানের ও গোড়ামির সেকেলে বস্তাপচা মানদণ্ডগুলি তখন ছিল যেমন সংকীর্ণ তেমনই অন্ধ। আমার বন্ধু কার্ণারের মত জ্ঞানবান মানুষ আমি জীবনে দেখি নি; যখনই তুমি তাকেও তোমার খুনের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছ তখনই এই সত্যকে তুমি আর একবার প্রমাণ করেছ।"

নির্বোধ-নিধনকারী কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

কৌতূহলের সঙ্গে বলল, "তোমার কথায় তো বেশ ধার আছে দেখছি। ওঃ হ্যাঁ, এবার তোমাকে চিনতে পেরেছি। ওর সঙ্গে তুমি একই টেবিলে বসে ছিলে। আচ্ছা, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আমি তো শুনলাম তুমিও তাকে হদ্দ বোকা বলেই ডাকলে।"

"তা ডেকেছি," আমি বললাম। "ওই নামে ওকে ডাকতে আমার ভাল লাগে। হয় তো এটা ঈর্ষার জন্যই হয়। তোমার জানা সব রকম মাপ-কাঠির বিচারেই এই মানুষটি পৃথিবীর সব চাইতে উৎকট, উচ্চকণ্ঠ ও জমকালো এক নির্বোধ। আর সেই জন্যই তুমি তাকে খুন করতে চাও।"

এবার বুড়ো লোকটি প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, আমি কে অথবা আমি কি সে সম্পর্কে তোমার কি ধারণা সেটা আমাকে বলতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

হো-হো করে হেসে উঠেই আমি হঠাৎ থেমে গেলাম, কারণ আমার মনে পড়ে গেল যে তুচ্ছ একটা ইটের দেয়ালের সঙ্গে আমি এত হাসাহাসি করছি সেটা কেউ দেখে ফেলুক এটা ভাল কথা নয়।

গম্ভীর গলায় বললাম, "তুমি নির্বোধ-নিধনকারী জেসি হোম্‌স্, আর তুমি চাইছ আমার বন্ধু কার্ণারকে খুন করতে। আমি জানি না কে তোমাকে খবরটা জানিয়েছে, কিন্তু তাকে যদি তুমি খুন কর তাহলে তুমিও যাতে শাস্তি পাও সে ব্যবস্থাটাও আমি করব।" হতাশার সঙ্গে আরও বললাম, "মানে, তোমাকে তুলে দেব কোন পুলিশের

হাতে। জানি, তাদের দৃষ্টিশক্তি বড়ই ক্ষীণ; তাই একটা পুরো পুলিশবাহিনী ছাড়া এক উপকথার হত্যাকারীকে ধরা যাবে না।"

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে নির্বোধ-নিধনকারী বলল, "ঠিক আছে। এবার আমাকে যেতে হবে। তুমি বরং বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড় গে। শুভরাত্রি।"

এ কথা শুনে কার্ণারের জন্য আশংকায় আমার মনটা নরম হয়ে গেল। বুড়ো লোকটির কাঁধে হাত রেখে সানুনয়ে বললাম, "সদাশয় শ্রী নির্বোধ-নিধনকারী, দয়া করে নিরীহ কার্ণারকে মেরে ফেলো না। কেন তুমি দক্ষিণ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে কংগ্রেসীদের ও কাঁদা-খেকোদের খুন করছ না? আমাদের কেন রেহাই দিচ্ছ না? পঞ্চম এভেনিউতে গিয়ে যে সব কোটিপতি মানুষ সিন্দুকে টাকা রেখে গরিব-সরিব বোকা যুবকগুলোকে বিয়ে করতেও দিচ্ছে না, কেন ধরে ধরে তাদের খুন করছ না? জেসি, চল একটু কিছু পান করা যাক।"

"যে মেয়েটিকে নিয়ে তোমার বন্ধু নিজেকে বোকার হদ্দ করে তুলেছে তাকে তুমি চেন কি?" নির্বোধ-নিধনকারী প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, "হ্যাঁ, সে সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আর তাইতো আমি কার্ণারকে 'হদ্দ বোকা' বলে সম্বোধন করেছি। সে নেহাৎই বোকা, কারণ এতদিন মেয়েটিকে বিয়ে না করে সে বৃথাই কালক্ষেপ করছে। সে বোকা, কারণ দুই মিলিয়ন ডলারের মালিক এক নির্বোধ বাবার সম্পত্তি পাবার আশাতেই সে এতকাল অপেক্ষা করে আছে।"

নির্বোধ-নিধনকারী বলে উঠল, "হতে পারে—এটা হতেই পারে যে আমি—আমি ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখেছি। আচ্ছা, তুমি কি রেস্টুরেণ্টে ফিরে গিয়ে তোমার বন্ধু কার্ণারকে এখানে নিয়ে আসতে পার না?"

আমি হাই তুলে বললাম, "তাতে কিছু লাভ হবে না জেসি, সে তো তোমাকে দেখতেই পাবে না। টেবিলে বসে তুমিই যে তার সঙ্গে কথা বলেছ সেটাই তো সে জানত না। তুমি তো জান, তুমি একটি কাল্পনিক চরিত্র।"

"হয়তো এবার সে আমাকে চিনতে পারবে। তুমি কি সেখানে গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসতে পার না?"

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে জেসি, তুমি ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় আছ কি না। দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড়ই দোলাচলচিত্ত; সহজেই নিজের লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেল। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন আবার অদৃশ্য হয়ে যেও না।"

কার্নারের কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, "মানুষকে খুন করার বাতিকগ্রস্ত একটি অদৃশ্য মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। আমার বিশ্বাস সে তোমাকেও খুন করতে চায়। চলে এস। তাকে তুমি চোখে দেখতে পাবে না, তাই তোমার ভয় পাবারও কিছু নেই।

কার্ণারকে খুবই বিব্রত মনে হল।

সে বলল, "সে কি? এক চুমুক এবৃসিন্থের রসে যে এমনটা ঘটতে পারে সেটা

আমার জানা ছিল না। তুমি বরং 'উর্জবার্জার'-ই চালিয়ে যাও। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি হেঁটেই বাড়ি ফিরব।"

তাকে নিয়ে গেলাম জেসি হোম্‌স্‌-এর কাছে।

নির্বোধ-নিধনকারী বলল, "রুডল্‌ফ্‌, আমি হার মানছি। মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে এস। তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও তো বাবা।"

বুড়োর হাতে হাত মিলিয়ে কার্ণার বলল, "তোমার ভাল হোক বাবা। মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হলে তোমাকে কোন দিন পরিতাপ করতে হবে না।"

"তার মানে সে যখন টেবিলে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলছিল তখন তাকে তুমি দেখতে পেয়েছিলে?" কার্ণারকে প্রশ্ন করলাম।

কার্ণার বলল, "এক বছর ধরে তার সঙ্গে কোন রকম বাক্যালাপ ছিল না। এখন সব মিটে গেছে।"

আমি হাঁটতে শুরু করলাম।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?" কার্ণার আমাকে ডেকে বলল।

গম্ভীর গলায় সমর্যাদায় জবাব দিলাম, "আমি যাচ্ছি জেসি হোম্‌স্‌-এর খোঁজে।"

# ক্ষণিকের অতিথি

## Transients in Arcadia

ব্রডওয়েতে এমন একটা হোটেল আছে যার খবর গ্রীষ্ম-আবাসনের উদ্যোগীরা রাখে না। হোটেলটা যেমন বড় মাপের, তেমনই ঠাণ্ডা। সেখানে হাওয়ার দেশী ব্যবস্থা আছে; সবুজ গাছপালার সমারোহ আছে। যে কেউ তার চওড়া সিঁড়ি বেয়ে অথবা এলিভেটারে চেপে স্বপ্নের আমেজ নিয়ে উপরে উঠে যেতে পারে। সঙ্গে পিতলের বোতাম-আঁটা গাইডরা তো আছেই। রান্নাঘরে এমন একটি প্রধান রাঁধুনি আছে যার রান্নার স্বাদের তুলনা হয় না।

মানহাটানের জুলাই মাসের মরুভূমিতে এই মরুদ্যানের খবর অল্প লোকই রাখে। পুরো মাসটাতেই আপনি দেখতে পাবেন, এই হোটেলের স্বল্পসংখ্যক অতিথি উঁচু খাবার ঘরটায় পা ছড়িয়ে বসে আছে শীতল গোধূলির আলোর নিচে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খানসামারা সতর্ক দৃষ্টি মেলে বাতাসের মতই সাবলীল ভঙ্গিতে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখের কথা বের হবার আগেই যার যেটা প্রয়োজন সেটা তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। সেখানে চিরবসন্ত সতত বিরাজ করে। সিলিং-এ জল-রং-এ আঁকা হয়েছে নকল গ্রীষ্মের আকাশ; তার বুকে ভেসে চলেছে মেঘেরা দল বেঁধে; কিন্তু সেইসব মেঘ কখনও প্রকৃতির মেঘদের মত উধাও হয়ে আমাদের মনে কষ্ট দেয় না।

দূর থেকে ভেসে-আসা ব্রডওয়ের কলকোলাহল সেখানকার সুখী অতিথিদের কল্পনায় হয়ে ওঠে অরণ্যের বুকে ঝরে-পড়া ঝর্ণাধারার কুলুকুলু শব্দ। যে কোন অপরিচিত পদধ্বনিতেই অতিথিরা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে; তাদের কেবলই আশংকা হয় এই বুঝি তাদের এই নিরালা, নিশ্চিন্ত অবসরের হোটেলটি সেই সব অক্লান্ত সুখ-সন্ধানীদের নজরে পড়ে যায় যারা সুখ ও শান্তির সন্ধানে প্রকৃতির দূরতম কোণে কোণে ঘুরে বেড়ায়।

এইভাবে মাত্র অল্প কয়েকজন উদ্যোগী অতিথি গ্রীষ্মকালে এই হোটেলে এসে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের লুকিয়ে রাখে আর মহা আনন্দে উপভোগ করে পর্বত ও সমুদ্র সৈকতে বসবাসের সব রকম আরাম ও আনন্দ যা শিল্প-কলা ও কৌশলের কল্যাণে এখানে তাদের জন্য সর্বদাই মজুত থাকে।

আলোচ্য জুলাই মাসে এমন একজন অতিথি এই হোটেলে এসে হাজির হলেন যার কার্ডে (যেটা তিনি করণিকের কাছে পাঠিয়েছেন তার নাম নথিভূক্ত করতে) নাম লেখা ছিল "মাদাম হেলয় ডি'আর্কি বুমঁৎ"।

মাদাম বুমঁৎ-এর মত অতিথিই "হোটেল লোটাস"-এর মনের মত। তার সম্ভ্রান্তজনের মত আচরণ সৌজন্যে করুণায় স্নিগ্ধ হয়ে দু'দিনেই হোটেলের সকল কর্মীই তার ক্রীতদাসে পরিণত হল। তার ঘরের ঘণ্টা বাজলেই বেল-বয়রা পাল্লা দিয়ে ছোটে; মালিকানার ব্যাপারটা না থাকলে করণিকরা হয় তো জিনিসপত্র সমেত হোটেলটাকে তার নামে লিখে দিত; অন্য অতিথিদের চোখে সে তো নারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের এক চরম পরাকাষ্ঠা।

এই অতি-সম্মানিত অতিথিটি কদাচিৎ হোটেলের বাইরে বের হতেন। তার চলন-বলন "হোটেল লোটাস"-এর চিরাচরিত রীতিনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"হোটেল লোটাস"-এ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হলেও মাদাম বুমঁৎ রাণীর মর্যাদা নিয়েই বাস করেন। তিনি দশটায় প্রাতরাশ খান; চলাফেরা করেন ধীরেসুস্থে, শান্ত ও মধুর পদক্ষেপে—গোধূলি বেলার একটি জুঁই ফুলের মত সহজ উজ্জ্বলতায়।

কিন্তু মাদামের উৎকর্ষ বুঝি চরমে ওঠে ডিনারের সময়। তখন তিনি পরেন একটি কুয়াসার মত স্বপ্নেভরা সুন্দর গাউন। সে গাউনের নামও কেউ কোন দিন শোনে নি। প্রধান পরিচারিকা পর্যন্ত সেই গাউনটাকে শ্রদ্ধা করে চলে। গাউনটা দেখলেই আপনার মনে পড়বে প্যারিসের কথা; হয় তো মনে পড়বে কোন রহস্যময়ী কাউন্টেসকে, ভার্সাইকে, সরু-ফলা তরবারিকে এবং মিসেস ফিস্কেকে। আপনা থেকেই "হোটেল লোটাস"-এ একটা গুজব রটে গেল যে মাদাম একজন সংস্কারমুক্ত বিশ্বমানবী; আর যে সব জাতি রাশিয়ার স্নেহধন্য তাদের সকলকেই নাকি তিনি তার সাদা হাতের সুতোর টানে খেলিয়ে বেড়ান। পৃথিবীর সবগুলি মসৃণতম রাস্তায় তার অবাধ নাগরিকত্ব; অতএব মধ্যগ্রীষ্মের দাবদাহের দিনগুলিতে তিনি যে তার অবসরের সময়টা কাটাবার জন্য আমেরিকার সব চাইতে বাঞ্ছনীয় স্থান হিসাবে "হোটেল লোটাস"-কেই খুঁজে নেবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মাদাম বুমঁৎ হোটেলে ঢোকার পরবর্তী তৃতীয় দিনেই একটি যুবক এসে হোটেলটাতে

ঢুকলেন এবং অতিথি হিসাবে নিজের নামটা নথিভুক্ত করলেন। তাঁর পোশাক ভদ্রজনোচিত; দেখতে-শুনতেও ভাল; তাঁর হালচালও কোন বিশ্বমানবেরই উপযুক্ত। তিনি করণিককে জানালেন, তিন বা চারটি দিন হোটেলে থাকবেন; ইউরোপযাত্রী স্টিমার কবে ছাড়বে সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন এবং নিজের ঘরে ঢুকে গভীর ক্লান্তিতে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

যুবকটির নাম—হোটেল-রেজিস্টারকে সন্দেহ করার কোণ কারণই থাকতে পারে না—হ্যারল্ড ফ্যারিংটন। "লোটাস"-এর নিজস্ব, শান্ত জীবন-স্রোতের সঙ্গে তিনি এমন দক্ষতায় ও নিঃশব্দে মিশে গেলেন যে সেখানকার অপর শান্তিপিপাসু অতিথিদের মধ্যে আশংকা বা আতংকের একটা ঢেউয়ের দোলাও লাগল না।

হ্যারল্ড ফ্যারিংটনের আগমনের পরের দিন ডিনারের পরে মাদাম বুমঁৎ বেরিয়ে যাবার সময় নিজের রুমালটা ফেলে গেলেন। মিঃ ফ্যারিংটন সেটা তুলে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু তার মধ্যে পরিচয়-প্রত্যাশীর অতি-উৎসাহ বা উচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

হয়তো "লোটাস"-এর অতিথিদের মধ্যে একটা রহস্যময় দুর্বোধ্য ভ্রাতৃত্ববোধ থাকত। হয়তো একটি ব্রডওয়ে হোটেলের গ্রীষ্ম-আবাসনের শিরোমণি এই হোটেলটিকে আবিষ্কার করার পরম সৌভাগ্যের সম-অধিকারী হবার দরুন তাঁরা পরস্পরের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করবেন। আসা-যাওয়ার পথে দু'জনের মধ্যে সৌজন্যমূলক কথাবার্তাও চলল। বুঝি বা এই সত্যিকারের অবসর-আবাসনের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের জন্যই তাঁদের মধ্যে পরিচয়ের একটা অংকুর জন্ম নিল, ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হল। যে বারান্দাটায় করিডরটা শেষ হয়েছে সেখানেই অল্প কয়েক মিনিটের জন্য তাঁরা দু'জন এসে দাঁড়ালেন এবং কথার বল নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দিলেন।

একটি অস্পষ্ট মিষ্টি হাসি হেসে মাদাম বুমঁৎ বললেন, "পুরনো আবাসে থাকতে থাকতে অনেকেই ক্লান্ত বোধ করে। হৈ-হট্টগোল বা ধুলো-ময়লাকে এড়াবার জন্য পাহাড়ে বা সমুদ্রতীরে উড়ে গিয়ে কি লাভ বলুন যদি ওই দুটিরই যারা সৃষ্টিকর্তা তারা সেখানেও আমাদের পিছনে ধাওয়া করেন?"

ফ্যারিংটন দুঃখের সঙ্গে বললেন, "সমুদ্রের উপরেও অমার্জিত রুচির ফিলিস্টিনরা আপনার পিছু নেবে। অত্যন্ত সংরক্ষিত স্টিমারগুলিও আজকাল খেয়া নৌকার মতই যাচ্ছেতাই হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর করুন, গ্রীষ্মকালের ভ্রমণপিপাসুরা যেন আমার "লোটাস"-এর খোঁজটা না পায়।"

মাদাম একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন; মিষ্টি হেসে বললেন, "আশা করি এক সপ্তাহ কালের জন্য আমাদের এই গোপন আস্তানাটা নিরাপদই থাকবে। তারা যদি আমাদের প্রিয় "লোটাস"-এ এসেও হানা দেয় তাহলে কোথায় যে যাব তাও বুঝি না। গ্রীষ্মকালের পক্ষে এ রকম আনন্দময় আর একটা জায়গার কথাই আমি জানি—সেটা হচ্ছে উরাল পর্বতমালায় অবস্থিত কাউন্ট পোলিনস্কির দুর্গটি।"

ফ্যারিংটন বললেন, "শুনছি 'বাডেন-বাডেন' এবং 'কানেস্' নাকি এ মরশুমে প্রায় ফাঁকাই যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে পুরনো গ্রীষ্মাবাসগুলির সুনাম নষ্ট হয়ে

যাচ্ছে। হয়তো আমাদের মত আরও অনেকেই এই রকম সব শান্ত নীড় খুঁজে বের করছে যেখানে ভ্রমণপিপাসুরা দলে দলে এসে ভিড় করে না।"

মাদাম বুমঁৎ বললেন, "আমি তো স্থির করেই ফেলেছি, এই মনোরম বিশ্রাম-সুখটি আরও তিনটে দিন ভোগ করব। সোমবারে 'সেড্রিক' জাহাজ এখান থেকে যাত্রা করবে।"

হ্যারল্ড ফ্যারিংটন বললেন, "আমিও সোমবারেই চলে যাব, কিন্তু বিদেশে যাব না।"

মাদাম বুমঁৎ বিদেশী কায়দায় একটা কাঁধ বাঁকালেন।

"যত মনোহারিণীই হোক, কেউ তো চিরকাল এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না। এক মাসের বেশি হয়ে গেল আমার পল্লীভবনটি তৈরি হয়ে আছে। তবু 'হোটেল লোটাস'-এর এই একটি সপ্তাহকে আমি কোন দিন ভুলব না।"

"আমিও না," ফ্যারিংটন নিচু গলায় বললেন "আবার 'সেড্রিক'-কেও আমি কোন দিন ক্ষমা করব না।"

তিন দিন পরের রবিবারের সন্ধ্যায় দু'জন এসে সেই একই বারান্দায় একটা ছোট টেবিল নিয়ে বসলেন। একটি বিবেচক পরিচারক বরফ ও ছোট গ্লাসে মিষ্টি মদ এনে দিল।

মাদাম বুমঁৎ প্রতিদিন ডিনারে যে সুন্দর সান্ধ্য গাউনটা পরতেন সে দিনও সেটাই পরেছেন। তাঁকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তাঁর হাতের কাছেই টেবিলের উপর পড়ে ছিল একটা ছোট শিকল-লাগানো টাকার থলি। আইসক্রিমটা শেষ করে তিনি থলিটা খুলে একটা এক-ডলারের বিল বের করলেন।

যে স্মিত হাসি দিয়ে তিনি "হোটেল লোটাস"-কে জয় করেছেন তেমনই হাসি হেসে বললেন, "মিঃ ফ্যারিংটন, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। সকালে প্রাতরাশের আগেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, কারণ আমাকে ফিরে যেতে হবে আমার কাজে। ক্যাসি-র 'ম্যামথ্ স্টোর'-এর হোসিয়ারি-কাউন্টারের ও-পাশে আমি বসি। আর আগামী কাল আটটাতেই আমার ছুটি শেষ হয়ে যাবে। পরের শনিবার রাতে আমার সাপ্তাহিক বেতন হাতে পাবার আগে পর্যন্ত এই ডলার-নোটটিই আমার একমাত্র সম্বল। আপনি একজন সত্যিকারের ভদ্রজন, আমাকে আপনি ভাল চোখেও দেখেছেন; তাই চলে যাবার আগে কথাটা আপনাকে বলে যেতে ইচ্ছা হল।

"একটা বছর ধরে আমি বেতনের টাকা থেকে কিছু কিছু জমিয়েছি শুধু এই ছুটিটা কাটাবার জন্য। আর যদি সুযোগ না পাই তাই এই একটি সপ্তাহকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার মতই কাটাতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম প্রতিটি সকালে সাতটার সময় ঘর থেকে মাথা নিচু করে না বেরিয়ে যখন ইচ্ছা বিছানা থেকে উঠব; চেয়েছিলাম সব চাইতে ভালভাবে বাঁচব এবং ধনী মানুষদের মতই যখন যা চাই তার জন্য ঘণ্টা বাজাব এবং পরিচারকদের সেবা-পরিচর্যা ভোগ করব। সে কাজটা আমি যথাযথ ভাবেই করেছি এবং জীবনে সব চাইতে সুখের যে দিনগুলির স্বপ্ন আমি দেখেছি আমার সে স্বপ্নও সফল হয়েছে। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার কাজের মধ্যে; আবার

একটা বছরের জন্য সেই কাজের জগৎ আর আমার ছোট শোবার ঘর নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে চলব। মিঃ ফ্যারিংটন, আমার বড় ইচ্ছা হল আপনাকে কথাগুলি বলি, কারণ আমার মনে হয়েছে যে আমাকে আপনার ভাল লেগেছে, আর আমি—আমারও আপনাকে ভাল লেগেছে। কিন্তু হায়, তবু এই মুহূর্তটি পর্যন্ত আপনাকে না ঠকিয়ে আমি পারি নি, কারণ আমার কাছে এ সবই ছিল একটা রূপকথার গল্পের মত। তাই আমি ইউরোপের কথা বলেছি, অন্য সব দেশের কথা যা কেবল বইতেই পড়েছি তাও বলেছি, যাতে আপনার মনে হতে পারে যে আমি একটি মহীয়সী মহিলা।

"এই যে পোশাকটা আমি পরে আছি—পরবার মত এই একটা পোশাকই আমার আছে—আর এটাও আমি কিনেছি 'ও' ডাউড এ্যাণ্ড লেভিন্স্কি' থেকে কিস্তিবন্দীতে দামটা মিটিয়ে দেবার শর্তে।

"দাম পড়েছিল পঁচাত্তর ডলার আর বানানো হয়েছিল আমার শরীরের মাপমত। আমি নগদে দিয়েছিলাম ১০ ডলার, বাকিটা তারাই কিস্তিতে-কিস্তিতে কেটে নেবে সপ্তাহে ১ ডলার করে যতদিন না দামটা শোধ হয়ে যায়। এইটুকুই আমার বলার কথা মিঃ ফ্যারিংটন; হ্যাঁ—আর একটু আছে—আমার নাম মেমি সিভিটার, মাদাম বুমঁৎ নয়। আমার প্রতি আপনি যেটুকু মনোযোগ দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কাল সকালেই এই পোশাকটার জন্য যে কিস্তিটা দিতে হবে এই অবশিষ্ট ডলারটা দিয়েই সেটা শোধ করব। আশা করি, এবার আমি আমার ঘরে ফিরে যেতে পারি।"

হ্যারল্ড ফ্যারিংটন অবিচলিত মুখে "লোটাস"-এর সব চাইতে মনোহারিণী অতিথির কথাগুলি শুনলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে ফ্যারিংটন তাঁর কোটের পকেট থেকে একখানি ছোট চেক-বই বের করলেন। তার একটা ফাঁকা পাতায় ভোঁতা পেন্সিল দিয়ে কি যেন লিখে পাতাটা ছিঁড়ে সঙ্গিনীর হাতে দিয়ে ডলারের নোটটা তুলে নিলেন।

মুখে বললেন, "আমাকেও আজ সকালেই কাজে যোগ দিতে হবে। অতএব আমার কথাটাও এখনই বলে নেওয়া ভাল। এখানে ডলার-কিস্তির একটা রসিদ রইল। তিন বছর ধরে আমি 'ও' ডাউড অ্যাণ্ড লেভিন্স্কি'-র পক্ষে কিস্তির টাকাটা সংগ্রহ করে থাকি। আমরা দু'জন যে একই রকম চিন্তা-ভাবনা করে ছুটিটা কাটাতে এসেছি সেটা খুবই মজার ব্যাপার, তাই না? সব সময়ই একটা ভাল হোটেলেই আমি ছুটিটা কাটাতে চাই, আর আমার প্রাপ্য শতকরা কুড়ি ডলার জমিয়ে রাখি। এবারও তাই করেছি। আচ্ছা মেম, শনিবার রাতে ওই 'বোটে' চেপে কোনি-তে এক চক্কর ঘুরে আসার ব্যাপারে আপনার মতামতটা বলুন তো, কি বলুন?"

নকল মাদাম হেলয় ডি' আর্কি বুমঁৎ-এর মুখটা ঝলমল করে উঠল।

"ওঃ মিঃ ফ্যারিংটন, আমি বাজি রেখে বলছি, অবশ্যই যাব। শনিবার বেলা বারোটায় স্টোর বন্ধ হয়। আমি তো মনে করি, একটা সপ্তাহ ভিড়ের মধ্যে কাটাতে হলেও কোনি আমাদের মনের মতই হবে।"

বারান্দার নিচে ঘামে-ভেজা মহানগর জুলাই মাসের রাতে নানা রকম কল-কোলাহলে মুখর। "হোটেল লোটাস"-এর ভিতরে শীতল ছায়ার রাজত্ব; মাদাম ও তার সঙ্গীর

মাথা নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের সেবায় তৎপর হয়ে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসুক পরিচারক।

এলিভেটর-এর দরজায় ফ্যারিংটন বিদায় নিলেন, আর মাদাম বুমঁৎ শেষ বারের মত উপরে উঠে গেলেন। কিন্তু নিঃশব্দ খাঁচাটার কাছে পৌঁছবার আগেই ফ্যারিংটন বললেন, "হ্যারল্ড ফ্যারিংটন নামটা কিন্তু ভুলে যাবেন। কি বলেন? আমার নাম ম্যাক্‌মেনাস—জেমস ম্যাক্‌মেনাস। অনেকে আমাকে জিমি বলেও ডাকে।"

"শুভরাত্রি জিমি," মাদাম বললেন।

# ভূগর্ভ-রেস্টুরেন্ট ও একটি গোলাপ

## The Rathskeller and the Rose

মিস্ পোজি ক্যারিংটন জীবনে সাফল্য অর্জন করেছে। "ক্র্যানবেরি কর্ণার" নামক ছোট শহরে "বোগস্" পরিবারের অসুবিধাগুলি হাতে নিয়েই সে জীবন শুরু করেছিল। আঠারো বছর বয়সে সে "ক্যারিংটন" নামের সুবিধাটা লাভ করে এবং একটা মেট্রোপলিটান প্রহসন কোম্পানির নাচের দলে যোগ দেয়। সেখান থেকে নিজের যোগ্যতায় সে ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে—বিখ্যাত "ডিকি-বার্ড" অষ্টসখীর অন্যতমা, "ফোল্-ডি-রোল'-এর প্রধান নর্তকী থেকে শুরু করে "রাজার স্নানের পোশাক" নাটকে পরিচারিকা "টয়েন্টেট"-এর ভূমিকায় অভিনয়। সেই অভিনয়ের সূত্রেই সে সমালোচকদের মুগ্ধ করে নিজের উন্নতির পথ সুগম করে নেয়। আমরা যে সময়ের কথা বলছি মিস্ ক্যারিংটন তখন খ্যাতি ও স্তুতির মধ্যগগনে; আর সুচতুর ম্যানেজার হের টিমোথি গোল্ডস্টিন নিজের নাম স্বাক্ষর করে বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করেছে যে আগামী মরশুমে ডাইড রিক-এর নতুন নাটকে সে অভিনয় করবে নক্ষত্র-নায়িকার ভূমিকায়।

সঙ্গে-সঙ্গে হের টিমোথির কাছে এসে হাজির হল বিংশ শতাব্দীর এক সফল চরিত্রাভিনেতা যুবক—নাম হাইস্মিথ—এবং সেই নাটকের প্রধান হাস্যরসিক পুরুষ চরিত্র "সল্ হেটোসার"-এর ভূমিকায় অভিনয় করার আবেদন করল।

গোল্ডস্টিন বলল, "দেখহে বাপু, যদি পার তো চরিত্রটা বাগিয়ে নাও। আমার কোন কথাই মিস ক্যারিংটন শুনবে না। এর মধ্যেই সে আধা ডজন ভাল নকলনবীশ অভিনেতাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে যতদিন পর্যন্ত "হেটোসার"-এর ভূমিকায় একজন সেরা অভিনেতা না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন সে রঙ্গমঞ্চে পা ফেলবে না। আমি রহস্যের ছলে তাকে বলেছিলাম ঐ ভূমিকায় যদি ডেন্‌মান টম্‌সনকে নামানো যায় তো কেমন হয়। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল, "ওঃ, না-না, আমি তাকে, বা জন ড্রু, বা জিম করবেট বা ঐ সব নাম-করা অভিনেতাদের

কাউকে চাই না। ওরা তো অভিনয়ের কিছুই জানে না, বোঝেও না। অতএব—বাপুহে, 'সল্ হেটোসার'-এর ভূমিকায় যদি নামতেই চাও তো মিস ক্যারিংটনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি কর। ভাগ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হোক।"

পরদিনই হাইস্মিথ ক্র্যানবেরি কর্ণার-এর ট্রেনে চড়ে বসল। সেই জনবিরল, নিষ্প্রাণ গ্রামে তিন দিন কাটাল। "বেগস্" পরিবারকে খুঁজে বের করল এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত সব তথ্য সংগ্রহ করে ফেলল। মিস্ ক্যারিংটনের সঙ্গে তাল রেখে গ্রামটা কিন্তু সে রকম দ্রুত তালে বেড়ে ওঠে নি। ক্র্যান্‌বেরি করনার্স গ্রামকে ভালভাবে জেনে নিয়ে সে চিরপরিবর্তনশীল শহরে ফিরে গেল।

একটা ভূগর্ভ-রেস্টুরেন্টেই হাইস্মিথ-এর শিল্পী-জীবনের জয়যাত্রার সূচনা। জায়গাটার নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। "রাজার স্নানের পোশাক" নাটকে অভিনয়ের পরে মাত্র একটি ভূগর্ভ-রেস্টুরেন্টেই আপনি মিস পোজি ক্যারিংটন-এর দেখা পাবার আশা করতে পারেন।

সেখানে একটা টেবিলের হাসিখুশিভরা ছোট দলটিই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় আশ্চর্য, ফুটন্ত, বিদ্যুৎময়ী, খ্যাতির মদে মাতাল মিস্ ক্যারিংটন-এর। তারপরেই আসে হের গোল্ডস্টিন-এর নাম : কোঁকড়া চুল, ভারী চেহারা, ঈষৎ উৎকণ্ঠিত, ঠিক একটা ভাল্লুকের মত যে লোকটি কোন রকমে একটা প্রজাপতিকে তার থাবা বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে। তারপরেই আছে একটি পুরুষ মানুষ যার আশ্রয় জুটেছে একটি সংবাদপত্রের অফিসে : বিষণ্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী ; সে নিঃশব্দে বসে খেয়ে যাচ্ছিল। একাই বসেছিল একটা টেবিলে ; সুরশিল্পীরা বাজাচ্ছিল ; ওয়েটাররা ঘুরে ঘুরে তাদের কর্তব্য করছিল। সকলেরই খোসমেজাজ, কারণ স্থানটি ছিল ফুটপাতের সমতল থেকে ন'ফুট নিচে।

১১.৪৫-এর সময় একটি প্রাণী সেই ভূগর্ভ-রেস্টুরেন্টে ঢুকল। বেহালায় স্বাভাবিক ভাবেই বাজছিল "সি-মাত্রার" সুর ; ক্ল্যারিওনেট-এ উঠল একটা অলীক সুর ; মিস্ ক্যারিংটন মুখ টিপে হাসল ; আর যুবকটি গিলে ফেলল একটা জলপাইয়ের বীচি।

নতুন প্রবেশকারী যুবকটি নেহাৎই গেঁয়ো মানুষ। একহারা চেহারা, সসংকোচ চলন, শন রংয়ের চুল, মুখটা হাঁ-করা, কিছুটা অদ্ভুত ; এত আলোতেও লোকজনের মধ্যে তাকে বড়ই দুঃখী-দুঃখী দেখাচ্ছিল। তার পরনে বাদামি পোশাক, উজ্জ্বল নীল রংয়ের টাই, কব্জির চার ইঞ্চি এবং সাদা মোজা পরা গোড়ালির চার ইঞ্চি খোলা। সে একটা চেয়ার ওল্টাল, আর একটায় বসে পড়ল, টেবিলের একটা পায়ার সঙ্গে তার পায়ের ঠোকাঠুকি হল, আর ওয়েটার এসে হাজির হলে সে জড়সড় হয়ে গেল। পরিচারকের প্রশ্নের জবাবে বলল, "আমার জন্য এক গ্লাস হাল্কা বীয়ার এনে দাও।"

ভূগর্ভ-রেস্টুরেন্টের সকলেরই দৃষ্টি তার উপর এসে পড়ল। সে একটা বাঁধাকপির মত তরতাজা, আর উকন ঠেঙার মত সহজ, সরল। বড় বড় চোখ মেলে সে চারদিকে তাকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার দৃষ্টি স্থির হল মিস্ ক্যারিংটন-এর উপর। স্মিত হাসি মুখে, সলজ্জ চোখে সে উঠে তার টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

"কেমন আছ মিস্ পোজ্জি?" গাঁয়ের মানুষের মত উচ্চারণে সে বলল। আমাকে কি তোমার মনে নেই—বিল সামার্স—যে সামার্স পরিবার কামারশালার পিছনেই থাকত? মনে হচ্ছে, তুমি ক্র্যানবেরি করনার্স ছেড়ে যাবার পরে আমি কিছুটা বড় হয়ে গেছি।

"লিজ্জা পেরিই বলে দিল শহরে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। তুমি তো জান যে লিজা বিয়ে করেছে বেনি স্ট্যানফিল্ডকে; সে বলে—"

মিস ক্যারিংটন বাধা দিয়ে বলল, "আঃ! কি বলছ! লিজ্জে পেরি তো বিয়েই করে নি—কি বল? আঃ তার মুখে কী ফুট্‌ফুট্ দাগই না ছিল!"

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে হাইস্মিথ বলল, "বিয়ে করেছে জুন মাসে; পুরনো টেটাম প্লেস-এ থাকে। হ্যাম রিলে তো ধর্ম নিয়েই আছে; বুড়ি মিসেস ব্লিদার্স তার বাড়িটা বেচে দিয়েছে ক্যাপ্টেন সপুনারকে; ওয়াটারদের ছোট মেয়েটা এক গানের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়েছে; গত মার্চে আদালত-বাড়িটা পুড়ে গেছে; তোমার খুড়ো উইলি কনস্টেবল নির্বাচিত হয়েছে; হাতে একটা সূঁচ ফুটে যাওয়ায় মাটিল্ডা হস্‌কিন্স মারা গেছে, আর টম বীড্‌ল্ স্যালি লাথ্রপ-এর সঙ্গে প্রেম করছে—লোকে বলে এমন একটা রাতও কাটে না যে রাতে সে তাদের বারান্দায় আসে না।"

মিস্ ক্যারিংটন কর্কশ গলায় বলে উঠল, "সে কি, টম বীড্‌ল্ তো একবার—আপনারা সকলেই আমাকে ক্ষমা করবেন—ইনি আমার এক পুরনো বন্ধু—মিঃ—কি যেন নামটা? হ্যাঁ, মিঃ সামার্স—মিঃ গোল্ডস্টিন, মিঃ রিকেট্‌স্, মিঃ—তোমার ডাক-নামটা যেন কি? জনি, হ্যাঁ, জনি হলেই চলবে—এখানে চলে এস; আরও কিছু খবরাখবর আমাকে বল।"

তাকে টানতে টানতে এক কোণের একটা টেবিলে নিয়ে গেল। হের গোল্ডস্টিন দুই মোটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওয়েটারকে ইসারায় ডাকল। অপর যুবকটি বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবে গেল। ভূগর্ভ-রেস্টুরেন্টের অতিথিরা হাসাহাসি করল, গ্লাসে-গ্লাসে ঠোকাঠুকি করল, আর পোজ্জি ক্যারিংটন-এর এই হাসির নাটকটা উপভোগও করল। কয়েকজন বিশ্বনিন্দুক ফিস্‌ফিস্ করে "প্রেসের দালাল" বলে বিজ্ঞের মত হাসতে লাগল।

পোজ্জি ক্যারিংটন তার টোল-খাওয়া বহুজনবাঞ্ছিত চিবুকটা দুই হাতের উপর রেখে তার শ্রোতাদের কথা একদম ভুলে গেল—এই গুণটা আছে বলেই সে অনেক ফুলের মালা জয় করেছে।

গ্রাম্য যুবকটির নিষ্পাপ নীল চোখ দুটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পোজ্জি চিন্তান্বিত মুখে বলল, "বিল সামার্সকে আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু সামার্স পরিবারের কথা আমার ঠিক-ঠিক মনে আছে। আমার মনে হয়, পুরনো শহরটার খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। সম্প্রতি আমার আত্মীয়-জন কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি?"

আর তার পরেই হাইস্মিথ খেলল তার তুরুপের তাসটি। "সল্ হেটোসার"-এর ভূমিকাটিতে একই সঙ্গে দরকার ছিল করুণ ও হাস্যরসের অভিনয়। মিস্ হ্যারিংটনকে দেখাতে হবে যে সে রকম অভিনয়ও সে ভালই করতে পারে।

বিল্ সামার্স বলল, "মিস্ পোজি, দু'তিন দিন আগেই আমি তোমার আত্মীয়জনদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। না, বলার মত কোন পরিবর্তন সেখানে ঘটে নি। রান্না ঘরের জানালার ধারের লিলাক ফুলের ঝোপটা ইঞ্চিখানেক বেড়েছে, আর সামনের উঠোনের বুনো দেবদারু গাছটা মরে যাওয়ায় সেটা কেটে ফেলা হয়েছে। তবু জায়গাটা দেখতে ঠিক আগের মত নেই।"

"মা কেমন আছে?" মিস্ ক্যারিংটন জানতে চাইল।

বিল বলল, "শেষবার যখন তাকে দেখেছি তখন সে সমুখের দরজায় বসে ক্রোচেট দিয়ে একটা বাতিদানের মাদুর বুনছিল। সে আগের চাইতে বুড়ো হয়ে গেছে মিস্ পোজি। কিন্তু বাড়ির সব কিছুই ঠিক আগের মতই আছে। তোমার মা আমাকে বসতে বলল। আরও বলল, 'বেতের দোলনাটা ছুঁয়ো না উইলিয়াম। পোজি চলে যাবার পর থেকে কেউ ওটাকে দোলা দেয় নি; আর যে এপ্রনটি সে সেলাই করছিল সেটাকে সে দোলনার হাতলের উপর যেমনটি ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনটিই রয়েছে। আমি তো আশা করেই আছি যে পোজি একদিন ফিরে এসে ওটার হেম্-সেলাইটা শেষ করবে।"

মিস্ ক্যারিংটন সঙ্গে সঙ্গে একটি ওয়েটারকে ইসারা করল।

সংক্ষেপে বলল, "বিশেষ শুকনো এক পাঁইট; আর চেকটা দিও গোল্ডস্টিনকে।"

ক্র্যাকবেরি থেকে আগত প্রতিবেদক বলতে লাগল, "সূর্যের আলো এসে পড়েছিল দরজার ফাঁক দিয়ে, আর সেই রোদের মধ্যেই বসে ছিল তোমার মা। আমি তাকে একটু সরে বসতে বললাম। সে বলল, 'উইলিয়াম, আমি যখন এখানে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি, তখন আর সরে বসতেও মন চায় না। প্রত্যেকটি দিন যতটুকু সময় করতে পারি এখানে বসে পোজির অপেক্ষায় দূরের মাঠের দিকে চেয়ে থাকি। একদিন রাতে ঐ পথ ধরেই সে চলে গিয়েছিল, কারণ পথের ধূলোতে তার ছোট জুতোর দাগ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। কে যেন আমার কানে কানে বলে, এই পৃথিবীর পথে চলতে চলতে একদিন যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, যখন আবার তার মার কথা ভাবতে শুরু করবে, তখন ঐ পথ ধরেই সে ফিরে আসবে।"

উপসংহারে বিল বলল, "সেখান থেকে চলে আসার সময় সিঁড়ির পাশের গাছ থেকে এই ফুলটা তুলে নিলাম। তখনই কেন যেন মনে হল, শহরে এসে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করি; আমি জানতাম যে পুরনো বাড়ির একটা কিছু তোমার ভালই লাগবে।"

নিজের কোটের পকেট থেকে সে একটা গোলাপ ফুল বের করল। অর্কেস্ট্রায় "ব্লুবেল"-এর বাজনার সুরকে ছাপিয়ে শোনা গেল মিস্ ক্যারিংটনের তীক্ষ্ণ অথচ সুরেলা হাসির শব্দ।

সে সানন্দে চেঁচিয়ে বলল, "কি যে বল! আরে, আমি তো জানি ওই ক্র্যানবেরি করনার্স-এ দুটি ঘণ্টা কাটানোও এখন আমার পক্ষে ভয়ংকর কথা। মিঃ সামার্স, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুব—খুব খুসি হয়েছি। কিন্তু আমাকে তো এখনই হোটেলে ফিরে যেতে হবে; একটু মনের মত ঘুম আমার চাই-ই।"

হলুদ গোলাপটাকে তার আশ্চর্য সুন্দর রেশমি পোশাকের ভিতর গুঁজে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল; হের গোল্ডস্টিনের দিকে তাকিয়ে রাণীর মত ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়ল।

তার পোশাকপত্র ও অন্য সব কিছু গাড়িতে তোলা হতেই পোল্ডি সকলকে চমকে দিয়ে তার উজ্জ্বল চোখ ও দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে বিদায় নিল।

ঝল্‌মলে গাড়িটা চলতে শুরু করলে সে হাইস্মিথকে ডেকে বলল, "শহর থেকে চলে যাবার আগে একবার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো বিল।"

মেক-আপটা মুখে নিয়েই হাইস্মিথ হের গোল্ডস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে একটা কাফে বুথে ঢুকল।

অভিনেতাটি হাসিমুখে বলল, "বেশ ভালই তো মনে হচ্ছে, কি বল? 'সল্ হেটোসার-এর ভূমিকাটা আমার কপালেই নাচছে, কি বল? ছোট্ট মহিলাটি কিন্তু একবারও কোন ওজর-আপত্তি তোলে নি।"

গোল্ডস্টিন বলল, "তোমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হল তা আমি শুনি নি, কিন্তু তোমার 'মেক-আপ' ও অভিনয় হয়েছে ও. কে.। তোমার সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। তুমি বরং কাল খুব সকালেই মিস্ ক্যারিংটনের সঙ্গে দেখা করে ঐ ভূমিকাটির জন্য তাকে বিশেষ করে ধর। নিজের যোগ্যতার যে নমুনা তুমি দেখিয়েছ তাতে মহিলাটি সন্তুষ্ট না হয়ে পারবে না বলেই তো আমার মনে হয়।"

পরদিন ১১.৪৫ এ. এম্-এ সুদর্শন, আধুনিক পোশাকে সুসজ্জিত ও আত্মবিশ্বাসী হাইস্মিথ বোতাম-ঘরে একটা ফুসিয়া ফুল গুঁজে মিস্ ক্যারিংটনের নাম-করা এপার্টমেন্ট হোটেলে গিয়ে তার কার্ডটা উপরে পাঠিয়ে দিল।

অভিনেত্রীর ফরাসী পরিচারিকা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

মাদ্‌ময়জেল হুতেস বলল: "আমি দুঃখিত, কিন্তু সকলকেই এই একই কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। খুব দুঃখের সঙ্গে কথাটা বলছি। মিস্ ক্যারিংটন রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে সব সাক্ষাৎকার বাতিল করে দিয়েছেন এবং সেই শহরেই থাকবেন বলে ফিরে গেছেন-—কি যেন শহরটার নাম? ক্র্যান্‌বেরি কর্ণেয়ার!"

# কম্বুকণ্ঠের ডাক

## The Clarion Call

এই গল্পের অর্ধেক অংশ খুঁজে পাওয়া যাবে পুলিশ বিভাগের নথিপত্রে; অপর অংশটা একটি সংবাদপত্রের আপিসের কাউন্টারের ভিতরের ব্যাপার।

লাখপতি নরক্রস তার এপার্টমেন্টে একটি চোরের হাতে খুন হবার দুই সপ্তাহ পরে সেই খুনী ব্রডওয়ে ধরে চলতে চলতে এক সময়ে গোয়েন্দা বার্ণে উড্‌স্-এর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

পাঁচ বছর যাবৎ উড্‌সকে মাঝে মাঝেই প্রকাশ্য পথে-ঘাটে দেখা যাচ্ছিল। সে বলে উঠল, "আরে, জনি কার্ণান তুমি?"

কার্ণান খুসির সঙ্গে বলে উঠল, "ঠিকই ধরেছ; তুমি তো এককালে পুরনো সেন্ট জোতেই ছিলে! এই পূর্বাঞ্চলে তুমি কি করছ?"

উড্‌স্ বলল, "কয়েক বছর হল আমি নিউ ইয়র্কেই আছি। শহরের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করছি।"

খুসিতে ডগমগ হয়ে গোয়েন্দার হাত চাপড়ে কার্ণান বলল, "বেশ, বেশ!"

উড্‌স্ বলল, "চল, মুলার-এর কাফেতে ঢুকে পড়ি। একটা নির্জন টেবিল খুঁজে নিয়ে বসি। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

তখন চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। ব্যবসা তখনও জোর তালে চলছে। কাফের একটা নির্জন কোণ তারা পেয়ে গেল। কার্ণান-এর গায়ে নিখুঁত পোশাক, একটু ঝুঁকে হাঁটে, আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর। মুখে ছাই-রংয়ের গোঁফ, চোখ দুটি ট্যারা; সে বসল ক্ষুদে গোয়েন্দার মুখোমুখি।

উড্‌স্ প্রশ্ন করল, "এখন কি করছ? আমি সেন্ট জো ছেড়ে আসার এক বছর আগেই তো তুমি সেন্ট জো থেকে চলে গিয়েছিলে।"

কার্ণান বলল, "আমি তামার খনির শেয়ার বিক্রির কাজ করছি। এখানে একটা অফিস বানাবার ইচ্ছা আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, বুড়ো বার্ণে তাহলে এখন নিউ ইয়র্ক-এর একজন গোয়েন্দা। আগাগোড়াই ওসব কাজে তোমার একটু দক্ষতা ছিল। আমি সেন্ট জো ছেড়ে চলে আসার পরে তুমি তো সেখানকার পুলিশেই ঢুকেছিলে, তাই না?"

"ছ' মাস," উড্‌স্ বলল। "আমারও একটা প্রশ্ন করার আছে জনি। তুমি যখন সারাটোগাতে হোটেলের ব্যবসা করছিলে তখন থেকেই তোমার কাজকর্মের উপর আমি কড়া নজর রেখেছি, কিন্তু আগে কখনও তুমি বন্দুক চালিয়েছ বলে তো জানতাম না। তুমি নরক্রসকে খুন করলে কেন?"

কার্ণান একান্ত মনোযোগের সঙ্গে বেশ কয়েক মিনিট ধরে তার ডিসের লেবুর টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইল; তারপরই হঠাৎ বাঁকা হাসি হেসে গোয়েন্দার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ ধারণাটা তোমার মাথায় কেমন করে এল বার্ণে? আমি জোর গলায় বলছি, আমি তো ভেবেছিলাম যে ছাল-ছাড়ানো পেঁয়াজের মতই মসৃণ পাকা হাতেই কাজটা করা হয়েছিল। কোথাও কোন খুঁৎ রেখে দিয়েছিলাম কি?"

ঘড়ির চেনে লাগাবার মত একটা ছোট সোনার পেন্সিল টেবিলের উপর রাখল উড্‌স্।

"গত ক্রিস্টমাসের সময় আমরা যখন সেন্ট জো-তে ছিলাম তখন আমি এটা তোমাকে দিয়েছিলাম। তোমার দেওয়া দাড়ি কামাবার মগটা এখনও আমার কাছে আছে। নরক্রস-এর ঘরের কম্বলের নিচে এক কোণে এটা আমি পেয়েছি। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, কথাবার্তা যা বলবে ভেবেচিন্তে বলো। আমি কিন্তু তোমাকে

ছেড়ে দেব না। এক সময় আমরা বন্ধু ছিলাম, কিন্তু আমাকে তো কর্তব্য পালন করতেই হবে। নরক্রস-এর জন্য তোমাকে 'চেয়ারে' বসতেই হবে।"

কার্ণান হেসে উঠল।

বলল, "ভাগ্য আমার সহায়। কে ভেবেছিল যে বুড়ো বার্ণে আমার পিছু নিয়েছে।" সে কোটের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে উড্‌স্-এর রিভলবার তার বুকের পাশে এসে ঠেকল।

নাকটা কুঁচকে কার্ণান বলল, "এটা সরিয়ে নাও। আমি শুধু তোমাকে পরখ করে দেখছিলাম। ঐ ভেস্ট পকেটে একটা ফুঁটো ছিল। যদি কোন সংঘর্ষ ঘটেই যায় তাই চেন থেকে পেন্সিলটা খুলে সেটাকে ভেস্ট পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। তোমার বন্দুকটা সরাও বার্ণে, কেন আমি নরক্রস-কে গুলি করতে বাধ্য হয়েছিলাম সব তোমাকে বলব। বোকা বুড়োটা আমার কোটের পিঠের বোতামের উপর একটা ছোট .২২ ঠেকিয়ে আমাকে হল থেকে তাড়া করেছিল, আর তাই তাকে থামাতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। মহিলা বুড়িটি কিন্তু বেশ ভাল মানুষ ছিল। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে সে চোখ মেলে দেখল তার ১২,০০০ ডলারের হীরের নেকলেসটা হাতছাড়া হয়ে গেল; শুধু মিনতি করে বলল, ৩ ডলারের মত দামের গার্ণেট-বসানো ছোট হালকা সোনার আংটিটা যেন তাকে ফেরৎ দেওয়া হয়। আমার ধারণা, টাকার লোভেই সে বুড়ো নরক্রসকে বিয়ে করেছিল।"

"আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি, বাজে কথা বলো না," উড্‌স্ বলল।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," কার্ণান বলল। "কেন যে এত কথা বলছি সেটাও তোমাকে বলব। কারণ সব কথা খুলে বলাটাই নিরাপদ। আমি তো কথাগুলি বলছি একজন জানাশোনা লোককে। তোমার কাছে আমার এক হাজার ডলার পাওনা আছে বার্ণে উড্‌স্। তাই তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চাইলেও সে কাজ করতে তোমার হাত উঠবে না।"

উড্‌স্ বলল, "সে-কথা আমি ভুলি নি। বিনা বাক্যব্যয়ে তুমি আমাকে পঞ্চাশ ডলারের বিশখানা গুণে দিয়েছিলে। সে সবই আমি একদিন শোধ করে দেব। সেই এক হাজার আমাকে তখন বাঁচিয়ে দিয়েছিল—বাড়ি ফিরে আমি দেখেছিলাম, আমার সব জিনিসপত্র গলিতে বের করে স্তূপ করে রাখা হয়েছে।"

কার্ণান বলতে লাগল, "আর সেই জন্যই তুমি বার্ণে উড্‌স্ জন্মেছ ইস্পাত-কঠিন সত্যব্রতী হয়ে এবং একজন শ্বেতাঙ্গের মত ব্যবহার করতে তুমি বাধ্য; অতএব যে মানুষের কাছে তুমি এত ঋণী তাকে গ্রেপ্তার করতে একটা আঙুলও তুমি তুলতে পারবে না। আরে, আমার কাজ-কারবার চালাতে হলে যেমন আমাকে ইয়েললক আর জানালার কলকব্জার ব্যাপারটা শিখতে হয়, তেমনই মানুষের চরিত্রটাও বুঝতে হয়। আপাতত, আমি ওয়েটারকে ডাকছি; ততক্ষণ তুমি চুপচাপ থাক। গত দু'এক বছর কিছুই পেটে পড়ে নি, তাই মেজাজটাও ভাল নেই। আমি যদি কখনও ধরা পড়ি তাহলে ভাগ্যবান গোয়েন্দাটিকে সে সম্মানটা ভাগাভাগি করতে হবে পুরনো

*স্যাঙাৎ বুজ-এর সঙ্গে। কিন্তু আমি কখনও কাজের সময় সুরাপান করি না। কাজ সাঙ্গ হলে খোলা মনে পুরনো বন্ধু বার্ণের সঙ্গে হাতে-হাত মেলাতে পারি। তুমি কি নেবে বল?"*

ছোট দুটি ডিকেণ্টার ও সাইফোন রেখে ওয়েটার চলে গেল। দুই বন্ধু আবার কথা শুরু করল।

চিন্তিত মুখে সোনার ছোট পেন্সিলটাকে আঙুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে উড্‌স্ বলল, "তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে। তোমার দিকে হাত বাড়াতে আমি পারব না। তোমার টাকাটা যদি আগেই ফেরৎ দিয়ে দিতাম—কিন্তু তা আমি দেই নি; অতএব সে-কথা থাক। আমি কাজটা ভাল করছি না জানি, কিন্তু এছাড়া আমার উপায় নেই। একদিন তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে, আজ আমার পালা এসেছে।"

সমঝদারের মত হাসি ছড়িয়ে গ্লাসটা হাতে নিয়ে কার্ণান বলল, "আমি জানতাম। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। এই গ্লাস থেকে পান করছি বার্ণের নামে, কারণ—'সে বড়ই হাসিখুসি ভাল মানুষটি'।"

যেন নিজের মনের কথাটাকেই প্রকাশ করতে উড্‌স্ শান্ত ভাবে বলল, "তোমার আমার মধ্যে ভাগাভাগিটা যদি সমান-সমান হত তাহলে নিউ ইয়র্কের সবগুলি ব্যাংকের সব টাকা একত্র করলেও সেই টাকায় আজ রাতে কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে কিনে নিতে পারত—এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

কার্ণান বলল, "আমি জানতাম, কেনা যেত না। তাই আমি জানতাম যে তোমার হাতেই আমি নিরাপদ।"

গোয়েন্দাটি বলতে লাগল, "অনেক লোকই আমার কাজের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। এটাকে তারা চারুকলা এবং বৃত্তির মধ্যে গণ্য করে না। কিন্তু এ কাজটাকে আমি সর্বদাই নির্বোধের গর্বের চোখে দেখি। আর এখানেই আমার মাথাটা কাটা যায়। আমি মনে করি, আমি আগে মানুষ, তারপর গোয়েন্দা। আমি যেমন তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য, তেমনই তার পরেই গোয়েন্দা বাহিনী থেকে পদত্যাগ করতেও আমি বাধ্য। আমার তো ধারণা তখন আমাকে এক্সপ্রেস মালগাড়ির চালক হতে হবে। তোমার হাজার ডলার তো তখন একেবারেই 'দূর অস্ত্' হয়ে যাবে জনি।"

কার্ণান লর্ডের চালে বলে উঠল, "আঃ, তুমি সেই কাজই করো। তাহলে ঋণের সব টাকা আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি, কিন্তু আমি জানি যে তুমি তাতে রাজি হবে না। যেদিন তুমি আমার কাছ থেকে টাকাটা ধার করেছিলে সেটা আমার জীবনের একটা পয়মন্ত দিন। কিন্তু, এখনকার মত এসব কথা থাক। সকালের ট্রেণেই আমি পশ্চিমে যাচ্ছি। সেখানে এমন একটা জায়গার সন্ধান আমি জানি যেখানে নরক্রস-এর দলবলের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারব। বার্ণে, পানীয়টা শেষ কর, নিজের দুঃখ-কষ্টকে ভুলে যাও। পুলিশ যখন এই কেসটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছে, সেই সময়টা আমরা ফূর্তি করে কাটিয়ে দেব। আজ রাতে আমাকে যেন সাহারার তৃষ্ণায় পেয়ে বসেছে। কিন্তু আমি এখন রয়েছি আমার পুরনো বন্ধু বার্ণের হাতে—তার বেসরকারি হাতে। কাজেই কোন পুলিশ স্বপ্নেও আমার ধারে-কাছে আসবে না।"

*কথাগুলি বলতে বলতেই তার মনের দুর্বল দিকটা—প্রচণ্ড গর্ব বোধ ও উদ্ধত* অহংকার—ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। কার্ণান একটার পর একটা বলে যেতে লাগল তার সফল লুণ্ঠতরাজ, কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্র ও কুখ্যাত আইন লঙ্ঘনের সব কাহিনী। আর সেগুলি শুনতে শুনতে অপরাধী জগতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও এই পাপী লোকটির প্রতি উড্‌সের মনে একটা তীব্র ঘৃণা জেগে উঠল।

শেষ পর্যন্ত উড্‌স্ বলল, "আমি হার মানছি। তবু আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। সংবাদপত্রগুলো নরক্রস-ঘটনাটা নিয়ে হৈ-চৈ করতে পারে। এবার গ্রীষ্মকালটায় এই শহরে চুরি ও খুনের যেন মহামারী লেগে গেছে।"

কথাগুলি কানে যেতেই কার্ণান রাগে একেবারে ফেটে পড়ল।

গর-গর করে বলে উঠল, "সংবাদপত্রগুলো চুলোয় যাক! তারা তো পারে কেবল হৈ-চৈ করতে। ধর—তারা যদি একটা কেসের সমর্থনে এগিয়ে আসেই—তাতে ফলটা কি হবে? তারা একদল প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে পাঠাবে; তারপর কাছাকাছি একটা সেলুনে গিয়ে তারা বীয়ার খাবে, আর বার-পরিচারকের বড় মেয়েটির ফটো তুলবে, যেহেতু দশতলার বাসিন্দা মেয়েটির হবু বর বলেছে যে ঘটনার দিন রাত্রে নিচের কিছু গোলমালের শব্দ তার কানে এসেছিল। কোন মিঃ চোরকে ধরবার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলি কখনও এর বেশি কিছু করে না।"

একটু ভেবে উড্‌স্ বলল, "অতশত আমি জানি না। এ সব ব্যাপারে কিছু সংবাদপত্র কিন্তু বেশ ভাল কাজ করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মর্ণিং মার্স'-এর কথাই ধর। তারা দু'তিনটে পথের সন্ধান দিল এবং পুলিশ হাল ছেড়ে দিলেও সেই পথেই অপরাধী ধরা পড়ল।"

কার্ণান উঠে দাঁড়াল। বুকের ছাতি ফুলিয়ে বলল, "সাধারণভাবে সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে আমার কি ধারণা সেটা আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব। তোমার 'মর্ণিং মার্স' সম্পর্কেও সেটা সমান প্রযোজ্য।"

তাদের টেবিল থেকে তিন ফুট দূরেই ছিল টেলিফোন বুথ। তার ভিতরে ঢুকে দরজাটা খোলা রেখেই কার্ণান যন্ত্রটার পাশে বসল। বই থেকে একটা নম্বর খুঁজে বের করে রিসিভারটা নামিয়ে সে 'সেণ্ট্রাল'-এর কাছে নম্বরটা চাইল। উড্‌স্ চুপচাপ বসে তার বিদ্রূপাত্মক, নিরুত্তাপ ও সদাসতর্ক মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; বন্ধুর বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকানো ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে তার মুখনিসৃত কথাগুলি শুনতে লাগল।

"এটা কি 'মর্ণিং মার্স'? ....আমি ব্যবস্থাপক সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ...আহা, তাকে বলুন, নরক্রস খুনের ব্যাপারে একজন কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

"আপনি সম্পাদক? ...ঠিক আছে...আমি সেই লোক যে বুড়ো নরক্রসকে খুন করেছে...দাঁড়ান! তারটা ধরে থাকুন; আমি সাধারণ পাগল নই...আঃ, তিলমাত্র বিপদ নেই। এই মাত্র আমার এক গোয়েন্দা বন্ধুর সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আগামী কাল থেকে দুই সপ্তাহ আগে ২-৩০ এ.এম-এর সময় আমি বুড়ো লোকটিকে

খুন করেছি। ...আপনার সঙ্গে বসে একটু পান করব? এখন, এ সব কথা রাখুন তো। তার বদলে বলুন না, একটা বড় মাপের 'স্কুপ' সংবাদ আপনি চান কি না? ...আচ্ছা, ঠিক তাই: এটা একটা লেজ-কাটা স্কুপ—কিন্তু আপনি কি করে আশা করেন যে আমার নাম ও ঠিকানা আপনাকে ফোনে বলে দেব? ...কেন! কারণ আমি শুনেছি যে সব রহস্যময় অপরাধ পুলিশকেও বোকা বানিয়ে ছাড়ে তার সমাধান করাই নাকি আপনাদের বিশেষত্ব।...না, এখানেই শেষ নয়। আমি আপনাকে বলতে চাই যে একটি বুদ্ধিমান খুনী বা ডাকাতকে ধরার ব্যাপারে আপনাদের পচা, মিথ্যাবাদী এক পেনি দামের কাগজের ক্ষমতা একটা অন্ধ কুকুরের বাচ্চার চাইতে বেশি নয়....কি?...ওঃ, না—না, এটা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্রের আপিস নয়; খবরটা আপনারা সরাসরিই পাচ্ছেন। নরক্রসঘটিত কাজটা আমিই করেছি, আর হীরে-জহরতগুলি আমার সুটকেসেই আছে—'হোটেলের নামটা জানা যায় নি'—বাক্যাংশটি তো আপনাদের চেনা, তাই না? আমি তো সেই রকমই জানি। কথাটা আপনারা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্য আপনার যে সব উজ্জ্বল মাথামোটা যুবক কর্মচারি আছে তাদের দিয়ে এই খুনের ঘটনার একটা বিবরণ আপনি তৈরি করে নিয়েছেন। বৃদ্ধা মিসেস নরক্রস-এর রাত্রিবাসের দ্বিতীয় বোতামটি অর্ধেক ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার আঙুল থেকে গারনেট-বসানো আংটিটা খুলে নেবার সময়ই সেটা আমি দেখেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম সেটা চুনি....ওটা বন্ধ করুন! ওটা আর কাজ করবে না।"

নিষ্ঠুর হাসি হেসে কার্ণান উড্‌স্-এর দিকে মুখটা ফেরাল।

"এবার সে আমার হাতে এসে গেছে। আমাকে বিশ্বাস করছে। সে অপর একজনকে বলল, আর একটি ফোনে 'সেণ্ট্রাল'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বলে দিক আমার নম্বরটা জেনে নিক। তাকে আরও একটা গাড্ডায় ফেলে তবে ছেড়ে দেব।"

"হেল্লো!...হ্যাঁ, আমি এখনও এখানেই আছি। আপনি নিশ্চয়ই ভাবে নি যে এই রকম একটা ঘুষখোর, রং-বদলানো ক্ষুদে সংবাদপত্রের ভয়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব, ভেবেছিলেন কি? আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন? আরে, ওসব রসিকতা ছাড়ুন। তার চাইতে বরং বয়স্ক লোকদের নিজ নিজ কাজ করতে দিয়ে নিজের চরকায় তেল দিনগে—বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আর রাস্তায় মোটর-দুর্ঘটনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ুন; আর যত সব নোংরা ঘটনা ও কুৎসা ছেপে পেটের ভাতের ব্যবস্থা করুন। বিদায় বুড়ো খোকা,—মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে দেখা করার সময় আমার হবে না। আপনার পীঠস্থানে যেতে পারলে তো নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদই ভাবতে পারতাম। ট্রা—লা!"

রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে বুথ থেকে বেরিয়ে এসে কার্ণান বলল, "লোকটা একেবারে হাত থেকে ইঁদুর ফস্কে-যাওয়া বিড়ালের মত পাগলা হয়ে গেছে। চল হে বার্ণে, এবার একটা 'শো' দেখতে বেরিয়ে পড়ি, শুতে যাবার সময় পর্যন্ত একটু মজায় কাটিয়ে আসি।"

একটা ব্রডওয়ে রেস্টুরেণ্টে ঢুকে দু'জনে ডিনার খেল। কার্ণান-এর মেজাজ খুব

খোস। উপন্যাসের রাজপুত্রের মত সে টাকা খরচ করল। তারপর মনোযোগসহকারে একটা সঙ্গীতবহুল হাসির নাটক দেখল। তারপর বেশি রাতে শ্যাম্পেনসহযোগে রাতের খাবারটা খেয়ে নিল। কার্ণান-এর তখন দিল্-দরিয়া মেজাজ।

সকাল সাড়ে তিনটের সময় দেখা গেল, সারা রাত খোলা থাকে এমন একটা কাফের এক কোণে দু'জন বসে আছে। কার্ণান তখনও একটানা নিজের বীরত্বের কথাই শুনিয়ে যাচ্ছে, আর উড্স্ খুসি মনে ভাবছে যে আইনের রক্ষক হিসাবে নিজের কার্যকারিতা প্রমাণের সুযোগ সে শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেছে।

ভাবতে ভাবতেই এক সময় তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

নিজের মনেই বলে উঠল, "কী আশ্চর্য, এও কি সম্ভব! এও কি স-ম্ভ-ব।"

আর তখনই কাফের বাইরে প্রত্যুষের স্তব্ধতা যেন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল দুধের গাড়ি ও মোটর গাড়ির শব্দকেও ছাপিয়ে-ওঠা একটা অনিশ্চিত চিৎকারে—সেটা কখনও উচ্চগ্রামে উঠছে, কখনও নিম্নস্বর হচ্ছে—উঠছে ও নামছে। কাছে এলেই সে চিৎকার বড়ই কর্কশ শোনাচ্ছে—মহানগরের লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন ঘুম ভেঙে উঠে সেই চিৎকার শুনছে তখন সেই শব্দ তাদের কাছে নানা রকম অর্থ বহন করে আনছে। সেই চিৎকার যেন বহন করে আনছে জগতের দুঃখ, হাসি, আনন্দ বিষাদের ভার। রাত্রির কালো আবরণের তলায় যারা নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল তাদের কাছে নিয়ে এল এক ভয়ংকর, উজ্জ্বল দিনের সংবাদ; যারা ছিল সুখের নিদ্রায় অভিভূত তাদের কাছে নিয়ে এল কালো রাত্রির চাইতেও এক ঘনকালো প্রত্যুষের ঘোষণা। কিছু ধনী মানুষের জন্য সেই চিৎকার নিয়ে এল একখানা ঝাঁটা যা দিয়ে তারকাখচিত রাতের সব জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে দূর করা যায়; আর দরিদ্র মানুষদের জন্য তারা নিয়ে এল—শুধুই আর একটি দিন।

তীক্ষ্ণ, গম্ভীর সেই চিৎকার ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা শহরের উপর, আর শোনাতে লাগল সেই সব সুযোগ-সুবিধার কথা যাদের জন্ম হয়েছে কাল-যন্ত্রের দন্ত-চক্রের একটি আবর্তনের ফলে; আর ভাগ্যের করুণার উপর নির্ভর করে যারা তখনও ঘুমিয়ে আছে, তাদের জন্য নিয়ে এসেছে প্রতিহিংসা, লাভ, পুরস্কার ও নিয়তির বিধান। সেইভাবেই অসহায় মহানগরের পথে পথে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ঈশ্বরের সর্বশেষ বিধানের সম্প্রচার, সংবাদপত্রবিক্রেতা বালকদের চিৎকার—সংবাদপত্রের কম্বুকণ্ঠের আহ্বান।

ওয়েটারের হাতে একটা ডাইম ফেলে দিয়ে উড্স্ বলল:

"একখানা 'মর্ণিং মার্স' নিয়ে এস।"

কাগজটা হাতে এলে সে প্রথম পাতাটায় চোখ বুলাল; তার পরেই নোট-বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে ছোট সোনার পেন্সিলটা দিয়ে কি যেন লিখতে লাগল।

"খবর কি?" কার্ণান হাই তুলে বলল।

লেখা চিরকুটটা উড্স্ তার দিকে এগিয়ে দিল: নিউ ইয়র্ক 'মর্ণিং মার্স' সমীপেষু: জন কার্ণান-এর গ্রেপ্তার ও দণ্ডের জন্য যে এক হাজার ডলার আমার প্রাপ্য হয়েছে সেই টাকাটা দয়া করে হুকুম-নামার সঙ্গে তাকেই দিয়ে দেবেন।

—বার্নার্ড উড্স্

উড্‌স্ বলল, "আমার ধারণা, তুমি তাদের যত হয়রানিই করে থাক আমার অনুরোধ তারা রাখবে। এবার তুমি আমার সঙ্গে থানায় চল জনি।"

# বোহেমিয়া থেকে ফেরা

## Extradited from Bohemia

সবুজ পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত হার্মোনি গ্রাম থেকে মিস্ মেডোরা মার্টিন রংয়ের বাক্স ও ইজেল নিয়ে এসে হাজির হল নিউ ইয়র্ক-এ।

মিস্ মেডোরা দেখতে এমন একটা গোলাপ ফুলের মত যার উপর হেমন্তের শিশিরপাত হয়েছে সব চাইতে অল্প সময়। সে যখন কলাবিদ্যা শেখার জন্য একাকী যাত্রা করেছিল এই দুরাচার শহরের উদ্দেশে তখন হার্মোনি গ্রামের লোকরা বলেছিল মেয়েটা পাগল, অবিবেচক, মাথাগরম। নিউ ইয়র্ক-এ এসে সে যখন "ওয়েস্ট সাইড"-এর একটা বোর্ডিং-হাউসের টেবিলে প্রথম তার আসনে বসল তখন বোর্ডাররা প্রশ্ন করল: "এই সুন্দরী কুমারী মেয়েটি কে?"

মেডোরা মনে সাহস আনল, একটা সস্তা ভাড়ার হল-শোবার ঘর নিল, এক অবসরপ্রাপ্ত ক্ষৌরকর্মী অধ্যাপিকা এঞ্জেলিনির কাছে সপ্তাহে দু'দিন কলাবিদ্যার পাঠ নেবার ব্যবস্থা করল। সেই অধ্যাপিকাটি তার বৃত্তির পাঠ নিয়েছিলেন হারলেম্ নৃত্য শিক্ষালয়ে। মেয়েটিকে পথ দেখাবার কেউ ছিল না, কারণ এখানে এই বৃহৎ শহরে সকলেই সকলকে পথ দেখায়। এখানে কলাবিদ্যা অনুগ্রহপরায়ণা দেবী নয়, মার্সি নামের এক যাদুকরী মাত্র যে তার সেবিকাদের সেই সব উপজীবীনীতে পরিণত করে যারা ইট-পাটকেল ও বুটের ঠকঠকানি সয়েও যার যার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। আমাদের কেউ কেউ যার যার গ্রামে ফিরে যায়, আর সকলের মুখে মিষ্টি টিপ্পনি "তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম" মুখ বুজে শুনে যায়; কিন্তু আমাদের অনেকেই বাড়িউলির ঠাণ্ডা উঠোনেই থেকে যায় আর তার দেওয়া উচ্ছিষ্টের টুকরো-টাকরায় পেট ভরায়। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ আবার শেষ পর্যন্ত এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন আমাদের সামনে দুটি পরিণতিই খোলা থাকে। মুদিখানার মালগাড়ির ড্রাইভারের একটা চাকরি আমরা পেতে পারি, অথবা বোহেমিয়ার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারি। পরেরটা শুনতে ভাল; কিন্তু আসলে প্রথমটাই ভাল।

মিস্ মেডোরা ঘূর্ণাবর্তটাকেই বেছে নিল, আর তার ফলেই আমরা পেয়ে গেলাম একটা ছোট গল্প।

অধ্যাপিকা এঞ্জেলিনি তার স্কেচ্‌গুলোর অত্যধিক প্রশংসা করতেন। একবার সে যখন পার্কের বাদাম গাছের একটা পরিষ্কার স্কেচ্ করল তখন তিনি বললেন, কালক্রমে

মেয়েটি দ্বিতীয় রোজা বনহুর হয়ে উঠবে। আবার—বড় শিল্পীর মেজাজের ব্যাপারটাও তো আছে—কখনও কখনও তিনি নিষ্ঠুর ও বেদনাদায়ক কথাও বলেন। যেমন—"কলম্বাস সার্কল"-এর মূর্তি ও ভাস্কর্যের স্কেচ্ করতে মেডোরা সারাটা বিকেল কাটিয়ে এল। মুখটা বেঁকিয়ে স্কেচ্টাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে অধ্যাপিকা তাকে শুনিয়ে দিলেন যে একবার গিয়োত্তো হাতের একটা টানেই একটা পুরো সার্কল এঁকে ফেলেছিল।

একদিন খুব বৃষ্টি হল; হার্মোনি থেকে সাপ্তাহিক টাকাটা আসার সময় পার হয়ে গেল, মেডোরার মাথা ধরল, অধ্যাপিকা তার কাছ থেকে দুই ডলার ধার করতে চেষ্টা করলেন, তার ছবি-বিক্রেতা সবগুলি জল-রংয়ের ছবি অবিক্রিত অবস্থায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিল, আর—মিঃ বিংক্লি ডিনার খেতে তাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইল।

মিঃ বিংক্লি বোর্ডিং-হাউসের একটা আমুদে লোক। তার বয়স ঊনপঞ্চাশ বছর, শহরের কেন্দ্রীয় বাজারে তার একটা মাছের দোকান ছিল। কিন্তু ছ'টার পরে সে গায়ে চড়াল একটা সান্ধ্য পোশাক আর সাজগোজ করল ফুলবাবুর মত। যুবকটি বলল যে সে একজন ভারতীয়, বোহেমিয়ার ভিতর মহলে তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। একবার একটি যুবকের একটা ছবি "পাক"-এ ছাপা হয়েছিল এবং সে যে তাকে ১০ ডলার ধার দিয়েছিল সে কথাটাও সকলেই জানত।

ন'টার সময় মেডোরা যখন মিঃ বিংক্লির সঙ্গে বেরিয়ে গেল তখন তাকে দেখে অন্য বোর্ডারদের চোখ টাটাল। হাল্কা নীল রংয়ের রেশমি ওয়েস্ট কোট ও পাট-করা ভয়েলের স্কার্ট পরে তাকে দেখাচ্ছিল হেমন্তের শুকনো ঘাসের বোঝার মত মিষ্টি; তার সরু চিবুকে নরম গোলাপি আভা আর রুজ পাউডার আলতো করে ছোঁয়ানো।

লাল মুখ ও সাদা গোঁফে মিঃ বিংক্লিকেও গম্ভীর ও কর্মপটু দেখাচ্ছিল; আঁটো-সাঁটো ড্রেস-কোট পরায় তার গলার পিছনটা গোল পাকিয়ে উঠেছিল ঠিক একজন সফল উপন্যাস-লেখকের মত।

একটা ভাড়াটে গাড়িতে চড়ে তারা ব্রডওয়ের সব চাইতে আলো-ঝলমল অঞ্চলের কাফে টেরেঞ্চ-এ গিয়ে ঢুকল। সকলেই জানে সেটাই শহরের একমাত্র জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপের "বোহেমীয় আবাসন"।

সারি সারি ছোট ছোট টেবিলের ভিতর দিয়ে সবুজ পর্বতমালার বাসিন্দা মেডোরা তার সহযাত্রীর পিছু পিছু পা ফেলে এগিয়ে গেল। একটি নারী জীবনে তিনবার মেঘের উপর দিয়ে হাঁটতে পারে—একবার যখন সে পূজার বেদির দিকে হাঁটে, আর একবার যখন সে প্রথম কোন "বোহেমীয়" হলে ঢোকে, আর শেষবার যখন সে তার প্রতিবেশীর মরা মুরগিটাকে হাতে নিয়ে তার প্রথম বাগানের ভিতর দিয়ে পা ফেলে ফেলে ফিরে যায়।

সেখানে একটা সাজানো টেবিল ছিল, আর সেটাকে ঘিরে ছিল আরও তিন-চারটে। একজন ওয়েটার মৌমাছির মত গুনগুন করতে করতে চারদিকে ঘোরাঘুরি করছিল। টেবিলের উপর রূপো ও কাঁচের পাত্রগুলি চক্চক্ করছিল।

তার টেবিলে বোহেমীয় উজ্জ্বলতায় ভরা একটি যুবকের উপর বিংক্লির চোখ

পড়ল। যুবকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, "হেল্লো বুড়ো খোকা বিংক! তুমি নিশ্চয় আমাদের টেবিলটা ফেলে এগিয়ে যাবে না। অন্য কোন লোক যদি হাতে না থাকে তো আমাদের দলেই ভিড়ে যাও!"

মাছের বাজারের বিংক্‌লি বলল, "কিছু মনে করো না বুড়ো ছেলে। তুমি তো জানই ললিত কলার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করতে আমি কত ভালবাসি। মিঃ ভ্যান্‌ডাইক—মিঃ ম্যাডার—আর—মিস্ মার্টিন, ইনিও একজন বিশিষ্ট কলাবিদ—আর—"

পরিচয়ের পালা চলতে লাগল। সেখানে আর ছিল মিস্ এলিস ও মিস্ টয়নেট। হয়তো তারা দু'জনই মডেল, কারণ ঐ বিষয় নিয়েই তারা কথাবার্তা বলছিল।

মেডোরা একাকী বসে রইল। পিছনের ভূগর্ভ-কক্ষ থেকে ভেসে আসছে উদ্দাম-উন্মাদনা-ভরা বাজনার সুর। তা শুনে মেডোরার মন নেচে উঠল নাচের তালে। এই একটা জগৎ যেখানে তার কল্পনাও তাকে কোন দিন নিয়ে যেতে পারে নি। তবু সবুজ পর্বতমালার বাইরের প্রশান্তি দিয়ে সে বসেই রইল তার আসনে। সবগুলি টেবিল বোহেমিয়ায় ভর্তি। ফুলের সুবাসে ঘরটা ভরে গেছে। প্রশ্ন আর তর্কের শব্দ; হাসি ও রূপোর ঝলকানি; শ্যাম্পেনের কুল্-কুল্ আর হাসি-মস্করার ফুলঝুরি।

ভ্যানডাইক তার লম্বা কালো চুলকে এলোমেলো করে দিল, টাইটাকে খুলে ফেলল, তারপর ম্যাডার-এর গায়ের উপর এলিয়ে পড়ল।

ফিস্‌ফিস্ করে আবেগের সঙ্গে বলল, "জান ম্যাডি, অনেক সময়ই আমার মনে হয় এই ফিলিস্টিনকে তার দশ ডলার ফিরিয়ে দিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাই।"

মেডোরা তার লম্বা, বালু-রংয়ের চুল এলিয়ে দিয়ে টাইটাকে খুলে ফেলল। জবাবে বলল, "ও কথা মনেও এনো না ভ্যাণ্ডি। আমরা তো দু'দিনের, আর কলা দীর্ঘস্থায়ী।"

মেডোরা বিচিত্র সব খাবার খেল; পান করল এল্ডারবেরি সুরা। ওয়েটার আর একটা গ্লাসে কি যেন ঢেলে দিল যা টগ্‌বগ্ করে ফুটতে লাগল। কিন্তু সে যখন মুখে দিল তখন সেটাকে মোটেই গরম বলে মনে হল না। সে খুব হাল্কা বোধ করতে লাগল। মনে পড়ল সবুজ পর্বতমালা ও তার পশুপাখিদের কথা। হেসে সে মিস্ এলিসের গায়ে ঢলে পড়ল।

হাসি-ভরা মুখে বলল, "যদি বাড়িতে থাকতাম তাহলে তোমাকে সুন্দর একটা বাছুর দেখাতে পারতাম।"

ওদিকে বোহেমিয়ার হৈ-হুল্লোড় সমান তালেই চলতে লাগল।

এগারোটার সময় মিঃ বিংকলি মেডোরাকে নিয়ে বোর্ডিং-হাউসে ফিরে গেল। হল-এর সিঁড়ির নিচে তাকে ছেড়ে দিয়ে সে বিদায় নিল। মেডোরা উপরে উঠে তার ঘরে ঢুকে গ্যাসটা জ্বালাল।

আর তখনই—হঠাৎই যেমন জেলের তামার কলসির ভিতর থেকে ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে এসেছিল এক ভয়ংকর দৈত্য—ঠিক তেমনই বুঝি সেই ঘরের মধ্যে জেগে উঠল মূর্তিমান নিউ ইংলণ্ডের বিবেক। যে ভয়ংকর কাজটি মেডোরা করে ফেলেছে তার পরিপূর্ণ স্বরূপ যেন সহসা তার সামনে উদ্‌ঘাটিত হল। সে তো বসেছিল পাপের মধ্যে আর দেখেছিল লাল টগ্‌বগ্ করা মদ।

মাঝরাতে এই চিঠিটা লিখল :

মিঃ বেরিয়া হস্কিন্স, হার্মোনি, ভেরমঁং।

প্রিয় মহাশয়, এখন থেকে আমাকে চিরদিনের মত মৃত বলে মনে করবে। আমি তোমাকে বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছি, তাই আমার অপরাধী ও পাপ-কলংকিত জীবনের মধ্যে তোমাকে টেনে এনে তোমার জীবনটাকেও ব্যর্থ করে দিতে চাই না। এই ধৃষ্ট জগতের অশিষ্ট ছলনার পংকে আমি ডুবে গেছি—তলিয়ে গেছি বোহেমিয়ার ঘূর্ণাবর্তে। এমন কোন গভীর অধর্মের কাজ নেই যা আমি করি নি। আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। যে অতলে আমি নেমে গেছি সেখান থেকে উঠে আসা যায় না। আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করো। ভয়ংকর বোহেমিয়ার সুন্দর অথচ পাশবিক গোলকধাঁধায় আমি চিরদিনের মত হারিয়ে গেলাম। বিদায়।

একদা তোমারই মেডোরা।

পরদিনই মেডোরা তার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলল। স্বর্গ থেকে ঠেলে দেওয়া বীল্‌জেবাবও বুঝি এত ব্যর্থমনোরথ হয় নি। তার ও হার্মোনির আপেল-ফুলের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান। জ্বলন্ত দেবদূত তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে হারানো স্বর্গের দ্বার থেকে। একটি সন্ধ্যায় বিংক্‌লির হাত ধরে এসে বোহেমিয়ায় তাকে টেনে নিয়ে গেল তার ভয়ংকর গহ্বরে।

এখন তার সম্বলমাত্র একটি জিনিস—একটি উজ্জ্বল অথচ প্রতিকারহীন ভুলের জীবন। ভারমঁং ছিল এমন একটি তীর্থভূমি যেখানে সে আর কোনদিন যেতে পারবে না। কিন্তু নিজেকে সে তলিয়ে যেতে দেবে না। অতীতের ইতিহাসে এমন অনেক মহান চরিত্রের উল্লেখ আছে যাদের আদর্শে সে তার উল্কাসম জীবনকে গড়ে তুলবে, যেমন ক্যামিলে, লোলা মন্তেজ, বয়েল মেরি, জাজা—এমন সব নাম অনাগত প্রজন্মের কাছে যার সঙ্গে একদিন মেডোরা মার্টিনের নামও যুক্ত হবে।

দুই দিন মেডোরা ঘর থেকে বের হল না। তৃতীয় দিন সে একটা পত্রিকার পাতা উল্টে বেলজিয়ামের রাজার ছবিটা বের করল ; তারপর হেসে উঠল বিদ্রূপের হাসি। রমণী-হৃদয় ভঙ্গকারী সেই মানুষটির দেখা যদি কোন দিন সে পায় তাহলে তার নিরাসক্ত রাজকীয় সৌন্দর্যের কাছে তার মাথাটাকে সে নত করাবেই। বৃদ্ধ অথবা যুবক কাউকে সে রেহাই দেবে না। সারা আমেরিকা—সারা ইউরোপ তার অশুভ ও অপ্রতিরোধ্য রূপের প্রশস্তি গান করবে।

একদিন যে জীবন ছিল তার একান্ত বাঞ্ছিত—সবুজ পর্বতমালার ছায়ায় বেরিয়াকে পাশে নিয়ে একটি শান্তিময় জীবন, যেখানে প্রতিদিনের ডাকে নিউইয়র্ক থেকে আসবে দামী তৈলচিত্র আঁকার ফরমাস—সে জীবনের কথা আজ সে আর ভাবতেও পারে না। একটি মারাত্মক পদক্ষেপ তার সে জীবনকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

চতুর্থ দিনে মেডোরা মুখে পাউডার লাগাল, ঠোঁটে রুজ ঘসল। একবার সে "জাজা"-তে কার্টারকে দেখেছিল। বেপরোয়া ভঙ্গিতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে

চিৎকার করে বলল: "জাট! জাট!" তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বলল "নাট", কিন্তু সেই বেআইনী শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হার্মোনি গ্রামটা চিরদিনের মত তার কাছ থেকে দূরে চলে গেল। ঘূর্ণাবর্ত তাকে গ্রাস করেছে। চিরকাল সে বোহেমিয়াদের দলের মানুষ। আর কোনদিন বেরিয়া—

দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল বেরিয়া।

সে বলল, "ডোরি, তোমার মুখে এতসব খড়ি ও রং মেখেছ কেন, মিষ্টি?"

মেডোরা একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

গম্ভীর গলায় বলল, "অনেক দেরি করে ফেলেছ। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। আমি এখন অন্য জগতের মানুষ। যদি ইচ্ছা হয় তো আমাকে অভিশাপ দাও—সে অধিকার তোমার আছে। চলে যাও, আমাকে চলতে দাও আমার নিজের পথে। বাড়িতে সকলকে বলে দিও, তারা যেন আর কোন দিন আমার নাম উচ্চারণ না করে। আর—বেরিয়া, আমি যখন বোহেমিয়ার চটকদার কিন্তু আমার আনন্দে হাবুডুবু খাব, তখন পার তো তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করো।"

বেরিয়া বলল, "একটা তোয়ালে এনে মুখের এই রং-চং মুছে ফেল ডোরি। তোমার চিঠি পেয়েই আমি ছুটে এসেছি। তোমার ঐ সব ছবির কোন অর্থ নেই—মূল্য নেই। সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যাবার দুটো টিকিট আমি নিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি কর; তোমার সব জিনিসপত্র ট্রাংকে ভরে নাও।"

"ভাগ্য আমার প্রতি বড়ই বিরূপ হয়েছিল বেরিয়া। সে দুর্ভাগ্যকে সহ্য করবার শক্তিটুকু থাকতে থাকতে তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

"এই ইজেলটাকে তোমরা কেমন করে ভাঁজ কর ডোরি?—নাও, এবার প্যাক করতে শুরু কর, যাতে ট্রেনের সময় হবার আগেই আমরা কিছু খেয়ে নিতে পারি। মেপল গাছ নতুন পাতায় ভরে গেছে ডোরি—সেটা তো তোমাকে দেখতেই হবে!"

"এত শীঘ্র তো সেটা হয় না বেরিয়া?"

"তাই তো তোমাকে সেটা দেখতেই হবে ডোরি; সকালের সূর্যের আলোয় সে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে একটা সবুজ সমুদ্রের মত।"

"ওঃ, বেরিয়া!"

ট্রেনে বসে মেডোরা হঠাৎ বলে উঠল:

"আমার চিঠি পাবার পরেও তুমি এসেছ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।"

"আ, কী বাজে কথা বলছ!" বেরিয়া বলল। "তুমি কি ভেবেছিলে আমাকে বোকা বানাতে পারবে? চিঠিতে তুমি তো লিখেছ কোন্ এক বোহেমিয়াদের দেশে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু সেটা কেমন করে হতে পারে? তোমার চিঠির উপরকার নিউ ইয়র্ক ডাকঘরের ছাপটা তো ছিল দিনের আলোর মতই স্পষ্ট?"

# বোহেমিয়ায় একটি সাধারণ মানুষ

## A Philistine in Bohemia

জর্জ ওয়াশিংটন ডান হাতটা ঊর্ধ্বে তুলে ইউনিয়ন স্কোয়ারের এক কোণে এমনভাবে তার লোহার ঘোড়ার পিঠে বসে থাকেন যেন ব্রডওয়ের গাড়িগুলো যখন মোড় ঘুরে চতুর্দশ স্ট্রীটের দিকে বাঁক নেয় তখন তারা যাতে সেখানে থামে তারই নির্দেশ তিনি চিরকাল ধরে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সে নির্দেশের তোয়াক্কা না করে গাড়িগুলো সশব্দে এগিয়ে যায় ঠিক যে ভাবে তারা সাধারণ নাগরিকের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে চলে। তখন মহান সেনাপতি নিশ্চয় অনুভব করেন---অবশ্য যদি তাঁর স্নায়ুগুলি লৌহকঠিন না হয়—যে rapid transit gloria mundi.

সেনাপতি যদি ডান হাতটার মতই তাঁর বাঁ হাতটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতেন তাহলে সেটা শহরের সেই অঞ্চলটাকেই নির্দেশ করত যেখানে গড়ে উঠেছে বিদেশ থেকে আগত অত্যাচারিত ও অবদমিত মানুষদের আস্তানা। জাতীয় অথবা ব্যক্তিগত মুক্তির স্বার্থে তারা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, আর যে দেশপ্রেমিক তাদের জন্যই এই আশ্রয়টি গড়ে তুলেছেন তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের অঞ্চলটার দিকেই তাকিয়ে আছেন, আর বাঁ দিকের কান পেতে শুনছেন এক রঙ্গনাটকের অভিনয় যাতে দেখানো হচ্ছে তাঁরই আশ্রিত জনের বংশধরদের বিকৃত রূপ। ইতালি, পোল্যাণ্ড, সাবেক স্পেনীয় উপনিবেশ ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বহুভাষাভাষী জাতিসমূহ এখানেই রেখে গেছে তাদের ক্রমবর্ধমান সন্তানসন্ততিদের ঘন বসতি। এই অঞ্চলের উৎকেন্দ্রিক কাফে ও বাস-ভবনগুলিতে তারা দোলাচলচিত্তে ঘুরে বেড়ায় তাদের দেশীয় সুরা ও রাজনৈতিক গোপনতথ্য সঙ্গে নিয়ে। মাঝে মাঝেই এই সব উপনিবেশের রং-বদল ঘটে। হঠাৎই মুখগুলি উধাও হয়ে যায় এবং তাদের আস্তানাগুলিতে নতুন মুখের উদয় হয়। এই চঞ্চল পাখিরা কোথায় উড়ে যায়? এ-প্রশ্নের অর্ধেক উত্তর পেতে হলে ভাল করে লক্ষ্য রাখতে হবে নবাগত যে ওয়েটারটি খাবার পরিবেশন করছে তার মার্জিত বিদেশী চাল-চলনের উপর। আর বাকি অর্ধেক উত্তর দিতে পারে ক্ষৌরকর্মশালাগুলি, অবশ্য যদি তারা মুখ খোলে।

এটা মূল কাহিনীর ভূমিকা মাত্র। কাহিনীটা ইতরজনকে নিয়ে।

বিদেশীদের এই মরুদ্যানে ক্যাটি ডেম্প্‌সির মায়ের একটা সুসজ্জিত ঘর ছিল। ব্যবসাটা মোটেই লাভজনক ছিল না।

ভাড়া মিটিয়ে দেবার দিন দু'জনে মিলে যদি বাড়িওয়ালার প্রতিনিধির পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিতে পারত এবং প্রাত্যহিক আইরিশ স্টু রাঁধার মত জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করতে পারত, তাহলেই দিনটাকে তারা সার্থক বলে মনে করত। প্রায়ই দেখা যেত যে স্টুতে মাংস ও আলু দুটোই অনুপস্থিত। অনেক সময় স্বাদের অবস্থাটাও তথৈবচ।

এই ছাতা-ধরা পুরনো বাড়িতেই ক্যাটি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বড় হয়ে উঠল ; দেখতে-শুনতে ও বড় লিলির মতই সুন্দর। এ হেন পরীটি এক অপরাধ করে বসল। বাসিন্দাদের ঘরে দিয়ে এল স্যাঁৎসেঁতে ধোয়া তোয়ালে আর ভাঙা জলের কুঁজো।

জেনে রাখুন যে সেই ঘরের বিশেষ বাসিন্দাটির নাম ছিল মিঃ ব্রুনেলি। তিনি একটা সবুজ টাই বাঁধতেন আর ভাড়াটাও দিতেন যথাসময়ে। আর সেই জন্যেই তিনি হয়ে উঠলেন অন্য বাসিন্দাদের চাইতে একজন বিশিষ্ট অতিথি। তার পোশাক চমৎকার, গায়ের রং জলপাই, গোঁফজোড়া হিংস্র, চাল-চলন রাজপুত্রের মত, তার আংটি ও পিন ভ্রাম্যমান দাঁতের ডাক্তারের আংটি ও পিনের মতই জমকালো।

তার প্রাতরাশ পৌঁছে দেওয়া হত তার ঘরে ; আর তিনি তা খেতেন সবুজ জোব্‌ল ঝোলানো লাল ড্রেসিং গাউন পরে। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন দুপুরে আর ফিরতেন মাঝ রাতে। দুটো সময়ই রহস্যময়, কিন্তু যে সব জিনিস রহস্যময় নয় তা ছাড়া মিসেস ডেম্প্‌সির ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে রহস্যময় কিছুই ছিল না।

মিঃ ব্রুনেলি ছিলেন স্বভাবত বিচলিতচিত্ত এক লাতিন ভদ্রলোক ; ক্যাটিকে নিয়ে তিনি "ভালবাসা" ক্রিয়াপদটিকে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হলেন। ক্যাটিও তা নিয়ে মার সঙ্গে কথা বলল।

ক্যাটি বলল, "সত্যি আমি তাকে পছন্দ করি। সে খুবই ভদ্র ও বিনীত ; সে যখন আমার পাশাপাশি হাঁটে তখন মনে হয় আমি একজন রাণী। কিন্তু সে যে কি তাই তো আমি জানি না। আমার মনে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

মিসেস ডেম্প্‌সি স্বীকার করল, "এটা সত্যি যে তাকে দেখলে মনে হয় সে একজন 'দাগো' প্রকৃতির লোক, আর তার কথাবার্তাও ঠিক কোন সত্যিকারের ভদ্রলোকের মত নয়। কিন্তু তাকে বিচার করতে বসে আমরা তো ভুলও করতে পারি। সে নগদ টাকা দেয় এবং লণ্ড্রিতে নিয়মিত পোশাক ধুতে দেয় বলেই সে যে উচ্চ বংশজাত হবে না এমন সন্দেহ করা ঠিক নয়।"

মিঃ ব্রুনেলি তার ভালবাসা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ক্যাটিও সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগল। একদিন মিঃ ব্রুনেলি ক্যাটিকে তার সঙ্গে বাইরে গিয়ে ডিনার খেতে বললেন। ক্যাটির মনে হল, এবার বোধ হয় "প্রেম-প্রেম" খেলার শেষ অংকের অভিনয় হবে। সেরা মসলিনের পোশাক-পরা ক্যাটিকে নিয়ে মিঃ ব্রুনেলি যখন পথে বের হল তখন আপনার মনে হবে আপনি বুঝি নিউ ইয়র্ক-এর বোহেমিয়াকেও এক নজর দেখে নিলেন।

টোনিও-র রেস্টুরেন্টটাও বোহেমিয়াতেই। অথচ সেটা যে কোথায় অবস্থিত তা একান্ত গোপনীয়। আপনি যদি জানতে চান সেটা কোথায় তাহলে সর্বপ্রথম যার সঙ্গে আপনার দেখা হবে তাকেই জিজ্ঞাসা করুন। সেই আপনাকে ফিস্ ফিস্ করে কানে কানে সব কথা বলে দেবে।

মিঃ ব্রুনেলি সেই রেস্টুরেন্টেই ক্যাটিকে নিয়ে গেলেন। বাড়িটা অন্ধকার, পর্দাগুলো নামানো ; কিন্তু মিঃ ব্রুনেলি ভূগর্ভ-কক্ষের দরজার একটা বোতাম টিপলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে ঢোকার পথ পেয়ে গেলেন।

একটা লম্বা, অন্ধকার, সরু হল-পথ ধরে এগিয়ে ঝক্‌ঝকে, পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটা পার হয়ে তারা সোজা গিয়ে পড়ল পিছনের উঠোনে।

খোলা মাটির উপর পাতা হয়েছে ডজন দেড়েক ছোট টেবিল। সেখানে বোহেমিয়া-সন্ধানীদের ভিড় জমেছে।

মিঃ ব্রুনেলি ক্যাটিকে নিয়ে টবের গাছপালা দিয়ে সাজানো একটা ছোট টেবিলে পৌঁছে তাকে সেখানে বসিয়ে রেখে কয়েক মিনিটের জন্য চলে গেলেন।

সেখানে বসে ক্যাটি চারদিকে আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। চমৎকার পোশাক, পালক ও ঝল্‌মল্‌-করা আংটিতে সুসজ্জিতা মাননীয়া মহিলার দল ; মার্জিতরুচি ভদ্রজনরা হো-হো করে হাসছে ; চেঁচিয়ে বলছে "গারসঙ", "আরে মঁসিয়ে," "হেল্লো মাদাম !" ফূর্তিবাজ আলাপচারি, সিগারেটের ধোঁয়া, উজ্জ্বল হাসি ও দৃষ্টি-বিনিময়—সব কিছুই মিসেস ডেম্প্‌সির কন্যাটিকে অভিভূত করে নিশ্চল হয়ে বসিয়ে রাখল।

মিঃ ব্রুনেলি উঠোনে নামলেন। উপস্থিত সকলের দিকেই ছড়িয়ে দিলেন মিষ্টি হাসি আর সকলকেই অভিবাদন জানালেন মাথাটা নুইয়ে। সর্বত্রই বেজে উঠল করতালির শব্দ ; কেউ বা চিৎকার করে বলল "ব্রাভো !" আর "টোনিও ! টোনিও !" মহিলারা তাকে লক্ষ্য করে রুমাল উড়াতে লাগলেন। তার হাতের ইসারাটুকু দেখার জন্য ভদ্রজনরা ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে মিঃ ব্রুনেলি শেষবারের মত মাথাটা নুইয়ে ধীর পদক্ষেপে রান্নাঘরে ঢুকে নিজের কোট ও ওয়েস্টকোট ছুড়ে ফেলে দিলেন।

সব চাইতে ক্ষিপ্রগতি ওয়েটার ফ্লাহার্টিকে দেওয়া হয়েছিল ক্যাটিকে খাবার পরিবেশনের ভার। তখন ক্ষিধেয় ক্যাটির মূর্ছা যাবার মত অবস্থা, কারণ ডেম্প্‌সিদের টেবিলের আইরিশ স্টু-টা সেদিন পরিমাণে খুবই অল্প ছিল। অদেখা খাবারের মধুর ঘ্রাণ তার মনকে উতলা করে তুলছিল। আর ফ্লাহার্টিও এমন সব স্বর্গীয় পদ একের পর এক তার টেবিলে এনে দিতে লাগল যা মুখে দিলে দেবতারাও বলে উঠত—বাহ্‌বা ! বাহ্‌বা !

এমন দেবভোগ্য ভোজন-পর্বের মাঝখানেও ক্যাটি তার ছুরি-কাঁটা নামিয়ে রাখল। তার হৃৎপিণ্ডটা সিসের মত জমাট বেঁধে গেল ; এক ফোঁটা চোখের জলও ঝরে পড়ল। বিশিষ্ট অতিথিটি সম্পর্কে যে সন্দেহ তাকে এতদিন তাড়া করে ফিরছিল সেটা যেন চতুর্গুণ হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সব ফ্যাশানদুরস্ত, দয়াময় ভদ্রজনরা যাকে এমন সপ্রশংস ভঙ্গিতে বরণ করে নিল, যাকে দেখে এমন উল্লাস প্রকাশ করল সেই লোকটি—মিঃ ব্রুনেলি—তো একজন উপাধিধারী "প্যাট্রিসিয়ান" না হয়ে পারে না ; আর নিজের অভিজ্ঞতায়ই সে তাদের ভাল করেই চিনেছে। এই মানুষটিকে যে সে প্রেমিক হিসাবে বেছে নিতে পারে না—এই ধারণাটা যতই তার মনে বেড়ে উঠছে ততই একটা বেদনাদায়ক মনোভাবও তার মনকে গ্রাস করে বসছে : যত দিন যাচ্ছে এই মানুষটির ব্যক্তিত্ব তার কাছে সুখকর হয়ে উঠছে। আর কেনই বা সে তাকে এখানে রেখে গেছে একলা বসে ডিনার খেতে ?

কিন্তু—ঐ তো সে ফিরে আসছে। তার গায়ে এখন কোট নেই, বরফ-সাদা

শার্টের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটানো, মাথার কোঁকড়ানো চুলের উপর একটা সাদা ইয়াটিং টুপি বসানো।

অনেকে চেঁচিয়ে বলল, "টোনিও! টোনিও!" বাকিরা চেঁচিয়ে বলল, "সেমাই!"

নিজের প্রাসাদে রাজপুত্রের মত এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ঘুরে ঘুরে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে লাগল। প্রতিটি কোণ থেকে অলংকার পরিহিত সাদা হাতগুলি ইসারায় তাকে ডাকতে লাগল।

একে ও তাকে এক গ্লাস মদ, সকলের জন্য হাসি, কেউ কোন মন্তব্য করলে তার সরস যোগ্য প্রত্যুত্তর—সত্যি, খুব অল্প রাজপুত্রই এত জনপ্রিয় গৃহস্বামী হতে পারে! আর কোন্ শিল্পীই বা তার নিজের হাতের সৃষ্টির জন্য এর চাইতে বেশি প্রশংসা আশা করতে পারে? ক্যাটি জানত না যে সেমাই-এর প্রধান রাঁধুনির সঙ্গে কর-মর্দন করলে অথবা ব্রডওয়ের প্রধান পরিবেশকের একটা নমস্কার পেলে যে কোন নিউ ইয়র্কবাসীর উচ্চাকঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করে।

শেষ পর্যন্ত ভিড় কমতে লাগল; কয়েকটি দম্পতি ও চারজনের একটা দল তখন নতুন মদ ও পুরনো গল্প নিয়ে মেতে রইল। আর তখন মিঃ ব্রুনেলি এল ক্যাটির নির্জন টেবিলে; একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার পাশে বসল।

স্বপ্নভরা চোখে ক্যাটি তার দিকে তাকাল। সে তখন বার্গান্ডি সস্-সহযোগে র‍্যাস্পবেরি রোল-এর শেষ টুকরোটায় কামড় বসাচ্ছিল।

নিজের কণ্ঠাস্থির উপর একটা হাত রেখে মিঃ ব্রুনেলি বলল, "সবই তো দেখছ! আমিই এন্টোনিও ব্রুনেলি! হ্যাঁ, আমিই মহান টোনিও! সে সন্দেহ তোমার মনে জাগে নি! আমি তোমাকে ভালবাসি ক্যাটি, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। তাই নয় কি? আমাকে 'এন্টোনিও' বলে ডাক, আর বল যে তুমি আমার হবে।"

এই রাজকীয় ঘোষণার পরে ক্যাটির মাথাটা এলিয়ে পড়ল সর্বসন্দেহমুক্ত মানুষটির কাঁধের উপর।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলে উঠল, "ওঃ, এণ্ডি, এতো বড়ই আনন্দের কথা! নিশ্চয় আমি তোমাকে বিয়ে করব। কিন্তু তুমি যে একজন রাঁধুনি এ-কথা তুমি আমাকে কেন বলো নি? ওই সব বিদেশী কাউন্টদের একজন মনে করে আমি তো তোমাকে ছেড়ে প্রায় চলেই যাচ্ছিলাম!"

# যে যতটুকু দিতে পারে

## From Each According to His Ability

বিশেষভাবে রাগ না করে নরম গলায় অভিশাপ দিতে দিতে ভাইকিং তার ক্লাব ছেড়ে চলে গেল। সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ক্লাবটা তার কাছে অতিমাত্রায় বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। কার্ক-এর মাছ ধরার গল্প, ব্রুকস্-এর পোর্টোরিকো চুরুট,

বুড়ো মরিসন-এর বিধ্বাঘটিত কাহিনী, বিলিয়ার্ড-এ হেপ্‌বার্ন-এর অনিবার্য জয়লাভ বর্ণনা অথবা দৃশ্যপটের কোন রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে এ সবই কতবার তাকে শুনতে হয়েছে। সকাল বেলাকার এই সব বাজে ব্যাপার ছাড়াও মিস্ এলিসন গত রাতেও আবার তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু সেটাও তো পুরনো ব্যাপার। তাকে মিসেস ভাইকিং বানাবার প্রস্তাব সে তো পাঁচ-পাঁচবার হেসেই বাতিল করে দিয়েছে। পরের বুধবার সন্ধ্যায়ই কথাটা তাকে আবার বলবে—এই ছিল তার মনের বাসনা।

ভাইকিং চুয়াল্লিশতম স্ট্রীট ধরে ব্রডওয়ের দিকে হাঁটল; তার পর এগিয়ে চলল বড় স্লুইচ্-গেটটার দিকে যেখান দিয়ে গোথাম স্বর্ণ-খনির সব ধূলো-ময়লা ভেসে চলে যায়। তার পরনে ছিল হাল্‌কা ধূসর রংয়ের মর্নিং সুট, নিচু কাটের কিড-এর জুতো, সাদাসিদে ও চমৎকার করে বোনা খড়ের টুপি। তার নেক-টাইটার রং ছিল নভেম্বরের আকাশের মত ধূসর নীল, আর তার গিঁটটা ছিল অতি আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে লর্ডসুলভ উদাসীনতার মিশ্রণে বাঁধা।

এখন, একটি মানুষের পোশাকপত্রের বিবরণ লেখাটা পল জনসনকে নিয়ে একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা, অথবা একটা জ্বরের ওষুধের প্রশংসাপত্র লেখার চাইতেও বাজে কাজ। সুতরাং কেবল এইটুকু জানালেই হবে যে ভাইকিং-এর পোশাক এই গল্পের গতিরই উপযুক্ত।

সেদিন সকালে ভাইকিং-এর কানে ব্রডওয়েও কেমন যেন বেসুরো ঠেকল; আর বেশ কয়েকটি স্বপ্নময়, বিষণ্ন মিনিটের জন্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মরোক্কোর পথের এই রকমই একটি হৈ-চৈ ভরা, রোদে পোড়া, দুর্গন্ধময় রাস্তার ভগ্নাংশের দৃশ্য। সে দেখতে পেল একপাল কুকুর, ভিখারী, ফকির, ক্রীতদাস-গাড়োয়ান আর ঘোড়াবিহীন গাড়ির বোরখা-ঢাকা মেয়েমানুষ দলে দলে ঠেলাঠেলি করে চলেছে, বাজারের মধ্যে সূর্যের আলো যেন জ্বলছে, পথের উপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে ভাঙা মন্দিরের ইট-সুরকির জঞ্জাল—আর তারপরেই একটি মহিলা পথে যেতে যেতে এক মহিলার ছাতার একটি খোঁচাই তাকে ফিরে নিয়ে এল ব্রডওয়ের রাজপথে।

পাঁচ মিনিট হেঁটেই সে পৌঁছে গেল একটা বিশেষ মোড়ের মাথায় যেখানে বেশ কয়েকজন নীরব, বিবর্ণ-মুখ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল হয়ে; তারা সব সময়ই কলম-কাটা ছুরির ফলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে; তাদের মাথার টুপি নামানো থাকে চোখের পাতা পর্যন্ত। ওয়াল স্ট্রীটের ফাটকা-ব্যবসায়ীরা গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফেরার পথে বিদেশী বন্ধুদের দৃষ্টি তাদের দিকে আকর্ষণ করতে ভালবাসে; তাদের শোনায় 'সমাজবিরোধী'দের এই কুখ্যাত কর্মস্থলটির কথা। এই ফাটকাবাজরা ওয়াল স্ট্রীটে বসে কখনও তাদের ছুরির ফলা চালায় না।

এই দলেরই একজন যখন এগিয়ে এসে ভাইকিং-এর সঙ্গে কথা বলল তখন সে পুলকিত বোধ করল। একটা অসাধারণ কিছুর জন্য তার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; অপরাধ-জগতের এই মসৃণ মুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নিম্ন কণ্ঠ খেলোয়াড় মানুষটি যখন কঠিন অথচ সুখের হাসি হেসে তার সঙ্গে কথা বলতে এল তখনই গতানুগতিক জীবন নিয়ে ক্লান্ত ভাইকিং যেন একটা এড্‌ভেঞ্চারের স্বাদ পেল।

লোকটি বলল, "মাফ করবেন বন্ধু, পথের উপর দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য কথা বলতে পারি কি ?"

"নিশ্চয়," ভাইকিং হেসে বলল। "কিন্তু, একটু এগিয়ে আরও নির্জন কোন জায়গায় গেলেই তো ভাল হয়। কাছেই একটা কাফে আছে—সেখানে একটা ডিভানও আছে। ওতেই চলে যাবে।"

কাফেতে আরাম করে বসে নতুন সঙ্গীটি প্রথমেই বলল, "প্রথমত, আপনি জেনে রাখুন যে আমি একজন সমাজবিরোধী। পশ্চিম অঞ্চলে সকলেই আমাকে 'গোলমেলে দুদে' বলে জানে। পকেটমার, নৈশ ভোজের টেবিলের লুটেরা, কুস্তিগীর, চৌকশ চোর, তাসারু, আর তেইশ নম্বর রাস্তার ফেরির পাটাতনের হাতসাফাইওয়ালা—এই হল আমার ইতিহাস। তবেই বুঝে নিন, আমি আপনার সমগোত্র। আমার নাম এমার্সন।"

একটা কার্ডের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিঃশব্দ খুসিতে সে নিজেকেই বলল, "আজগুবি গল্প শুনিয়েই বুড়ো কার্ক-এর মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দাও।" কার্ডটা তার হাতে দিয়ে বলল, "উচ্চারণটা হবে ভাইকিং। আমিও তোমার সঙ্গে খোলা মনেই কথা বলব। আমি বাবার টাকায় খাই-পরি; তাই নিজেকে মনে করি এক ধরনের নিষ্কর্মা ভবঘুরে। জীবনে কোন দিন কাজকর্ম কিছু করি নি; মোটর চালাবার সময় একটা মুরগির বাচ্চাকে চাপা দেবার মত মনের জোরও আমার নেই।"

এমার্সন বলল, "আপনি একটা কাজ করতে পারেন। পুরনো পোশাক বয়ে নিতে পারেন। অনেক দিন আপনাকে ব্রডওয়ে দিয়ে যেতে দেখেছি। আপনার মত সুবেশ পুরুষ আমি আগে দেখি নি। একটা সোনার খনি বাজি রেখে আমি বলতে পারি, আমার গায়ে ভদ্রসমাজের যে সব পোশাকপত্র আছে তার দাম আপনার পোশাকের চাইতে ৫০ ডলার বেশি। সেটা দেখতেই আমি এসেছি। সাজ-গোজটা আমি ভালভাবে করতে জানি না। আমার দিকে তাকান। বলুন তো কি কি ত্রুটি দেখতে পাচ্ছেন ?"

"উঠে দাঁড়াও," ভাইকিং বলল।

এমার্সন উঠে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল।

ক্লাব-সদস্যটি বলল, "তোমার সাজগোজটা মোটেই মানানসই হয় নি। ব্রডওয়ের শো-উইণ্ডো যারা সাজায় তারা তোমাকে অপব্যবহার করেছে। যদিও সুটটা খুব দামী এমার্সন।"

"এক শ' ডলার," এমার্সন বলল।

"বিশ হলেও বেশি হত," ভাইকিং বলল। "কাট-ছাঁট ছ'মাস আগেকার, এক ইঞ্চি বেশি লম্বা, বুকের ভাঁজটা আধা ইঞ্চি বেশি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তোমার টুপিটা এক বছর আগেকার। কলারটা বড়ই ছোট। আস্তিনের বোতামে যদি একটা সাদাসিদে সোনার লিংক থাকত তাহলেই হীরে সেট-করা মুক্তোর লিংকের চাইতে বেশি মানানসই হত। দোকানে তো সাদামাটা জিনিস সব সময়ই পাওয়া যায়। তোমার মনে আঘাত দিলাম না তো এমার্সন ?"

"বরং ঠিক তার উল্টো," এমার্সন চেঁচিয়ে বলল। "আমাকে আরও কিছু বলুন। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে অনেক কিছু জানার আছে। সত্যি, আমি সে সব জানতে চাই। আর সে জন্য আপনিই সঠিক মানুষ। আর কিছু বেমানান দেখলেন ?"

ভাইকিং বলল, "তোমার টাইটা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুলভাবে বাঁধা হয়েছে।

"ধন্যবাদ, ; ওটা বাঁধতে আমাকে আধা ঘণ্টা সময় দিতে হয়েছে—"

ভাইকিং বাধা দিয়ে বলল, "আর তার ফলে ব্রডওয়েয়র দোকানের জানালায় রাখা একটা নকল মানুষের সঙ্গে তোমার চেহারাটা হুবহু এক রকম দেখতে হয়েছে।"

"আমি আপনার একান্ত অনুগত," আবার বসে পড়ে এমার্সন বলল, "আপনি আমাকে অনেক জ্ঞান দিলেন। আমি জানতাম কোথায় যেন কিছু ভুল হয়েছে, কিন্তু ভুলটা যে কি সেটা ঠিক ধরতে পারি নি। আমার ধারণা, পোশাক কেমন করে পরতে হয় সেটা আপনা থেকেই জানা যায়।"

ভাইকিং উচ্চ হাসি হেসে বলল, "ওঃ, আমি তো মনে করি, দু'শ' বছর আগে আমার পূর্বপুরুষরা যখন বাড়ি বাড়ি পোশাক ফেরি করে বেড়াত তখনই তারা এই কৌশলটা আয়ত্ত করেছিল। আমি শুনেছি, ওটা ছিল তাদের পেশা।"

এমার্সন খুসি হয়ে বলল, "আর আমার পূর্বপুরুষরা হয়তো রাতের বেলা হানা দিত, তাই তারা সঠিক কৌশলটা আয়ত্ত করার সুযোগটাই পায় নি।"

ভাইকিং বলল, "আমি তোমাকে নিয়ে যাব আমার দর্জির কাছে। তোমার বহিরাবরণ থেকে সে পশুত্বের ছাপটা কেটে বাদ দিয়ে দেবে। অবশ্য তুমি যদি পোশাকের খাতে আবারও টাকা খরচ করতে চাও।"

ছোট ছেলের মত হাসতে হাসতে এমার্সন বলল, "গুলি মারো দর্জিকে। আপনাকে বলতে বাধা নেই যে কিছুদিন আগেকার অন্ধকার রাতে যখন বাটারভিল-এর 'ফার্মার্স ন্যাশন্যাল ব্যাংক'-এর 'চোর-প্রুফ' সিন্দুক থেকে ১৬,০০০ ডলার পাখা মেলে উড়ে গিয়েছিল তখন আমি কিন্তু পৃথিবীর উল্টো পিঠে তীর্থ-ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলাম না।"

ভাইকিং প্রশ্ন করল, "আমি যে পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি সে ভয়টাও কি তোমার নেই?"

এমার্সন ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এই সব জিনিস তো আমি মেরে দেই নি।"

সে টেবিলের উপর রেখে দিল ভাইকিং-এর পকেট-বই ও একটা ঘড়ি—ভাইকিং-পরিবারের এক শ' বছরের পুরনো ঘড়ি।"

ভাইকিং অবাক-হওয়া গলায় বলল, "আরে বাপু, ছয় পাউণ্ড ওজনের ট্রাউট মাছ ও জেলের যে গল্প কার্ক বলে সেটা কি তুমি শুনেছ?"

এমার্সন বিনীতভাবে বলল, "বোধ হয় শুনি নি। তবে শুনতে ইচ্ছা করছে।"

ভাইকিং বলল, "কিন্তু তুমি শুনতে পাবে না। সে-গল্প আমি অনেকবার শুনেছি। আর সেই কারণেই তোমাকে বলব না। আমি শুধু ভাবছি, এ সব জায়গা একটা ক্লাবের চাইতে কত ভাল। এখন বল, আমার দর্জির কাছে যাবে কি?"

* * *

পাঁচ দিন পরে ক্লাবের জানালায় দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে ভাইকিং বলল, "ছেলেরা ও বয়স্ক ভদ্রজনরা, পশ্চিম থেকে আগত আমার এক বন্ধু আজ সন্ধ্যায় আমাদের টেবিলে বসে ডিনার খাবে।"

চেয়ারে নড়েচড়ে বসে জনৈক সদস্য বলল, "সে কি জানতে চাইবে ডেন্‌ভার-এর সবশেষ খবরটা আমাদের কানে এসেছে কিনা?"

নাকের উপর থেকে চশমাটা নামিয়ে আর একজন শুধালেন, "কুইন্সি-র নতুন তিনতলা মন্দিরটার কথা কি সে বলবে?"

কার্ক সক্রোধে জানতে চাইল, "সে কি পশ্চিম মিসিসিপি নদীর সেই সব রাক্ষুসে ম্যাছের একটা গল্প ফেঁদে বসবে যা ধরবার জন্য তারা একটা আস্ত কচি বাছুরকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে?"

ভাইকিং বলল, "তোমরা আশ্বস্ত হও, ও সব ছোটখাট ব্যাপারের মধ্যে সে নেই। সে একজন চোর ও সিন্দুক উড়িয়ে-দেওয়া লোক, এবং আমার বন্ধু।"

সকলে বলে উঠল, "ওঃ, মেরিআন, তুমি কি সব ব্যাপার নিয়েই ঠাট্টা-মস্করা করবে?"

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সন্ধ্যা আটটায় একটি শান্ত, শিষ্ট, সদালাপী, সুদর্শন মানুষ ডিনারের সময় ভাইকিং-এর ডান পাশে বসে আছে। আর এই সব শহরের বাসিন্দারা যখন বলতে লাগল আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার কথা, বহু দূরের কোন ক্ষমতাচ্যুত ছোটখাট জার-এর কথা, অথবা ছোট ছোট নদীর ছোট ছোট মাছধরার গল্প, তখন বড় মাপের শরীর ও চওড়া বুকের মানুষটি নিখুঁত পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে সম্রাটের মত চোখ মেলে এক পলকের মধ্যেই সেই সব চুট্‌কি গল্পকে এক ঝাপটায় উড়িয়ে দিল।

সমবেত শ্রোতাদের সামনে মেলে ধরল মুখের কথা দিয়ে আঁকা পশ্চিম অঞ্চলের এক আশ্চর্য দৃশ্যপট। হাতের এক ঝট্‌কায় সে পুরো ক্লাব-হাউসটাকেও যেন বসিয়ে দিল পাইন বনে ঢাকা একটা পাহাড়ি খাদে, ওয়েটাররা মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে পড়ল, আর প্রতিটি শ্রোতা হয়ে উঠল এক একটি পলাতক বন্দী যাদের হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, দেহ রক্তাক্ত হয়েছে পাহাড় পার হয়ে পথ চলতে গিয়ে। হোমার যে রকম গান গাইত সহজ, সরল ভাবে, তেমনই এই মানুষটিও টেবিল-ক্লথের উপর তার কাঁটার এক-একটি করে দাঁত বসিয়ে তাদের চোখের সামনে মেলে ধরল একটা নতুন জগতের ছবি।

এক কথায়, এমার্সন তাদের একেবারে "শুইয়ে" ফেলল।

* * *

পূর্ব ব্যবস্থা মতই পরদিন সকাল দশটায় সে ভাইকিং-এর সঙ্গে দেখা করল বিয়াল্লিশ নম্বর স্ট্রীটের একটা কাফেতে।

সেই দিনই এমার্সন-এর পশ্চিমে চলে যাবার কথা। তার পরনে গাঢ় রংয়ের পশমী সুট; কাট-ছাঁট দেখে মনে হয় কয়েক হাজার বছর আগেকার কোন প্রাচীন গ্রীক দর্জি সেটা তাকে বানিয়ে দিয়েছে।

একজন 'সমাজবিরোধীর' মত অকপট হাসি হেসে বলল, "মিঃ ভাইকিং, যখনই সময় হবে, আমি আবার এসে হাজির হব। আপনি সাচ্চা মাল, এই দানের প্রতিদান যদি কোনদিন দিতে পারি, তাহলে সেদিন আমি পিছু হটব না।"

ভাইকিং জিজ্ঞাসা করল, "তারপর—পোশাকপত্রের ব্যাপারে যেন কি কথা হয়েছিল—আমি সব ভুলে গেছি।"

এমার্সন বলল, "আমি এমন একটি লোকের খোঁজ করছিলাম যে আমাকে বছরের পর বছর ঠিক পথে চালাতে পারবে। আপনি সেই 'ডিউটি-ফ্রি' মাল; একটা লাল মাল-গাড়ি নিয়ে মাল-গুদামের অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন।"

ভাইকিং বলল, "ঠিক আছে; তুমি যখন চলে যাবেই, তখন বিদায় বুড়ো ছেলে।"

পূর্বব্যবস্থামতই মিস্ এলিসন-এর সঙ্গে একটার সময় ভাইকিং-এর লাঞ্চ খাবার কথা ছিল।

বিনা কারণেই ত্রিশ মিনিট ধরে ভাইকিং অবিরাম বকে যেতে লাগল পশু-খামার, ঘোড়া, গিরিনালা, সাইক্লোন, ফাঁদ, রকি পর্বতমালা, বীন ও শূকর-মাংসের কথা নিয়ে। মিস্ এলিসন বিস্ময়ে ও ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

খুসি-খুসি সুরে ভাইকিং বলল, "আজ আমি বিয়ের প্রস্তাবটা পুনরায় করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু করব না। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তুমি তো জান, কলোরাডোতে বাবার একটা পশু-পালন খামার আছে। এখানে থেকে আর লাভ কি? কেবল ঘাসের উপর লাফানো! কিন্তু সেখানেও তো ঘাসের অভাব নেই। আগামী মঙ্গলবারেই আমি চলে যাচ্ছি।"

"না, তুমি যাবে না," মিস্ এলিসন বলল।

"কি?" ভাইকিং বলল।

"একলা যাবে না," মিস্ এলিসন বলল; তার স্যালাডের উপর এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল। "তুমি কি ভেবেছ?"

"বেটি!" ভাইকিং চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি কি বলতে চাও?"

"আমিও যাব," মিস্ এলিসন জোর গলায় বলল।

ভাইকিং "এপোলিনারিস" ঢেলে দিল মিস্ এলিসন-এর গ্লাসটা পূর্ণ করে। তারপর বলে উঠল, "এটা 'গোলমেলে দুদে'-র নামে।"

মিস্ এলিসন বলল, "আমি তাকে চিনি না; কিন্তু সে যদি তোমার কোন বন্ধু হয় জিমি—তো তারই উদ্দেশে!"

# স্মারক

**The Memento**

মিস্ লিনেটি ডি' আরমাণ্ড ব্রডওয়ে থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। এটা ইটের বদলে পাটকেল, কারণ এই কাজটি ব্রডওয়েও মিস্ ডি' আরমাণ্ডের প্রতি প্রায়শই করেছে। তবু মনে হয় 'ইটের' এটা পাপ্যই ছিল, কারণ "রিপিং দি হ্যান্ডউইণ্ড"-এর প্রাক্তন

নায়িকার অনেক কিছু প্রাপ্য ছিল ব্রডওয়ের কাছে, অথচ তার কাছে ব্রডওয়ের প্রাপ্য ছিল না কিছুই।

অতএব মিস্ লিনেটি ডি' আরমাণ্ড তার চেয়ারের পিঠটা ঘুরিয়ে দিল ব্রডওয়ের উপরকার জানালাটার দিকে, আর একটা রেশমি কালো মোজা সেলাই করতে বসল। তার জানালার নিচেকার গর্জনমুখর ব্রডওয়ের হৈ-চৈ ও ঝলমলানি তার মনকে মোটেই টানে না; রূপকথার রাজপথের উপরকার ড্রেসিং-রুমের বদ্ধ বাতাস এবং তার বিশাল বাড়িতে সমবেত শ্রোতাদের হট্টগোলকেই সে বেশি করে চাইত। এদিকে এই মোজা জোড়াকেও অবহেলা করা চলবে না। রেশমি কাপড় বড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়—শেষ পর্যন্ত, বাড়িতে তো ওই একটা জিনিসই আছে।

ম্যারাথন যেমন দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে, হোটেল থালিয়াও তেমনই দাঁড়িয়ে আছে ব্রডওয়ের উপর। হোটেলটা যেন একটা বিষাদমগ্ন পাহাড়ের চূড়া যার নিচেকার জলাবর্তে দুটি বড় রাস্তার জলস্রোত এসে পরস্পরের উপর আছড়ে পড়ছে। তার চারদিককার রাস্তায় ভিড় করে আছে বুকিং-আপিস, থিয়েটার, এজেন্ট, স্কুল আর পেট-মোটা সব প্রাসাদের সারি।

স্বল্পালোকিত ও দুর্গন্ধময় "থালিয়া"-র অদ্ভুত হলগুলোর ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনার মনে হবে বুঝি কোন বড় জাহাজ অথবা যূথবদ্ধ যাত্রীদলে আছেন যেটা এখনই পাল তুলে দেবে, অথবা আকাশে উড়বে, অথবা ঘুরন্ত চাকার তালে তালে যাত্রা শুরু করবে। বাড়িটার সর্বত্র যেন ছড়িয়ে আছে অস্থিরতা, প্রত্যাশা, ক্ষণস্থায়িত্ব, এমন কি উদ্বেগ ও ভয়ের একটা অনুভূতি। গাইড সঙ্গে না থাকলে আপনাকে ঘুরে মরতে হবে স্যাম লয়েড-এর গোলকধাঁধায় পথ হারানোর এক আত্মার মত।

যে কোন মোড় ঘুরলেই আপনি দেখতে পাবেন ট্র্যাজিডি-নাটকের ভয়ংকর সব অভিনেতারা স্নানের পোশাক পরে স্নান-ঘরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শত শত ঘর থেকে ভেসে আসছে আলাপচারির গুন-গুন, নতুন ও পুরনো গানের তাল, সমবেত অভিনেতাদের অট্টহাসি।

গ্রীষ্ম এসে গেছে; যার যার দল ভেঙে গেছে। প্রত্যেকেই যার যার পছন্দমত যাত্রীনিবাসে আশ্রয় নিয়েছে, আর আগামী মরশুমে কাজ পাবার আগ্রহে ম্যানেজারদের পায়ে পায়ে ঘুরছে।...মিস্ ডি' আরমাণ্ড-এর ঘরটা ছোট। ড্রেসিং-টেবিল ও ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডের মাঝখানে কোন রকমে তার দোলনা-চেয়ারটার জন্য একটু জায়গা করা হয়েছে। ড্রেসিং-টেবিলের উপরে আছে সাধারণ টুকিটাকি জিনিসপত্র; তাছাড়া প্রাক্তন নায়িকার নানা সময়কার অভিজ্ঞানের সংগ্রহ, আর তার প্রিয় এবং সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী বন্ধুদের ফটোগ্রাফ।

সাজগোজ করার ফাঁকে ফাঁকে একটি ফটোগ্রাফের দিকে দুই-তিন বার তাকিয়ে সে বন্ধুর মত হাসতে লাগল।

অর্ধোচ্চারিত গলায় বলল, "খুব জানতে ইচ্ছা করছে ঠিক এই সময়ে লী কোথায় আছে।"

এত প্রশংসিত ফটোগ্রাফটি দেখার সুযোগ যদি আপনি পেতেন তাহলে প্রথম দৃষ্টিতেই আপনার মনে হত যে আপনি দেখছেন একটি ঝঞ্ঝাতাড়িত বহুদল শ্বেত পুষ্পের ছবি। কিন্তু এই বায়ুবিধ্বস্ত শ্বেত বর্ণের জন্য ফুলের রাজ্যও দায়ী নয়।

আপনি দেখলেন মিস্ রোজালি রে-র সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা খাটো স্কার্টটাকে ঠিক যখন সে তার উইস্টারিয়া লতায় জড়ানো শরীরটাকে এক ঝট্‌কায় এমনভাবে পাক খাইয়ে দিল যে তার গোড়ালি দুটো মাথার উপর উঠে রঙ্গমঞ্চ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল দর্শকদের মাথার অনেক উপর দিয়ে। আপনি আরও দেখলেন, সেই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে পায়ের একটি সুদৃশ্য, জোরালো ঝাঁকিতে হলুদ রেশমি গার্টারটাকে সে অনেক উঁচু দিয়ে উড়িয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল; প্রত্যেক সন্ধ্যায়ই তার নমনীয় অঙ্গ থেকে পাক খেতে খেতে সেই গার্টারটি নেমে আসে নিচের উল্লসিত দর্শকদের মধ্যে। অবশ্য এ সবই আপনি দেখলেন একটা ক্যামেরায় তোলা ছবিতে।

আপনি আরও দেখলেন, এক বিশেষ রঙ্গাভিনয়ে উপস্থিত কালো পোশাকে সজ্জিত পুরুষ পৃষ্ঠপোষকদের মধ্য থেকে একশটি হাত ঊর্ধ্বে উঠে এল যাতে এই উজ্জ্বল উড়ন্ত নিদর্শনটির গতিকে থামিয়ে দেওয়া যায়।

এই রকম সেরা নৃত্যপ্রদর্শনের প্রতি দুই বছরের শেষে মিস্ রোজালি রে-র ভাগ্যে জোটে বিয়াল্লিশ সপ্তাহের একটি সেরা ভ্রমণ-আনন্দ উপভোগের ছুটি।

সেবার দুই বছরের শেষে মিস্ রে হঠাৎ প্রিয়বান্ধবী মিস্ ডি' আরমাণ্ডকে জানিয়ে দিল লং আইল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলে একটি মান্ধাতার আমলের গ্রামেই সে গ্রীষ্মকালটা কাটাতে যাচ্ছে, এবং আর কোন দিনই রঙ্গমঞ্চের উপর তাকে দেখা যাবে না।

মিস্ লিনেট ডি' আরমাণ্ড পুরনো বান্ধবীটির গতিবিধির কথা জানতে চাওয়ার ঠিক পনেরো মিনিট পরেই তার দরজায় খট্-খট্ শব্দ শোনা গেল।

সন্দেহ নেই যে রোজালি রেই শব্দটা করেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভিতরে ঢোকার আদেশ উচ্চারিত হতেই হুকুমমত কাজটি করে সে মুখে একটি ক্লান্তিসূচক শব্দ করে ভারী হাত-ব্যাগটাকে মেঝের উপর ফেলে দিল। বিশ্বাস করুন, স্বয়ং রোজালিই হাজির। পরনে একটা ঢিলে মোটরের দাগ-লাগা কোট, গজখানেক ঝুলের বাদামী রংয়ের অবগুণ্ঠন মুখের উপর নামানো।

সে যখন অবগুণ্ঠন ও টুপি খুলে ফেলল তখন আপনি দেখতে পেলেন একখানি সুন্দর মুখ, এই মুহূর্তে কোন অস্বাভাবিক আবেগের ফলে ঈষৎ রক্তিম ও বিচলিত, এবং অস্থির, অসন্তোষ-ভরা দুটি বড় বড় চোখের উজ্জ্বলতা কিঞ্চিৎ ম্লান। এক ঢাল কালো চুল অতি ব্যস্ততায় বাঁধা হয়েছে বলে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে।

রোজালি বলল, "তোমার ঘরের দুই ধাপ সিঁড়ি উপরের হল ঘরটা আমি পেয়েছি; কিন্তু উপরে না উঠে আমি সোজা চলে এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে। ওরা না বললে আমি জানতেই পারতাম না যে তুমি এখানে আছ।"

লিনেট বলল, "গত এপ্রিল থেকেই আমি এখানে আছি। আর 'ফেটাল ইন্‌হেরিট্যান্স' কোম্পানীর সঙ্গেই পথে নামছি। পরের সপ্তাহে এলিজাবেথ-এই আমাদের 'শো' শুরু হচ্ছে। তারপর—এবার তোমার কথা বল।"

বেশ কৌশলের সঙ্গে এঁকেবেঁকে রোজালি উঠে বসল মিস্ ডি' আরমাণ্ড-এর

পোশাকের ট্রাংকটার উপর কাগজ-আঁটা দেয়ালে হেলান দিয়ে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে ভ্রাম্যমান নায়িকারা এবং তাদের ভাগিনীরা এই ভাবেই তাদের যাতায়াতকে আরামপ্রদ করে তোলে; দেখলে মনে হবে বুঝি কোন গদি-আঁটা হাতল চেয়ারে তারা ডুব দিয়েছে।

যৌবনদীপ্ত মুখে একটা আশ্চর্য বিদ্রূপ ও আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়ে তুলে সে বলল, "সবই তোমাকে বলব লিন। তারপর কালই আবার পুরনো ব্রডওয়ের পথেই পা বাড়াব এবং এজেন্টদের আপিসের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে আরও বেশি করে রং মাখাব। আমাকে একখানা রুমাল ধার দাও লিন। জান তো, 'লং আইল্যাণ্ড'-এর ট্রেনগুলো কী সাংঘাতিক। ভাল কথা। তোমার কাছে পানীয় কিছু আছ কি লিন?"

মিস্ আরমাণ্ড ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডের দরজা খুলে একটা বোতল বের করল।

"এতে এক পাঁইট মত 'মানহাটান' আছে। পানীয়ের গ্লাসেও অনেক কার্নেশন আছে, কিন্তু—"

"ওঃ, বোতলটা দাও। গ্লাসটা রেখে দাও। ধন্যবাদ। তিন মাসের মধ্যে এই আমার প্রথম সুরা পান!"

"সত্যি লিন, গত মরশুমের শেষেই আমি মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিলাম, কারণ ও জীবনটা আর ভাল লাগল না। আর বিশেষ করে এই কারণে যে মানুষ সম্পর্কে আমার মনটা বিরক্তিতে ভরে গেছে—অবশ্য সেই সব মানুষ সম্পর্কে যাদের বিরুদ্ধে আমাদের মত রঙ্গমঞ্চের মানুষদের নিয়তই লড়াই করে চলতে হয়। তুমি তো জান আমাদের পক্ষে সে খেলাটা কেমন—এ লাইনের সর্বত্রই আমাদের যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়—যে ম্যানেজার আমাদের তুলে নিতে চায় তার নতুন মোটর গাড়িতে তার থেকে আরম্ভ করে যে সব পোস্টার-মারা লোকেরা আমাদের নাম ধরে ডাকতে চায় তারা পর্যন্ত।

"আর অভিনয় শেষ হয়ে গেলে যাদের সঙ্গে দেখা করতে হয় তারাই তো সব চাইতে ওঁচা। যারা রঙ্গমঞ্চের দরজায় ঘুরঘুর করে, আর ম্যানেজারের বন্ধুরা যারা আমাদের নৈশ ভোজে নিয়ে যায়, তাদের হীরে-মুক্তো দেখায়, আর সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়। তারা সব পশু। আমি তাদের ঘৃণা করি।

"আমি তোমাকে বলছি লিন, রঙ্গমঞ্চের আমাদের মত মেয়েরাই সত্যিকারের করুণার পাত্র। সেই সব মেয়েরা ভাল ভাল বাড়ি থেকে আসে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে অভিনয়-বৃত্তিতে খ্যাতি লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কখনও উপরে উঠতে পারে না। নাচিয়ে মেয়ের দল ও তাদের সপ্তাহে পনেরো ডলার নিয়ে অনেক সহানুভূতির কথা তোমরা শুনতে পাও। বাজে কথা! নাচিয়ে মেয়েদের দুঃখ-কষ্টটা এমন কিছু নয় যা কোন গলদা চিংড়ি দূর করতে পারে না।

"চোখের জল যদি ফেলতেই হয় তো সেটা পড়ুক সেই সব অভিনেত্রীর জন্য যেন একটা কুৎসিত দৃশ্যে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সপ্তাহে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডলার মাইনে পায়। সে জানে এর চাইতে ভাল সে কোনদিনই করতে পারবে না; কিন্তু বছরের পর বছর সে আশায়-আশায় থাকে যদি একটা ভাল সুযোগ এসে যায়; সে সুযোগ কোনদিন আসে না।

"কিন্তু আমি সব চাইতে বেশি ঘৃণা করি সেই সব পুরুষদের যারা তোমার টেবিলের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, তোমার দাম অনুসারে 'উর্জবাজার' অথবা 'এক্সট্রা ড্রাই' দিয়ে তোমাকে কিনে নিতে চেষ্টা করে। শ্রোতা-সাধারণের জন্য বসে যারা হাততালি দেয়, চিৎকার করে, ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে, ভিড় জমায়, মুখে লালা ঝরায়—এক পাল বন্য জন্তুর মত, আর এমনভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তোমার দিকে যেন তোমাকে তাদের থাবার মধ্যে পেলেই একেবারে গিলে খাবে। উঃ, কত ঘৃণা যে আমি তাদের করি!

"দেখ লিন, আমি কিন্তু নিজের কথা প্রায় কিছুই বলি নি, তাই না?

"আমি দু'শ' ডলার জমিয়েছিলাম এবং গ্রীষ্মের গোড়াতেই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিলাম। চলে গেলাম 'লং আইল্যাণ্ড'-এ; সেখানে একেবারে সমুদ্রের কোলে পেয়ে গেলাম একটা মিষ্টি গ্রাম—নাম সাউণ্ডপোর্ট। স্থির করলাম, গ্রীষ্মকালটা সেখানেই কাটাব, সেখানে বাগ্মিতা নিয়ে পড়াশুনা করব, আর একটা ক্লাস খোলার চেষ্টা করব। সমুদ্র-তীরের কাছেই এক বৃদ্ধ বিধবা মহিলার একটা বাড়ি ছিল; নিছক সঙ্গী পাবার জন্যই তিনি মাসে দুটো-একটা ঘর ভাড়া দিতেন। তিনি আমাকে নিয়ে নিলেন। তার বাড়িতে আরও একজন বোর্ডার ছিলেন—রেভারেণ্ড আর্থার লাইলি।

"হ্যাঁ, তিনিই প্রধান সমুদ্রগামী জাহাজ। তুমি ঠিক ধরেছ লিন। সবটা বলতে আমার এক মিনিট সময় লাগবে। একটা একাংক-নাটক বৈ তো নয়।

"তিনি প্রথম পা ফেললেন, আর আমার মনও বলল, পা ফেল; তিনি প্রথম কথা বললেন, আর আমাকে জয় করলেন। শ্রোতাদের থেকে তিনি অন্য ধরনের মানুষ। দীর্ঘকায়, একহারা চেহারা, তিনি ঘরে ঢুকলে তুমি তার পায়ের শব্দও শুনতে পাবে না, কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে। তার মুখখানি কোন নাইটের ছবির মত—রাউণ্ড টেবিল-এর নাইটদের অন্যতম একজনের মত—আর তার কণ্ঠস্বর যেন একটি মাত্র সেলোর সুর। আর তার চাল-চলন।

"লিন, তুমি যদি জন ড্রুকে তার সেরা ড্রয়িং-রুমের সেরা দৃশ্যের অভিনেতা রূপে দেখ এবং তারপর দু'জনের তুলনা কর, তাহলে তুমিও চাইবে যে শান্তিভঙ্গকারী হিসাবে জনকে গ্রেপ্তার করা হোক।

"বিস্তারিত বিবরণ তোমাকে শোনাতে চাই না; কিন্তু একটি মাস পার হবার আগেই আর্থার ও আমি পরস্পরের বাকদত্ত হলাম। সে ছিল একটা মেথডিস্ট গির্জার পুরোহিত। পুরোহিতের বাসাবাড়িটা ছিল ছোটখাট; তবে বিয়ের সময় মুরগি ও হানিসাক্‌ল্ ফুলের ব্যবস্থা হয়েছিল। আর্থার আমাকে স্বর্গ সম্পর্কে অনেক কিছুই শেখাত; কিন্তু সেই হানিসাক্‌ল্ ফুল আর মুরগির কথা কোনদিন আমার মন থেকে মুছে যাবে না।

"না; আমি তাকে বলি নি যে এক সময় আমি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতাম; ও ব্যাপারটাকেই আমি ঘৃণা করতাম; ওটাকে আমি চিরদিনের মত ছেড়ে চলে এসেছি, কাজেই সেই অতীতকে খুঁচিয়ে তোলার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই নি। আমি চিরকালই ভাল মেয়ে ছিলাম; আমি একজন বাগ্মী, এ ছাড়া বলার মত কিছুই আমার ছিল না। আমার বিবেক ততটুকু পর্যন্ত মেনে নিতে পেরেছিল।

"আঃ, আমি তোমাকে বলছি লিন, আমি সুখী হয়েছিলাম। গির্জার গায়কদলে আমি গান করতাম; সেলাই-সমিতির সভ্য ছিলাম, 'এনি লরি' আবৃত্তিও করতাম প্রায় ব্যবসায়িক ভঙ্গিতে। আর্থার ও আমি এক সঙ্গে নৌকো চালাতাম, বনে-জঙ্গলে বেড়াতাম, আর আমি মনে করতাম যে সেই ছোট গ্রামটি পৃথিবীর সব চাইতে ভাল জায়গা। সারাটা জীবনে সেখানে আমি সুখেই থাকতাম, যদি—

"কিন্তু এক সকালে বিধবা মহিলা বৃদ্ধা মিসেস গুর্‌লিকে আমি যখন পিছনের বারান্দায় বসে মটর শুঁটি ছাড়াবার কাজে সাহায্য করছিলাম তখন তিনি গল্পে মেতে উঠলেন এবং নানা রকম তথ্য প্রচার করতে শুরু করলেন। মিঃ লাইলি তার কাছে ছিলেন যেন মর্ত্যের এক সাধু পুরুষ—ঠিক যেমন আর্থারও ছিল আমার কাছে। ভদ্রলোকের অশেষ গুণকীর্তন শেষ করে উপসংহারে তিনি আমাকে বললেন যে 'বেশি দিন আগেকার কথাও নয় আর্থার একটি অত্যন্ত রোমাণ্টিক প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল এবং তার পরিণতি হয়েছিল দুঃখময়।' বিস্তারিত করে তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু তিনি এটা জানতেন যে আর্থারকে গুরুতরভাবে প্রহার করা হয়েছিল। আরও বললেন, সে ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল, মন-মরা হয়ে গেল; এবং সেই মহিলার একটা কিছু স্মারক বা স্মৃতি-চিহ্ন একটা ছোট গোলাপ-কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে তালা-চাবি বন্ধ করে সেটাকে রেখে দিয়েছিল তার পড়ার ঘরের ডেস্কের ড্রয়ারে।

"তিনি আরও বললেন, 'অনেকবার আমি দেখেছি, সন্ধ্যা হলেই সেই বাক্সটা নিয়ে সে চুপচাপ বসে থাকে এবং অন্য কেউ ঘরে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ড্রয়ারে রেখে তালা বন্ধ করে দেয়।

"আচ্ছা, এর পরেও আমি আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকতে পারি সেটা তুমিই কল্পনা করে নাও।

"সেই দিন বিকেলেই আমরা দু'জন উপসাগরের তীরে জলপদ্মের ভিতর দিয়ে নৌকো চালিয়ে প্রমোদ-বিহার করছিলাম।

"তখনই আমি বললাম, 'আর্থার, তোমার যে আগেও একটা প্রেমের ব্যাপার ছিল সে-কথা তো তুমি আমাকে কখনও বল নি। কিন্তু মিসেস গুর্‌লি আমাকে বলেছেন'; আমি যে ব্যাপারটা জেনেছি সেটা আর্থারকে জানিয়ে দিলাম। কেউ মিথ্যে কথা বলছে শুনলে আমি তাকে ঘৃণা করি।

"খোলা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি এখানে আসার আগে একটা মন দেওয়া-নেওয়া ব্যাপার ঘটেছিল—বেশ ভালভাবেই ঘটেছিল। যেহেতু ব্যাপারটা তুমি জেনেছ, আমিও অকপটেই সব বলব।'

"আমি অপেক্ষা করে আছি,' আমি বললাম।

"আর্থার বলল, 'প্রিয় ইডা, আসলে সে ভালবাসাটা ছিল আধ্যাত্মিক। যদিও সেই মহিলা আমার মনে গভীরতম আবেগের সৃষ্টি করেছিল এবং আমিও ভেবেছিলাম সে-ই আমার আদর্শ নারী; কিন্তু আমি কখনও তার সঙ্গে দেখা করি নি, আর কখনও তার সঙ্গে কথাও বলি নি। সে এক আদর্শ প্রেম। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা সেটাও আদর্শ হিসাবে ছোট না হলেও একটু অন্য ধরনের। আমাদের মধ্যে সেই ভালবাসা গড়ে উঠুক এটা তুমিও চাইবে না।'

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি সুন্দরী ছিল?'

"আর্থার বলল, 'খুব সুন্দরী ছিল।'

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে?'

"সে বলল, 'এক ডজন ঝড়ের মত।'

"আমি বললাম, 'সব সময়ই দূর থেকে?'

"সে বলল, 'সব সময়ই বেশ দূর থেকে।'

"আমি শুধালাম, 'আর—তুমি তাকে ভালবাসতে?'

"আর্থার বলল, 'মনে হত সে আমার আদর্শ রূপসী, লাবণ্যময়ী—এবং আত্মা।'

"আর এই যে স্মৃতি-চিহ্নটি যা তুমি তালাবন্দী করে রাখ এবং মাঝে মাঝেই যার দিকে তাকিয়ে তুমি সময় কাটাও, সেটাও কি তারই স্মরণ-চিহ্ন?'

"আর্থার বলল, 'একটি স্মারক যাকে আমি অমূল্য সম্পদ হিসাবে সঞ্চয় করে রেখেছি।'

"সে কি এটা তোমাকে পাঠিয়েছিল?'

"সে বলল, 'এটা তার কাছ থেকেই এসেছিল।'

"আমি শুধালাম, 'আঁকাবাঁকা পথে কি?'

"সে বলল, "কিছুটা আঁকাবাঁকা, আবার সোজাসুজিও বটে।'

"আমি শুধালাম, 'কেন তুমি কখনও তার সঙ্গে দেখা কর নি? জীবনে তোমাদের অবস্থান কি এতই ভিন্ন রকমের ছিল?'

আর্থার বলল, 'সে ছিল আমার অনেক উপরে। দেখ ইডা, এ সবই অতীতের ব্যাপার। এ নিয়ে তুমি ঈর্ষা করো না, করবে কি?'

"আমি বললাম, 'ঈর্ষা! সে কি, এ তুমি কি বলছ? এটা জানবার আগে তোমাকে নিয়ে আমি যতটা ভেবেছি এখন তো তার চাইতে দশগুণ বেশি ভাবতে হচ্ছে।'

"ব্যাপারটা নিয়ে তাই হয়েছিল লিন—যদি তুমি ব্যাপারটা বুঝে থাক। সেই আদর্শ ভালবাসা ছিল আমার কাছে একটা নতুন জিনিস, আর সেটাই আমার কাছে মনে হয়েছিল সব চাইতে সুন্দর ও গৌরবের বস্তু। ভাবতে পার একটি পুরুষ এমন একটি নারীকে ভালবাসল যার সঙ্গে সে কখনও একটা কথাও বলে নি এবং নিজের মন ও অন্তর দিয়ে সেই নারীর যে ছবি সে এঁকেছে তারই প্রতি সে বিশ্বস্ত হয়ে রইল! ওঃ, আমার কানে কথাটা খুব মহৎ হয়েই বাজল। এতকাল যে সব পুরুষকে জেনে এসেছি তারা এসেছে হীরে নিয়ে অথবা মাইনে বাড়াবার টোপ নিয়ে—আর তাদের আদর্শ!—দেখ, তা নিয়ে আর বেশি কিছু বলব না।

"সত্যি, এই ঘটনা জানার পরে আর্থারকে নিয়ে আমি আগের চাইতে অনেক বেশি ভাবতে লাগলাম। যে সুদূরের দেবীকে সে পূজা করত তার প্রতি আমি ঈর্ষান্বিত হতে পারি নি, কারণ আমি নিজেও তো তাকে আপন করতে চলেছি। আমি তাকে দেখতে শুরু করলাম মর্ত্যের মাটিতে এক সাধু-সন্তের মত, ঠিক এমনটি দেখেছিলেন বৃদ্ধা মহিলা গুরলি।

"আজ বিকেল চারটের সময় একটি লোক আর্থারের খোঁজে বাড়িতে এসে জানাল যে আর্থারকে তখনই গির্জায় যেতে হবে একটি রোগীকে দেখতে। বৃদ্ধা মহিলা গুরলি

তখন কোচে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিলেন; অতএব আমাকে প্রায় একলা রেখেই আর্থার বেরিয়ে গেল।

"আর্থারের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি ভিতরে তাকিয়ে দেখলাম তার চাবির গোছাটি ডেস্কের ড্রয়ারের সঙ্গেই 'ঝুলছে'; আর্থার ভুল করে সেটা ফেলে গেছে। দেখ, আমার তো মনে হয় মাঝে মাঝে আমরা সকলেই মিসেস ব্লুবিয়ার্ড হয়ে যাই, তাই নয় কি লিন? আমি মনস্থির করে ফেললাম—যে স্মারকটিকে সে এত গোপন করে রেখেছে সেটাকে একবার দেখতেই হবে। জিনিসটা কি তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না—শুধু কৌতূহল মাত্র।

"ড্রয়ারটা খুলতে খুলতে আমি কল্পনা করলাম—সেটা দুটো জিনিসের যে কোন একটা হবে। আমি ভাবলাম, সেটা হতে পারে একটা শুকনো গোলাপ-কুঁড়ি—বারান্দা থেকে মহিলা সেটা ফেলে দিয়েছিল আর্থারের জন্য, অথবা সেটা হয় তো কোন পত্রিকা থেকে কেটে-নেওয়া মহিলাটির একটা ছবি, কারণ মহিলাটি ছিলেন অনেক উঁচু জগতের মানুষ।

"আমি ড্রয়ারটা খুললাম। সেখানে পেলাম গোলাপ-কাঠের একটা ছোট বাক্স। চাবির গোছার একটা ছোট চাবি তালায় ঢুকিয়ে ডালাটা তুলে ধরলাম।

"স্মারকটিকে একনজর দেখেই আমি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আমার ট্রাংকটা গুছিয়ে ফেললাম। কয়েকটা জিনিস হাতে তুলে নিলাম, চিরুনি দিয়ে মাথার চুলটা দু'একবার আঁচড়ে নিলাম, টুপিটা মাথায় দিলাম, তারপর ভিতরে গিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটির পায়ে একটা ঠেলা মারলাম। কেবল আর্থারের কথা ভেবেই অনেক চেষ্টা করে তার সঙ্গে ভদ্রতা রেখে কথা বললাম।

"বললাম, 'বাজে স্বপ্ন দেখা ফেলে উঠে বসুন, একটু নজর রাখুন। আশেপাশেই ভূতরা চলাফেরা করছে। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি; আমার কাছে আপনার আট ডলার পাওনা আছে। ডাক গাড়ির লোক এসে আমার ট্রাংকটা নিয়ে যাবে।'

"প্রাপ্য টাকাটা তার হাতে দিলাম।

"তিনি বললেন, 'প্রিয় মিস্ ক্রসবি! কিছু দোষ-ত্রুটি ঘটেছে কি? আমার তো ধারণা ছিল এখানে তুমি খুসিই ছিলে। কি জান, যুবতী মেয়েদের বোঝাই ভার; তুমি যে রকমটা আশা কর তার চাইতে তারা সম্পূর্ণ অন্যরকম।'

"আমি বললাম, 'আপনি যথার্থ বলছেন। কেউ কেউ সেই রকমই বটে। কিন্তু পুরুষদের বেলায় আপনি এ-কথা বলতে পারেন না। একটি পুরুষ মানুষকে জানলেই আপনার সব পুরুষদের জানা হয়ে যায়! মানব জাতির প্রশ্নের এটাই মোক্ষম জবাব।'

"আর তারপরেই আমি চারটে আটত্রিশ-এর ট্রেনটা ধরলাম; আর এখানে এসে হাজির হলাম।"

মিস্ ডি' আরমাণ্ড উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "বাক্সটার মধ্যে কি ছিল সেটা তো আমাকে বললে না লি।"

"পুরনো রঙ্গাভিনয়ে নাচের চরম মুহূর্তে পা দিয়ে লাথি মেরে যে সব হলুদ রংয়ের রেশমি গার্টার আমি দর্শকদের মধ্যে ছুড়ে দিতাম তারই একটা গার্টার। যে কোন রকম একটা ককটেল কি পাওয়া যাবে লিন?"

# নিয়তির পথ

১৯০৯

Roads of Destiny


# নিয়তির পথ


Roads of Destiny

আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই
ভবিতব্যের সন্ধানে।
যাদের মনটা সাচ্চা ও শক্ত,
যাদের হাতে আছে ভালবাসার মশাল—
তারা কি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে না
আমার নিয়তিকে
হুকুম করার, পরিহার করার,
মনের মত করে ব্যবহার করার
অথবা একটা ছাঁচে গড়ে তোলার
এই সংগ্রামে ?

ডেভিড মিগনট-এর অপ্রকাশিত কবিতাবলী

গান শেষ হয়ে গেল। কথাগুলি ডেভিড-এর ; পরিবেশটা গ্রামাঞ্চলের। সরাইখানার টেবিলে সমবেত সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশংসা জানাল, কারণ মদের খরচটা দিল কবি নিজেই। কেবল নোটারি এম. পাপিনু কথাগুলি সম্পর্কে মাথা নাড়লেন, কারণ তিনি পণ্ডিত মানুষ এবং অন্য সকলের মত মদ গেলেন নি।

ডেভিড গ্রামের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ; সেখানকার রাতের বাতাস তার মাথার ভিতর থেকে মদের বাষ্পকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর তখনই তার মনে পড়ে গেল যে সেদিন সে ও ইউভোনি ঝগড়া করেছে এবং সেও প্রতিজ্ঞা করেছে যে বাইরের বৃহত্তর জগতে খ্যাতি ও সম্মানের খোঁজে সেই রাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

উল্লাসের আতিশয্যে সে নিজেকে বুঝিয়েছে, "আমার কবিতা যখন সকলের মুখে মুখে ফিরবে হয়তো তখন আজকের কঠিন কথাগুলো সেই মহিলাটির মনে পড়বে।"

যে সব মানুষ শুঁড়িখানায় হৈ-হল্লা করছে তারা ছাড়া গ্রামের অন্য সব মানুষই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ডেভিড পা টিপে টিপে তার বাবার কুটিরের চালায় নিজের ঘরে ঢুকে তার যৎসামান্য পোশাকপত্র দিয়ে একটা পুটুলি বাঁধল। সেটাকে একটা লাঠির মাথায় ঝুলিয়ে সে হাঁটতে শুরু করল সেই পথ ধরে যেটা ভের্নয় থেকে অনেক দূরদেশের দিকে চলে গেছে।

তার বাবার ভেড়ার পাল তাদের নৈশ খোঁয়াড়ের মধ্যে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে; প্রতিদিন এই ভেড়ার পালকে সেই মাঠে নিয়ে যেত চরাতে; ভেড়াগুলো চরে বেড়াত আর সে নিজের মনে ছেঁড়া কাগজে কবিতা লিখত। ডেভিড সেই খোঁয়াড়ের পাশ দিয়েই চলে গেল। তার চোখে পড়ল ইউভোনির জানালায় তখনও একটা আলো জ্বলছে। তা দেখে হঠাৎই একটা দুর্বলতা তার প্রত্যয়কে একটু নাড়া দিল। হয়তো এই আলোটা বলে দিল যে ইউভোনি বিনিদ্র চোখে তার ক্রোধের জন্য অনুতাপ করছে এবং সকাল হলেই হয় তো—কিন্তু না! তার সিদ্ধান্ত পাকা। ভের্নয় তার উপযুক্ত স্থান নয়। তার চিন্তা-ভাবনার অংশীদার হতে পারে এমন একটা মানুষও সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই পথের প্রান্তেই দূরে কোথাও আছে তার ভাগ্য ও তার ভবিষ্যৎ।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ধোয়া তিন লিগব্যাপী খোলা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে পথটা চলে গেছে। গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস, রাস্তাটা অন্ততপক্ষে প্যারিস পর্যন্ত প্রসারিত; আর আমাদের কবিটিও হাঁটতে হাঁটতে বার বার এই নামটাই ফিস্‌ফিস্‌ করে উচ্চারণ করতে লাগল। ডেভিড আগে কখনও ভের্নয় থেকে এত দূর পথে পাড়ি দেয় নি।

## বাঁ দিকের রাস্তায়

তারপর রাস্তাটা তিন লিগ পার হয়ে পড়ল এক গোলকধাঁধায়। একটা সমকোণ সৃষ্টি করে রাস্তাটা আর একটা বড় রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হল। দোনামনা করে ডেভিড কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, আর তারপরেই বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বড় রাস্তাটার ধূলোয় চাকার দাগ দেখে বোঝা গেল সম্প্রতি কোন চক্র-যান সেই পথে চলে গেছে। আরও আধা ঘণ্টা পরে একটা খাড়া পাহাড়ের সানুদেশে ছোট নালার মধ্যে একটা মাল-বোঝাই গাড়িকে কর্দমাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এই চক্র-চিহ্নের কারণটাও জানা গেল। চালক ও তার সহকারী ঘোড়ার লাগাম ধরে টানছে আর চেঁচামেচি করছে। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাক পরা একটি ষণ্ডাগোছের পুরুষ আর লম্বা ঝুলের হালকা আলখাল্লা পরা একটি তন্বী মহিলা।

চাকরদের চেষ্টার মধ্যে কোন রকম বুদ্ধির পরিচয় না দেখে ডেভিড নিজেই সে কাজে হাত লাগাল এবং অবস্থাটা সামাল দিয়ে ফেলল। চাকরদের বলল, ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে তারা চাকায় হাত লাগাক। গাড়োয়ানটি পরিচিত গলায় ঘোড়াগুলোর তোয়াজ

করতে লাগল; ডেভিড নিজে তার শক্ত-সমর্থ কাঁধটাকে গাড়ির পিছনে লাগিয়ে ঠেলতে শুরু করল; আর সকলের সমবেত চেষ্টায় ভারী গাড়িটা শক্ত মাটিতে উঠে এল। অন্য সকলেই তখন গাড়িতে উঠে বসল।

ডেভিড এক মুহূর্তকাল এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিশালদেহ ভদ্রলোকটি হাত নেড়ে তাকে ডাকল। "তুমি গাড়িতে ওঠ," বিশাল দেহের মতই মোটা গলায় সে বলল; কিন্তু বক্তব্যকে মধুর করার কৌশল তার অভ্যাসগত। এমন কণ্ঠস্বরের যে অধিকারী তার কথা মানতে মানুষ বাধ্য। তরুণ কবির মনে যেটুকু ইতস্তত ভাব ছিল তাও সংক্ষিপ্ততর হল ভদ্রলোকটির দ্বিতীয় আদেশে। ডেভিড পাদানিতে পা রাখল। অন্ধকারের মধ্যেও সে বুঝতে পারল যে মহিলাটি বসেছে পিছনের আসনে। সে তার উল্টো দিকেই বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় সেই কণ্ঠস্বর তার ইচ্ছাকে ঘুরিয়ে দিল। "মহিলাটির পাশেই তুমি বসবে।"

বিপুল দেহভার নিয়ে ভদ্রলোকটি সামনের আসনে সরে গেল। গাড়িটা পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। মহিলাটি এক কোণে কুঁকড়ে বসে ছিল। মহিলাটি বয়স্কা না যুবতী সেটা ডেভিড ঠাহর করতে পারল না, কিন্তু তার পোশাক থেকে ছড়িয়ে পড়া একটি মিষ্টি গন্ধ তার কবি-কল্পনাকে ভরে তুলল; সে বিশ্বাস করে বসল যে এই রহস্যের আড়ালে আছে এক অপার সৌন্দর্য। এর মধ্যে আছে সেই অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি যা এতদিন ছিল তার কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সে রহস্য-সমাধানের চাবি তো তার হাতে নেই, কারণ কারও মুখ থেকেই একটা শব্দও উচ্চারিত হয় নি।

এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ডেভিড বুঝতে পারল যে গাড়িটা কোন শহরের পথ দিয়ে চলছে। তারপরেই একটা রুদ্ধদ্বার অন্ধকার বাড়ির সামনে দাঁড়াল; একটি চাকর গাড়ি থেকে নেমে দরজায় ঘা দিতে লাগল। উপরের একটা পর্দা-ঝোলানো জানালা সপাটে খুলে গেল এবং জানালা দিয়ে প্রত্যক্ষ হল রাত-টুপি পরা একটি মাথা।

"তুমি কে হে এত রাতে ভাল মানুষদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছ? আমার বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এত রাতে মালদার পর্যটকরা বাইরে থাকে না। আমার দরজায় ধাক্কাধাক্কি না করে কেটে পড়।"

চাকরটি চেঁচিয়ে বলল, "দরজাটা খুলে দাও; মঁসিয়ে দ্য বিউপার্তুস-এর জন্য খুলে দাও।"

"ও হো!" উপর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। "দশ হাজার বার ক্ষমা চাইছি প্রভু। আমি বুঝতে পারি নি—রাত অনেক হয়েছে তো—দরজা এখনই খুলে দেওয়া হবে আর বাড়িটা তুলে দেওয়া হবে আমার প্রভুর হেপাজতে।"

ভিতরে শিকল ও হুড়কোর শব্দ শোনা গেল; দরজাটাও সপাটে খুলে গেল। শীতে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে "সিলভার ফ্ল্যাগন"-এর মালিক আধা পোশাক পরা অবস্থায় মোমবাতি হাতে নিয়ে চৌকাঠের উপর এসে দাঁড়াল।

ডেভিড জমিদারের পিছন পিছন গাড়ি থেকে নামল। "মহিলাটিকে সাহায্য কর," তার প্রতি হুকুম হল। কবিও সে হুকুম তামিল করল। মহিলাকে গাড়ি থেকে নামাতে

গিয়ে বুঝতে পারল, মহিলার ছোট হাতখানি কাঁপছে। "বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাও" পরবর্তী হুকুম ঘোষিত হল।

ঘরটা শুঁড়িখানার লম্বা খাবার জায়গা। ওক কাঠের একটা বড় টেবিল লম্বালম্বি করে পাতা। বিপুলবপু ভদ্রলোকটি টেবিলের নিকটস্থ কোণের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মহিলাটি বসল দেয়াল ঘেঁসে পাতা একটা চেয়ারে, তার শরীরে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। ডেভিড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এ অবস্থায় কোন উপায়ে এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভালয় ভালয় আবার পথে নামা যায়।

আভূমি অবনত হয়ে বাড়ির মালিক বলল, "প্রভু, য-যদি জানতাম যে এত বড় স-সম্মান আমি পাব তাহলে তো খানাপিনার ভা-ভাল ব্যবস্থাই তৈরি রাখতে পারতাম। এখন তো আছে মদ, ঠাণ্ডা মুরগির মাংস, আর হ-হয় তো—"

"মোমবাতি," জমিদার তার সাদা হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত করে বাকিটা বলে দিল।

"ঠি-ঠিক আছে প্রভু।" আধা ডজন মোমবাতি এনে সেগুলো ধরিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর রাখা হল।

"মঁসিয়ে যদি কোন বিশেষ বার্গাণ্ডি পছন্দ করেন তো—এক পিপে-ভর্তি—"

"মোমবাতি," মঁসিয়ে আঙুলগুলি মেলে ধরে বলে উঠল।

"নিশ্চয়—এক্ষুণি—আমি যাব আর আসব প্রভু।"

আরও এক ডজন জ্বলন্ত মোমবাতি হল-ঘরটাকে আলোকিত করল। জমিদারের বিপুল বপুটা চেয়ারে ধরছিল না। উৎকৃষ্ট কালো কাপড়ে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা, কেবল আস্তিনে ও গলায় বরফের সাদা টুকরো লেগে আছে। এমন কি তার তরবারির হাতল ও কোষও কালো। মুখের ভাবে ফুটে উঠেছে গর্বোদ্ধত ঘৃণা। পাকানো গোঁফের দুই প্রান্ত ঠেলে উঠেছে ব্যঙ্গ-ঝলকিত চোখ দুটোর কাছাকাছি।

মহিলাটি চুপচাপ বসে আছে। ডেভিড এখন বুঝতে পারল মহিলাটি যুবতী, সকরুণ ও আবেদনময় সৌন্দর্যের অধিকারিণী। জমিদার মশায়ের দরাজ গলার শব্দে ডেভিড-এর চমক ভাঙল।

"তোমার নাম কি? কাজকর্ম কি করা হয়?"

"ডেভিড মিগনট। আমি একজন কবি।"

জমিদারের গোঁফ জোড়া আরও বেঁকে চোখ পর্যন্ত উঠে গেল।

"বেঁচে আছ কেমন করে?"

"আমি একজন মেষপালকও বটে; বাবার ভেড়ার পালের দেখ্ভাল করি," মাথা উঁচু করে ডেভিড জবাব দিল; তার গালে লাল্চে আভা ফুটে উঠল।

"তাহলে শোন হে মেষপালক-কবি, মন দিয়ে শোন, আজ রাতে ভুল করে কি সৌভাগ্যের দুয়ারে তুমি এসে হাজির হয়েছ। এই মহিলাটি আমার ভাই-ঝি মাদ্‌ময়জেল লুসি দ ভারেমেস। সে বড় বংশের মেয়ে আর তার নিজস্ব বার্ষিক আয় দশ হাজার ফ্রাঁ। তার চেহারা? সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। এ সব কিছু যদি তোমার মেষপালক-মনের মত হয় তো এক কথাতেই সে তোমার স্ত্রী হয়ে যাবে।

আমার কথায় বাধা দিও না। আজ রাতেই তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম কোত্ দ ভিলেমোর-এর পল্লী-ভবনে; তার সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়েই ছিল। অভ্যাগতরা উপস্থিত হয়েছিলেন, পুরোহিত অপেক্ষা করছিলেন; বংশ-মর্যাদা ও বিষয়-সম্পত্তির বিচারে সম্পূর্ণ উপযুক্ত একজনের সঙ্গে বিবাহ-অনুষ্ঠানের সব কিছুই প্রস্তুত ছিল। অথচ বিয়ের সভায় বসে এই শান্ত, শিষ্ট বাগদত্তা মহিলাটি হঠাৎ বাঘিনীর মত আমার উপর চড়াও হয়ে আমার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও হীন অপরাধের অভিযোগ আনল এবং হাঁ হয়ে-যাওয়া পুরোহিতের সমুখেই যে বিয়ের ব্যবস্থাটা আমি করেছিলাম সেটাকে ভেঙে দিল। সেই মুহূর্তে সেখানে দাঁড়িয়েই আমি দশ হাজার শয়তানের নামে শপথ নিলাম যে পল্লী-ভবন থেকে চলে যাবার পরে প্রথম যে পুরুষ মানুষটির সঙ্গে আমাদের দেখা হবে তার সঙ্গে এই মহিলার বিয়ে আমি দেবই—তা সে রাজপুত্রই হোক আর রাঁধুনি অথবা চোর যাই হোক না কেন। তুমি মেষ-পালকই সেই প্রথম পুরুষ। আজ রাতেই মাদ্‌ময়জেলকে বিয়ে দেব। তোমার সঙ্গে না হলে অন্য কারও সঙ্গে। তোমার সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। অন্য কোন কথা বলে বা প্রশ্ন করে আমাকে বিরক্ত করো না। মনে রেখো মেষপালক, দশ মিনিট; মিনিটগুলো অতি দ্রুত কেটে যাচ্ছে।”

জমিদার টেবিলের উপর সাদা আঙুল ঠুকে ঠুকে সশব্দে ঢাক বাজাতে লাগল। তার মুখের উপর প্রতীক্ষার একটা আবরণ টেনে দেওয়া হয়েছে। ডেভিড হয়তো কিছু বলত, কিন্তু বিপুল-বপু লোকটির ভাব-ভঙ্গি দেখে তার জিভটাও নড়ল না। তার বদলে সে মহিলাটির চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল।

“মাদ্‌ময়জেল,” সে বলতে শুরু করল। কী আশ্চর্য, এমন একটি রুচিসম্পন্না রূপসী মেয়ের সমুখে দাঁড়িয়েও তার মুখে কথার খৈ-ফুটতে লাগল। “আপনি তো শুনলেন যে আমি একজন মেষপালক। মাঝে মাঝে আমি নিজেকে একজন কবি বলেও ভাবি। একটি সুন্দরীকে স্তুতি করার, তাকে ভালবাসার এটা যদি কোন পরীক্ষা হয় তো তাতে আমার কবি-ভাষা আরও বেশি জোর পাবে। আমি কি কোন ভাবে আপনার সেবা করতে পারি মাদ্‌ময়জেল?”

অশ্রুহীন বিষণ্ন চোখ তুলে যুবতী তার দিকে তাকাল। ডেভিড-এর সরল, উজ্জ্বল মুখখানি তার অভিযানের গুরুত্বের চাপে গম্ভীর দেখাচ্ছে; তার শক্তিমান খাড়া চেহারা, দুটি নীল চোখের তরল সহানুভূতি, হয়তো বা যুবতীর দিক থেকে সহায়তা ও করুণার আসন্ন প্রয়োজন—এই সব কিছু মিলে সহসা তার চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দিল।

নিচুগলায় সে বলল, “মঁসিয়ে, আপনাকে দেখে খাঁটি ও দয়ালু মানুষ বলে মনে হচ্ছে। ইনি আমার খুড়োমশায়, আমার বাবার ভাই, আমার একমাত্র আত্মীয়। ইনি আমার মাকে ভালবাসতেন, কিন্তু আমি মার মতই দেখতে বলে আমাকে করেন ঘৃণা। তিনি আমার জীবনকে একটা দীর্ঘ ত্রাসে ভরে তুলেছেন। তাঁর দৃষ্টিকেই আমি ভয় করি; আগে কোন দিন তাঁর অবাধ্য হতে সাহস করি নি। কিন্তু আজ রাতে তিনি আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বয়সে আমার চাইতে তিনগুণ বড় একটি মানুষের সঙ্গে। আপনার জীবনে এমন একটা উৎপাতের সৃষ্টি করেছি বলে আমাকে ক্ষমা

করুন মঁসিয়ে। তিনি পাগলের মত যে বোঝা আপনার মাথায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন, আপনি তাতে অবশ্যই অমত করবেন। কিন্তু আর কিছু না হোক আপনার এই উদার কথাবার্তার জন্যই আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এ রকম কথা আমি অনেক দিন কারও মুখ থেকে শুনি নি।"

এবার কবির চোখে উদারতার চাইতেও বেশি কিছু প্রকাশ পেল। অবশ্যই সে একজন কবি, কারণ ইউভোনিকে সে ভুলে গেছে; এই নতুন প্রেমের তরতাজা কমনীয়তা তাকে অভিভূত করেছে। তার সূক্ষ্ম সুবাস তার মনকে ভরে তুলেছে বিচিত্র অনুভূতিতে। তার স্নেহ-দৃষ্টির উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা অঙ্গে। তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে সেইদিকে সে হাত বাড়িয়ে দিল।

ডেভিড বলল, "যে কাজটি করতে আমার বছরের পর বছর সময় লাগার কথা সেই কাজটি আমাকে করতে বলা হয়েছে দশ মিনিটে। আমি আপনাকে করুণা করছি এ কথা আমি বলব না মাদ্‌ময়জেল; সেটা সত্য ভাষণ হবে না—আমি আপনাকে ভালবাসি। এখনই আপনার কাছে আমি ভালবাসার প্রার্থনা জানাতে পারি না, কিন্তু এই নিষ্ঠুর লোকটির হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করার অনুমতি আমাকে দিন; তাহলেই যথাসময়ে ভালবাসাও আসতে পারে। আমি মনে করি আমার একটা ভবিষ্যৎ আছে, আমি চিরকাল মেষপালক থাকব না। আপাতত সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি আপনাকে লালন করব, আপনার জীবনের দুঃখের ভারকে লাঘব করব। আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করে আপনার ভাগ্যকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারবেন মাদ্‌ময়জেল ?"

"হায়, করুণাপরায়ণ হয়ে আপনি নিজেকে বলি দেবেন ?"

"করুণায় নয়, প্রেমের জন্য। সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে মাদ্‌ময়জেল।"

"পরে এ জন্য আপনার অনুতাপ হবে, আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন।"

"না; তোমাকে সুখী করতে আর নিজেকে তোমার যোগ্য করে তুলতেই আমি বেঁচে থাকব।"

সুন্দরী কন্যাটি আলখাল্লার নিচের থেকেই তার ছোট্ট হাতখানি বের করে ডেভিডের হাতে রাখল।

নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "জীবন দিয়েও আমি তোমাকে বিশ্বাস করব। আর—আর ভালবাসা—তুমি যাই ভাব না কেন সেটাও অত দূরের বস্তু নাও হতে পারে। ওকে বলে দাও। একবার তার দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারলেই আমি তাকে ভুলে যেতেও পারব।"

ডেভিড এগিয়ে গিয়ে জমিদারের সমুখে দাঁড়াল। কাল মূর্তিটি নড়ে উঠল; তার বিদ্রূপ-ভরা চোখ দুটি দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাল, "আর দু'মিনিট হাতে আছে। রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব গ্রহণ করবে কিনা সেটা স্থির করতে একজন মেষপালকের তো আট মিনিট সময় লাগার কথা! বলে ফেলো হে মেষপালক, মাদ্‌ময়জেলের স্বামী হতে তুমি কি রাজী আছ ?"

গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ডেভিড বলল, "মাদ্‌ময়জেলকে আমি অনুরোধ করেছি আমার স্ত্রী হতে, আর আমার সে অনুরোধকে মান্য করে সে আমাকে ধন্য করেছে।"

"খাসা বলেছ বাপু!" জমিদার বলল। "একজন সভাসদ হবার মত গুণ তোমার মধ্যে আছে হে মেষ-রাখাল! আর যাই হোক, মাদ্‌ময়জেলের কপালে তো আরও খারাপ পুরস্কার জুটতে পারত। এবার শুধু গির্জা আর শয়তান দয়া করলেই অনুষ্ঠানটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলা যায়।"

তলোয়ারের হাতল দিয়ে সে সশব্দে টেবিলে একটা ঘা দিল। বাড়িওয়ালা কাঁপতে কাঁপতে আরও মোমবাতি নিয়ে হাজির হল, তাতে যদি মহাপ্রভুটির খেয়ালটা মিটে যায় এই আশায়। জমিদার হুকুম দিল, "একজন পুরোহিত নিয়ে এস—একজন পুরোহিত, বুঝলে তো? দশ মিনিটের মধ্যে একজন পুরোহিতকে এখানে হাজির করা চাই, অন্যথায়—"

বাড়িওয়ালা হাতের মোমবাতিগুলো ফেলে দিয়ে যেন পাখা মেলে উড়ে চলে গেল।

বড় বড় চোখওয়ালা এক পুরোহিত ঝড়ো কাকের মত এসে হাজির হল। ডেভিড মিগ্‌নট এবং লুসিদ ভারেসেস্‌কে স্বামী-স্ত্রী বানিয়ে দিয়ে আর জমিদারের দেওয়া একটা স্বর্ণমুদ্রা পকেটস্থ করেই সে হন্তদন্ত হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অলক্ষুণে আঙুলগুলোকে বাড়িয়ে জমিদার গৃহকর্তাকে হুকুম করল, "মদ চাই।"

বোতল এল। জমিদার আবার বলল, "সবগুলি গ্লাস ভর্তি করে ঢালো।" মোমবাতির আলোয় টেবিলের মাথায় গিয়ে দাঁড়াল, যেন বিষ ও অহমিকায় গড়া এক কৃষ্ণকায় পর্বত, ভাই-ঝির দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন বিষের ছোবলে এখনই তাকে শেষ করে ফেলবে।

মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে সে বলতে লাগল, "মঁসিয়ে মিগ্‌নট, আমি যা বলছি সেটা শুনে তারপর গ্লাসে চুমুক দিও, আজ তুমি এমন একজনকে পত্নীরূপে বরণ করেছ যে তোমার জীবনটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। জঘন্য মিথ্যা ও সর্বনাশা ধ্বংস মিশে আছে তার রক্তে। সে তোমার জীবনে নিয়ে আসবে লজ্জা ও উৎকণ্ঠা। যে শয়তান তার উপর ভর করেছে সে বাসা বেঁধেছে তার দুই চোখে, তার চামড়ায়, তার মুখে। মঁসিয়ে কবি, তোমার জন্য রইল আমার সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি। এবার মদে চুমুক দাও। আর মাদ্‌ময়জেল, শেষ পর্যন্ত তোমার হাত থেকে আমি মুক্তি পেলাম।"

জমিদার মশাই মদ গিলতে লাগল। যেন হঠাৎ কোন আঘাত পেয়েছে সেই রকম ভাবে মেয়েটি হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল। গ্লাসটা হাতে নিয়েই ডেভিড তিন পা এগিয়ে জমিদারের মুখোমুখি দাঁড়াল। তখন তার হাবভাবে একটি মেষপালকের চিহ্নমাত্রও ছিল না।

শান্ত গলায় সে বলল, "এইমাত্র আমাকে 'মঁসিয়ে' বলে সম্বোধন করে আপনি আমাকে ধন্য করেছেন। অতএব, আমি কি আশা করতে পারি যে মাদ্‌ময়জেলের সঙ্গে আমার বিবাহ আমাকে আপনার খুব কাছাকাছি একটা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আমার মনে যে কাজের যে ছোট্ট কথাটা উদয় হয়েছে সে ব্যাপারে মঁসিয়ের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবার অধিকারটাও দিয়েছে?"

"আশা তুমি করতেই পার মেষপালক," জমিদার ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল।

"তাহলে," জমিদারের বিদ্রূপকষায়িত ঘৃণ্য চোখের উপর মদের গ্লাসটা ছুড়ে দিয়ে ডেভিড বলল, "দয়া করে আমার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন।"

মহাপ্রভুটির প্রচণ্ড ক্রোধ তূর্য নিনাদের মত ফেটে পড়ল। নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করে গৃহকর্তাকে ডেকে বলল, "এই চাষাটার জন্য একখানা তলোয়ার এনে দাও।" মহিলাটির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে এমনভাবে হেসে উঠল যে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। আরও বলল, "তুমি আমাকে অনেক ভুগিয়েছ ম্যাডাম। একই রাতে আমি তোমাকে বর জুটিয়ে দিয়েছি আর বিধবা করেও ছাড়ব।"

ডেভিড বলল, "আমি তলোয়ার চালাতে জানি না।" মহিলার সমুখে কথাটা স্বীকার করতে তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

জমিদার তার কথা নকল করে বলল, "তলোয়ার চালাতে জানি না। আমরা কি চাষাদের মত ওক কাঠের মুগুর দিয়ে লড়াই করব? আরে ফ্রাঁসোয়া, আমার পিস্তল!"

গাড়ির ভিতরকার চামড়ার থলে থেকে একটা চাকর রূপোর কাজ-করা দুটো ঝকঝকে বড় পিস্তল এনে দিল। একটা পিস্তল টেবিলের উপরে ডেভিডের দিকে ঠেলে দিয়ে জমিদার চেঁচিয়ে বলল, "টেবিলের অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও; একটা মেষপালকও ঘোড়া টিপতে জানে। তাদের অনেকেই তো দ-বিউপের্তুস-এর অস্ত্রাঘাতে নিহত হবার সম্মান লাভ করেছে।"

লম্বা টেবিলটার দুই প্রান্তে মুখোমুখি দাঁড়াল মেষপালক ও জমিদার। গৃহকর্তা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাতাসকে চেপে ধরে তো-তো করে বলে উঠল, "ম-ম-মঁসিয়ে, খৃস্টের দোহাই! আমার বাড়িতে রক্তপাত ঘটাবেন না, তাতে আমার খদ্দেররা—" জমিদারের লাল চোখের দিকে তাকিয়ে তার জিভটা অসাড় হয়ে গেল।

বিউপের্তুস-এর প্রভুটি চেঁচিয়ে বলল, "ভীরু, দাঁত কিড়মিড় না করে পার তো আমাদের যুদ্ধ শুরুর সংকেতটা ঘোষণা করে দাও।"

গৃহকর্তা হাঁটু ভেঙে মেঝের উপর বসে পড়ল। তার মুখ থেকে একটা কথাও বের হল না। এমন কি কোন শব্দ করার শক্তিও তার ছিল না। তবু আকারে-ইঙ্গিতে সে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করল যে তার বাড়ি ও খদ্দেরদের ভালর জন্য শান্তি স্থাপন করা হোক।

"যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণাটা আমি করব," স্পষ্ট গলায় মহিলাটি বলল। ডেভিড-এর কাছে গিয়ে সে মিষ্টি করে তাকে চুমো খেল। তার চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ করছে; রং লেগেছে তার গালে। সে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, আর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তার সংখ্যা-ঘোষণার অপেক্ষায় পিস্তল বাগিয়ে ধরল।

"এক—দুই—তিন!"

দুটো গুলির শব্দই এত কাছাকাছি সময়ে শোনা গেল যে মোমবাতিগুলো মাত্র একবারই কেঁপে উঠল। জমিদার বাঁ' হাতের ছড়ানো মুঠিটা টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। ডেভিড সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটাকে ধীরে ধীরে দোলাতে লাগল; তার চোখ দুটি বুঝি স্ত্রীকেই খুঁজছে। তারপরই ঝোলানো

জামা যেভাবে মাটিতে পড়ে যায় ঠিক সেই ভাবেই সে মেঝেতে পড়ে দলা পাকিয়ে গেল।

হতাশায় ও আতংকে একটা অস্ফুট চিৎকার করে বিধবা মহিলাটি ছুটে গিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ল। ক্ষতস্থানটা দেখার পরে বিবর্ণ, বিষন্ন হাসি হেসে সে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল, "ওর হৃৎপিণ্ডটাকেই বিদীর্ণ করেছে; হায়, হৃৎপিণ্ডটাই!"

জমিদারের গম্ভীর গলা শোনা গেল, "চলে এস। এই গাড়িতে করেই তোমাকে নিয়ে যাব। ভোরের আলো তোমাকে আমার হাতের মধ্যে দেখতে পাবে না। আবার তোমার বিয়ে দেব- -আজ রাতেই, একটি জীবন্ত মানুষের সঙ্গে। শোন বাপু, যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে তারই সঙ্গে—সে চোর-ডাকাতই হোক আর চাষীই হোক। পথে যদি কারও দেখা না মেলে তাহলে যে মজুর আমার ফটকের দরজা খুলে দেবে তার সঙ্গে। এখনই গাড়িতে উঠে বসো!"

ক্ষমাহীন, বিশালবপু জমিদার, নতুন করে আলখাল্লায় জড়ানো পুটুলির মত মহিলাটি, অস্ত্রশস্ত্র কাঁধে ভৃত্যটি—সকলেই অপেক্ষমান গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। ঘুমন্ত গ্রামের পথ ধরে গাড়ির চাকাগুলি সশব্দে ঘুরতে লাগল। "সিলভার ফ্ল্যাগন-এর হল-ঘরে বিকৃতবুদ্ধি গৃহকর্তা কবির মৃতদেহের উপর দুই হাত মোচড়াতে লাগল আর চব্বিশটা মোমবাতির শিখা টেবিলের উপর নেচে নেচে কাঁপতে লাগল।

## ডান দিকের রাস্তায়

আবার তিন লিগ পথ পার হবার পরে রাস্তাটা গোলকধাঁধায় পড়ল। সমকোণে প্রসারিত আর একটি বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ডেভিড ডান দিকের রাস্তাটা ধরল।

রাস্তাটা কোথায় গেছে সে জানে না; কিন্তু সেই রাতেই ভের্‌নয়কে বহুদূর পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে সে স্থিরসংকল্প। আরও এক লিগ পথ হেঁটে একটা বড় পল্লীভবনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেখানে সাম্প্রতিক আমোদ-প্রমোদের অনেক চিহ্ন তার চোখে পড়ল। প্রতিটি জানালা দিয়ে আলো আসছে; পাথরের মস্তবড় ফটক থেকে পথের ধূলার উপর আঁকা পড়েছে অতিথি-অভ্যাগতদের গাড়ির চাকার আল্‌পনা।

আরও তিন লিগ হেঁটে ডেভিড ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পথের পাশের পাইন গাছের পাতার বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়ল। তারপর অজ্ঞাত পথে আবার যাত্রা শুরু হল।

পাঁচদিন ধরে সেই বড় রাস্তাটা ধরে সে হাঁটল; ঘুমোল প্রকৃতির বিছানো আরাম-শয্যায় অথবা চাষীর খড়ের গাদায়; খাবার জুটল তাদের দেওয়া কালো রুটি, পান করল নদীর জল অথবা মেষপালকদের দেওয়া দুধের পেয়ালা।

শেষ পর্যন্ত একটা বড় সেতু পার হয়ে সে পা ফেলল ঝকঝকে শহরে—যে শহর সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক কবিকে পিষে মেরেছে অথবা তার মাথায় পরিয়েছে বিজয়ীর মুকুট। প্যারিস যখন ঈষৎ নম্র স্বরে উচ্চারণ করল

তার অভ্যর্থনার বাণী—তার কানে এল কণ্ঠস্বর, পদধ্বনি ও চক্রযানের অস্পষ্ট গুঞ্জন, তখনই তার বুকের ভিতর থেকে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন।

আরও ভিতরে ঢুকে রু কঁতি-র একটা পুরনো বাড়ির ছাদের নিচে ডেভিড একটা আস্তানা ভাড়া করল এবং একটা কাঠের চেয়ারে বসে কবিতায় মন দিল।

বাড়িগুলো উঁচু-উঁচু; এখনও হারানো মর্যাদার ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে আছে তার সারা অঙ্গে; অধিকাংশ বাড়ি ধূলো এবং মাকড়শা ছাড়া একেবারে ফাঁকাই পড়ে আছে। রাত হলেই কানে আসে ইস্পাতের খট্-খট্ এবং এক সরাইখানা থেকে অন্য সরাইখানার হুল্লোড় করে বেড়ানো ভবঘুরেদের হট্টগোল। যে বাড়িগুলো এককালে ছিল ভদ্রজনদের বাসস্থান, এখন সেগুলো হয়ে উঠেছে নোংরা, অভদ্র ব্যভিচারীদের আড্ডাখানা। কিন্তু একমাত্র এখানেই পাওয়া গেল ডেভিড-এর পকেটের টাকার মাপমত থাকার জায়গা। দিন ও রাতের সমস্ত সময়টাই সে কাগজ-কলম নিয়ে কাটাতে লাগল।

একদিন বিকেলে নিচু তলার জগৎ থেকে খাদ্য-সংগ্রহের অভিযান শেষে সে ফিরে আসছিল রুটি, দৈ ও মদের একটা সরু বোতল সঙ্গে নিয়ে। অন্ধকার সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠতেই তার দেখা হয়ে গেল—বরং বলা যায় সে ধাক্কা খেল একটি মেয়ের সঙ্গে, কারণ মেয়েটি সিঁড়িতেই দাঁড়িয়েছিল; যুবতী মেয়েটি এতই সুন্দরী যে কবির কল্পনাকেও সে রূপ হার মানায়। একটা ঢিলে কাল আলখাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নিচের দামী গাউনটা। চিন্তিত মুখে সে দ্রুত ডেভিডের দেহটার উপর চোখ বুলিয়ে নিল। এক মুহূর্তের মধ্যেই সে চোখের দৃষ্টি শিশুদের মতই গোল-গোল ও অকপট হয়ে উঠবে। এক হাতে সে গাউনটা তুলল; দেখা দিল একটা সাধারণ হাই-হীল জুতো, না-বাঁধা ফিতেগুলো ঝুলছে। সে যেন এক স্বর্গের পরী, নিচু হতেও জানে না, বুঝি মানুষকে ভোলাতে ও হুকুম চালাতেই সে অভ্যস্ত! হয় তো সে ডেভিডকে আসতে দেখেছিল; তার সাহায্যের জন্যই সেখানে অপেক্ষা করে ছিল।

হায়, সে যে সিঁড়িটা দখল করে আছে সেজন্য মঁসিয়ে তাকে ক্ষমা করবেন তো, কিন্তু এই জুতোটা!—হতভাগা জুতোটা! আরে! এটা যে কিছুতেই বাঁধন মানে না। আঃ! মঁসিয়ে কি ততটা দয়া করবেন!

ফিতেগুলো বাঁধতে বসে কবির আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। সে হয় তো তারপরেই মেয়েটির বিপজ্জনক উপস্থিতি থেকে পালিয়ে যাবারই চেষ্টা করত, কিন্তু তার জিপ্‌সিদের মত আয়ত, সব-ভুলানো চোখ দুটিই তাকে আটকে দিল। টক স্বাদের মদের বোতলটা চেপে ধরে সে সিঁড়ির রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেয়েটি হেসে বলল, "আপনি বড় ভাল লোক। তা—মঁসিয়ে কি এই বাড়িতেই থাকেন?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম— আমার তো তাই ধারণা।"

"তাহলে তিনতলায় কি?"

"না ম্যাডাম; আরও উঁচুতে।"

কোনরকম অধৈর্য হবার ভাব না দেখিয়েও মহিলাটি আঙুল নাচাতে লাগল।

"ক্ষমা করবেন। প্রশ্নটা করা হয়তো সমীচিন নয়। মঁসিয়ে আমাকে ক্ষমা করবেন তো ? একটি মানুষ কোথায় থাকে সেটা জিজ্ঞাসা করাটা নিশ্চয়ই ভদ্রতাসম্মত নয়।"

"এ কথা বলবেন না মাদাম। আমি আশা করি—"

"না, না, না ; আমাকে বলবেন না। এখন দেখছি যে আমিই ভুল করেছি। কিন্তু এই বাড়ির প্রতি, এখানকার সব কিছুর প্রতি আমার যে আগ্রহ সেটা তো হারাতে পারি না। একদিন যে এটাই ছিল আমার বাড়ি। প্রায়ই আমি এখানে আসি, কেবল সেই সুখের দিনগুলির স্বপ্ন দেখতে। সেটাকেই কি আমার অজুহাত বলে আপনি মেনে নেবেন ?"

"তাহলে আমিও আপনাকে বলছি যে কোন অজুহাতেরই আপনার প্রয়োজন নেই," কবি তো-তো করে বলল। "আমি থাকি একেবারে উপরতলায়—একটা ছোট ঘরে যেখানে সিঁড়িটা ঘুরে গেছে।"

মাথাটাকে একদিকে ঘুরিয়ে মহিলা প্রশ্ন করল, "সমুখের ঘরটাতে কি ?"

"পিছনের ঘরটা মাদাম।"

মহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করেছে।

দুটি গোল-গোল অকপট চোখ মেলে মহিলা বলল, "তাহলে মঁসিয়েকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। আমার বাড়িটাকে ভাল করে দেখাশোনা করবেন। হায় ! এখন তো এ বাড়ির স্মৃতিটুকুই আমার একমাত্র সম্বল। বিদায়, আপনার সৌজন্যের জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

কিছু হাসি আর কিছু মিষ্টি সুবাস পিছনে ফেলে রেখে মহিলা চলে গেল। ডেভিড যেন ঘুমের মধ্যেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সে ঘুমও ভেঙে গেল, শুধু হাসি আর সুবাসটুকু তার কাছেই রয়ে গেল ; পরবর্তীকালে সে হাসি কোন দিনই তার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে বলেও মনে হয় না। যে মহিলার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না সেই তো তার জন্য নিয়ে এল চোখের গীতি-কাব্য, হঠাৎ-পাওয়া প্রেমের দুই কলি গান, কোঁকড়া চুলের উদ্দেশে কবিতা, আর দুটি সুকুমার পায়ের জন্য লেখা একটি সনেট।

সে যে কবিই ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ইউভোনিকে সে ভুলে গেছে ; নতুন, সূক্ষ্ম ভালবাসা তার তাজা সুরভি দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে। তার সুগন্ধ এক বিচিত্র আবেগে তাকে ভরে তুলেছে।

কোন এক রাতে সেই বাড়িরই চারতলার একটি ঘরে টেবিলটাকে ঘিরে বসে ছিল তিনটি মানুষ। তিনটে চেয়ার, একটা টেবিল আর টেবিলের উপর তিনটে জ্বলন্ত মোমবাতি—ঘরে এই ছিল সাকুল্যে সব আসবাবপত্র। তিনজনের মধ্যে একজন বেশ বিশালবপু, কালো পোশাক পরা। তার মুখের ভাবে গর্বিত ঘৃণার স্পষ্ট প্রকাশ। তার ওল্টানো গোঁফজোড়া বিদ্রূপকষায়িত চোখ দুটোর প্রায় কাছাকাছি উঠে গেছে। অপর একজন জনৈক মহিলা, যুবতী ও সুন্দরী, গোল-গোল দুটি চোখ শিশুর মত অকপটও হতে পারে, আবার জিপ্‌সিদের মত আয়ত ও মন-ভুলানোও হতে পারে, যদিও

এই মুহূর্তে চোখ দুটি যেন কোন ষড়যন্ত্রকারীর মতই তীক্ষ্ণ ও উচ্চাকাংক্ষী। তৃতীয় জন কাজের মানুষ, একজন যোদ্ধা, সাহসী ও ধৈর্যহীন কর্তাব্যক্তি; অপর দু'জন তাকে ডাকছে ক্যাপ্টেন দেরোলেস বলে।

টেবিলে একটা ঘুসি মেরে নিজেকে সংযত রেখে এই লোকটি বলল:

"আজ রাতে। আজ সে যখন খৃস্টের ভোজন-উৎসবে যাবে তখন। এই সব অনিশ্চিত ষড়যন্ত্রের জাল বুনে বুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কেবল সংকেত, সংখ্যা আর গুপ্ত সভা নিয়ে আর পারছি না। আমাদের হতে হবে সৎ বিশ্বাসঘাতক। তার হাত থেকে ফ্রান্সকে যদি বাঁচাতেই হয় তো তাকে প্রকাশ্যে মেরে ফেলা হোক, এই ভাবে ফাঁদ আর জাল নিয়ে তার পিছু নেওয়া চলবে না। আমি বলছি, আজই রাতে। আমার যে কথা সেই কাজ। আমার এই হাতই কাজটা করবে। আজ রাতে সে যখন উৎসবে যাবে তখনই।"

মহিলা সাদর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। যতই ষড়যন্ত্র-ষড়যন্ত্র করুক, চিরদিনই মেয়েরা এই ভাবে দুঃসাহসের কাছে মাথা নত করে। বিপুলকায় লোকটি তার ছুঁচলো গোঁফে তা দিতে লাগল।

গুরুগম্ভীর গলায় বলল, "প্রিয় ক্যাপ্টেন, এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত। অপেক্ষা করে কোন ফল হবে না। প্রাসাদের রক্ষীরা অনেকেই আমাদের দলের লোক; তারাই কেল্লা ফতে করে দেবে।"

টেবিলে আর একটা মুষ্ট্যাঘাত করে ক্যাপ্টেন দেরোলেস বলে উঠল, "আজ রাতেই। শুনছেন জমিদারবাবু; আমার হাতই কাজটা করে ফেলবে।"

বিপুলবপু লোকটি বলল, "কিন্তু একটা প্রশ্ন তো আছেই। প্রাসাদে আমাদের দলের লোকদের খবর দিতে হবে এবং একটা সংকেতের ব্যাপারে সকলকেই একমত হতে হবে। আমাদের মধ্যে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য লোকটিকে রাজকীয় গাড়িতে স্থান করে নিতে হবে। এত রাতে কোন্ দূত দক্ষিণ ফটক পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে? রিবো সেখানে মোতায়েন আছে; একবার তার হাতে সংবাদটা পৌঁছে দিতে পারলেই সব কাজ সিদ্ধ হবে।"

"সংবাদটা আমিই পাঠাব," মহিলা বলল।

ভুরু তুলে জমিদার বলল, "আপনি কাউন্টেস? আমরা জানি আপনার নিষ্ঠা মহান, কিন্তু—"

হাত দু'খানি তুলে টেবিলে রেখে মহিলা গলা চড়িয়ে বলল, "ভাল করে শুনুন! এই বাড়ির চিলেকোঠায় গ্রামাঞ্চলের একটি যুবক বাস করে। যুবকটি খুবই সোজা-সরল। গ্রামে থাকতে সে যেসব ভেড়া চরিয়ে বেড়াত তাদের মতই নরম তার প্রকৃতি। সিঁড়িতে তার সঙ্গে আমার দুই-তিন বার দেখা হয়েছে। এই যে ঘরটাতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে অভ্যস্ত সে যদি তার কাছাকাছিই থাকে সেটা আশংকা করেই আমি তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি চাইলেই সে আমার নিজের লোক বনে যাবে। নিজের চিলেকোঠায় বসে সে কবিতা লেখে; আমার ধারণা সে আমাকে নিয়ে স্বপ্নও দেখে। আমি যা বলব তাই সে করবে। সে-ই সংবাদটা রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেবে।"

জমিদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা নুইয়ে বলল, "আমার কথা আপনি শেষ করতে দেন নি কাউন্টেস। আমি বলতে চেয়েছিলাম: 'আপনার নিষ্ঠা মহান, কিন্তু আপনার বুদ্ধি ও মোহিনীশক্তি আরও বড়।"

ষড়যন্ত্রকারীরা যখন এইসব আলোচনায় ব্যস্ত ছিল তখন ডেভিড বসে বসে প্রেমিকার উদ্দেশে লেখা কবিতার কয়েকটা পংক্তি ঘসামাজা করছিল। দরজায় একটা ভীরু করাঘাত শুনে দরজাটা খুলেই সে দেখতে পেল, একটি মহিলা বিপন্নের মত হাঁপাচ্ছে; তার চোখ দুটি শিশুর মত আয়ত ও অকপট।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিলা বলল, "মঁসিয়ে, বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি। আমার বিশ্বাস আপনি ভাল মানুষ, খাঁটি মানুষ। আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে আমি চিনি না। পুরুষ মানুষে রাস্তা গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সেই ভিড় ঠেলে আমি যেন এক উড়াল পুল দিয়ে এখানে চলে এসেছি! মঁসিয়ে, আমার মা মৃত্যুশয্যায়। আমার কাকা রাজপ্রাসাদের রক্ষীদলের ক্যাপ্টেন। একজন কাউকে এখনই ছুটে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে। আমি কি আশা করতে পারি যে—"

"মাদ্‌ময়জেল," তাকে বাধা দিয়ে ডেভিড বলে উঠল, "আপনার আশাই হবে আমার দুটি ডানা। আপনি বলুন, কেমন করে আমি তার কাছে পৌঁছতে পারব।"

মহিলা তার হাতে একটা সিল-করা চিঠি দিল।

"দক্ষিণ ফটকে চলে যাবেন—মনে রাখবেন দক্ষিণ ফটক—এবং রক্ষীদের বলবেন, 'বাজপাখি তার বাসা ছেড়ে চলে গেছে।' তারা আপনাকে ছেড়ে দেবে, আর আপনিও সোজা চলে যাবেন রাজবাড়ির দক্ষিণ ফটকে। আপনি ওই কথাগুলিই আর একবার আওড়াবেন আর যে লোকটি জবাবে বলবে 'তিনি যখন খুশি আঘাত হানতে পারেন' তার হাতেই আপনি এই চিঠিটা দেবেন। কি জানেন মঁসিয়ে, আমার খুড়োমশাই নিজে আমাকে বিশ্বাস করে এই সংকেত-বাণীটি বলে দিয়েছেন, কারণ আজকাল গোটা দেশই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে আর অনেকেই রাজাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে; তাই রাত হয়ে গেলে কাউকেই রাজবাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। মঁসিয়ে, আপনি যদি এই চিঠিটা ঠিক লোকের হাতে পৌঁছে দিতে পারেন তাহলেই আমার মা চোখ বুজবার আগে তাকে একবার শেষ দেখা দেখে যেতে পারেন।"

ডেভিড সাগ্রহে বলল, "চিঠিটা দিন। কিন্তু এত রাতে আপনাকে একাকী বাড়ি ফিরে যেতে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? আমি বরং—"

"না, না—আপনি এখনই চলে যান। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মহামূল্যবান। আপনার এই সহানুভূতির জন্য আমি কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাকে স্মরণ করব।"

কবি চিঠিখানা বুকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে সবেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সে চলে যাবার পরেই মহিলাটি নিচের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

জমিদারের দুই বাঁকা ভুরুতে ফুটে উঠল অনেক জিজ্ঞাসা।

মহিলা বলল, "সে চলে গেছে। তার ভেড়ার পালের মত সেও দ্রুতগতি ও নির্বোধ।"

ক্যাপ্টেন দেরোলস-এর মুষ্ট্যাঘাতে টেবিলটা আবার কেঁপে উঠল। সে চেঁচিয়ে

বলে উঠল, "আমার পিস্তলটা যে ফেলে এসেছি। অন্য কোন পিস্তলের উপর আমার ভরসা নেই।"

"এটা নাও," রূপোর কারুকর্মখচিত একটা ঝকঝকে বড় অস্ত্র আলখাল্লার ভিতর থেকে বের করে জমিদার বলল। "এর চাইতে ভাল অস্ত্র তুমি পাবে না। কিন্তু এটাকে খুব সাবধানে রেখো, কারণ এতে আমার প্রতীক-চিহ্ন আঁকা আছে, আর আমি তো এখন সন্দেহভাজনদেরই একজন। আজ রাতের মধ্যেই আমার ও প্যারিসের মধ্যে বহু লিগের দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে। কালই আমাকে দেখা যাবে আমার পল্লী-ভবনে। চল, তোমাকে এগিয়ে দেই কাউন্টেস।"

জমিদার ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। মহিলা নিজেকে ভাল করে ঢেকে নিল। তারপর তিনজন এক সঙ্গে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রু কোঁতি-র পথের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

ডেভিড ছুটে চলেছে। রাজবাড়ির দক্ষিণ ফটকে একটা বর্শার মুখ এসে ঠেকল তার বুকে, কিন্তু "বাজপাখি তার বাসা ছেড়ে চলে গেছে" এই কথা ক'টি উচ্চারণ করে সে বর্শার মুখটা ঘুরিয়ে দিল।

রক্ষী বলল, "চলে যাও ভাই, আর তাড়াতাড়ি যেয়ো।"

রাজবাড়ির দক্ষিণের সিঁড়িতে তারা আবার তাকে বাধা দিল, কিন্তু সেই "গুপ্তসংকেত" আবার তাদের ফণা নামিয়ে দিল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলে উঠল: "তিনি যখন খুশি আক্রমণ—" কিন্তু রক্ষীদের মধ্যে হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দেখা গেল তীক্ষ্ণদৃষ্টি একটি লোক হঠাৎ সৈনিকসুলভ ভঙ্গীতে পা ফেলে তাদের সকলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডেভিড-এর হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল। "আমার সঙ্গে এস" বলে তাকে নিয়ে বড় হল-ঘরে ঢুকে গেল। তারপর খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ল। দূর থেকে বন্দুকধারী সেনাদলের ইউনিফর্মপরিহিত একজন অফিসারকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে এনে সে বলল, "ক্যাপ্টেন তেক্রু, দক্ষিণ ফটকের রক্ষীদের এখনই গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা কর এবং রাজভক্ত বলে পরিচিত রক্ষীদের তাদের জায়গায় মোতায়েন কর।" ডেভিডকে বলল: "আমার সঙ্গে চলে এস।"

ডেভিডকে নিয়ে সে একটা বারান্দা ও বাইরের ঘর পেরিয়ে একটা প্রশস্ত ঘরে ঢুকল। কালো পোশাক পরা বিষণ্ন প্রকৃতির একটি মানুষ চামড়ায় মোড়া মস্ত বড় একটা চেয়ারে বসে কি যেন ভাবছিল। তাকে উদ্দেশ করেই সে বলল:

"মহাশয়, আমি তো আগেই বলেছি যে নর্দমায় ইঁদুরের মত এই রাজবাড়িটাও বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরে ছেয়ে গেছে। আপনি তখন ভেবেছিলেন এ সবই আমার কল্পনা। এই লোকটি কিন্তু তাদের মদতেই আপনার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তার সঙ্গে একটা চিঠি ছিল: সেটি আমি আটক করেছি। লোকটিকে আমি ইয়োর ম্যাজেস্টির সামনে হাজির করেছি যাতে আমার সব কিছুকেই আপনি বাড়াবাড়ি বলে মনে না করেন।"

চেয়ারে নড়েচড়ে বসে রাজা বলল। বড় বড় চোখের আবছা দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রাজা বলল, "আমি ওকে জেরা করব।"

"তুমি কোথা থেকে এসেছ?" রাজা প্রশ্ন করল।

"ইউরে-এত্-লয়ের প্রদেশের ভের্নয় গ্রাম থেকে হুজুর।"
"প্যারিসে তুমি কি কর?"
"আমি—আমি কবি হতে চাই হুজুর।"
"ভের্নয়-তে তুমি কি কাজ করতে?"
"বাবার ভেড়ার পাল চরাতাম।"
রাজা আবার নড়েচড়ে বসল; তার চোখের দৃষ্টি স্পষ্টতর হল।
"আঃ! মাঠে কাজ করতে?"
"হ্যাঁ হুজুর।"

"তুমি মাঠেই বাস করতে; সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে গিয়ে বেড়ার পাশে ঘাসের উপর শুয়ে থাকতে। ভেড়ার পাল পাহাড়ের গায়ে চরে বেড়াত; তুমি ঝর্ণার জল পান করতে; গাছের ছায়ায় বসে মিষ্টি বাদামী রুটি খেতে; নিশ্চয় ঝোপের ভিতরে বসে কালো পাখিরা গান করত আর তুমি তাই শুনতে। তাই নয় কি রাখাল?"

"ঠিক তাই হুজুর," ডেভিড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল; "আরও শুনতাম ফুলে ফুলে বসে মৌমাছিদের গুঞ্জন; হয় তো পাহাড়ের উপর থেকে আঙুর সংগ্রহকারীদের গানও ভেসে আসত।"

রাজা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সবই শুনতে; কিন্তু কালো পাখিদের গান অবশ্যই শুনতে। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে তারা প্রায়ই শিস দিত, তাই না?"

"ইউরে-এত্-লয়ের-এর মত এত মিষ্টি গান আর কোথাও শোনা যায় না হুজুর। তাদের সেই গানের ভাষাকে আমার অনেক কবিতার ভিতর দিয়ে আমি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।"

"সেই কবিতাগুলি তুমি এখন শোনাতে পার?" রাজা সাগ্রহে বলল। "অনেক কাল আগে আমি কালো পাখিদের গান শুনেছি। তাদের গান ঠিকমত বুঝতে পারলে সেটা তো একটা রাজত্ব পাওয়ার চাইতেও বড় পাওয়া। আর রাত হলেই তুমি ভেড়ার পালকে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে গভীর শান্তিতে বসে সুস্বাদু রুটি খেতে। সেই কবিতাগুলি কি আর একবার শোনাতে পার রাখাল?"

সসম্ভ্রম আগ্রহে ডেভিড বলল, "তাহলে শুনুন হুজুর:

"অলস রাখাল, চোখ মেলে দেখ,
মাঠে মাঠে লাফাচ্ছে তোমার ছাগলছানারা;
দেখ, বাতাসে নাচছে দেবদারুর পাতা;
শোন, প্যান বাজাচ্ছে তার বেণু বাঁশের বাঁশী।

শোন, গাছের মাথায় বসে আমরা ডাকছি,
দেখ, আমরা ছোঁ মেরে নামছি তোমার ভেড়ার পালের উপর,
আমাদের বাসাগুলো গরম করতে
কিছু লোম আমরা নেব;
গাছের শাখায়-শাখায়—"

একটা কর্কশ কণ্ঠ কবিতা আবৃত্তিতে বিঘ্ন ঘটাল, "হুজুরের অনুমতি হলে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই। আমাদের হাতে সময় বড়ই অল্প। আপনার নিরাপত্তা রক্ষার আগ্রহে যদি কোন ক্রটি ঘটে তাহলে মাপ করবেন হুজুর।"

রাজা বলল, "ডিউক দ'অমেল যে সব দোষ-ক্রটির ঊর্ধ্বে সেটা প্রমাণিত সত্য।"

রাজা আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। তার চোখের দৃষ্টি আবার ঘোলাটে হয়ে এল।

ডিউক বলতে লাগল, "লোকটা যে চিঠি নিয়ে এসেছে সেটাই আপনাকে আগে পড়ে শোনাই:

"আজ রাতেই যুবরাজের মৃত্যু-বার্ষিকী। আজ যদি তিনি যথারীতি মধ্যরাত্রির প্রার্থনা-সভায় যান তাহলে বাজপাখি তাকে আক্রমণ করবে রু এস্‌প্লানেডের মোড়ে। যদি তিনি এই বাসনা পোষণ করে থাকেন তাহলে রাজবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা লাল বাতি জ্বেলে রেখো যাতে বাজপাখি ব্যাপারটা বুঝতে পারে।"

চিঠি পড়া শেষ করে ডিউক কঠিন গলায় বলল, "কৃষক, চিঠির কথাগুলো তো শুনলে। এই সংবাদ পৌঁছে দিতে কে তোমাকে পাঠিয়েছে?"

ডেভিড আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল, "ডিউক হুজুর, সব কথাই আপনাকে বলব। চিঠিটা আমাকে দিয়েছেন এক মহিলা। তিনি আমাকে বলেছেন তাঁর মা অসুস্থ, আর এই চিঠি পেলেই তাঁর কাকা দ্রুত তাঁর মাকে দেখতে সেখানে পৌঁছে যাবেন। এই চিঠির অর্থ কি তা আমি জানি না, কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি মহিলাটি সুন্দরী ও ভাল।"

ডিউক আদেশের সুরে বলল, "তার সঠিক বিবরণ দাও। আর কেমন করেই বা তুমি তার হাতের পুতুল হয়ে গেলে সেটাও বল।"

স্মিত হেসে ডিউককে বলল, "সঠিক বিবরণ! আপনি যে অসাধ্য সাধনের হুকুম দিলেন। বেশ, সেই চেষ্টাই করছি। তাকে গড়া হয়েছে রোদ ও ঘন ছায়া দিয়ে। সে তন্বী, অল্ডার গাছের মতই; তার চলনও সেই রকমই মনোরম। তার দিকে তাকালেই তার দুই চোখ বদলে যায়; প্রথমে গোল হয়ে যায়, তারপরে দুটি মেঘের ফাঁকে সূর্যের ঝলকানির মত চোখ দুটি আধ-বোজা হয়ে যায়। সে যখন কাছে আসে, মনে হয় স্বর্গ তাকে ঘিরে আছে; যখন চলে যায় সব বিশৃংখল হয়ে যায়; হথর্নফুলের গন্ধ ছড়ায় বাতাসে। রু কোঁতি-র ঊনত্রিশ নম্বরে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন।"

রাজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডিউক বলল, "এই বাড়িটার উপরই আমরা নজর রেখেছি। কবির রসনাকে ধন্যবাদ, কুখ্যাত কাউণ্টেস কুয়েবেদু-র একটা ছবি আমরা পেয়ে গেলাম।"

ডেভিড অকপটেই বলল, "হুজুর ও মাননীয় ডিউক, আশা করি আমার তুচ্ছ কথাগুলি অন্যায় কিছু করে নি। সেই মহিলার চোখের চাউনি আমি দেখেছি। নিজের জীবন পণ রেখেও আমি বলতে পারি, চিঠিতে যাই থাকুক না কেন, তিনি একটি স্বর্গীয় দেবদূত।"

ডিউক কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, "আমি তোমাকে

কঠিন পরীক্ষায় ফেলব। রাজার ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজার গাড়িতে চড়েই তোমাকে মধ্যরাতের প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতে হবে। এই পরীক্ষায় তুমি রাজী আছ?"

ডেভিড ঈষৎ হেসে বলল, "তার চোখের দিকে আমি তাকিয়েছি। সেখানেই আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। আপনি যে ভাবে খুশি আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

বারোটা বাজতে আধা ঘণ্টা বাকি থাকতেই ডিউক দ'অমেল নিজের হাতে রাজবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিককার জানালায় একটা লাল বাতি জ্বেলে দিল। নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক দশ মিনিট আগে আপাদমস্তক রাজবেশে সেজে ডেভিড রাজকীয় কক্ষ থেকে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে অপেক্ষমান গাড়িটার কাছে পৌঁছে গেল। ডিউক তাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। গাড়িটা নির্দিষ্ট পথ ধরে মূল গির্জার দিকে বায়ুবেগে ছুটে চলল।

রু এসপ্লানেডের মোড়ে একটা বাড়িতে বিশজন মানুষকে সঙ্গে করে ক্যাপ্টেন তেক্রে গোপনে অপেক্ষা করছিল। উদ্দেশ্য—ষড়যন্ত্রকারীরা এসে পড়লেই তারা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু দেখা গেল, যে কোন কারণেই হোক ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিমধ্যেই তাদের পরিকল্পনার কিছুটা রদবদল করে ফেলেছে। রাজকীয় গাড়িখানা রু এসপ্লানেড থেকে বেশ কিছুটা আগে অবস্থিত রু খৃস্টোফার-এ পৌঁছনো মাত্রই ক্যাপ্টেন দেরোলেস তার হবু রাজহত্যাকারী দলটাকে নিয়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে এসে গাড়ির আরোহীদের আক্রমণ করে বসল। গাড়ির উপরে যেসব রক্ষী বসেছিল আকস্মিক আক্রমণে হকচকিয়ে গেলেও তারা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নিচে নেমে অসম সাহসে যুদ্ধ করতে লাগল। সংঘর্ষের শব্দে ক্যাপ্টেন তেক্রের সেনাদলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হল, আর তারাও ছুটে এল গাড়ির আরোহীদের উদ্ধার করতে। কিন্তু ততক্ষণে বেপরোয়া দেরোলেস রাজার গাড়ির দরজার পর্দা ছিঁড়ে ফেলে হাতের অস্ত্রটা সবেগে ভিতরকার মানুষটির শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে গুলি ছুড়ল।

ইতিমধ্যে রাজকীয় সেনাবাহিনী এসে পড়ায় আর্ত চিৎকার ও অস্ত্রের ঝনঝনানিতে আকাশ ভরে উঠল, কিন্তু ভীত ঘোড়াগুলো সবেগে ছুটে চলে গেল। ভিতরে কুশনের উপর পড়ে রইল বেচারি নকল রাজা ও কবি—মঁসিয়ে মার্কুইস দ বুকার্তুস-এর পিস্তলের গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে।

## মূল রাস্তায়

তারপর আরও তিন লিগ পার হয়ে রাস্তাটা একটা গোলকধাঁধায় পড়ল। আরও বড় একটা রাস্তার সঙ্গে সমকোণে যুক্ত হল। কি করবে বুঝতে না পেরে ডেভিড কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তাটার পাশে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

রাস্তাগুলো কোন্ দিকে গেছে সে জানে না। যে রাস্তাই ধরুক সেখানেই অপেক্ষা করে আছে আকস্মিকতা ও বিপদে পরিপূর্ণ একটা মস্ত বড় জগৎ। সেখানে বসেই

তার চোখ পড়ল একটা উজ্জ্বল তারার দিকে—সে ও ইউভোনে এই তারাটাকে একই নামে ডাকত। সঙ্গে সঙ্গে ইউভোনির কথা তার মনে পড়ে গেল, আর তখনই তার মনে হল যে বড় বেশি তড়িঘড়ি করে সে কাজটা করে ফেলেছে। দু'জনের মধ্যে কিছু গরম কথা-কাটাকাটি হয়েছে বলেই কেন সে এভাবে নিজের বৌ ও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে? তাদের ভালবাসা কি এতই ভঙ্গুর ছিল যে একটুখানি ঈর্ষার আঘাতে তা ভেঙে যাবে? সন্ধ্যার তুচ্ছ হৃদয়-বেদনা তো ভোর হলেই সেরে যেত। এখনও সময় আছে—ভের্নয়-এর ঘুমন্ত গ্রামের মানুষরা জেগে ওঠার আগেই তো সে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। তার মন পড়ে আছে ইউভোনে-র কাছে; সেখানেই তো অনেক দিনের আবাস; সেখানে সে আবার কবিতা লিখতে পারবে, জীবনে সুখের দেখা পাবে।

ডেভিড উঠে দাঁড়াল; যে অস্থিরচিত্ততা ও বেপরোয়া মনোভাব তাকে লোভ দেখিয়েছিল সে সব কিছুই সে ঝেড়ে ফেলে দিল। যে পথ ধরে সে এসেছিল দৃঢ় সংকল্পে সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। ভের্নয়-এর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অকারণে ঘুরে বেড়াবার বাসনাটাই তার মন থেকে মুছে গেল। সে ভেড়ার খোঁয়াড়টা পার হয়ে গেল। অসময়ে তার পায়ের শব্দ শুনে ভেড়াগুলো সশব্দে ছুটাছুটি শুরু করল। সেই পরিচিত শব্দে ডেভিড-এর মনটা জুড়িয়ে গেল। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সে তার ছোট ঘরটাতে ঢুকে শুয়ে পড়ল। সে রাতে নতুন পথে চলার ধকল থেকে পা দুটি রেহাই পাওয়ায় তার খুশির অন্ত রইল না।

নারীর অন্তর সে ভাল করেই চেনে! পরদিন সন্ধ্যায় ইউভোনে রাস্তার ধারে কুয়োতলায় গিয়ে মেয়েদের মজলিসে যোগ দিল। তার মুখের ভাবটা যতই কঠিন দেখাক, তার চোখ দুটি কিন্তু সারাক্ষণ ডেভিড-এর খোঁজই করছিল। ডেভিড সেই চোখের দৃষ্টিকে দেখল; সাহসে ভর করে মুখে একটা স্তুতির মন্ত্র উচ্চারণ করল, এবং আরও কিছুক্ষণ পরে চুম্বন বিনিময় করে দু'জনে এক সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেল।

তিন মাস পরে তাদের বিয়ে হল। ডেভিডের বাবার যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তেমনই অর্থ-বিত্ত। এত বড় ধুমধাম করে বিয়ের ব্যবস্থা করা হল যে তিন লিগ দূরে পর্যন্ত তার আওয়াজ শোনা গেল। যুবক-যুবতী দু'জনই গ্রামের অতিশয় প্রিয়জন। পথে পথে শোভাযাত্রা বের হল, মাঠে মাঠে নাচের ঢেউ বয়ে গেল। নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের জন্য পুতুলনাচ ও ডিগবাজিকর আনা হল দ্রু থেকে।

আরও এক বছর পরে ডেভিডের বাবা মারা গেল। সে-ই হল ভেড়ার পাল ও বাড়ির মালিক। গ্রামের সব চাইতে সুন্দরী বউ তো সে আগেই পেয়েছিল। ইউভোনে-র দুধের কেঁড়ে ও পিতলের কেট্‌লির যা ঝকঝকে চেহারা—ওঃ! পথ দিয়ে যেতে তার আলোর ঝিলিক চোখে লাগলে তুমি কানা হয়ে যাবে! কিন্তু তার উঠোনের দিকে তোমাকে তাকাতেই হবে, কারণ তার ফুলের কেয়ারিগুলো এতই পরিচ্ছন্ন ও মনোহারী যে তারাই ফিরিয়ে দেবে তোমার চোখের আলো। আর তার গান তোমার কানে আসবেই—তা ধর, কামার পিয়ের গ্রুনোর কামারশালের মাথার উপরকার জোড়া বাদামগাছটার মত দূরত্ব থেকে।

দিনে দিনে ডেভিড-এর কবিতার সংখ্যা বাড়তে লাগল আর ভেড়ার সংখ্যা কমতে লাগল। ইউভোনে-র নাক ও মেজাজ চড়া হয়ে উঠল, আর তার কথাবার্তা হয়ে উঠল ধারালো। তার কড়াই ও কেট্‌লি নিষ্কর্মা হয়ে রইল, কিন্তু তার চোখে ফুটল ঝলকানি। সে কবিকে জানিয়ে দিল যে তারই অবহেলায় ভেড়ার সংখ্যা কমে গিয়ে গৃহস্থের সংসারে দুঃখের বান ডাকিয়েছে। ডেভিড একটা ছোকরাকে ভাড়া করে এনে ভেড়ার পাহারার কাজে লাগিয়ে দিল, আর নিজে বাড়ির মাথার উপরকার ছোট ঘরটায় খিলবন্দী হয়ে আরও বেশি করে কবিতা লেখায় মন দিল। ছোকরাটাও আর এক জাত-কবি, কিন্তু কবিতার লেখার হাত না থাকায় দিবানিদ্রায়ই সময় কাটাতে লাগল। অচিরেই নেকড়েরাও বুঝতে পারল যে কাব্য ও নিদ্রা আসলে একই বস্তু; অতএব ভেড়ার সংখ্যা স্বল্পতর হতে লাগল। সেই হারে চড়তে লাগল ইউভোনে-র মেজাজ। অনেক সময়ই সে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডেভিড-এর উঁচু জানালাটা লক্ষ্য করে বাণী-বর্ষণ শুরু করে দেয়। তখন কামার পিয়ের গ্রনোর কামারশালের জোড়া বাদাম গাছের কাছ থেকেও তার কণ্ঠস্বর তোমার কানে আসবে।

বুড়ো নোটারি এম. পাপিনু বড় দয়ালু ও জ্ঞানী মানুষ। সকলের সব ব্যাপারেই সে নাক গলায়। ব্যাপারটা একদিন তার চোখেও পড়ল। সে ডেভিড-এর কাছে গিয়ে এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হয়ে বলল:

"বন্ধু মিগনট, তোমার বাবার বিয়ের সার্টিফিকেটে আমিই সিল-মোহর করেছিলাম। তারই ছেলের দেউলে হবার ঘোষণা-পত্রে যদি আমাকে স্বাক্ষর করতে হয় সেটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার হবে। কিন্তু তুমি তো সেই দুঃখের পথেই এগিয়ে চলেছ। একজন বৃদ্ধ বন্ধু হিসাবেই তোমাকে কথাগুলি বলছি। এবার মন দিয়ে আমার বক্তব্যটা শোন। দ্রু-তে আমার একজন বন্ধু আছে। তার নাম মঁসিয়ে ব্রিল—জর্জেস ব্রিল। একটা বইতে ঠাসা বাড়ির এক কোণে সে দিন কাটায়। শিক্ষিত মানুষ; প্রতি বছর সে প্যারিসে যায়; নিজেও অনেক পুথিপত্তর লিখেছে। ভূগর্ভস্থ সমাধিগুলো কবে তৈরি হয়েছিল, আকাশের তারাগুলোর নাম কেমন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল, আর টিট্টিভ পাখির ঠোঁটটাই বা লম্বা কেন—এ সব কথা সে তোমাকে বলে দিতে পারে। ভেড়ার

ব্যা-ব্যা ডাক তোমার কাছে যেমন সহজবোধ্য, কাব্যের তাৎপর্য ও গঠন-প্রকৃতিও তার কাছে তেমনই সহজবোধ্য। আমি তার কাছে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি; তোমার সব কবিতার পুথি নিয়ে তুমি তার কাছে চলে যাও; তাকে দিয়ে সেগুলি পড়াবার ব্যবস্থা কর। তাহলেই তুমি জানতে পারবে আরও কবিতা তুমি লিখবে, না কি তোমার স্ত্রী ও ঘর-সংসারের দিকে মন দেবে!"

ডেভিড বলল, "চিঠিটা লিখে দিন। আমার দুঃখ হচ্ছে, এ-কথাটা আপনি আরও আগেই বলেন নি কেন।"

পরদিন সূর্য উঠলেই মহামূল্যবান পুথিপত্রের বাণ্ডিলটা বগলে নিয়ে সে দ্রু-র পথে পা বাড়াল। দুপুরবেলা মঁসিয়ে ব্রিল-এর দরজায় পৌঁছে তবে পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলল। পণ্ডিত মানুষটি এম. পাপিনুর চিঠির সিলটা ভেঙে ফেলল। সূর্য যেভাবে জলকে শুঁষে নেয়, লোকটিও ঝক্‌ঝকে চশমার ভিতর দিয়ে বাণ্ডিলের বিষয়বস্তুগুলোকে সেইভাবেই শুঁষে নিল। ডেভিডকে সঙ্গে নিয়ে সে তার পড়ার ঘরে ঢুকে বইপত্রের সাগরের মধ্যে এক চিলতে দ্বীপের মত একটা ছোট আসনে তাকে বসতে বলল।

মঁসিয়ে ব্রিল বিবেকবান মানুষ। আঁকাবাঁকা হরফে ভরা মোটা পাণ্ডুলিপির তাড়া দেখে সে ঘাবড়াল না। তাড়াটা খুলে সে পড়তে শুরু করল। কোন কিছুই তার কাছে উপেক্ষার বিষয় নয়; একটা পোকা যেমন শাঁসের সন্ধানে বাদামের ভিতরে একটু একটু করে ঢুকে যায়, সেই মানুষটিও তেমনই একটার পর একটা পড়তে লাগল।

এদিকে সেই সাহিত্য-সমুদ্রের মাঝখানে বসে ডেভিড তখন নির্বাসিত একটি সঙ্গীহীন যাত্রীর মত থর্ থর্ করে কাঁপছে। তার কানে বাজছে তরঙ্গের গর্জন। সমুদ্র-অভিযানের মত একটা পথ-নির্দেশিকা বা কম্পাস-যন্ত্রও তার কাছে নেই। তার মনে হতে লাগল, অর্ধেক পৃথিবীর মানুষই বুঝি বইপত্র লেখে।

মঁসিয়ে ব্রিল পাণ্ডুলিপির শেষ কবিতাটিও পড়ে শেষ করল। তারপর চশমা খুলে রুমাল দিয়ে তার কাঁচজোড়া মুছল।

"আমার বৃদ্ধ বন্ধু পাপিনু ভাল আছে তো?" সে প্রশ্ন করল।

"তার শরীর গতিক বেশ ভালই আছে," ডেভিড উত্তর দিল।

"আপনার কতগুলি ভেড়া আছে মঁসিয়ে মিগ্‌নত?"

"গতকাল গুনেছিলাম তিন শ' ন'টা। ভেড়াগুলোর কপালই খারাপ। আটশ' পঞ্চাশ থেকে তারা ঐ সংখ্যায় নেমে এসেছে।"

"তোমার স্ত্রী আছে, সংসার আছে; তুমি বেশ আরামে আয়েসেই ছিলে। ভেড়াগুলো তোমাদের প্রচুর অর্থ এনে দিত। তাদের নিয়ে তুমি মাঠে যেতে, খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে, সন্তুষ্টির মিষ্টি রুটি মুখে দিতে। তোমাকে কেবল একটু সজাগ থাকতে হত, সেখানে প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম নিতে, ঝোপে-ঝাড়ে কালো পাখিদের শিষ শুনতে। আমি ঠিক বলছি তো?"

"ঠিকই বলছেন," ডেভিড উত্তর দিল।

যেন দূর দিগন্তে একটা পালের খোঁজ করছে এমনিভাবে বইয়ের সমুদ্রের উপর

চোখ বুলিয়ে মঁসিয়ে ব্রিল বলল, "তোমার কবিতাগুলি পড়লাম। জানালা দিয়ে দূরে তাকান মঁসিয়ে মিগ্‌নত; আমাকে বলুন, ঐ গাছে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন।"

সে দিকে তাকিয়ে ডেভিড বলল, "একটা কাক দেখতে পাচ্ছি।"

মঁসিয়ে ব্রিল বলল, "যখনই আমি কোন কর্তব্যকে এড়িয়ে চলতে চাই তখনই ঐ পাখিটা আমাকে সাহায্য করে। পাখিটাকে তুমিও চেন মঁসিয়ে মিগ্‌নত, সে একজন দার্শনিক। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সে খুব সুখে আছে। পিট্‌পিটু করা দুটি চোখ ও খুশিমত চলার মত দুটি পা নিয়ে সে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। তার যা খেতে ইচ্ছা করে সেটা সে ক্ষেতে-খামারেই পায়। গায়ক-পাখির মত পালক নেই বলে তার মনে কোন দুঃখ নেই। আর প্রকৃতি তাকে যে কণ্ঠস্বর দিয়েছে সেটা আপনিও শুনেছেন মঁসিয়ে মিগ্‌নত। আপনি কি মনে করেন যে নাইটিঙ্গেল পাখি ওর চাইতে বেশি সুখী?"

ডেভিড উঠে দাঁড়াল। গাছের ডালে বসে কাকটা কর্কশ গলায় ডেকে উঠল।

সে ধীরে ধীরে বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মঁসিয়ে ব্রিল। তাহলে কি ঐ সব কর্কশকণ্ঠ পাখিদের কারও গলায়ই নাইটিঙ্গেল পাখির মত সুর ছিল না?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মঁসিয়ে ব্রিল বলল, "থাকলে আমার কানে সেটা ধরা পড়ত। প্রতিটি শব্দ আমি পড়ি। আপনার জীবনকে কাব্যময় করে তুলুন মহাশয়; কবিতা লেখার চেষ্টা আর করবেন না।"

"আপনাকে ধন্যবাদ," ডেভিড আবার বলল। "আবার আমি ফিরে যাব আমার ভেড়ার পালের মধ্যে।"

পুথিবিদ লোকটি বলল, "আপনি যদি আমার সঙ্গে ডিনার খেতে বসেন এবং তার জ্বালাটা উপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে সব কথা আপনাকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বলতে পারি।"

কবি বলল, "না, আমি মাঠে ফিরে গিয়ে কা-কা করে ভেড়ার পালকেই চড়াতে চাই।"

কবিতার পুটুলি বগলে করে ডেভিড ভের্‌নয়-এর পথ ধরেই ফিরে চলল। গ্রামে পৌঁছে সে জনৈক আর্মেনীয় ইহুদি দোকানদার জিগলার-এর দোকানে ঢুকল। সে যা হাতে আসে তাই বিক্রি করে।

ডেভিড বলল, "বন্ধু, বনের নেকড়েগুলো আমার ভেড়াগুলোকে বড়ই তাড়া করে। তাদের রক্ষার জন্য আমাকে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতেই হবে। তোমার কাছে কি আছে বল?"

জিগলার বলল, "বন্ধু মিগ্‌নত, আজকের দিনটা আমার পক্ষে খুবই খারাপ, কারণ আমি বুঝতে পারছি যে আজ তোমাকে এমন একটা অস্ত্র আমাকে বিক্রি করতে হবে যার আসল দামের এক-দশমাংশও আমি হাতে পাব না। এই তো গত সপ্তাহেই ফেরিওয়ালার কাছ থেকে এক গাড়ি-বোঝাই 'সেল'-এর মাল আমি কিনেছি। বড় জমিদারের একটা পল্লীভবন 'সেল'-এ বিক্রি হয়ে গেল—তার নাম-ধাম আমি জানি না—রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা

হয়েছে। সেই মালের মধ্যে কয়েকটা ভাল আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। এই যে পিস্তলটা—আঃ! এ পিস্তল তো একজন রাজপুত্রের হাতেই মানায়—এটা তুমি পেতে পার মাত্র চল্লিশ ফ্রাঁ দিয়ে—যদিও ঐ দামে আমার দশ ফ্রাঁ লোকসান হবে। কিন্তু এটা সেকেলে গাদা-বন্দুকই তো—"

টাকাটা ছুড়ে দিয়ে ডেভিড বলল, "ওতেই আমার চলবে।" এটাতে গুলি ভরা আছে তো?"

জিগলার বলল, "আরও দশ ফ্রাঁ দিলে আমিই গোলা-বারুদ ভরে দেব।"

পিস্তলটাকে কোটের তলায় রেখে ডেভিড তার কুটিরে ফিরে গেল। ইউভোনে বাড়ি ছিল না। ইদানিং সে বিনা কাজে পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রান্নাঘরের স্টোভটা জ্বলছিল। ডেভিড দরজা খুলে রান্না ঘরে ঢুকল। হাতের কবিতার কাগজগুলি জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে ছুড়ে দিল। কাগজগুলো জ্বলে উঠতেই একটা কর্কশ সুর ধ্বনিত হল।

"কাকের গান!" কবি বলল।

চিলে কোঠায় উঠে সে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। গ্রামটা তখন এতই শান্ত ও নিস্তব্ধ ছিল যে একটা পিস্তলের শব্দ বিশ জনের কানে গিয়ে পৌঁছল। সবাই এসে ডেভিড-এর বাড়ির সামনে জড়ো হল। বাড়ির উপর থেকে যে ধোঁয়া বের হচ্ছিল সেটা চোখে পড়ায় সকলেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

বেচারি কালো পাখিটার ছিন্ন পালকগুলিকে সযত্নে ঢেকে দিয়ে কবির দেহটাকে সে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছে। মেয়েরা সব ঈর্ষাকাতর করুণায় বিগলিত হয়ে নানা কথা বলতে লাগল। কেউ বা ছুটে গেল ইউভোনে-কে খবর দিতে।

দুঃসংবাদের গন্ধ নাকে যেতেই এম. পাপিনু সকলের আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছিল। অস্ত্রটা তুলে নিয়ে তার রূপোর কারুকার্যের উপর একবার চোখ বুলিয়েই তার মুখে ফুটে উঠল আবিষ্কারের তৃপ্তি ও শোকের একটা মিশ্র-ভাব।

পাশে দাঁড়ানো গ্রাম্য পুরোহিতকে এক পাশে ডেকে নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলল, 'এতে খোদাই করা আছে মঁসিয়ে মার্কুইস দ বুপার্তুস-এর অস্ত্র ও শিরস্ত্রাণ।"

# রাজগির অভিভাবক

## The Guardian of the Accolade

ওয়েমাথ ব্যাংক-এর গোটা পরিবারে বুশ্‌রেড খুড়োর গুরুত্ব কিছু কম ছিল না। অস্থাবর সম্পত্তি, সেবক ও বন্ধু হিসাবে ষাট বছর ধরে বুশ্‌রেড খুড়ো ওয়েমাথ প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করেছে। তার গায়ের রং ছিল ব্যাংকের মেহগনি কাঠের রংয়ের মতই—অতএব তার বাইরেটি ছিল কালো; ব্যাংকের লেজার-খাতায় অলিখিত পাতার

মতই সাদা ছিল তার মনটা। এই তুলনাটা বুশ্‌রেড খুড়োর খুব পছন্দ ছিল; কারণ তার কাছে ওয়েমাথ ব্যাংকই ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, আর সে ছিল একাধারে তার দারোয়ান ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেনাপতি।

দক্ষিণ উপত্যকার নিচু পাহাড় শ্রেণীর সানুদেশে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াচ্ছন্ন, স্বপ্নময় ওয়েমাথ। ওয়েমাথভিলে ছিল তিনটে ব্যাংক। তার মধ্যে দুটো ছিল একেবারে বাজে, অপটু হাতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান; ওয়েমাথ-এর গৌরবের তিলমাত্রও তাদের মধ্যে ছিল না। তৃতীয়টি ছিল এই ব্যাংকটি, আর তার পরিচালনায় ছিল ওয়েমাথ পরিবার—এবং বুশ্‌রেড খুড়ো। ওয়েমাথ পরিবারের পুরনো বাড়ি—লাল টালি, সাদা বারান্দাওয়ালা প্রাসাদটাতে থাকতেন মিঃ রবার্ট ওয়েমাথ ( ব্যাংকের প্রেসিডেণ্ট ), তার বিধবা মেয়ে মিসেস ভেসি—সকলেই তাকে "মিস্ লেটি" বলে ডাকে—আর তার দুটি সন্তান, নান ও গাই। উঠোনের একটা কুটিরে থাকত বুশ্‌রেড খুড়ো ও তার বৌ মালিণ্ডি খুড়ি। মিঃ উইলিয়াম ওয়েমাথ ( ব্যাংকের কেশিয়ার ) থাকতেন বড় রাস্তার একটা আধুনিক ভাল বাড়িতে।

মিঃ রবার্ট ছিলেন মোটাসোটা, শক্ত-সমর্থ মানুষ; বয়স বাষট্টি বছর, মসৃণ, ফোলা-ফোলা মুখ, লৌহধূসর লম্বা চুল, আর অগ্নিময় দুটো নীল চোখ। তিনি ছিলেন মেজাজী, দয়ালু, উদার, মুখে যুবকোচিত হাসি আর এমন একটা দুর্জয়, কঠোর কণ্ঠস্বর যা যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না। মিঃ উইলিয়াম নরম ধাতের মানুষ, আচরণে নির্ভুল, আর সদাই কর্মব্যস্ত। ওয়েমাথদের নিয়েই গড়ে উঠেছে ওয়েমাথভিল পরিবার; সকলেই তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে, আর সেটাই ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের প্রাপ্য।

বুশ্‌রেড খুড়ো ছিল ব্যাংকের বিশ্বস্ত দারোয়ান, সংবাদবাহক, প্রজা ও অভিভাবক। মিঃ রবার্ট ও মিঃ উইলিয়ামের মত তার কাছেও থাকত ভল্টের একটা চাবি। অনেক সময়ই ভল্টের মেঝেতে স্তূপ করে রাখা হত বস্তাবন্দী রৌপ্যমুদ্রায় দশ, পনেরো, বা দশ হাজার ডলার। বুশ্‌রেড খুড়োর হাতে সব কিছু নিরাপদ। মনে-প্রাণে, সততায়, ও গর্বে সেও একজন ওয়েমাথ।

ইদানিং বুশ্‌রেড খুড়োর জীবনে কিছুটা ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে। সেটা মার্স রবার্টকে নিয়ে। জানা গেছে, প্রায় এক বছর হল মিঃ রবার্ট অতিরিক্ত পরিমাণে মদ খেতে শুরু করেছেন। হয়তো মাতলামি করার মত বেশি পরিমাণে খান না, কিন্তু অভ্যাসটা ক্রমেই তার উপর চেপে বসছে, আর সেটা সকলেরই নজরে পড়ছে। দিনে ছ'বার করে তিনি ব্যাংক থেকে বেরিয়ে "মার্চেণ্টস্ অ্যাণ্ড প্ল্যাণ্টার্স হোটেল"-এ ঢোকেন মদ খাবার জন্যে। মিঃ রবার্টের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও ব্যবসায়িক দক্ষতায় যেন কিছুটা ভাঁটা পড়েছে। একজন ওয়েমাথ হলেও মিঃ উইলিয়াম অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক নন; জোয়ারের উল্টো স্রোতকে ঠেকাবার চেষ্টা করেও পুরোপুরি সফল হতে পারলেন না। ওয়েমাথ ব্যাংকের জমার অংক ছয় থেকে পাঁচের অংকে নেমে গেল। ফেরৎযোগ্য টাকার অংক জমতে লাগল অবিবেচনাপ্রসূত ঋণের জন্য। মদ খাবার ব্যাপারে মিঃ রবার্টকে কেউ কিছু বলেও না। তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলল যে বছর দুয়েক

আগে তার স্ত্রীর মৃত্যুই এর কারণ। মিঃ রবার্টের বদমেজাজের জন্য অন্যরা তাকে কিছু বলতে সংকোচ বোধ করল। মিস লেটি ও শিশু দুটি পরিবর্তনটা লক্ষ্য করল, আর তা নিয়ে কষ্টও পেল। বুশ্রেড খুড়োও উদ্বিগ্ন হল, কিন্তু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে তাকে বাধা দেবার মত মানুষ সে নয়, যদিও সে এবং মার্স রবার্ট প্রায় দুটি সঙ্গীর মতই মানুষ হয়েছিল। কিন্তু ব্যাংক প্রেসিডেন্টের তাড়ি ও সরবতের চাইতেও বড় একটা ধাক্কা বুশ্রেডের জীবনে আসন্ন হয়ে উঠেছিল।

মিঃ রবার্টের ছিল মাছধরার নেশা। মরশুম এলে এবং কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই তিনি মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়তেন। অনুকূল কিছু খবর আসতেই একদিন তিনি জানিয়ে দিলেন যে দু'তিন দিনের জন্য তিনি হ্রদ অঞ্চলে মাছ ধরতে যাবেন। পুরনো বন্ধু বিচারক অর্চিনার্ডকে সঙ্গে নিয়ে তিনি "নল হ্রদ"-এ যাচ্ছেন।

এখন, বুশ্রেড খুড়ো "জ্বলন্ত ঝোঁপ সন্তানদল"-এর কোষাধ্যক্ষ। সে যে ক্লাবেরই সদস্য হত তারাই নির্দ্বিধায় তাকে কোষাধ্যক্ষ বানিয়ে দিত। সকলেই তাকে জানত ওয়েমাথ ব্যাংকের মিঃ বুশ্রেড ওয়েমাথ বলে।

মিঃ রবার্ট যেদিন তার মৎস-অভিযাত্রার কথা ঘোষণা করলেন সেদিন রাতেই বুড়ো মানুষটা রাত বারোটার সময় ঘুম থেকে উঠে জানাল যে তখনই তাকে ব্যাংকে যেতে হবে "সন্তানদল"-এর পাশবইটা আনতে কারণ সেটা বাড়িতে নিয়ে আসতে সে ভুলে গেছে। হিসাব-রক্ষক সেই দিনই হিসাবটা ঠিকঠাক মিলিয়ে বাতিল চেকগুলো তার মধ্যে রেখে চারদিক ঘুরিয়ে দুটো ইলাস্টিক ব্যাণ্ড লাগিয়ে রেখেছিল। অন্য সব পাশবইতে সে একটা ব্যাণ্ডই লাগায়।

মালিন্ডি খুড়ি তার এত রাতে এই কাজে যাবার কথা শুনে আপত্তি করল, কিন্তু বুশ্রেড খুড়োকে তার কর্তব্য পালনে বিরত করতে পারল না।

খুড়ো বলল, "আমি সিস্টার আডালিন হস্কিন্সকে বলে দিয়েছি সে যেন কাল সকাল সাতটার সময় এখানে এসে বইটা নিয়ে যায়, পরিচালন সভার অধিবেশনে সেটা পৌঁছে দেয় এবং আসার সময় আবার বইটাকে এখানে নিয়ে আসে।"

অতএব বুশ্রেড খুড়ো তার পুরনো বাদামি সুটটা পরল, বাদাম কাঠের লাঠিটা হাতে নিল, তারপর ওয়েমাথ্ভিল-এর প্রায় জনহীন পথ ধরে হাঁটতে লাগল। সে পাশের দরজাটা খুলে ব্যাংকে ঢুকল এবং পিছনের যে ছোট ঘরটাতে গোপনীয় আলোচনার বৈঠক বসে এবং যে ঘরেই সে সব সময় তার কোটটা ঝুলিয়ে রাখে, সেখানেই ফেলে-যাওয়া পাশবইটা পেয়ে গেল। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল যে সব কিছুই আগেকার মতই আছে। তারপর বাড়িতে ফেরার জন্য পা বাড়াবে এমন সময় সামনের দরজায় একটা চাবির খুট্-খুট্ আওয়াজ শুনে সে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল, দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দিল এবং লোহার রেলিং-এর দরজা দিয়ে গণনা-ঘরে ঢুকল।

ব্যাংকের এই জায়গাটা সরু একটা পথের সাহায্যে পিছনের ঘরের সঙ্গে যুক্ত। এখন সে পথটা গভীর অন্ধকারে ঢাকা।

বাদাম কাঠের লাঠিটাকে দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে বুশ্রেড খুড়ো পা টিপে টিপে

খানিকটা এগিয়ে ওয়েমাথ ব্যাংকের পবিত্র চত্বরে মধ্যরাতের অনধিকার প্রবেশকারীটিকে দেখতে পেল। একটা আবছা আলোর গ্যাস-জেট সেখানে জ্বলছিল, তবু তারই অস্পষ্ট আলোয় সে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল যে লোকটি ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং।

ভয়ে, বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বুড়ো কালো মানুষটি সেই অন্ধকার পথের উপর দাঁড়িয়ে ঘটনার গতি লক্ষ্য করতে লাগল।

মস্তবড় দরজাওয়ালা ভল্টটা তার ঠিক বিপরীত দিকে। তার ভিতরকার সিন্দুকটাতেই রয়েছে মূল্যবান কাগজ-পত্র, ব্যাংকের সোনা ও কারেন্সি-নোট। ভল্টের মেঝেতে হয় তো ছিল আঠারো হাজার ডলারের রৌপ্যমুদ্রা।

প্রেসিডেন্ট পকেট থেকে চাবি বের করলেন, ভল্ট খুললেন এবং দরজাটা প্রায় ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। সংকীর্ণ ফোকরের ভিতর দিয়ে মোমবাতির আলোর একটা ঝলকানি বুশ্রড খুড়োর চোখে পড়ল। দু' এক মিনিটের মধ্যেই—প্রতীক্ষমান দর্শকটির কাছে সময়টা মনে হল একটি ঘণ্টা—মিঃ রবার্ট বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে একটা বড় হাত-থলে। তার গতি দ্রুত ও সতর্ক, যেন তার মনে ভয়—পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে। এক হাতে ভল্টের দরজাটা বন্ধ করে তিনি তালাটা লাগিয়ে দিলেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের মনের মধ্যে একটা কিছু অনুমান করে বুশ্রড খুড়ো ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থেকে কাঁপতে কাঁপতে সব কিছু দেখতে লাগল।

মিঃ রবার্ট থলেটাকে ডেস্কের উপর রাখলেন; কোটের কলারটা গলা ও কান পর্যন্ত তুলে দিলেন। তার পরনে একটা মোটা কাপড়ের ধূসর রংয়ের সুট, যেন দূর ভ্রমণের জন্যই তৈরি হয়ে এসেছেন। ভ্রূকুটিকুটিল চোখে জ্বলন্ত গ্যাস-জেটের উপরকার ঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন—তারপর চোখ ফেললেন ব্যাংকের চারদিকে, ধীরে ধীরে, একান্ত অনুরাগের সঙ্গে। বুশ্রড খুড়োর মনে হল—তিনি যেন প্রিয় ও পরিচিত দৃশ্যের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

এবার ভারী বোঝাটাকে তুলে নিয়ে আবার ধীর অথচ ক্ষিপ্র পদক্ষেপে যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গেলেন সমুখের দরজাটায় তালা লাগিয়ে।

এক মিনিট বা তারও একটু বেশি সময় বুশ্রড খুড়ো পায়ের তলাকার পাথরের মতই নিথর হয়ে গেল। সিন্দুক ও ভল্টের এই মধ্যরাতের লুঠেরা যদি তিনি স্বয়ং না হয়ে পৃথিবীর আর কোন লোক হত তাহলে এই বৃদ্ধ ভৃত্যটি নির্ঘাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত ওয়েমাথদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য। কিন্তু এখন এই দারোয়ানের আত্মা যেন নির্যাতিত হচ্ছে নিছক ডাকাতির চাইতেও তীব্রতর কোন ভয়ে। ওয়েমাথের নাম, ওয়েমাথের সম্মান যে হারিয়ে যেতে বসেছে—এই অভিযোগের ত্রাসই তাকে যেন পেয়ে বসেছে। মার্স রবার্ট ব্যাংক ডাকাতি করেছে! এ সবের আর কি অর্থ হতে পারে? এই মধ্যরাত্রি, চোরের মত ভল্টে প্রবেশ, ভর্তি থলে নিয়ে নিঃশব্দে সতর্ক পদক্ষেপে চলে যাওয়া, এই লুঠেরার মত মোটা পোশাক, ঘড়িটার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাওয়া, আর নিঃশব্দে প্রস্থান—এ সবের আর কি অর্থ হতে পারে?

বুশ্রড খুড়োর সব চিন্তা-ভাবনা কেমন যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল, আর

সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল এমন কিছু পূর্ববর্তী ঘটনা যা তার সন্দেহেরই অনুকূল—মিঃ রবার্টের ক্রমবর্ধমান অমিতাচার ও তার ফলস্বরূপ তিরিক্ষি মেজাজ; মাঝে-মধ্যে শোনা ব্যাংক ব্যবসার মন্দা ভাব ও ঋণ-সংগ্রহের অসুবিধার কথা। মিঃ রবার্ট ওয়েমাথ একজন আত্মগোপনকারী—ব্যাংকের বাকি তহবিল সঙ্গে নিয়ে তিনি পালিয়ে যাবেন, আর মিঃ উইলিয়াম, মিস্ লেটি, ছোট্ট নান, গাই এবং বুশ্‌রড খুড়োকে সহ্য করতে হবে সব অপমানের জ্বালা—এ ছাড়া আর কি অর্থ হতে পারে এই সব কাজের ?

মাত্র এক মিনিট সময় বুশ্‌রড খুড়ো এই কথাগুলি ভাবল, আর তার পরেই সে হঠাৎ জেগে উঠল স্থির সংকল্প ও কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে।

পাশের দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে সে আর্তকণ্ঠে বলতে লাগল, "প্রভু! প্রভু! এখানে এত সব বড় বড় কাজের এই পরিণতি! পৃথিবীর মাটিতে এমন সব কুৎসিত ঘটনা—ওয়েমাথ পরিবারটি হয়ে উঠল ডাকাত ও লুঠেরার আড্ডাখানা! বুশ্‌রড খুড়োকে এ মুরগির খোঁয়াড় পরিষ্কার করতেই হবে। হে প্রভু! মার্স রবার্ট তুমি যেন এমন কাজ করো না। 'ওয়েমাথ, ওয়েমাথ' বলতে মিস লেটি ও বাচ্চা দুটো কত গর্ব করে বেড়ায়। যদি পারি তো তোমার পথ আমি আটকাবই। এই নিগারের মাথাটা তুমি গুলি করে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু ক্ষমতায় কুলোলে আমি তোমাকে বাধা দেবই।"

হাতের বাদাম কাঠের লাঠি তার সহায়, আর পায়ের বাত তার বাধা; তবু বুশ্‌রড খুড়ো রেলস্টেশনের দিকে ছুটতে লাগল, কারণ রেলের দুটো পথ সেখানে এসেই ওয়েমাথ্‌ভিল-এ মিশে গেছে। সে যেমনটি আশা করেছিল আর যেমনটি আশংকা করেছিল, সেটাই ঘটল। সেখানে সে দেখতে পেল দালানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মিঃ রবার্ট ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। থলেটা তার হাতেই ধরা আছে।

ব্যাংক প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে ছিলেন স্টেশনের দেয়ালের পাশে একটা প্রকাণ্ড ধূসর প্রেতের মত। তার বিশ গজের মধ্যে পৌঁছেই হঠাৎ একটা মানসিক চাঞ্চল্য বুশ্‌রড খুড়োর মাথায় চেপে বসল। যে কাজ সে করতে এসেছিল তার অসীম সাহসিকতা ও হঠকারিতা তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তখনও যদি সে ওয়েমাথ বংশের বহুখ্যাত ক্রোধাগ্নির হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারত তাহলে সে হয়তো সুখীই হত। কিন্তু আবার তার কল্পনায় ভেসে উঠল মিস্ লেটির তিরস্কারপূর্ণ সাদা মুখখানি, ভেসে উঠল নান ও গাই-এর বিষণ্ণ দুটি মুখ! সে যদি তার কর্তব্য পালনে অপারগ হয়, আর তারা যদি তার সেবাধর্মে সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহলে ?

এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সোজা এগিয়ে গেল। নিজের গলাটা পরিষ্কার করে লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে লাগল যাতে মিঃ রবার্ট তাকে আগেই চিনতে পারে।

ধূসর প্রেতের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, "আরে বুশ্‌রড, তুমি!"

"হ্যাগো স্যার, মার্স রবার্ট।"

"এত রাতে তুমি এখানে এসেছ কি করতে ?"

জীবনে এই প্রথম বুশ্‌রড খুড়ো মার্স রবার্টকে একটা মিথ্যেকথা বলল। সেটা

সে চেপে রাখতে পারল না। একটু ঘুরপথে তাকে যেতেই হবে। সরাসরি আক্রমণের শক্তি তার স্নায়ুতে ছিল না।

"স্যার, আমি এখানে এসেছি মারিয়া পেটার্সন খুড়িকে দেখতে। আজ রাতেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মালিশ্রি ওষুধ এক বোতল তার জন্য নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ স্যার।"

"হুম!" রবার্ট বললেন। "এই রাতের হাওয়ায় না থেকে তুমি বরং বাড়ি চলে যাও। বাতাসটা স্যাঁৎসেঁতে। কাল তো তুমি বাতের ব্যথায় মারা যাবে। দিনটা কি পরিষ্কার হবে বুশ্‌রড?"

"আমার তো সেই রকমই মনে হয় স্যার। গত রাতে সূর্যটা লাল ছিল।"

ছায়ায় দাঁড়িয়েই মিঃ রবার্ট একটা চুরুট ধরালেন। চুরুটের ধোঁয়াটা দেখে মনে হল, তার ধূসর প্রেতাত্মাটা বড় হতে হতে রাতের বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। বুশ্‌রড খুড়োর অনিচ্ছুক জিভ থেকে ভয়ংকর কথাটা কিছুতেই বের হল না। পাথরের উপর পা রেখে সে ভূতের মতই দাঁড়িয়ে রইল লাঠিতে ভর দিয়ে। আর তখনই দূর থেকে—তিন মাইল দূরে জিমটাউন সুইচ থেকে তার কানে এল ট্রেনের একটা অস্পষ্ট হুইস্‌ল; ওই ট্রেনটাই তো ওয়েমাথ-এর নামকে নিয়ে যাবে অসম্মান ও লজ্জার দেশে। তার সব ভয় দূর হয়ে গেল। মাথার টুপিটা খুলে ফেলল, মুখোমুখি দাঁড়াল সেই মহান, রাজকীয়, দয়ালু, উদার, ভয়ংকর ওয়েমাথ বংশের এক কর্তাব্যক্তির মুখোমুখি যাদের সেবা সে এতকাল করে এসেছে—আসন্ন বিপদের একেবারে তীরে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিল।

আবেগ-কম্পিত গলায় বলতে শুরু করল, "মার্স রবার্ট, সেদিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে যেদিন সকলে মিলে 'ওক্ লন'-এ গিয়েছিলে নকল যুদ্ধ দেখতে? যেদিন তুমি ঘোড়দৌড়ে জিতেছিলে আর মিস্ লুসিকে রাণীর মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলে?"

"নকল যুদ্ধ?" চুরুটটা মুখ থেকে হাতে নিয়ে মিঃ রবার্ট বললেন, "হ্যাঁ, খুব মনে আছে—কিন্তু এই মাঝরাতে এখানে দাঁড়িয়ে নকল যুদ্ধের কথা তুলছ কেন? বাড়ি ফিরে যাও বুশ্‌রড, আমার তো মনে হচ্ছে তুমি ঘুমের ঘোরে কথা বলছ।"

তার কথায় কান না দিয়ে বুড়ো লোকটি বলতে লাগল, "মিস্ লুসি একখানা তলোয়ার তোমার কাঁধের উপর রেখে বলেছিল: 'আমি তোমাকে রাজা বানিয়ে দিলাম সু রবার্ট—উঠে দাঁড়াও, পবিত্র ও নির্ভীক হও, নিন্দা-ভর্ৎসনার ঊর্ধ্বে ওঠ।' এই কথাগুলিই মিস্ লুসি বলেছিল। এটা অনেক দিন আগেকার কথা, কিন্তু তুমি বা আমি কেউ সে কথা ভুলি নি। তারপর—আরও একটা দিনের কথাও আমরা কেউ ভুলি নি—যেদিন মিস্ লুসি শুয়েছিল তার শেষ শয্যায়। বুশ্‌রড খুড়োকে ডেকে আনিয়ে সে বলেছিল: 'বুশ্‌রড খুড়ো, আমি চাই যে আমি যখন মরে যাব তখন তুমিই মিঃ রবার্টকে দেখবে। মনে হয়, অন্য কারও কথা না শুনলেও তোমার কথা সে শুনবে। কখনও কখনও সে ভয়ংকর রেগে যায়, হয় তো তখন সে তোমার কথাও শুনবে না, তবু তখনও এমন একজনকে তার পাশে থাকতেই হবে যে তাকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। কখনও কখনও সে একটা ছোট শিশুর মত হয়ে যায়'—অসহায়

ম্লান মুখের দুটি উজ্জ্বল চোখ তুলে মিস্ লুসি বলেছিল—'কিন্তু সে তো চিরদিনই আমার রাজা—পবিত্র, নির্ভীক, আর সব নিন্দা-ভর্ৎসনার ঊর্ধ্বে।'

হঠাৎ রাগের মুহূর্তেও নরম হয়ে যাওয়াটাই মিঃ রবার্টের স্বভাব। সেই ভাবেই একটা ধোঁয়ার মেঘ মুখ থেকে বের করতেই তিনি গর্জে উঠলেন, "ওরে-ওরে বাকসর্বস্ব বুড়ো! তোমার দেখছি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। আমি তোমাকে বাড়ি যেতে বললাম বুশ্‌রড। মিস্ লুসি ওই কথাগুলো বলেছিল, তাই না? কি জান, সেই কুলচিহ্নিত ঢালটাকে আমরা পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি নি। গত সপ্তাহেই দু'বছর হয়ে গেছে সে মারা গেছে, তাই না বুশ্‌রড? সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে! আরে আহাম্মক, তুমি কি সারা রাত এখানে দাঁড়িয়েই বকবক করে যাবে?"

আবার ট্রেনের হুইস্‌লটা কানে এল। এবার এক মাইল দূরের জলের ট্যাংক থেকে।

ব্যাংক-কর্তার হাতের থলেটার উপর হাত রেখে বুশ্‌রড খুড়ো বলল, "মার্স রবার্ট, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি এটা সঙ্গে নিয়ে যেও না। এটার মধ্যে কি আছে আমি জানি। ব্যাংকের কোন্ জায়গায় তুমি এটা পেয়েছ তাও জানি। এটা তুমি সঙ্গে নিয়ে যেও না। ওই থলের মধ্যে আছে মিস্ লুসি ও তার সন্তানদের জন্য বড় রকমের বিপদ। ওটাই ধ্বংস করবে ওয়েমাথদের সুনাম, তাদের নামিয়ে দেবে লজ্জা ও দুর্গতির অতলে। মার্স রবার্ট, ইচ্ছা করলেই এই নিগারকে তুমি মেরে ফেলতে পার, কিন্তু এই থলেটা তুমি নিয়ে যেও না। যদি কখনও আমি জর্ডন নদী পার হয়ে যাই, তখন যদি মিস্ লুসি আমাকে প্রশ্ন করে: 'বুশ্‌রড খুড়ো, কেন তুমি মিঃ রবার্টকে ভালভাবে দেখা-শোনা কর নি?' তাহলে তাকে আমি কি জবাব দেব?"

মিঃ রবার্ট ওয়েমাথ চুরুটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা হাত এমনভাবে কাঁপাতে লাগলেন যেটা তিনি বদমেজাজে ফেটে পড়ার আগে সব সময়ই করে থাকেন। বুশ খুড়ো প্রত্যাশিত ঝড়ের সামনে তার মাথাটা নিচু করল, কিন্তু এক পাও সরে গেল না। ওয়েমাথ বংশটাই যদি ভেঙে পড়ে তো সেই সঙ্গে সেও ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। ব্যাংক-মালিক কথা বললেন, আর বুশ্‌রড খুড়ো অবাক হয়ে কুঁতকুঁত করে তাকিয়ে রইল। ঝড় উঠেছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে নেমে এল বসন্তের মিষ্টি হাওয়া।

স্বাভাবিক অবস্থার চাইতেও নিচু গলায় মিঃ রবার্ট বললেন, "বুশ্‌রড, তুমি অধিকারের সব সীমা ছাড়িয়ে গেছ। এতদিন ধরে যে অনুগ্রহ তোমাকে দেখানো হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে তুমি ক্ষমার অযোগ্য পথে আমার কাজে হস্তক্ষেপ করেছ। তাহলে তুমি জান যে এই থলেতে কি আছে! তোমার দীর্ঘ, বিশ্বস্ত সেবা একটা অজুহাত, কিন্তু—বাড়ি ফিরে যাও বুশ্‌রড—আর একটা কথাও নয়!"

কিন্তু বুশ্‌রড দৃঢ়তর হাতে থলেটা চেপে ধরল। ততক্ষণে ট্রেনের হেড্‌লাইট স্টেশনের ছায়াগুলোর উপর আলো ফেলেছে। তার গর্জন ক্রমেই বাড়ছে; যাত্রীরাও নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে।

"মার্স রবার্ট, তোমার থলেটা আমাকে দাও। শোন সু, তোমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলার অধিকার আমার আছে। ক্রীতদাসের মত আমি তোমার সেবা করেছি; ছোট বেলা থেকে তোমার সাথে সাথে থেকেছি। তোমার দেহরক্ষীই আমাকে বলেছে

যে আমি যুদ্ধও করেছি, ইয়াংকিদের চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি সুদূর উত্তরে। তোমার বিয়েতেও আমি হাজির ছিলাম, আর তোমার মিস্ লেটি যখন জন্মেছিল তখনও আমি দূরে ছিলাম না। আর মিস্ লেটির বাচ্চারা তো সন্ধ্যা হলেই অপেক্ষা করে থাকে কখন বুশ্‌রড খুড়ো ঘরে ফিরবে। গায়ের রং আর উপাধি ছাড়া অন্য সব দিক থেকেই আমিও তো একজন ওয়েমাথ। আমরা দু'জনই বুড়ো হয়েছি মার্স রবার্ট। সেদিনের তো আর বেশি দেরি নেই যেদিন মিস্ লুসির সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে এবং আমরা কি করেছি না করেছি তার একটা হিসাবও তাকে দিতে হবে। যে পরিবার তাকে আপন করে নিয়েছিল তার জন্য বুড়ো নিগারটা যা করেছে তার চাইতে বেশি কিছু তার কাছ থেকে কেউ আশা করবে না। কিন্তু ওয়েমাথরা, তাদের তো বলতেই হবে যে বেঁচে থাকতে তারা ছিল পবিত্র, নির্ভীক ও নিন্দা-ভর্ৎসনার উর্ধ্বে। থলেটা আমাকে দাও মার্স বরার্ট— ওটা আমাকে পেতেই হবে। ওটাকে নিয়ে আমি ব্যাংকে ফিরে যাব আর ভল্টে রেখে দিয়ে তালা লাগিয়ে দেব। মিস্ লুসির হুকুম আমাকে মানতেই হবে।"

ট্রেন এসে স্টেশনে দাঁড়াল। লোকজন ছুটোছুটি শুরু করল। দু'তিনটি যাত্রী ঘুম-ঘুম চোখে নেমে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ট্রেনের পরিচালক পাথরের উপর পা রেখে লণ্ঠনটা দোলাতে দোলাতে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ করে বলে উঠল: "হেলো ফ্রাংক!" ঘণ্টা বেজে উঠল, ব্রেক-এ হিস-হিস শব্দ হল; পরিচালক টানা সুরে বলে উঠল: "সকলে উঠে পড়ুন!"

মিঃ রবার্ট থলে থেকে হাতটা তুলে নিলেন। বুশ্‌রড খুড়ো সেটাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, যে ভাবে প্রেমিক জড়িয়ে ধরে তার প্রথম প্রিয়তমাকে।

নিজের হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে মিঃ রবার্ট বললেন, "বুশ্‌রড, এটা নিয়ে তুমি ফিরে যাও। মনে থাকে যেন—এ ব্যাপারটার এখানেই ইতি! তুমি অনেক কথা বলেছ। এই ট্রেনেই আমি চলে যাচ্ছি। মিঃ উইলিয়ামকে বলো, আমি শনিবার ফিরব। শুভরাত্রি।"

ব্যাংক-মালিক চলন্ত ট্রেনের পাদানিতে পা দিয়ে গাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মূল্যবান থলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বুশ্‌রড খুড়ো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটো বোজা; ঠোঁট দুটো নড়ছে—মাথার উপরকার মালিককে সে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ওয়েমাথ বংশের সম্মান রক্ষার জন্য। সে জানত, মিঃ বরার্ট যথাসময়ে ফিরে আসবে। ওয়েমাথরা কখনও মিথ্যে বলে না। প্রভুকে ধন্যবাদ, এখনও বলবে না। এ কথা কেউ বলতে পারবে না তারা ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করেছে।

তারপরেই তার মধ্যে জেগে উঠল ওয়েমাথ বংশের গচ্ছিত অর্থের অভিভাবকত্ব করার প্রয়োজনের তাগিদ, আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো মানুষটি উদ্ধার-করা থলেটা নিয়ে ব্যাংকের পথ ধরল।

ওয়েমাথভিল থেকে তিন ঘণ্টার পথ পার হয়ে ভোর বেলা মিঃ রবার্ট ট্রেন থেকে নামলেন একটা নির্জন ফ্ল্যাগ-স্টেশনে। অস্পষ্টভাবে তিনি দেখতে পেলেন একটি

মনুষ্যমূর্তি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে এবং একটা স্প্রিংওয়ালা গাড়ি, একটা ঘোড়া ও একজন চালকও তার চোখে পড়ল।

মিঃ রবার্টের পুরনো বন্ধু ও সহপাঠি বিচারক অর্চিনার্ড বললেন, "এই যে বব এসে পড়েছ। আজকের দিনটা মাছ ধরার পক্ষে একেবারে মোক্ষম। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বলেছিলে—আরে, তুমি সাজ-সরঞ্জাম কিছুই আনো নি কেন?"

ওয়েমাথ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট টুপিটা খুলে পাকা চুলে হাত বুলাতে শুরু করলেন।

"দেখ বেন, সত্যিকথা বলতে কি আমার পরিবারে একটি অতি জঘন্য আত্মপ্রত্যয়ী বড়ো নিগার আছে, আর সেই ব্যাটাই সব ব্যবস্থা ভেস্তে দিয়েছে। ডিপো পর্যন্ত এসে সব ব্যাপারটাই সে পাল্টে দিয়েছে। কাজটা সে ভালর জন্যই করেছে, আর—কি জান, আমি মনে করি কাজটা সে ঠিকই করেছে। যে করেই হোক, সে দেখতে পেয়েছিল আমি কি সব নিয়ে আসছিলাম—যদিও আমি সে সব লুকিয়ে রেখেছিলাম ব্যাংকের ভল্টে এবং মাঝ রাতে গিয়ে সেগুলি বের করে নিয়ে আসছিলাম। আমার ধারণা, আমার মদ্যপানের মাত্রাটা যে ভদ্রজনের সীমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল সেটা সে লক্ষ্য করেছে এবং বিশেষ কারণেই সে আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেছিল।"

"অচিরেই আমি মদ্যপান ছেড়ে দেব," মিঃ রবার্ট উপসংহারে বললেন। "আমিও এই সিদ্ধান্তেই এসেছি যে ঐ অভ্যাসটা বজায় রেখে চললে একজন ভদ্রলোক কিছুতেই থাকতে পারে না—'পবিত্র, নির্ভীক ও নিন্দা-ভর্ৎসনার ঊর্ধ্বে'—বুড়ো বুশ্‌রেড এই উক্তিটাই করেছিল।"

গাড়িতে উঠতে উঠতে বিচারকও চিন্তিত মুখে বললেন, "দেখ, এ কথাটা আমাকেও স্বীকার করতেই হবে যে বুড়ো কালো মানুষটার যুক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"তথাপি," একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মিঃ রবার্ট বললেন, "সেই থলেটার মধ্যে দুই কোয়ার্ট এমন সেরা পুরনো 'বুরবন' ছিল যা তুমি জীবনে কখনও চেখে দেখ নি।"

# টাকার বাট্টাদার

## The Discounters of Money

আজকের টাকার খলিফারা মানুষের অভাব মোচনের চেষ্টায় যে ভাবে 'বাগদাদ-অন-দি-সাবওয়ে"-র আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় সে-দৃশ্য দেখলে মহান আল রশিদ হারুণও কবরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়তেন।

গরীবের দুঃখকষ্টকে কেমন করে যথোচিতভাবে দূর করা যায়, ধনীদের কাছে সেটাই সব চাইতে বড় সমস্যা। কিন্তু একটা বিষয়ে বিশ্বের সব মানবপ্রেমিকই একমত

যে তোমার খাতকের হাতে কখনও নগদ টাকা তুলে দেওয়া চলবে না। সব গরীব মানুষ অতিমেজাজী বলে একটা কুখ্যাতি আছে; টাকা হাতে পেলেই তাদের মধ্যে একটা জোরদার ঝোঁক এসে যায় যাতে টাকার কিস্তিটা শোধ না দিয়ে তারা সব টাকা খরচ করে ফেলে মসলা-ঠাসা জলপাই আর ক্রেয়ণে আঁকা বড় বড় আত্ম-প্রতিকৃতিতে।

তবু বদান্য দাতা হিসাবে সেকেলে হারুণের কিছু কিছু সুবিধা ছিল। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের সময় তিনি সঙ্গে নিতেন তাঁর উজির গফরকে (উজির হচ্ছে একাধারে সোফার, সচিব এবং দিন-রাত্রির ব্যাংক) আর তার জল্লাদ বুড়ো মস্রুর চাচাকে। এরকম দলবল সমন্বিত ভ্রমণ কখনও সফল না হয়ে পারে না। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এ রকম একটা প্রবন্ধ আপনার নজরে পড়েছে কি যার শিরোনাম "আমাদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের নিয়ে আমরা কি করব?" আচ্ছা, এখন ধরুন মিঃ কার্নেগি তাকে এবং জো গ্যান্সকে নিযুক্ত করলেন অবৈতনিক গ্রন্থাগার বিতরণের কাজে তাকে সাহায্য করতে। আপনি কি মনে করেন কোন শহর সে রকম একটা গ্রন্থাগার নিতে আপত্তি করবে? যেখানে আগে একটা ছিল সেখানে তো দুটো করে গ্রন্থাগার গজিয়ে উঠবে।

কিন্তু, আগেই বলেছি, টাকার খলিফাদের অনেক বিঘ্ন। তারা মনে করে পৃথিবীতে এমন কোন দুঃখ নেই যার উপশম ময়দার তাল দিয়ে হয় না; আর তার উপরেই তারা পুরোপুরি নির্ভর করে থাকে। অল্ রশিদ ন্যায় বিচার করতেন, যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করতেন, আর যাকে অপছন্দ করতেন তাকে তখনই শাস্তি দিতেন। ছোট গল্প প্রতিযোগিতার সূত্রপাতও তিনিই করেছিলেন। বাজারের ভিতরে যখনই কাউকে আকস্মিকভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেন তখনই উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি তাকে তার জীবনের দুঃখের কাহিনী শোনাতেই হত। তার বিবরণে যদি গঠনভঙ্গি, শৈলী ও ভাবের অভাব থাকত তাহলে তিনি উজিরকে হুকুম করতেন, বসফরাসের প্রথম জাতীয় ব্যাংকের দু'হাজার দশ ডলারের নোট তাকে দান করা হোক, অথবা তাকে একটা অল্প পরিশ্রমের চাকরি—যেমন বাদশাহী বাগানের পাখিদের খাদ্য সংরক্ষণের কাজ দেওয়া হোক। গল্পটা যদি হত মার-মার কাট-কাট, তাহলে তিনি জল্লাদ মোস্রুরকে দিয়ে তার মুণ্ডুটাই উড়িয়ে দিতেন। হারুণ অল্ রশিদ যে আজও বেঁচে আছেন এবং এমন একটা পত্রিকা সম্পাদন করছেন যার গ্রাহক হতেন আপনার ঠাকুরমা সে সংবাদের কোন সমর্থন পাওয়া যায় নি।

এবার শুরু হচ্ছে কোটিপতির গল্প।

কোটিপতি যুবক হাওয়ার্ড পিল্কিন্স তার অর্থসঞ্চয় করে ছিল বিহঙ্গবিদ্যার পথে। সে ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি সারস-বিশেষজ্ঞ; বাপ-ঠাকুর্দার বসতবাড়ির এক তলার 'পিল্কিন্স তাড়ি কোম্পানি'তে ঢুকে পড়েছিল, কারণ তার মা ছিল ওই কোম্পানির অংশীদার। শেষ পর্যন্ত বুড়ো পিল্কিন্স মারা গেল যকৃতের রোগে, আর মিসেস পিল্কিন্স মারা গেল মাল বিলির অচল গাড়ির দুশ্চিন্তায় ভুগে—আর সেখানে এসে উদয় হল যুবক হাওয়ার্ড পিল্কিন্স ৪,০০০,০০০ হাতে নিয়ে বহাল তবিয়তে। সে ছিল একজন প্রীতিকর ও ঈষৎ উদ্ধত প্রকৃতির যুবক; মনে-প্রাণে সে বিশ্বাস করত যে টাকা

দিয়ে পৃথিবীর সব কিছুই কেনা যায়। এবং "বাগদাদ-অন-দি-সাবওয়ে"-তে বসে সেই বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখতে সম্ভবপর সব কিছুই করে চলল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইঁদুর-কলে ধরা পড়ল; স্প্রিংয়ের শব্দ তার কানে এল, আর তার মন আটকে গেল তারের খাঁচায় এমন এক টুকরো পনিরের টানে যার অপর নাম ছিল এলিস ভন্ ডার রুইস্‌লিং।

এলিস ভি. ডি. আর-এর কোন বিবরণ আমি দেব না। মনে মনে আপনার নিজের ম্যাগি বা ভেরা বা বিয়েট্রিসকে ভাবুন, তার নাকটাকে একটু খাড়া করুন, গলার স্বরটাকে একটু নরম করুন, তার সুরটাকে একবার ওঠান ও একবার নামান—তাকে করে তুলুন সুন্দরী ও অপ্রাপনীয়া—তাহলেই আপনি পেয়ে যাবেন এলিসের একখানি মোটামুটি রেখাচিত্র। পরিবারটির থাকার মধ্যে ছিল একটা ভেঙে-পড়া ইটের বাড়ি, আর নানা রংয়ের কোট পরিহিত জোসেফ নামের এক কোচোয়ান, আর একটা বুড়ো ঘোড়া। ১৮৯৮ সালে সেই প্রাগৈতিহাসিক ঘোড়াটার জন্য তাদের কিনতে হয়েছিল এক প্রস্থ নতুন সাজ। সেটা ব্যবহার করার আগে জোসেফকে দিয়ে ছাই ও ঝুলকালির মিশ্রণ দিয়ে ভাল করে ঘসিয়ে নেওয়া হল। আবার ১৬৪৯ সালে ভন্ ডার রুইস্‌লিং পরিবারই জনৈক ইণ্ডিয়ান সর্দারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল বনাঞ্চল ও ইস্ট রিভার এবং রিডিংটন স্ট্রীট ও "স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি"-র মধ্যবর্তী সমগ্র জায়গাটা এক কোয়ার্ট বুঁটিদার ফিতে এ একজোড়া পর্দার বিনিময়ে। সেই ইণ্ডিয়ান সর্দারটির প্রখর দূরদৃষ্টি ও সুরুচির প্রশংসা আমি সব সময়ই করে এসেছি। এত সব কথা বললাম শুধু আপনাদের বোঝাতে যে ভন্ ডার রুইস্‌লিংরা ছিল এমনই একটি গরীব সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষ যারা টাকাওয়ালাদের দেখলেই সেখানে নাকটা নিচু করে। আহা, মানে, এমন কথা আমি বলতে চাই নি; আমি বলতে চেয়েছি এমন সব মানুষ যাদের শুধু টাকা আছে।

একদা সন্ধ্যায় পিল্‌কিন্স গিয়ে হাজির হল গ্রামার্সি স্কোয়ারে, আর এলিস ভি. ডি. আর-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাবটাও করে ফেলল। এলিস নাকটা ঘুরিয়ে তার টাকার কথা ভেবে প্রস্তাবটা নিয়ে একটু ভাবল, তারপর প্রস্তাব ও প্রস্তাবক দু'টোই প্রত্যাখ্যান করল।

কিন্তু পিল্‌কিন্স খেলোয়াড় মানুষ। সে বলল, "যদি কখনও আপনার জবাবটা পুনর্বিবেচনা করতে চান তো ওই রকম একটা গোলাপ আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।"

এলিসের চুলে যে গোলাপটা আলতোভাবে লাগানো ছিল সাহসের সঙ্গে পিল্‌কিন্স সেটাকে স্পর্শ করল।

"ঠিক আছে," এলিস বলল। "যদি সে কাজটা করি তাহলে আপনি জানবেন যে টাকার ক্রয় ক্ষমতার ব্যাপারে হয় আপনি, না হয় আমি একটা নতুন কিছু শিখেছি। আপনি বখে গেছেন বন্ধু। না, আমি মনে করি না যে আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারব। যে সব উপহার আপনি আমাকে দিয়েছেন সেগুলো কাল ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।"

"উপহার!" পিল্‌কিন্স বিস্মিত হয়ে বলল। "জীবনে আমি কখনও আপনাকে

কোন উপহার দেই নি। আপনি যে লোকের কাছ থেকে কোন উপহার নিয়েছেন তার একটা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি আমি দেখতে চাই। কোন রকম ফুল, মিষ্টি, অথবা আর্ট ক্যালেণ্ডার তো উপহার হিসাবে আপনাকে দিতেই পারি নি।"

এলিস ভি. ডি. আর ঈষৎ হেসে বলল, "আপনি ভুলে গেছেন। অনেক দিন আগেকার কথা ; আমাদের দুই পরিবার তখন প্রতিবেশী ছিল। আপনার বয়স তখন সাত বছর, আর একটা গলির মধ্যে আমি আমার পুতুলটাকে চাকার উপর ঘোরাচ্ছিলাম। একটা ছোট, লোমওয়ালা, জুতোর বোতামের মত চোখওয়ালা বিড়ালছানা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন ; তার মাথাটা খুলতেই দেখা গেল সেটা মিছরির টুকরোতে ভর্তি। আপনি সেটাকে কিনেছিলেন পাঁচ সেণ্ট দিয়ে—আপনিই বলেছিলেন। সেই মিছরির টুকরোগুলো আমি ফেরৎ দিতে পারছি না—তিন বছর বয়সে আমার বিবেক বলে কিছু ছিল না—মিছরির টুকরোগুলি আমি খেয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু বিড়ালছানাটা এখনও আমার কাছে আছে ; আজ রাতেই সেটাকে ভালভাবে মুড়ে কাল সকালেই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

এলিস ভি. ডি. আর-এর হালকা কথাগুলির আড়ালে তার প্রত্যাখ্যানের দৃঢ়তাটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। সুতরাং সেই ভেঙে-পড়া লাল ইটের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং তার উপেক্ষিত কোটি টাকা নিয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না।

ফেরার পথে পিল্‌কিন্স ম্যাডিসন স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটাটা আটটার ঘরে ঝুলছিল ; বাতাস ছিল হুল-ফোটানো ঠাণ্ডা, কিন্তু হিমাঙ্ক পর্যন্ত নামে নি। ছোট, আবছা স্কোয়ারটাকে মনে হচ্ছিল একটা মস্তবড়, ঠাণ্ডা, ছাদহীন ঘরের মত। অল্প কয়েকজন ভ্রমণকারী এখানে-সেখানে বেঞ্চির উপর ঠাসাঠাসি করে বসেছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটি সাহসী যুবকের সঙ্গে পিল্‌কিন্সের দেখা হয়ে গেল। গায়ে একটা কোটও নেই। সাদা শার্টের আস্তিন বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ছে। তার খুব কাছে পাশাপাশি চলেছে একটি মেয়ে, হাসিমুখ, স্বপ্নমদির ও সুখী। তার গলায় জড়ানো একটা কোট ; সহজেই অনুমেয় যে কোটটার মালিক শীতকে উপেক্ষাকারী ঐ যুবকটি। দেখে মনে হল যেন "জঙ্গলে শিশুরা" ছবিখানির একটা আধুনিক রূপ—তাতে কেবল একটিমাত্র ব্যতিক্রম এই যে আশ্রয়স্বরূপ পাতাগুলি নিয়ে রবিন পাখির দল এখনও এসে পৌঁছয় নি।

পিল্‌কিন্স বেঞ্চিটার উপর বসল, যুবকটির থেকে একটা আসন দূরে। ভাল করে তাকাতেই সে দেখল ( পুরুষরাই দেখতে পায় ; আর মেয়েরা—হায় ! কখনও দেখে না ) যে তারা একই দলের মানুষ।

অল্পক্ষণ পরেই পিল্‌কিন্স মাথাটা হেলিয়ে যুবকের সঙ্গে কথা বলল, আর সেও হেসে ভদ্রভাবে জবাব দিল। তাদের কথাবার্তা সাধারণ বিষয় থেকে এক সময় ভয়ংকর ব্যক্তিত্বদের উপর কেন্দ্রিভূত হয়ে পড়ল।

যুবকটি হাসি মুখেই বলল, "আপনি বৃদ্ধ মানুষ, মনে করবেন না যে আমি

আপনার মতের বিরোধিতা করছি। কিন্তু, কি জানেন, একজন অপরিচিতের কথা আমি মেনে নিতে পারি না। আমি জানি আপনি ঠিকই বলছেন, আর সেজন্য আমি খুবই বাধিত, কিন্তু কারও কাছ থেকে কিছু ধার করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। দেখুন, আমি মার্কাস ক্রেটন—ভার্জিনিয়ার রোনোক কাউন্টির ক্রেটন বংশের ছেলে। এই যুবতী মহিলাটির নাম মিস্ ইভা বেড্‌ফোর্ড—আমার ধারণা বেড্‌ফোর্ডদের নাম আপনি শুনছেন। এর বয়স সতেরো বছর—সে বেড্‌ফোর্ড কাউন্টির বেড্‌ফোর্ডদের একজন। আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি বিয়ে করব বলে। নিউ ইয়র্ক দেখার খুব ইচ্ছা ছিল আমাদের। আজ বিকেলেই এখানে এসেছি। ফেরি-নৌকোতেই কে যেন আমার পকেট-বইটা তুলে নিয়েছে, তার বাইরে আমার হাতে ছিল মাত্র তিন সেন্ট। যে করেই হোক কাল একটা কাজ জুটিয়ে নেব, আর বিয়েটা সেরে ফেলব।"

পিল্‌কিন্স নিচু গলায় বলল, "কিন্তু, আমি বলি কি, এই মহিলাটিকে তো সারা রাত ঠাণ্ডায় বাইরে রাখতে পারবেন না। এদিকে, একটা হোটেল—"

বিকশিত হাসি হেসে যুবকটি বলে উঠল, "আমি তো আপনাকে বলেছি যে আমার কাছে মাত্র তিনটে সেন্ট আছে। তাছাড়া, যদি হাজারখানেকও থাকত, তাহলেও আমাদের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হত। অবশ্য, সেটা আপনিও বুঝতে পারছেন। আমি খুবই বাধিত, কিন্তু আপনার টাকা আমি নিতে পারব না। মিস্ বেড্‌ফোর্ড ও আমি বাইরেও দিন কাটিয়েছি, একটু ঠাণ্ডায় আমাদের কিছু হবে না। আগামী কাল একটা কোন কাজ পেয়েই যাব। আমাদের সঙ্গে কাগজের থলেতে কিছু কেক ও চকোলেট আছে, তাতেই আমরা চালিয়ে নেব।"

কোটিপতি একটু জোর দিয়েই বলল, "শুনুন, আমার নাম পিল্‌কিন্স, আমি কয়েক কোটি ডলারের মালিক। এখনই আমার পকেটে নগদ ৮০০ বা ৯০০ ডলার আছে। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আজ রাতটা যাতে আপনি ও যুবতী মহিলাটি আরামে কাটাতে পারেন তার জন্যও এই টাকার কিছুটা নিতে অস্বীকার করে আপনি আসলে ওটা প্রায় নিয়েই ফেলেছেন?"

রোনোক কাউন্টির ক্রেটন বলল, "সে রকমটাই আমি মনে করছি এ-কথা কিন্তু বলতে পারছি না স্যার। এ সব ব্যাপারকে অন্য রকম চোখে দেখতেই আমি অভ্যস্ত। তথাপি আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।"

"তাহলে আপনি আমাকে বাধ্য করছেন শুভরাত্রি বলতে," কোটিপতি বলল।

একটা দিনেই দুটি সাধারণ মানুষ তার টাকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে; তার ডলারকে তারা তামাকের বস্তার মতই মনে করেছে। টাকশালের ছাপ-মারা মুদ্রা অথবা সরকারি ছাপ-মারা কাগজের পূজারী সে নয়, কিন্তু সে সব সময় বিশ্বাস করত যে টাকার ক্রয়-ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন।

দ্রুত পায়ে পিল্‌কিন্স সেখান থেকে চলে গেল; আবার হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই বেঞ্চিটার কাছেই ফিরে এল যেখানে যুবক-যুবতী দুটি বসে ছিল। মাথার টুপিটা খুলে সে কথা বলতে শুরু করল। মেয়েটি হৃষ্ট, উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকে দেখতে লাগল, ঠিক যেরকম দৃষ্টিতে সে এতক্ষণ দেখছিল এই সব আলো, পাথরের মূর্তি

ও আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোকে, আর ভাবছিল যে এই পুরনো স্কোয়ারটা বেডফোর্ড কাউন্টি থেকে কত দূরে।

পিল্‌কিন্স বলে উঠল, "মিস্—টার রোনোক, আপনার স্বাধীন—আপনার বোকামির আমি প্রশংসা করছি, আর তা করছি বলেই আপনার শৌর্যের কাছে একটা আবেদন করতে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা দক্ষিণীরা যখন শীতের রাতেও একটি মহিলাকে খোলা আকাশের নিচে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে রাখেন শুধুমাত্র আপনাদের পুরনো, সেকেলে গর্ববোধকে বজায় রাখতে তখন সেটাকে আপনারা শৌর্যই বলে থাকেন। এখন, আমার একটি বন্ধু আছে—একটি মহিলা—সারাটা জীবন ধরে আমি তাকে চিনি—এখান থেকে কয়েকটা বাড়ি পরেই সে থাকে—সেখানে তার বাবা-মা, দিদিরা, পিসিরা, এককথায়, বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গেই সে থাকে। আমার স্থির বিশ্বাস, এই মহিলাটি—মানে মিস্—অ্যা—বেডফোর্ড যদি একটা রাতের জন্য তাদের অতিথি হয়ে কাটান তাহলে উনি খুশিই হবেন। হ্যাঁ, কি বলে—মানে—ভার্জিনিয়ার মিঃ রোনোক, আপনার সংস্কার-বোধটাকে কি ততদূর পর্যন্ত নামিয়ে আনতে পারেন না ?"

রোনোক-এর ক্রেটন উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মুখে বলল, "শুনুন বৃদ্ধ, যে মহিলাটির আতিথেয়তার কথা আপনি বললেন তাকে মিস্ বেডফোর্ড খুশি মনেই স্বীকার করবেন।"

সে রীতিমাফিক মিস্ বেডফোর্ডের সঙ্গে মিঃ পিল্‌কিন্সের পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটি মিষ্টি চোখে তার দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে বলল, "আজকের সন্ধ্যাটা বড় মনোরম মিঃ পিল্‌কিন্স—আপনিও কি তাই মনে করছেন না ?"

পিল্‌কিন্স তাদের নিয়ে গেল ভন্ ডার রুইস্‌লিংদের ভেঙে-পড়া লাল ইটের বাড়িতে। তার কার্ড পেয়ে এলিস বিস্মিত হয়ে নিচে নেমে এল। পলাতক দু'জনকে ভিতরে ড্রয়িং-রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হল, আর পিল্‌কিন্স হল-এ দাঁড়িয়েই তাকে সব কথা খুলে বলল।

এলিস বলল, "ওকে আমি অবশ্যই রাখব। এই দক্ষিণী মেয়েদের একটা কৌলিন্য-বোধ আছে না ? অবশ্য ও এখানেই থাকবে। মিঃ ক্রেটনের ব্যবস্থাটা তুমি করবে।"

"আমি করব ?" পিল্‌কিন্স সানন্দে বলল। "আরে, তা তো করবই। নিউ ইয়র্ক-এর একজন নাগরিক এবং সেই সুবাদে তার পার্কগুলির অংশীদার হিসাবে আজ রাতটা তাকে আমি ম্যাডিসন স্কোয়ারের অতিথি করেই রেখে দেব। সেখানে সকাল পর্যন্ত বসে-বসেই সে কাটিয়ে দেবে। তার সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। চমৎকার ছেলেটি, তাই না ? তুমি ছোট মেয়েটির ভার নেওয়ায় খুব খুশি হলাম। আমি তোমাকে বলছি, 'ওই জঙ্গলের শিশুরা' আমাকে—মানে—ওয়াল স্ট্রীট ও ব্যাংক অব্ ইংলণ্ডকে একটা এক পেনির পথ বানিয়ে ছেড়েছে।"

মিস্ ভন্ ডার রুইস্‌লিং তাড়াতাড়ি বেডফোর্ড কাউন্টির মিস্ বেডফোর্ডকে উপরে নিয়ে গেল তার বিশ্রামের জন্য। নিচে নেমে এসে সে পিল্‌কিন্স-এর হাতে দিল একটি আয়তাকার ছোট পিসবোর্ডের বাক্স।

মুখে বলল, "তোমার উপহারটা তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম।"

"ওঃ, হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে," পিলকিন্স দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "একটা লোমওয়ালা বিড়ালছানা।"

গ্রেটনকে পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে সে আন্তরিকভাবেই তার করমর্দন করল।

যুবকটি বলল, "একটা কাজ খুঁজে পেলেই আমি আপনাকে খুঁজে নেব। আপনার কার্ডেই তো ঠিকানাটা আছে, কি বলেন? ধন্যবাদ। আচ্ছা, শুভরাত্রি। আপনার দয়ার জন্য আমি ভীষণ রকম বাধিত হয়েছি। না, ধন্যবাদ, আমি ধূমপান করি না। শুভ রাত্রি।"

ঘরে ঢুকে পিল্‌কিন্স বাক্সটা খুলল; তার ভিতর থেকে বের করল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে-থাকা একটা মজার বিড়ালছানা—অনেক দিন আগেই তার মিছরির টুকরোগুলো লুঠ হয়ে গেছে আর একটা জুতোর বোতামের চোখও নেই। পিল্‌কিন্স দুঃখের সঙ্গে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বলল, "আর যাই হোক, এখন আমিও বিশ্বাস করি না যে শুধুমাত্র টাকা হলেই—"

তারপরেই একটা চিৎকার করে উঠে সে বাক্সটার তলায় এমন একটা জিনিস খুঁজতে লাগল যার উপর বিড়ালছানা শুয়ে বিশ্রাম করত—একটা থেঁত্‌লে-যাওয়া লাল-লাল, গন্ধে ভরা, সুন্দর গোলাপ ফুল।

# মন্ত্রমুগ্ধ পার্শ্বচিত্র

## The Enchanted Profile

খলিফাদের সংখ্যা নগণ্য। কি জন্মসূত্রে, কি পূর্বসংস্কারে, অথবা প্রবৃত্তি ও কণ্ঠস্বরে, নারীরা সকলেই সাহেরাজাদী। হাজার হাজার উজিরনন্দিনী স্ব স্ব সুলতানকে প্রতিদিন হাজার এক কাহিনী শোনায়।

একটি কাহিনী আমিও শুনেছি, যদিও সেটি এক নারী খলিফার কাহিনী। এটা ঠিক আরব্য রজনীর গল্প নয়, কারণ এ গল্পে সিণ্ডেরেলার কথা আছে, আর তার আবির্ভাব তো ঘটেছিল আর এক যুগে, অন্য এক দেশে। অতএব, মিশ্র সন-তারিখে যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে ( অবশ্য এর ফলে গল্পে একটা প্রাচ্য রস সঞ্চারিত হয় ), তাহলে আমরা কথা শুরু করতে পারি।

নিউ ইয়র্কে একটা খুব পুরনো হোটেল আছে। নানা পত্রিকায় তার কাঠ-খোদাই ছবি আপনারা দেখেছেন। হোটেলটা যখন নির্মিত হয়েছিল তখন ফোর্টিস্থ স্ট্রীটের ওপারে বোস্টন এবং হ্যামারস্টিকের আপিসে যাবার পুরনো ইণ্ডিয়ান রাস্তাটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অচিরেই পুরনো হোটেল-বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে। তার

শক্ত-পোক্ত দেয়ালগুলোকে যখন গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে আর তার ইটগুলো সশব্দে গড়িয়ে পড়বে নালার মধ্যে, তখন শহরের মানুষগুলি দলে দলে কাছাকাছি মোড়গুলোতে জড় হবে এবং পুরনো দিনের একটি প্রিয় স্মৃতির ধ্বংসের জন্য চোখের জল ফেলবে। নতুন বাগদাদের নাগরিক নিষ্ঠাবোধ বড়ই প্রবল; কালা পাহাড়দের এই ধ্বংস-কার্যের বিরুদ্ধে যারা সব চাইতে বেশি চোখের জল ফেলবে এবং প্রবলতম কণ্ঠে হৈ-চৈ করবে তারা কিন্তু সেই সব মানুষের দল ১৮৭৩ সালের কোন একদিন যাদের লাথি মেরে বের করে দেওয়া হয়েছিল এই হোটেলেরই বিনামূল্যে খাবার বিতরণের কাউন্টার থেকে।

মিসেস ম্যাগি ব্রাউন সব সময় এই হোটেলেই উঠতেন। ষাট বছর বয়সের শক্তপোক্ত মেয়েমানুষ, পরনে কুঁচ্‌কুঁচে কালো পোশাক, হাতের ছোট ব্যাগটা সেই আদিম জন্তুটির চামড়া দিয়ে তৈরি যাকে আদম ডাকত কুমীর বলে। তিনি সর্বদাই হোটেলের উপর তলার একটা ছোট বসবার ঘর ও শোবার ঘর দখল করতেন দিনপ্রতি দুই ডলার ভাড়ায়। আর যতদিন সেখানে থাকতেন প্রত্যহ কত মানুষ যে তাকে দেখতে আসত। তাদের কাটা-কাটা মুখ, খুবই উদ্বিগ্ন ভাব আর হাতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময়। ম্যাগি ব্রাউনকে বলা হত পৃথিবীর তৃতীয় ধনবতী নারী; আর সেই সব সাক্ষাৎপ্রার্থী ভদ্রজনরা সকলেই ছিলেন শহরের সব চাইতে ধনী দালাল ও ব্যবসায়ী; প্রাগৈতিহাসিক হাত-ব্যাগের মালিক কৃপণ প্রকৃতির বৃদ্ধা মহিলাটির কাছে তারা আসত ষাট লক্ষ টাকার মত সামান্য ঋণ পাবার প্রত্যাশায়। এক্রোপোলিস হোটেলটার (এই দেখুন! হোটেলের নামটাও বলে ফেললাম!) স্টেনোগ্রাফার ও টাইপরাইটার ছিল মিস্ ইডা বেট্‌স্। একেবারে গ্রীক পুরাণ থেকে উঠে-আসা একটি চরিত্র। তার দৃষ্টিতে তিলমাত্র ত্রুটি ছিল না। কোন কোন সেকেলে মানুষ একটি মহিলার স্তুতি-গান করতে হলে বলত: "তাকে ভালবাসতে পারাটাই একটা উদার শিক্ষা।" আরে, মিস্ বেট্‌স্-এর কালো চুলের রাশি ও পরিষ্কার সাদা শার্টে জড়ানো কোমরের দিকে তাকানো মানেই দেশের যে কোন পত্র-বিনিময় বিদ্যালয়ের একটা পুরো পাঠ্য-সূচীর তালিম নেওয়া। মাঝে মাঝে সে আমার কিছু টাইপের কাজকর্ম করে দিত আর যেহেতু তার পারিশ্রমিকটা সে আগাম নিত না, তাই ক্রমে আমাকে সে তার বন্ধু ও কৃপাধন্য জন বলেই মনে করত। দয়া ও সৎপ্রকৃতি ছিল তার স্বভাবে; এমন কি একজন ঢাক-বাদক বা লোম-আমদানিকারকও তার উপস্থিতিতে ভাল ব্যবহারের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে সাহসী হত না। এক্রোপলিস-এর ভিয়েনাপ্রবাসী মালিক থেকে আরম্ভ করে ষোল বছর ধরে শয্যাশায়ী বড় কুলিটি পর্যন্ত এক্রোপলিস-এর পুরো বাহিনীই দরকার হলে তার সম্মান রক্ষা করতে মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

একদিন মিস্ বেট্‌স্-এর ছোট দোকান "রেমিংটোরিয়াম"-এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় দেখতে পেলাম তার জায়গায় বসে একটি কৃষ্ণকেশী মানুষ—সে যে পুরুষ মানুষ সেটা নিঃসন্দেহ প্রতিটি আঙুল দিয়ে যন্ত্রটার চাবিগুলোকে ঠুকে যাচ্ছে। এটা একটা সাময়িক পরিবর্তন মাত্র—এই কথা ভেবে আমি এগিয়ে গেলাম। পরদিনই আমি বাইরে চলে গেলাম দুই সপ্তাহের ছুটি কাটাতে। ফিরে এসে এক্রোপলিস-এর

পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলাম মিস্ বেট্‌স্ তার যন্ত্রটার উপরে একটা ঢাকনা চাপিয়ে দিচ্ছে। দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে সে আমাকে কয়েক মিনিট বসতে বলল। নিচের প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ কিছু কথা দিয়েই মিস্ বেট্‌স্ তার অনুপস্থিতি ও ফিরে আসার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল:

"আচ্ছা মশায়, গাল-গল্প কেমন চলছে?"

"ঠিক মতই চলছে," আমি বললাম। "আগে যেমনটি চলত প্রায় সেই রকমই।"

সে বলল, "দুঃখের কথা। ভাল টাইপ করাটাই তো একটা গল্পের আসল কথা। আমার অভাবটা তখন বোধ করেছ, তাই না?"

"কেউ না," আমি বললাম, "আমি যাদের চিনি তারা সকলেই তো তোমার মতই জানে কতটা ফাঁক রেখে টাইপ করতে হবে, কোথায় সেমিকোলন টিপতে হবে, কারা হোটেলের অতিথি, আর মাথার কাঁটাই বা কাকে বলে। কিন্তু তুমিও তো বাইরে গিয়েছিলে। সেদিন তোমার জায়গায় অন্য একজনকে বসে থাকতে দেখলাম।"

মিস্ বেট্‌স্ বলল, "তার কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম, তুমিই তো অন্য কথা তুললে। অবশ্য ম্যাগি ব্রাউন-এর কথা তুমিও জান। এখানে তার আসা-যাওয়া আছে। তিনি ৪০,০০০,০০০ ডলারের মালিক। জার্সিতে তিনি দশ-ডলারের ফ্ল্যাটে থাকেন। উপ-রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী আধা ডজন ব্যবসায়ীর হাতে যতটা নগদ টাকা থাকে তার চাইতে বেশি নগদ টাকা সব সময় তার কাছে থাকে। টাকাটা তিনি মোজার ভিতরে রাখেন, না অন্য কোথাও, তা আমি জানি না, কিন্তু এটা জানি যে শহরের যে অঞ্চলের মানুষরা সুবর্ণ-কামধেনুর পুজো করে সেখানে তার জনপ্রিয়তা অসীম।

"আরে, এই তো সপ্তাহ দুই আগে মিসেস ব্রাউন আমার দরজায় এসে থামলেন আর দশ মিনিট ধরে গল্প করলেন। টনোপা থেকে আগত একটি ভাল মানুষ বৃদ্ধের দরুন তামার খনির একটা প্রস্তাবের অনেকগুলি কপি টাইপ করতে করতেই তাকে আমরা এক পাশে বসিয়ে রাখলাম। আমি কিন্তু টাইপ করতে করতেই চারদিকে নজর রেখে চলি। কখনও এদিক-ওদিক তাকাই না, কারণ প্রতি সপ্তাহে আমাকে আঠারো থেকে ত্রিশ ডলার উপার্জন করতেই হয়।

"সেই সন্ধ্যায়ই দোকান বন্ধ করার সময় হতেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন তার এপার্টমেন্টে। সেদিন আমার হাতে অনেক কাজ ছিল, তবু আমি গেলাম। আরে মশায়, আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। বুড়ি ম্যাগি ব্রাউন যে একেবারে মানুষ হয়ে গেছেন।"

"তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ বাছা, তোমার মত সুন্দরী আমি জীবনে দেখি নি। আমি চাই তোমার কাজকর্ম ছেড়ে তুমি আমার কাছে এসে থাক। একমাত্র স্বামী ও দু' একটা ছেলে ছাড়া আমার তো আর কোন আপনার জন কেউ নেই, আর তাদের কারও সঙ্গে আমি কোন যোগাযোগও রাখি না। একটা কঠোর পরিশ্রমকারী মেয়েমানুষের ঘাড়ে তারা তো এক একটা শ্বেতহস্তীর বোঝা। আমি চাই তুমি আমার মেয়ে হয়ে থাক। লোকে বলে আমি হাড়-কিপ্টে ও নীচাশয়, আর কাগজগুলোও

মিথ্যা রটনা করে যে নিজের রান্না ও কাচাকাচি আমি নিজেই করি। সব মিথ্যে কথা। সব কাচাকাচির জিনিস তো বাইরেই পাঠিয়ে দেই, কেবল রুমাল, মোজা, পেটিকোট, কলার ইত্যাদি হাল্কা জিনিসগুলি নিজে কেচে নেই। নগদে, স্টকে এবং বণ্ডে আমি এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলারের মালিক। আমি একলা বুড়ো মেয়েমানুষ, একজন সঙ্গী তো আমার চাই। যত মানুষ আমি দেখেছি তাদের মধ্যে তুমিই সব চাইতে ভাল। তুমি কি আমার কাছে এসে থাকতে পার না? সকলকে দেখিয়ে দেব আমি টাকা খরচ করতে পারি কি না।'

"বলুনতো মশায়, এ অবস্থায় আপনি কি করতেন? অবশ্য আমি তার কথায় গলে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বুড়ি ম্যাগিকে আমার ভাল লেগে গেল। তার হাতে লাখ লাখ ডলার আছে এবং আমার জন্য তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন—সেটা কিন্তু ভাললাগার কারণ নয়। এ পৃথিবীতে আমিও তো নিঃসঙ্গ। প্রত্যেক মানুষেরই এমন একজন লোকের দরকার যার কাছে বাঁ কাঁধের ব্যথার কথা বলা যায়, আর বলা যায় পেটেন্ট লেদারের জুতোয় একবার চিড় ধরলে কত তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। এ সব কথা তো হোটেলে পরিচিত লোকদের কাছে বলা যায় না।

"অতএব হোটেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি মিসেস ব্রাউনের কাছে চলে গেলাম। আমি যেন তার কাছে একটা জড়পিণ্ডের মত হয়ে গেলাম। আমি যখন বসে থাকি, কিছু পড়ি, বা পত্রিকার পাতা ওল্টাই, তখন তিনি আধ ঘণ্টা ধরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

"একদিন তাকে বললাম: 'মিসেস ব্রাউন, আমাকে দেখলে কি আপনার কোন মৃত আত্মীয় বা ছোটবেলার বন্ধুর কথা মনে পড়ে যায়? আমি লক্ষ্য করেছি, কখনও কখনও আপনি আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।'

"তিনি বললেন, 'তোমার মুখখানি হুবহু আমার এক প্রিয় বন্ধুর মত—সেই আমার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু বাছা, তোমার জন্যই তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।

"এবার বলুন তো মশায়, তারপর তিনি কি করলেন? সমুদ্রে ঢেউয়ের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। আমাকে নিয়ে গেলেন এক নামকরা দর্জির কাছে, আর তাকে হুকুম করলেন আমাকে মনের মত করে সাজিয়ে দিতে—তাতে যত খরচ হয় হোক। দর্জিও এত বড় অর্ডার পেয়ে সদর দরজা বন্ধ করে সব কারিগরকে লাগিয়ে দিল আমার পোশাক তৈরির কাজে।

"তারপর আমরা গেলাম—কোথায় বলুনতো?—হল না; আবার ভেবে বলুন—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন—হোটেল বন্‌টন্‌-এ। একটা ছয়-ঘরের এপার্টমেন্ট নেওয়া হল; তার দৈনিক ভাড়া ১০০ ডলার। আমি বিলটা দেখলাম। বৃদ্ধা মহিলাটিকে আমি ভালবাসতে শুরু করলাম।

"তারপর, মশায়, সেই সব পোশাক যখন আসতে আরম্ভ করল—ওঃ, সে কথা আমি আপনাকে বলব না; আপনি বুঝবেন না। সেই থেকে আমি তাকে ম্যাগি মাসি বলে ডাকতে শুরু করলাম। সিণ্ডেরেলার কথা আপনি অবশ্যই পড়েছেন।

রাজপুত্র যখন ৩২ মাপের জুতোটা পরাল তখন সিণ্ডেরেলা তাকে যা বলেছিল সেটা তো আমি তখন নিজেকে যা বলেছিলাম তার তুলনায় একটা মামুলি ভাগ্যের কথা মাত্র।

"তারপর ম্যাগি মাসি বললেন যে আমার জন্য তিনি মস্তবড় একটা ভোজসভার আয়োজন করবেন বন্টন্-এ আর সেখানে হাজির করবেন ফিফ্থ্ এভেনিউর অধিবাসী সব প্রাচীন ওলন্দাজ পরিবারের সেরা মানুষগুলোকে।

"আমি বললাম, 'ম্যাগি মাসি, আমি তো অনেক আগেই এখানে সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তা-না হয় আর একবার নতুন করে পরিচিত হব। কিন্তু মাসি, তুমি তো জান এটা শহরের একটা বড় হোটেল। আর তুমিও জান যে আগের থেকে বিধি-ব্যবস্থা না করলে এখানে এক গাদা বিশিষ্ট মানুষকে এনে হাজির করা শক্ত ব্যাপার।'

"ম্যাগি মাসি বললেন, 'তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না বাছা। আমি কাউকে নিমন্ত্রণ করি না—হুকুম পাঠাই। এখানে আমি এমন পঞ্চাশজন অতিথিকে এনে হাজির করব রাজা এড্‌োয়ার্ড বা উইলিয়াম ট্রেভার্স জেরোম ছাড়া অন্য কারও ভোজসভায় তাদের একত্র করা যাবে না। অবশ্য তারা পুরুষ মানুষ এবং সকলেই হয় আমার কাছে থেকে টাকা ধার করেছে, আর না হয় তো ধার করার ইচ্ছা পোষণ করে। তাদের মধ্যে অনেকের স্ত্রীরা আসবে না, কিন্তু অনেকের স্ত্রীরাই হাজির হবে।"

"দেখুন, আপনি যদি সেই ভোজসভায় তখন উপস্থিত থাকতেন তো বেশ হত। ডিনার পরিবেশন করা হয়েছিল সোনার ও কাট গ্লাসের পাত্রে। ম্যাগি মাসি ও আমি ছাড়া সেখানে হাজির ছিল প্রায় চল্লিশটি পুরুষ ও নারী। পৃথিবীর তৃতীয় ধনী নারীটিকে যদি সেদিন দেখতেন তার পরনে ছিল একটা নতুন কালো রেশমি পোশাক, আর তাতে এত বেশি ঝালর লাগানো ছিল যে নড়লে-চড়লে তা থেকে শিলাবৃষ্টির মত ঝম্‌ঝম্ শব্দ হত।

"আর আমার পোশাক!—আরে মশায়, সে আপনাকে বলাই বৃথা। সব কিছুতেই হাতে-বোনা লেস বসানো—আর দাম ৩০০ ডলার। বিলটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। পুরুষ মানুষরা সকলেই ছিল টাকমাথা অথবা পাকা জুলফিওয়ালা।

"আমার বাঁ দিকে যে বসেছিল সে কথা বলছিল একজন ব্যাংক-মালিকের মত, আর আমার ডান দিকে বসেছিল একটি যুবক; সে তার পরিচয় দিয়েছিল একজন সংবাদপত্রের শিল্পী বলে—কি জানেন, তার কথাই আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম।

"ডিনার শেষ হলে মিসেস ব্রাউন ও আমি এপার্টমেন্ট-এর দিকে এগিয়ে গেলাম। সমস্ত হলটা আমাদের হাঁটতে হল একগাদা প্রতিবেদককে ঠেলে ঠেলে পথ করে নিয়ে। আপনার হাতে যদি টাকা থাকে তাহলে এ রকমটা ঘটবেই। লাথ্রপ নামের জনৈক সাংবাদিক-শিল্পীকে কি আপনি চেনেন? লোকটি দীর্ঘকায়, চোখ দুটো সুন্দর, কথা বলে সহজভাবে। না, সে কোন্ সংবাদপত্রে কাজ করে তা আমি জানি না। বাস, ঠিক আছে।

"উপরে উঠেই মিসেস ব্রাউন টেলিফোন করে বিলটা পাঠাতে বললেন। বিল এল—৬০০ ডলারের। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ম্যাগি মাসি মূর্ছা গেলেন। আমি তাকে খাটে শুইয়ে দিলাম।

"পুনরায় কঠিন বাস্তবে ফিরে এসেই তিনি বললেন, 'বাছা, ওটা কি? ভাড়া অথবা আয়কর হঠাৎ বেড়ে গেল না কি?"

"আমি বললাম, 'ছোট একটা ডিনার। চিন্তার কোন কারণ নেই'—বালতির দোকানে একবিন্দু জল বই তো নয়। উঠে বসুন, ভাল করে চেয়ে দেখুন।'

"কিন্তু মশায়, আপনি কি জানেন মিসেস ম্যাগি কি করলেন? তাঁর দুই পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পরদিন সকালেই তিনি আমাকে নিয়ে হোটেল বন্‌টন্ থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা গিয়ে হাজির হলাম 'ওয়েস্ট সাইড'-এর নিচু অঞ্চলের একটা ভাড়ার বাড়িতে। একটা ঘর ভাড়া করা হল—তার জল নিচের তলায়, আর আলো উপরের তলায়। সেই ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম ১,৫০০ ডলার দামের ভাল সাজ-পোশাক এবং এক-বার্ণারের একটা গ্যাস-স্টোভ।

"ম্যাগি মাসি হঠাৎ কিপ্টেমির অসুখে পড়লেন। আমার ধারণা, প্রত্যেক মানুষকেই জীবনে অন্তত একটিবার পানোৎসবে যেতেই হয়। পুরুষরা জুয়া খেলে টাকা ওড়ায়, আর মেয়েরা টাকা ওড়ায় পোশাকপত্রে। কিন্তু চল্লিশ লক্ষ ডলার হাতে থাকলে আমি তো চাইতাম একটা ছবি কিনতে—কিন্তু ছবির কথায় মনে পড়ে গেল—লাথ্রপ নামের কোন সাংবাদিক-শিল্পীর সঙ্গে কি কখনও আপনার দেখা হয়েছে—দীর্ঘকায়—ওহো, তার কথা তো আগেই বলেছি, তাই না? ডিনারে বসে তাকে আমার ভারী ভাল লেগেছিল। তার কণ্ঠস্বর একেবারে আমার মনের মত। আমার ধারণা সে নিশ্চয় ধরেই নিয়েছিল যে ম্যাগি মাসির অন্তত কিছু টাকা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যাব।

"তারপর শ্রী মহাশয়, তিন দিনেই সেই হাল্কা গৃহস্থালির সখ আমার মিটে গেল। ম্যাগি মাসি আমাকে আগের মতই স্নেহ করেন। তিলেকের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল হতে দেন না। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তিনি ছিলেন হাড়-কিপ্টের ঠাকুরমা। তিনি দৈনিক খরচের বরাদ্দ বেঁধে দিলেন পঁচাত্তর সেন্ট। নিজেদের খাবার আমরা ঘরেই রান্না করতাম। সেখানে তখন হাজার ডলার দামের পোশাকপত্র গায়ে জড়িয়ে এক-বার্ণারের একটা গ্যাস-স্টোভে আমি হাত পুড়িয়ে রান্না করতে লাগলাম।

"যা বলছিলাম। তৃতীয় দিনেই আমি কেটে পড়লাম। ১৫০ ডলারের পোশাক গায়ে চাপিয়ে পনেরো সেন্ট দামের মেটের স্টু রান্না করা আমার ধাতে সইল না। ছোট ঘরটাতে ঢুকে মিসেস ব্রাউনেরই কেনা একটা সস্তার পোশাক পরলাম—এই যেটা এখনও পরে আছি—৭৫ ডলারের পক্ষে মন্দ নয়, কি বলেন? আমার নিজস্ব পোশাকপত্র সবই রেখে এসেছিলাম ব্রুকলিন-এ আমার বোনের ফ্ল্যাটে।

"তাকে বললাম, মিসেস ব্রাউন, 'ওরফে প্রাক্তন ম্যাগি মাসি,' এমন ভাবে এক পা এক পা ফেলে আমি চলব যাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ভাড়াটে বাড়ি থেকে বহুদূরে চলে যেতে পারি। আমি টাকার পূজারী নই, কিন্তু এমন কিছু কিছু

ব্যাপার আছে যা আমার ধাতে সয় না। পুঁথিপত্রে রূপকথার রাক্ষসের কথা আমি পড়েছি যে একই নিঃশ্বাসে গরম পাখি ও ঠাণ্ডা বোতল নাক থেকে বের করতে পারে। তাকেও আমি সহ্য করতে পারি, কেবল সহ্য করতে পারি না ক্ষুরভর্তি দগ্‌দগে ঘা-ওলা ঘোড়াকে। সকলে বলে তোমার চল্লিশ লক্ষ ডলার আছে—আরে, তার চাইতে কম টাকা তোমার হাতে কখনই থাকে না। আর তাই আমি তোমাকে পছন্দ করতেও শুরু করেছিলাম!'

"তারপর, প্রাক্তন ম্যাগি মাসী হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে বসলেন। তিনি কথা দিলেন, দুই-বার্ণারের স্টোভ ও সব সময় জলের ব্যবস্থা আছে এমন একটা ভাল বাড়িতে উঠে যাবেন।

"তিনি বললেন, 'অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছি বাছা। আপাতত খরচপত্র কিছুটা কমাতেই হবে। তোমার মত ভাল মানুষ আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি। আর তাই আমি তোমাকে ছাড়তে চাই না।'

"আমি কিন্তু সোজা এক্রোপালিস-এ চলে গেলাম এবং আমার কাজটাও ফিরে পেলাম। এবার বলুন, আপনার লেখার কাজ কেমন চলছে? আমি জানি, আমি টাইপ না করায় কিছু লেখা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। সেগুলোর ছবি কি কখনও আঁকিয়ে থাকেন? আর, ভাল কথা, একজন সংবাদপত্রের শিল্পীর সঙ্গে কি কখনও আপনার পরিচয় হয়েছিল—আঃ, চুপ করুন। আমি জানি, প্রশ্নটা আগেও আপনাকে করেছি। জানি না, এখন সে কোন্ কাগজে কাজ করে। ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু আমি এ-কথা না ভেবে পারতাম না যে বুড়ি ম্যাগি ব্রাউনের কাছ থেকে আমি কত টাকা পেতে পারি বলে তার ধারণা সে কথাটা সে মোটেই ভাবছে না। যদি কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে আমার জানাশোনা থাকত তাহলে আমি—"

দরজা থেকে একটা সহজ পায়ের শব্দ কানে এল। পিছনের চুলে চিরুণি-বসানো মানুষটাকে ইডা বেট্‌স্ দেখতে পেল। আমি দেখলাম, তার মুখটা হঠাৎ গোলাপি হয়ে গেল, ঠিক যেন একটা পাথরের মূর্তি—এমন অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী একমাত্র আমি আর পিগ্‌মেলিয়ন।

সে আমাকে বলল, "আমাকে ক্ষমা করবেন কি? লোকটা—লোকটা লাথ্রপ। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, তবে কি টাকাটার জন্যই—কী আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত সেও—"

অবশ্য, বিয়েতে আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের পরে আমি লাথ্রপকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেলাম।

তাকে বললাম, "তুমি একজন শিল্পী, অথচ বুঝতে পারলে না কেন ম্যাগি ব্রাউন বেট্‌স্‌কে এত বেশি পছন্দ করতেন। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।"

কনের পরনে একটা সাধারণ সাদা পোশাক প্রাচীন কালের গ্রীকদের পোশাকের মত সুন্দর করে সাজানো। ছোট ঘরটাকে সাজাবার একটা মালা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তা দিয়ে একটা মাথার মালা তৈরি করলাম এবং বিয়ের কনে বেট্‌সের উজ্জ্বল বাদামি চুলের উপর সেটা পরিয়ে দিলাম। তারপর তাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম তার স্বামীর পাশে।

ল্যাম্প বলে উঠল, "জিঙ্গোর দোহাই, ইডার মাথাটা কি রূপোর ডলারের উপর আঁকা মহিলার মাথার একটা শব্দহীন ঘণ্টার মত নয়?"

# পাঠ্যবস্তুর পরিশিষ্ট

## Next to Reading Matter

ডেস্‌ব্রোসেস স্ট্রীটের খেয়াঘাটে নামবার সময়েই তিনি আমার নজরে পড়ে গেলেন। তাঁকে দেখেই মনে হয়েছিল যে দুই গোলার্ধ এবং সারা পৃথিবীটাই তাঁর চেনা; অনেকগুলি বছর বাইরে কাটিয়ে তিনি নিউ ইয়র্ক শহরে ফিরে এসেছেন একজন জমিদারের মত। কিন্তু এমন সব চাল-চলন সত্ত্বেও আমার মনে হল যে অনেক খলিফার এই শহরের পিছল পাথরের পথে তিনি আগে কখনও পা ফেলেন নি।

তাঁর পরনে একটা অদ্ভুত ধূসর নীল রংয়ের ঢিলে পোশাক; মাথায় সেকেলে গোল পানামা টুপি। তাছাড়া, তাঁর মত এত বেশি সাদাসিধে মানুষ আমি আগে কখনও দেখি নি। তাঁর বিশ্রী চেহারাটা যতটা চমকে দেয় সেই তুলনায় মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কম—তাঁর মধ্যে লিংকনসুলভ এমন একটা রুক্ষতা ও নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে যেটা আপনাকে বিস্ময়ে ও বিষণ্ণতায় মুগ্ধ করে দেবে। পরবর্তীকালে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর নাম যুডসন টেট; দেখামাত্রই তাঁকে ওই নামেই ডাকা যেতেও পারে। সবুজ রেশমি টাইটা তিনি পরেছেন একটা গোখরাজের আংটির ভিতর দিয়ে; আর তাঁর হাতের ছড়িটা হাঙরের শিরদাঁড়ার হাড় দিয়ে তৈরি।

প্রথম পরিচয়েই তিনি কথাপ্রসঙ্গে এই শহরের পথঘাট এবং হোটেলাদি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন, আর সেটা এমন ভঙ্গিতে করলেন যেন এই সব তুচ্ছ ব্যাপারগুলি তিনি ঠিক এই মুহূর্তের জন্যই ভুলে গেছেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আমার নির্জন হোটেলটার নিন্দা করার কোন কারণ আমার মাথায়ই এল না; সুতরাং রাতের প্রথম যামেই আমরা দু'জন একসাথে বসে খানাপিনা করলাম (আমার খরচেই) এবং বসবার ঘরের একটা নির্জন কোণে চেয়ারে বসে ধূমপান করার জন্য প্রস্তুত হলাম।

যুডসন টেটের মনে এমন কিছু কথা ছিল যা তিনি আমাকে বলার চেষ্টা করলেন। এরই মধ্যে তিনি আমাকে তার বন্ধু হিসাবে মেনে নিয়েছেন। লোকটি যখন তাঁর কথাগুলি বলতে শুরু করলেন তখনই বুঝতে পারলাম যে তাঁর মধ্যে একটা বিশেষ শক্তি আছে। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন একটি সুরেলা বাদ্যযন্ত্র, আর তিনি সেটাকে বাজাতে পারেন কুশলী হাতে। তাঁর কুশ্রী চেহারাটা আপনি যাতে ভুলে যান সে রকম কোন চেষ্টাই তিনি করলেন না; বরং সেটাকে এমন ভাবে আপনার মুখের সামনে তুলে ধরলেন যেন সেটাই তাঁর ভাষণের মন্ত্রমুগ্ধতার একটা অংশ। চোখ দুটো বন্ধ করে

রাখলে আপনিও হয়তো এই ইঁদুর-ধরা বাঁশিওয়ালার সুরের টানে অন্তত হ্যামিল্টনের দেয়াল পর্যন্তই চলে যেতেন। তারপরেও তাঁর পিছনে ছুটলে সেটা আপনার পক্ষে বড় বেশি ছেলেমানুষী কাজ হয়ে যেত। তবে আপাতত নিচের কথাগুলি তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক, যাতে কথাগুলি যদি অতিমাত্রায় একঘেয়ে লাগে তাহলে সে দোষটা সুর-শিল্পীর ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া যাবে।

যুডসন টেট বললেন, "নারীরা বড়ই রহস্যময়ী।"

আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এমন একটা সেকেলে, মান্ধাতার আমলের বস্তা-পচা, দীর্ঘকাল আগেই মিথ্যা প্রমাণ-হওয়া, দুর্বল, যুক্তিহীন বাক-বিন্যাস শুনতে তো আমি সেখানে যাই নি।

"আচ্ছা, আমি সেটা জানি না," নিজের ভাষাতেই আমি বললাম।

"আপনি কখনও ওরাটামার নাম শুনেছেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"হয় তো শুনেছি," আমি জবাব দিলাম। "মনে পড়ছে যেন ঐ নামের জনৈক নৃত্য-শিল্পী—বা তার মফস্বল সংস্করণ—অথবা একটা গন্ধদ্রব্য আছে।"

যুডসন টেট বললেন, "ওটা অন্য দেশের এমন একটা শহর যার কথা আপনারা কেউ কিছু জানেনও না, বোঝেনও না। সে দেশটা শাসন করেন একজন ডিক্টেটর, অথচ সেখানকার সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় বিপ্লব আর বিদ্রোহের পথে। সেখানেই অভিনীত হয়েছিল একটা বড় মাপের জীবন-নাটক যার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন আমেরিকার সব চাইতে সাদাসিধে মানুষ যুডসন টেট, ইতিহাস অথবা উপন্যাসের সব চাইতে সুদর্শন ও দুঃসাহসী মানুষ ফার্গুসন ম্যাক্‌মাহান এবং ওরাটামার জজ সাহেবের সুন্দরী কন্যা সেনিওরিটা আলবেলা জামোরা। আরও একটা কথা—একমাত্র উরুগুয়ে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও 'চুচুলা' গাছ জন্মে না। যে দেশটার কথা আমি বলছি সেখানকার ফসলের মধ্যে আছে দামী কাঠ, রং, সোনা, রবার, হাতির দাঁত ও কোকো।"

আমি বললাম, "দক্ষিণ আমেরিকায় যে হাতির দাঁত পাওয়া যায় সেটা আমার জানা ছিল না।"

আশ্চর্য কণ্ঠস্বরকে অন্তত অষ্টম সুরে চড়িয়ে যুডসন টেট বললেন, "এখানেই আপনি দুটো ভুল করে বসেছেন। আমি যে দেশটির কথা উল্লেখ করেছি সেটা যে দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত এমন কথা আমি বলি নি—দেখুন মশায়, আমাকে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয়। আপনি জানেন, সেখানে আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও—ঐ দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি দাবা খেলেছি তাপিরের নাকের হাড় কেটে তৈরি গুটি নিয়ে—আর সেই হাড়টা দেখতে অবিকল হাতির দাঁতের মতই।

"কিন্তু আমি আপনাকে বলছিলাম নারীদের প্রেম, দুঃসাহসিক কার্য-কলাপ ও চাল-চলনের কথা—প্রাণী জগতের কথা নয়। পনেরো বছর ধরে আমিই ছিলাম সেই প্রজাতন্ত্রের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠস্বরূপ প্রধান রাজশক্তি সাংকো বেনাভিডেস-এর বকলমে আসল শাসক-শক্তি। সংবাদপত্রের পাতায় তার ছবি আপনি দেখেছেন—ঘোর কালো

একটি মানুষ, লম্বা দাড়ি, ডান হাতে একটি গুটানো কাগজ। যাই হোক, এই অথর্ব রাজাটিই দেশের সর্বত্র, সর্বঘটে বিরাজ করতেন বিশিষ্টতম ব্যক্তি হিসাবে। সেই সময় যদি গ্রোভার ক্লিভ্ল্যাণ্ড প্রেসিডেন্ট না থাকতেন তা হলে অবশ্য তাঁকেই দক্ষিণ মহাদেশের রুজভেল্ট বলেই ডাকা হত। প্রেসিডেন্টের কার্যকালের সময় থাকত দুই বছর—তারপরেই সাময়িকভাবে একজন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে তিনি সরে পড়তেন।

"কিন্তু নিজের এই সব সুখ্যাতি মুক্তিদাতা বেনাভিডেস স্বয়ং করতেন না। মোটেই না। সে কাজটি করত যুডসন টেট। বেনাভিডেস ছিলেন শুধু নৈবেদ্যর উপর শিঙাটি। কখন যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, কখন আমদানি-শুল্ক বাড়াতে হবে, আর কখনই বা তাকে পরতে হবে রাজকীয় পোশাক—এ সব পরামর্শ আমিই তাকে দিতাম। কিন্তু সে সব কথা আপনাকে বলতে আমি চাই নি। আমি বলতে চাই—এত বড় ক্ষমতার অধিকারী আমি হলাম কেমন করে? সেটাই আপনাকে বলব। কারণ আদম যখন প্রথম চোখ মেলে চেয়েছিল এবং স্মেলিং-সল্টটা এক পাশে সরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেছিল: 'আমি কোথায় এসেছি?' তারপর থেকেই আমিই তাদের মধ্যে সবচাইতে সফল কথাকার যাদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে কোন শব্দ।

"আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন, 'নিউ ইংলণ্ড'-এর প্রথম যুগের খৃস্টান বিজ্ঞানীদের যে সব ফটোগ্রাফ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে তার বাইরে আপনি যত মানুষকে দেখেছেন তাদের মধ্যে আমিই দেখতে সব চাইতে বিশ্রী। সুতরাং অল্প বয়সেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার চেহারায় যতটা খামতি আছে সেটা আমাকে পুষিয়ে নিতে হবে বাগ্মিতা দিয়ে। সেটাই আমি করতে পেরেছি। আমি যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। বৃদ্ধ বেনাভিডেসের অজ্ঞাতসারেই তাঁর সিংহাসনের পিছনে ছিল যে সব শক্তিমান পাণ্ডা, যেমন ট্যালেরাণ্ড, মিসেস ডি পম্পাদুর, এবং লোয়েব—তাদের সকলকেই ধীরে ধীরে শক্তিহীন ও দুর্বল করে ফেললাম। কেবল কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে আমি যে কোন জাতিকে ঋণগ্রস্ত অথবা ঋণমুক্ত করতে পারতাম, গলা চড়িয়ে বক্তৃতা করে রণক্ষেত্রেই সৈন্যদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারতাম, মাত্র অল্প কয়েকটা মুখের কথা দিয়েই বিদ্রোহ, জ্বালা-যন্ত্রণা, শুল্ক-হার, টাকা আত্মসাৎ করা অথবা উদ্বৃত্ত দেখানোর কাজগুলি করতে পারতাম; আর পাখির মত শিস দিয়েই যুদ্ধবাজ কুকুর অথবা শান্তির পায়রাকে জাগিয়ে তুলতে পারতাম। অন্য অনেক মানুষের রূপ ও পরিপাটি পোশাক, পাকানো গোঁফ ও গ্রীকসুলভ দেহ-সৌষ্ঠভ কখনও আমার পথে বিঘ্ন-সৃষ্টি করে নি। আমাকে দেখে প্রথমে সকলেই শিউরে ওঠে। হৃৎপিণ্ডের ব্যথার একেবারে শেষ পর্যায়ের লোক না হলে আমি কথা শুরু করার দশ মিনিটের মধ্যেই তারা আমার লোক হয়ে যায়। নারী ও পুরুষ— যারাই আমার কাছে আসে তাদেরই আমি জয় করে ফেলি। দেখুন, আমার মত মুখের একটা পুরুষকে কোন নারী ভালবেসে ফেলবে এটা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না, কি বলেন?"

আমি বললাম, "তা যা বলেছেন মিঃ টেট। কোন সাদাসিধে পুরুষ মেয়েমানুষের মনকে ভুলিয়েছে এমন কথা ইতিহাসের পাতায় থাকলেও উপন্যাসে বড়ই একঘেয়ে লাগে। আমার তো মনে হয়—"

"ক্ষমা করবেন," যুডসন টেট বাধা দিয়ে বললেন, "আপনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। আমার গল্পটাই তো আপনি এখনও শোনেন নি।

"রাজধানী শহরে ফার্গুসন ম্যাক্‌মাহান ছিল আমার বন্ধু। তাকে সুপুরুষ বলতে কোন দ্বিধা নেই। তার মাথার চুল সোনালী ও কোঁকড়ানো, নীল চোখ দুটি সদাই হাসিতে ভরা, দেহটিও সুঠাম। আমার ধারণা, সে ছিল একজন জার্মান বিপ্লবী।

"কিন্তু সে মোটেই বাক্যবাগীশ ছিল না। এই ধারণা নিয়েই সে বড় হয়ে উঠেছিল যে সুন্দর হওয়াটাই যথেষ্ট। তার কথাবার্তা শুনলেই কানের ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠত। তবু আমরা দু'জন বন্ধু হয়ে গেলাম—হয় তো আপনি ভাবছেন যে আমরা দু'জন বিরুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলাম বলেই এটা হয়েছিল, কি বলেন?

"এক সময়ে আমাকে এই উপকূলবর্তী শহর ওরাটামাতে যেতে হয়েছিল সেখানকার একটা বড় রকমের রাজনৈতিক বিশৃংখলা দমন করতে এবং শুল্ক ও সামরিক বিভাগের কয়েকটা মুণ্ডু কেটে ফেলতে। ফার্গুসন ছিল প্রজাতন্ত্রের একটি বরফ ও দেশলাই কারখানার সরকারী সুবিধাভোগী মালিক। সে নিজে থেকেই আমার সঙ্গী হতে চাইল।

"অতএব একটা খচ্চরবাহিত গাড়ির ঘণ্টার শব্দ শুনতে শুনতে আমরা ওরাটামাতে পৌঁছে গেলাম। বললাম বটে আমরা; কিন্তু বলতে চেয়েছি আমি। চারটে জাতি, দুটো মহাসাগর, একটা উপকূল ও যোজক ও পাঁচটা দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি মানুষ শুনল যুডসন টেট-এর নাম। তারা আমাকে বলত দুঃসাহসী ভদ্রলোক। আমাকে নিয়ে কাগজে অনেক লেখালেখি হল—পীত পত্রিকাগুলোতে পাঁচ কলম, একটা মাসিক পত্রিকায় ৪০,০০০ শব্দের সচিত্র প্রবন্ধ, আর 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্'-এর বারো নম্বর পাতায় একটা পুরো 'স্টিক'। আমাদের এই সাদর অভ্যর্থনায় ফার্গুসন ম্যাকমাহানের রূপের অবদান কিছুমাত্র ছিল না। তারা যত কাগজের ফুল আর তালের পাতা ছুড়েছিল সবই আমার উদ্দেশে। কাউকে আমি ঈর্ষা করছি না; যা ঘটনা তাই বলছি। সাধারণ মানুষরা সব 'নেবুচাদ্‌নেজার'-এর দল; আমার সামনে তারা ঘাসে কামড় দিত; তাদের কামড় দেবার মত ধূলোকণাও শহরে ছিল না। যুডসন টেটের কাছে তারা মাথা নত করত। তারা জানত যে সাংকো বেনাভিডেস-এর পিছনে আসল শক্তির মালিক আমি। অন্য কারও কাছে পূর্ব অরোরা থেকে আমদানি-করা যত বইই থাকুক আলমারি ভর্তি, সাধারণ মানুষের কাছে তাদের চাইতে আমার মুখের একটা কথার দাম ছিল অনেক বেশি। অথচ এমন কত মানুষই আছে যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখের জেল্লা বাড়াতেই কাটিয়ে দেয়—মুখে কোল্ড ক্রিম ঘষে, মাংসপেশীতে মাসাজ করে—কিন্তু কিসের জন্য? না, নিজেকে সুন্দর সুপুরুষ দেখাতে। আহারে! কী ভুলটাই না করে! রূপচর্চার ডাক্তারদের তো উচিত কণ্ঠনালীর পরিচর্যা করা। আসলে তো আঁচিলের চাইতে কথার, ট্যাল্‌কামের চাইতে আলাপচারিতার, ক্ষমতার চাইতে তোষামোদের দামই বেশি—যেমন ফটোগ্রাফের চাইতে ফনোগ্রাফের। কিন্তু আমি আপনাকে যা বলছিলাম।

"স্থানীয় এস্টররা আমাকে ও ফার্গুসকে নিয়ে তুলল সেন্টিপিড ক্লাব-এ—সমুদ্রতীরের যেখানে ঢেউগুলি আছড়ে পড়ে সেখানে বসানো থাম্বার উপর

তৈরি একটা বাড়িতে। জোয়ারের জল সেখানে নয় ইঞ্চি পর্যন্ত ওঠে। শহরের ছোট-বড় সব রকম মানুষই সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করল।

"একদিন বিকেলে আমি ও ফার্গুস ম্যাকমাহান 'সেণ্টিপিড'-এর সমুদ্রের দিককার বারান্দায় বসে বরফ-দেওয়া 'রাম'-এ চুমুক দিতে দিতে গল্প করছিলাম।

"ফার্গুস বলে উঠল, 'যুডসন, ওরাটামাতে একটি পরী বাস করে।'

"কোন্ রূপসী তিনি ?"

"ফার্গুস বলল, 'তার নাম সোনিওরিটা আনাবেলা জামোরা। তিনি—তিনি—বড়ই মনোরমা—আচ্ছা! যেন নরক থেকে উঠে এসেছেন!'

"আমি প্রাণ খুলে হেসে হেসে বললাম, 'সাবাস! প্রেমিকার রূপ বর্ণনায় তুমি যে একজন সত্যিকারের প্রেমিকের মতই উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিয়েছ! তোমার কথা শুনে আমার যে ফাউস্ট ও মার্গারিটা-র প্রেম-সম্ভাষণের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।'

"ফার্গুস বলল, 'যুডসন, তুমি যে একটা গণ্ডারের মতই কুশ্রী সেটা তুমি ভালই জান। তাই মেয়েমানুষ সম্পর্কে তোমার কোন আগ্রহ থাকতে পারে না। আমি কিন্তু ভীষণভাবে মিস্ আনাবেলার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। আর সেই জন্যই তোমাকে কথাটা বললাম। আমি চাই যে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'সেটা কি ভাবে করতে হবে ?'

"ফার্গুস বলল, 'সোনিওরিটা আনাবেলার প্রধান পরিচারিকা ফ্রান্সেস্কাকে আমি টাকা খাইয়ে হাত করে রেখেছি। তার উপর মহৎ ও বীরপুরুষ হিসাবে এ-দেশে তোমার একটা সুনামও আছে যুডসন।'

"আমি বললাম, 'তা আছে। আর সেটা আমার প্রাপ্যও বটে।'

"ফার্গুস বলল, 'আর আমিও তো উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের মধ্যে সব চাইতে সুদর্শন পুরুষ।'

"আমি বললাম, 'তা আছে। আর সেটা আমার প্রাপ্যও বটে।'

"ফার্গুস বলল, 'আর আমিও তো উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের মধ্যে সব চাইতে সুদর্শন পুরুষ।'

"আমি বললাম, 'কেবল মুখের চেহারা ও ভূগোলটাকে বাদ দিয়ে তোমার কথায় আমার পূর্ণ সম্মতি আছে।'

"ফার্গুস বলল, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে তোমারই তো সেনিওরিটা আনাবেলা জামোরাকে কাবু করতে পারা উচিত। তুমি তো জানই, মহিলাটি এক প্রাচীন স্পেনীয় পরিবারের মানুষ ; কাজেই বিকেলে সে যখন পারিবারিক গাড়িটা চালিয়ে পার্কে চক্কর দিয়ে বেড়ায় অথবা সন্ধ্যার সময় জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে তার দেখা পাওয়া যায় তখন ছাড়া অন্য সব সময়ই সে দূর আকাশের একটা তারার মতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

"আমি বললাম, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে কার জন্য তাকে কাবু করতে হবে ?'

"ফার্গুস বলল, 'অবশ্যই আমার জন্য। তুমি তো তাকে চোখেই দেখ নি। এদিকে

বেশ কয়েকবার ফ্রান্সেস্কা দূর থেকে আমাকে দেখিয়ে মহিলাটিকে তোমার নামেই আমার পরিচয় দিয়েছে। পার্কের আশেপাশে আমাকে দেখলেই মহিলাটি মনে করে যে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক, কূটনীতিক, ও রোমান্টিক চরিত্রের অধিকারী জন যুডসন টেট-এর দেখাই সে পেয়েছে। তোমার সুখ্যাতি আর আমার চেহারা এই দুইয়ের মিলন ঘটেছে যে মানুষটির মধ্যে, তাকে সে কেমন করে ফিরিয়ে দেবে? অবশ্যই তোমার রোমহর্ষক ইতিহাসের সব কথাই সে শুনেছে। আর আমাকেও দেখেছে। কোন নারী কি এর চাইতে বেশি কিছু চাইতে পারে?'

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'এর চাইতে কম কিছু হলে কি তার চলবে? আমাদের পারস্পরিক আকর্ষণকে আমরা আলাদা করব কেমন করে? আর লাভটাকেই বা ভাগ করে নেব কি ভাবে?'

"তখন ফার্গুস আমাকে তার পরিকল্পনাটা বলল।

"সে বলতে লাগল, জজ সাহেব ডন লুইস জামোয়ার একটা উঠোন অবশ্যই আছে—সেটা রাস্তা থেকে অন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারই একটা কোণে তার মেয়ের ঘরের একটা জানালা আছে—নিজের চোখেই দেখতে পাবে যে সে জায়গাটা বেশ আবছা অন্ধকারে ঢাকা। আর আমাকে দিয়ে সে কি করাতে চায় বলে আপনার ধারণা? কেন, আমি কতটা স্বাধীন, কতটা আকর্ষণীয়, আর আমার জিভের কুশলতাই বা কতটা সেটা সে ভালভাবেই জানে; আর জানে বলেই সে প্রস্তাব করল—আমি যেন মাঝরাতে সেই উঠোনে ঢুকে পড়ি যাতে আমার এই ভূতের মত মুখটা সে দেখতে না পায়, আর তার হয়ে মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করি—সেই সুদর্শন মানুষটির হয়ে যাকে সে একটু আগেই পার্কে দেখেছে এবং ডন যুডসন টেট বলে ধরে নিয়েছে।

"আমার বন্ধু ফার্গুস ম্যাক্‌মাহানের জন্য আমি এই কাজটুকু কেন করব না? আমাকে এই কাজটা করতে বলে সে তো আমার প্রশংসাই করেছে—এটা তো তার নিজের ত্রুটিরই স্বীকৃতি।

"আমি বললাম, 'ও হে কুমুদবরণ, সুকেশী, ঝক্‌ঝকে মুখের ছোট্ট নির্বাক খোদাই-করা মূর্তি, তোমাকে আমি সাহায্য করবই। তুমি সব ব্যবস্থা কর, তার জানালার বাইরের অন্ধকারে আমাকে নিয়ে চল, জ্যোৎস্নার কাঁপা আলোর সঙ্গে মিশে বয়ে যাক আমার বাণীর ঝর্ণাধারা, আর সেই মহিলা হয়ে যাক তোমারই।'

"ফার্গুস বলল, 'তোমার মুখটা কিন্তু লুকিয়ে রেখো যুড। ঈশ্বরের দোহাই, তোমার মুখটা লুকিয়ে রেখো। সর্ব ব্যাপারেই আমি তোমার বন্ধু, কিন্তু এটা তো একটা ব্যবসায়িক দেনা-পাওনার ব্যাপার। আমি যদি বাণীবিনোদ হতাম তাহলে তোমাকে অনুরোধ করতাম না। কিন্তু আমাকে দেখা এবং তোমার কথা শোনার পরেও কেন তাকে কাবু করা যাবে না?"

"আমি বললাম, 'তোমার দ্বারা?'

"ফার্গুস বলল, 'আমার দ্বারা।'

"যাই হোক, ফার্গুস এবং প্রধান পরিচারিকা ফ্রান্সেস্কা সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলল। একদিন রাতে তারা আমাকে একটা উঁচু কলারের লম্বা ঝুলের আলখাল্লা

এনে দিল; তারপর মাঝরাতে আমাকে সেই বাড়িটাতে নিয়ে গেল। আমি উঠোনের দিককার জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, আর এক সময় গরাদের ও-পার থেকে আমার কানে এল দেবদূতের মত নরম ও মিষ্টি একটা ফিস্-ফিস্ শব্দ; ফার্গুসের কথামত আমিও আলখাল্লার কলারটা তুলে দিলাম, কারণ তখন সময়টা ছিল বর্ষা ঋতুর জুলাই মাস, আর রাতটাও ছিল বেশ ঠাণ্ডা। নির্বাক ফার্গুসের কথা মনে হতেই আচমকা হেসে উঠতে গিয়েও আমি হাসিটা চেপে দিলাম।

"তারপর মশায়, একটা ঘণ্টা ধরে আমি সেনিওরিটা আনাবেলাকে লক্ষ্য করে-কথা বলে গেলাম। 'লক্ষ্য করে' কথাটা বললাম কারণ কথাগুলি তার 'সঙ্গে' বলি নি। মাঝে মাঝে সে হয়তো বলল: 'আ, সেনিওর,' অথবা 'আরে আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?' অথবা 'আমি জানি এসব আপনার মনের কথা নয়' এই ধরনের আরও কিছু কথা যা অভিসারের সময় মেয়েরা বলে থাকে। আমরা দু'জনই ইংরেজি ও স্পেনীয় ভাষা জানতাম; কাজেই দুটো ভাষাতেই আমি বন্ধুবর ফার্গুসের জন্য মহিলাটির মন জয় করতে চেষ্টা করতে লাগলাম। জানালার গরাদগুলো না থাকলে হয়তো একটা ভাষাতেই কাজটা করতে পারতাম। এক ঘণ্টা পরে সে আমাকে বিদায় করল এবং বিদায় বেলায় আমাকে দিল একটা বড় লাল গোলাপ ফুল। বাড়িতে ফিরে সেটা ফার্গুসের হাতেই দিলাম।

তিন সপ্তাহ ধরে প্রত্যেক তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে সেনিওরিটা আনাবেলার জানালায় আমি হাজিরা দিলাম বন্ধুর বকলমে। শেষ পর্যন্ত মহিলাটি স্বীকার করল যে তার হৃদয় আমাকেই দান করেছে; আরও জানাল যে প্রতিদিন বিকেলে পার্কের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় সে আমাকে দেখেছে। অবশ্য দেখেছে ফার্গুসকেই। কিন্তু আসলে জয় করেছিল আমারই মুখের কথা। একবার কল্পনা করুন তো—স্বয়ং ফার্গুস সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য থেকে অন্ধকারেই একটা ঢিল ছুঁড়ে দিল, আর নিজের কথা একটাও বলল না, তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াত!

"একেবারে শেষের রাতে সে আমার হবে বলে কথা দিল—অর্থাৎ ফার্গুসের হবে। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল যাতে আমি তাতে চুমো খেতে পারি। চুম্বনটি যথারীতি দান করে খবরটা আমি ফার্গুসকে জানিয়েও দিলাম।

"সে বলল, ও কাজটা আমার জন্য রেখে দিলেই পারতে।'

"আমি বললাম, 'এখন থেকে ওটা তো তোমার কাজই হবে।'ও-কাজটা চালিয়ে যাও, কিন্তু মুখে কথাটি বলো না। পরবর্তী কালে সে যখন ভাববে যে সে তোমার প্রেমে পড়েছে, তখন হয় তো আসল বাক্যালাপ এবং তোমার মুখনিঃসৃত অস্ফুট শব্দমালার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা সে বুঝতেই পারবে না।'

"দেখুন, আর কোন দিন সেনিওরিটা আনাবেলার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তবে পরের দিন ফার্গুস আমাকে অনুরোধ করল তার সঙ্গী হয়ে পার্কের ভিতর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে এবং ওরাটামা সমাজের দৈনন্দিন প্রমোদ-ভ্রমণ ও প্রদর্শনী দেখতে—যদিও সে দৃশ্য দেখবার কোন আগ্রহই আমার ছিল না। কিন্তু আমি গিয়েছিলাম; আর শিশু ও কুকুরের দল আমার মুখের দিকে তাকিয়েই কলা-বাগান ও জলাভূমির ঝোপ-ঝাড়ের দিকে পালিয়ে গেল।

"গোঁফে তা দিতে দিতে ফার্গুস বলল, 'ওই তো সে আসছে—ওই যে কালো ঘোড়ায় টানা খোলা গাড়িতে যে বসে আছে।'

"আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের নিচে মাটিটা দুলতে লাগল। সেনিওরিটা আনাবেলা জামোরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী, আর সেই মুহূর্ত থেকেই অন্তত যুডসন টেটের কাছে সেই হল একমাত্র সুন্দরী। এক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখেই মনে হল, চিরদিনের জন্য আমি হব তার আর সে হবে আমার। আমার মুখের ছবিটা মনে পড়তেই আমার মূর্ছা যাবার উপক্রম হল; তারপরেই মনে পড়ে গেল আমার অন্য সব গুণের কথা এবং আমিও আবার সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর আমি কি না তিন-তিনটে সপ্তাহ যাবৎ অন্য একজনের হয়ে তাকেই প্রেম নিবেদন করেছি!

"সেনিওরিটা আনাবেলার গাড়িটা যখন আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, তখন তার কালো চোখের দুটি কোণ থেকে দীর্ঘ, নরম দৃষ্টিতে ফার্গুসের দিকে একবার তাকাল; তার চোখের সেই দৃষ্টির প্রসাদ লাভ করলে যুডসন টেট বুঝি এক দ্রুতগামী রথে চড়ে আকাশেই উড়ে যেত। কিন্তু সে একবারও আমার দিকে তাকাল না। আর আমার পাশের সুদর্শন মানুষটি একজন নারী-হন্তার মতই মাথার কোঁকড়ানো চুল ওড়াচ্ছে, আর সগর্বে হেসে হেসে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে।

"বেশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে ফার্গুস শুধাল, 'ওকে দেখে তোমার কেমন লাগল যুডসন?'

"আমি বললাম, 'সেই হবে মিসেস যুডসন টেট। বাস, এই পর্যন্তই। বন্ধুকে ঠকাবার মত লোক আমি নই। অতএব সাবধানে চল।'

"আমি ভেবেছিলাম, ফার্গুস হাসতে হাসতেই মারা যাবে। কিন্তু সে বলে উঠল, 'আরে, আরে, আরে, ময়দার তালের মত মুখো বুড়ো, তুমিও মজেছ? খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমি বড় বেশি দেরি করে ফেলেছ। ফ্রান্সেস্কা আমাকে বলেছে, আনাবেলা দিন-রাত শুধু আমার কথা ছাড়া আর কোন কথাই বলে না। অবশ্য সন্ধ্যাবেলায় তুমি তাকে যে সব সুরেলা বাণী শুনিয়েছ সেজন্য আমি তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তুমি কি জান যে এখন আমার মনে হচ্ছে এ-কাজটা আমি নিজেও করতে পারতাম।'

"আমি বললাম, 'মিসেস যুডসন টেট। নামটা ভুলো না। দেখ বাপু, তোমার সুন্দর চেহারার সঙ্গে তুমি পেয়েছ আমার জিভটাও। তোমার চেহারাটা তুমি আমাকে ধার দিতে পার না; কিন্তু এখন থেকে আমার জিভটা কেবল আমারই থাকবে। দুই ইঞ্চি × সাড়ে তিন ইঞ্চি মাপের ভিজিটিং কার্ডে যে নামটা লেখা থাকবে সেটা মনে রেখো—"মিসেস যুডসন টেট।" বাস, এই পর্যন্তই।'

"পুনরায় হেসে উঠে ফার্গুস বলল, "ঠিক আছে। ওর জজসাহেব বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারও সম্মতি আছে। আগামী কাল সন্ধ্যায় নিজের নতুন গুদাম-ঘরে তিনি একটা অনুষ্ঠান করছেন। তুমি যদি একজন নাচিয়ে হতে যুড, তাহলে আমি আশা করতে পারতাম যে সেখানেই তুমি ভাবী মিস্ ম্যাকমাহানের সঙ্গে দেখা করতে পারতে।'

"কিন্তু পরবর্তী সন্ধ্যায় জজ সাহেব জামোরার গুদাম-ঘরে যখন উচ্চৈঃস্বরে বেজে উঠল সুর-লহরী তখন সেই ঘরে পদার্পণ করল যুডসন টেট। তার পরনে নতুন সাদা পোশাক; দেখে মনে হল, সে বুঝি গোটা জাতির মধ্যে সব চাইতে বড় মানুষ। আসলেও সে তো তাই ছিল।

"আমার মুখটা দেখেই কয়েকজন যন্ত্রশিল্পী লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, আর কয়েকটি অত্যন্ত ভীতু, সেনিওরিটা তো ভয়ে চেঁচিয়েই উঠল। কিন্তু জজসাহেব তো লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে আমার পায়ে মাথা ঠুকে জুতোর সব ধুলো মুছে ফেলার উপক্রম করলেন। কোন সুদর্শন চেহারাই আমার প্রবেশকে এতটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা করে তুলতে পারত না।

"আমি বললাম, 'সেনিওর জামোরা, আপনার মেয়ের অনেক সুখ্যাতি আমি শুনেছি। তার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে আমি খুবই খুশি হব।'

"গোলাপি রংয়ের কাপড়ে ঢাকা প্রায় ছয় ডজন বেতের দোলনা-চেয়ার ঘরের দেয়াল ঘেঁষে সাজানো ছিল। তারই একটায় বসেছিল সেনিওরিটা আনাবেলা। তার পরণে ছিল সুইজারল্যাণ্ডের সাদা পোশাক ও লাল চটি; মাথায় ঝিকমিক করছিল মণি-মুক্তোর ছটা। ফার্গুসকে দেখা গেল ঘরের অপর প্রান্তে দুটি ক্রীতদাস ও এ... শ্বেতকায়ার কবল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

"জজ সাহেব আমাকে সঙ্গে করে আনাবেলার কাছে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার মুখের দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়তেই তার হাত থেকে পাখাটা পড়ে গেল; আর একটা আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে নিজের চেয়ারটাকেই প্রায় উল্টে ফেলার যোগাড় করে বসল। কিন্তু সে সবে আমি অভ্যস্ত।

"আমি মহিলাটির পাশে বসে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। আমার কথা শুনেই সে লাফিয়ে উঠল; তার চোখ দুটি বড় ন্যাসপাতির মত গোল হয়ে গেল। আমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার মুখটাকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। আমি কিন্তু মেয়েদের মত স্বরগ্রামেই কথা বলত লাগলাম; আর সেও চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল; তার দুই চোখে ফুটে উঠল একটা স্বপ্নালু দৃষ্টি। ক্রমেই সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল। যুডসন টেটের কথা সে শুনেছে; সে একজন বড় মানুষ, কত বড় বড় কাজ সে করেছে; সে সব কিছুই তো আমার স্বপক্ষের কথা। অবশ্য সে যখন বুঝতে পারল যে এতকাল যাকে মহান যুডসন বলে দেখানো হয়েছে সেই সুপুরুষ মানুষটি আমি নই, তখন সে বেশ কিছুটা ধাক্কা খেল। তার পরেই আমি স্পেনীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দিলাম, কারণ কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারে সেটাই ইংরেজি ভাষার চাইতে ভাল; আর সে ভাষাটা আমি বলতে লাগলাম হাজার তারের একটা বীণার মত। আমার কণ্ঠস্বর ওঠা-নামা করতে লাগল প্রথম সুর থেকে অষ্টম সুর পর্যন্ত। আমার মুখে অবিরাম ফুটতে লাগল কাব্য, কলা, প্রেম, ফুল ও চাঁদের আলো। অন্ধকারে তার জানালার নিচে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে যে সব কবিতা তাকে শুনিয়েছি তারও কিছু কিছু আবৃত্তিও করলাম। হঠাৎই তার দুই চোখ ঝিলমিলিয়ে উঠল, আর তা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কণ্ঠস্বরেই সে চিনতে পেরেছে তার মধ্যরাতের রহস্যময় অভিসারককে।

"যাই হোক, ফার্গুস ম্যাক্‌মাহনকে আমি হারিয়ে দিলাম। আহা, কণ্ঠস্বরই যে সত্যিকারের শিল্পকলা তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সুন্দর কথা বলতে পারে সেই তো সুন্দর। সেটাই তো বিখ্যাত প্রবাদ-বাক্য।

"এদিকে ফার্গুস যখন একটা বিশ্রী ভ্রূকুটিতে মুখটাকে বিকৃত করে শ্বেতকায়া মেয়েটির সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচতে লাগল সেই অবসরে সেনিওরিটা আনাবেলাকে নিয়ে আমি গেলাম লেবু-বনে বেড়াতে। সেখান থেকে ফিরবার আগেই আমি তার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে গেলাম, আমি যেন পরদিন মাঝরাতেই তার জানালায় গিয়ে তার সঙ্গে আরও কিছু আলাপচারি করি।

"আহা, সেটা তো খুবই সহজ কাজ। দুই সপ্তাহের মধ্যেই আনাবেলা আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করল, আর ফার্গুস কাটা পড়ে গেল। ব্যাপারটাকে সে শান্তভাবেই গ্রহণ করল; আর বলল যে কিছুতেই সে হার মানবে না।

"আমাকে সে বলল, 'দেখ যুড়সন, যেটা কথার ব্যাপার সেখানে ভাল কথায়ই কাজ হয় সেটা ঠিক, যদিও সে বিদ্যাটা চর্চা করার কথা আমি কোনদিনই ভাবি নি।'

"কিন্তু যে গল্পটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম সেটা তো শুরু করাই হয় নি।

"একদিন আমি প্রচণ্ড রোদে ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। তার পর শহরের প্রান্তসীমায় একটা ল্যাগুনের ঠাণ্ডা জলে স্নান করে তবে শরীরটা শীতল হয়েছিল।

"সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে আমি জজসাহেবের বাড়ি গেলাম আনাবেলাকে দেখতে। তখন রোজ সন্ধ্যায় আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম; এক মাসের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হবে। তখন তাকে দেখলে মনে হত একটি বুলবুল, একটি হরিণ, একটি সুগন্ধি গোলাপ; চোখ দুটি যেন ছায়াপথ থেকে ছেঁকে তোলা মাখনের মত নরম ও উজ্জ্বল। সে যখন আমার ভাঙাচোরা চেহারার দিকে তাকাত তখন তার চোখে ভয় বা ঘৃণার ভাব কখনও ফুটে উঠত না। বস্তুত, আমার মনে হত তার চোখে আমি সেই গভীর প্রশংসা ও অনুরাগের দৃষ্টিই দেখতাম যে-দৃষ্টি দিয়ে সে পার্কের পথে ফার্গুসের দিকে তাকাত।

"আমি বসলাম; যে কথাগুলি সে শুনতে ভালবাসে—যেমন তার উপর নির্ভর করা চলে, পৃথিবীতে যা কিছু ভাল তাতে একমাত্র তারই একচেটিয়া অধিকার—এই রকম কিছু বলার জন্যই সবে মুখটা খুলেছি এমন সময় কাঁপা গলার ভালবাসা ও স্তুতি-বাক্যের বদলে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা চাপা সাঁই-সাঁই শব্দ—ঠিক যে রকম শব্দ বের হয় ঘুংড়ি কাশিতে আক্রান্ত একটি ছোট শিশুর গলা দিয়ে। একটা বাক্য নয়—বাক্যের অংশও নয়—একটা অর্থবহ শব্দও নয়। অবিবেচকের মত স্নান করার ফলেই আমার কণ্ঠনালীতে সর্দি জমে গিয়েছিল।

"আনাবেলাকে খুশি করতে দুটি ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করলাম। সে অনেক কথাই বলল, কিন্তু সবই ভাসা-ভাসা ও অতি-তরল। অনেক চেষ্টা করেও আমার মুখ দিয়ে যে সুর বের হল সেটা শুক্তি বিশেষের মুখে প্রথম জোয়ারের সময় 'সাগর-দোলায়

জীবন' গানটি গাইবার চেষ্টার চাইতে ভাল কিছু নয়। বুঝতে পারলাম, আনাবেলার চোখ দুটি আগেকার মত আমার দিকে স্থির হয়ে থাকছে না। তার কানকে মুগ্ধ করে দিতে পারি এমন কিছুই তো তখন আমার ছিল না। আমরা ছবি দেখতে লাগলাম, আর সে মাঝে মাঝে বেশ খারাপ সুরে গিটার বাজাল। যখন বিদায় নিলাম তখন তাকে কেমন যেন নিস্পৃহ—অত্যন্ত চিন্তিত বলে মনে হল।

"পর পর পাঁচটি সন্ধ্যায় এই একই ঘটনা ঘটে চলল।

"ষষ্ঠ দিনে সে ফার্গুস ম্যাকমাহানের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

"জানা গেল যে 'বেলিজ'গামী একটা পাল-তোলা প্রমোদ-তরণীতে চেপে তারা পালিয়েছে। মাত্র আট ঘণ্টা পরে রাজস্ব বিভাগের একটা স্টিমলঞ্চে চেপে আমিও তাদের পিছু নিলাম।

"লাঞ্চটা ভাসাবার আগে দো-আস্‌লা ইণ্ডিয়ান ওষুধওয়ালা বুড়ো ম্যানুয়েল ইকুইতোর দোকানে ছুটে গেলাম। মুখে কিছু বলতে পারছি না বলে আমার গলাটা দেখিয়ে বাষ্প বেরিয়ে যাবার মত একটা শব্দ করলাম। সে ব্যাটা হাই তুলতে শুরু করল। সে দেশের প্রথা মাফিক এক ঘণ্টার মধ্যে তার আমাকে পরিষেবা করার কথা। আমি কাউণ্টারটা পার হয়ে তার গলা চেপে ধরে আমার গলাটা আবার তাকে দেখালাম। আরও একবার হাই তুলে কালো তরল পদার্থের একটা ছোট বোতল সে আমার হাতে তুলে দিল।

"মুখে বলল, 'প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর চা-চামচের এক চামচ করে খাবে।'

"তার দিকে একটা ডলার ছুড়ে দিয়ে আমি স্টিমার ধরতে ছুটলাম।

"আনাবেলা ও ফার্গুস যে প্রমোদ-তরণীতে চেপে এসেছিল সেটা বন্দরে পৌঁছবার তেরো সেকেণ্ড পরে আমার স্টিমারটা সেখানে ঢুকল। আমার ছোট লঞ্চটা তীরে ভিড়বার আগেই তারা দু'জন একটা 'ডোরি'-তে চেপে তীরের দিকে এগিয়ে চলল। আমার নাবিককে আরও জোরে চালাবার হুকুম দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাইরে বের হবার আগেই শব্দটা আমার কণ্ঠনালীতে আটকে গেল। তখনই আমার মনে পড়ে গেল বুড়ো ইকুইতোর ওষুধের কথা। বোতলটা বের করে তার থেকে এক চুমুক গিলে ফেললাম।

"দুটো তরণী একই সময়ে তীরে ভিড়ল। আমি সোজা হেঁটে গেলাম আনাবেলা ও ফার্গুসের কাছে। আনাবেলার চোখ দুটি এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে স্থির হয়ে রইল, তারপর পূর্ণ আবেগ ও বিশ্বাসের সঙ্গে সে চোখ ফেরাল ফার্গুসের দিকে। আমি জানতাম, কথা বলতে আমি পারব না, কিন্তু আমি তখন বেপরোয়া। কথাই ছিল আমার একমাত্র আশা। ফার্গুসের পাশে দাঁড়িয়ে রূপের ব্যাপারে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারব না। সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্তভাবে আমার কণ্ঠনালী ও আল্‌জিভ সচেষ্ট হয়ে উঠল ঠিক সেই শব্দগুলি উচ্চারণ করতে যা বলার জন্য আমার মনটা বার বার নাড়া দিচ্ছিল আমার স্বর-যন্ত্রসমূহকে।

"আমাকে তীব্রভাবে বিস্মিত ও আনন্দিত করে সেই শব্দগুলিই বেরিয়ে আসতে লাগল সম্পূর্ণ স্পষ্ট, সশব্দ, সুচারুরূপে আন্দোলিত হয়ে, এবং পরিপূর্ণ শক্তি, প্রকাশ ও দীর্ঘকাল অবদমিত রাখা আবেগের টানে।

"আমি বললাম, 'সেনিওরিটা আনাবেলা, একটি মুহূর্তের জন্যও কি নিভৃতে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

"এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ তো আপনি হয়তো শুনতে চান না? চান কি? ধন্যবাদ। আমার পুরনো বাগ্মিতা যথাযথভাবেই ফিরে এসেছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা তালগাছের নিচে দাঁড়ালাম; আমার বিগত দিনের কথার মন্ত্রে আবার তাকে মুগ্ধ করলাম।

"আনাবেলা বলল, 'যুডসন, তুমি যখন আমাকে কিছু বল তখন অন্য কিছুই আমি শুনতে পাই না—অন্য কিছুই দেখতে পাই না—জগৎ-সংসারে আমার সমুখে তখন আর কিছুই থাকে না—কেউ থাকে না।'

"আচ্ছা, তাহলে গল্পটা এই পর্যন্তই। আমার সঙ্গেই স্টিমারে চেপে আনাবেলা ওরাটামাতে ফিরে গেল। ফার্গুসের যে কি হল সে বিষয়ে আর কোনদিনই আমি কিছু শুনতে পাই নি। তার সঙ্গে আর কোন দিন আমার দেখাও হয় নি। আনাবেলা এখন মিসেস যুডসন টেট। আমার গল্পটা কি আপনার কাছে খুব বিরক্তিকর লেগেছে?'

আমি বললাম, "না তো। মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে আমি সর্বদাই আগ্রহী। একটি মানুষের হৃদয়---আর বিশেষ করে একটি নারীর হৃদয়—এতই আশ্চর্য এক বস্তু যে ভাবা যায় না।"

যুডসন টেট বলল, "তা ঠিক। মানুষের শ্বাসনালী আর শাখা-শ্বাসনালীও (bronchial tube) সমান আশ্চর্য। আর কণ্ঠনালীও তাই। আপনি কি কখনও শ্বাস-নালী নিয়ে পড়াশুনা করেছেন?"

"কখনও করি নি," আমি বললাম। "কিন্তু আপনার গল্পটা শুনে খুব আনন্দ পেয়েছি। মিসেস টেট সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে পারি কি—তার বর্তমান স্বাস্থ্য ও গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারি কি?"

"নিশ্চয় পারেন," যুডসন টেট বললেন, "আমরা জার্সি শহরের বার্জেন এভেনিউতে থাকি। ওরাটামার আবহাওয়াটা মিসেস টি-র সহ্য হচ্ছিল না। আপনি কি কখনও আলজিভের এরিটেনয়েড উপাস্থির ব্যবচ্ছেদ করেছেন?"

"সে কি? না তো," আমি বললাম। "আমি তো সার্জনই নই।"

"মাফ করবেন," যুডসন টেট বললেন, "কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্যই তো প্রত্যেক মানুষেরই শরীর-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেই তো ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস অথবা ফুস্‌ফুসের প্রদাহ দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে কণ্ঠস্বরের গুরুতর পীড়া হতে পারে।"

আমি কিছুটা অধৈর্য হয়েই বলে উঠলাম, "তা হয় তো পারে, কিন্তু তার কোনটাই তো এ ক্ষেত্রে ঘটে নি। মেয়েদের অদ্ভুত সব রোগের কথা বলতে গেলে আমি তো—"

যুডসন টেট বাধা দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাদের বিশেষ রকমের সব ব্যাপার আছে। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম: ওরাটামায় ফিরে গিয়ে আমি ম্যানুয়েল ইকুইতোর কাছে জানতে পেরেছিলাম, আমার হারানো কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি আমাকে

কি মিক্সচার দিয়েছিলেন। আগেই আপনাকে বলেছি, সেই ওষুধে কত তাড়াতাড়ি আমার অসুখটা সেরে গিয়েছিল। সেই ওষুধটা তিনি তৈরি করেছিলেন 'চুচুলা' গাছ থেকে। এবার এদিকে তাকান।"

যুডসন টেট তার পকেটের ভিতর থেকে একটা সাদা পিসবোর্ডের আয়তাকার বাক্স বের করলেন।

বললেন, "যে কোন রকম কাশি, সর্দি, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি, অথবা শ্বাসনালীর রোগে এটাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। দেখতেই পাচ্ছেন যে ফর্মূলাটা বাক্সের উপরেই ছাপানো আছে। প্রতিটা বড়িতে আছে যষ্টিমধু ২ দানা; টলু নামক সুগন্ধি ভেষজ ১/১০ দানা; মৌরীর তেল ১/২০ ফোঁটা; আলকাতরার তেল ১/৬০ ফোঁটা; কাবাবচিনির চটচটে রস ১/৬০ ফোঁটা; চুচুলার তরল সার ১/১০ ফোঁটা।

যুডসন টেট আরও বললেন, "গলার রোগ সারাবার জন্য আজ পর্যন্ত যত ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ সেটাকে বাজারস্থ করার জন্য একটা কোম্পানি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি নিউ ইয়র্কে এসেছি। বর্তমানে আমি সেই লজেন্সগুলোকে ছোটখাটভাবেই প্রচার করে চলেছি। আমার সঙ্গে যে বাক্সটি আছে তাতে রয়েছে চার ডজন মাল; আমি সেগুলোকে বিক্রি করছি মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট দামে। আপনার যদি সেই রোগ হয়ে থাকে—"

একটাও কথা না বলে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। যুডসন টেট ও তার বিবেককে একলা রেখে আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম আমার হোটেলের নিকটবর্তী ছোট পার্কটার দিকে। আমার মনটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বেশ শান্তভাবে একটা গল্প তিনি আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন যাতে আমি সেটাকে কাজে লাগাতে পারি। গল্পটার মধ্যে এমন কিছু প্রাণের স্পন্দন আছে যেটাকে ভালভাবে প্রচার করতে পারলে মালটা বাজারে কাটতেও পারে। আর সে পর্যন্ত গল্পটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুকৌশলে চিনির আবরণে ঢাকা একটা বাণিজ্যিক বড়ি। আর সব চাইতে খারাপ ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াল যে আমি সেটাকে বিক্রির জন্য বাজারে ছাড়তে পারলাম না। বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠান ও বিক্রির দোকানগুলি আমাকে পাত্তাই দিল না। আর সাহিত্য-সমাজ তো কোনদিনই তা দেবেও না। অতএব আরও অনেক হতাশ মানুষের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকতে থাকতে এক সময় আমার দুই চোখের পাতাও নেমে এল।

আমার ঘরে চলে গেলাম এবং যথারীতি আমার প্রিয় পত্রিকাগুলি থেকে চারটে গল্প এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করলাম। আমার মনটা যাতে আবার আর্টে ফিরে যেতে পারে সেই জন্যেই এটা করলাম।

একটা করে গল্প পড়া হয়ে গেলেই নিরাশ হয়ে একটার পর একটা পত্রিকা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। প্রত্যেক লেখকই—তাদের একজনও আমার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারল না—একটা হাল্কা চালের গল্প লিখেছে একটা বিশেষ ধরনের মোটর গাড়ির গুণ-কীর্তনকে কেন্দ্র করে।

আর শেষ পত্রিকাটি ছুড়ে দেবার পরেই আমি যেন নিজের মনটাকে ফিরে পেলাম।

নিজেকেই বললাম, "পাঠকবৃন্দ যদি এতগুলো মোটর গাড়ি 'খেতে' পারে তাহলে কণ্ঠনালীর চুচুলা লজেঞ্চুস নিয়ে লেখা টেট-এর একটি মাত্র গল্পকে নিয়ে তাদের মাথাব্যথা হওয়া উচিত হবে না।"

অতএব এই গল্পটিকেও যদি আপনারা ছাপার অক্ষরে দেখতে পান তাহলে বুঝতে পারবেন যে ব্যবসাটা ব্যবসাই, আর কলা-লক্ষ্মী যদি বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যায়, তাহলে তাকেও সজোরে ছুটতে হবে।

কোন রকম ধোঁকাবাজী না করে আমি এ-কথাও বলে দিচ্ছি যে কোন ওষুধের দোকানেই আপনারা "চুচুলা" গাছ কিনতে পারবেন না।

# কলা-লক্ষ্মী ও একটা আধ-পোষা ঘোড়া

## Art and the Bronco

জনমানবহীন প্রান্তর থেকে বেরিয়ে এসেছিল এক চিত্রকর। কেবলমাত্র প্রতিভারই অভিষেক হয় গণতন্ত্রের পথে। সেই প্রতিভাই লোনি ব্রিস্কোর ললাটে পবাবার জন্য গেঁথে দিয়েছিল বনফুলের মালা। কলা-লক্ষ্মীর স্বর্গীয় প্রসাদের স্রোতধারা পক্ষপাতবিহীন ভাবেই প্রবাহিত হয় একটি রাখাল বালক অথবা কোন কলানুরাগী সম্রাটের আঙুলের মুখ থেকে। সেই কলা-লক্ষ্মীই তার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন "সান সাবা"র এক বালক শিল্পীকে। আর তারই ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পরিষদ-ভবনের পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হল সোনালী ফ্রেমে বাঁধা সাত ফুট : বারো ফুট মাপের একখানি রং-মাখানো ক্যান্‌ভাস।

তখন আইন-পরিষদের অধিবেশন চলছিল। সেই মহান পশ্চিমী রাষ্ট্রের রাজধানী-শহরটি তখন অধিবেশনের সঙ্গে যুক্ত বিচিত্র কর্মকাণ্ড ও আর্থিক লাভকে মনের আনন্দে উপভোগ করছিল। বোর্ডিং হাউসগুলি কৌতুকপ্রিয় আইনপ্রণেতাদের সহজে পাওয়া ডলার দুই হাতে লুটে নিচ্ছিল। পাশ্চাত্যের মহত্তম রাষ্ট্রটি বিস্তারে ও সম্পদে একটি সাম্রাজ্য বিশেষ। সে এখন জেগে উঠেছে; বাতিল করে দিয়েছে বর্বরতা, আইনলংঘন ও রক্তপাতের সেকেলে ইতিহাসকে। তার সীমান্তে আজ শৃংখলার রাজত্ব। জরাজীর্ণ প্রাচ্যের যে কোন নষ্টচরিত্র শহরের মতই সেখানেও জীবন ও সম্পত্তি দুইই নিরাপদ। ঠকবাজী, গির্জা, স্ট্রবেরি-ভোজ এবং 'হেবিয়াস কর্পাস" বিচার-ব্যবস্থা জমজমাট হয়ে উঠেছে। অকালপক্ক মানুষও বিনা বাধায় তার সংস্কৃতিক মতামতকে প্রচার করতে পারে। বিভিন্ন কলা ও বিজ্ঞান পোষকতা ও আর্থিক অনুদান পাচ্ছে। সুতরাং এই মহান রাষ্ট্রের আইন-পরিষদ যদি লোনি ব্রিস্কোর একখানি মৃত্যুহীন ছবি কিনবার জন্য টাকা নয়-ছয় করে তো তা করতেই পারে।

"সান সাবা" দেশটা ললিত কলার প্রসারে কদাচিৎ কোন অবদান রেখেছে। সেখানকার ছেলেরা সৈনিক-বৃত্তিতে পারঙ্গম, ঘোড়া চুরির কাজে ওস্তাদ, একতাসের খেলায় অকুতোভয়, এবং শহরগুলির রাতকে উত্তেজনায় ভরে দিতে দক্ষ; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত নন্দনতত্ত্বের আখড়া হিসাবে তার কোন খ্যাতি শোনা যায় নি। লোনি ব্রিস্কোর তুলি সেই অক্ষমতাকে ঢেকে দিয়েছে। এখানে চুনা পাথরের পাহাড়, রসালো কাঁটা-গাছ, এবং বিশুষ্ক উপত্যকার খরায় পুড়ে-যাওয়া ঘাসের মধ্যেই একদিন জন্মেছিল একটি শিশু শিল্পী। কেন সে শিল্প নিয়ে মেতে উঠেছিল তারও কোন কারণ জানা যায় নি। "সান সাবা"-র মরুভূমিসম মাটিতেও কোন অনুপ্রেরণার বীজ যে তার অন্তরের মধ্যে অংকুরিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সৃষ্টির এক ফন্দিবাজী মনোবৃত্তি তাকে আত্মপ্রকাশে উত্তেজিত করেছিল, আর তার পরেই সেই মনোবৃত্তির অনিষ্টকর কাজকর্ম দেখতে দেখতে সেই উপত্যকার তপ্ত সাদা বালুরাশির মধ্যে বসে সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কারণ একটি কলা-সৃষ্টি হিসাবে দেখলে লোনির ছবিটা সমালোচকদের বুকের ভিতর থেকে সব সযত্ন প্রয়াসকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

ছবিটার—প্রায় একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যও ( প্যানোরামা ) বলা যেতে পারে—পরিকল্পনা করা হয়েছিল, পাশ্চাত্য দেশের নিসর্গচিত্রের আদলে সেটাকে আঁকা হবে। ছবির মূল কেন্দ্র হবে একটা জন্তুর মূর্তি—একটা পূর্ণাবয়ব, বুনো চোখ, প্রদীপ্ত, ধাবমান বলদ যেন গোরু-দাগানো লোকের হাত থেকে কোন রকমে ছিটকে বেরিয়ে পাগলের মত ছুটছে। আর সেটাকে রাখতে হবে ছবির পশ্চাৎপটের ডান দিকে কোন জায়গায়। নিসর্গ পরিবেশটাকে বেশ ভালভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঝোপঝাড়, মেস্‌কিট গাছ ও নাসপাতিকে মাপসইভাবেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জলের বালতির মত বড় বড় ফুলওয়ালা স্পেনদেশীয় ছুরিকা-গাছের সাহায্যে ছবিটার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যকে বাড়ানো হয়েছে। অদূরে দেখা যাচ্ছে তৃণহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর; তার বুক চিরে বয়ে চলেছে ছোট ছোট নদী-নালা। ছবিটার একেবারে সমুখে বিচিত্র বর্ণের একটা ঝুমঝুমি সাপ কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা ফিকে সবুজ রংয়ের কাঁটাগাছের নিচে। ছবিটার এক তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে সাগর-নীল ও সাদা রংয়ের ছোপ—ঠিক যে রকমটি দেখা যায় পশ্চিমাঞ্চলের আকাশ ও তার বৃষ্টিহীন, পালকের মত উড়ন্ত মেঘের দলকে।

প্রতিনিধি-কক্ষের দরজার নিকটবর্তী প্রশস্ত দালানের দুটো পলস্তরা-করা স্তম্ভের মাঝখানে ছবিটাকে রাখা হয়েছে। নাগরিক ও আইনপ্রণেতার দু'জন-দু'জন করে এবং দলে দলে বা ভিড় করে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকান। অনেকেই—হয় তো তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই—জনবিরল তৃণভূমির অধিবাসীই ছিলেন; তাই পরিচিত দৃশ্যটা সহজেই তাদের চোখে পড়ে যেত। একদিন যারা গরু-মোষ চরাত তারা পরিচিত দৃশ্যের স্মৃতির ভারে খুশি হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ত আর সমগোত্রীয় ভাই-বেরাদারদের সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা করত। শহরে তো কলা-সমালোচক বলে কেউ ছিলই না—রং, পরিবেশ, অনুভূতি—এ সব কথা

তারা কেউ কোন দিন শোনেই নি। তাদের অধিকাংশেরই অভিমত—এটা একটা মহৎ ছবি; তাদের বিশেষ করে ভাল লাগত সোনালী রংয়ের ফ্রেমটা—এত বড় ফ্রেম তারা কোনদিন চোখেই দেখে নি।

সেনেটর 'কিনে' ছিলেন ছবিটার উদ্যোক্তা ও জামিনদার। একমাত্র তিনিই প্রায়শই দু'পা এগিয়ে এসে পাগলা ঘোড়ার মত চিঁ-হিঁ চিঁ-হিঁ স্বরে বলতেন—দেখুন মশায়, আমাদের রাষ্ট্রের সম্পদ ও সমৃদ্ধি, জমিন—আর—মানে—গৃহপালিত পশুপাল—এ সব কিছুর প্রধান উৎস স্বরূপ একটি দৃশ্য যে প্রতিভাধর একখানা মৃত্যুহীন ক্যানভাসের উপর এমন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে তাকে যদি আমরা যথোপযুক্ত স্বীকৃতি না দেই তাহলে এই মহান রাষ্ট্রের নামটাই যে চিরকালের মত কলংক-কালিমায় লিপ্ত হয়ে যাবে।

সেনেটর কিনে তো আসলে "সান সাবা" অঞ্চল থেকে ৪০০ মাইল দূরের প্রত্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলের একটি অংশ বিশেষের প্রতিনিধি মাত্র—শিল্পকলার প্রকৃত অনুরাগীকে তো স্থান-কালের সীমানার মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। আর "সান সাবা" অঞ্চলের প্রতিনিধি সেনেটর মুলেন্সও অবশ্যই বিশ্বাস করতেন যে তার অন্যতম নির্বাচকের ছবিটা কিনে নেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তাকে বোঝানো হয়েছিল যে "সান সাবা"-র অন্যতম অধিবাসীর আঁকা এই মহান ছবিখানির প্রশংসায় সেখানকার সব মানুষই একমত। সেনেটর মুলেন্স পুনর্নির্বাচনের আশা করেন। কাজেই "সান সাবা"-র ভোটের গুরুত্ব তিনি জানতেন। তিনি আরও জানতেন যে আইন-পরিষদে সেনেটর কিনের যথেষ্ট হাত আছে; অতএব তার সাহায্য পেলে প্রস্তাবটা সহজেই পাশ করিয়ে নেওয়া যাবে। এদিকে, সেনেটর কিনেরও এমন একটা সেচ সংক্রান্ত বিল ছিল যেটাকে তার নিজের কেন্দ্রের উপকারের জন্য আইন-পরিষদে পাশ করিয়ে নিতে হবে; আর সে ব্যাপারে সেনেটর মুলেন্স তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। কাজেই এই দুটো স্বার্থ যখন এক হয়ে মিশে গেল তখন রাষ্ট্রের রাজধানী যে হঠাৎ অতিমাত্রায় কলাপ্রিয় হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যে মনোরম পৃষ্ঠপোষকতায় লোনি ব্রিস্কোর প্রথম ছবিটার আবরণ উন্মোচিত হল সে সৌভাগ্য অল্প শিল্পীর কপালেই জোটে।

এম্পায়ার হোটেল-এর কাফেতে বসে দীর্ঘ সময় ধরে পানীয় উপভোগ করতে করতে দুই সেনেটর কিনে ও মুলেন্স সেচ ও ললিত কলার ব্যাপারে একটা সমঝোতায় পৌঁছে গেলেন।

অবশ্য আলোচনার গোড়াতেই সেনেটর কিনে বললেন, "হুম! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি কলা-সমালোচক নই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এ ব্যাপারে কিছুই করা যাবে না। দেখ মুলেন্স, আমি না হয় তোমাকে সাহায্য করতে রাজী হলাম, কিন্তু আমাদের সব চেষ্টাকেই অন্য সকলে হেসে উড়িয়ে দেবে—আমাদের বের করে দেবে সেনেট-কক্ষ থেকে।"

সেনেটর মুলেন্স নিজের লম্বা তর্জনী দিয়ে কিনের গ্লাসে টোকা দিতে দিতে বললেন, "আসল ব্যাপারটাই তুমি ধরতে পার নি। ছবিটার গুণাগুণের বিচার শিকেয় তুলে

রাখ। আসলে যে পয়েন্ট নিয়ে আমাদের কাজে নামতে হবে আগে সেটা জেনে নাও—যে ছেলেটি এই ছবিটা এঁকেছে সে হচ্ছে লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতি।"

চিন্তিতভাবে মাথাটা কাত করে কিনে বললেন, "কথাটা আবার বল। বল, বৃদ্ধ লুসিয়েন ব্রিস্কো সম্পর্কে তুমি কি জান?"

"তার কথা। তাকে তো তুমিও জান। এই মানুষটিই তো একটা জনমানবহীন প্রান্তরে গড়ে তুলেছিলেন এই রাষ্ট্রকে। এই মানুষটিই তো ইণ্ডিয়ানদের এখানে বসিয়েছিলেন। এই মানুষটিই তো সব ঘোড়াচোরদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই মানুষটিই তো রাজমুকুট মাথায় পরতে অস্বীকার করেছিলেন। এই রাষ্ট্রের এক প্রিয় পুত্র। এবার পয়েন্টটা ধরতে পেরেছ?"

"ছবিটা গুটিয়ে ফেলো," কিনে বলে উঠলেন। "ধরে নাও, ওটা বিক্রি হয়ে গেছে। শিল্প-কলার কচকচি না তুলে প্রথমেই সে কথাটা বল নি কেন? লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতির তুলিতে আঁকা একটা ছবি যদি এই রাষ্ট্রকে দিয়ে কেনাতে না পারি তো সেই দিনই সেনেটরের পদে ইস্তফা দিয়ে শিকল বয়ে বেড়াতে জেলার আমিনের কাজে ফিরে যাব। এক চোখওয়ালা স্নদার্সের মেয়ের জন্য একটা বাড়ি কেনার টাকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল—সে কথাটা কি কখনও শুনেছ? আরে বাবা, একটা মুলতুবি প্রস্তাবের মারফৎই সেটা পাশ হয়ে গিয়েছিল; আর ব্রিস্কো যত ইণ্ডিয়ানকে খুন করেছিল, সেই একচোখওয়ালা বুড়ো তার অর্ধেককেও মারতে পারে নি। তুমি আর সেই চিত্রকর রাজকোষ ফুটো করে কত টাকা বের করে নেবে বলে স্থির করেছ?"

মুলেন্স বললেন, "আমি তো ভেবেছি সেটা হয় তো পাঁচ শ' হতে পারে—"

হাতের গ্লাসটা ঠুকে একজন খানসামার খোঁজে চারদিকে তাকিয়ে কিনে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "পাঁচ শ'! লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতির হাতে আঁকা খুর তুলে দাঁড়ানো একটা লাল বলদের জন্য মাত্র পাঁচ শ'! আরে বাবা, এতে তোমার রাষ্ট্রের মর্যাদাটা কি থাকবে? ওটা হবে দু'হাজার। বিলটা তুলবে তুমি, আর আমি সেনেটের মেঝেতে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ লুসিয়েন যত ইণ্ডিয়ানকে খুন করেছিল তাদের প্রত্যেকের খুলির চামড়া খুলে দেখাব। আমাদের দেখতে হবে, আরও কি কি গর্বের ও বোকামির কাজ তিনি করেছিলেন; সে রকম কিছু করেছিলেন কি? আরে, তাই তো; যত মাইনে ও সুযোগ-সুবিধা তার প্রাপ্য ছিল সে সব কিছুই তিনি নেন নি। গভর্নর হতে পারতেন, কিন্তু হন নি। পেনশন নিতে অস্বীকার করেছেন। এবার তাকে সব পাওনা মিটিয়ে দেবার সুযোগ এসেছে রাষ্ট্রের হাতে। ছবিটা তাকে নিতেই হবে, কিন্তু তার জন্য ব্রিস্কো পরিবারকে যে এতদিন অপেক্ষা করানো হয়েছে তার জন্য কিছু দণ্ডও তাদের প্রাপ্য। শুল্ক বিলটা মিটে যাবার পরে এ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আমরা এই ব্যাপারটা তুলব। একটা কথা মুলেন্স, যত তাড়াতাড়ি পার ঐ সব সেচের খাল কাটতে কত টাকা খরচ পড়বে এবং একর প্রতি ফসল কতটা বৃদ্ধি পাবে তার একটা হিসাব আমাকে পৌঁছে দেবে। আমার বিলটা যখন উঠবে তখন কিন্তু তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে। আমার তো ধারণা আমরা দু'জন মিলে এই অধিবেশনটাকে এবং পরবর্তী অধিবেশনগুলিকেও ভালভাবেই কাটিয়ে দিতে পারব। তুমি কি বল হে সেনেটর?"

এই ভাবেই "সান সাবা"-র বালক শিল্পীটির দিকে প্রসন্ন হাসি হাসলেন ভাগ্যদেবী। তাকে লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতি হয়ে জন্মাতে দিয়ে নিয়তি তো অনেক আগেই নিজের কাজটা করেই রেখেছিলেন।

রাজ্য দখল করা এবং মহৎ ও সরল হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় আরও কতকগুলি কাজ করার ব্যাপারে আসল ব্রিস্কো ছিলেন একজন পথ-প্রদর্শক। তিনি ছিলেন এখানকার আদি অধিবাসীদের অন্যতম এবং প্রকৃতির বন্য শক্তি, অসভ্য আদিবাসী ও কাঁচা রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী অভিযাত্রীদের একজন। হার্ডস্টন, বুন, ক্রোকেট, ক্লার্ক, ও গ্রীন প্রমুখের তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের সঙ্গে সমানভাবেই শ্রদ্ধানিবেদন করা হয় তার নাম ও স্মৃতির প্রতি। তার জীবনটাই ছিল সরল, স্বাধীন ও উচ্চাকাংখারহিত। এমন কি সেনেটর কিনের চাইতে স্বল্প চতুর অন্য যে কোন লোকই আগে থেকেই বলে দিতে পারত যে তার নাতিকে সম্মান দেখাতে ও পুরস্কৃত করতে তার রাষ্ট্র এতটুকু বিলম্ব করবে না।

সুতরাং তারপর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত মাঝে মাঝেই দেখা যেত যে প্রতিনিধি-কক্ষের দরজার পাশে প্রতিষ্ঠিত মহান ছবিখানির দিকে তাকিয়ে আছেন সেনেটর কিনে; আর শোনা যেত তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করছেন নাতির হাতের কাজের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়েন ব্রিস্কোর অতীত কার্যকলাপের স্মৃতি-চারণ। সেনেটর মুলেন্সের কার্যকলাপ সে তুলনায় দৃশ্যে ও শব্দে বেশ কিছুটা চাপা হলেও পরিচালিত হত সেই একই লক্ষ্যে।

তারপর, সংশ্লিষ্ট বিলটি উত্থাপনের দিন এগিয়ে আসতেই "সান সাবা" অঞ্চল থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হল লোনি ব্রিস্কো; আর তার সঙ্গে এল একদল ঘোড়াচোর পাগলা ঘোড়ার পিঠে চেপে ললিতকলার জয়গান করতে এবং বন্ধুত্বকে গৌরবান্বিত করতে, কারণ লোনি যে তাদেরই একজন, ঘোড়ার রেকাব ও ঘন জঙ্গলের রাজা, তুলি ও প্যালেট চালাতে যেমন ওস্তাদ ঠিক ততটাই ওস্তাদ লাসো ও .৪৫ বন্দুক ছুড়তে।

মার্চের এক বিকেলে এক দঙ্গল লোক হৈ-হৈ করে শহরে ঢুকে পড়ল। ঘোড়াচোরের দল তাদের চলতি পোশাককেই কিছুটা অদল-বদল করে শহরের পক্ষে কিছুটা মানানসই করে নিয়েছে। মাথার চামরার টুপিটা বাদ দিয়েছে; তাদের ছয়-ঘোড়া রিভলবার ও বেল্টগুলোকে শরীর থেকে খুলে লুকিয়ে রেখেছে ঘোড়ার পিঠের জিনের তলায়। তাদের সঙ্গেই ঘোড়ায় চেপে এসেছে লোনি, ত্রিশ বছরের এক যুবক, বাদামী রং, গম্ভীর মুখ, কৌশলী, বাঁকা ঠ্যাং, স্বল্পভাষী; আর মিসিসিপি নদীর পশ্চিম অঞ্চলের একটা তীব্রঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন টাট্টু ঘোড়া 'আগুনে তামালেস'-এর পিঠে চেপে। সেনেটর মুলেন্স তাকে সমস্ত ব্যাপারটা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন; এমন কি রাজ্যসরকারের কাছ থেকে পুরস্কার হিসাবে সে কত অর্থ পেতে পারে তার অংকটা পর্যন্ত। লোনি যেন ধরেই নিয়েছিল যে খ্যাতি ও সম্পদ তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এ কথা নিশ্চিত যে ওই ছোটখাট বাদামী রংয়ের ঘোড়সওয়ারের বুকের মধ্যে ছিল স্বর্গীয় অগ্নিশিখার একটা স্ফুলিঙ্গ, কারণ এর মধ্যেই সে হিসাব কসে ফেলেছে যে ঐ দুই

হাজার ডলারকে তার প্রতিভার ভবিষ্যৎ বিকাশের মাধ্যম হিসাবেই সে ব্যবহার করবে। ভবিষ্যতে এর চাইতেও বড় একটা ছবি সে আঁকবে—ধরা যাক, এমন একটা বারো ফুট : কুড়ি ফুট মাপের ছবি যাতে জুড়ে থাকবে একটা গোটা নিসর্গ, তার পরিবেশ ও কার্যকলাপ।

বিলটি উত্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের তিন দিন আগে থেকেই টাট্টু ঘোড়ার সওয়ারের দল সাহসিক কাজকর্ম শুরু করে দিল। গায়ে কোট নেই, কিন্তু পায়ে আছে ঘোড়ার পেটে মারার লোহার কাঁটা, রোদে পুড়ে তামাটে রং, মুখে অদ্ভুত সব বুলি; উৎসাহে যেন টগবগ করছে। অক্লান্ত উৎসাহে তারা ছবিটাকে ঘিরে লাফাতে লাগল। সুযোগ পেলেই তারা গলা ফাটিয়ে চিত্রকরের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করতে লাগল। এই ভাড়াটে গুণকীর্তনকারীদের দলপতি লেম্ পেরি তো অবিশ্রাম একই বাঁধা গৎ আওড়াতে লাগল। ছবির প্রধান দ্রষ্টব্যটার দিকে দারুচিনি-রংয়ের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলতে লাগল, "ওই দুই বছরের এঁড়ে বাছুরটার দিকে তাকান। একেবারে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে না? তার টানাটানা চোখ দুটো দেখুন; লেজের দোলানিটা দেখুন। একেবারে যেন জীবন্ত প্রাণী। একটা এঁড়ে বাছুরকে আমি কোন দিন অন্য কোনভাবে লেজ নাড়তে দেখি নি; যদি দেখে থাকি তো আমার চামড়া খুলে নেবেন, হ্যাঁ।"

জুড শেল্‌বি এঁড়ে বাছুরটার চমৎকারিতাকে স্বীকার করে নিয়ে একান্তভাবে তার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখল ছবির নিসর্গ অংশের সীমাহীন প্রশংসার মধ্যে।

স্কিনি রোজার্স একটু হাস্যরসের পক্ষপাতী। সে একটা ছোট নাটক করে দেখাল, আর তাতে সুফলও পেল। ছবিটা একেবারে গা ঘেষে চলতে চলতে সুযোগ মত হঠাৎ কান-ফাটানো চিৎকারে "ই-ই" শব্দ করে দুই পা তুলে বার বার লাফাতে লাগল।

একদিকে চলল লোনির বিশ্বস্ত সাগরেদদের নানা কথা ও অঙ্গভঙ্গি, আর তার সঙ্গে যুক্ত হল উদার কণ্ঠ কিনের মুখে ছবিটার গুণ-কীর্তন।

ছবিটাকে ঘিরে এই ভাবে চলল নানা রকম প্রচারকার্য। যদিও তাতে শিল্পীর তুলির প্রশংসার চাইতে তার বহিরঙ্গের ঢাক-ঢোলই পেটানো হল বেশি; কিন্তু তার ফলটা ভালই হল। সাধারণ দর্শকরাও ক্রমেই প্রশংসার দৃষ্টিতে ছবিটাকে দেখতে শুরু করল।

তারপর এল সেই দিনটি যখন ছবিটা কেনার জন্য দুই লক্ষ টাকার ব্যয়-বরাদ্দ পাশ করিয়ে নেবার জন্য সেনেটর মুলেন্স-এর বিলটা সেনেটে পাশ হবার কথা ছিল। লোনি ও "সান সাবা"র দল আগে থেকেই সেনেট-কক্ষের সামনের সারির আসনগুলি দখল করে বসেছিল।

বিলটি উত্থাপন করা হল; দ্বিতীয় দফার শুনানী হয়ে গেল; তারপর সেনেটর মুলেন্স এক দীর্ঘ একঘেয়ে বক্তৃতা দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন সেনেটর কিনে। সেকালে বাগ্মিতা ছিল একটা প্রাণবন্ত বস্তু; জ্যামিতি ও নামতার ছক দিয়ে তার পরিমাপের প্রথা তখনও পৃথিবীতে চালু হয় নি। তখন ছিল রৌপ্যকণ্ঠ জিহ্বা, লোক-মাতানো অঙ্গভঙ্গি ও সার্থক উপসংহারের যুগ।

সেনেটের বক্তৃতা দিলেন। দর্শক-আসনে বসে "সান সাবা"-র দল ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল। তাদের এলোমেলো চুল চোখের উপর নেমে এল; তাদের ষোল আউন্স ওজনের টুপিগুলো অস্থিরভাবে এক হাঁটু থেকে অপর হাঁটুতে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

সেনেটর কিনে বক্তৃতা দিলেন এক ঘণ্টা। তার বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাস—দেশাত্মবোধ ও ভাবাবেশ মিশ্রিত ইতিহাস। বাইরের হলের ছবিটার কথা তিনি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলেন—বললেন, তার গুণকীর্তনের কোন দরকার নেই, কারণ সেনেটরগণ নিজের চোখেই সেটা দেখেছেন। এই ছবিখানির চিত্রকর লুসিয়েন ব্রিস্কোর পৌত্র। তারপরই শুরু হল বিচিত্র বর্ণে রূপায়িত ব্রিস্কোর জীবনের একখানি শব্দ-চিত্র। তার কঠোর, দুঃসাহসিক জীবন, তার সহায়তায় যে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার জন্য তার প্রাণঢালা ভালবাসা, পুরস্কার ও প্রশংসার প্রতি তার ঘৃণা, তার বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, আর রাষ্ট্রের জন্য তার মহান সেবা। সে সব কিছুর লক্ষ্য ছিলেন লুসিয়েন ব্রিস্কো। এই ভাবাবেগ যে সকলেরই মন জয় করেছিল সেটা বোঝা গেল সেনেটরবৃন্দের সোৎসাহ করতালি শুনে।

বিপক্ষে একটিও ভোট না পড়ে বিলটা পাশ হয়ে গেল। আগামী কাল সেটা পরিষদে গৃহীত হবে।

"সান সাবা"-র দলবল ও তাদের প্রিয় নেতা আনাড়ির মত টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পরিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। তারপর সকলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জয়ের উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন—তার নাম "মৃগপদ সামার্স"—একটা বেসুরো মন্তব্য করে বসল :

"ছবিটা ভালই উতরে গেছে। আমি বুঝে ফেলেছি, ওরা লোন-এর এঁড়ে বাছুরটা কিনছেন। ও সব পরিষদীয় ব্যাপার-স্যাপার আমি ভাল বুঝি না, তবে রকম-সকম দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু লোনি, আমার তো মনে হচ্ছে যে সওয়ালটা ছবিটার বদলে আগাগোড়া তোমার ঠাকুর্দাকে নিয়েই করা হল। কিন্তু বলি, আসলে তোমার খুশির কারণটা হল এই যে তোমার কপালে ব্রিস্কো-ছাপটা ছিল।"

মন্তব্যটা লোনির মনে একটা অপ্রীতিকর, অস্পষ্ট সন্দেহের কাঁটার মত বিঁধল। কিন্তু তার মৌনতা আরও বেড়ে গেল; মাটি থেকে ঘাস তুলে সে চিন্তিত মনে চিবুতে শুরু করল। ছবি হিসাবে ছবিটার কথা সেনেটরের যুক্তিতে একবারও বলা হয় নি; সেটা অপমানকর। চিত্রকরকে তুলে ধরা হয়েছে শুধু দাদুর নাতি হিসাবে, বাস্, ওই পর্যন্তই। একদিক থেকে এটা অবশ্যই সন্তোষজনক, তবে এতে ললিতকলাকে বড়ই ছোট ও ফালতু করে ফেলা হয়েছে। কথাটা বালক শিল্পীকে চিন্তায় ফেলে দিল।

যে হোটেলে লোনি উঠেছিল সেটা ছিল পরিষদ-ভবনের কাছেই। অর্থের ব্যবস্থাটা যখন সেনেটে পাশ হয়ে গেল তখন ডিনারের সময় প্রায় হয়ে এসেছিল। হোটেলের করণিক লোনিকে বলল যে একজন খ্যাতনামা শিল্পী আজই নিউ ইয়র্ক থেকে শহরে এসেছেন এবং এই হোটেলেই আছেন। তিনি পশ্চিমে যাবেন নিউ মেক্সিকোতে; উদ্দেশ্য—"জুনিস"-এর প্রাচীন প্রাচীরে সূর্যের আলো পড়লে তার ফলটা কি হয়

সেটা পর্যবেক্ষণ করা। আধুনিক পাথরে আলোর প্রতিফলন ঘটে। ঐ সব প্রাচীন অট্টালিকার মাল-মশলা আলোকে শোষণ করে নেয়। শিল্পীর ইচ্ছা, তার একটা নির্মীয়মান ছবিতে এই ব্যাপারটা ফুটিয়ে তুলবেন, আর সেটা দেখবার জন্যই তিনি দু' হাজার মাইল পথ পরিক্রমণ করবেন।

ডিনারের পরে লোনি সেই লোকটিকে খুঁজে বের করে তাকে নিজের কাহিনীটা বলল। শিল্পীটি ছিলেন অসুস্থ; প্রতিভা এবং জীবনের প্রতি উদাসীনতাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি লোনির সঙ্গে পরিষদ ভবনে গিয়ে ছবিটার সামনে দাঁড়ালেন। নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন; তাকে অসুখী দেখাচ্ছিল।

লোনি বলল, "আপনার মনের সঠিক কথাটা আমি জানতে চাই ঠিক যেভাবে সেটা কলমের ডগা থেকে বেরিয়ে আসে।"

চিত্রকর বললেন, "কথাগুলো সেই ভাবেই আসবে। ডিনারের আগেই আমি টেবিল-চামচের মাপে তিন রকম ওষুধ খেয়েছি। তার স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে। সত্য বলার মত বয়স আমার হয়েছে। তুমি তো জানতে চাও—ছবিটা ছবি হয়েছে, না হয় নি?"

"ঠিক তাই," লোনি বলল। "এটা পশম না সুতো? আমার কি এ রকম ছবি আরও আঁকা উচিত, না কি ঘোড়া চড়েই বেড়াব?"

চিত্রকর বললেন, "পিঠে খেতে খেতে একটা গুজব আমার কানে এসেছে—অচিরেই রাজ্যসরকার এই ছবিটার জন্য দশ হাজার ডলার দেবেন।"

লোনি বলল, "সেনেটে ওটা পাশ হয়ে গেছে, আর আগামী কালই পরিষদও ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে।"

"খুবই ভাগ্যের কথা," বিবর্ণ লোকটি বললেন। "তোমার কি খরগোসের মত পা আছে?"

লোনি বলল, "না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার একজন ঠাকুর্দার ছিলেন। এই ছবিটার ব্যাপারে তাকেও বেশ ভালভাবেই জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ছবিটা আঁকতে আমার সময় লেগেছে পাঁচ বছর। ছবিটা কি একেবারেই বাজে, না কি? এখানে কেউ বলছে, এঁড়ে বাছুরের লেজটা মন্দ হয় নি। তারা বলছে বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য বেশ ভাল হয়েছে। আপনি আমাকে বলুন।"

চিত্রকর লোনির পেশিবহুল দেহ ও বাদাম-রং চামড়ার দিকে তাকালেন। একটা সাময়িক বিরক্তিও অনুভব করলেন।

খিটখিটে মেজাজে বলে উঠলেন, "কলা-লক্ষ্মীর দোহাই বাবা, ছবি আঁকার জন্য আর টাকা খরচ করো না। এটা একটা ছবিই হয় নি। হয়েছে একটা বন্দুক। যদি চাও তো সরকারের পিছনে লেগে থাক, আর তোমার পাওনা দু' হাজার হাতিয়ে নাও, কিন্তু আর কোন দিন ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িও না। তার নিচের সারিতেই থেকে যাও। ওই টাকা দিয়ে শ' দুই টাট্টু ঘোড়া কিনে ফেল—শুনেছি সেগুলির দামটা ওই রকমই—আর তার পিঠেই সারা জীবন চেপে থাক। ফুস্‌ফুস্ ভরে বাতাস নাও, খাও-দাও ও ঘুমোও, আর সুখে থাক। ছবির ব্যাপারটায় আর কখনও হাত

দিও না। তোমাকে দেখলে বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হয়। ওটাও প্রতিভা। ওটারই চর্চা কর।" তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। "তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। তিনটের সময় চারটে ক্যাপসুল ও একটা বড়ি খাবার কথা। তুমি তো শুধু এটাই জানতে চেয়েছিলে, তাই না?"

তিনটের সময় গোরু-দাগানেরা এসে হাজির হল; সঙ্গে নিয়ে এল জিন-পরানো "আগুনে তামালেস"-কে। চিরাচরিত প্রথাটাকে মেনেই তো চলতে হবে। সেনেটে বিলটা পাশ হয়ে যাওয়া উপলক্ষ্যে গোটা দলকেই হৈ-হল্লা করে ছুটে বেড়াতে হবে শহরের পথে। মদ খেতে হবে, শহরতলিকেও মাতিয়ে তুলতে হবে, সাড়ম্বরে ঘোষণা করতে হবে "সান সাবা"র গৌরবের কথা।

লোনি চেপে বসল "আগুনে তামালেস"-এর পিঠে; সুশিক্ষিত ছোট জন্তুটাও উত্তেজনায় ও বুদ্ধির দীপ্তিতে যেন জ্বলে উঠল। লোনির বাঁকা ধনুকের মত পা দুটো আবার তার পাঁজরের উপর চেপে বসেছে বুঝতে পেরে সেও খুব খুশি। লোনি তার বন্ধু, বন্ধুর জন্য তাকেও কিছু করতে হবে।

দুই হাঁটুর চাপে "আগুনে তামালেস"কে জোর কদমে ছুটিয়ে লোনি বলে উঠল, "চল হে বাছারা"। সোল্লাসে চিৎকার করতে করতে উত্তেজিত দলটা ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। লোনি দলবলকে নিয়ে এগিয়ে চলল পরিষদ-ভবনের দিকে। সাঙ্গপাঙ্গরা সব চিৎকার করে উঠল: হুর্-রা সান সাবা!

গোরু-দাগানেদের টাট্টু ঘোড়াগুলো খটাখট্ শব্দ তুলে ছ'টা চওড়া চুনা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। পদচারীদের অবাক করে দিয়ে তারা সশব্দে দরদালানে প্রবেশ করল। সকলের আগে লোনি; "আগুনে তামালেস" কে নিয়ে সে সোজা চলে গেল বড় ক্যানভাসটার কাছে। ঠিক সেই সময় একটু বৃষ্টি হওয়ায় দোতলার জানালা দিয়ে আসা নরম আলো যেন বড় ক্যানভাসটাকে ধুয়ে দিচ্ছিল। দালানের কিছুটা অন্ধকার পশ্চাৎপটের উপর ছবিটা যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে। অনেক শিল্পগত ত্রুটি সত্ত্বেও মনে হবে আপনি বুঝি একটা সত্যিকারের নিসর্গের দিকেই তাকিয়ে আছেন। ঘাসের উপর দিয়ে ছুটন্ত টাট্টু ঘোড়াটার পূর্ণাবয়ব মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আপনিও হয় তো এক পা পিছিয়ে যেতেন। হয় তো "আগুনে তামালেস"-এরও সেই রকমই মনে হয়েছিল। দৃশ্যটাও তার সমতলেই ছিল। হয় তো সে তার পিঠে আরোহণকারীর ইচ্ছাটাকেই পালন করেছিল। তার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল; নাক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা উচ্চ শব্দ। জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে লোনি তার কনুই দুটো তুলে ধরল ডানার মত করে। এইভাবেই একজন গোরু-দাগানে তার টাট্টু ঘোড়াকে পূর্ণ গতিতে ছোটার নির্দেশ দেয়। "আগুনে তামালেস"ও কি কল্পনায় দেখতে পেয়েছিল লাফিয়ে-ওঠা, লাল রংয়ের একটা টাট্টু ঘোড়াকে যাকে পিছনে ফেলে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে? অশ্ব-ক্ষুরের একটা হিংস্র খট্-খট্ ধ্বনি উঠল, প্রচণ্ড বেগে ছুটল টাট্টু ঘোড়াটা, মুখের লাগামে টান পড়ল, আর "আগুনে তামালেস" লোনিকে পিঠে নিয়েই ছবিটার উপরে ওঠার তাগিদে কামানের গোলার মত প্রচণ্ড বেগে বিরাট ক্যানভাসকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল, আর ছিন্নভিন্ন কাপড়ের টুকরোটা একটা প্রকাণ্ড গর্তের চারদিকে ঝুলতে লাগল।

লোনিও অতি দ্রুত হাতের লাগামে টান দিয়ে টাট্টু ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে স্তম্ভগুলোর চারদিকে ঘুরতে লাগল। দর্শকরা ছুটে এল; বিস্ময়ে তারা হতবাক হয়ে গেছে। পরিষদ ভবনের সশস্ত্র সার্জেন্ট ছুটে এলেন, ভুরু কোঁচকালেন, তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল; তারপর তার দন্তরাশি বিকশিত হল। আইনসভার অনেক সদস্য এসে ভিড় করে দাঁড়ালেন। লোনির গোরু-দাগানের দল তার পাগলের মত কাণ্ডকারখানা দেখে আতংকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল।

যারা সকলের আগে বেরিয়ে এসেছিলেন ঘটনাক্রমে তাদের মধ্যে সেনেটর কিনেও ছিলেন। তিনি কিছু বলার আগেই লোনি জিনের উপর থেকেই মাথাটা নুইয়ে হাতের চাবুকটার দিকে সেনেটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শান্ত গলায় বলল:

"আজ আপনার বক্তৃতাটা ভারি সুন্দর হয়েছিল মিস্টার, কিন্তু ঐ টাকার কথাটা আপনি না তুললেই পারতেন। সরকার আমাকে কিছুই দেবেন না এমন কথা আমি বলছি না। আমি ভেবেছিলাম, সরকারকে বিক্রি করার মত একটা ছবি আমার ছিল; কিন্তু এটা সে-ছবি নয়। আমার ঠাকুর্দা ব্রিস্কো সম্পর্কে আপনি অনেক কথা বলেছেন যা শুনে তার নাতি হিসাবে আমি খুবই গর্ব অনুভব করেছি। দেখুন, ব্রিস্কো পরিবার আজ পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে কোন উপহার গ্রহণ করে নি। যার ইচ্ছা হয় ঐ ফ্রেমটা নিয়ে যেতে পারেন। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মার গো বাছারা।"

"সান সাবা"র প্রতিনিধিদল হল থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে, ধূলোভরা রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

"সান সাবা"র অর্ধেক পথ গিয়ে তারা রাতের মত তাঁবু ফেলল। শোবার সময় হলে লোনি বাইরে বেরিয়ে এসে "আগুনে তামালেস"-এর খোঁজ করল। সে বেচারি তখন খোঁটায় বাঁধা অবস্থায় শান্ত মনে ঘাস খাচ্ছিল। লোনি তার গলার উপর ঝুলে পড়ল, আর একটা দীর্ঘ, অনুশোচনার নিঃশ্বাস ফেলে তার মনের চিত্রকর হবার বাসনাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করল। কিন্তু এই ভাবে সব কিছু ত্যাগ করার সময় তার নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়ে দু' একটা কথাও বোধ হয় বেরিয়ে এসেছিল।

"তামালেস, একমাত্র তুই ছবিটার মধ্যে কিছু দেখতে পেয়েছিলি। ছবিটা সত্যি সত্যি একটা টাট্টু ঘোড়ার মতই দেখতে হয়েছিল। তাই না বুড়ো স্যাঙাৎ?"

# চন্দ্রমা

## PH OE BE

"আপনি তো অনেক নতুন অ্যাডভেঞ্চার ও বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত একটি মানুষ," কথাগুলি আমি বলছিলাম ক্যাপ্টেন প্যাট্রিসিও মালোনকে। "আপনি কি মনে করেন যে কোন সম্ভাব্য সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য—ভাগ্য বলে যদি কিছু

থাকে—আপনার জীবন-ধারাকে প্রভাবিত করেছে অথবা আপনাকে প্ররোচিত করেছে অথবা আপনার বিরোধিতা করেছে যাতে আপনি বাধ্য হয়েছেন পূর্বকথিত সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের দ্বারা নির্দেশিত ফললাভের জন্য কাজ করতে?"

নিউ অর্লিয়েন্স-এর কঙ্গো স্কোয়ারের নিকটবর্তী রুসেলিনের ছোট লাল টালির কাফেতে বসেই তাকে আমি প্রশ্নটা করেছিলাম। বাদামী মুখ, সাদা টুপি, আঙুলে আংটিওয়ালা অ্যাডভেঞ্চারের ক্যাপ্টেনরা প্রায়ই রুসেলিনের কাছে আসত ফরাসী ব্র্যাণ্ডির টানে। দূর দূর সমুদ্র ও দেশ থেকে তারা আসত, আর যা কিছু দেখে এসেছে সে কথা বলতে চাইত না—তার কারণ এটা নয় যে সে সব কথা ছাপানো বইয়ের অবাস্তব কল্পনার চাইতেও বেশি আশ্চর্যজনক, তার আসল কারণ সে সবই ছিল বড় বেশি অন্য রকমের। আর আমি ছিলাম যে কোন বিবাহ-ভোজের একজন স্থায়ী অতিথি; সুযোগ পেলেই এই সব সৌভাগ্যের নাবিকদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করতাম। এই ক্যাপ্টেন মালোন ছিলেন হিবার্ণো-আইবেরিয়ান পিতামাতার সন্তান; তিনি পৃথিবীর সর্বত্র চষে বেড়িয়েছেন, উজান ও ভাটির দেশে পা ফেলেছেন। তাকে দেখতে পঁয়ত্রিশ বছরের যে কোন সুবেশ মানুষের মতই—তবে তাদের তুলনায় তিনি ছিলেন বড় বেশি রকমের রোদ-জলে তামাটে চামড়ার মানুষ, আর তার চেনের সঙ্গে সর্বদাই পরতেন একটা হাতির দাঁত ও সোনার কবচ। অবশ্য তার সঙ্গে এই গল্পের কোন সম্পর্ক নেই।

ক্যাপ্টেন হেসে বললেন, "আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাকে শোনাতে হবে মন্দভাগ্য কিয়ানির গল্পটা। অবশ্য সেটা শুনতে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।"

রুসেলিনের টেবিলে একটা ঘুষি মেরেই আমার জবাবটা আমি দিলাম।

ক্যাপ্টেন মালোন বলতে শুরু করে দিলেন, "একদা রাত্রে সুপিটুলাস স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি লক্ষ্য করলাম যে একটি ছোটখাট মানুষ দ্রুত গতিতে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। এক ভূগর্ভ-কক্ষের কাঠের দরজা পর্যন্ত উঠে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। নিচের নরম কয়লার স্তূপের ভিতর থেকে আমি তাকে তুলে আনলাম। তাড়াতাড়ি গায়ের ধূলো-ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি যান্ত্রিক সুরে একটানা কিছু শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন। মনে হল, কৃতজ্ঞতাবোধ ও গলার ধূলো-বালি পরিষ্কার করতে তার কিছুটা তরল পদার্থের দরকার হয়ে পড়েছে। এতই আন্তরিকভাবে তিনি তরল পদার্থের বাসনাটা জানালেন যে তাকে সঙ্গে করে রাস্তার কাছেই একটা কাফেতে গেলাম। সেখানে আমরা কিছু বাজে পানীয় ও তেতো জিনিস খেলাম।

"ছোট টেবিলটায় মুখোমুখি বসে ফ্রান্সিস কিয়ার্নিকে সেই প্রথম ভাল করে দেখলাম। উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, কিন্তু সাইপ্রেস গাছের গাঁটের মত শক্ত। মাথার চুল গাঢ় লাল, মুখটা এত ছোট যে ভেবে অবাক হতে হয় এই মুখের ভিতর দিয়ে এত কথার বন্যা বেরিয়ে আসে কেমন করে। তার দুটি চোখের মত উজ্জ্বল, হাল্কা নীল ও আশা-ভরা চোখ আমি আর কখনও দেখি নি। আরও মনে হল যে তিনি

বোধ হয় খুব সঙ্গিন অবস্থায় পড়েছেন ; অতএব তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করাই ভাল।

"তিনি নিজেই সব কথা বললেন, 'কোস্টারিকা উপকূলে স্বর্ণ-শিকার অভিযান থেকে এই মাত্র ফিরেছি। একটা কলাবাহী স্টিমারের সেকেণ্ড মেট আমাকে বলেছিল, আদিবাসীরা সাগরতীরের বালি থেকে এত বেশি সোনা কুড়িয়ে পাচ্ছে যা দিয়ে জগতের সব মদ, লাল কেলিকো কাপড় ও বৈঠকখানা ঘরের বাদ্যযন্ত্র কেনা যায়। যেদিন আমি সেখানে পৌঁছলাম সেই দিনই "ইনকর্পোরেটেড জোন্স" নামের একটা সিণ্ডিকেট৲ একটা বিশেষ জায়গা থেকে পাওয়া সব রকম খনিজ দ্রব্যের জন্য সরকারী রেয়াত পেয়েছে। পরবর্তী সুযোগটা পেতে গিয়ে আমি উপকূল-জ্বরে পড়লাম, আর একটা খড়ের ঘরে শুয়ে ছয় সপ্তাহ ধরে সবুজ ও নীল সরীসৃপ গুণলাম। সুস্থ হয়ে উঠেই সেখান থেকে কেটে পড়লাম। তারপর একটা নরওয়েগামী ছোট জাহাজের তিন নম্বর রাঁধুনি হয়ে ফিরবার পথে 'কোয়ারেন্টিন' সীমার দুই মাইল ভাঁটিতেই জাহাজের বয়লারটা ফেটে গেল। নদীর বাকি পথটা একটা ছোট ডাক-নৌকোর মজুরের কাজ নিয়ে এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছি আজ রাতটা এই ভূগর্ভ-ঘরেই কাটিয়ে দেব বলে। তারপর কপালে কি আছে কে জানে।'

"বিচিত্র চরিত্রের মিঃ কিয়ার্নি আরও বললেন, 'একটা বিশেষ নক্ষত্রের উজ্জ্বল আলোর পথ ধরেই আসবে আমার অজানা ভবিষ্যৎ।'

"প্রথম থেকেই কিয়ার্নির ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম সেই হৃদয়, সেই অস্থির প্রকৃতি, ভাগ্যের চপেটাঘাতের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়াবার সেই ভঙ্গি যা তার দেশবাসীদের করে তোলে ঝুঁকি ও অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রে এক একটি দামী কমরেড। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এই রকম মানুষকেই আমি খুঁজছিলাম। একটা ফল-কোম্পানির জাহাজ-ঘাটে তখন আমার একটা ৫০০ টনের স্টিমার নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছিল। চিনি, চেরা কাঠ, করোগেটেড লোহা প্রভৃতি মাল নিয়ে পরদিনই স্টিমারটার যাত্রা করার কথা যে বন্দরের উদ্দেশে—বেশ তো, সে দেশটার নাম দেওয়া যাক এস্পেরাণ্ডো। এটা বেশি দিন আগের কথা নয় ; সে দেশে যখনই অস্থির রাজনীতির কথা ওঠে তখনই প্যাট্রিসিও মালোনের নামটাও উঠে পড়ে। সেই চিনি ও লোহার নিচে বোঝাই করা ছিল বাণ্ডিল-বাঁধা এক হাজার উইন্‌চেস্টার রাইফেল। এস্‌পারেণ্ডোর হৃদয়বান ও সক্ষম দেশপ্রেমিক সমর-সচিব ডন রাফায়েল ভাল্‌দেভিয়া আমার আগমনের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন রাজধানী আগুয়াস ফ্রায়াস-এ। গ্রীষ্মমণ্ডলের ওই সব ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রী রাজ্যগুলির তুচ্ছাতিতুচ্ছ যুদ্ধ ও বিদ্রোহের কথা শুনে আপনারা হয়তো অনেক হাসাহাসি করেছেন। বড় বড় জাতির মধ্যে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তা নিয়ে তারা বড় একটা উচ্চবাচ্য করে না ; কিন্তু সেই সব ভাঁটির দেশের হাস্যকর ইউনিফর্ম ও ছোটখাট কূটনীতির অর্থহীন পাল্টা পায়তাড়া ও ষড়যন্ত্রের আড়ালেও অনেক কূটনীতিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিকের দেখা পাওয়া যায়। ডন রাফায়েল ভাল্‌দেভিয়া ছিলেন তাদেরই একজন। তার মনে এই উচ্চাকাংখা ছিল যে এস্‌পারেণ্ডোকে তিনি শান্তি, সমৃদ্ধি এবং শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত

করবেন। আর সেই জন্যই তিনি আগুয়াস ফ্রায়াস-এ আমার রাইফেলগুলোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কেউ হয় তো ভাবতে পারেন যে আমি আপনাকেও দলে টানতে চেষ্টা করছি! না ; আমি একজন ফ্রান্সিস কিয়ার্নিকেই খুঁজছিলাম। আর, আমাদের শহরের নিচু অঞ্চলের সব কাফেতেই যে রসুন ও ত্রিপলের দম বন্ধকরা গন্ধ নাকে আসে সেটা তো আপনারা সকলেই জানেন ; সেই পরিবেশে শ্বাস টানতে টানতেই জঘন্য মদ খেতে খেতে আমাদের দু'জনের আলোচনার ফাঁকে সেই কথাটাই আমি তাকে বললাম। স্বেচ্ছাচারী প্রেসিডেন্ট ক্রুজ এবং জনসাধারণের মাথার উপর তার লোভ ও উদ্ধত নিষ্ঠুরতার বোঝার কথাও বললাম। তা শুনতে শুনতে কিয়ার্নির চোখে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল। আর তখনই সেই দিনের একটা ছবি তার চোখের সামনে তুলে ধরে তার চোখের জল শুকিয়ে দিলাম যেদিন সেই অত্যাচারীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে তার আসনে আমরা বসাতে পারব জ্ঞানী ও উদার ভাল্‌দেভিয়াকে। কথাটা বলেই কিয়ার্নি লাফ দিয়ে উঠে আমার হাতটা চেপে ধরলেন একজন জাহাজী খালাসির মত দৃঢ় মুষ্টিতে। তিনি বললেন, যতদিন সেই অত্যাচারীর শেষ হীন চাটুকারটিকে পর্যন্ত কর্ডিলেরাস-এর সর্বোচ্চ শিখর থেকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে না দিতে পারবেন ততদিন তিনি আমার হয়েই থাকবেন।

"দামটা মিটিয়ে দিয়ে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। দরজার কাছে এসে কনুইয়ের এক ধাক্কায় তিনি শো-কেসের কাঁচটাকে ভেঙে চুরমার করে দিলেন। দোকানি তার জন্য যে দাম চাইল সেটাও আমি দিয়ে দিলাম।

"কিয়ার্নিকে বললাম, 'আজ রাতটা আমার হোটেলেই চলুন। কাল দুপুরেই আমরা যাত্রা করব।'

"তিনি রাজী হলেন। বললেন, 'ক্যাপ্টেন, আর এক পাও চলার আগেই আমার দিক থেকে বলে দেওয়া ভাল যে বাফিন উপসাগর থেকে টিয়েরা ডেল ফুয়েগো পর্যন্ত সর্বত্রই আমার পরিচয় 'মন্দভাগ্য কিয়ার্নি' নামে। আর সত্যি আমি তাই। আমি যা কিছু হাতে পাই সবই বাতাসে মিলিয়ে যায়, একমাত্র একটা বেলুন ছাড়া। যখনই বাজী ধরি তখনই হেরে যাই, একমাত্র তামার মুদ্রা ছাড়া। যে নৌকোতে আমি চড়ি সেটাই ডুবে যায়, একমাত্র সাবমেরিন ছাড়া। যা কিছু পেতে আমি আগ্রহী সেটাই টুকরো টুকরো হয়ে যায়, একমাত্র আমার আবিষ্কৃত একটা কামানের গোলা ছাড়া। যা কিছু হাতে নিয়ে দৌড়ে যেতে চেষ্টা করি সেটাই মাটিতে পড়ে যায়, একমাত্র যখন আমি লাঙ্গল হাতে নেই সেটা ছাড়া। আর সেই জন্যই সকলে আমাকে 'মন্দভাগ্য কিয়ার্নি' বলে ডাকে। আমার মনে হল যে একথাটা আপনাকে বলা উচিত।'

"আমি বললাম, 'মন্দভাগ্য—অথবা ঐ নামে যেটাকে চালানো হয়— কখনও কখনও একটা মানুষের জীবনকে জট পাকিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেটা যদি "গড়পড়তা" পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই তার একটা কারণ থাকে।'

"কিয়ার্নি জোর দিয়ে বললেন, 'তা তো আছেই ; আর একটা স্কোয়ার পর্যন্ত হেঁটে গেলেই আমি আপনাকে সেটা দেখিয়ে দিতে পারব।'

"বিস্মিত হয়ে তার পাশেই হাঁটতে লাগলাম। ক্যানাল স্ট্রীটে পৌঁছে তার সব

চাইতে প্রশস্ত জায়গায় পা ফেলতেই কিয়ার্নি আমার একটা হাত চেপে ধরে একটা উজ্জ্বল তারার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল—দিগন্ত থেকে ত্রিশ ডিগ্রি উপরে তারাটা স্থির হয়ে জ্বলছিল।

"মুখে বলল, 'ওটা শনিগ্রহ। ওই নক্ষত্রটিই মন্দভাগ্য, অশুভ, হতাশা, নিষ্ফলতা এবং সর্ববিধ গোলযোগের হর্তাকর্তা। ওই নক্ষত্রেই আমার জন্ম হয়েছিল। আমি যা কিছু করতে যাই, অমনি শনিগ্রহ এসে তার উপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে আটকে দেয়। তিনিই স্বর্গের অশুভ গ্রহ। লোকে বলে তার ব্যাস ৭৩,০০০ মাইল। আর তার দেহে আছে শিকাগোর মতই লজ্জাকর ও অনিষ্টকর অনেকগুলি বৃত্ত বা অঞ্চল। তাহলেই বুঝুন, এ হেন নক্ষত্রের অধীনে জন্ম নেওয়াটা কী ব্যাপার?'

"আমি কিয়ার্নিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই সব বিস্ময়কর জ্ঞান তিনি কোথায় পেয়েছেন?

"তিনি বললেন, 'ওহিওর অন্তর্গত ক্লিভল্যাণ্ডের মস্তবড় জ্যোতিষী আজ্‌রাথের কাছে। আমি একটা চেয়ার টেনে তার কাছে বসবার আগেই সেই লোকটি একটা কাঁচের বলের দিকে তাকিয়ে আমার নামটা বলে দিয়েছিলেন। আমি একটা কথাও বলার আগেই তিনি বলে দিয়েছিলেন আমার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। তারপরই তিনি আমার কোষ্ঠির ছকটা তৈরি করে ফেললেন। ফ্রান্সিস কিয়ার্নির বংশের যে যেখানে আছে তাদের পক্ষে এবং তার বন্ধুবান্ধবদের পক্ষে যে সেটাই একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার—এটা জানা গেল সেই ছক থেকেই। আজ্‌রাথ দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার জীবিকার প্রতি তার শ্রদ্ধাটা এতই বেশি যে কোন মানুষের প্রতি স্বর্গীয় রোষের হিসাব করতে তিনি কখনও ভুল করেন না। তখন রাত্রিকাল; তিনি আমাকে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে মুক্ত আকাশটাকে দেখালেন। তখনই তিনি আমাকে দেখালেন কোন্‌টা শনিগ্রহ, আর কি ভাবে তাকে নির্দিষ্ট করা যায়।

"কিন্তু শনিগ্রহই সব নয়। তিনি তো উপরওয়ালা মাত্র। তিনি এত বেশি মন্দভাগ্যের অধিকর্তা যে তার অধীনে রাখা হয়েছে একদল সহকারী নক্ষত্রকে যারা এ কাজে তাকে সাহায্য করে। তারা অনবরত ঘুরছে আর পাক খাচ্ছে এবং যার যার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মন্দভাগ্যদের বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

"কিয়ার্নি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'শনিগ্রহের প্রায় আট ইঞ্চি উপরে ডান দিকে একটা কুশ্রী ছোট লাল নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছেন তো? আরে, উনিই তো তিনি। তিনিই চন্দ্রমা। আমি তারই হেপাজতের জীব। আজ্‌রাথ আমাকে বললেন, "জন্মের দিন থেকেই তোমার জীবন শনিগ্রহের প্রভাবের অধীন। আর জন্মের ঘণ্টা ও মিনিটের দরুন তোমাকে বাস করতে হবে নবম উপগ্রহ চন্দ্রমার শাসন ও কর্তৃত্বের অধীনে।" মুষ্টিবদ্ধ হাতটাকে আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিয়ার্নি বললেন, 'তারপর আজ্‌রাথ আমাকে বললেন, "তাকে অভিশাপ দিচ্ছ, দাও, কিন্তু নিজের কাজটি তিনি সুষ্ঠুভাবেই করেছেন।" জ্যোতিষীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই মন্দভাগ্য ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করে চলেছে; আর সেটা ঘটতে শুরু করেছিল অনেক বছর আগে থেকেই। শুনুন ক্যাপ্টেন, মানুষ হিসাবেই আমার বিঘ্নের কথা আপনাকে বললাম। আপনি

যদি ভয় করেন যে আমার অশুভ নক্ষত্র আপনার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, তাহলে আমাকে এর মধ্যে রাখবেন না।'

"কিয়ার্নিকে আমি যতটা পারি আশ্বাস দিলাম। বললাম যে আপাতত আমরা গণিত জ্যোতিষ আর ফলিত জ্যোতিষ দুটোকেই আমাদের মাথা থেকে নির্বাসনে পাঠালাম। লোকটির স্পষ্ট সাহসিকতা ও উৎসাহ আমাকে আকর্ষণ করল। বললাম, 'দেখাই যাক না, একটু সাহস ও অভিনিবেশ দিয়ে ভাগ্যের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় কি না। কালই আমরা এস্পেরাণ্ডোর পথে জাহাজের পাল তুলে দেব।'

"মিসিসিপি নদীর পঞ্চাশ মাইল ভাঁটিতে গিয়ে আমাদের স্টিমারের হাল ভেঙে গেল। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটা বোট আনবার জন্য লোক পাঠানো হল। তাতে তিনটে দিন নষ্ট হল। তারপর উপসাগরের নীল জলে যখন ঢুকে পড়লাম তখনই মনে হল যে অতলান্তিক মহাসাগরের সব ঝড়ো মেঘ বুঝি আমাদের মাথার উপর এসে জমা হয়েছে। সেই লাফিয়ে-ওঠা ঢেউগুলোকে চিনি মিশিয়ে মিষ্টি সরবৎ বানানোর কথা এবং আমাদের অস্ত্র ও ভারী জিনিসগুলোকে মেক্সিকো উপসাগরের তলায় মজুত করে রাখার কথাটা আমরা নিশ্চই ভেবেছিলাম।

"আমাদের বিপদের বোঝার একটা তিলমাত্রও কিন্তু কিয়ার্নি তার মারাত্মক কোষ্ঠির কাঁধের উপর থেকে নামাতে চেষ্টা করেন নি। প্রতিটা ঝড় তিনি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন কালো পাইপের ধূমপান করতে করতে; বৃষ্টি ও সমুদ্রের জল যেন তেলের মতই জ্বালিয়ে রেখেছিল তার পাইপটাকে। যে কালো মেঘের আড়ালে থেকে তার অনিষ্টকারী নক্ষত্রটি অদৃশ্য চোখদুটি টিপছিল তারই উদ্দেশে তিনি তার মুঠোটা নাড়তে লাগলেন। একদিন যখন আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেল তখন তিনি তার অনিষ্টকারী অভিভাবককে নিষ্ঠুর রসিকতা করে ভর্ৎসনা করলেন: 'বাচ্চা শয়তান! ঝিকমিক কর, ঝিকমিক কর! তুমি তো একটি মহিলা, তাই না?—একটা মানুষের পিছনে লেগে থাকাই তো তোমার কাজ। তুমি তো এক চোখো কাঁদুনী পরী, তড়িঘড়ি এসে জাহাজ ডুবিয়ে দাও। চন্দ্রমা! হুম্! শোনাচ্ছে তো গোয়ালিনীর মত নরম। নাম দিয়ে কখনও যেন নারীর বিচার করা যায় না। কেন যে আমি একটা পুরুষ নক্ষত্র পেলাম না? যে সব কথা একজন পুরুষকে বলা যায় তা তো চন্দ্রমাকে বলা যায় না। ওঃ, চন্দ্রমা, তুমি—পুড়ে ছাই হয়ে যাও!'

"আট দিন ধরে ঝড় ও দমকা হাওয়া আর জলের ঘূর্ণি আমাদের বিপথে নিয়ে গেল। মাত্র পাঁচ দিনেই আমাদের এস্পেরাণ্ডোতে পৌঁছে যাবার কথা।

"শেষ পর্যন্ত একদিন বিকেলে আমাদের জাহাজটা পৌঁছে গেল ছোট্ট রিও এস্কণ্ডিডোর শান্ত মোহানায়। সেখান থেকে পাঁচ মাইল পথ আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হল গাছ-গাছালির ভিতর দিয়ে নদীর নরম তীর বেয়ে। একসময় আমাদের শিসের শব্দে সাড়া পাওয়া গেল; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা চীৎকার শুনতে পেলাম, আর কার্লোস—আমার সাহসী কার্লোস কুইন্টানা—দাক্ষালতার জঙ্গলকে মাড়িয়ে ছুটে এল—আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাথার টুপিটাকে নাচাতে নাচাতে।

"এক শ' গজ দূরেই ছিল তার শিবির ; সেখানে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল এস্পেরাণ্ডোর তিন শ' বাছাই-করা দেশসেবক। একমাস ধরে কার্লোস তাদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাচ্ছিল, আর তাদের মনকে ভরে তুলছিল বিপ্লব ও মুক্তির মন্ত্রে।

"আমাদের বোট তীরে ভিড়বার আগেই কার্লোস চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমার ক্যাপ্টেন! দলে দলে কুচকাওয়াজ করার সময় ওদের দেখবেন—কখনও চাকার মত ঘুরছে—এক সঙ্গে চারজন করে—চমৎকার দৃশ্য! আর অস্ত্র চালানোর হাতও চমৎকার—কিন্তু হায়! তাদের খেলা দেখাতে হয় কেবল মাত্র বাঁশের লাঠি দিয়ে। বন্দুক, ক্যাপ্টেন—বলুন, আপনি বন্দুক নিয়ে এসেছেন!'

"আমি তাকে বললাম, 'এক হাজার উইন্‌চেস্টার, কার্লোস। আর মিনিটে ১২০০ শটের দুটো গ্যাট্‌লিং বন্দুক।

"মাথার টুপিটা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ভাল্‌গামে ডিয়স! আমরা সারা দুনিয়া জয় করব।'

"ঠিক সেই মুহূর্তে কিয়ার্নি স্টিমারের পাশ থেকে নদীতে পড়ে গেলেন। তিনি সাঁতার জানতেন না। তাই নাবিকরা একটা দড়ি ছুঁড়ে দিয়ে তাঁকে জাহাজে টেনে তুলল। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম নিজের মন্দভাগ্য সম্পর্কে শোচনীয় কিন্তু উজ্জ্বল ও নির্ভীক মানসিকতার ছায়া। নিজের মনে বললাম, এই মানুষটার সঙ্গে দেখা করাই হয় তো ভাল, তবু তাকে প্রশংসাও করতে হবে।

"জাহাজের প্রধানকে হুকুম দিলাম, অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ ও খাদ্যবস্তুগুলি এখনই নামিয়ে দেওয়া হোক। দুটো গ্যাট্‌লিং বন্দুক ছাড়া কাজটা সোজা।

"ইতিমধ্যে কার্লোসের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমি শিবিরে পৌঁছে গেলাম এবং সৈনিকদের উদ্দেশে স্পেনীয় ভাষায় একটা ছোট বক্তৃতাও দিলাম। তারা উৎসাহের সঙ্গে শুনল ; তারপর কার্লোসের তাঁবুতে বসে কিছু মদ ও সিগারেট খেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার নদীর তীরে ফিরে গেলাম মালপত্র নামাবার কাজটা দেখতে।

"ছোট অস্ত্র ও খাবার-দাবারগুলি তীরে নামানো হয়ে গেছে; ছোট অফিসারদের নির্দেশ মত দলের লোকজন সেগুলি নিয়ে যাচ্ছে শিবিরে। একটা গ্যাট্‌লিং বন্দুক নিরাপদে নামানো হয়ে গেছে; অপরটাকে নামাবার চেষ্টা চলেছে। আমার নজরে পড়ল, কিয়ার্নি পাটাতনের উপর ছুটোছুটি করছে; তাকে দেখলে মনে হয় তিনি একাই দশটা লোকের ক্ষমতা রাখেন, আর পাঁচটা লোকের কাজ করতে পারেন। মনে হল, কার্লোস ও আমাকে দেখে তার উৎসাহ যেন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। কাজের সময় একটা দড়ির প্রান্ত আলগাভাবে ঝুলে ছিল। অসাবধানে লাফ দিতে গিয়ে কিয়ার্নি সেই দড়িটাতে জড়িয়ে গেলেন। একটা ফট্‌-ফট্‌ শব্দ হিস্‌-হিস্‌ ধ্বনি শোনা গেল ; চোখে পড়ল কিছু ধোঁয়া। গ্যাট্‌লিং বন্দুকটা জল মাপার ওলনের মত সোজা ঝুপ্‌ করে নিচে পড়ে বিশ ফুট জল ও পাঁচ ফুট নদীর কাদার মধ্যে সমাধি লাভ করল।

"সে দৃশ্য থেকে আমি মুখটা ফিরিয়ে নিলাম। কানে এল কার্লোসের প্রচণ্ড আর্ত চিৎকার ; ভাষায় তার তীব্রতা প্রকাশ করা যায় না। কানে এল নাবিকদের অস্পষ্ট নালিশ আর তাদের কর্তা টোরেসের শাপ-শাপান্ত—সে সব সহ্য করতে পারলাম না।

"প্রধান সেনাপতির তাঁবুর পাশেই খাটানো হয়েছিল আমার তাঁবু। এক সময় কিয়ার্নি সেখানে এলেন। অদম্য, হাসি-মুখ, উজ্জ্বল চোখ— সে-মুখে অশুভ নক্ষত্রের চপেটাঘাতের চিহ্নমাত্র নেই। বরং তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন এক বীর শহিদ যাঁর নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট এতই উচ্চমার্গের আর গৌরবের যা তাকে এনে দিয়েছে নতুন মহিমা ও মর্যাদা।

"তিনি বললেন, 'দেখুন ক্যাপ্টেন, আপনি হয় তো বুঝতে পেরেছেন যে মন্দভাগ্য কিয়ার্নি এখনও আপনার জাহাজের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ওই বন্দুকের ব্যাপারটা তো খুবই লজ্জার ব্যাপার। আর দুই ইঞ্চি এগোতে পারলেই পথটা পরিষ্কার হয়ে যেত, আর সেই জন্যই আমি দড়ির প্রান্তটা চেপে ধরেছিলাম। কে ভাবতে পারে যে একজন দক্ষ নাবিক জাহাজের গলুইটাকে ফস্কা গেরো দিয়ে বেঁধেছিল? মনে করবেন না যে আমি দায়িত্বটা এড়াতে চাইছি। এটা আমারই কপাল।'

"আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'এমন অনেক মানুষ আছে কিয়ার্নি যারা নিজেদের ত্রুটি ও অক্ষমতাজনিত ভুলকে ভাগ্য ও আকস্মিকতার ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। আমি বলছি না যে আপনিও সেই রকম একটি মানুষ। কিন্তু আপনার সবগুলি দুর্ঘটনার কারণ যদি হয় ঐ ছোট্ট নক্ষত্রটি তাহলে তো যত তাড়াতাড়ি আমাদের কলেজগুলোতে একজন করে গণিত জ্যোতিষের অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করতে পারি ততই ভাল।'

"কিয়ার্নি বললেন, 'নক্ষত্রের আকারটাই বড় কথা নয়; তার গুণটাই আসল। ঠিক যেমনটা মেয়েদের ক্ষেত্রেও। এই জন্যই তো তারা বড় বড় অতিথি-গ্রহকে দিয়েছেন পুরুষোচিত নাম। আর ছোট ছোট নক্ষত্রগুলিকে দিয়েছেন নারীসুলভ নাম। ভেবে দেখুন, তারা যদি আমার নক্ষত্রটিকে "চন্দ্রমা"-র পরিবর্তে আগামেম্‌নন অথবা বিল ম্যাক্‌কার্টি অথবা ঐ রকম কোন নাম দিতেন, তাহলে কি হত। যতবার সেই বুড়ো খোকারা তাদের বিপদ-সংকেতটাকে টিপে দিতেন আর আমার জন্য বেতারযোগে পাঠিয়ে দিতেন একটা করে দুর্ভাগ্য, ততবারই তো উত্তরে আমিও যথাযোগ্য ভাষায় তাদের জানিয়ে দিতে পারতাম তাদের সম্পর্কে আমার চিন্তা-ভাবনার কথাগুলি। কিন্তু একটি "চন্দ্রমার" সঙ্গে তো আপনি সে ভাষায় কথা বলতে পারেন না।'

"না হেসেই আমি বললাম, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে তামাসা করে আপনি খুশি হতে পারেন, কিন্তু নদীর দল্‌দলে কাদার নিচে পড়ে আছে আমার গ্যাট্‌লিং, এটা তো আমার কাছে তামাসার ব্যাপার নয়।'

"মন্দভাগ্য কিয়ার্নিকে দূরে রেখে কেউ বেশি দিন থাকতে পারে না। একদিন তাকে বললাম, 'এই সব ভাগ্যের কথা আপাতত শিকেয় তুলে রাখা যাক। এবার কাজের কথায় আসা যাক। আনকোরা নতুন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ শেখানোর কোন অভিজ্ঞতা কি আপনার আছে?'

"কিয়ার্নি বললেন, 'এক্ বছর কাল চিলির সেনাবাহিনীতে আমি ছিলাম প্রথম সার্জেন্ট ও ড্রিল-মাস্টার। আর এক বছর ছিলাম গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন।'

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনার সেই বাহিনীর দশা কি হয়েছিল?'

"কিয়ার্নি বললেন, 'বাল্মাচেডার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় তারা সকলেই কচুকাটা হয়ে গেল।'

"আমি বললাম, 'কাল থেকে আপনার হাতে এক শ' জনকে তুলে দেব হাতে-কলমে অস্ত্র চালানো শেখানোর জন্য। আপনার পদবি হবে লেফ্‌টেন্যান্ট। ঈশ্বরের দোহাই কিয়ার্নি, এই মন্দ ভাগ্যের কুসংস্কারকে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করুন। মন থেকে গ্রহ-নক্ষত্রদের মুছে ফেলুন। এস্পেরাণ্ডোকেই মনে করুন আপনার সৌভাগ্যের গ্রহ।'

"কিয়ার্নি শান্তভাবে বললেন, 'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। আমি চেষ্টা করব।'

"পরদিন দুপুর নাগাদ কিয়ার্নির চেষ্টায় ডোবা গ্যাট্‌লিংকে উদ্ধার করা হল। তারপর আমার তিন সহকারী কার্লোস, ম্যাকুয়েল অর্টিজ এবং কিয়ার্নি উইনচেস্টারগুলো তুলে দিলেন সৈন্যদের হাতে; তাদের সব রকম সশস্ত্র কুচকাওয়াজ শেখাতে লাগলেন দিন-রাত। ফাঁকা বা নিরেট কোন রকম গুলিই আমরা ছুড়তাম না, কারণ এস্পেরাণ্ডোর উপকূলটা ছিল অত্যন্ত নিস্তব্ধ; যতদিন পর্যন্ত আমার সৈন্যরা মুক্তির বাণী এবং অত্যাচারীর পতনের সংবাদ বহন করে আনতে না পারে ততদিন সেই দুশ্চরিত্র সরকারের কানে কোনরকম সতর্ক বাণী পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না।

"পরদিন বিকেলে রাজধানী এগুয়াস ফ্রায়াস থেকে ডন রাফায়েল ভান্‌দেভিয়ার একখানা লিখিত বার্তা নিয়ে আমার কাছে একটি লোক এল খচ্চরের পিঠে চেপে।

"যখনই সেই মানুষটির নাম আমি উচ্চারণ করি তখনই তার মহত্ত্ব, তার উদার সরলতা, তার প্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষরের গুণ-কীর্তন স্বতস্ফূর্তভাবে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। তিনি ছিলেন এক পথিক, জনসাধারণ ও সরকারের এক ছাত্র, বিজ্ঞানের এক সার্থক সাধক, কবি, বাগ্মী, নেতা, সৈনিক, বিশ্বের সব অভিযানের সমালোচক এবং এস্পেরাণ্ডোর মানুষের দেবতা। অনেক বছর ধরে তার বন্ধুত্বের সম্মান আমি পেয়েছি। আমি প্রথম তার চিন্তা-ভাবনাকে এই দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম যে নিজের স্মৃতিসৌধ হিসাবে তাকেই রেখে যেতে হবে এক নতুন এস্পেরাণ্ডোকে—রেখে যেতে হবে দুর্নীতিগ্রস্ত স্বেচ্ছাচারীদের শাসনমুক্ত একটা দেশ, আর বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ আইন প্রণয়নের ভিতর দিয়ে গড়ে তোলা সুখী ও সমৃদ্ধ একটা জাতি। তাতে সম্মতি জানিয়েই তিনি ঝাঁপ দিলেন এক মহান ব্রতে একাগ্র উৎসাহ নিয়ে। তার রাজকোষ তিনি মুক্ত করে দিলেন আমাদের মত সেই সব মানুষদের সামনে যাদের তিনি বিশ্বাস করতেন। তার সব গোপন কর্মধারাকে জানিয়ে দিতেন। তখনই তার জনপ্রিয়তা এত দূর প্রসারিত হয়ে পড়েছিল যে তিনি প্রেসিডেন্ট ক্রুজকে কার্যত বাধ্য করেছিলেন তাকে সমর-মন্ত্রীর পদটি দিতে।

"ডন রাফায়েল তার চিঠিতে জানিয়েছিলেন—সময় হয়েছে নিকট এবার। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সাফল্য নিশ্চিত। ক্রুজের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ প্রকাশ্যে হৈ-চৈ শুরু করেছে। রাজধানীতে দলে দলে নাগরিকরা রাত হলেই সরকারী অট্টালিকা লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করছে। উদ্ভিদ-উদ্যানে প্রেসিডেন্ট ক্রুজের ব্রোঞ্জের মূর্তিটার গলায় লাসো লাগিয়ে উল্টে ফেলে দিয়েছে।

আমার কাজ তো ছিল শুধু সেনাদল ও এক হাজার রাইফেল নিয়ে সেখানে হাজির হওয়া, আর তার নিজের কাজ ছিল স্বয়ং এগিয়ে এসে নিজেকে জনগণের পরিত্রাতা বলে ঘোষণা করা, আর একদিনের মধ্যেই ক্রুজকে সিংহাসনচ্যুত করা। রাজধানীতে মোতায়েন করা ছয়শ' সরকারী সৈন্য একটা লোক-দেখানো বাধা হয় তো দেবে। কিন্তু দেশটা তখন আমাদের হাতে। তিনিও প্রস্তাব করলেন, আঠারোই জুলাই তারিখে আক্রমণ করা হবে। তাহলেই আমাদের শিবির তুলে নিয়ে আগুয়াস ফ্রায়াস অভিমুখে মার্চ করতে আমরা ছয়দিন সময় পাব।

"১৪ তারিখ সকালে আমরা যাত্রা শুরু করলাম সমুদ্রের দিকে। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে ষাট মাইল পথ অতিক্রম করে তবে পৌঁছতে হবে রাজধানীতে। আমাদের ছোট অস্ত্র আর খাবার-দাবার বোঝাই করা হল খচ্চরের পিঠে। উঁচু-নিচু পথের উপর দিয়ে এক-একটা গ্যাট্‌লিং বন্দুককে সহজেই টেনে নিয়ে চলল বিশ জন করে লোক। আমাদের সৈন্যরা সুসজ্জিত হয়ে আর পেট ভরে খেয়ে মনের আনন্দে এগিয়ে চলল। আমি ও আমার তিন সহকারী পাহাড়ী টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলাম।

"অবশেষে পৌঁছে গেলাম।

"পকেট থেকে একটা টাকার থলি বের করে আমি কিছু বিল বের করলাম।

"বললাম, 'মিঃ কিয়ার্নি, ডন রাফেয়েল ভাল্‌দেভিয়ার কিছু টাকা এতে আছে। তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি এ-টাকা খরচ করছি। এর চাইতে ভালভাবে তার টাকাটা খরচ করার অন্য কোন পথ আমার জানা নেই। এতে এক শ' ডলার আছে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক না কেন, এর পর থেকেই আমরা দু'জন ভিন্ন পথের পথিক। নক্ষত্র থাকুক আর না থাকুক, বিপদ বুঝি আপনার পাশে পাশেই চলে। আপনি স্টিমারের কাছে ফিরে যান। আমোটাপাতে কিছু মাল খালাস করে সেটা নিউ অর্লিয়েন্স যাবে। প্রধান নাবিককে এই চিরকুটটা দেবেন। তাহলেই সে আপনাকে রাহা খরচ দিয়ে দেবে।' নোট-বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে একটা চিরকুট লিখে সেটা ও টাকাটা কিয়ার্নির হাতে দিলাম।

"নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'বিদায়। আমি কিন্তু আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হই নি; কিন্তু এই অভিযানে—কি বলব?—সিনিওরিটা চন্দ্রমার কোন স্থান নেই।' তার পক্ষে পরিস্থিতিটা যাতে সহজ হয় তাই আমি কথাগুলি বললাম হেসে হেসে।

"কিয়ার্নি টাকা ও কাগজটা নিলেন।

"বললেন, 'দেখুন ক্যাপ্টেন, আগুয়াস ফ্রায়াস-এ আপনাদের খণ্ডযুদ্ধে যোগ দিতে পারলে আমি খুশিই হতাম। যাই হোক, আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক। বিদায়।'

"ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি পথে নামলেন, আর ফিরে তাকালেন না। বেচারা খচ্চরটার পিঠের জিন কিয়ার্নির টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম।

"চারদিন ধরে আমরা এগিয়ে চললাম ছোট-বড় পাহাড় ডিঙিয়ে, বরফ-ঠাণ্ডা ঝর্ণা পেরিয়ে, অমসৃণ চূড়ার চারদিকে পাক খেয়ে এবং অতল খাদের উপরকার ভগ্নপ্রায় সেতুগুলোকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে।

"সতেরোতম দিনের সন্ধ্যায় আমরা শিবির ফেললাম আগুয়াস ফ্রায়াস থেকে পাঁচ মাইল আগে ন্যাড়া পাহাড়টার উপরে একটা ছোট ঝর্ণার পাশে। ভোরে আবার শুরু হবে যাত্রা।

"মাঝরাতে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আমি তাজা ঠাণ্ডা বাতাসে শ্বাস নিচ্ছিলাম। নির্মেঘ আকাশে তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করছিল। প্রায় মাথার উপরে ছিল শনিগ্রহ। আর তার পাশেই দেখতে পেলাম তার ঈর্ষাকাতর সহচরী—কিয়ার্নির মন্দ ভাগ্যের পিশাচ-নক্ষত্রটার রক্তিম চোখের ঝলকানি। সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা চলে গেল পাহার পেরিয়ে আর দৃশ্যপটে যেখানে অসীম সাহসী মহান ডন রাফায়েল আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন সব জাতির মাথার উপরকার আকাশে আর একটি নতুন ও উজ্জ্বল নক্ষত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে।

"আমার ডান দিকের ঘন ঘাসের মধ্যে একটা খস্-খস্ আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেদিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম কিয়ার্নি আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। তার শতচ্ছিন্ন পোশাক শিশিরে ভিজে গেছে; নিজেও খোঁড়াচ্ছেন। মাথার টুপি ও একটা বুট নেই। একটা পায়ে কাপড় ও ঘাসের পট্টি জড়ানো।

"নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আচ্ছা মশায়, আপনি যদি এতটাই নাছোড়বান্দা হয়ে থাকেন তাহলে এত দিনেও কেন যে আপনি আমাদের ধ্বংস করতে পারেন নি তার কোন কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

"খোঁড়া পায়ের বাঁধনের ভিতর থেকে একটা পাথর বের করে কিয়ার্নি বললেন, 'মন্দভাগ্য যাতে আপনাদের স্পর্শ করতে না পারে সে জন্যই আমি আধা দিনের পথ পিছনে থেকেই আসছিলাম। না এসে আমি পারলাম না ক্যাপ্টেন; এই খেলায় অংশীদার হবার আমার বড় ইচ্ছা। এই নিন আপনার এক শ' ডলার। আপনারা তো প্রায় পৌঁছে গেছেন ক্যাপ্টেন। আগামী কালের সংঘর্ষে আমাকেও যোগ দিতে অনুমতি করুন।'

"আমি বললাম, এক শ'র এক শ' গুণের বিনিময়েও আমার পরিকল্পনার এতটুকু ক্ষতিও আমি হতে দেব না, তা সেটা অশুভ গ্রহের দরুণই ঘটুক আর মানুষের ভুলের জন্যই ঘটুক। কিন্তু অদূরেই আগুয়াস ফ্রায়াস—মাত্র পাঁচ মাইল দূরে, আর রাস্তাটাও নির্বিঘ্ন। এখন যদি শনিগ্রহ ও তার উপগ্রহের দল আমার সাফল্যকে ব্যর্থ করে দিতে চায় তো তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত মনের জোর আমার আছে। সে যাই হোক, আপনার মত একজন পথশ্রান্ত পথিক ও ভাল সৈনিককে আমি এত রাতে ফিরিয়ে দেব না লেফ্টেন্যাণ্ট কিয়ার্নি। ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশেই ম্যানুয়েল ওর্টিজের তাঁবু। তাকে খুঁজে বের করে বলুন, সে যেন আপনাকে খাদ্য, কম্বল ও পোশাকপত্র দেয়। ভোর হতেই আমরা আবার যাত্রা করব।'

"অভিভূত হয়ে কিয়ার্নি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন; তারপর চলে গেলেন।

"তিনি বারোটা পাও ফেলেন নি এমন সময় হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলোর ঝল্কানিতে চারদিকের পাহাড় আলোকিত হয়ে গেল; বাষ্প বের হবার মত একটা অশুভ, ক্রমবর্ধমান, হিস্-হিস্ শব্দ আমার কানে এল। তারপরই দূরবর্তী বাজের মতই একটা

গর্জন শোনা গেল। সে গর্জন প্রতি মুহূর্তে তীব্রতর হতে লাগল। সেই ভয়ংকর শব্দ পরিণত হল একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে; মনে হল, সেই বিস্ফোরণ চারদিকের সব পাহাড়কে যেন ভূমিকম্পের মতই দোলাতে লাগল, আর সেই আলোর রশ্মি এতই তীব্র যে আমার চোখ দুটো বাঁচিয়ে রাখতে আমি দুই হাতে চোখ দুটোকে ঢেকে ফেললাম। মনে হল, বুঝি পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বলেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার বুদ্ধির খেই হারিয়ে গেল। সেই কান-ফাটানো শব্দের মধ্যেই আমি শুনতে পেলাম আমার সেনাদের আর্ত চিৎকার; কোন রকমে আশ্রয় স্থল থেকে বেরিয়ে তারা ইতস্তত ছুটাছুটি করছে। আরও শুনতে পেলাম, কিয়ার্নির কর্কশ গলার চিৎকার; 'অবশ্য আমার ঘাড়েই ওরা দোষটা চাপাবে। কিন্তু এ যে কোন্ শয়তানের কাজ সে প্রশ্নের জবাব ফ্রান্সিস কিয়ার্নি তোমাদের দিতে পারবে না।'

"আমি চোখ খুললাম। অন্ধকার, নিরেট পাহাড়গুলো তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে তো এটা আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের কাজ নয়। আকাশের দিকে তাকালাম; দেখলাম, ধূমকেতুর মত একটা লেজ আকাশের শীর্ষবিন্দুকে অতিক্রম করে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হচ্ছে—একটা অগ্নিময় পথ প্রতি মুহূর্তে অস্পষ্টতর ও সংকীর্ণতর হয়ে চলেছে।

"আমি জোর গলায় বলে উঠলাম, 'একটা ধূমকেতু। একটা ধূমকেতুর পতন হয়েছে। কোন বিপদ নেই।'

"তারপর অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল কিয়ার্নির কণ্ঠস্বর। দুই হাত মাথার উপর তুলে সে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"ফুস্‌ফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে চিৎকার করে বলছে, "চন্দ্রমা চলে গেছে! ফেটে গিয়ে সে নরকে চলে গেছে। তাকিয়ে দেখুন ক্যাপ্টেন, লাল-মাথা ছোট ভূতটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। কিয়ার্নির সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারে নি—এ বড় কঠিন ঠাঁই। আজ থেকে "মন্দভাগ্য কিয়ার্নি" প্রস্থান করল। ওঃ, আজ কী আনন্দের দিন!'

'হাম্প্‌টি ডাম্প্‌টি উঠে বসল দেয়ালে;
হাম্প্‌টি ফেটে গেল, আর সব কিছু খোয়ালে!'

"অবাক হয়ে আমি মুখ তুলে তাকালাম; শনিগ্রহকে তার নিজের জায়গাতেই দেখতে পেলাম। কিন্তু তার কাছেই যে ঝিক-মিক করা ছোট লাল জ্যোতিষ্কটিকে দেখিয়ে কিয়ার্নি আমাকে বলেছিল যে সেটাই তার অশুভ নক্ষত্র, সেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। আধা ঘণ্টা আগেও আমি সেটাকে ওখানেই দেখেছি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে প্রকৃতির কোন একটা ভয়ংকর, রহস্যময় আক্ষেপই সেটাকে আকাশ থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

"এগিয়ে গিয়ে আমি কিয়ার্নির কাঁধে ঠেলা মারলাম।

"বললাম, 'এই ঘটনা থেকেই আপনার পথ পরিষ্কার হয়ে যাক। মনে হচ্ছে, জ্যোতিষশাস্ত্র আপনাকে পরাস্ত করতে পারে নি। আপনার কোষ্ঠির ছক নতুন করে

বানাতে হবে। আপনার এই জয়লাভে আমি খুশি। এবার আপনার তাঁবুতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ুন। উষালগ্নই গুপ্ত-সংকেত।'

"আঠারোই জুলাই সকাল ন'টায় আমি ঘোড়া ছুটিয়ে আগুয়াস ফ্রায়াস-এ ঢুকে পড়লাম কিয়ার্নিকে পাশে রেখে। ধপধপে সাদা সুট এবং সামরিক ভাবভঙ্গি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে করে তুলেছিল একজন আদর্শ দুঃসাহসিক যোদ্ধা। নতুন প্রজাতন্ত্রের ফল যেদিন ফলবে সেদিন তিনি প্রেসিডেন্ট ভাল্‌দেভিয়ার দেহরক্ষী দলের সেনাপতি হিসাবে অশ্বারোহণে চলেছেন—এ-দৃশ্যটা তখনই আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল।

"কার্লোস অগ্রসর হল সেনাদল ও অস্ত্রসম্ভার নিয়ে। কথা ছিল, অগ্রসর হবার নির্দেশ পাবার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে শহরের বাইরে একটা জঙ্গলের মধ্যে।

"কিয়ার্নি ও আমি শহরের অপর প্রান্ত দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম ডন রাফায়েলের বাসভবনের দিকে। এস্পেরাণ্ডো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল সাদা বাড়িটা পেরিয়ে যাবার সময় একটা খোলা জানালা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হের বের্গোউইজ-এর ঝক্‌ঝকে চশমা জোড়া ও টাক-পড়া মাথাটা। তিনি ছিলেন ডন রাফেয়েল ও আমার এবং আমাদের আদর্শ লক্ষ্যের একজন বন্ধু। বিস্তৃত, নম্র হাসির সঙ্গে তিনি আমার দিকে হাতটা দোলালেন।

"আগুয়াস ফ্রায়াস-এ কোন রকম উত্তেজনা ছিল না। অন্য সময়ের মতই মানুষজন ধীরে সুস্থে চলাফেরা করছিল। ফলমূল কিনতে মেয়েরা খালি মাথায় বাজারে ভিড় করছিল, হোটেলগুলিতে গ্রাম্য সুরে বাজছিল সঙ্গীত যন্ত্রের টুং-টাং। বুঝতে পারলাম, ডন রাফায়েল ইচ্ছা করেই এই বিলম্বের খেলা খেলছেন।

"নানা রকম লোভন বৃক্ষ ও লতাপাতায় সজ্জিত প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে অবস্থিত প্রেসিডেণ্টের বাড়িটা ছিল মস্ত বড় অথচ নিচু। দ্বারপথেই একটি বৃদ্ধা এসে জানাল, ডন রাফায়েল তখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি।

"আমি বললাম, তাকে বল ক্যাপ্টেন মালোন ও তার বন্ধু এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে চান। হয় তো তিনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।

"বৃদ্ধা ফিরে এল। দেখে মনে হল সে খুব ভয় পেয়েছে।

"বলল, 'আমি অনেক বার ডাকলাম, ঘণ্টা বাজালাম, কিন্তু তিনি কোন সাড়া দিলেন না।'

"তার শোবার ঘরটা কোথায় আমি জানতাম। বৃদ্ধাকে ধাক্কা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে কিয়ার্নি ও আমি ভিতরে ঢুকলাম।

"একটা ঠেলা দিতেই পাতলা দরজাটা ভেঙে গেল।

"মানচিত্র ও বইতে ঠাসা মস্ত বড় টেবিলের পাশে একটা আরাম-কেদারায় চোখ বুজে বসে আছেন ডন রাফায়েল। আমি তার হাতটা স্পর্শ করলাম। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি মারা গেছেন। তার মাথায় কানের উপর ভারী আঘাত-জনিত একটা ক্ষত। অনেকক্ষণ আগেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

"বৃদ্ধাকে পাঠিয়ে একজন "মোজো"কে ডাকিয়ে এনে তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলাম হের বার্গোউইজকে ডেকে আনতে।

"তিনি এলেন ; আমরা কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন এই ভয়ংকর আঘাতে থ' হয়ে গিয়েছি। একজন মানুষের শিরা থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরিয়ে এই ভাবেই একটা জাতির জীবনকে শুকিয়ে দেওয়া যায়।

"এদিকে হের বার্গোউইজ নিচু হয়ে টেবিলের তলা থেকে কমলালেবুর মাপের একটা কাল্‌চে পাথর তুলে আনলেন। চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি খুব ভালভাবে পাথরটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

"বললেন, 'বিস্ফোরণে ফেটে যাওয়া ধূমকেতুর একটা অংশ। বিশ বছরের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য একটা বিস্ফোরণ এই শহরের মাথার উপরেই ঘটেছে আজই সকালে মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পরে।'

"অতি দ্রুত অধ্যাপক সিলিং-এর দিকে তাকালেন। ডন রাফায়েল-এর চেয়ারটার মোটামুটি উপরে কমলালেবুর মাপের একটা গর্তের ভিতর দিয়ে আমাদের চোখে দেখা দিল নীল আকাশ।

"একটা পরিচিত শব্দ আমার কানে এল। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। মেঝের উপর শুয়ে পড়ে কিয়ার্নি অবিরাম বকে চলেছে তার জানা সবগুলি তিক্ত, রক্ত-জল করা অভিশাপ তারই মন্দভাগ্যের নক্ষত্রের বিরুদ্ধে।

"নিঃসন্দেহে চন্দ্রমা ছিল নারীজাতির একজন। আগুনে নিঃশেষে পুড়ে যাবার চিরস্থায়ী সর্বনাশের পথে পা দেবার সময়ও শেষ কথাটি সেই বলে গেছে।"

ক্যাপ্টেন মালোন কথা বলার ব্যাপারে আনাড়ি ছিলেন না। একটা গল্প কোথায় শেষ করা উচিত তা তিনি জানতেন। আমি তার গল্পের সুকৌশল পরিণতিতে মগ্ন হয়েই বসে ছিলাম। মালোনের কথা কানে যেতেই আবার জেগে উঠলাম।

তিনি বললেন, "আমাদের পরিকল্পনা অবশ্য শেষ হয়েছে। ডন রাফায়েল-এর আসনে বসবার মত কাউকে পাওয়া গেল না। সূর্যের আবির্ভাবে শিশিরের মত আমাদের ছোট সেনাদল গলে নিঃশেষ হয়ে গেল।

"নিউ অর্লিয়েন্স থেকে ফিরে আসার পরে একদিন আমি এই গল্পটা শুনিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুকে। তিনি ছিলেন টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক।

"আমি গল্পটা শেষ করতেই তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তারপরে কিয়ার্নির ভাগ্যের কোন কথা আমি জানি কিনা। আমি বললাম—না ; আর কোন দিন আমি তাকে দেখি নি। কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় তিনি এই বিশ্বাসের কথাটি বলেছিলেন যে এবার যখন তার অশুভ নক্ষত্র ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তখন তার ভবিষ্যৎ সাফল্যমণ্ডিতই হবে।

"অধ্যাপক বললেন, 'সন্দেহ নেই যে একটা ঘটনা জানেন না বলেই তিনি এত খুশি আছেন। শনিগ্রহের নবম উপগ্রহ "চন্দ্রমা"কেই যদি তিনি মন্দভাগ্যের কারণ বলে থাকেন, তো সেই ঈর্ষাপরায়ণা মহিলা এখনও তার জীবনযাত্রার উপরে দৃষ্টি রেখেই চলেছে।' শনিগ্রহের খুব কাছাকাছি থাকা যে নক্ষত্রটিকে তিনি তার অশুভ নক্ষত্র বলে কল্পনা করেছিলেন সেটা গ্রহের কাছাকাছি গিয়েছিল নেহাৎই তার গতিপথের একটা আকস্মিক ঘটনাক্রমে—হয় তো শনিগ্রহের কাছাকাছি আছে বলে বিভিন্ন সময়ে

তিনি অন্য অনেক নক্ষত্রকেই তার অশুভ নক্ষত্র বলে মনে করেছেন। কেবলমাত্র একটা ভাল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়েই আসল "চন্দ্রমা"কে দেখা যায়।'

"ক্যাপ্টেন মালোন আরও বললেন, 'প্রায় এক বছর পরে আমি একটা পথ ধরে হাঁটছিলাম যেটা পয়ড্রাস বাজারকে দুই ভাগে চিরে বেরিয়ে গেছে। একটি প্রচণ্ড মোটাসোটা গোলাপী মুখওয়ালা মহিলা কালো শাটিনের পোশাক পরে একটা সরু গলি থেকে বেরিয়ে এসে আমার পাশে ভিড় করলেন। তার পিছন পিছন এল একটি ছোটখাট পুরুষ মানুষ; নানান মালপত্র ও শাকসব্জিতে ভর্তি বাণ্ডিল ও থলেয় আপাদমস্তক বোঝাই হয়ে।

"লোকটি কিয়ার্নি—কিন্তু অনেক বদলে গেছে। আমি থেমে গিয়ে তার একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম; সে হাতটায় তখনও ঝুলছিল রসুন ও লংকায় ভর্তি একটা থলে।

"আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার ভাগ্যটা কেমন চলছে পুরনো বন্ধু?' তার নক্ষত্রের আসল সত্যটা তাকে বলার সাহস আমার হল না।

"তিনি বললেন, 'আচ্ছা, বুঝতেই তো পারছেন আমি বিয়ে করেছি।'

"বড় মহিলাটি নিচু গলায় বললেন, 'ফ্রান্সিস, তুমি কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারা দিন গল্পই করবে?'

"তার পিছনে ছুটতে ছুটতে কিয়ার্নি বললেন, 'চন্দ্রমা প্রিয়া, আমি আসছি।'

ক্যাপ্টেন মালোন আবার থেমে গেলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'শেষ পর্যন্ত আপনি কি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন?'

নরম খড়ের টুপির কোণা দিয়ে ঢাকা দ্ব্যর্থবোধক হাসি হেসে ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, 'আপনি কি করেন?'

# দুইবার রং-করা প্রতারক

## A Double-Dyed Deceiver

লারেডোতে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। দোষটা লানো কিড-এর, কারণ তার মানুষ খুনের অভ্যাসটা মেক্সিকোবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। কিন্তু কিডের বয়স বিশ বছর পার হয়েছে; আর বিশ বছরেও জমার খাতায় যদি কেবল মেক্সিকোবাসীরাই থাকে তাহলে তো রিও গ্রাণ্ডের সীমান্তে সকলের চোখের আড়ালে ফুটে ওঠারই সামিল হয়।

ঘটনাটা ঘটল জাস্টো ভালডোর জুয়ার ঘরে। একটা তাসের "পোকার" খেলায় শুধু যে বন্ধুবান্ধবরাই হাজির থাকে তাই নয়, অনেক সময়ই দূর দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে লোক আসে সেই খেলায় যোগ দিতে। এক জোড়া বিবি নিয়েই একটা গোলমাল

পাকিয়ে ওঠে; সেটা মিটে গেলে দেখা গেল যে কিড করেছিল একটা অবিবেচনার কাজ আর তার প্রতিপক্ষ করেছিল একটা মারাত্মক ভুল। বেচারি প্রতিপক্ষটি ছিল পশুপালন খামারের মালিকদের ছেলে; কিডেরই সমবয়সী, তার সাঙ্গপাঙ্গও ছিল অনেক। সে যখন বন্দুকের ঘোড়া টিপেছিল তখন তার গুলিটা অল্পের জন্য কিডের ডান কানের এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ দূরত্বে লেগেছিল; কিন্তু তাতে অপর পক্ষের সঠিক নিশানাওয়ালার অবিমৃষ্যকারিতার কিছু লাঘব ঘটে নি।

প্রতিহিংসাকামীরা অতিদ্রুত সমবেত হয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। স্টেশন থেকে সাড়ে পাঁচ গজের মাপ-কাঠির দূরত্বের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলে প্রতিপক্ষের তিনজন। ঘুরে দাঁড়িয়েই বিষণ্ন হাসি হেসে কিড নিজের দন্তপাটি বিকশিত করল যেটা সে করে যে কোন উদ্ধত ও হিংস্র আক্রমণ শুরু করার আগে; আর সে অস্ত্রটায় হাত দেবার আগেই অনুসরণকারীরা পালিয়ে গেল।

অতএব তার ইচ্ছা হল অযথা কালক্ষেপ না করে দূরে কোথাও চলে যাবে এবং মুখের উপর রুমাল চাপা দিয়ে নরম ঘাসের উপর শুয়ে রৌদ্রতাপে একটা লম্বা ঘুম দেবে। পাঁচ মিনিট পরে যে উত্তরগামী যাত্রীবাহী ট্রেনটি ছাড়ল কিড সেটাতেই উঠে পড়ল। কয়েক মাইল দূরের ফ্ল্যাগ-স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই এভাবে পালিয়ে যাওয়ার পথটা সে পরিত্যাগ করল। সামনেই অনেক তারবার্তাবাহী স্টেশন ছিল; কিন্তু বিদ্যুৎ ও বাষ্পে তার মন ভরে না। জিন ও রেকাবই তার নিরাপত্তার কঠিন জামিনদার।

যে মানুষটাকে সে খুন করেছে সে তার অপরিচিতই ছিল। কিন্তু কিড জানত যে সে ছিল হিডাল্‌গোর কোরালিটস্ বংশের ছেলে; আর সেখানকার পশুপালন খামার থেকে আসা ঘোড়া-দাগানেরা কেন্টাকির যুদ্ধবাজদের তুলনায় অনেক বেশি নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। কাজেই সে স্থির করল যে কোরালিটস্ দলের প্রতিহিংসা ও নিজের মধ্যে যত বেশি দূরত্বের ব্যবধান গড়ে তোলা যায় ততই ভাল।

স্টেশনের কাছেই ছিল একটা দোকান; দোকানের কাছাকাছি ঝোপঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল খদ্দেরদের জিন-আঁটা ঘোড়াগুলি। তাদের মধ্যে অনেকগুলি ঘোড়াই মাথা নামিয়ে ঝিমুচ্ছিল। গলায় ফুট্‌ফুটে দাগযুক্ত লম্বা ঠ্যাংয়ের একটা ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে নাক দিয়ে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে মাটিতে পা ঠুকছিল। কিড সেটার পিঠেই চড়ে বসল। হাঁটু দিয়ে পেটের দু'দিকে চাপ দিয়ে মালিকের চাবুকটা দিয়েই ধীরে ধীরে চাবকাতে লাগল। যদিও সৎ ও ভাল নাগরিক হিসাবে কিডের যে সুনাম ছিল, একজন উচ্ছৃংখল তাসুরেকে হত্যা করার ফলে তার উপর একটা কালো মেঘের ছায়া পড়েছিল মাত্র, কিন্তু এই শেষের কাজটার ফলে কুখ্যাতির গাঢ় অন্ধকার তাকে একেবারেই ঢেকে ফেলল। রিও গ্র্যাণ্ডের সীমান্তে একটা মানুষের জীবনকে শেষ করে দিলেও তাতে এমন কিছু যায় আসে না; কিন্তু তার ঘোড়াটা নিলে এমন একটা জিনিস নেওয়া হয় যার ক্ষতি তাকে দরিদ্র করে দেয় বটে, কিন্তু তাতে তোমাকে ধনী করে তোলে না—অবশ্য যদি তুমি ধরা পড়। কিন্তু তখন আর কিডের পক্ষে ফিরে যাওয়া চলে না।

ফুট্‌ফুট্‌যুক্ত কালো ঘোড়াটার লম্ফ-ঝম্পে তার বিশেষ কোন অসুবিধা বা অস্বস্তি হল না। পাঁচ মাইল জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে সে দুলকি চালের আশ্রয় নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে নুয়েসেস নদীর দিকে চলতে লাগল। এ দেশটাকে সে ভাল করেই চেনে। সব সময় সে শুধু পূর্ব দিকেই গেছে; কখনও সমুদ্র দেখে নি। তাই ঐ নামকরা উপসাগরটা দেখার ইচ্ছা তার অনেক দিনের।

এই ভাবে তিন দিন পরে সে কর্পাস ক্রিস্টির তীরে গিয়ে দাঁড়াল। শান্ত সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউগুলির দিকে চোখ মেলে দিল।

দ্রুতগামী জাহাজ "পলাতক"এর ক্যাপ্টেন বুন ছোট হাল্কা নৌকোটার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার একজন নাবিক সেটাকে পাহারা দিচ্ছিল। জাহাজ ছাড়ার মুখে হঠাৎ তার খেয়াল হল যে জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু তামাকের চৌকো বাক্সটা তিনি ভুলে ফেলে এসেছেন। সেটা আনবার জন্য একজন নাবিককে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি পকেটের ভাণ্ডার থেকে তামাক বের করে সেটা চিবুতে চিবুতে বালির উপর পায়চারি করতে লাগলেন।

উঁচু গোড়ালির বুটপরা একটি একহারা পেশীবহুল চেহারার যুবক জলের একেবারে কিনারায় নেমে এল। মুখটা ছোট ছেলের মত, কিন্তু তার অকাল কঠোরতাই বলে দেয় যে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটা বড়। তার গায়ের আসল রংটা কালোই ছিল; রোদ-বাতাসের প্রকোপে সেটা পুড়ে কফির মত বাদামী হয়ে গেছে। মাথার চুল একজন ইণ্ডিয়ানের মত কালো ও খাড়া; এখনও পর্যন্ত তার মুখে ক্ষুরের ছোঁয়া লাগে নি; চোখ দুটো শান্ত, নীল। বাঁ হাতটাকে শরীর থেকে কিছুটা দূরে রেখেই সে হাঁটছে, কারণ মুক্তোখচিত হাতলওয়ালা .৪৫-টা তার সঙ্গেই থাকে, আর কোটের বাম বগলে রাখার পক্ষে সেটা আকারেও একটু বেশি বড়। তার দৃষ্টি চলে গেছে ক্যাপ্টেন বুনকে ছাড়িয়ে অনেক দূর সাগরের দিকে।

ক্যাপ্টেন শুধালেন, "ঐ উপসাগরটা কেনার ইচ্ছে আছে নাকি খোকা?"

কিড শান্ত গলায় বলল, "কই, না তো; আগে কখনও দেখি নি, তাই দেখছিলাম। আপনি কি এটা বিক্রি করে দেবার কথা ভাবছেন?"

ক্যাপ্টেন বললেন, "এ যাত্রায় নয়। বুয়েনস্ টিয়েরাস-এ ফিরে গিয়ে তোমাকে এটা পাঠিয়ে দেব সি. ও. ডি. করে। ওই যে নিষ্কর্মার ধাড়িটা তামাক নিয়ে আসছে। আরও এক ঘণ্টা আগেই আমার নোঙর তোলা উচিত ছিল।"

"ওই জাহাজটা কি আপনার?" কিড শুধাল।

"সে কি, হ্যাঁ আমার," ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন, "অবশ্য ঐ ছোট স্টিমারটাকে যদি জাহাজ বলতে চাও তো সেটা মিথ্যে করা হলেও আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।"

"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" কিড শুধাল।

"দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে বুয়েনস্ টিয়েরাস-এ—শেষবার যখন সেখানে ছিলাম তখন দেশটাকে কি নামে ডাকা হত সেটা ভুলে গেছি। মালবাহী জাহাজ—চেরা কাঠ, ঢেউ-তোলা লোহা আর দেশলাই-এ বোঝাই।"

"দেশটা কি রকম?" কিড প্রশ্ন করল—"গরম না ঠাণ্ডা?"

ক্যাপ্টেন বললেন, "একটু গরম তো বটেই হে ছোকরা। তথাপি সুন্দর দৃশ্যে এবং ভৌগোলিক সৌন্দর্যে একেবারে একটা 'হারানো স্বর্গ'। প্রতিদিন সকালে তোমার ঘুম ভাঙবে পাখির গানে আর গোলাপের গন্ধভরা মৃদু বাতাসের ছোঁয়ায়। সেখানকার লোকদের কখনও কাজকর্ম করতে হয় না, কারণ বিছানা থেকে না উঠেই তারা হাত বাড়ালেই পেয়ে যায় ঝুড়ি-বোঝাই ভাল ভাল সব ফল। সেখানে রবিবার নেই, পুলিশ নেই, ভাড়া লাগে না, গোলযোগ নেই, কাজ নেই, কিচ্ছু নেই। কেবল ঘুমিয়ে কাটাতে আর হাত বাড়িয়ে সব কিছু পেতে হলে সে এক মহান দেশ। কলা, কমলা, আনারস যা কিছু তুমি খাও সব সেখান থেকেই আসে।"

"শুনতে বেশ ভাল লাগছে।" এতক্ষণে সাগ্রহে বলে উঠল কিড, "সেখানে যেতে কত ভাড়া লাগবে?"

"চব্বিশ ডলার," ক্যাপ্টেন বুন বললেন; "সব কিছু সমেত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন। প্রথম শ্রেণীর কেবিন আমার জাহাজে নেই।"

"আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন," হরিণের চামড়ার একটা থলে বের করে কিড বলে উঠল। তখন তার সম্বল ছিল মাত্র ২০০ ডলার।

"ঠিক আছে খোকা," ক্যাপ্টেন বললেন। "আশা করি তোমার এই ছেলেমানুষের মত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার জন্য তোমার মা আমাকে দোষী করবেন না।" ইশারায় একজন নাবিককে ডেকে বললেন, "সঞ্জেস্ তোমাকে কোলে করে ছোট জাহাজটায় তুলে দেবে, যাতে জলে তোমার পা ভিজে না যায়।"

বুয়েনস্ টিয়ারাস-এ যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত থ্যাকার তখনও মাতাল হন নি। সবে এগারোটা বাজে; অপরাহ্নের মাঝামাঝি সময়ের আগে তিনি কখনও তার বাঞ্ছিত সুখস্বর্গে পৌঁছতে পারেন না। সামান্য কাশির শব্দ শুনেই দোলনায় বসেই তিনি চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন দূতাবাসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কিড। আতিথেয়তা ও সৌজন্য জানাবার মত অবস্থা তার ছিল না। কিড সহজভাবেই বলল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এই মাত্র ঢুকেছি। সকলেই বলল যে শহরটা ঘুরে দেখার আগে আপনার কাছে একবার হাজিরা দেওয়াই এখানকার রীতি। টেক্সাস থেকে জাহাজে চেপে এইমাত্র আমি নেমেছি।"

রাষ্ট্রদূত বললেন, "তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম মিঃ—"

কিড হেসে উঠল। বলল, "সম্ভ্রান্ত ডাল্টন। নামটা আমার কানেই ঠাট্টার মত শোনায়। রিও গ্রাণ্ডে-তে সকলেই আমাকে লানো কিড বলে ডাকে।"

রাষ্ট্রদূত বললেন, "আমি থ্যাকার। ঐ বেতের চেয়ারটা টেনে বসে পড়। তুমি যদি অর্থ বিনিয়োগ করতে এসে থাক, তাহলে একজন কারও পরামর্শ নাও। নইলে ওরা সবাই তোমাকে ঠকাবে। একটা চুরুট চলবে?"

কিড বলল, "বাধিত হলাম। আমার পকেটে যে বস্তুটি আছে তা না হলে আমার এক মিনিটও চলে না।" মাল-মশলা বের করে সে একটা সিগারেট পাকাল।

রাষ্ট্রদূত বললেন, "এখানে সকলেই স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে। তোমার একজন দো-ভাষীর দরকার হবে। আমার যদি কিছু করার থাকে তো আমি সানন্দে করব।"

কিড বলল, "স্পেনীয় ভাষাটা আমি বলতে পারি ইংরেজি ভাষার চাইতে নয়গুণ ভাল। আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে সকলে ওই ভাষাটিই বলে।"

"তুমি স্পেনীয় ভাষায় কথা বল?" চিন্তিত মুখে থ্যাকার বলল। তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে আরও বলল, "তুমি স্প্যানিয়ার্ডের মতই দেখতে। আর এসেছ টেক্সাস থেকে। আর তোমার বয়সও কুড়ি বা একুশের বেশি নয়। জানি না তোমার মনের জোরটা কেমন।"

থ্যাকার উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

বললেন, "দেখি তোমার হাতটা।"

কিডের বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে বেশ মনোযোগের সঙ্গে তার উল্টো পিঠটা দেখতে লাগলেন।

তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "এটা আমিই করতে পারি। তোমার মাংস কাঠের মত কঠিন আর একটা শিশুর মত স্বাস্থ্যবান। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি সারিয়ে দেব।"

কিড বলল, "যদি মুষ্টি-যুদ্ধের কারবার হয় তাহলে কখনও আমার উপর বাজি রাখবেন না; বরং বন্দুকের কারবার করুন, আমি আপনার দলে আছি। কিন্তু চায়ের আসরে মেয়েদের মত শূন্য হাতে খোঁচাখুঁচির মধ্যে আমি নেই।"

"কাজটা তার চাইতেও সহজ," থ্যাকার বললেন। "একটু পা বাড়াবে কি?"

জানালা দিয়ে একটা চুন-বালির আস্তর করা দোতলা ছোট সাদা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, "ঐ বাড়ির একটি ক্যাস্টিলীয় ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে টাকা দিয়ে তোমার দুই পকেট ভর্তি করে দিতে সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। বুড়ো সাণ্টোস ইউরিক ওখানে বাস করেন। এ দেশের অর্ধেক সোনার খনির মালিক তিনি।"

"আপনি কি গাঁজা-টাজা খান?" কিড প্রশ্ন করল।

থ্যাকার বললেন, "বসে পড়। সব কথা তোমাকে বলব। বার বছর আগে ওদের একটা ছেলে হারিয়ে গেছে। না, সে মারা যায় নি। তার বয়স তখন আট বছরও হয় নি, অথচ সে ছিল একটা ক্ষুদে শয়তান। সকলেই ব্যাপারটা জানে। স্বর্ণ-শিকারের পথে কয়েকজন মার্কিনী এখানে এসেছিল। ছেলেটা তাদের খুব প্রিয় ছিল। পরে তারা সেনিওর উইরিক ও ছেলেটাকে চিঠিপত্রও লিখত। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বড় বড় কথা বলে তাবা ছেলেটার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তারা চলে যাবার এক মাস পরে ছেলেটাও উধাও হয়ে গেল। ধরে নেওয়া হল যে একটা ফলবাহী স্টিমারে কলার কাঁদির মধ্যে লুকিয়ে নিউ অর্লিয়েন্স-এ চলে গেছে। পরে আরও একবার নাকি তাকে টেক্সাসে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু এর বেশি কিছু তারা জানেনই না। বুড়ো ইউরিক তার খোঁজ-খবরের জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ করেছেন। ম্যাডামের অবস্থা খুবই খারাপ। ছেলেটাই ছিল তার জীবনসর্বস্ব। তিনি এখনও শোক-বেশই পরেন।

লোকে বলে, তার বিশ্বাস যে একদিন না একদিন ছেলে তার কাছে ফিরে আসবে। আজও তিনি আশা ছাড়েন নি। ছেলেটির বাঁ হাতের উল্টো দিকে উল্কি দিয়ে আঁকা ছিল—একটা উড়ন্ত ঈগল তার নখরে ধরে আছে একটা বর্শা।”

কিড নিজের বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে তুলে ধরে কৌতূহলের সঙ্গে এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

সরকারী ডেস্কের পিছন থেকে চোরাই ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নামিয়ে এনে থ্যাকার বললেন, “ঠিক তাই। তোমার বুঝতে দেরি হবার কথা নয়। ওটা আমিও করতে পারি। কিসের জন্য আমি সান্দাকান-এর রাষ্ট্রদূত হয়ে গিয়েছিলাম? এতদিন সেটা বুঝতে পারি নি। এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার চামড়ার সাথে ঐ নখরধৃত বর্শা সমেত ঈগল পাখির ছবিটা এমনভাবে মিলিয়ে দেব যে তোমার নিজেরই মনে হবে যে ওটা নিয়েই তুমি জন্মেছিলে। এক সেট সূঁচ ও কালি আমি নিয়ে এসেছিলাম এই নিশ্চিত আশায় যে একদিন তুমি এখানে আসবেই মিঃ ডাল্টন।”

কিড বলে উঠল, “কী বিপদ, আমার নামটা তো আপনাকে আগেই বলে দিয়েছি।”

“ঠিক আছে, কিড তো? ও নামটা বেশি দিন চলবে না। তার বদলে সেমিওরিটো ইউরিক নামটা কেমন শোনাবে?”

খোকা বলল, “কোন দিন কারও ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছি বলে তো মনে পড়ে না। বলার মত মা-বাপ যদি থেকেও থাকে তো আমি কথা বলার আগেই তারা পটস্ তুলেছেন। আপনার খেলার ছকটা কি রকম?”

থ্যাকার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে গ্লাসটা তুলে ধরলেন আলোর দিকে।

বললেন, “এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যাপারে তুমি কতদূর পর্যন্ত যেতে ইচ্ছুক।”

“কেন আমি এখানে এসেছি সেটা তো আপনাকে আগেই বলেছি,” কিড সরল ভাবেই বলল।

“জবাবটা ভালই,” রাষ্ট্রদূত বললেন। “কিন্তু ততটা দূর তোমাকে যেতে হবে না। পরিকল্পনাটা এই রকম। তোমার হাতে বাণিজ্য-চিহ্নটা উল্কি করার পরে আমি বুড়ো ইউরিককে জানাব। ইতিমধ্যে ঐ পরিবারের সব ইতিহাস তোমাকে যতদূর সম্ভব জানিয়ে দেব, আর তুমিও সে সব নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য তৈরি হবে। তোমার চোখে সঠিক চাউনি আছে। তুমি স্পেনীয় ভাষা বলতে পার, সব তথ্য তুমি জান, টেক্সাস সম্পর্কে সব কথাই বলতে পার, আর উল্কির চিহ্ন তো আছেই। এখন আমি যদি তাদের জানিয়ে দেই যে সত্যিকারের উত্তরাধিকারী ফিরে এসেছে এবং তাকে স্বাগত জানানো এবং ক্ষমা করা হবে কিনা, তাহলে কি হবে? তাঁরা সোজা এখানে ছুটে আসবেন, তোমার গলা জড়িয়ে ধরবেন, জলখাবার ও বৈঠকখানায় গমনের দৃশ্যের উপর যবনিকা পতন।”

কিড বলল, “আমি অপেক্ষা করেই আছি। সবেমাত্র আপনার এখানে ঘোড়া থামিয়েছি, আর আগে কখনও আপনাকে দেখিও নি। তবে ব্যাপারটাকে যদি আপনি পিতামাতার আশীর্বাদ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চান, তাহলে নামটা বদলালে কি যায় আসে। বাস, এই পর্যন্তই।”

রাষ্ট্রদূত বললেন, "ধন্যবাদ। অনেক দিন এমন কোন লোক দেখি নি যে তোমার মত যুক্তির কথা মেনে নেয়। বাকিটা তো খুব সহজ। তারা যদি কিছু সময়ের জন্যও তোমাকে গ্রহণ করেন, সেটাই যথেষ্ট। তোমার বাঁ কাঁধের উপর যে বড় তিলটা আছে সেটা দেখে ফেলার মত সময় তাদের দিও না। বুড়ো ইউরিক সব সময়ই ৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০ ডলার বাড়িতেই রাখেন একটা ছোট সিন্দুকের মধ্যে আর সেটা যে কোন জুতোর বোতামের মতই সহজে খুলতেও পারবে। উল্কি বসানোর কারিগরি বাবদ আমার প্রাপ্য অর্ধেক ভাগ। পুরো টাকাটা দু'জনে ভাগ করে নিয়ে রিও জেনেইরোর জাহাজটা ধরব। আমি এখানে চাকরি না করলে যদি যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়ে তো পড়ুক। কি বলহে সেনিওর?"

মাথা নেড়ে খোকা বলল, "শুনতে তো ভালই লাগছে! আমি রাজী।"

"তাহলে ঠিক আছে;" থ্যাকার বললেন। "পাখিটা তোমার হাতে না বসা পর্যন্ত তুমি আমার কাছে কাছেই থেকো। এখানেই পিছনের ঘরটায় তুমি থাকতে পার। নিজের রান্না আমি নিজেই করি। এই কৃপণ সরকার আমাকে যতটা করতে দেবে ততখানি আরামেই তোমাকে রাখব।"

থ্যাকার বলেছিলেন এক সপ্তাহ লাগবে, কিন্তু তার মনের মত করে উল্কিটা আঁকতে দুই সপ্তাহ লেগে গেল। তারপর একটা "মুচাচো"-কে ডেকে তার হাতে দিয়ে এই চিঠিটা পাঠিয়ে দিলেন বাঞ্ছিত শিকারটিকে:

এল্ সেনিওর ডন সাণ্টোস ইউরিক,

লা কাসা ব্লাংকা,

প্রিয় মহাশয়, আপনার অনুমতিক্রমে জানাচ্ছি যে আমার বাড়িতে জনৈক অস্থায়ী অতিথি এসেছে। যুবকটি কয়েকদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বুয়েনস্ টিয়েরাস-এ এসেছে। যে আশা ফলবতী না হতেও পারে সেটা জাগিয়ে তোলার ইচ্ছা না থাকলেও আমার মনে হচ্ছে যে এই যুবকটি আপনার অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া পুত্র হতে পারে। তাকে কাছে ডেকে একবার দেখলে হয়তো আপনার পক্ষে ভালই হবে। এই ছেলেটি যদি সে হয় তাহলে আমার ধারণা নিজের বাড়িতে ফেরার বাসনা নিয়েই সে এসেছিল, কিন্তু এখানে পৌঁছে তার মনে সন্দেহ জেগেছে—তাকে কোন্ ভাবে গ্রহণ করা হবে—আর সেই সন্দেহের ফলেই তার মনে সাহসের অভাব ঘটেছে।
আপনার বিনীত ভৃত্য—

টমসন থ্যাকার।

আধ ঘণ্টা পরেই সেনিওর ইউরিকের সেকেলে ল্যাণ্ডো গাড়িটা রাষ্ট্রদূতের দরজায় এসে হাজির হল। খালিপায়ের কোচোয়ানটি মোটাসোটা ঘোড়াদুটোকে কেবলই চাবুক মারছে আর চিৎকার করছে।

পাকা গোঁফওয়ালা একটি ঢ্যাঙা লোক গাড়ি থেকে নামলেন। তারপর একটি মহিলাকে ধরে নামালেন। মহিলাটির পরনে কালো পোশাক ও কালো মুখাবরণ।

দু'জনেই তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়লেন; থ্যাকারের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ালেন। তার ডেস্কের পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি সুদর্শন যুবক;

মুখের গড়নটা সুন্দর, গায়ের রং রোদে-পোড়া বাদামী, মাথার কালো চুল পরিপাটিভাবে ব্রাশ করা।

সেনিওর ইউরিক দ্রুত ভঙ্গিতে মাথার আবরণ খুলে ফেললেন। তিনি মধ্য বয়স পার হয়ে গেছেন; চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে; কিন্তু তার গর্বিত চেহারা ও অলিভ-মসৃণ চামড়ায় ফুটে বেরুচ্ছে রূপের জেল্লা। কিন্তু একবার তার চোখ দুটোর দিকে তাকালে সেই চোখের গভীর ছায়া ও আশাহীনতার ভিতর দিয়ে যে তীব্র বিষণ্নতা প্রকাশ পায় সেটা উপলব্ধি করলেই বোঝা যায় যে মহিলাটি কেবল একটা স্মৃতি নিয়েই বেঁচে আছেন।

যুবকটির উপর ঝুঁকে তিনি অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন বেদনার্ত জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি মেলে। তারপরই তার বড় বড় চোখ দুটি ঘুরে গেল; তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হয়ে রইল যুবকের বাঁ হাতের উপর। পরক্ষণেই তিনি এমনভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন যে সেই অনুচ্চ কণ্ঠস্বরেও ঘরটা যেন কেঁপে উঠল। চিৎকার করে "হিজো মিও"! বলেই তিনি লানো কিডকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

২

এক মাস পরে থ্যাকারের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে কিড দূতাবাসে এল।

সে এখন দেখতে হয়েছে একজন স্পেনীয় ভদ্রলোকের মত। পরনে বিদেশ থেকে আমদানি করা পোশাক; তাকে সাজানোর জন্য যে সব অলংকরণ তাকে পরানো হয়েছে তা বৃথা যায় নি। একটা দামী সিগারেট পাকাতে শুরু করতেই তার আঙুলে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল একটা অতি-শ্রদ্ধেয় দামী হীরে।

"কাজকর্ম কেমন চলছে?" থ্যাকার প্রশ্ন করলেন।

"বিশেষ কিছু না," কিড শান্ত গলায় বলল। "আজই প্রথম খেলাম গোসাপের মাংস। বড় বড় টিকটিকির মত, চেনেন তো? আপনি কি সে-মাংস পছন্দ করেন?"

"না, কোন রকম সরীসৃপেই আমার স্পৃহা নেই," থ্যাকার বললেন।

তখন বিকেল তিনটে; আর এক ঘণ্টা পরেই তিনি তুরীয় অবস্থায় পৌঁছে যাবেন। লাল মুখটাকে কেমন যেন কুৎসিত করে তুলে তিনি বলতে লাগলেন,—"এই বেলা গুছিয়ে নাও। তুমি আমার সঙ্গে তাল রেখে বাঁশি বাজাতে পারছ না। চার সপ্তাহ হয়ে গেল তুমি অমিতব্যয়ী ছেলেই রয়ে গেলে, অথচ তুমি চাইলেই পেতে পারতে প্রতিদিন সোনার থালায় বাছুরের মাংস। আচ্ছা, তুমি কি মনে কর আমাকে এত দীর্ঘ কাল ধরে কেবল খোসা খাইয়ে রাখাটা ঠিক কাজ হচ্ছে? অসুবিধাটা কিসের? কাসা ব্লাংকায় কি তোমার মত ছেলের চোখে এমন কিছুই পড়ছে না যা নগদ টাকার মত দেখতে? আমাকে 'না' বলো না। বুড়ো ইউরিক কোথায় টাকা-কড়ি রাখেন সেটা সকলেই জানে। তার সে সবই যুক্তরাষ্ট্রের টাকা; আর কিছু তিনি হাত পেতে নেনই না। কি করছ তাহলে? এবারও বলো না 'কিচ্ছু করছি না'।"

নিজের হীরেটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিড বলল, "কেন, নিশ্চয় সেখানে প্রচুর টাকা আছে। বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল সাজানো দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলতে পারি যে আমার পোষ্যপিতা যেটাকে তার

সিন্দুক বলেন সেই জঞ্জালে-ভরা বাক্সটাতে আমি একত্রে ৫০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত উঠতে দেখেছি। আর অনেক সময়ই তিনি সিন্দুকের চাবিটা আমার কাছেই রেখে যান; তিনি দেখাতে চান, আমিই যে তার অনেক আগে দল থেকে হারিয়ে যাওয়া সত্যিকারের ছোট্ট ফ্রান্সিস্কো সেটা তিনি জানেন।"

"আচ্ছা, তুমি তাহলে কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছ?" থ্যাকার সক্রোধে প্রশ্ন করলেন। "তুমি কি ভুলে গেছ যে আমি ইচ্ছা করলেই তোমার এই আপেলের গাড়ি উল্টে দিতে পারি? বুড়ো ইউরিক যদি জানতে পারেন যে তুমি একটি ভণ্ড প্রতারক, তাহলে তোমার কপালে কি ঘটবে? ওঃ, এ দেশটাকে তুমি চেন না মিঃ টেক্সাস কিড। তারা তোমাকে পায়ের তলায় চাপা-পড়া ব্যাঙের মত চ্যাপ্টা করে ফেলবে, খোলা ময়দানের প্রতিটি কোণে তোমার পিঠে পঞ্চাশটা লাঠি মারবে। পেটাতে পেটাতে প্রত্যেকটা লাঠি ভেঙে ফেলবে। তারপরেও তোমার যেটুকু বাকি থাকবে সেটা কুমীরকে দিয়ে খাওয়াবে।"

স্টীমার-চেয়ারটাতে একটু নিচু হয়ে বসে কিড বলল, "আমিও আপনাকে বলতে পারি অংশীদার যে সব কিছুই যেমন আছে তেমনই থাকবে। এই মুহূর্তে সব কিছুই ঠিক আছে।"

ডেস্কের উপর বোতলের তলাটা ঠকঠকিয়ে থ্যাকার জানতে চাইলেন। "তুমি কি বলতে চাও?"

"পরিকল্পনাটা ফেঁসে গেছে," কিড বলল। "আর যখনই আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আপনার হবে তখনই আমাকে সম্বোধন করবেন ডন ফান্সিস্কো ইউরিক বলে। কথা দিচ্ছি, এ সব কিছুর জবাব আমি দেব। কর্ণেল ইউরিকের টাকা তার কাছেই থাকবে। অন্তত আপনার আর আমার দিক থেকে বিচার করলে তার ছোট টিনের সিন্দুকটা লারেডো-র প্রথম জাতীয় ব্যাংকে... কারের মতই নিরাপদ।"

"তাহলে তুমি আমাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে চাও, তাই না?" রাষ্ট্রদূত বললেন।

কিড সানন্দে বলে উঠল, "নিশ্চয়। আপনাকে ছুড়ে ফেলেই দিলাম। ঠিক তাই। কেন? এবার আপনাকে বলব। কর্ণেলের বাড়িতে যাবার পর প্রথম রাতে তারা আমাকে একটা শোবার ঘর দেখিয়ে দিল। মেঝেতে কম্বল বিছানো নয়—একটা সত্যিকারের ঘর, বিছানা ও সব কিছু দিয়ে সাজানো। আমি ঘুমিয়ে পড়ার আগেই আমার এই নকল মা ঘরে ঢুকলেন, সব কিছু ভাল করে গুঁজে দিলেন। বললেন, 'পাঞ্চিটো, আমার হারানো বাছা, ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁকে আমি চিরদিন স্মরণ করব!' তিনি এই রকমই কিছু একটা বলেছিলেন। আর দু' একটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়েছিল আমার নাকের উপর। আর সে সব কিছুই আমাকে জড়িয়ে ধরল মিঃ থ্যাকার। সেইদিন থেকে সেই একই রকম চলছে। আর সেই রকমই চলতে থাকবে। আপনি ভাববেন না যে কেবল আমার জন্যই আমি এ কথা বলছি। এ রকম কোন মুহূর্ত যদি আপনার জীবনেও এসে থাকে তাহলে তাকে নিজের কাছেই রেখে দিন। আমার জীবনে আমি বেশি স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসি নি, বলার মত কোন মাকেও পাই নি, কিন্তু এই একটি মহিলাকে আমরা

পেয়েছি যাকে আমাদের বোকা বানিয়েই রাখতে হবে। একবার তিনি সেটা সহ্য করেছেন, দ্বিতীয়বার করবেন না। আমি একটা হীন নেকড়ে, আর হয়তো ঈশ্বরের পরিবর্তে শয়তানই আমাকে এই পথে পাঠিয়েছে, কিন্তু আমি পথের শেষ পর্যন্তই যাব। আর এবার থেকে, যখনই আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন তখন যেন ভুলে যাবেন না যে আমি ডন ফ্রান্সিস্কো ইউরিক।"

থ্যাকার তো-তো করে বলে উঠলেন, "আজই আমি তোমার মুখোসটা খুলে দেব, তুমি—তুমি একটা দুইবার রং-করা বিশ্বাসঘাতক।"

কিড উঠে দাঁড়াল ; কোন রকম আঘাত না করে ইস্পাত-কঠিন হাতে থ্যাকারের গলাটা টিপে ধরে তাকে ধীরে ধীরে একটা কোণে নিয়ে গেল। তারপর বাঁ বগলের ভিতর থেকে বের করল তার মুক্তাখচিত .৪৫-টা এবং তার ঠাণ্ডা নলটা ঠেকাল রাষ্ট্রদূতের মুখে।

বরফ-ঠাণ্ডা হাসি হেসে বলল, "কেন আমি এখানে এসেছি সে কথা আগেই আপনাকে বলেছি। যদি আমি এখান থেকে চলে যাই, তাহলে আপনি হবেন তার কারণ। একথাটা কখনও ভুলবেন না অংশীদার। এবার বলুন, আমার নাম কি ?"

"অ্যা—ডন ফ্রান্সিস্কো ইউরিক," থ্যাকার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

বাইরে থেকে একটা চাকার শব্দ এল, তারপর কে একজন চিৎকার করে উঠল, আর ঘোড়াগুলোর পিঠের উপর কাঠের চাবুকের শপাশপ শব্দ হতে লাগল।

বন্দুকটা তুলে ধরে কিড দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়াল, কম্পিতদেহ থ্যাকারের কাছে ফিরে গেল, আর রাষ্ট্রদূতের দিকে নিজের বাঁ হাতের উল্টো পিঠটা তুলে ধরল।

ধীরে ধীরে বলল, "কেন সব কিছু যেমন আছে তেমনই থাকবে তার আরও একটা কারণ আছে। লারেডোতে যে লোকটিকে আমি খুন করেছিলাম তার বাঁ হাতেও এই একই ছবি আঁকা ছিল।"

বাইরে, ডন সান্টোস ইউরিকের সেকেলে ল্যাণ্ডোটা খট্-খট্ শব্দ তুলে দরজার কাছে পৌঁছে গেল। কোচোয়ানের হৈ-হৈও থেমে গেল। সেমিওরা ইউরিক সাদা লেস বসানো ও ফিতে ওড়ানো ঢাউস একটা গাউন পরে দুটি বড় বড় চোখে খুশির দৃষ্টি ছড়িয়ে সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

ঢেউ-তোলা গলায় ডাকলেন, "বাছা আমার, তুমি কি ভিতরে আছ ?"

"মাদ্রে মিয়া, ইয়ো ভেঙ্গো ( মা, আমি আসছি )," যুবক ডন ফ্রান্সিস্কো ইউরিক জবাব দিল।

# কালো ঈগলের অন্তর্ধান

## The Passing of Black Eagle

কোন এক বছরে কয়েকটা মাস ধরে রিয়ো গ্র্যাণ্ডির তীর বরাবর টেক্সাস-এর সীমান্ত অঞ্চলটি এক ভয়ংকর ডাকাতের কবলে পড়েছিল। এই কুখ্যাত লুঠেরাটি হয়ে উঠেছিল সকলেরই চক্ষুশূল। তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বই তাকে এনে দিয়েছিল "সীমান্তত্রাস কালো ঈগল" নামটি। তার নিজের এবং সাঙ্গপাঙ্গদের কাজকর্ম নিয়ে অনেক ভয়াবহ কাহিনীও শোনা যেত। হঠাৎ মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই কালো ঈগল পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গেল। আর কোন দিন তার কথা শোনা যায় নি। এমন কি তার নিজের দলবলও এই অন্তর্ধানের রহস্য জানতে পারল না। সীমান্তবর্তী খামার ও জনবসতির লোকজন তবু ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগল—সে হয়তো আবার একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে লুঠপাট শুরু করবে। না, আর কোন দিন সে আসবে না। কালো ঈগলের ভাগ্যের রহস্য উন্মোচন করতেই এই কাহিনীটি লেখা হল।

কাহিনীর সূচনাই হল "সেণ্ট লুই"-এর মদ্যপরিবেশনকারীর পদাঘাত দিয়ে। তার সন্ধানী দৃষ্টি পড়ল মুরগি বাবাজি রাগল্‌স্‌-এর মূর্তির উপর—সে তখন লোভাতুরের মত বিনা পয়সার লাঞ্চ খাচ্ছিল ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে। মুরগি বাবাজি একজন রসিক বহুরূপী। তার নাকটা মুরগির ঠোঁটের মত লম্বা, পেটে অপরিমিত মুরগির ক্ষিধে, সে ক্ষিধেটা বিনি পয়সায় মেটানোটাই তার স্বভাব, আর সেই জন্যই অন্য ভবঘুরে বন্ধুরা তার নাম দিয়েছে মুরগি বাবাজি রাগল্‌স্‌।

খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কিছু পানীয় না কিনেই সে খেতে বসেছিল। মদ পরিবেশনকারী লোকটি কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে এসে অবিবেচক খাদ্যরসিকটির কানটি ধরে কসে মুলে দিতে দিতে তাকে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে এক লাথি মেরে রাস্তায় বের করে দিল।

আর তখনই মুরগি বাবাজি টের পেল শীত এসে পড়েছে। শীতার্ত রাত ; তারাগুলো জ্বলছে মিটিমিটি করে; লোকজন রাস্তায় ভিড় করে হাঁটছে। সকলেই ওভারকোট গায়ে চাপিয়েছে; সেই সব বোতাম-আঁটা পকেট থেকে একটা ডাইম বের করা যে কত শক্ত মুরগি বাবাজি সেটা ভাল করেই জানে। প্রতি বছরের মত এবারও দক্ষিণে পাড়ি দেবার সময় এসে গেছে।

পাঁচ-ছয় বছরের একটি ছোট ছেলে লোভাতুর দৃষ্টিতে রুটিওয়ালার জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ছোট হাতে একটা দুই আউন্সের ছোট শিশি; অন্য হাত দিয়ে সে শক্ত করে ধরে রেখেছিল একটা চকচকে, চ্যাপ্টা, গোলাকার বস্তু। মুরগি বাবাজির প্রতিভা ও দুঃসাহস দেখাবার এই তো উপযুক্ত পরিবেশ। কাছাকাছি কোন সরকারী লোক ঘোরাফেরা করছে কিনা সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে সে

শিকারের দিকে এগিয়ে তাকে ডাকল। ছেলেটির বাড়ির লোকরা হয় তো আগে থেকেই তাকে এসব বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল, তাই সে মুরগি বাবাজির ডাককে আমলই দিল না।

মুরগি বাবাজি জানে, ভাগ্য দেবীর কৃপালাভ করতে হলে তাকে বেপরোয়া ও একরোখা হতেই হবে। তার নিজের মূলধন মাত্র পাঁচ সেন্ট; ছেলেটি তার ছোট হাতের শক্ত মুঠোর মধ্যে যে বস্তুটিকে চেপে ধরে রেখেছে সেটাকে আয়ত্তে আনতে এই পাঁচ সেন্টের ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। মুরগি বাবাজি জানে যে এই ভাগ্য-পরীক্ষাটা বিপজ্জনক; কিন্তু কৌশলে তাকে কার্যসিদ্ধি করতেই হবে, কারণ গায়ের জোরে ছোট ছেলেদের জিনিস লুঠ করতে সে ভয় পায়। একবার ক্ষুধার তাড়নায় একটা পার্কের মধ্যে বাচ্চাদের গাড়িতে বসা শিশুর হাত থেকে শিশুর খাদ্যভর্তি একটা বোতল তুলে নেবার চেষ্টা সে করেছিল। কিন্তু আক্রান্ত শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে মুখ খুলেছিল এবং গাড়িতে লাগানো হর্ণের বোতামটা টিপেছিল যে তার সঙ্গীরা ছুটে এসে মুরগি বাবাজিকে ধরে ফেলেছিল এবং ত্রিশটি দিন তাকে কাটাতে হয়েছিল একটা আরামদায়ক খোঁয়াড়ে।

ছেলেটি কি মিষ্টি খেতে ভালবাসে সেই প্রশ্নটাই বেশ কায়দা করে তুলে সে ধীরে ধীরে জেনে নিল সব প্রয়োজনীয় তথ্য। মামণি ছেলেটিকে একটা ওষুধের দোকানে পাঠিয়েছে ছোট শিশিটাতে ভরে দশ সেন্ট দামের বেদনানাশক ওষুধ প্যারেগোরিক কিনতে; ডলারটাকে সব সময় হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখতে হবে; পথে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে কথা বলবে না; ওষুধের দোকানিকে বলবে ফেরৎ খুচরোগুলো একটা কাগজে মুড়ে তার ট্রাউজারের পকেটে ভরে দিতে। আসলে তার ট্রাউজারের দুটো পকেট ছিল। আর চকোলেট ক্রিম ছিল তার সব চাইতে প্রিয়।

মুরগি বাবাজি দোকানে ঢুকেই একজন ডুবুরি বনে গেল। পুরো মূলধনটাকেই সে নানা রকম চকোলেট কিনতে ব্যয় করে ফেলল; উদ্দেশ্য—আসন্ন বৃহত্তর ঝুঁকি নেবার পথটাকে পরিষ্কার করে তোলা।

সব মিঠাইগুলো সে ছেলেটার হাতে তুলে দিল; তাতেই সে ছেলেটির কাছ থেকে প্রার্থিত বিশ্বাসটা অর্জন করতে পেরেছে বুঝে তার খুশির অন্ত রইল না। তারপরেই পরবর্তী অভিযানের নেতৃত্ব সহজেই তার হাতে এসে গেল; ছেলেটির হাত ধরে সে পরিচিত একটা ভাল ওষুধের দোকানে ঢুকল। সেখানে মুরগি বাবাজি বেশ বাবার মত চালে ডলারটা দোকানির হাতে দিয়ে ওষুধটা দিতে বলল, এদিকে ছেলেটি তখন মনের সুখে মিঠাই চিবোতেই ব্যস্ত। সফল লগ্নিকারক পকেট হাতড়ে একটা ওভারকোটের বোতাম পেয়ে গেল এবং সেটাকেই যত্ন করে কাগজে মুড়ে ফেরতি খুচরো হিসাবে ছেলেটির পকেটে ঢুকিয়ে দিল। তারপর আদর করে ছেলেটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে তাকে বাড়ির পথে পাঠিয়ে দিয়ে ফাটকাবাজ মুরগি বাবাজি তার লগ্নি করা মূলধনের দরুন ১,৭০০ সেন্ট লভ্যাংশ নিয়ে বাজার থেকে বেরিয়ে গেল।

দু' ঘণ্টা পরে টেক্সাসগামী একটা লোহা বহনকারী মালবাহী ট্রেন রেলের গুদাম থেকে বেরিয়ে এল। মালগাড়িগুলো সবই ছিল খালি। তারই একটায় উঠে মুরগি

বাবাজি প্যাকিং বাক্সের কাঠের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ল। তার পাশেই পড়ে ছিল খুব বাজে-মার্কা হুইস্কির একটা কোয়ার্ট বোতল এবং কাগজের ঠোঙায় রুটি ও পনীর। এই ভাবেই মিঃ রাগল্‌স্‌ তার নিজস্ব গাড়িতে চেপে শীতকালের মত দক্ষিণ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল।

এক সপ্তাহ ধরে পথে নানা রকম কাজকর্ম সারতে সারতে গাড়িটা দক্ষিণাপথের দিকে এগিয়ে চলল; মুরগি বাবাজি কিন্তু স্বস্থানেই অধিষ্ঠিত থাকল, কেবল মাঝে মাঝে ক্ষুৎ-পিপাসা মেটাবার জন্য গাড়ি থেকে নেমে যেত। সে জানত, গাড়িটা গরু-মোষ চরানোর অঞ্চলে নিশ্চয়ই যাবে, আর সে অঞ্চলের মধ্যমণি স্যান এণ্টোনিওই তার গন্তব্যস্থল। সেখানকার মিষ্টি বাতাস বেশ স্বাস্থ্যকর; মানুষগুলি পরোপকারী, দুঃখকষ্টে দিন কাটায়। সেখানকার মদ-পরিবেশনকারীরা তাকে লাথি মেরে বের করে দেবে না। সে যদি দীর্ঘ সময় ধরে খায় অথবা একই হোটেলে ঘন ঘন খায় তাহলেও সেখানকার লোকজনরা তাকে লক্ষ্য করে কথা বলবে নিরুত্তাপ গলায় এবং সব কিছুই একটানা বলে যাবে মুখস্ত করা কথার মত। তারা এমন টেনে টেনে সুর করে এক নাগাড়ে কথা বলে যাবে যে তাকে আসন থেকে তুলে দেবার আগেই মোরগ বাবাজি গড়-গড় করে তার খাওয়া প্রায় শেষই করে ফেলবে। সেখানে সব সময়ই বসন্ত কালের মত আবহাওয়া; রাত হলে প্লাজাগুলি গান-বাজনায় ও হৈ-হুল্লোড়ে মনোরম হয়ে ওঠে; মাঝে মাঝে ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা বয়ে গেলে এবং বাড়ির ভিতরটা অতিথিবিমুখ হয়ে উঠলেও দরজার বাইরে বেশ আরাম করেই ঘুমনো যায়।

টেক্সার্কানা-তে তার গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার দক্ষিণ দিকে ছুটল এবং শেষ পর্যন্ত অস্টিন-এ কলোরাডো সেতু পেরিয়ে তীরের মত সোজা ছুটল সান এণ্টোনিও-র দিকে।

মালগাড়িটা যখন সেই শহরে গিয়ে থামল মোরগ বাবাজি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আরও দশ মিনিটের মধ্যেই ট্রেনটা পথের একেবারে শেষ প্রান্তে লারেডো-তে পৌঁছে গেল। সেই পথে নানা জায়গায় খালি গাড়িগুলো বিলি করা হল, কারণ সেই সব কেন্দ্রের পশু-খামারগুলি থেকেই মালপত্র জাহাজে বোঝাই করা হবে।

যখন মোরগ বাবাজির ঘুম ভাঙল গাড়িটা তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে তাকিয়ে দেখল, চাঁদের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল। কোন রকমে গাড়ি থেকে বেরিয়ে সে দেখল, আরও তিনটে গাড়ির সঙ্গে তার গাড়িটাও একটা নির্জন স্থানে ছোট সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে আছে। পথের এক পাশে রয়েছে একটা পশুর খোঁয়াড় ও একটা নর্দমা। রেলপথটা চলে গেছে একটা অস্পষ্ট, বিশাল তৃণভূমির বুক চিরে আর তারই মাঝখানে মোরগ বাবাজি একাকী পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে রবিন্সন-এত মত।

রেলপথের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা খুঁটি। সেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মোরগ বাবাজি দেখল খুঁটির মাথায় লেখা আছে এস. এ. ৯০। লারেডোও দক্ষিণ দিকে ঠিক ততটাই দূরে। যে কোন শহর থেকে সে প্রায় একশ' মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে রহস্যময় তৃণভূমির ভিতর থেকে নেকড়ের ডাক ভেসে আসছে।

মোরগ বাবাজি বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল। সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে সে বোস্টন-এ থেকেছে, অসহায়ভাবে শিকাগোতে থেকেছে, চোখ বোজার মত আশ্রয় ছাড়াই ফিলাডেলফিয়াতে থেকেছে, অনাহারে কাটিয়েছে নিউ ইয়র্ক-এ, মদছাড়া দিন কাটিয়েছে পিৎস্‌বার্গে ; কিন্তু কোন দিন এখনকার মত নিঃসঙ্গ বোধ করে নি।

হঠাৎ সেই গভীর নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে তার কানে এল ঘোড়ার হ্রেষারব। শব্দটা এল রেলপথের পূব দিক থেকে। মোরগ বাবাজি সভয়ে সেই দিকে চোখ ফেলল। কোঁকড়ানো ঘাসের উপর দিয়ে সে উঁচু করে পা ফেলতে লাগল—তার মনে ভয় এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে তো সাপ, ইঁদুর, ডাকাত, বিছে, মাকড়শা, মরীচিকা, ঘোড়ার রাখাল প্রভৃতি অনেক কিছুই থাকতে পারে। গল্পের বইতে তাদের কথা সে পড়েছে। একটা কাঁটাওয়ালা গাছের ঝোপ ঘুরে গিয়ে ঘোড়ার ডাক শুনেই সে সভয়ে কাঁপতে লাগল। ওদিকে ঘোড়াটাও চমকে উঠে সশব্দে একটা মস্ত লাফ দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে সরে গিয়ে আবার ঘাস খেতে লাগল। কিন্তু এখানে এই নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে মোরগ বাবাজি এমন একটা জিনিস পেয়ে গেল যাকে সে ভয় করে না। সে মানুষ হয়েছে একটা খামার বাড়িতে ; ঘোড়া নিয়েই তার দিন কেটেছে, সে তাদের বুঝতে পারে, পিঠে চড়তেও পারে।

জিভ দিয়ে সান্ত্বনাসূচক শব্দ করে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলল ঘোড়াটার পিছন পিছন এবং ঘোড়ার গলা থেকে বিশ ফুট লম্বা যে দড়িটা ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে চলছিল তার শেষ প্রান্তটা ধরে ফেলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে দড়িটাকে দিয়ে লাগাম বানিয়ে নিল এবং পরক্ষণেই এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে তাকে সবেগে ছুটিয়ে দিল। ঘোড়াটাও যেদিকে খুশি ছুটে চলল। মোরগ বাবাজি নিজেকেই বলল, "ও তো আমাকে কোথাও না কোথাও নিয়ে যাবেই।"

চন্দ্রালোকিত তৃণভূমির উপর দিয়ে এইভাবে জোর কদমে ছুটে চলা—একান্ত শ্রমবিমুখ মোরগ বাবাজিরও এটা ভাল লাগবারই কথা, কিন্তু তখন তার মন-মেজাজটাই ভাল ছিল না। তার মাথাটা টন্‌ টন্‌ করছিল ; খুব তেষ্টাও পেয়েছিল ; আর ভাগ্যক্রমে যে বাহনটি জুটেছে সেও যে কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটে চলেছে তাই বা কে জানে!

কিন্তু একসময় সে লক্ষ্য করল যে ঘোড়াটা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই ছুটে চলেছে। তৃণভূমি যেখানে বেশ মসৃণ ও সমতল সেখানে সে ছুটছে তীরের মত সোজা পূব দিকে। আবার যেখানে পাহাড় অথবা অন্য কোন বাধার জন্য পথটা ঘুরে গেছে সেখানেও সহজাত প্রবৃত্তির টানেই ঘোড়টা ঘোরামাত্রই সে আবার পূর্ব দিকেই ছুটে চলল। শেষ পর্যন্ত একটু উঁচু একটা পথে পা পড়তেই ঘোড়াটা হঠাৎই গতি কমিয়ে ধীর পায়ে যেন হাঁটতে শুরু করে দিল। পাথর-ছোঁড়া দূরত্বেই দেখা গেল গাছ-গাছালির ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মেক্সিকোর অধিবাসীদের ধাঁচে তৈরি একটা এক ঘরের মাটির বাড়ি, ঘাস বা নলখাগড়া দিয়ে ছাউনি করা। যে কোন অভিজ্ঞ লোকই বুঝতে পারত যে ওটা ছোটখাট একটা ভেড়ার খোঁয়াড়। চাঁদের আলোয় দেখা গেল আশপাশের জায়গাটা ভেড়ার চলাচলের ফলে বেশ সমতল হয়ে গেছে। সর্বত্র অযত্নে ছড়িয়ে পড়ে আছে নানা টুকিটাকি জিনিস—দড়ি, লাগাম, জিন, উলের বস্তা, পশু-খাদ্যের

তাগাড়, ও তাঁবুর নানান জিনিসপত্র। দরজার কাছেই দুই-ঘোড়ার মালগাড়িটার পিছনে রয়েছে পানীয় জলের পিপে।

মোরগ বাবাজি মাটিতে নেমে ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল। বার বার হ্যালো বলে ডাকল, কিন্তু বাড়িটা চুপচাপ—কোন সাড়া এল না। দরজা খোলা দেখে সে সাবধানে ঢুকে পড়ল। ঘরে যথেষ্ট আলো ছিল, কিন্তু কোন লোকই তার নজরে পড়ল না। দেশলাই ঠুকে টেবিলের উপরকার বাতিটা জ্বালাল। জনৈক মেষপালকের ঘর; জীবন ধারণের দরকারি জিনিসগুলো নিয়েই সে সন্তুষ্ট। ইতস্তত খুঁজতে খুঁজতে এমন একটা বস্তু সে পেয়ে গেল যেটা তার আশার বাইরে—একটা ছোট বাদামী জগের মধ্যে কোয়ার্টখানেক মনের মত পানীয়।

আধ ঘণ্টা পরে মোরগ বাবাজি টলতে টলতে ঘর থেকে বের হল। নিজের শতচ্ছিন্ন পোশাক বদলে সে গায়ে চড়িয়েছে অনুপস্থিত মেষপালকের সাজ-পোশাক। তার পরনে মোটা কাপড়ের বাদামী রংয়ের সুট, বেশ বাহ্রি-ফটকান একটা কোট আর মচর-মচর শব্দ-তোলা এক জোড়া বুট। কোমরে বেঁধেছে কার্তুজভর্তি একটা বেল্ট, তার দুই খাপে ঝুলছে দুটো বড় মাপের ছয়-ঘোড়া পিস্তল!

খুঁজে পেতে আরও পেল কয়েকটা কম্বল, একটা জিন ও একটা লাগাম। সেই সব দিয়ে ঘোড়াটাকে সাজিয়ে নিয়ে আবার সে তার পিঠে চড়ে বসল। দরাজ গলায় একটা বেসুরো গান গাইতে গাইতে ঘোড়াটাকে জোর কদমে ছুটিয়ে দিল।

"বাড কিং"-এর দুঃসাহসী, আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত এবং ঘোড়া-গরু-মোষ চোরদের দলবল ফ্রিও নদীর তীরে কোন নির্জন জায়গায় আস্তানা পেতেছিল। রিও গ্র্যাণ্ডি অঞ্চলে তাদের লুঠতরাজের কাজকর্মগুলো খুব একটা বড় মাপের না হলেও সংবাদপত্রের পাতায় খুব ফলাও করে প্রকাশ হত বলে ক্যাপ্টেন কিনের প্রহরী দলটার উপর হুকুম হয়েছিল তাদের উপর নজর রাখার। তারই ফলস্বরূপ বিজ্ঞ দলপতি হিসাবে "বার্ড কিং" আইনরক্ষকদের পিছনে তাড়া করার বদলে আপাতত ফ্রিও উপত্যকার তৃণভূমিতেই আত্মগোপন করেছিল।

এই ব্যবস্থাটা সুবিবেচনাপ্রসূত এবং "বাড"-এর সাহসের পরিপন্থী না হলেও এর ফলে তার দলবলের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হল। বস্তুত, এইভাবে অগৌরবের জীবন যাপনের ফলে "বাড কিং"-এর নেতৃত্বের প্রশ্নে দলের মধ্যে গোপনে আলোচনাও শুরু হয়ে গেল। আগে কখনও "বাড কিং"-এর কৌশল বা যোগ্যতা নিয়ে কোন সমালোচনাই হয় নি; কিন্তু কিছু নতুন তারকার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার গৌরব-রবি অস্তাচলে হেলে পড়তে শুরু করেছে ( এটাই তো গৌরবের নিয়তি )। দলের মতামত মোটামুটি ভাবে এই রকম দাঁড়িয়েছে যে কালো ঈগলই পারে অধিকতর উজ্জ্বলতা, মুনাফা ও মর্যাদার সঙ্গে দলকে চালাতে।

এই কালো ঈগল—অন্য নামে তার পরিচয় "সীমান্তত্রাস" বলে—দলের সভ্য হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।

একদিন রাতে তারা যখন সান মিগুয়েল-এর জলাভূমির একটা শিবিরে বসেছিল তখনই একটিমাত্র অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে থামল তাদের পাশে। নবাগতের

চেহারাটা যেমন অমঙ্গলের সূচক তেমনই ভয়ংকর। পাখির ঠোঁটের মত নাকটা এক গুচ্ছ নীল্‌চে গোঁফের ভিতর থেকে উপরে ঠেলে উঠেছে। তার গর্তে-বসা চোখ দুটি হিংস্রতায় জ্বল্ জ্বল্ করছে। পায়ে লোহার কাঁটা-মারা বুট জুতো, কোমরে রিভলবার, মদে চুর, চাল-চলনে নির্ভয়। রিও ব্রাভো নদীর দুই তীরবর্তী কোন মানুষই একাকি "বাড কিং"-এর শিবির আক্রমণ করতে সাহস পেত না। কিন্তু এই নির্ভয় পাখিটি ছোঁ মেরে নেমে এসেই তাদের কাছে খাবারের দাবী করে বসল।

তৃণভূমি অঞ্চলে আতিথেয়তার অভাব হয় না। এমন কি শত্রুও যদি কারও বাড়ির পাশ দিয়ে যায় তাকেও গুলি করার আগে খাইয়ে দেওয়াটাই রীতি। তোমার গুলির থলিটা শেষ করার আগে তোমাকে অবশ্যই শেষ করতে হবে তোমার খাবারের থলিটা। সুতরাং যে নবাগতের উদ্দেশ্যটাই অজ্ঞাত তাকেই বসিয়ে দেওয়া হল একটা বড় মাপের ভোজে।

লোকটি বাক্যালাপে বাচাল, লুঠতরাজের বড় বড় গল্পে তার ঝুলি ভর্তি, তার ভাষা দুর্বোধ্য হলেও আকর্ষণহীন নয়। তাকে নিয়ে "বাড কিং"-এর দলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এমনিতেই নতুন মানুষের সঙ্গে তাদের কদাচিৎ মোলাকাত ঘটে। নবাগত লোকটির বহ্বাড়ম্বর, তার ভাষার রসালো নতুনত্ব, জীবন, জগৎ ও বহু দূর-দূর দেশের সঙ্গে বিদ্রূপে ভরা পরিচিতি এবং মনের কথা খুলে বলার প্রবণতা —সব কিছু মিলিয়ে দস্যুর দল খুশি হয়ে তাকে একেবারে ঘিরে ধরল।

দু'দিন ধরে নবাগতকে শিবিরে রেখে ভাল করে খাওয়ানো দাওয়ানো হল। তারপর সর্বসম্মতিক্রমে তাকে দলের সভ্য হতে বলা হল। সেও সম্মত হয়ে দলে নাম লেখাল "ক্যাপ্টেন মন্ট্রেসর"। দলের সকলে সঙ্গে সঙ্গে সে নাম বাতিল করে তার নাম রাখল "শুয়োরের বাচ্চা," সম্ভবত তার ভয়ংকর ক্ষুধার কথা স্মরণে রেখেই।

এইভাবেই তৃণভূমিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসা সব চাইতে দর্শনধারী দস্যুকে টেক্সাস সীমান্তে অভ্যর্থনা জানানো হল।

পরবর্তী তিন মাস "বাড কিং" যথারীতি ব্যবসা চালিয়ে গেল—আইনের কর্তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে এবং যুক্তিসংগত মুনাফা লুটে। দস্যুরা অনেক ঘোড়ার পাল নিয়ে পালিয়ে এল, অনেক ভাল ভাল গরু-মোষ রিও গ্র্যাণ্ডি পার করে এনে ভাল দামে বেচে দিল। দস্যুর দল প্রায়ই ঘোড়া ছুটিয়ে ছোট ছোট গ্রামে ও মেক্সিকোবাসীদের উপনিবেশে হানা দিয়ে তাদের সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং প্রয়োজনমত খাদ্যবস্তু ও অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে। এইসব রক্তপাতহীন হামলার ভিতর দিয়েই "শুয়োরের বাচ্চা"র হিংস্র চেহারা ও ভয়ংকর কণ্ঠস্বরের খ্যাতি দূর-দূরান্তরে এত বেশি ছড়িয়ে পড়ল যে খ্যাতি লাভ করতে অন্য সব মিনমিনে গলা ও বিষণ্ণ মুখের দস্যুদের সারাটা জীবন কেটে গেছে।

মেক্সিকোর লোকরা নতুন নতুন নামকরণ করতে খুব ওস্তাদ। তারাই তাকে প্রথম ডাকত "কালো ঈগল" বলে এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাবার জন্য তার সম্পর্কে ভয়ংকর সব গল্প শুনিয়ে বলত যে তার বিরাট ঠোঁটে করে সে ছোট ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়ে যায়। অচিরেই তার নামটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং

"সীমান্তত্রাস কালো ঈগল" সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এবং মেষপালকদের গাল-গল্পে একটা বড় অংশ দখল করে বসল।

নুয়েসেস থেকে রিও গ্র্যাণ্ডি পর্যন্ত গোটা দেশ জনমানুষহীন কিন্তু উর্বর; ভেড়া ও গরু-মোষের দলই ছিল তার দখলদার। অঞ্চলটা ছিল নিষ্কর; জনবসতি যৎসামান্য; আইন-আদালত সেখানে কথার কথামাত্র; জলদস্যুরা নিরুপদ্রবে চলাফেরা করত। কিন্তু "শুয়োরের বাচ্চা"র পরিচালনায় দস্যুদলের নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। তখন কিনের রক্ষীদল সেই অঞ্চলে ঢুকে পড়ল। "বাড কিং" ভাল করেই জানত যে এর অর্থ অচিরেই ভয়ংকর যুদ্ধ অথবা সাময়িক অবসর গ্রহণ। এত বড় ঝুঁকিটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে সে তার দলবল নিয়ে ফ্রিও নদীর তীরে এক দুর্গম অঞ্চলে গা-ঢাকা দিল। আগেই বলা হয়েছে, তার ফলে দলের মধ্যে অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং "বাড"-এর বিরুদ্ধে নানা রকম নিন্দা-প্রস্তাব শোনা যেতে লাগল, আর তার পরবর্তী দলনেতা হিসাবে "কালো ঈগল"-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। "বাড কিং"ও এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না; বিশ্বস্ত সহকারী ক্যাক্‌টাস টেলরকে নিয়ে সে গোপন-বৈঠকে বসল।

বাড বলল, "ছেলেরা যদি আমাকে না চায় তাহলে আমি সরে যেতেই চাই। আমার দল-পরিচালনার বিরুদ্ধে তারা কথা বলছে। বিশেষ করে যেহেতু আমি স্থির করেছি যে স্যাম কিনে এদিকে এসে পড়ায় আমরা ঝোপে-জঙ্গলে গা-ঢাকা দিতে চাই। আমি চাই তাদের গুলি খেয়ে মরার হাত থেকে অথবা বন্দী হয়ে অন্যত্র চালান হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে, আর তারা কি না মাথা উঁচু করে বলছে আমি কোন কর্মের নই।"

ক্যাক্‌টাস তাকে বুঝিয়ে বলল, "তুমি যা ভাবছ ঠিক তা নয়। আসলে তারা শূকরছানার প্রেমে পড়ে গেছে। তারা চাইছে ওই গোঁফজোড়াও উঁচু নাকটা রক্ষীদলকে একটা ভেল্কি দেখিয়েছিল।"

দু'জনের মধ্যে এ ধরনের সংলাপ আরও কিছুক্ষণ চলল। পরে একটা প্রতিনিধি দল "বাড"-এর সঙ্গে আলোচনায়ও বসল। এক পায়ে দাঁড়িয়ে মেস্‌কুইট-এর কচি ডগা চিবুতে চিবুতে তারা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলতে লাগল, কারণ দলপতির মনে আঘাত দিতে তাদের ভালও লাগে না। তাদের মনোভাবটা বুঝতে পেরে "বাড" তাদের কাজটাকে সহজতর করে দিল। তারা চাইছিল বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে বেশি রকম লাভ করতে।

একটা ট্রেন আটক করা হোক—"শূকরছানা"র এই প্রস্তাব তাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল; নবাগত লোকটির উৎসাহ ও সাহস দেখে তাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিল। তারা সহজ, সরল মানুষ, লুকিয়ে-চুরিয়ে কাজ ফতে করাই তাদের রীতি; গরু-ভেড়া চুরি করে পালিয়ে যাওয়া এবং তাতে পরি৲ত কেউ বাধা দিলে তাকে গুলি করা—এর বাইরে কোন কিছু করার কথা এতদিন তারা ভাবতেও পারে নি।

"বাড" মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করল: কালো ঈগলকে যতদিন নেতৃত্ব প্রমাণের

একটা সুযোগ না দেওয়া হবে ততদিন সে দলের একজন অধীনস্থ সদস্য হিসাবেই কাজ করে যাবে।

অনেক আলাপ-আলোচনা, ট্রেনের সময়-নির্ঘন্টের বিচার-বিবেচনা এবং ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি বিচার করার পরে নতুন উদ্যোগ কার্যকরী করার সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করা হল। ঐ সময়ে মেক্সিকোতে খাদ্য দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলে পশু-খাদ্যের দুর্ভিক্ষ চলছিল। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলছিল জোর কদমে। দুটি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী রেলপথ দিয়ে প্রচুর অর্থের লেন-দেন হচ্ছিল। স্থির হল, লারেডো-র প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছোট রেল-স্টেশন এস্পিনাই প্রস্তাবিত ডাকাতির পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত স্থান। ট্রেনটা সেখানে এক মিনিট থামে; চারদিক জনবসতিহীন গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ; স্টেশনে একটি মাত্র ঘরে বাস করে কোন একজন এজেন্ট।

রাত নেমে এলে কালো ঈগলের দল ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করল। এস্পিনা-র কাছাকাছি পৌঁছে সারা দিন তারা ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম করতে দিল কয়েক মাইল দূরে একটা ঝোপের মধ্যে।

ট্রেন আসার কথা রাত ১০:৩০ মিনিটে। ট্রেনটা লুঠ করে তারা অতি সহজেই পরদিন সকালে দিনের আলোয় মেক্সিকোর সীমান্তে পৌঁছতে পারবে।

কালো ঈগলের প্রতি সুবিচার করলে বলতেই হবে, যে দায়িত্ব ও সম্মান তার উপরে চাপানো হয়েছিল তা থেকে সরে যাবার বিন্দুমাত্র লক্ষণও তার মধ্যে দেখা যায় নি।

নিজের লোকদের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে যথাস্থানে মোতায়েন করে যত্ন সহকারে সে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিল নিজ নিজ কর্তব্য। পথের দুই পাশে দলের চারজন করে লোক ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। রোজার্স থাকবে স্টেশন-এজেন্টের পাহারায়। ব্রংকো চার্লি ঘোড়াগুলোকে নিয়ে তৈরি হয়ে থাকবে। ট্রেনটা থামলে ঠিক যে জায়গায় ইঞ্জিনটা থাকবে বলে অনুমান করা হল তার এক পাশে লুকিয়ে থাকবে "বাড কিং" এবং অন্য পাশে থাকবে স্বয়ং কালো ঈগল। তারা দু'জন ইঞ্জিনীয়ার ও ফায়ারম্যানকে ধরে জোর করে তাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে পিছনের দিকে চলে যাবে। তারপর এক্সপ্রেস গাড়িটা লুঠ করে সকলে হাওয়া হয়ে যাবে। কালো ঈগল যতক্ষণ রিভলবার থেকে গুলি ছুড়ে সংকেত না জানাবে ততক্ষণ কেউ নড়তে পারবে না।

ট্রেনের সময়ের দশ মিনিট আগেই প্রত্যেকে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে ঘন ঝোপের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অন্ধকার রাত। উপসাগরের উড়ন্ত মেঘ থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। রেলপথের পাঁচ গজের মধ্যেই একটা ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে বসে আছে কালো ঈগল। তার কোমরবন্ধে দুটো ছয় ঘোড়ার রিভলবার ঝুলছে। মাঝে মাঝেই পকেট থেকে একটা কালো বোতল বের করে সেটাকে মুখের কাছে ধরছে।

রেলপথ ধরে অনেক দূরে একটা তারা দেখা দিল; অচিরেই সেটা হয়ে গেল

এগিয়ে-আসা ট্রেনের হেডলাইট। ট্রেন যত এগিয়ে আসছে তার গর্জন তত বাড়ছে। ইঞ্জিনটা দু'জনকে ছাড়িয়ে চলে গেল। কালো ঈগল মাটির উপর সটান শুয়ে পড়ল। তাদের সব হিসাবকে ভুল প্রমাণ করে তার ও বাড কিং-এর মাঝখানে না দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনটা আরও পুরো চল্লিশ গজ এগিয়ে থেমে গেল।

দস্যু-দলপতি উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের চারদিকে তাকাল। তার দলবল সকলেই সংকেতের অপেক্ষায় চুপচাপ পড়ে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কালো ঈগলের ঠিক বিপরীত দিকে একটা বস্তু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিয়মমাফিক একটা যাত্রীবাহী ট্রেন না হয়ে এটা ছিল মিশ্র ট্রেন। তার সমুখে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বক্স-কার; যে ভাবেই হোক তার একটা দরজা খানিকটা খোলা ছিল। কালো ঈগল সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ঠেলা দিয়ে দরজাটাকে আরও ফাঁক করে ফেলল। একটা গন্ধ তার নাকে এল—একটা স্যাঁৎসেঁতে, কটু, পরিচিত, মদ-মদ, অতিপ্রিয় গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগে উঠল অনেক সুখের দিন ও দেশভ্রমণের পুরনো স্মৃতি। কালো ঈগল নাক টেনে সেই পাগল-করা গন্ধ শুঁকতে লাগল, ঠিক যে ভাবে এক ভবঘুরে দেশে ফিরে এসে তার ছেলেবেলার বাড়িতে লতিয়ে-ওঠা গোলাপের গন্ধ শোঁকে। অতীতের সুখ-স্মৃতি তাকে পেয়ে বসল। হাতটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। প্যাকিং-এর কাঠ—শুকনো, দলদলে, নরম, মন-ভোলানো, প্যাকিং কাঠ দিয়ে মেঝেটা ঢাকা। বাইরে ঝির-ঝির বৃষ্টি এবার ঠাণ্ডা ঘন বর্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে।

ট্রেনের ঘণ্টা বেজে উঠল। দস্যু-দলপতি কোমরবন্ধটা খুলে দুটো রিভলবার সমেত সেটাকে ছুড়ে মাটিতে ফেলে দিল। কাঁটা-মারা জুতোজোড়াও সেই পথে গেল—এমন কি চওড়া পটি-দেওয়া টুপিটাও। কালো ঈগলের খোলস খুলে পড়ছে। সশব্দে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। প্রাক্তন সীমান্তত্রাস মানুষটি বক্স-কারের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বেশ আরাম করে সে প্যাকিং কাঠের উপর শুয়ে পড়ল; কালো বোতলটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল; চোখ দুটো বুজে এল; ভয়ংকর মুখে ফুটে উঠছে একটা বোকা-বোকা মুখের হাসি। মোরগ বাবাজি রাগ্‌ল্‌স্‌ ফিরে চলেছে তার নিজের জায়গায়।

বেপরোয়া ডাকাতের দল আক্রমণের সংকেতের অপেক্ষায় নিশ্চলভাবে শুয়ে রইল, আর ট্রেনটা নির্বিঘ্নে এস্পিনা থেকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ট্রেনের গতি বাড়ল; কালো কালো ঝোপ-ঝাড়গুলো শাঁ-শাঁ করে দুই পাশে সরে যেতে লাগল; এক্সপ্রেস ট্রেনের সংবাদবাহক পাইপটা ধরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল; তারপর আবেগের সঙ্গে বলে উঠল:

"লুঠতরাজের পক্ষে কী চমৎকার জায়গাটা।"

# সংস্কারের পুনরুদ্ধার

## A Retrieved Reformation

জিমি ভ্যালেন্টিন কারাগারের জুতোর কারখানায় বসে একমনে উপরের অংশগুলি সেলাই করছিল ; এমন সময় রক্ষী এসে তাকে আপিসে নিয়ে গেল। সেখানে ওয়ার্ডেন তার হাতে ক্ষমার ঘোষণা-পত্রটি দিল ; সেদিন সকালেই গভর্ণর তাতে সই করেছেন। ক্লান্তভাবে জিমি সেটা হাতে নিল। চার বছরের কারাদণ্ডের প্রায় দশ মাস সে কাটিয়েছে। সে আশা করেছিল, খুব বেশি হলে মাত্র তিন মাস তাকে এখানে থাকতে হবে।

ওয়ার্ডেন বলল, "এই যে ভ্যালেন্টিন, সকালেই তো তুমি বাইরে চলে যাচ্ছ। ভালভাবে থেক, নিজেকে মানুষের মত তৈরি কর। মনে-প্রাণে তুমি তো খারাপ লোক নও। সিন্দুক ভাঙা বন্ধ করে সোজা পথে বাঁচার চেষ্টা কর।"

"আমি?" জিমি অবাক হয়ে বলল, "সেকি, আমি তো জীবনে কখনও সিন্দুক ভাঙি নি।"

"আরে না, না," ওয়ার্ডেন হেসে উঠল। "তুমি তো ভাঙো নি। তাহলে ভাল করে দেখা যাক। তাহলে সেই স্প্রিংফিল্ড-এর কর্মকাণ্ডের জন্য তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল কেন? সমাজের উপরতলার কোন মানুষকে জড়িয়ে ফেলার ভয়েই কি তাহলে তুমি 'এলিবি' প্রমাণ করতে চাও নি? অথবা এটা কি সেই নীচাশয় বুড়ো জুরিটার কীর্তি? তোমাদের মত নির্দোষ বন্দীদের ক্ষেত্রে এই দুটোর একটাই তো সব সময় ঘটে থাকে।"

"আমি?" নিপাট ভাল মানুষের মতই জিমি বলে উঠল। "সে কি, আমি তো জীবনে কখনও স্প্রিংফিল্ড-এ বাস করি নি!"

ওয়ার্ডেন হেসে বলল, "একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ক্রোনিন ; বাইরে যাবার পোশাক পরিয়ে তৈরি করে দাও। সকাল সাতটায় ওর হাত-কড়া খুলে দিও, আর ও বরং ষাঁড়ের খোঁয়াড়েই যেন আসে। আমার পরামর্শটা ভেবে দেখো ভ্যালেন্টিন।"

পরদিন সকাল সওয়া সাতটার সময় জিমি ওয়ার্ডেনের বাইরের আপিসে এসে দাঁড়াল। পরনে দুষ্কৃতিদের সুট, রেডি-মেড পোশাক ও এক জোড়া শক্ত, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ-তোলা জুতো—এ সবই সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তি প্রাপ্ত বাধ্যতামূলক অতিথিদের সরবরাহ হয়ে থাকে।

করণিক তার হাতে গুঁজে দিল একটা রেলের টিকিট ও পাঁচ ডলারের বিল—আইন আশা করে যে এই মূলধন নিয়েই সে নিজেকে সুনাগরিক ও সমৃদ্ধির আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ওয়ার্ডেন তার হাতে একটা চুরুট দিয়ে করমর্দন করল। খাতায় লিখে রাখা হল, "ভ্যালেন্টিন, ৯৭৬২-কে গভর্ণর ক্ষমা করেছেন," আর মিঃ জেম্‌স্‌ ভ্যালেন্টিন সূর্যের আলোয় হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

পাখির গান, সবুজ গাছের হাতছানি, আর ফুলের গন্ধকে উপেক্ষা করে জিমি সোজা গিয়ে ঢুকল একটা রেস্টুরেন্টে। সেখানে ঝল্‌সানো মুরগির মাংস ও এক বোতল সাদা মদ নিয়ে মুক্তির মধুর আনন্দ উপভোগ করল—তার পরেই ওয়ার্ডেনের দেওয়া চুরুটের চাইতেও এক ধাপ ভাল চুরুটে টান দিল। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ডিপোর দিকে। দরজার পাশে বসে ছিল একটি অন্ধ মানুষ; তার টুপির মধ্যে একটা সিকি ছুড়ে দিয়ে সে ট্রেনে চাপল। তিন ঘণ্টায় ট্রেন তাকে নামিয়ে দিল একটা ছোট স্টেশনে। সেখান থেকে সে চলে গেল জনৈক মাইক ডোলান-এর কাফেতে। বারের ওপারে মাইক তখন একলাই ছিল।

মাইক বলল, "আমরা দুঃখিত জিমি, আরও আগে ব্যবস্থাটা করে উঠতে পারি নি। স্প্রিংফিল্ড থেকে প্রতিবাদটা আগেই পেয়েছিলাম, আর গভর্ণরও প্রায় বিগড়ে বসেছিলেন। ভাল আছ তো?"

"খুব ভাল আছি," জিম বলল। "আমার চাবিটা আছে তো?"

চাবিটা নিয়ে সে উপরে উঠে গেল; পিছন দিকের একটা ঘর খুলে ঢুকে পড়ল। সব যেমনটি রেখে গিয়েছিল তেমনই আছে। বেন প্রাইস-এর কলারের বোতামটা তখনও মেঝেতে পড়েছিল। বিশিষ্ট গোয়েন্দাপ্রবর যখন জিমিকে কাবু করে গ্রেপ্তার করেছিল তখনই বোতামটা ছিঁড়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল।

দেয়ালের ভিতর থেকে একটা ভাঁজ-করা বিছানা বের করে কাঠটাকে দেয়ালের মধ্যে ঠেলে দিয়ে টেনে বের করল ধূলো-মাখা একটা সুটকেস। সুটকেসটা খুলে প্রাচ্য জগতের সব চাইতে ভাল চুরির সরঞ্জামগুলোর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বিশেষ পদ্ধতিতে শক্ত করা ইস্পাত দিয়ে তৈরি পুরো সেটটাই সেখানে ছিল—তুরপুন, ছেনি, ক্লাম্প, আগর; তাছাড়া জিমির নিজের হাতে তৈরি নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি যেগুলি জিমির বিশেষ গর্বের বস্তু। তাদের জীবিকার জন্য দরকারি সব যন্ত্রপাতি তারা যেখানে তৈরি করায় সেই কোম্পানি যন্ত্রপাতিগুলোর জন্য জিমির কাছ থেকে নিয়েছিল ন' শ' ডলারের কিছু বেশি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই জিমি কাফের ভিতর দিয়েই নিচে নেমে গেল। এখন তার সাজ-পোশাক রুচিশীল ও সঠিক মাপে তৈরি; ধূলো ঝেড়ে পরিষ্কার করা সুটকেসটা তার হাতে।

মাইক ডোলান সহানুভূতির সুরে বলল, "সঙ্গে কিছু আছে?"

ঠিক বুঝতে না পেরে জিমি বলল, "আমার? ঠিক বুঝলাম না। আমি তো এখন নিউ ইয়র্ক-এর দুটো বড় কোম্পানির প্রতিনিধি।"

কথাটা শুনে মাইক এতই খুশি হল যে জিমিকে তখনই একটা "সেল্টজার-ও-দুধ" না খাইয়ে ছাড়ল না। জিমি কদাপি 'শক্ত' পানীয় মুখে তোলে না।

ভ্যালেন্টিন, ৯৭৬২-এর খালাস পাবার এক সপ্তাহ পরেই ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত রিচমণ্ড-এ সিন্দুক ভেঙে চুরির একটা পরিচ্ছন্ন হাতের কাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেল, কিন্তু কর্মকর্তার কোন হদিসই করা গেল না। কোন রকমে আট শ' ডলারের মত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উদ্ধার হল মাত্র। দুই সপ্তাহ পরেই লোগান্স পোর্ট-এ একটা উন্নত

ধরনের পেটেন্ট-করা চোর-প্রতিরোধক সিন্দুক ছুরি দিয়ে মাখন কাটার মত সহজেই খুলে পাঁচ শ' ডলারের মত কারেন্সি-নোট বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল; ভিতরকার সিকিউরিটি-বণ্ড এবং রূপোয় কোন হাতই পড়ল না। ফলে চোর-ধরাদের মধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। তারপরেই জেফার্সন সিটির একটা সেকেলে ব্যাংকের সিন্দুক থেকে হাওয়া হয়ে গেল পাঁচ হাজার ডলারের ব্যাংক-নোট। পর পর এতগুলি টাকার ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারটা যেন প্রাইস-এর মত লোকদের হাত পর্যন্ত গড়াল। তদন্তের কাগজপত্র মিলিয়ে সবগুলি চুরির পদ্ধতির মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য মিল দেখা গেল। বেন প্রাইস ডাকাতির অকুস্থলগুলিতে অনুসন্ধান চালিয়ে মন্তব্য করল:

"এ সবই বাবু জিম ভ্যালেন্টিন-এর হাতের কাজ। ওই 'কম্বিনেশন নব'-টার দিকে তাকাও—এমন ভাবে খোলা হয়েছে যেন বর্ষাকালে মূলো তুলেছে। এমন কাজ করার মত যন্ত্র একমাত্র তার কাছেই থাকে। জিমি কখনও একবারের বেশি তুরপুন ঘোরায় না। হ্যাঁ, মিঃ ভ্যালেন্টিনকেই আমি চাই। অচিরেই সে পুনরায় এই কাজটিই করবে।"

বেন প্রাইস জিমির অভ্যাসগুলি জানত। স্প্রিংফিল্ড-এর চুরির ব্যাপার নিয়ে কাজ করার সময়ই এগুলি সে জেনে ফেলেছে। বড় বড় লাফ, দ্রুত পলায়ন, কোন সঙ্গী-সাথী নেই, ভাল সমাজে চলাফেরায় রুচি। বেন প্রাইস এই ধূর্ত সিন্দুক-ভাঙিয়ে লোকটির খোঁজে ওৎ পেতে রইল। তার ফলে অন্য সিন্দুক-ভাঙিয়েরা কিছুটা নির্বিঘ্নেই চলতে লাগল।

একদিন বিকেলে জিমি ভ্যালেন্টিন ও তার সুটকেসটা আর্কান্সাস-এর জলদস্যু অধ্যুষিত অঞ্চলের রেলপথ থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী স্টেশন এল্‌মোর-এ নেমে পড়ল মেল-ট্রেনের কামরা থেকে। জিমিকে তখন দেখাচ্ছিল কলেজ থেকে সদ্য ফেরত ক্রীড়াবিদ যুবকের মত। গলিপথটা ধরে সে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল।

একটি যুবতী মহিলা রাস্তাটা পার হয়ে মোড়ের কাছে তাকে পাশ কাটিয়ে "এল্‌মোর ব্যাংক" সাইনবোর্ড টাঙানো একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ল। জিমি ভ্যালেন্টিন তার চোখের দিকে তাকাল, নিজের সত্তাকে ভুলে গেল, হয়ে উঠল অন্য এক মানুষ। মহিলা চোখ নামিয়ে নিল; তার মুখে ঈষৎ রংএর ছোপ লাগল। জিমির মত আদব-কায়দা ও সুদর্শন চেহারার যুবক এল্‌মোর-এ কদাচিৎ দেখা যায়।

ব্যাংকের সিঁড়িতে একটা ছেলে অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কলার ধরে তাকে কাছে টেনে এনে জিমি তাকে শহরটা সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল এবং মাঝে মাঝেই তাকে কিছু ডাইম ঘুষ দিল, এক সময়ে যুবতীটি ব্যাংকে থেকে বেরিয়ে এল এবং সুটকেসধারী যুবকটিকে কোন রকম পাত্তা না দিয়ে নিজের পথে পা বাড়াল।

জিমি সুকৌশলে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল, "এই মহিলাটি কি মিস্ পলি সিম্পসন?"

ছেলেটি বলল, "না, উনি তো আন্নাবেল অ্যাডাম্‌স্। ওর বাবা এই ব্যাংকের মালিক। আপনি এল্‌মোর এসেছেন কেন? আপনার ঘড়ির চেনটা কি সোনার? আমি একটা বুলডগ আনতে যাচ্ছি। আপনার কাছে আর ডাইম আছে কি?"

জিমি "প্ল্যাণ্টার্স হোটেল"-এ গেল, নিজের নাম লেখাল র‍্যাল্ফ্ ডি. স্পেন্সার, একটা ঘর ভাড়া করল। ডেস্কের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে করণিকটিকে নিজের কাজের কথা জানাল। বলল, ব্যবসা শুরু করার মত একটা জায়গার খোঁজেই সে এল্‌মোর এসেছে। এই শহরে জুতোর ব্যবসাটা এখন কেমন চলছে? জুতোর ব্যবসার কথাটাই সে ভাবছে। এখানে সেটা চলবে কি?

জিমির পোশাক ও চাল-চলন দেখে করণিকটি প্রভাবিত হল। এল্‌মোর-এর যুবক সম্প্রদায়ের চোখে সে নিজেই কিছুটা ফ্যাসনের প্রতীক; কিন্তু এখন সে নিজেও দোষ-ত্রুটিগুলো বুঝতে পারছে। জিমির টাই বাঁধার ধরনটা শেখার চেষ্টা করতে করতে সে সানন্দে তথ্যগুলো জানাতে লাগল।

হ্যাঁ, জুতোর ব্যবসাটা এখানে ভালই চলা উচিত। এখানে কেবলমাত্র জুতোর দোকান একটাও নেই। শুকনো মালের দোকানগুলিই জুতো কেনা-বেচা করে। এখানে সব ব্যবসাই বেশ ভাল চলে। আশা করা যায় যে মিঃ স্পেন্সার এল্‌মোর-এ থাকাটাই স্থির করবেন। শহরটা থাকার পক্ষে মনোরম, আর লোকজনও খুব মিশুকে।

মিঃ স্পেন্সার ভাবল, শহরটাতে সে আরও কয়েকটা দিন থেকে যাবে এবং পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করবে। না, করণিককে কোন ছেলেকে ডাকতে হবে না। সুটকেসটা সে নিজেই বইতে পারবে; সুটকেসটা কিন্তু বেশ ভারীই ছিল।

মিঃ র‍্যাল্ফ্ স্পেন্সার—জিমি ভ্যালেণ্টিন-এর ভস্ম থেকে যে ফিনিক্স হয়ে উঠে এসেছে—যে ভস্ম জমেছে আকস্মিক ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হয়ে—এল্‌মোরেই থেকে গেল এবং সমৃদ্ধিও লাভ করল। সে একটা জুতোর দোকান খুলল, আর ব্যবসাটাও বেশ ভালই চলতে লাগল।

সামাজিক দিক থেকেও সে সফলতা পেল। অনেক বন্ধুবান্ধব জুটল। তার অন্তরের বাসনাও পূর্ণ হল। মিস্ আন্নাবেল অ্যাডাম্‌স্-এর সঙ্গে দেখা করল; ক্রমেই তার রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে পড়ল।

একটা বছরের পরে মিঃ র‍্যাল্ফ্ স্পেন্সার-এর অবস্থাটা এই রকম দাঁড়াল: সে সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করল; জুতোর দোকান ফুলে-ফেঁপে উঠল; স্থির হল, দু'সপ্তাহের মধ্যেই সে ও আন্নাবেল বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবে। মিঃ অ্যাডাম্‌স্ মফস্বলের পরিশ্রমী ব্যাংকার; স্পেন্সারকে তার পছন্দ হল। আন্নাবেল ও তাকে নিয়ে যতটা গর্ববোধ করে, ততটাই তাকে ভালও বাসে। মিঃ অ্যাডাম্‌স্-এর বাড়িতে এবং আন্নাবেল-এর বিবাহিতা দিদির বাড়িতে সে সমান স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে—যেন এই বাড়িরই একজন।

একদিন জিমি তার ঘরে বসে এই চিঠিটা লিখল; তারপর সেণ্ট লুইস-এ তার এক পুরনো বন্ধুর নিরাপদ ঠিকানায় চিঠিটা ডাকে ফেলল:

প্রিয় বন্ধু পল:

আমার ইচ্ছা পরবর্তী বুধবার রাত ন'টার সময় "লিট্‌ল্ রক"-এ সুলিভানের বাড়িতে তুমি হাজির থাকবে। আমার ইচ্ছা, কিছু ছোটখাট ব্যাপারে তুমি আমার সঙ্গে একটা ফয়সালা করে ফেলবে। তাছাড়া, আমার যন্ত্রপাতির থলিটা আমি তোমাকে উপহার দিতে চাই। আমি জানি সেগুলি পেলে তুমি খুব খুশি হবে—হাজার ডলারের

বিনিময়েও সেগুলির ডুপ্লিকেট তৈরি করে নিতে পারবে না। শোন বিলি, এক বছর আগে আমি পুরনো কাজকারবারটা ছেড়ে দিয়েছি। একটা ছোট দোকান করেছি। সৎপথে থেকে জীবিকা নির্বাহ করার পথ খুঁজে পেয়েছি এবং আজ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই পৃথিবীর সব চাইতে ভাল একটি মেয়েকে বিয়ে করছি। এটাই একমাত্র জীবন বিলি—সহজ, সরল জীবন। লক্ষ টাকার জন্যও এখন আমি অন্যের একটা ডলারও স্পর্শ করব না। বিয়ের পরে সব কিছু বেচে দিয়ে পশ্চিমে চলে যাব, সেখানে আমার অতীত জীবনের কাসুন্দি কেউ ঘাঁটতে বসবে না। তোমাকে বলি বিলি, আমার ভাবী বউ একটি পরী। আমাকে সে বিশ্বাস করে; গোটা পৃথিবীর বিনিময়েও আমি কোন খারাপ কাজ করব না। অতি অবশ্য সুলির বাড়িতে এসো, কারণ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া চাই। যন্ত্রপাতিগুলি আমি সঙ্গে নিয়েই যাব।

তোমার পুরনো বন্ধু
জিমি।

জিমি এই চিঠিটা লেখার পরে বেন প্রাইস একটা সুসজ্জিত বগী গাড়িতে চড়ে ধীরে সুস্থে এল্‌মোর-এ ঢুকল। চুপচাপ শহরময় ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বাঞ্ছিত বস্তুটি পেয়ে গেল। রাস্তার ওপারে ওষুধের দোকানটা থেকে সে র‍্যাল্‌ফ্‌ ডি স্পেন্সারকে বেশ ভালভাবেই দেখতে পেল।

নিচু গলায় বেন নিজেকেই বলল, "তুমি ব্যাংকারের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছ জিমি? তা বেশ, আমি কিছু জানি না!"

পরদিন সকালে জিমি অ্যাডাম্‌স্‌-এর বাড়িতে প্রাতরাশ খেল। বিয়ের পোশাকের বরাত দিতে এবং আন্নাবেল-এর জন্য একটা সুন্দর কিছু কিনতে সে "লিট্‌ল্‌ রক"-এ যাচ্ছিল। এল্‌মোর-এ আসার পরে এই প্রথম সে শহর ছেড়ে যাচ্ছে। নিজের বৃত্তিগত কাজকর্মগুলি সে এক বছর হল ছেড়ে দিয়েছে। তাই সে ধরেই নিয়েছে যে এখন সে নিরাপদে বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে।

প্রাতরাশের পরে গোটা পরিবারটিই এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল—মিঃ এ্যাডাম্‌স্‌, আন্নাবেল, জিমি, আর পাঁচ ও নয় বছরের দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আন্নাবেল-এর বিবাহিতা দিদি। তখনও জিমি যে হোটেলটাতে থাকত সকলে সেখানে পৌঁছতেই জিমি এক দৌড়ে তার ঘরে ঢুকে সুটকেসটা নিয়ে এল। তারপর তারা ব্যাংকে গেল। সেখানেই দাঁড়িয়েছিল জিমির ঘোড়া ও বগী গাড়ি, আর ছিল ডল্‌ফ্‌ গিবসন যে গাড়িটা চালিয়ে তাকে রেল-স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

সকলে মিলে খোদাই-করা ওক কাঠের উঁচু রেলিং-ঘেরা ব্যাংকের ঘরে ঢুকে পড়ল—জিমিও তার মধ্যে একজন, কারণ মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌-এর ভাবী জামাতাটির সর্বত্রই অবাধগতি। যে সুদর্শন যুবকটি জিম্‌ আন্নাবেলকে বিয়ে করতে চলেছে তার সঙ্গে কথা বলে করণিকরা সকলেই খুব খুশি। জিমি সুটকেসটা নামিয়ে রাখল। নব যৌবনের উত্তাপ ও সুখের ছোঁয়ায় উদ্বেলিত হৃদয় আন্নাবেল জিমির টুপিটা মাথায় দিয়ে সুটকেসটা তুলে নিল। তারপর বলে উঠল, "আরে! র‍্যাল্‌ফ্‌, এটা যে খুব ভারী। মনে হচ্ছে বুঝি সোনার ইট দিয়ে ভর্তি।"

জিমি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "ওর মধ্যে আছে অনেকগুলি নিকেল-করা 'সু-স্বর্ণ' এগুলো ফেরৎ দিতেই আমি যাচ্ছি। ভাবলাম, এগুলো সঙ্গে করে নিলে অনে ভাড়া বেঁচে যাবে। আমি বড়ই কঞ্জুষ হয়ে উঠেছি।"

এল্‌মোর ব্যাংকে সদ্য সদ্য একটা নতুন সিন্দুক ও ভল্ট বসানো হয়েছে। সেট নিয়ে মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌-এর গর্বের সীমা নেই। সকলকেই ডেকে ডেকে সেটা দেখান ভল্টটা ছোট, কিন্তু তাতে একটা নতুন পেটেন্ট-নেওয়া দরজা লাগানো হয়েছে, তাতে নিরেট ইস্পাতের তিনটে খিল এমনভাবে লাগানো হয়েছে যাতে একটা হাতল দিয়েই যুগপৎ তিনটে খিলই খোলা যায়; আর লাগানো হয়েছে একটা "টাইম-লক" মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌ উত্তেজিতভাবে ভল্টটা খোলা ও বন্ধ করার কৌশলটা মিঃ স্পেন্সারবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। মিঃ স্পেন্সার যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেও ব্যাপারটাতে বিশে আগ্রহ দেখাল না। দুটি শিশু মে আর আগাথা অবশ্য ঝক্‌ঝকে ধাতু ও মজার ঘা ও গুল দেখে খুব মজা পেল।

সকলে যখন এই সব কাজে ব্যস্ত সেই সময় বেন প্রাইস ভিতরে ঢুকে কনুইয়ে উপর ভর দিয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে কি যেন দেখছিল। টেলার-করণিককে জানাল, সে কোন কাজে আসে নি; পরিচিত একজনের জন্য অপেক্ষা করছে মাত্র।

হঠাৎ মেয়েদের ভিতর থেকে দু' একটা চিৎকার শোনা গেল; ফলে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল। বড়দের অজ্ঞাতসারে নয় বছরের মেয়ে খেলার ছলেই আগাথাকে ভল্টের ভিতর আটকে রেখেছিল। তার পর সে খিলগুলো লাগিয়ে 'কম্বিনেশন'-এর নবগুলো ঘুরিয়ে দিল, ঠিক যেমনটি সে মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌কে করতে দেখেছিল।

বুড়ো ব্যাংকার এক লাফে এগিয়ে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "দরজাটা খোলা যাচ্ছে না। ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয় নি; 'কম্বিনেশন'-ও ঠিকমত করা হয় নি।"

আগাথার মা হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেললেন।

কাঁপা হাতটা তুলে অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, "চুপ! একমুহূর্তকাল সকলেই চুপ করে থাক। আগাথা!" গলায় যতটা সম্ভব জোর দিয়ে তিনি ডেকে উঠলেন। "আমার কথা শোন।" তারপর সব নিশ্চুপ। কেবল কানে এল অন্ধকার ভল্টের মধ্যে একটি ভীত, ত্রস্ত শিশুর আর্ত চিৎকার।

"সোনা মানিক আমার!" মা বিলাপ শুরু করলেন। "ও তো ভয়েই মরে যাবে! দরজাটা খোল! আঃ, ওটাকে ভেঙে ফেলো! তোমরা কি কেউ কিছু করতে পার না?"

কাঁপা গলায় মিঃ অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, "লিট্‌ল্‌ রক থেকে কাছে এমন কোন লোক পাওয়া যাবে না যে ঐ দরজাটা খুলতে পারে। হা ঈশ্বর! স্পেন্সার, আমরা কি করব বল? অতটুকু শিশু—ভল্টের মধ্যে থাকলে সে তো বেশিক্ষণ বাঁচবেই না। যথেষ্ট বাতাস তো ওখানে নেই; তাছাড়া, ভয়েই তো ও সিটিয়ে যাবে।"

আগাথার মা পাগলের মত ভল্টের দরজায় ধাক্কা মারতে লাগলেন। কে যেন ডিনামাইটের কথা বলল। আন্নাবেল উৎকণ্ঠা-ভরা চোখে জিমির দিকে তাকাল; তার

চোখ তখনও হতাশায় ভরে ওঠে নি। একটি নারীর কাছে তার ভালবাসার মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকতে পারে না।

"তুমি কি কিছুই করতে পার না র‍্যাল্‌ফ? চেষ্টা করেই দেখ না।"

ঠোঁটে ও তীক্ষ্ণ দুটি চোখে মৃদু মধুর হাসি ফুটিয়ে জিমি তার দিকে তাকাল। বলল, "তোমার পোশাক থেকে ঐ গোলাপটা খুলে আমাকে দেবে কি আন্নাবেল?"

কথাগুলি ঠিক বিশ্বাস না করেও আন্না তার পোশাক থেকে গোলাপ-কুঁড়িটা খুলে জিমির হাতে দিল। ফুলটাকে ভেস্ট-পকেটে গুঁজে রেখে জিমি গায়ের কোটটা খুলে শার্টের আস্তিন দুটো গুটিয়ে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাল্‌ফ্ ডি. স্পেন্সার অদৃশ্য হয়ে গেল; তার জায়গায় আবির্ভূত হল জিমি ভ্যালেন্টিন।

সে সংক্ষেপে হুকুম করল, "সব্বাই দরজার কাছ থেকে সরে যাও।"

সুটকেসটা টেবিলের উপর রেখে সপাটে সেটাকে খুলে ফেলল। সেই মুহূর্ত থেকে সে যেন ভুলে গেল যে সেখানে অন্য কোন মানুষ আছে। দ্রুত হাতে ঝক্‌ঝকে বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি একের পর এক সাজিয়ে রাখতে লাগল, আর কোন কিছু করার সময় তার চিরদিনের অভ্যাসমত নিজের মনেই শিস দিতে লাগল। অন্য মানুষগুলি গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে গিয়ে অনড়, অচল হয়ে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতই তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এক মিনিটেই জিমির প্রিয় তুরপুনটা ইস্পাতের দরজার মধ্যে একটু একটু করে ঢুকে গেল। দশ মিনিটের মধ্যেই—নিজের চুরির রেকর্ড ভেঙে—খিলগুলোকে ঠেলে দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

আগাথা বেহুঁশ হয়ে গেলেও নিরাপদেই ছিল। মা এগিয়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

জিমি ভ্যালেন্টিন কোটটা গায়ে চড়াল, হাঁটতে হাঁটতে রেলিং পার হয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতেই তার মনে হল, অনেক দূর থেকে পরিচিত গলায় কে যেন "র‍্যাল্‌ফ্!" বলে ডাকল। কিন্তু সে দাঁড়াল না।

দরজার কাছে একটি বড় মাপের মানুষ তার সমুখে এসে দাঁড়াল।

বিচিত্র হাসি হেসে জিমি বলল, "হ্যালো বেন! শেষ পর্যন্ত ঠিক পাকড়াও করলে! বেশ, চল। এতে বিশেষ কোন তারতম্য হল বলে তো আমি বুঝতে পারছি না।"

তারপরেই বেন প্রাইস একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।

বলল, "মনে হচ্ছে আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন মিঃ স্পেন্সার। আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনার বগী গাড়িটাই বাইরে অপেক্ষা করছে, তাই না?"

বেন প্রাইস মুখটা ঘুরিয়ে রাজপথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

# স্মৃতির গলি-পথে

## The Renaissance at Charleroi

গ্রাঁদেমঁত চার্লস্ একজন ছোটখাট ক্রিয়োল ভদ্রলোক; বয়স চৌত্রিশ বছর, মাথার মাঝেখানে একটা টাক, চাল-চলন প্রিন্সের মত। নিউ অর্লিয়ান্স-এর রাজ-দরবারের কাছে যে সব ইট রং-এর ঠাণ্ডা, দুর্গন্ধময় পাহাড় আছে তারই একটাতে অবস্থিত তুলোর দালালের আপিসে তিনি দিনের বেলায় করণিকের কাজ করেন। রাত হলে পুরনো ফরাসী ভবনে তার তিনতলার ঘরে তিনি আবার হয়ে যান চার্লস্ পরিবারের সবশেষ পুরুষ বংশধর। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারটি এক সময় ফ্রান্সের জমিদার ছিল। সম্প্রতি কালে চার্লস্‌রা প্রজাতন্ত্রী মতের দিকে বেশি করে ঝুঁকলেও মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী আবাদী জীবনযাত্রার রাজকীয় জাঁকজমক ও নিরুদ্বেগ দিনযাপনে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। হয় তো গ্রাঁদেমঁত একজন মার্কুইস দ ব্রাসেও ছিলেন। কারণ সে উপাধিটা ছিল বংশানুক্রমিক। কিন্তু মাসিক পঁচাত্তর ডলারের জমিদারী। হায়রে! তবু উপাধি তো বটে।

গ্রাঁদেমঁত তার মাইনে থেকে ছয় শ' ডলার জমিয়েছেন। আপনি হয় তো বলবেন, বিয়ে করার পক্ষে ওটাই যথেষ্ট। অতএব দুটি বছর এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকার পরে একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে মীড ডি' অর-এ মহিলার বাবার আবাদে পৌঁছে মাদ্‌ময়জেল আদেল্ ফকুয়ের কাছে বিপদসংকুল প্রশ্নটা তুলেই ফেললেন। মহিলাটি গত দশ বছর ধরে দেওয়া সেই একই জবাব দিল: "মঁসিয়ে চার্লস, আগে আমার ভাইকে খুঁজে বের করুন।"

এমন একটা যুক্তিহীন শর্তের মুখে দাঁড়িয়ে চার্লস্‌ও দাবী করে বসলেন যে আদেল্ তাকে ভালবাসে কি না সেটাই সহজ ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হোক।

দুটি ধূসর চোখের স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আদেল্ আরও নরম সুরে জবাব দিল:

"গ্রাঁদেমঁত, আমার কথার জবাব না দিয়ে আমাকে এ প্রশ্ন করার কোন অধিকার তোমার নেই। হয় ভাই ভিক্টরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনো, অথবা প্রমাণ দাও যে সে মরে গেছে।"

যে কারণেই হোক, পাঁচ-পাঁচবার প্রত্যাখ্যাত হলেও ফিরে যাবার সময় চার্লসের হৃদয় ততটা দুঃখভারাক্রান্ত ছিল না। ভালবাসার কথাটা সে অস্বীকার করে নি। আবেগের নৌকো কত অগভীর জলেই না ভেসে থাকতে পারে। অথবা আমরা কি সেই মতেরই ইঙ্গিত দেব যে চব্বিশ বছরের তুলনায় চৌত্রিশ বছর বয়সে জীবনের জোয়ারের জলস্রোত আরও অনেক বেশি শান্ত ও বিবেচক হয়ে ওঠে!

ভিক্টর ফকুয়েরকে আর কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে হারিয়ে যাবার

প্রথম দিকে চার্লসের নামে টাকা ছিল, এবং হারানো যুবকটিকে খুঁজে পেতে সে অকাতরে ডলার খরচ করেছে পিকার্ডন-এর মত। তখনও পর্যন্ত তার মনে কিছুটা আশা ছিল, কারণ মিসিসিপি ইচ্ছা করলেই তার তৈলাক্ত জটিল স্রোতধারার ভিতর থেকে যে কোন শিকারকে ফিরিয়ে দিতে পারে।

গ্রাঁদেমঁত মনে মনে হাজারবার ভিক্টর-এর হারিয়ে যাবার দৃশ্যটার কথা ভেবেছেন। আর প্রতিবারই আদেল্‌ যখন তার আবেদনের জবাবে ঐ একই একরোখা বিকল্পের কথাটা তুলে ধরেছে, তখনই তার মাথার মধ্যে দৃশ্যটা নতুন করে জেগে উঠেছে।

ছেলেটি ছিল পরিবারের সকলেরই বড় আদরের: সাহসী, সদাবিজয়ী, বেপরোয়া। তার ছেলেমানুষী কল্পনা আবাদেরই একটি মেয়ের কাছে বাধা পড়েছিল—জনৈক ওভারসিয়ারের মেয়ের কাছে। ভিক্টরের পরিবারের লোকরা এই জটিল পরিস্থিতিটার কোন খবরই রাখত না। যে পথে সে পা বাড়িয়েছে তার পরিণতির অনিবার্য দুঃখের হাত থেকে পরিবারের লোকদের বাঁচাবার চেষ্টায় গ্রাঁদেমঁত ব্যাপারটাকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। সর্বশক্তিমান অর্থ তার পথকে মসৃণ করে দিল। একটি সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যেই ওভারসিয়ার মেয়েকে নিয়ে সরে পড়লেন অজানা পথে। গ্রাঁদেমঁত-এর স্থির বিশ্বাস ছিল তার এই চালেই ছেলেটির সুবুদ্ধি ফিরে আসবে। সে ঘোড়া ছুটিয়ে মীড ডি' ওর-এ চলে গেল তার সঙ্গে কথা বলতে। দু' জনে বাড়ি ও উঠোন থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে লাগল। আকাশে ঝুলে আছে একটা বজ্রগর্ভ মেঘ; বৃষ্টি আসন্ন, তবে তখনও পর্যন্ত কোন বৃষ্টি হয় নি। গ্রাঁদেমঁত তাদের গোপন প্রেমের কথা তুলতেই ভিক্টর হঠাৎ রেগে গিয়ে পাগলের মত তাকে আক্রমণ করল। ছোটখাট মানুষ হলেও গ্রাঁদেমঁত-এর পেশীগুলো লোহার মত কঠিন। ঘুসির পর ঘুসি খেয়েও তিনি কব্জি দুটো চেপে ধরে ছেলেটাকে চিৎ করে পথের উপর শুইয়ে ফেললেন। মুহূর্তকাল পরেই রাগ কেটে গেল, আর ভিক্টরও উঠে দাঁড়াল। আপাতত শান্ত হলেও তখন তার অবস্থা বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। মীড ডি' ওর-এর বাড়ির দিকে হাতটা বাড়িয়ে ভিক্টর চিৎকার করে বলে উঠল, "তুমি আর ওরা সকলে মিলে আমার জীবনের সব সুখকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছ। আর কোন দিন তোমরা আমার মুখটাও দেখতে পাবে না।"

মুখটা ঘুরিয়ে এক দৌড়ে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তাকে ডাকতে ডাকতে গ্রাঁদেমঁত যথাসাধ্য তার পিছু নিলেন, কিন্তু সব বৃথা। এক ঘণ্টার উপর তিনি ভিক্টরের খোঁজে ছুটে বেড়ালেন। পথ থেকে নেমে আগাছা ও উইলো গাছের ভিতর দিয়ে ভিক্টরের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে নদীর তীর পর্যন্ত গেলেন। কোন সাড়া এল না, যদিও একবার তার মনে হল নীচের খরস্রোতা নদীর বুক থেকে একটা ডুবন্ত আর্ত চিৎকার তার কানে এল। তারপরেই ঝড় উঠল। জলে ভিজে হতাশ হৃদয়ে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন।

বাড়িতে ছেলেটির নিখোঁজ হবার ব্যাপারটা তিনি ভাল করেই বুঝিয়ে বললেন, যদিও আসল ব্যাপারটার কোন উল্লেখই করলেন না; তার আশা ছিল, রাগ পড়ে গেলেই ভিক্টর বাড়িতে ফিরে আসবে। পরবর্তী কালে যখন তার ভীতি প্রদর্শনটাই

বাস্তবে সত্য হয়ে দেখা দিল, কেউই তার মুখখানি আর কোন দিন দেখতে পেল না, তখন সেই রাতের দেওয়া ব্যাখ্যাটার কোন পরিবর্তন করা আর তার পক্ষে সম্ভব হল না, এবং তার ফলে ছেলেটির হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে ঘিরে একটা রহস্যের আবরণ থেকেই গেল।

সেই রাত থেকে যখনই আদেল্ তার দিকে তাকিয়েছে তখনই গ্রাঁদেমঁত তার চোখে দেখতে পেয়েছেন একটা নতুন ভাবের প্রকাশ। তারপর বছরের পর বছর কেটেছে, কিন্তু সে প্রকাশের পরিবর্তন ঘটে নি। সে ভাবের অর্থটা তিনি বুঝতে পারেন নি, কারণ সেই ভাবের কারণটা আদেল্ কোন দিন খুলে বলে নি।

হয়তো যদি তিনি জানতেন যে সেই দুর্ভাগা রাতে আদেল্ ফটকেই দাঁড়িয়েছিল তার ভাই ও প্রেমিকের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়, আর অবাক হয়ে ভাবছিল যে কোন গোপন আলোচনা থাকলেও তার জন্য এমন একটা দুর্যোগপূর্ণ সময় এবং বিপদসংকুল স্থান তারা বেছে নিয়েছিল কেন—যদি তিনি জানতেন যে বিদ্যুতের একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আদেল্-এর চোখে ধরা পড়েছিল দু'জনের সেই সংক্ষিপ্ত, কঠিন সংগ্রাম যখন ভিক্টর গ্রাঁদেমঁত-এর হাতের চাপে এলিয়ে পরেছিল, তাহলে তিনি সব কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারতেন, আর আদেল্-ও—

আমি জানি না আদেল্ কি করত। কিন্তু একটা কথা খুব পরিস্কার যে গ্রাঁদেমঁত কর্তৃক আদেল্-এর পাণি প্রার্থনা এবং আদেল্-এর "হ্যাঁ" বলার মধ্যে তার ভাইয়ের হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আরও কিছু ছিল। দশটি বছর কেটে গেল, তবু সেদিন বিদ্যুতের ঝলকানির ক্ষণিক সময়ে যা সে দেখেছিল সেই ছবিটা তার কাছে অবিস্মরণীয় হয়েই রইল। ভাইকে সে ভালবাসত, কিন্তু সে কি অপেক্ষা করছিল রহস্য মোচনের জন্য, "সত্যে"র জন্য! মেয়েরা তো সত্যের উপাসিকা রূপেই পরিচিত। এমন বেশ কিছু মেয়ে মানুষের কথা শোনা যায় যারা বাসনার ক্ষেত্রে মিথ্যার তুলনায় জীবনকে তুচ্ছই জ্ঞান করে। সে সব কথা আমি জানি না। কিন্তু, আমি অবাক হয়ে ভাবি, গ্রাঁদেমঁত যদি তার প্রিয়তমার পায়ের তলায় পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন যে তার হাতটাই ভিক্টরকে ডুবিয়ে দিয়েছিল দূরধিগম্য নদীর তলায় এবং মিথ্যা কথা দিয়ে আর তিনি নিজের ভালবাসাকে কলংকিত করতে পারছেন না, তাহলে আদেল্ যে কী করত তা আমি ভেবেই পাই না।

কিন্তু গ্রাঁদেমঁত চার্লস্ ছোটখাট একজন আর্কেডিয় ভদ্রলোক; আদেল্-এর চোখের ভাষা তিনি কোন দিন বুঝতে পারেন নি; আর শেষ বারেও তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি যখন বাড়ির পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তখন তার মন নিজের সম্মান ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকলেও ভবিষ্যতের আশায় বড়ই দরিদ্র হয়ে গেল।

এটা সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। শীতের প্রথম মাসেই গ্রাঁদেমঁত-এর মনে জাগল "পুনর্জন্ম"-এর চিন্তা। আদেল্ যখন কোনদিনই তার হবে না, আর তাকে ছাড়া অর্থ-বিত্ত সবই যখন অর্থহীন, তাহলে কিসের প্রয়োজনে তিনি তিল তিল করে ডলার সঞ্চয় করবেন? যা আছে তাকেই বা রক্ষা করবেন কেন?

রয়াল স্ট্রীটের কাফের ছোট ছোট পালিশ-করা টেবিলে মদ নিয়ে বসে তিনি

সিগারেটের উপর সিগারেট টানেন আর নিজের পরিকল্পনার কথা ভাবেন। ক্রমে পরিকল্পনাটা পূর্ণ রূপ পায়। অবশ্য এতে তার সব টাকা খরচ হয়ে যাবে, কিন্তু—ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে গেলেও—কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি হয়ে যাবেন চার্লরয় বাড়ির চার্লস্। চার্লস্ বংশের সমৃদ্ধির সব চাইতে গৌরবময় দিন উনিশে জানুয়ারি আবার যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে। সেই দিনটিতে ফ্রান্সের রাজা কোন এক চার্লস্‌কে নিয়ে এক টেবিলে বসে খানা খেয়েছিলেন; সেই দিনটিতে মার্কুইস দ স্থ্যাসে আমাঁদ চার্লস্ একটি উজ্জ্বল ধূমকেতুর মত নিউ অর্লিয়েন্স-এ জাহাজ থেকে নেমেছিলেন; ঐ দিনটিতেই তার মায়ের বিয়ে হয়েছিল; ঐটাই গ্রাঁদেমঁত-এরও জন্মদিন। গ্রাঁদেমঁত-এর যতদূর মনে পড়ে, বংশটির পতনের আগে পর্যন্ত ঐ বার্ষিকীর দিনটিই ছিল পান-ভোজন, আতিথেয়তা ও সগর্ব স্মৃতিচারণের সমার্থক।

চার্লরয় ছিল নদীর বিশ মাইল ভাঁটিতে অনেক দিন আগেকার একটি পারিবারিক আবাদ। অনেক বছর আগেই বংশের অতিমাত্রায় দান-সাগর কর্তাদের ঋণের বোঝা মেটাতে সে বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেছে। তারপর হাত বদল হতে হতে মামলা-মোকদ্দমায় সে সম্পত্তিতে এখন ছাতা পড়ে গেছে। উত্তরাধিকারের মামলা এখনও আদালতে ঝুলছে; আর পাউডার-মাখা ও লেস লাগানো জামা পরা চার্লস্-বাবুদের ভূতরা এখন সেই নিস্তব্ধ বাড়িটাতে নৈশ আসর জমায়---এসব গাল-গল্প যদি সত্যি না হয় তাহলে চার্লরয়-এর সেই বাসভবনে এখন কেউ বাস করে না।

মামলার নিষ্পত্তি সাপেক্ষে সরকারী দপ্তরখানার যে সলিসিটারের কাছে বাড়িটার চাবি গচ্ছিত আছে তাকে গ্রাঁদেমঁত খুঁজে বের করলেন। তিনি পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু। গ্রাঁদেমঁত সংক্ষেপে জানালেন, দু'-তিন দিনের জন্য তিনি বাড়িটা ভাড়া নিতে চান। তাঁর ইচ্ছা, নিজেদের পুরনো বাড়িতে কয়েকটি বন্ধুকে নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত করবেন। ব্যস—এইটুকুই।

সলিসিটার বলল, "এক সপ্তাহ—এক মাস, যতদিন খুসি বাড়িটা রাখুন, কিন্তু ভাড়ার কথা আমাকে বলবেন না। আহা, সেই ছাদের নিচে বসে কী ডিনারই খেয়েছি বাবা!" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে লোকটি তার কথা শেষ করল।

ক্যানাল, শার্ত্রেস, সাঁৎ চার্লস্ ও রয়াল স্ট্রীটের যে সব প্রতিষ্ঠিত পুরনো দোকানে আসবাবপত্র, চায়না, রূপোর তৈজস, ঘর সাজাবার জিনিস ও গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিস বিক্রি হয় সেখানে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল একটি শান্ত স্বভাবের যুবককে; তার মাথার মাঝখানে একটা ছোট টাক, চাল-চলন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, চোখ দুটি শিল্পরসিকসুলভ। কি জিনিসের খোঁজ তিনি করছেন তাও বুঝিয়ে বললেন। খাবার ঘর, হল, অভ্যর্থনা-কক্ষ ও পোশাক-ঘরের জন্য রুচিশীল সব সামগ্রী ভাড়া করতে তিনি চান। সমস্ত জিনিসপত্র প্যাক করে নৌকাযোগে চার্লরয়তে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং তিন বা চারদিনের মধ্যেই সেগুলি ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। জিনিসপত্রের কোন ক্ষতি হলে বা হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হবে।

সেই সব ব্যবসায়ীদের অনেকেই গ্রাঁদেমঁতকে চোখের দেখা দেখেছে এবং সে কালের চার্লস্‌দের সঙ্গেও ছিল কাজ-কারবারের দরুন পরিচয়। তাদের মধ্যে অনেকেই

ক্রিয়োল-এর মানুষ। এই যে একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট করণিক নিজের সব সাঞ্চত অর্থকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে মুহূর্তের জন্য হলেও প্রাচীন গৌরবের অগ্নিশিখাকে জ্বালিয়ে তোলার এক জাঁকজমকপূর্ণ অবিবেচনাপ্রসূত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, তার জন্য তাদের মনে সহানুভূতির একটা শিহরণ জেগে উঠল।

তারা বলল, "তোমার যা ইচ্ছা বেছে নাও। সব কিছু যত্নসহকারে ব্যবহার করো। দেখো যেন ক্ষয়-ক্ষতির বিলটা একটু নিচের দিকেই থাকে। ভাড়ার হার তোমাকে অকারণে পীড়িত করবে না।"

তারপর মদ-ব্যবসায়ীরা ; এখানে ছয় শ' ডলারের একটা মোটা অংশেই কোপ বসানো হল। সব চাইতে দামী সুরাসার বেছে নেবার সুযোগ পেয়ে গ্রাঁদেমঁত বেশ খুসিই হলেন। শ্যাম্পেনের বোতলগুলি সাইরেনদের মতই তাকে ইসারায় ডাকল, কিন্তু বাধ্য হয়ে সে ডাককে তিনি এড়িয়ে গেলেন। ছয় শ' ডলার হাতে নিয়ে বোতলগুলোর সামনে তিনি ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন যে ভাবে একটা পেনি হাতে নিয়ে একটা ফরাসী পুতুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে একটি শিশু। কিন্তু অন্য সব ভাল ভাল মদ তিনি বেশ বেছে বেছেই কিনলেন।

রান্নাঘরের ব্যাপারটা নিয়ে তাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা মাথা ঘামাতে হল ; হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল আঁদ্রের কথা—তাদের প্রধান রাঁধুনি আঁদ্রে—গোটা মিসিসিপি উপত্যকায় ফরাসী ক্রেয়ল রান্নার ব্যাপারে সে একজন হর্তাকর্তা ব্যক্তি। হয়তো সে এখনও এই আবাদেরই কোথাও আছে। সলিসিটার তাকে বলেছে, মামলায় উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে জায়গাটাতে এখনও চাষ-আবাদ করা হচ্ছে।

পরের রবিবারে গ্রাঁদেমঁত ঘোড়া ছুটিয়ে চার্লরয় চলে গেলেন। খড়খড়ি ও দরজাগুলো বন্ধ থাকায় মস্তবড় চৌকো বাড়িটাকে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ও নিরানন্দ মনে [।]।

উঠোনে নানা রকম ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। পথের উপর ও ফটকে শুকনো পাতা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বাড়ির পাশের গলি দিয়ে ঢুকে গ্রাঁদেমঁত আবাদের কাজের লোকদের বাসা-বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। হলুদ, লাল ও নীল রংয়ের পোশাক-পরা নিশ্চিন্ত ও খুসি-খুসি মজুররা তখন দলে দলে গির্জা থেকে ফিরে আসছিল।

হ্যাঁ, আঁদ্রে তখনও সেখানেই থাকত ; তার গরম পোশাকটা আরও বেশি খুসি-ভরা ; তার মুখটা আগের মতই ছড়ানো ; হাসিটাও আগের মত আছে। গ্রাঁদেমঁত নিজের মতলবটা তাকে খুলে বললেন, আর পুরনো রাঁধুনিটিও গর্বে ও খুশিতে ফুলে উঠল। ডিনার-পরিবেশনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এ নিয়ে তাকে আর কোন রকম মাথা ঘামাতে হবে না এটা জেনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি খরচ বাবদ আঁদ্রের হাতে একটা মোটা টাকা তুলে দিয়ে তাকে আহার্য তালিকার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন।

কালো আদমিদের মধ্যে বাড়ির পুরনো চাকরদের অনেকেই ছিল। পুরনো নায়েব এব্সালম এবং রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও সংসারের অন্য সব কাজের আধা ডজন যুবক ভিড় করে এসে দাঁড়াল "মসি গ্রাঁদে"-র সঙ্গে দেখা করতে। এব্সালম কথা

দিল, তাদের ভিতর থেকেই এমন একদল সহকারী সে বেছে নেবে যারা যোগ্যতার সঙ্গেই ডিনার পরিবেশনের কাজটা সমাধান করতে পারবে।

বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে কাজকর্মের বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে গ্রাঁদেমঁত খুশি মনে শহরে ফিরে গেলেন। আরও অনেক খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্রমে ক্রমে পরিকল্পনার কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এখন বাকি কেবল অতিথিদের কাছে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠানোর কাজ।

নদীর তীর বরাবর প্রায় বিশ মাইল জায়গা জুড়ে বাস করত এমন আধা ডজন পরিবার যাদের রাজকীয় আতিথেয়তার জাঁক-জমক ছিল চার্লস্-পরিবারেরই সমসাময়িক কালের। তারাই ছিল পুরনো সমাজের সব চাইতে গর্বিত ও মাননীয় পরিবার। তাদের ছোট গণ্ডীটাই ছিল সবার সেরা; তাদের সামাজিক বন্ধন ছিল ঘনিষ্ঠ ও হৃদ্যতাপূর্ণ, তাদের বাড়িতে চলত সদাব্রতের মহোৎসব। গ্রাঁদেমঁত বললেন, সেই সব বন্ধুরা অন্তত আর একটি বারের জন্য হলেও এই বাড়িটার তিথি-উৎসব উপলক্ষে জানুয়ারির ঊনিশ তারিখে চার্লরয়-তে এসে একসঙ্গে বসুক।

গ্রাঁদেমঁত আমন্ত্রণ-পত্রগুলি আঁকার ব্যবস্থা করল। সেগুলি দেখতে হল যেমন দামী তেমনই সুন্দর। একটা বিষয়ে সেগুলির সুরুচি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারত; কিন্তু তার ক্ষণকালের উৎসবের টুপিতে এই একটি পালককে ক্রেয়ল মেনেই নিল। তার "পুনর্জন্মের" এই একটি দিনের জন্য সে যদি "চার্লরয়-এর গ্রাঁদেমঁত দ পাই চার্লস্" হয়, তো সেটা কি সকলে মেনে নেবে না? জানুয়ারির গোড়াতেই তিনি আমন্ত্রণ-পত্রগুলি পাঠিয়ে দিলেন যাতে অতিথিরা যথাসময়েই সেগুলি হাতে পেয়ে যান।

ঊনিশ তারিখ সকাল আটটার সময় নিম্ন উপকূলের বাষ্পচালিত নৌকো "রিভার বেলে" খোশ মেজাজে চার্লরয়-এর দীর্ঘ অব্যবহৃত ঘাটের দিকে এগোতে লাগল। পাটাতন নামিয়ে দিতেই দলে দলে আবাদের মজুর নানা রকম জিনিসপত্র মাথায় নিয়ে নড়বড়ে সেতু বেয়ে নামতে লাগল। কাপড়ে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা বড় বড় বেঢপ বাণ্ডিল, বস্তা ও প্যাকেট; তাল-কাঠের টব ও পাত্র, সবুজ লতাপাতা ও নানা রকম ফুল; টেবিল, আয়না, চেয়ার, কোচ, কার্পেট ও ছবি—সব কিছুই সযত্নে ও পথের ধকল সহ্য করার মত করে প্যাড দিয়ে বাঁধা।

তাদের মধ্যে সব চাইতে শশব্যস্ত গ্রাঁদেমঁত। ভালভাবে নাড়াচাড়া করার সতর্কবাণী ছাপানো বড় বড় চুবড়িগুলোর দিকেই তার নজর সব চাইতে বেশি, কারণ তাতে ছিল সব চায়না ও কাঁচের ভঙ্গুর বাসনপত্র। যে কোন একটা চুবড়ি পড়ে ভেঙে গেলে তার ক্ষতিপূরণ করা তার এক বছরের সঞ্চয়েও কুলোবে না।

শেষ বস্তুটিও নামানো হয়ে গেলে "রিভার বেলে" পিছিয়ে গিয়ে ভাঁটির স্রোতে এগিয়ে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যেই সব জিনিসপত্র বাড়িতে পৌঁছে গেল। তারপর শুরু হল এব্সালম-এর কাজ—আসবাবপত্র ও বাসন-কোসনগুলোকে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখার তদারকি। সাহায্য করার লোকও প্রচুর, কারণ চার্লরয়-তে সে দিনটা চিরকাল ছুটি থাকে এবং আবাসিক নিগ্রোরা সকলেই স্বেচ্ছায় কাজ-কর্মে যোগ দেয়।

প্রায় জনকুড়ি নিগ্রো ছেলে মেয়ে উঠোনের পাতাগুলো ঝাঁট দিচ্ছে। বড় রান্নাঘরে আঁদ্রে তার পুরনো দিনের দাপটের সঙ্গে অসংখ্য ছোট রাঁধুনি ও কাজের লোকের উপর খবরদারি করে চলেছে। জানালাগুলো সপাটে খুলে দেওয়া হয়েছে; বাতাসে ধূলোর মেঘ উড়ছে; নানা কণ্ঠস্বরে ও ব্যস্ত পায়ের শব্দে বাড়িটা গম্‌গম্‌ করছে। প্রিন্স বাড়ি ফিরে এসেছে; আর চার্লরয়ও দীর্ঘ দিনের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

সেই রাতে নদীর ওপার থেকে ভরা চাঁদ উঠে দীর্ঘ দিন না-দেখা দৃশ্যটি আবার দেখতে পেল। পুরনো বাড়িটার প্রতিটি জানালা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল নরম আলো। দুই কুড়ি ঘরের মধ্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র চারটি ঘর—মস্ত বড় অভ্যর্থনা-কক্ষ, খাবার হল, আর প্রত্যাশিত অতিথিদের আরাম-আয়েসের জন্য দুটো ছোট ঘর। কিন্তু জ্বলন্ত মোমবাতি বসানো হয়েছে প্রত্যেক ঘরের জানালায়।

খাবার হলটাই ছিল সবার সেরা। লম্বা টেবিলে পঁচিশ জনের খাওয়ার মত আয়োজন—বরফ-সাদা চাদরের উপর চায়না ও কাঁচের বাসন-কোসনগুলি শীতকালের প্রকৃতির মত ঝল্‌মল্‌ করছে। ঘরটাই এত সুন্দর যে সাজগোজের দরকারই হয় না। মোমবাতির আলো পড়ে ঝক্‌ঝকে মেঝেটা লাল চুনির মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দেয়ালের দামী কাঠের আচ্ছাদন সিলিং-এর অর্ধেকটা পর্যন্ত উঠে গেছে। সেখানে ও তার উপরে ঝোলানো হয়েছে ফল ও ফুলের কয়েকটা জল-রংয়ের স্কেচ।

অভ্যর্থনা-কক্ষটি সাজানো হয়েছে সরল রুচিসম্পন্ন রীতিতে। সমস্ত ব্যবস্থা দেখে মনেই হয় না যে সকাল হলেই সব কিছু সরিয়ে ফেলে ঘরগুলিকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে ধূলো ও মাকড়শাদের হাতে। বাড়িতে ঢোকার হলটাকেও ভালভাবে সাজানো হয়েছে তাল ও ফার্ণ গাছ এবং আলোর মালা দিয়ে।

সাতটার সময় কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এলেন গ্রাঁদেমঁত; পরনে সান্ধ্য পোশাক, পরিচ্ছন্ন পোশাকে মুক্তো বসানো। আমন্ত্রণ-পত্রে সান্ধ্য ভোজনের সময় নির্দিষ্ট ছিল আটটা। গ্রাঁদেমঁত বারান্দায় একটা হাতল-চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে বসে সিগারেট টানতে টানতে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

চাঁদটা আকাশে অনেক দূর উঠে এসেছে। গাছপালায় ঢাকা বাড়িটা ফটক থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। ফটকের সামনেই পথ; ঘাসে-ঢাকা উঁচু জমিটা পেরিয়ে চলে গেছে অক্লান্তগতি নদীটা পর্যন্ত। উঁচু জমির মাথার উপর থেকে নেমে আসছে একটা ছোট লাল আলো, আর উপরে উঠে যাচ্ছে একটা ছোট সবুজ আলো। তারপরেই দুই-মুখো দুটো স্টিমার পরস্পরকে অভিবাদন জানাল; কর্কশ শব্দে বিষণ্ন নিম্নভূমির নিদ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভেঙে যেতে লাগল। আবার ফিরে এল সেই নিস্তব্ধতা, অবশ্য রাতের কিছু কিছু ক্ষীণ শব্দ জেগেই রইল, যেমন পেঁচার ডাক, ঝিঁঝির কিট্‌-কিট্‌, ঘাসের ভিতরে ব্যাঙের ঐকতান। বস্তি থেকে আসা নিগ্রো ছেলেমেয়েরা আর ভবঘুরের দল ফিরে গেছে তাদের আস্তানায়; দিনের হৈ-হট্টগোল সুশৃংখল নীরবতায় পরিণতি লাভ করেছে। সাদা কুর্তা-পরা ছয়টি কালো পরিচারক নিঃশব্দে পা ফেলে টেবিলের চারপাশে ঘুর ঘুর করছে আর সাজানো জিনিসপত্রকে নতুন করে সাজাবার ভান করছে। ঝক্‌ঝকে কালো পোশাক পরে এব্‌সালম উপরওয়ালার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে

সেই সব জায়গায় যেখানে তখনও আলো জ্বলছে। আর গ্রাঁদেমঁত অতিথিদের প্রতীক্ষায় চেয়ারে বসে সময় গুনছেন।

নির্ঘাৎ তিনি একটা স্বপ্নের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন, একটা যুক্তিহীন স্বপ্ন---কারণ তিনি তখন সেজেছিলেন চার্লরয়-এর মালিক আর আদেল্ হয়েছিল তার স্ত্রী। এই মুহূর্তে আদেল্ তার কাছে আসছে, তার পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছেন; তার হাতটা ছুঁয়েছে তার কাঁধ---

"ক্ষমা করবেন মসি গ্রাঁদে"---তার কাঁধটা ছুঁয়েছিল এব্‌সালম-এর হাত, কণ্ঠস্বরটাও এব্‌সালম-এর, সে কথা বলছিল কৃষ্ণাঙ্গদের ভাষায়--- "আটটা তো বেজে গেছে।"

"আটটা!" গ্রাঁদেমঁত লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। চাঁদের আলোয় ফটকের বাইরে ঘোড়া বাঁধবার সারি সারি খুঁটিগুলো তার চোখে পড়ল। অনেক কাল আগে ঐ সব খুঁটিতেই অভ্যাগতদের ঘোড়াগুলি বাঁধা থাকত। সবগুলো খুঁটিই ফাঁকা পড়ে আছে।

আঁদ্রের রান্নাঘর থেকে ভেসে এল একটা সুরেলা প্রতিবাদের সমবেত কণ্ঠ, "আহারে! একটা এমন সুন্দর ডিনার, একটা সেরা ডিনার, ছোট হলেও ডিনারের মধ্যে এক উজ্জ্বল রত্নবিশেষ! কিন্তু আর মাত্র একটি মুহূর্তের অপেক্ষা; তখন কিন্তু বস্তী অঞ্চলের কালো বাচ্চাগুলিও এই ডিনারকে স্পর্শও করবে না!"

গ্রাঁদেমঁত শান্ত গলায় বললেন, "ওরা একটু দেরি করে ফেলছে। এখনই এসে পড়বে। আঁদ্রেকে বলে দাও সে যেন ডিনার পরিবেশন না করে; আর যদি ঘটনাক্রমে কোন ষাঁড় গজরাতে গজরাতে মাঠ থেকে এসে ঘরে ঢোকে তাহলে যেন তাকে খবর দেওয়া হয়।"

তিনি আবার চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন। মুখে কথাটা বললেও তিনি বিশ্বাস করেন না যে সে-রাতে চার্লেরয়-তে কাউকে আপ্যায়িত করা হবে। ইতিহাসে এই প্রথম চার্লস্-পরিবারের আমন্ত্রণে কেউ সাড়া দিল না। গ্রাঁদেমঁত-এর সৌজন্য ও সম্মানবোধ এতই সরল এবং স্বীয় নামের মর্যাদা সম্পর্কে তিনি এতই দৃঢ় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে আজকের রাতে তাঁর ডিনার-টেবিলটা ফাঁকা পড়ে থাকার সম্ভাব্য কারণগুলি তার মনেই জাগল না।

আবাদের যে সমস্ত অঞ্চলে তার আমন্ত্রণ-পত্রগুলি পাঠানো হয়েছিল সেখানকার লোকজন প্রতিদিন যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে চার্লরয় ঠিক সেই রাস্তার উপরেই অবস্থিত। কোন সন্দেহ নেই, যে দিনটিতে পুরনো বাড়িটা যেন হঠাৎ নতুন জীবন পেয়ে জেগে উঠেছিল, হয়তো সেই দিনটাতেও তারা এই বাড়িটার পাশ দিয়েই গাড়ি চালিয়ে গেছে এবং এই দীর্ঘ পরিত্যক্ত ধ্বংসপ্রায় বাড়িটা তাদের চোখেও পড়েছে। চার্লরয়-এর ধ্বংসস্তূপের দিকে তারা একবার তাকিয়েছে, তারপর চোখ বুলিয়েছে গ্রাঁদেমঁত-এর আমন্ত্রণ-লিপির উপর; আর পুরো ব্যাপারটা ধাঁধাই হোক বা রুচিহীন ধাপ্পাই হোক বা অন্য যাই হোক না কেন তা নিয়ে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও এ-প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য এই পরিত্যক্ত বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার মত বোকামি তারা কেউ করে নি।

চাঁদ এখন গাছগাছালির উপরে উঠে এসেছে; উঠোনটা ছায়ায়-ছায়ায় ঢেকে গেছে।

নদী থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস আসছে; রাত বাড়লে যে তুষার পড়তে পারে এটা তারই ইঙ্গিত। সিঁড়ির পাশের ঘাস গ্রাঁদেমঁত-এর সিগারেটের পোড়া টুকরোয় ছেয়ে গেছে। তুলোর দালালের করণিকটি চেয়ারে বসে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে দিচ্ছেন মাথার উপরে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, নিজের যৎসামান্য পুঁজির টাকা এভাবে বোকার মত উড়িয়ে দেবার কথাটা একবারের জন্য হলেও হয় তো তার মনে জেগেছে। এই ভাবে এখানে চার্লরয়-তে বসে তিনি যে কয়েকটা ঘণ্টার জন্য তাঁর হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন হয় তো সেটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ বলেই তিনি মনে করছেন। অলস মন্থরতায় তাঁর মনটা ঘুরে বেড়াতে লাগল স্মৃতির নানা অলি-গলির পথে। "এক দরিদ্র একদা এক ভোজসভার আয়োজন করেছিল"—ধর্মগ্রন্থের এই পংক্তিটা মনে পড়ায় তিনি একা একাই হেসে উঠলেন।

এব্সালম-এর গলা খাঁকারির শব্দটা তার কানে এল। গ্রাঁদেমঁত নড়েচড়ে বসলেন। এতক্ষণ তিনি ঘুমিয়ে পড়েননি—একটু তন্দ্রা এসেছিল মাত্র।

সরল স্বরে সরল ভাবে অনুগত ভৃত্যের মতই এব্সালম বলল, "নটা বাজে মসি গ্রাঁদে।"

গ্রাঁদেমঁত উঠে দাঁড়ালেন। সেকালের চার্লস্‌রা সকলেই ছিলেন দুঁদে মানুষ; তাঁরা ভাঙতেন, তবু মচকাতেন না।

তিনিও শান্ত গলায় বললেন, "ডিনার পরিবেশন কর।" হুকুম তামিল করতে এব্সালম পা বাড়াতেই তিনি তাকে থামতে বললেন, কারণ কে যেন ফটকের ছিটকিনিটা খুট্ করে খুলে বাড়ির দিকেই হাঁটছে। এলোমেলো পা ফেলে নিজের মনে বকতে বকতে সে এগিয়ে আসছে। সিঁড়ির নিচে আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ভবঘুরে ভিখারিদের মত একঘেয়ে টানা সুরে সে কথা বলে উঠল।

"দয়ার অবতার, একটা দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, দুর্ভাগা মানুষের জন্য একটু খাবার ব্যবস্থা কি হবে না? আর চালার এক কোণে একটু ঘুমোবার ঠাই? কারণ—"এবার সে একটি অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে আনল "—এখন আমি ঘুমতে পারি। রাত হলেই এখন আর আমার মাথায় পাহাড়-পর্বত নাচে না; আর আমার কেট্‌লিগুলোকে মেজে ঝক্‌ঝকে করার খস্-খস্ শব্দও কানে আসে না। লোহার বেড়িটা এখনও আমার গোড়ালিতে বাঁধা আছে একটা কড়াও আছে; ইচ্ছে হলে আমাকে একটা শিকল পরিয়েও দিতে পারেন।"

লোকটি সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে ছেঁড়া কম্বলটা হাঁটুর উপর টেনে তুলল। দীর্ঘ পথের ধূলোয় মাথা তোবড়ানো জুতোর উপর কড়া ও বেড়িও সকলের চোখে পড়ল। রোদ-জলে ভিজে পুড়ে অনেক দিন ধরে পরা পোশাকগুলো শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জট-বাঁধা এক রাশ বাদামি চুল ও দাড়িতে মাথা ও মুখ ঢেকে আছে; তার ভিতর থেকে চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করছে। গ্রাঁদেমঁত-এর নজর পড়ল, তার হাতে একটা সাদা, চৌকো কার্ড।

"ওটা কি?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

"এটা রাস্তার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছি স্যার।" ভবঘুরে লোকটা গ্রাঁদেমঁত-এর হাতে

কার্ডটা দিল। "যাহোক কিছু খেতে দিন স্যার। একটু পোড়া রুটি, টর্‌টিলা, নিদেন পক্ষে একমুঠো শিম। ছাগলের মাংস আমি খেতে পারি না। তাদের গলাটা কাটলে তারা ছোট শিশুর মতই চিৎকার করে কাঁদে।"

গ্রাঁদেমঁত কার্ডটা তুলে ধরল। ডিনারের জন্য যে সব আমন্ত্রণ-লিপি সে নিজে পাঠিয়েছিল তারই একটা কার্ড। চার্লরয়-এর অধিবাসীবিহীন বাড়িটার সঙ্গে কার্ডটাকে মিলিয়ে দেখে কেউ যে গাড়িতে বসেই কার্ডটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মৃদু হেসে তিনি নিজেকে উদ্দেশ করেই বললেন। "ঝোপ-ঝাড় থেকে, বড় রাস্তার উপর থেকে সবাইকে ডেকে এখানে আসতে বল।" তারপর এব্‌সালমকে বললেন "লুইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

এক সময়ে লুই ছিল তার ছোকরা চাকর। সে সঙ্গে সঙ্গে সাদা কুর্তা গায়ে এসে দাঁড়াল।

গ্রাঁদেমঁত বললেন, "এই ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে বসে ডিনার খাবেন। ওকে স্নান করিয়ে ভাল পোশাক পরিয়ে নিয়ে এস। বিশ মিনিটে তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে এসে ডিনার পরিবেশন কর।"

ঠিক বিশ মিনিটের মধ্যেই এব্‌সালম ডিনার দেওয়ার কথা ঘোষণা করল, এবং এক মুহূর্ত পরেই অতিথিকে খাবার ঘরে হাজির করা হল; গ্রাঁদেমঁত টেবিলের এক মাথায় দাঁড়িয়ে তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। লুই-র মনোযোগী হাতের ছোঁয়া নবাগত মানুষটিকে একটি ভদ্র জীবে পরিণত করেছে। কোন পরিচারকের জন্য শহর থেকে পাঠানো ধোপদুরস্ত পুরনো একটা সান্ধ্য সুট পরিয়ে পরিচারকটি তার বাইরের চেহারাটাকে যাদুকরের মতই পাল্টে ফেলেছে। ব্রাশ ও চিরুণি চালিয়ে তার আলুথালু চুল-দাড়ির জঙ্গলকেও অনেকটা বাগে এনেছে। কিন্তু লোকটি যখন টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল তখন কিন্তু তার মুখে ও হাবভাবে এমন কোন আনাড়িপনা বা হতবুদ্ধির লক্ষণ দেখা গেল না যেটা আরব্য রজনীর মত এই আকস্মিক রূপ-বদলের পরে তার কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা করা গিয়েছিল। এব্‌সালম যখন গ্রাঁদেমঁত-এর ডান পাশে তাকে নিয়ে বসিয়ে দিল তখন এমন ভঙ্গীতে সে এব্‌সালমকে সে কাজটা করতে দিল যেন এটাতেই সে অভ্যস্ত।

গ্রাঁদেমঁত বললেন, "একজন অতিথির সঙ্গে নিজের নাম-ধাম জানিয়ে পরিচয় করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আমার নাম চার্লস্‌।"

ভবঘুরে লোকটি বলল, "পাহাড়ে সকলে আমাকে গ্রিংগো বলে ডাকে। আর পথের লোকরা আমাকে ডাকে জ্যাক বলে।"

"শেষের নামটাই আমার পছন্দ," গ্রাঁদেমঁত বললেন। "আপনার সঙ্গে একপাত্র মদ হয়ে যাক মিঃ জ্যাক।"

অগুণতি পরিচারক একটার পর একটা পদ পরিবেশন করেই চলল। আঁদ্রের অতি সুন্দর রন্ধন-কৌশল আর নিজের সুরা-নির্বাচনে উদ্দীপিত হয়ে গ্রাঁদেমঁত আদর্শ গৃহকর্তা হয়ে উঠলেন—যেমন কথাবার্তা, তেমনই সহজ রসিকতায় ভরপুর। অতিথিটির

কথাবার্তায়, কেমন যেন চঞ্চল ও আবোল-তাবোল বলে মনে হতে লাগল। মনে হল, তার মনের মধ্যে যেন পর্যায়ক্রমে বয়ে চলেছে আত্ম-বিস্মৃতি ও সহজ, সাবলীল চিন্তার ঢেউ। দুই চোখে ফুটে উঠেছে সাম্প্রতিক জ্বর-বিকারের একটা ঝক্‌ঝকে ভাব। একটা দীর্ঘ জ্বর-বিকারই তার এই কৃশ শরীর ও দুর্বলতা, তার মানসিক বিপর্যয় এবং জল-ঝড় ও রোদে পোড়া মুখের এই বিষণ্ন দীপ্তির কারণ।

"চার্ল্স,"—গ্রাঁদেমঁত-এর নামটাকে এইভাবেই বদলে নিয়ে সে গৃহস্বামীকে সম্বোধন করে বলল, "তুমি কখনও পাহাড়কে নাচতে দেখ নি, তাই না?"

"না মিঃ জ্যাক," গ্রাঁদেমঁত গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, "সে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলছি যে এটা নিশ্চয় একটা দেখার মত দৃশ্য হবেই। আপনিও জানেন, সাদা বরফে ঢাকা চূড়া নিয়ে বড় বড় পাহাড়গুলো ওয়াল্‌ট্‌জ্‌ নাচে—'দাকোলেতো'-ও বলতে পারেন।"

উত্তেজিতভাবে তাঁর দিকে ঝুঁকে মিঃ জ্যাক বলল, "সকালে শিমগুলো রান্না করার জন্য তোমাকে কেট্‌লিগুলো মেজে ঝক্‌ঝকে করতে হবে; তারপর কম্বলের উপর শুয়ে তুমি চুপচাপ পড়ে থাকবে। তারপরেই তারা সব বেরিয়ে এসে তোমার সমুখে নাচ করবে। তোমারও ইচ্ছা করবে বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে নাচতে, কিন্তু তোমাকে তো প্রতিরাত্রে ঘরের মাঝখানের খুঁটির সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে। পাহাড়গুলি নাচে এ-কথা তুমি বিশ্বাস কর তাই না চার্লস্‌?"

"ভ্রমণকারীদের কথার প্রতিবাদ আমি করি না," গ্রাঁদেমঁত হেসে বললেন।

মিঃ জ্যাক হো-হো করে হেসে উঠল। গলা নামিয়ে গোপন কথা বলার মত ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

"তুমি বোকার মতই এ সব কথা বিশ্বাস কর। সত্যি সত্যি তো তারা নাচে না। নাচটা হয় আমার মাথার মধ্যে জ্বরের ঘোরে। কঠোর পরিশ্রম আর খারাপ জলের জন্যই এটা হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তুমি অসুস্থ হয়ে থাকবে; এ রোগের কোন ওষুধ নেই। প্রতি সন্ধ্যায় জ্বর আসবে, তখন তোমার শরীরে দুটি মানুষের মত শক্তি হবে। একদিন রাতে স্যাঙাৎরা সব মাতাল হয়ে শুয়ে থাকে। রূপোর ডলার ভর্তি বস্তা নিয়ে তারা আসে, আর সেই খুশিতে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে যায়। রাত হলে উখা দিয়ে ঘসে শিকলটা কেটে পাহাড়ে পালিয়ে যাও। মাইলের পর মাইল হাঁটা—তাদের দলে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। ক্রমে পিছনে পড়ে থাকল পাহাড়ের পর পাহাড়, সকলে পৌঁছে গেলে তৃণভূমিতে। পাহাড়গুলো রাতের বেলায় নাচে না; তাদেরও দয়া-মায়া আছে; তোমরা ঘুমিয়ে পড়। তারপর পৌঁছে যাও নদীর তীরে; নদী তোমার কানে কানে অনেক কথা বলে। নদীর তীর বরাবর চলেছ তো চলেছই, কিন্তু যা খুঁজছ তা পাচ্ছ না।"

মিঃ জ্যাক চেয়ারে হেলান দিল। ধীরে ধীরে তার চোখ দুটি বুজে এল। খাদ্য ও পানীয় তাকে গভীর প্রশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিল। তার মুখের উৎকণ্ঠার টান-টান ভাবটা মসৃণ হয়ে এল। একটা অবসন্ন ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ঘুম-ঘুম চোখেই সে আবার বলল, "আমি জানি—এটা খুব খারাপ—এইভাবে ঘুমিয়ে

পড়া—খাবার টেবিলেই—কিন্তু—বুঝতেই তো পারছ—বড়ই জব্বর ডিনারটি খেয়েছি—আর তুমি তো পুরনো মানুষ গ্রাঁদে।"

গ্রাঁদে! নামের মালিকটি চমকে উঠে হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন। এই ঝড়ো কাকের মত চেহারার যে হতভাগা মানুষটাকে সে খলিফার মত সসম্মানে আমন্ত্রণ করে ভোজের টেবিলে এনে বসিয়েছে সে তার নাম জানল কেমন করে?

প্রথমে না হলেও একটু একটু করে ক্রমে একটা উদ্ভট ও অযৌক্তিক সন্দেহ তাঁর মাথায় ঢুকল। কম্পিত হাতে নিজের ঘড়িটা বের করে তার পিছনের ঢাকনাটা খুলে ফেললেন। ঢাকনার ভিতর দিকে আটকানো ছিল একটা ছবি—একটা ফটোগ্রাফ।

উঠে দাঁড়িয়ে গ্রাঁদেমঁত মিঃ জ্যাক-এর ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। ক্লান্ত অতিথিটি চোখ তুলে তাকাল। গ্রাঁদেমঁত ঘড়িটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

"এই ছবিটার দিকে তাকান মিঃ জ্যাক। আপনি কি কখনও—"

"আমার বোন আদেল্!"

ভবঘুরে মানুষটির কণ্ঠস্বর ঘরময় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। চকিতে সে পা দুটি বাড়িয়ে দিতেই গ্রাঁদেমঁত দুই হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, "ভিক্টর! ভিক্টর ফকুয়ের! দয়া কর, দয়া কর, দেবতা আমার!"

হারিয়ে যাওয়া মানুষটি ঘুমে ও ক্লান্তিতে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে সে রাতে তার মুখ থেকে আর কোন কথাই বের হল না। পরবর্তী কালে যখন তার ধমনীতে গ্রীষ্ম মণ্ডলের জাহাজীদের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল তখন তার এলোমেলো টুকরো টুকরো কথাগুলো একটা পরিপূর্ণ অর্থময় রূপ পেয়েছিল। সে বলেছিল তার সম্পূর্ণ কাহিনী—রাগের বশে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া, জলে ও স্থলে কত কষ্ট, কত বিঘ্ন-বিপদ, দক্ষিণ দেশে ভাগ্যের কত উত্থান-পতন, সব শেষে তার সেই সাম্প্রতিক বিপর্যয় যখন মেক্সিকোর সোনোরা পর্বতমালায় ডাকাতদলের ঘাঁটিতে বন্দী হয়ে সে চাকরের কাজ পর্যন্ত করেছে। তারপর সেখানে তার জ্বর হল, সে পালিয়ে গেল, বিকারগ্রস্ত হল, আর পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে না জানি কোন্ এক আশ্চর্য প্রবৃত্তির টানে একদিন ফিরে এল সেই নদীটার কাছে যার তীরে একদা তার জন্ম হয়েছিল। আরও বলল তার রক্তের সেই গর্বিত, কঠিন বস্তুটির কথা যা এতদিন তাকে নিশ্চুপ করে রেখেছিল, তার অজ্ঞান্তেই একজনের সম্মানকে মেঘাবৃত করেছিল, আর দুটি প্রেমিক হৃদয়কে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তোমরা হয় তো বলবে "প্রেম কী বস্তু!" সেটা যদি আমি মেনে নেই তাহলে তোমরা আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে: "অহংকার কী বস্তু!"

অভ্যর্থনা কক্ষের একটা কোচে ভিক্টর শুয়ে পড়ল; তার দুটি ভারী চোখে ফুটে উঠেছে বুদ্ধির প্রভাত-আলো, আর তার মুখে নেমে এসেছে শান্তির কোমলতা। এব্সালম একটা বিছানা পাতছিল চার্লরয়-এর ক্ষণিকের অতিথিটির জন্য; হয়তো কালই তিনি আবার হয়ে যাবেন তুলোর দালালের একজন করণিক, কিন্তু তবু—

অতিথির কোচের পাশে দাঁড়িয়ে গ্রাঁদেমঁত বলে উঠলেন, "আগামী কাল—" কথাগুলি বলতে বলতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠিক যে রকম উজ্জ্বলতা

ফুটে উঠেছিল এলিজা-র রথের সারথির মুখ যখন সে তার স্বর্গ-ভ্রমণের গৌরব-কাহিনী শুনিয়েছিল—"আগামী কাল আমি তোমাকে সেই মহিলার কাছেই নিয়ে যাব।"

# মেয়েলি কাণ্ড-কারখানা

## Cherchez La Femme

"পিকায়ুন"-এর প্রতিবেদক বরিন্স আর প্রায় শতাব্দী কালের পুরনো সংবাদপত্র "লা আবিল"-এর দুমার্স পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—বহু বছরের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে একসঙ্গে কাটিয়ে দিয়ে তারা সেটা প্রমাণ করেছে। তারা বসেছিল মাদাম তিবোল্ত্-এর দুমাইঁ স্ট্রীটের সেই ছোট কাফেতে যেখানে মিলিত হওয়াটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। জায়গাটা যদি আপনার পরিচিত হয় তাহলে তার স্মৃতি-রোমন্থন করলে আপনি সুখের একটা আবেশ অনুভব করবেন। কাফেটা ছোট, অন্ধকার, ছ'টা ছোট পালিশ-করা টেবিল দিয়ে সাজানো ; সেখানে বসে আপনি নিউ অর্লিয়েন্সের সেরা কফিটি খেতে পারেন। নাদুস-নুদুস ও প্রশ্রয়শীলা মাদাম তিবোল্ত্ ডেস্কের পাশে বসে আপনাদের টাকা-পয়সা নেবেন। মাদামের দুই বোন-ঝি নিকোলেৎ ও মিমি মনোরম বিব্-এপ্রন পরে মনের মত পানীয় পরিবেশন করবে।

এক রাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বসে দুমার্স চোখ বুজে সোমরস পান করছিল। রবিন্স সকালবেলার "পিক"-এ চোখ বুলোচ্ছিল। বিজ্ঞাপনের কলমের এই খবরটায় তার চোখ আটকে গেল, আর আকস্মিক আগ্রহে চেঁচিয়ে উঠে চড়া গলায় সেটা বন্ধুকে শোনাতে লাগল।

প্রকাশ্য নিলাম—আজ অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় বন্হোম স্ট্রীটের ভগ্নিসম্প্রদায়ের ভবনে "লিটল সিস্টার্স অব সামরিয়া"-র সব সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রয় করা হবে। সেই সেল-এ বাড়ি, জমি এবং বাসভবন ও গির্জার আসবাবপত্র—সব কিছুই বিক্রয় করা হবে।

এই বিজ্ঞাপনটি দেখে দুই বন্ধুর মনে পড়ে গেল দুই বছর আগে তাদের সাংবাদিক জীবনের একটি ঘটনা সম্পর্কিত কিছু আলোচনার কথা। ঘটনাগুলি স্মরণ করতে গিয়ে মহাকাল ইতিমধ্যে যে সব পরিবর্তন এনেছে তারই ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটাকে নিয়ে তারা আলোচনা শুরু করল।

কাফেতে আর কোন খদ্দের ছিল না। মাদামের সূক্ষ্ম কানে তাদের আলোচনা পৌঁছে গেল, আর সে ও তাদের টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল—কারণ তার হারানো অর্থ—হাওয়া হয়ে যাওয়া বিশ হাজার ডলার—থেকেই কি সমস্ত ব্যাপারটার সূত্রপাত হয় নি ?

পুরনো, শুকনো তুষ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সেই দীর্ঘকাল-পরিত্যক্ত রহস্য নিয়ে তিনজন মেতে উঠল। "লিট্‌ল্ সিস্টার্স অব সামারিয়া"-র এই ভবনের এই গির্জাতেই তো রবিন্স ও দুমার্স একদিন দাঁড়িয়ে ছিল; সেখানে চলছিল তাদের সংবাদ-সংগ্রহের সাগ্রহ ও নিষ্ফল অনুসন্ধান; আর তাদের চোখ পড়েছিল কুমারী মেরীর সোনালী মূর্তিটির উপর।

"ঠিক তাই বাছারা," আলোচনায় উপসংহারে মাদাম বললেন। "এই রকম দুষ্ট প্রকৃতির মানুষই ছিলেন মঁসিয়ে মোরাঁ। নিরাপদে রাখার জন্য যে টাকা আমি তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম সেটা যে তিনিই চুরি করেছিলেন সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত। হ্যাঁ, যে ভাবেই হোক টাকাটা খরচ করে ফেলতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।" দুমার্সের দিকে তাকিয়ে মাদাম একটা বড় রকমের হাসি হাসল। "আমি জানি মঁসিয়ে দুমার্স, ঐ সময় আপনি এসে আমাকে বলেছিলেন—মঁসিয়ে মোরাঁ সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি সব যেন বলে দেই। হ্যাঁ, সত্যি, আমি জানি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সব লোক যখন টাকা-পয়সা হারায় তখনই আপনারা বলেন 'চের্সেজ লা ফেমি'-এর মধ্যে কোথাও না কোথাও মেয়ে মানুষ আছেই। কিন্তু মঁসিয়ে মোরাঁর ব্যাপারে সেটা সত্যি নয়। না, বাবারা। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন সাধু বিশেষ। মঁসিয়ে দুমার্স, তোমরা তো কুমারী মেরির ঐ মূর্তির ভিতরেই টাকাটা পাবার চেষ্টা করতে পার, কারণ সে সব ব্যাপারেও মঁসিয়ে মোরাঁ হাজির ছিলেন; আরও চেষ্টা করে দেখতে পার সেখানেও কোন মেয়ে মানুষের হাত আছে কি না।"

মাদাম তিবোল্ত্-এর শেষের কথাগুলি কানে আসতেই রবিন্স একটু চমকে উঠে দুমার্সের দিকে বেশ বাঁকা চোখে তাকাল। বর্ণসংকর সঙ্গীটি অবিচলিতভাবে চেয়ারে বসে নিজের সিগারেটের ধোঁয়ার চক্রের দিকেই তাকিয়ে রইল।

তখন সকাল ন'টা; কয়েক মিনিট পরেই দুই বন্ধু দুই দিকে চলে গেল দৈনন্দিন কর্মস্থলের উদ্দেশে। আর এবার শুরু হবে মাদাম তিবোল্ত্-এর উধাও হয়ে যাওয়া বিশ হাজার ডলারের সংক্ষিপ্ত কাহিনী:

নিউ অর্লিয়েন্স-এর লোকরা সহজেই স্মরণ করতে পারবে সেই শহরেই মিঃ গ্যাসপার্ড মরিন-এর মৃত্যুর সময়কার ঘটনাবলীর কথা। মিঃ মরিন ছিলেন পুরনো ফরাসী অঞ্চলের একজন শিল্পী-স্বর্ণকার ও মণিমুক্তা বিক্রেতা; সকলেই তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্মান করত। তিনি ছিলেন এক প্রাচীন ফরাসী বংশের সন্তান; প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন অকৃতদার; বয়স পঞ্চাশ বছরের মত। রয়াল স্ট্রীটের সেকেলে বিরল বাসাগুলির একটাতে আরামে ও নির্জনে বাস করতেন। একদিন সকালে দেখা গেল নিজের বাসাতেই অজ্ঞাত কারণে তিনি মারা গেছেন।

তাঁর বিষয়-সম্পত্তির খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল, তিনি প্রায় দেউলে হবার অবস্থায়ই ছিলেন—তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়ে কোন রকমে তাঁর ধার-দেনাটা শোধ করা যেতে পারে। তারপরেই জানা গেল যে মরিন পরিবারের প্রাক্তন প্রধান চাকরাণী

জনৈক মাদাম টিবোল্টের বিশ হাজার ডলার তার কাছে গচ্ছিত রাখা ছিল, আর টাকাটা মাদাম পেয়েছিল ফ্রান্সের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে।

বন্ধুবান্ধব ও আইন বিভাগের কর্তৃপক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও টাকাটার কোন হদিস করতে পারল না। টাকাটা উধাও হয়ে গেছে, কিন্তু কোন চিহ্ন রেখে যায় নি। মাদাম টিবোল্টের কথা মত, টাকাটার নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য তিনি যে ব্যাংকে সেটা রেখেছিলেন সেখান থেকে মিঃ মরিন সম্পূর্ণ টাকাটাই তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বর্ণমুদ্রায়। সুতরাং মিঃ মরিনের স্মৃতির উপর নেমে এসেছিল অসততার কালো মেঘ; অবশ্য তাতে মাদামের কোন সান্ত্বনা ছিল না।

তারপরেই রবিন্স ও ডুমার্স নিজ নিজ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে নাছোড়বান্দা তদন্তের কাজ শুরু করে দিল।

"চের্সেজ লা মে ফেমি" ডুমা বলল।

"ওটাই ছাড়পত্র!" রবিন্স সায় দিল। "সব পথই শেষ হয় চিরন্তন নারীতে পৌঁছে। সেই নারীকে আমরা খুঁজে বের করব।"

মিঃ মরিনের হোটেলের বেল-বয় থেকে মালিক পর্যন্ত যে যা জানত সব খবর, তারা সংগ্রহ করল। ভদ্র অথচ অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে মৃতের পরিবারবর্গকে তারা বার বার জেরা করল। সুকৌশলে স্বর্গগত স্বর্ণকারের কর্মচারিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল; এমন কি সংবাদের জন্য তার খরিদ্দারদের প্রচণ্ড তাড়া করে বেড়াতে লাগল; শিকারী কুকুরের মত বছরের পর বছর ধরে তারা সম্ভাব্য দোষীর প্রতিটি পথ, প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করে গেল।

সব রকম চেষ্টাচরিত্রের পরেও মিঃ মরিন নিষ্কলংকই রয়ে গেলেন। দোষী সাব্যস্ত করার মত একটি মাত্র দুর্বলতা, ন্যায়নিষ্ঠার পথ থেকে একটি মাত্র স্খলন, এমন কি নারীর প্রতি আসক্তির ইঙ্গিতটুকুও খুঁজে বের করা গেল না। তার জীবন ছিল একজন সন্ন্যাসীর মতই নিয়মবাঁধা ও পবিত্র; তার স্বভাব ছিল সরল ও খোলামেলা। যারা তাকে জানত সকলেই একবাক্যে রায় দিল—তিনি ছিলেন উদার, দানশীল, ভদ্রতার এক আদর্শ।

ফাঁকা নোটবইটায় আঙুল বুলাতে বুলাতে রবিন্স প্রশ্ন করল, "এবার কি করা যায়?"

একটা সিগারেট ধরিয়ে ডুমার্স বলল, "চের্সেজ লা ফেমি। লেডি বেলেয়ার্সকে একবার বাজিয়ে দেখা যাক।"

নারীত্বের এই টুকরোটি ছিল এ মরশুমে ঘোড়দৌড়ের মাঠে সকলের পছন্দের মানুষ। তার গতিবিধির কোন ঠিকানা নেই; যারা মোটা বাজি হেরেছে শহরের এমন কয়েকজনের বিশ্বাস যে সে কখনও সাচ্চা হতে পারে না। প্রতিবেদকরা সংবাদ সংগ্রহের কাজে নেমে পড়ল।

মিঃ মরিন? নিশ্চয়ই নয়। তিনি কখনও ঘোড়দৌড় চোখেও দেখেন নি। সে রকম লোকই নন। সে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে—এটা ভাবাই যায় না।

রবিন্স বলে উঠল, "কাজটা কি আমরা ছেড়ে দেব? গোলকধাঁধা বিভাগকে একবার চেষ্টা করতে দেব?"

"চার্সেজ লা ফেমি," দেশলাইটার জন্য হাত বাড়িয়ে ডুমার্স গুন-গুন করে উঠল। "লিট্ল্ সিস্টার না কি' সেখানে চেষ্টা করে দেখ।"

তদন্ত প্রসঙ্গে জানা গিয়েছিল মিঃ মরিন এই পরোপকারী প্রতিষ্ঠানটিকে খুব ভাল চোখে দেখতেন। সেখানে উদার হাতে দান-খয়রাত করতেন; আর ব্যক্তিগত উপাসনাটা সেখানেই সারতেন। পুণ্য বেদীতে ভক্তি নিবেদন করতে তিনি প্রত্যহ সেখানে যেতেন। প্রকৃত পক্ষে, জীবনের শেষের দিকে তাঁর সমস্ত মনটাই যেন গিয়েছিল ধর্মানুষ্ঠানের দিকে; জাগতিক ব্যাপারে তার মন ছিল না।

রবিন্স ও ডুমার্স সেখানে গিয়ে হাজির হল। এক বৃদ্ধা গির্জা ঝাঁট দিচ্ছিল। সে বলল, এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সিস্টার ফেলিসিটে গর্ভগৃহে প্রার্থনা করছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি বেরিয়ে আসবেন। গর্ভগৃহটা ভারী, কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

অচিরেই পর্দা সরে গেল। সিস্টার ফেলিসিটে বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘদেহ, বিষণ্ন মুখ, হাড়সর্বস্ব সাধারণ চেহারা; পরিধানে কালো গাউন ও ভগ্নি সম্প্রদায়ের শক্ত টুপি।

রবিন্সই কথা বলতে শুরু করল।

তারা সংবাদপত্র থেকে এসেছে। লেডি অবশ্যই মরিনের ব্যাপারটা শুনেছেন। সেই ভদ্রলোকের স্মৃতির প্রতি সুবিচার করতে হারানো টাকাটার রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার। সকলেই জানে, প্রায়ই তিনি এই গির্জায় আসতেন। মিঃ মরিনের নিয়মিত অভ্যাস, রুচি, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি ব্যাপারে যে কোন তথ্যই তার প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য খুবই মূল্যবান হবে।

সিস্টার ফেলিসিটে সব শুনলেন। তিনি যা কিছু জানেন সবই স্বেচ্ছায় বলবেন, কিন্তু তিনি অতি সামান্যই জানেন। মঁসিয়ে মরিন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন সৎ বন্ধু; অনেক সময় একশ' ডলার পর্যন্ত দান করেছেন। ভগ্নি সম্প্রদায় একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান; তার দাতব্য কাজকর্ম চালাবার জন্য তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় বেসরকারী দান-খয়রাতের উপর। মিঃ মরিন গির্জাকে উপহার দিয়েছেন রূপোর মোমবাতিদান ও বেদীর আবরণ-বস্ত্র। প্রার্থনা করতে প্রতিদিন তিনি গির্জায় আসতেন, কখনও এক ঘণ্টাও কাটাতেন। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ক্যাথলিক, পবিত্রতায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। হ্যাঁ, গর্ভগৃহে কুমারী মাতার যে মূর্তিটি আছে তার মডেল তৈরি, ঢালাইয়ের কাজ সবই নিজের হাতে করে মূর্তিটা তিনি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। ওঃ, এহেন ভাল মানুষটিকে সন্দেহ করাটা বড়ই নিষ্ঠুর কাজ!

এই দোষারোপের জন্য রবিন্স গভীরভাবে শোকাহত হল। কিন্তু মাদাম টিবোল্টের টাকা দিয়ে মিঃ মরিন কি করেছেন সেটা না জানা পর্যন্ত কুৎসার জিভকে তো বন্ধ করা যাবে না। অনেক সময়—মানে প্রায়শই—এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে—মানে—প্রবাদেই বলা হয়—জড়িত থাকেন কোন মহিলা। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলছি, এখন—যদি—হয়তো—

সিস্টার ফেলিসিটে বড় বড় চোখ তুলে গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকালেন।

ধীরে ধীরে তিনি বললেন, "এমন একটি মাত্র নারী ছিলেন যার কাছে তিনি মাথা নোয়াতেন—যাকে তিনি তার হৃদয় দিয়েছিলেন।"

একান্ত উল্লাসে রবিন্স তার পেন্সিলটা হাতড়াতে লাগল।

হঠাৎ সিস্টার ফেলিসিটে গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন, "সেই নারীকে প্রত্যক্ষ করুন!"

লম্বা হাতটা বাড়িয়ে তিনি গর্ভগৃহের পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। ভিতরে একটি পবিত্র বেদী, জানালার কারুকার্য করা কাঁচের ভিতর দিয়ে আসা নরম আলোয় উদ্ভাসিত পাথরের দেয়ালের কুলুঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কুমারী মেরির স্বর্ণবরণ মূর্তি।

প্রথামাফিক ক্যাথলিক ডুমার্স এই কাজটির নাটকীয়তায় অভিভূত হয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য সে মাথাটা নুইয়ে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। কিছুটা বিমূঢ় রবিন্স অস্পষ্ট স্বরে ক্ষমা চেয়ে হঠাৎ সেখান থেকে পিছিয়ে গেল। সিস্টার ফেলিসিটে আবার পর্দাটা টেনে দিলেন; প্রতিবেদকরাও বিদায় হল।

বোন্‌হোম স্ট্রীটের সংকীর্ণ পথে পৌঁছে রবিন্স একটা বাজে ঠাট্টা করে ডুমার্সকে বলল, "আচ্ছা, তারপর কি? গির্জার মেয়ে?"

ডুমার্স শুধু বলল, "সোমরস।"

হারিয়ে যাওয়া টাকার ইতিহাস তো কিছুটা বলা হল, এবার বলি সেই অনুমানের কথা যেটা হঠাৎই রবিন্সের মাথায় ঢুকেছিল মাদাম টিবোল্টের কথাগুলি শুনে।

এটা কি খুবই উদ্ভট অনুমান যে সেই ধর্মোন্মাদ লোকটি তার সব অর্থ—না কি মাদাম টিবোল্টের অর্থ—তার আত্যন্তিক ভক্তির নিদর্শনটিকে গড়ে তুলতেই খরচ করে ফেলেছিল? পূজা-অর্চনার নামে এর চাইতে অদ্ভুত কাজ অনেক করা হয়েছে। এটা কি সম্ভব নয় সেই হারানো কয়েক হাজার ডলার গালিয়েই গড়া হয়েছিল এই উজ্জ্বল মূর্তিটি?

সেদিন বিকেলে তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতেই রবিন্স "সিস্টার্স অফ্ সামারিয়া"-র গির্জায় প্রবেশ করল। আবছা আলোয় সে দেখল, শ'খানেক লোক নিলাম ডাকতে হাজির হয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, পুরোহিত ও গির্জার মানুষ যারা গির্জার নানা রকম জিনিসগুলি কিনে নিতে এসেছে, পাছে সেগুলি অপবিত্র মানুষের হাতে চলে যায়। বাকিরা ব্যবসায়ী ও এজেন্ট।

ছোটখাট কয়েকটা জিনিস বিক্রি হয়ে গেল; তারপরেই দু'জন সহকারী কুমারী মাতার মূর্তিটি এনে হাজির করল।

রবিন্সই প্রথম ডাক দিল—দশ ডলার। যাজকের পোশাক-পরা একটি শক্ত-সমর্থ লোক পনেরোতে উঠল। ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন বলল—কুড়ি। এই ভাবে ডাক উঠল পঞ্চাশ ডলার। তখন রবিন্স এক ডাকে উঠে গেল এক শ'তে।

আর একজনের গলা শোনা গেল—"এক শ' পঞ্চাশ।"

"দু' শ'," রবিন্স জোর গলায় বলল।

প্রতিযোগী সঙ্গে সঙ্গে বলল, "দু'শ' পঞ্চাশ।"

প্রতিবেদক হাঁকল, "তিন শ"।

গলাটা আরও চড়িয়ে অপর কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "তিনশ' পঞ্চাশ।"

এই ভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত দুই প্রতিবেদকের দেওয়া শেষ ডাকের অংকেই মূর্তির নিলাম শেষ হল। ডুমার্স পুরস্কারটির কাছে থাকল, আর রবিন্স ছুটে বেরিয়ে গেল টাকা আনতে। ফিরে এল। মহামূল্যবান বস্তুটিকে গাড়িতে তুলে চলে গেল পুরনো চার্টেস স্ট্রীটে ডুমার্সের ঘরে। কাপড়ে জড়িয়ে অনেক কষ্টে সেটাকে উপরে তুলল; রাখল একটা টেবিলের উপর। ওজন হল এক শ' পাউণ্ড। তাদের হিসাব মত মূর্তিটার দাম হবে বিশ হাজার সোনার ডলার।

মূর্তিটার আবরণ খুলে রবিন্স তার পকেট-ছুরিটা বের করল।

ডুমার্স শিউরে উঠে তো-তো করে বলে উঠল, "আরে! এ যে খৃস্টের জননী। তুমি করছ কি?"

রবিন্স ঠাণ্ডা গলায় বলল,—"চুপ কর জুডাস। অনেক দেরি হয়ে গেছে; এখন আর তোমার উদ্ধারের কোন পথ নেই।"

দৃঢ় হাতে সে মূর্তির ঘাড়ের কাছ থেকে একটা ছোট টুকরো কেটে বের করে নিল। দেখতে পেল, সোনার পাতলা পাতে মোড়া একটা ম্যাটমেটে ধূসর রংয়ের ধাতব পদার্থ।

ছুরিটা মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে রবিন্স বলল, "সীসা! সোনার পাতে মোড়া!"

"ওটা উচ্ছন্নে যাক!" ডুমার্স বলল; "একটা কিছু পানীয় আমার চাই-ই!"

একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তারা দুই স্কোয়ার দূরবর্তী মাদাম টিবোল্টের কাফেতে গিয়ে হাজির হল। তাদের অভ্যাসমত আসনে বসতে একটু এগিয়ে যেতেই মাদাম এগিয়ে এসে হাসি মুখে বলল, "এই সব টেবিলে তোমরা বসবে না। তোমরা এই ঘরে এসে বস। আমি নিজের হাতে তোমাদের জন্য বিশেষ খাদ্য ও পানীয় তৈরি করে আনছি। আঃ! বন্ধুদের ভালভাবে খাওয়াতেই আমি পছন্দ করি। হ্যাঁ। দয়া করে এই পথে এস।"

মাদাম তাদের নিয়ে গেল পিছনের ছোট ঘরটায়। বিশেষভাবে সমাদৃত খদ্দেরদেরই সে মাঝে মাঝে এই ঘরে এনে বসায়। ঘরের মধ্যে গোধূলির আলো; তার উপর পড়েছে পালিশ-করা ভাল কাঠ, বার্ণিশ-করা কাঁচ ও ধাতু দিয়ে ডোরাকাটা দাগ। ছোট উঠোন থেকে একটা ঝর্ণার ঝির-ঝির শব্দ আসছে।

স্বভাব-গোয়েন্দা রবিন্স কৌতূহলী চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল। সভ্যতাবর্জিত পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মাদাম পেয়েছে মোটাদাগের সাজসজ্জার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ।

ঘরের দেয়াল সাজানো হয়েছে সস্তা ছবি, জন্মদিনের কার্ড, সংবাদপত্রের জমকালো ছবি ও বিজ্ঞাপনের নমুনা দিয়ে। এই সব ঝক্‌ঝকে ছবির মধ্যে কিছু দুর্বোধ্য পটি লাগানো হয়েছে দেখে রবিন্স ধাঁধায় পড়ে গেল। সে উঠে দাঁড়াল, আরও কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখার জন্য কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর দুর্বল মানুষের মত দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বলে উঠল:

"মাদাম টিবোল্ট! ওঃ, মাদাম! কবে থেকে—ওঃ! কবে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা

চার ভাগ সুদের পাঁচ হাজার ডলারের স্বর্ণ-বস্তু দিয়ে আপনার দেয়াল সাজানোর অভ্যাসটা রপ্ত করেছেন? আমাকে বলুন—এটা কি গ্রিমের রূপকথা, নাকি আমি একজন চোখের ডাক্তারকে ডাকব?"

তার কথা শুনে মাদাম টিবোল্ট ও ডুমার্স এগিয়ে গেল।

মাদাম খুশি মনে বলল, "কি বলছেন আপনি মঁসিয়ে রবিন। বন্ধু! ওহো, ওই সব সুন্দর সুন্দর কাগজের টুকরোগুলো! কি জানেন মঁসিয়ে রবিন, দেয়ালের ওই জায়গাগুলো ভেঙেচুরে গেছে, আর সেই সব ফাটল বোজাবার জন্যই ছোট ছোট কাগজের টুকরোগুলো তার উপর সেঁটে দিয়েছি। ওগুলো পেলাম কোথায়? হ্যাঁ, ঠিক কথা, বেশ মনে পড়ছে। একদিন মঁসিয়ে মোরাঁ আমার বাড়িতে এসেছিলেন,—তা—মারা যাবার প্রায় এক মাস আগে—সেই সময়ই তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে ঐ টাকাটা আমার নামে বিনিয়োগ করবেন। মঁসিয়ে মেরিন ঐ টুকরো কাগজগুলো টেবিলে রেখে টাকাটার কথা কি যেন বললেন সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সে টাকাটা আমি কোন দিন চোখেও দেখলাম না। মঁসিয়ে মোরাঁ ভারী খারাপ লোক। ঐ কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে আপনারা কি যেন বলেন—বণ্ড!"

রবিন্স বুঝিয়ে বলল।

বুড়ো আঙুলটা চারটে বণ্ডের চারদিকে বুলোতে বুলোতে সে বলল, "এই তোমার দশ হাজার ডলার, কুপনগুলো তার সঙ্গেই আটকানো। তুমি বরং একজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে এনে ওগুলো তুলে ফেলার ব্যবস্থা কর। মিস্টার মরিন ঠিক কাজই করেছিলেন। তোমার বক-বকানি শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। সেটাকে একটু ঠিক করে নিতে আমি বাইরে যাচ্ছি।"

ডুমার্সকে হাত ধরে টানতে টানতে সে বাইরের ঘরে নিয়ে গেল। মাদাম চিৎকার করে নিকোলেট ও মিমিকে ডেকে আনল, আর আঙুল বাড়িয়ে দেখাতে লাগল তাদের সম্পত্তি যা সেরা ভাল মানুষ, গৌরবময় সাধু মঁসিয়ে মোরিঁ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।

রবিন্স বলল, "আমি যাচ্ছি একটু আমোদ-ফুর্তি করতে। তিনটে দিন আমার সেবা ছাড়াই সুযোগ্য পত্রিকা 'পিক'-এর চলে যাবে। আমার কথা যদি শোন তো তুমিও আমার সঙ্গে যোগ দাও। দেখ, যে সবুজ মালটা তুমি গেলো ওটা মোটেই ভাল না। ওটা চিন্তাকে জোরদার করে। আমরা চাই সব কিছু ভুলে যেতে। এ বিষয়ে আমি তোমাকে পরিচিত করিয়ে দিতে চাই সেই একমাত্র মহিলাটির সঙ্গে যে সেই বাঞ্ছিত ফলটি অবশ্য এনে দিতে পারবে। তার নাম 'বেলে অফ কেন্টাকি,' বারো বছরের পুরনো 'বুর্বন'। তিনপোয়া বোতলে ভর্তি। ব্যাপারটা তোমার কেমন মনে হচ্ছে?"

"এখনই চল!" ডুমার্স বলল। "চের্সেজ লা ফেমি।"

# সান রোজারিওতে দুই বন্ধু

## Friends in San Rosario

পশ্চিমযাত্রী ট্রেনটা ঠিক সময়ে সকাল ৮:২০ মিনিটেই থামল। কালো চামড়ার মোটা থলেটা বগলের নিচে ঝুলিয়ে একটি লোক ট্রেন থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে শহরের বড় রাস্তায় পড়লেন। আরও অনেক যাত্রী সান রোজারিও তে নামল, কিন্তু তারা হয় ধীরে সুস্থে রেলের খাবার-ঘরে ঢুকল, অথবা "সিলভার ডলার" সেলুনে ঢুকল, অথবা স্টেশনেই অন্য বিশ্রামকারীদের দলে যোগ দিল।

থলেধারী লোকটির চলাফেরায় কোন রকম অস্থিরচিত্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। বেঁটেখাটো চেহারা, কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মসৃণ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ মুখ, আর সোনালী ফ্রেমের আক্রমণাত্মক নাক-চশমা। চলতি পাশ্চাত্য শৈলীতে সুসজ্জিত। তার ভাব-ভঙ্গিতে আসল কর্তৃত্ব না হলেও একটা শান্ত, সচেতন শক্তির প্রকাশ।

তিন স্কোয়ার পথ হেঁটে তিনি শহরের ব্যবসায়িক অঞ্চলের কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন। সেখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রধান রাস্তাটাকে কেটে বেরিয়ে গেছে; ফলে সেখানে সান রোজারিওর জীবনযাত্রা ও বাণিজ্যের একটা প্রাণ-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ডাকঘরটা। আর এক কোণে রুবেন্স্কির কাপড়ের দোকান। অপর দুটি পরস্পর-বিরোধী কোণ দখল করে আছে শহরের দুটো ব্যাংক—"ফার্স্ট ন্যাশনাল" এবং "স্টকমেনস ন্যাশনাল"। নবাগত লোকটি ফার্স্ট ন্যাশন্যাল ব্যাংক অব্ সান রোজারিওতেই ঢুকলেন এবং সমান দ্রুতগতিতেই ক্যাশিয়ারের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্যাংকটা খোলে ন'টার সময়; কাজের লোকরা এর মধ্যেই এসে গেছে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগের দৈনিক কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ক্যাশিয়ার ডাকের চিঠিপত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় জানালায় দাঁড়ানো আগন্তুকের দিকে তার নজর পড়ল।

সংক্ষেপে বললেন, "ন'টার আগে ব্যাংক খোলে না।"

ভাঙা-ভাঙা ঠাণ্ডা গলায় অপর লোকটি বললেন, "সেটা আমি ভাল করেই জানি। দয়া করে আমার কার্ডটা একবার নেবেন কি?"

ক্যাশিয়ার হাত বাড়িয়ে ছোট কার্ডটা নিয়ে পড়লেন:

**জে. এফ. সি. নেট্ল্উইক**
**ন্যাশনাল ব্যাংক পরীক্ষক**

"ওহো—আরে—ভিতরে আসুন মিঃ—অ্যা—নেট্ল্উইক। এই প্রথম এলেন তো—অবশ্যই আপনার কাজকর্মের ধরণটা ঠিক জানেন না। ওদিকটা ঘুরে সোজা চলে আসুন দয়া করে।"

দ্রুত পায়ে পরীক্ষকটি ব্যাংকের পবিত্র অঙ্গনে ঢুকে পড়লেন; ক্যাশিয়ার মিঃ এড্‌লিঙ্গার কথাবার্তায়, বিচার-বিবেচনায় ও কার্য-প্রণালীতে বিজ্ঞ একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। একের পর এক কর্মচারীদের সঙ্গে বেশ গুরুত্ব দিয়ে তিনি পরীক্ষকের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"আমি আশা করছিলাম খুব শিগ্‌গির স্যাম টার্নারই এখানে আসবেন," মিঃ এড্‌লিঙ্গার বললেন। "প্রায় চার বছর ধরে স্যামই আমাদের খাতাপত্র পরীক্ষা করছিলেন। আশা করি, কাজকর্মের বোঝার কথা মনে রেখেই আপনিও দেখতে পাবেন যে সব কিছুই ঠিক আছে। হাতে খুব বেশি টাকা নেই, তাবে ঝড়-ঝাপ্টা সামাল দেবার মত টাকা তো রাখতেই হয় স্যার।"

পরীক্ষক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক সুরেই বললেন, "মিঃ টার্ণার, কম্পট্রোলারের হুকুমেই আমাকে জেলা পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমার পুরনো অঞ্চল দক্ষিণ ইলিনয়েস ও ইণ্ডিয়ানার কাজকর্ম তিনিই দেখছেন। প্রথমেই আমি ক্যাশটা দেখতে চাই।"

গণক পেরি ডর্সি পরিদর্শনের জন্য ইতিমধ্যেই নগদ টাকাপয়সা ঠিক করে রাখা শুরু করে দিয়েছেন। তিনি জানতেন একটা সেণ্ট পর্যন্ত হিসাব ঠিক আছে; তার ভয় করার কিছু নেই। কিন্তু কেমন যেন দুর্বল ও বিব্রত হয়ে পড়েছেন। ব্যাংকের সকলের অবস্থাই তথৈবচ। এই লোকটির মধ্যে এমনই একটা শীতল, নৈর্ব্যক্তিক ও রফাহীনতার ভাব আছে যে তার উপস্থিতিটাকেই একটা অভিযোগ বলে মনে হয়। তাকে দেখলেই মনে হয় যে এই মানুষটি ভুল করে না, বা ভুলকে এড়িয়েও যায় না।

মিঃ নেট্‌ল্‌উইক প্রথমেই নগদ টাকা নিয়ে পড়লেন; প্রায় যাদুকরের গতিতে বাণ্ডিলগুলো গুনে ফেললেন। তারপর স্পঞ্জের বাটিটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বিলগুলো গুনতে শুরু করলেন। তার সরু, সাদা আঙুলগুলো উঠতে লাগল ঠিক যে ভাবে একজন দক্ষ শিল্পী আঙুল চালায় পিয়ানোর চাবির উপরে। ঠাস্ করে সোনাগুলোকে কাউণ্টারের উপর ঢেলে দিলেন; মুদ্রাগুলি হিস্-হিস্ শব্দ করে শ্বেত পাথরের ফলকের উপর গড়াতে লাগল। আধুলি ও সিকির বেলায় টুং-টাং শব্দে বাতাস ভরে উঠল। শেষ নিকেল ও ডাইম্‌টি পর্যন্ত তিনি গুনে শেষ করলেন। তুলাদণ্ড আনিয়ে ভল্টের প্রতিটি রূপোর বস্তা ওজন করলেন। প্রতিটি ক্যাশ মেমোরাণ্ডা সম্পর্কে ডর্সিকে প্রশ্ন করলেন অতিমাত্রায় ভদ্রতার সঙ্গে; তবু তার কাজকর্মের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যাতে গণকের গাল লাল হয়ে উঠল, জিভটায় বাসা বাঁধল জড়তা।

এই নতুন আমদানি করা পরীক্ষকটি স্যাম টার্নারের চাইতে বড় বেশি রকমের আলাদা প্রকৃতির। স্যামের ব্যাংকে ঢোকা থেকে অন্য সব কাজকর্মই ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকমের। এত সব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিজের হাতে পরীক্ষা করা, গোনা-গাথা করা—সে সবের ধারে কাছেও তিনি যেতেন না। কিন্তু টার্ণার ছিলেন টেক্সাসের বাসিন্দা, আর ব্যাংকের প্রেসিডেণ্টের পুরনো বন্ধু; ডর্সিকে তিনি জানতেন শিশুকাল থেকেই।

পরীক্ষকটি যখন ক্যাশ গুনছিলেন সেই সময় ফার্স্ট ন্যাশনাল-এর প্রেসিডেণ্ট

মেজর টমাস বি. কিংম্যান—সকলেই যাকে চেনে "মেজর টম" নামে—তার ধূসর বাদামি রংয়ের বুড়ো ঘোড়া ও বগি-গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন পাশের দরজায় এবং ভিতরে ঢুকলেন। পরীক্ষকটিকে টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে তিনি তার ছোট্ট "ঘোড়ার খোঁয়াড়"-এ (কথাটা তার নিজের) ঢুকলেন এবং চিঠিপত্রগুলি দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আগে একটা ছোট ঘটনা ঘটেছিল; পরীক্ষকটির তীক্ষ্ণ দুটি চোখও সেটা দেখতে পায় নি। তিনি যখন ক্যাশ-কাউণ্টারে কাজ শুরু করেছিলেন তখনই মিঃ এড্‌লিঙ্গার ব্যাংকের যুবক বার্তাবাহক রয় উইল্‌সন-এর দিকে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে নিজের মাথাটাকে সদর দরজার দিকে ঈষৎ নেড়েছিলেন। রয় সেটা বুঝতে পেরেছিল, এবং টুপিটা মাথায় দিয়ে তার আদায়ের বইটা বগলদাবা করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাইরে পা দিয়েই সে এক ছুটে চলে গিয়েছিল "স্টকমেনস ন্যাশনাল"-এ। সে-ব্যাংকটাও খোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তখনও কোন খদ্দের আসে নি।

বেশ দহ্‌রম-মহ্‌রমের সুরে সে চেঁচিয়ে বলল, "আরে বাবা, তোমরাও কি একটা ধাক্কা খেতে চাও নাকি? 'ফার্স্ট'-এ তো একজন নতুন পরীক্ষক এসে সব কচু-কাটা করতে শুরু করেছে। সে তো পেরির নিকেলগুলো পর্যন্ত গুনছে, আর গোটা ব্যবস্থাটাকেই তচনচ করে দিচ্ছে। মিঃ এড্‌লিঙ্গারই তোমাদের খবরটা জানাতে বললেন।"

"স্টকমেনস ন্যাশনাল"-এর প্রেসিডেণ্ট মিঃ বাক্‌লে—শক্তসমর্থ বয়স্ক লোক, রবিবারের পোশাক-পরা চাষীর মত দেখতে—তার পিছন দিককার আপিস-ঘরে বসেই রয়-এর কথাগুলি শুনতে পেলেন এবং তাকে ডাকলেন।

ছোকরাটিকে শুধালেন, "মিঃ কিংম্যান কি ব্যাংকে এসে গেছেন?"

রয় বলল, "হ্যাঁ স্যার, তিনি গাড়ি নিয়ে ঢুকলেন আর আমিও বেরিয়ে এলাম।"

"তোমার হাত দিয়ে তাকে একটা চিরকুট পাঠাতে চাই। ফিরে গিয়েই এটা তার হাতে দেবে।"

মিঃ বাক্‌লে টেবিলে বসে লিখতে শুরু করলেন।

রয় ফিরে এল এবং চিরকুটসমেত খামটা মেজর কিংম্যানের হাতে দিল। মেজর সেটা পড়লেন, ভাঁজ করলেন, এবং ভেস্টের পকেটে রেখে দিলেন। নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন; তারপর চেয়ার থেকে উঠে ভল্টের কাছে গেলেন। সোনালী অক্ষরে "অগ্রিম বাটা কেটে নেওয়া বিল" কথাগুলি মলাটে ছাপ-মারা সেকেলে মোটা চামড়ার নোট-খাতাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এইভাবে নিজের ব্যবস্থামত ডেস্কের উপর খাতার স্তূপ বানিয়ে সেগুলিকে বাছাই করতে শুরু করলেন।

ততক্ষণে নেট্‌ল্‌উইক ক্যাশ গোনার কাজটা শেষ করে ফেলেছেন। এবার তিনি বসলেন একটা কাগজে সংখ্যাগুলো লিখে ফেলতে; কাগজের উপর তার পেন্সিলটা চলতে লাগল উড়ন্ত চাতক পাখির মত। নিজের কালো ওয়ালেটটা খুলে তাতে তাড়াতাড়ি কয়েকটা সংখ্যা লিখে নিয়ে চশমার ভিতর দিয়ে ডর্সির দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টি যেন বলছে: "এবারের মত আপনি নিরাপদ, কিন্তু—"

"ক্যাশ ঠিক আছে," পরীক্ষক খেঁকিয়ে উঠলেন। তারপর তিনি ছুটে গেলেন

হিসাবরক্ষকের কাছে; আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই লেজারের পাতা উড়তে লাগল—হিসাবের পাতা বাতাসে ভাসতে লাগল।

হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন, "কতদিন পরপর আপনি পাশ-বইয়ের জমা-খরচের হিসাব মেলান?"

"মানে—মাসে একবার," হিসাব-রক্ষক তো-তো করে বললেন।

"ঠিক আছে," বলেই পরীক্ষক বড় হিসাব-রক্ষককে নিয়ে পড়লেন। দেখা গেল, সেখানেও সব কিছুই ঠিক আছে। তারপর স্থায়ী আমানতের সার্টিফিকেটের হিসাবের বই। পাতার পর পাতা ওল্টানো হল। ঠিক আছে। বাড়তি টাকা তোলার তালিকাটা দেখান দয়া করে। ধন্যবাদ। হুম। তারপর ব্যাংকের অস্বাক্ষরিত বিল। সব ঠিক আছে।

তারপর এল ক্যাশিয়ারের পালা। প্রশ্নের পর প্রশ্নের গোলা বর্ষণ হতে লাগল। সোজা-সরল মিঃ এড্‌লিঙ্গার বিচলিতভাবে নাক ঘসতে লাগলেন, চশমার কাঁচ মুছতে লাগলেন।

এর মধ্যেই একসময় নেট্‌ল্‌উইক বুঝতে পারলেন, ঠিক তার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছেন তার চাইতে অনেক উঁচু মাথার একটি লম্বা-চওড়া মানুষ—বছর ষাটেক বয়স, সবল ও সুস্থ, এলোমেলো ধূসর দাড়ি, এক মাথা পাকা চুল, আর দুটি তীক্ষ্ণ চোখ।

"ইনি আমাদের প্রেসিডেন্ট মেজর কিংম্যান—আর—মিঃ নেট্‌ল্‌উইক," ক্যাশিয়ার বললেন।

দু'খানি ভিন্ন রকমের হাত পরস্পরকে মর্দন করল। একজন সহজ সরলরেখার মানুষ; তার সব কিছুই চিরাচরিত ও প্রথামাফিক। অপরজন অনেক বেশি খোলামেলা, উদার ও প্রকৃতির কাছাকাছি। টম কিংম্যান কোন একটা ছাঁচে গড়ে ওঠেন নি। খচ্চরচালক, গরুর রাখাল, ভবঘুরে, সৈনিক, শেরিফ, খনি-সন্ধানী ও পশু-পালক—সব কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন। এখন তিনি ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, কিন্তু ঘোড়ার জিন, তাঁবু ও তৃণভূমি থেকে আসা সহকর্মীরা তাঁর মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন দেখতে পায় না। যখন টেক্সাসের গরু-মোষের দাম খুব চড়ে গিয়েছিল তখনই তার ভাগ্য ফেরে এবং সান রোজারিওতে "ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করেন। পুরনো বন্ধুদের প্রতি অবিবেচক উদারতা ও বড় অন্তঃকরণ সত্ত্বেও তার ব্যাংক সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে, কারণ মেজর টম কিংম্যান যেমন গরু-ঘোড়া-মোষ চিনতেন, তেমনই মানুষও চিনতেন। সম্প্রতিকালে তার পশুর ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলেও তার ব্যাংকটা সে রকম বড় ধাক্কা খায় নি।

ঘড়িটা বের করে পরীক্ষক হঠাৎ বলে উঠলেন, "এবার—ধার-কর্জের হিসাবটাই আমার শেষ কাজ। আপনি সম্মত হলে এবার আমরা সেই কাজে হাত দেব।"

"ফার্স্ট ন্যাশনাল" ব্যাংকের কাজকর্ম রেকর্ডভাঙা দ্রুততায় করলেও পুংখানুপুংখ ভাবেই করেছেন; তিনি সব কাজই ভালভাবে করার পক্ষপাতী। সে ব্যাংকটার সব কিছুই মসৃণ ও পরিষ্কার; তার ফলে তার কাজটাও সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। এই শহরে আর একটাই ব্যাংক আছে। প্রতিটা ব্যাংক পরীক্ষা করার জন্য তিনি পঁচিশ ডলার পারিশ্রমিক পান। এই সব কর্জ ও বাটার হিসাব দেখতে আধ ঘণ্টা

লাগা উচিত। সেটা হলে এর পরেই অন্য ব্যাংকের পরীক্ষার কাজ শেষ করে তিনি ১১:৪৫-এর গাড়িটা ধরতে পারবেন। তার বাকি কাজকর্ম যে অঞ্চলে সেদিকে যাবার ট্রেন সেদিন আর মাত্র একটাই আছে। অন্যথায়, আজকের রাত ও রবিবারটা তাকে পশ্চিমের এই একঘেয়ে শহরেই কাটাতে হবে। সেই জন্যই মিঃ নেট্‌ল্‌উইক এত ঝট্‌পট্‌ কাজ করে চলেছেন।

"আমার সঙ্গে আসুন স্যার," মেজর কিংম্যান গম্ভীর স্বরে বললেন। "আমরা দু'জন এক সঙ্গেই যাই। ঐ সব কাগজপত্র আমি যতটা জানি, বুঝি আর কেউ ততটা জানে না।"

দু'জন প্রেসিডেন্টের টেবিলে গিয়ে বসলেন। প্রথমেই, পরীক্ষকটি ছোটখাট নোটগুলি দেখে ফেললেন বিদ্যুৎগতিতে। তারপর হাত দিলেন বড় অংকের ধার-কর্জের খাতাপত্রে। নতুন পরীক্ষকের মনটা যেন শিকারী কুকুরের পথ খোঁজার মতই অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সঙ্গে এ-দিকে ও-দিকে ছুটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তিনি সব কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে দিলেন; হাতে রাখলেন শুধু কয়েকটা কাগজ। সেগুলিকে পরিষ্কার ভাবে সাজিয়ে রেখে তিনি একটা ছোট বক্তৃতা করলেন।

"দেখুন স্যার, এবারকার ফসলের খারাপ অবস্থা আর আপনাদের অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর ব্যবসায় মন্দার কথা বিবেচনা করলে আপনার ব্যাংকের অবস্থা বেশ ভালই। করণিকদের কাজ যথাসময়ে এবং সঠিকভাবেই করা হয় বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস এখনও বাকি আছে; সেটা সারতে পারলেই আমার এ ব্যাংকের কাজ শেষ হয়। এখানে ছটা ঋণস্বীকার-পত্র আছে; তার মোট পরিমাণ ৪০,০০০ পাউণ্ড; আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, এর সবটাই ৭০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্টক, বণ্ড, শেয়ার, ইত্যাদির দ্বারা দায়মুক্ত। এই দায়পত্রগুলিই ঋণ-স্বীকার পত্রের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ এগুলি তার সঙ্গেই যুক্ত থাকা উচিত। আমার ধারণা সেগুলি আপনার সিন্দুকে অথবা ভল্টে আছে। সেগুলি পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি আপনি আমাকে দিন।"

মেজর টমের হাল্কা-নীল চোখ দুটি পরীক্ষকের উপর স্থিরনিবদ্ধ হল। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "না স্যার, ওই দায়পত্রগুলো সিন্দুকে নেই, ভল্টেও নেই। ওগুলো আমি নিয়েছি। সেগুলো এখানে না থাকার জন্য আপনি আমাকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করতে পারেন।"

নেট্‌ল্‌উইক ঈষৎ শিহরণ অনুভব করলেন। এটা তিনি আশা করেন নি। শিকার-পর্ব শেষ হবার মুখে একটা গুরুত্বপূর্ণ পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

বললেন, "ওঃ!" এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন, "আর একটু স্পষ্ট করে বলবেন কি?"

মেজর আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "দায়পত্রগুলি আমিই নিয়েছি। আমার নিজের জন্য নয়, কিন্তু বিপদগ্রস্ত একটি পুরনো বন্ধুকে বাঁচাতে।"

তিনি পরিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে পিছন দিকে একটা ব্যক্তিগত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরে ছিল একটা ডেস্ক, একটা টেবিল, ও আধা ডজন চামড়া-মোড়া

চেয়ার। পাঁচ ফুট উঁচু শিঙওয়ালা টেক্সাস হরিণের ফ্রেমে-বাঁধানো একটা মাথা দেয়ালে ঝোলানো। বিপরীত দেয়ালে ঝোলানো ছিল মেজরের পুরনো অশ্বারোহী সৈনিকের তলোয়ার, যেটা কোমরে ঝুলিয়ে তিনি শিলোতে এবং পিলো দুর্গে গিয়েছিলেন।

নেট্‌ল্‌উইকের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মেজর নিজে বসলেন জানালার পাশে; সেখান থেকে ডাকঘর এবং "স্টকমেনস ন্যাশনাল"-এর সম্মুখ দিকটা দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কোন কথা বললেন না। কিন্তু মুখ খুললেন নেট্‌ল্‌উইক।

একটু পরেই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আপনার বিবৃতিটা খুবই গুরুতর। আর আমার কর্তব্যবোধ আমাকে কি করতে বাধ্য করবে সেটাও আপনি বোঝেন। আমাকে যেতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের কমিশনারের কাছে এবং—"

হাতটা নেড়ে মেজর টম বললেন, "আমি জানি, আমি জানি। আপনি নিশ্চয়ই ভাবেন নি জাতীয় ব্যাংকের আইন-কানুন এবং পরিবর্তিত বিধিবদ্ধ আইনগুলি না জেনেই আমি একটা ব্যাংক চালাচ্ছি! আপনার কাজ আপনি করুন। আমি কোন অনুগ্রহ চাই না। কিন্তু আমি বলছি আমার বন্ধুর কথা। আমি চাইছিলাম বব সম্পর্কে আমার কথাগুলি আপনি শুনুন।"

নেট্‌ল্‌উইক তার চেয়ারে ভাল হয়ে বসলেন। আজকের মত তিনি সান রোজারিও ছেড়ে যেতে পারছেন না। তাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে "কম্পট্রোলার অফ রেভেনিউ"-র কাছে; যুক্তরাষ্ট্র কমিশনারের কাছে শপথ গ্রহণ করে তাকে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করতে হবে মেজর কিংম্যানকে গ্রেপ্তারের জন্য; হয়তো দায়পত্রগুলি হারিয়ে ফেলার জন্য তার উপর জারী করা হবে ব্যাংকটা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ। পরীক্ষক তো এই প্রথম একটা অপরাধ খুঁজে বার করেন নি। তিনি দেখেছেন—একটি মাত্র ভুল করার জন্য ব্যাংকের লোকরা নতজানু হয়ে স্ত্রীলোকের মত কেঁদেছেন একটিমাত্র সুযোগ দেবার জন্য। একজন ক্যাশিয়ার তো ডেস্কের সামনেই গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। তাই নেট্‌ল্‌উইক ভাবলেন, প্রেসিডেন্ট যদি তার সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে তার কথাগুলি শোনাই উচিত। কনুইটা চেয়ারের হাতলের উপর রেখে এবং ডান হাতের আঙুলের উপর চৌকো চিবুকটাকে রেখে ব্যাংক-পরীক্ষক সান রোজারিওর "ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক"-এর প্রেসিডেন্টের মুখে নিজের অপরাধের স্বীকৃতিটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

কিছুটা উপদেশ বিতরণের ভঙ্গিতে মেজর টম বলতে শুরু করলেন, "একটি মানুষ যখন আপনার চল্লিশ বছরের বন্ধু হয়, যখন জলে, আগুনে, মাটিতে ও ঝড়-ঝঞ্ঝায় আপনাদের এক সঙ্গে দিন কেটেছে, যখন তার কিছু উপকার আপনি করতে পারেন, তখন আপনার মন তো সেটা করতেই চায়।

"আমরা একসঙ্গে রাখালি করেছি, বব এবং আমি; একসঙ্গে দু'জন নিউ মেক্সিকোর এরিজোনায় এবং কালিফোর্নিয়ার অনেক জায়গায় সোনা ও রূপোর সন্ধানে ঘুরেছি। দু'জনই একষট্টির যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম, অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলে। ইণ্ডিয়ান ও ঘোড়া-চোরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে; এরিজোনা পর্বতমালার

একটা ঘরে বিশ ফুট বরফের নিচে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়েছি; যখন প্রচণ্ড বাতাস এত প্রবল বেগে বয়ে গেছে যে বিদ্যুৎও ঝল্‌সে উঠতে পারছে না, তারই মধ্যে আমরা এক সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়েছি—কি জানেন, পুরনো 'এংকর-বার' পশুপালন খামারের ঘোড়া দাগানোর শিবিরে প্রথম যখন আমাদের দু'জনের দেখা হয়েছিল তারপর থেকে ববকে ও আমাকে অনেক দুর্দিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। আর সেই সময়ই একাধিকবার আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে দুঃখ-কষ্টে পড়লে পরস্পরকে সাহায্য করাটা বড় বেশি দরকার। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে দেওয়া-নেওয়ার খেলা; সঙ্গীর বিপদে যদি আপনি তাকে সাহায্য না করেন তাহলে আপনার দরকারের সময় তিনিও হাত বাড়াবেন না। কিন্তু বব ছিল এমন একটি মানুষ যে তারও বেশি দূরে যেতেও ইচ্ছুক। সে কখনও কোন সীমা মেনে চলবে না।

"বিশ বছর আগে আমি ছিলাম এই কাউন্টির শেরিফ আর ববকে করেছিলাম আমার প্রধান সহকারী। তখন গৃহপালিত পশুর বাজার ছিল গরম, আমরাও তার ফয়দা তুলেছিলাম। ব্যাপারটা তারও আগের। আমি হলাম শেরিফ ও কালেক্টর; সে সময় ওটা আমার কাছে খুব বড় ব্যাপার ছিল। আমি বিয়ে করেছি; দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে—তাদের বয়স তখন চার ও ছয় বছর। আদালতের পাশেই একটা আরামদায়ক বাড়ি পেয়েছি; কাউন্টির খরচেই সাজানো-গোছানো; ভাড়াও দিতে হয় না। বেশ কিছু জমিয়েও ফেলেছি। আপিসের বেশির ভাগ কাজ ববই করে। দু'জনই অনেক দুঃখের পথ পার হয়ে এসেছি; আমাদের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা গেছে। তারপর সবচাইতে সুন্দরী বউ পেলাম; ছেলেমেয়ে পেলাম। আমার পুরনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সমৃদ্ধির সব রকম ফসল ভোগ করতে লাগলাম। মনে হয়, সুখেই ছিলাম। হ্যাঁ, সে সময়টা সুখেই কেটেছে।"

মেজর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ব্যাংক-পরীক্ষক অবস্থান বদলেছেন; চিবুকটা রেখেছেন অন্য হাতের উপর।

মেজর বলেই চললেন, "একবার শীতকালে করের টাকা এত দ্রুত এসে জমতে লাগল যে এক সপ্তাহের মধ্যে সেটা জমা দিতে ব্যাংকে যাবারই সময় হল না। আমি চেকগুলো ঠেসে ঠেসে রাখলাম একটা চুরুটের বাক্সে, আর টাকাগুলো একটা বস্তায়; শেরিফের আপিসের বড় সিন্দুকেই সে সব তালাবন্ধ করে রেখে দিলাম।

"সে সপ্তাহটা খুব খাটুনি গিয়েছিল; আমি প্রায় অসুস্থ হয়েই পড়েছিলাম। আমার স্নায়ুর গোলমাল দেখা দিল; রাতের ঘুমও আমাকে ছেড়ে গেল। একেবারেই বিশ্রাম পেতাম না। ডাক্তার তার একটা বৈজ্ঞানিক নামও দিয়েছিলেন। ওষুধ খেতে লাগলাম। টাকার চিন্তা মাথায় নিয়েই রাতে শুতে যেতাম। দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকার কথা নয়, কারণ সিন্দুকটা ছিল ভাল, আর বব ও আমি ছাড়া আর কেউ সেটা খুলবার "কম্বিনেশন"টা জানত না। শুক্রবার রাতে থলেতে ছিল প্রায় ৬,৫০০ পাউণ্ড। শনিবার সকালে যথারীতি আপিসে গেলাম। সিন্দুকটা তালাবন্ধই ছিল, আর বব তার ডেস্কে বসে লিখছিল। আমি সিন্দুকটা খুললাম; সব টাকা উধাও হয়ে গেছে। ববকে ডাকলাম; আদালতের প্রত্যেকটি লোককে ডেকে বললাম ডাকাতির খবরটা

ঘোষণা করতে। বব কিন্তু বেশ শান্তভাবে ব্যাপারটাকে নিল। আমার কেমন খট্‌কা লাগল।

"দু'দিন পার হয়ে গেল ; কোন সূত্র পেলাম না। এটা চোরের কাজ হতে পারে না, কারণ "কম্বিনেশন"-এর সাহায্যে সঠিকভাবেই সিন্দুকটা খোলা হয়েছিল। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ নিশ্চয় নানা কথা বলতে শুরু করেছিল, কারণ একদিন বিকেলে এলিস—মানে আমার স্ত্রী—ও ছেলেমেয়েরা এল। এলিস মাটিতে পা ঠুকল, তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল ; সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'হতভাগা মিথ্যেবাদীর দল—টম, টম!' মূর্ছিত অবস্থায় তাকে ধরে ফেললাম, আর একটু একটু করে তাকে সুস্থ করে তুললাম। সে মাথাটা নিচু করল ; তারপর এই প্রথম টম কিংম্যানের নাম ও সম্পত্তির কথা বলে কাঁদতে লাগল। আর জ্যাক ও জিল্লা—ছেলে ও মেয়ে—কোন রকম হৈ-চৈ না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে জুতো ঠুকতে লাগল, তারা ভীত তিতির পাখির মত পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। জীবনের ছায়া পথে এই তাদের প্রথম পদক্ষেপ। বব ডেস্কে বসে কাজ করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল। তখন জুরির বিচার চলছিল। পরদিন সকালে বব তাদের সামনে গিয়ে স্বীকার করল, যে সেই টাকাটা চুরি করেছিল। আরও বলল, পোকার খেলায় সব টাকা সে হেরেছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে জুরি আমাকে একটা পরোয়ানা পাঠিয়ে দিল—আমাকে গ্রেপ্তার করতে হবে সেই মানুষটিকে যার সঙ্গে আমি এত বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম যেমনটি অনেক বছরের মধ্যে হাজার ভাইও হয় নি।

"সে কাজ আমি করেছিলাম ; আর ববের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলাম : 'আমার বাড়ি আছে, এখানে আমার আপিস আছে, আছে মেইন, দূরে আছে কালিফোর্নিয়া, আরও দূরে আছে ফ্লোরিডা—সবটাই তোমার সামনে খোলা ; পুনরায় আদালত বসার আগে পর্যন্ত তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। সব দায়িত্ব আমি নিলাম। যখনই ডাকা হবে তখনই তুমি এখানে এসে হাজির হবে।'

"ধন্যবাদ টম,' যেন বলতে হয় তাই কথাটা সে বলল। 'আমিও কেমন যেন আশা করছিলাম যে তুমি আমাকে হাজতে ঢোকাবে না। আদালত বসছে আগামী সোমবার ; তাই তোমার যদি আপত্তি না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপিসের চারদিকেই ঘুরে বেড়াব। কেবল একটা অনুগ্রহ চাই, অবশ্য সেটা যদি খুব বেশি বলে মনে না কর। বাচ্চা দুটিকে যদি মাঝে-মধ্যে উঠোনে আসতে এবং ঘুরে বেড়াতে দাও, তাহলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

"আমি জবাব দিলাম, 'কেন দেব না? তারা সব সময়ই স্বাগত, আর তুমিও। আগেকার মতই আমার বাড়িতে চলে এসো।' দেখুন মিঃ নেট্‌লউইক, একই সঙ্গে আপনি চোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন না, আবার বন্ধুকেও চোর বানাতে পারেন না।"

পরীক্ষক কোন জবাব দিলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কর্কশ হুইস্‌ল্ কানে এল ; একটা ট্রেন ডিপোতে ঢুকছে। নেরো গেজের ছোট ট্রেনটা দক্ষিণ থেকে এসে সান রোজারিওতে থেমেছে। মেজর কান খাড়া করে এক মুহূর্ত কি যেন শুনলেন ;

ঘড়ির দিকে তাকালেন। ট্রেনটা ঠিক সময়েই এসেছে—১০:৩৫। মেজর আবার বলতে শুরু করলেন :

"বব তো খবরের কাগজ পড়ে আর সিগারেট টেনে আপিসের চার পাশেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার কাজগুলো করার জন্য আর একজন সহকারীকে বহাল করলাম। এইভাবে কিছুক্ষণ পরেই প্রাথমিক উত্তেজনাটা হ্রাস পেল।

"একদিন সে আমার আপিসে এল। তখন আমি একাই বসেছিলাম। তাকে কেমন যেন বিষণ্ণ ও নীল দেখাচ্ছিল।

"সে বলল, 'টম, এটা যে উত্তর আমেরিকায় বাস করার চাইতেও শক্ত ; জলাশয় থেকে চল্লিশ মাইল দূরে আগ্নেয়গিরির মরুভূমিতে শুয়ে থাকার চাইতেও শক্ত ; কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত লেগে থাকব। তুমি তো জান সেটাই আমার স্বভাব। কিন্তু তুমি যদি আমাকে কণামাত্র ইঙ্গিতও দিতে—শুধু যদি বলতে, "বব আমি বুঝতে পেরেছি," আরে, তাহলেই তো সব কিছু আরও সহজ হয়ে যেত।'

"আমি বিস্মিত হলাম। 'আমি তো বুঝতে পারছি না বব, তুমি কি বলতে চাইছ। অবশ্য তুমিও জান, তোমাকে সাহায্য করতে আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু তুমি যে আমাকে ভাবিয়ে তুললে।'

"সে শুধু বলল, 'ঠিক আছে টম'; তারপরেই খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে আর একটা চুরুট ধরাল।

"আদালত বসার আগের দিন রাতে বুঝতে পারলাম সে কি বলতে চেয়েছিল। সে রাতে যখন শুতে গেলাম তখনই কেমন যেন একটা অস্থিরতা বোধ করছিলাম। মাঝরাত নাগাদ ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি স্বল্পবাসে দাঁড়িয়েছিলাম আদালত বাড়ির একটা বারান্দায়। বব ধরেছিল আমার একটা হাত, অপর হাতটা ধরেছিল আমাদের পারিবারিক ডাক্তার, আর এলিস অস্ফুট স্বরে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। আমার অজ্ঞাতেই সে ডাক্তারকে ডেকে এনেছে। তিনি যখন এলেন তখন দেখা গেল, আমি বিছানায় নেই, উধাও হয়ে গেছি। তারপরই সকলে আমাকে খুঁজতে শুরু করল।

"ডাক্তার বললেন, 'স্বপ্নাটন, মানে ঘুমের মধ্যে হাঁটা।'

"সকলেই বাড়ি ফিরে গেলাম, আর তখনই ডাক্তার আমাদের শোনালেন অসাধারণ সব গল্প—ঐ রকম অবস্থায় মানুষ কত রকম অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে থাকে। বাইরে থাকার ফলে আমার বেশ শীত-শীত করছিল। সেই সময় আমার স্ত্রীও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর আমিও ঘরের ভিতরকার পুরনো পোশাকের আলমারির দরজাটা খুলে একটা বড় লেপ টেনে বের করলাম। লেপটা যে সেখানে ছিল সেটা আমি জানতাম। লেপ ধরে টান দিতেই একটা টাকার থলি গড়িয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। কী আশ্চর্য! এই টাকার থলিটা চুরির দায়েই তো সকালেই ববের বিচার হবার—দণ্ডিত হবার কথা।

"আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'এই লাফানো ঝমঝুমি সাপটা এখানে এল কেমন করে ?' আমি যে কতদূর বিস্মিত হয়েছিলাম সেটা সকলেরই চোখে পড়েছিল। ববও চকিতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

"তার মুখে ফুটে উঠল পুরনো দিনের সেই আভাষ; সে বলে উঠল, 'আরে ঝিমুনে বুড়ো, আমি তো দেখেছি, তুমিই ওটা ওখানে রেখে দিয়েছিলে। আমি দেখলাম, তুমি সিন্দুক খুলে ওটা বের করে নিলে; আমিও তোমার পিছু নিলাম। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, তুমি থলেটাকে ঐ পোশাকের আলমারিতে লুকিয়ে রাখলে।'

"তাহলে—কান-খাড়া, ভেড়ার-মাথা, কম্বল-বোকা নেকড়ে, বেটা তুমি ব্যাপারটাকে কি ভেবেছিলে?'

"বব শুধু বলল, 'কারণ—আমি জানতামই না যে তুমি ঘুমের ঘোরে ছিলে।'

"আমি দেখলাম, সে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল জ্যাক ও জিল্লা। আর তখনই আমি বুঝতে পারলাম ববের পক্ষে একটা মানুষের বন্ধু হবার অর্থটা কি।"

মেজর টম থামলেন; আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখতে পেলেন, "স্টকমেনস ন্যাশনাল" ব্যাংকের ভিতরে কে যেন এসে একটা হলুদে পর্দা টেনে দিয়ে পুরো জানালাটা ঢেকে দিল।

নেট্‌ল্‌উইক তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। মেজরের গল্পটা তিনি ধৈর্য ধরে শুনলেন, কিন্তু সে রকম আগ্রহের সঙ্গে নয়। তার মনে হল, এই পরিস্থিতিতে গল্পটা অবান্তর, পরবর্তী ঘটনার উপর তার কোন প্রভাবই পড়বে না। তিনি ভাবলেন, এই সব পশ্চিমী মানুষগুলোর ভাবাবেগটা একটু বেশি। তাদের মনোবৃত্তিটা ব্যবসায়ীসুলভ নয়। বন্ধুদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার দরকার আছে। স্পষ্টতই মেজর তার বক্তব্য শেষ করেছেন। তিনি যা বললেন, তার কোন অর্থই হয় না।

পরীক্ষক বললেন, "আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, ওই সরিয়ে-ফেলা দায়পত্রগুলি সম্পর্কিত আর কোন কথা কি আপনার বলার আছে?"

"সরিয়ে-ফেলা দায়পত্র!" মেজর টম হঠাৎ চেয়ারে ঘুরে বসলেন; তার দুটো নীল চোখের দৃষ্টি পরীক্ষকের দিকে ঝল্‌সে উঠল। "আপনি কি বলতে চাইছেন স্যার?"

রবার-ব্যাণ্ড দিয়ে আট্‌কানো এক তাড়া ভাঁজ-করা কাগজ পকেট থেকে বের করে নেট্‌ল্‌উইকের হাতে গুঁজে দিয়েই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"ঐ সব দায়পত্র এখানেই পাবেন স্যার—প্রতিটি স্টক, বণ্ড, শেয়ার—সব কিছু। আপনি যখন টাকা গুনছিলেন তখনই আমি ওগুলো সরিয়েছিলাম। নিজেই মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন।"

মেজর আবার ব্যাংকের কাজকর্মের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। বিস্মিত, বিচলিত, উত্তেজিত, সাগরজলে-ডোবা পরীক্ষক তাকে অনুসরণ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এমন একটা কিছুর শিকার তিনি করেছেন যেটা ঠিক ধাপ্পা নয়, অথচ সেই খেলায় তিনি হেরেছেন, ব্যবহৃত হয়েছেন এবং বাতিল হয়ে গেছেন, কিন্তু খেলাটা যে কি তার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানেন না। হয় তো তার পদস্থ অবস্থানটাও অকারণে এই ভেল্কির শিকার হয়েছে। কিন্তু এখন আর তার কিছু করার নেই। এ ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন দাখিল করাটাও অবাস্তব। যে ভাবেই হোক, তিনি আরও বুঝতে

পেরেছেন যে এই ব্যাপারে তিনি এখন যতটা জেনেছেন তার চাইতে বেশি কিছু কোন দিনই জানতে পারবেন না।

নিরুৎসাহ ও যান্ত্রিকভাবেই নেট্ল্‌উইক দায়পত্রগুলি পরীক্ষা করলেন, মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন, কালো থলেটা হাতে নিলেন, আর চলে যাবার জন্য উঠে পড়লেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেজর কিংম্যানের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "আমি বলতে চাই, আপনার এই সব বক্তব্য—আপনার ভ্রান্ত বক্তব্য যাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনটুকুও আপনি বোধ করেন নি—আমার কাছে সঠিক কিছু বলে মনে হয় নি, না ব্যবসায়িক দিক থেকে, আর না কৌতূহলের দিক থেকে। এই সব উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।"

মেজর টম তার দিকে তাকালেন গম্ভীরভাবে, নির্দয়ভাবে নয়। বললেন, "বাবা, বনে-জঙ্গলে, তৃণভূমিতে এবং সংকীর্ণ গিরিনালার দুই পারে এমন অনেক কিছুই আছে যা আপনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু একজন অতিভাষী বৃদ্ধের গদ্যময় গল্পটা যে আপনি মন দিয়ে শুনেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা টেক্সাসের বুড়োরা আমাদের অ্যাডভেঞ্চার ও বৃদ্ধ পুরনো বন্ধুদের কথা বলতে ভালবাসি। 'কোন এক সময়' বলে আমরা যখনই গল্প বলতে শুরু করি তখনই এখানকার লোকজনরা উঠে পালায়; আর সেই জন্যই কোন অপরিচিত আগন্তুক আমাদের দরজা পার হলেই আমরা তাদের গল্প শোনাতে বসে যাই।"

মেজর হাসলেন, কিন্তু পরীক্ষক কোন রকমে মাথাটা নিচু করেই হঠাৎ ব্যাংক ছেড়ে চলে গেলেন। সকলে দেখলেন, রাস্তাটা আড়াআড়ি পার হয়ে তিনি সোজা ঢুকে পড়লেন "স্টকমেনস ন্যাশনাল ব্যাংক"-এ।

মেজর টম ডেস্কের পাশে বসে ভেস্ট-পকেট থেকে বের করলেন ববের লেখা চিঠিটা! একবার তিনি চিঠিটা পড়েছেন, কিন্তু খুব তাড়াহুড়া করে, আর এখন চোখ দুটো মিট-মিট করে তিনি আবার সেটা পড়লেন। তিনি পড়লেন এই কথাগুলি:

প্রিয় টম:

শুনতে পেলাম শ্যামখুড়োর কোন শিকারী কুকুর তোমার কাছে যাচ্ছে; তার অর্থ, ঘণ্টা দুয়েকের জন্য তাকে আমরা মুঠোর মধ্যে পাচ্ছি। এখন, আমি চাই যে তুমি আমার জন্য কিছু কর। ব্যাংকে আমাদের আছে মাত্র ২২০০ পাউন্ড, আর আইনত আমাদের থাকা উচিত ২০,০০০ পাউন্ড। গতকাল বিকেলেই রস ও ফিসারকে ১৮,০০০ পাউন্ড সহ পাঠিয়েছি ঘোড়া-মোষ কিনতে। সেটা কেনা-বেচার ফলে ৪০,০০০ পাউণ্ড তারা পাবে, কিন্তু তাতে তো এই ব্যাংক-পরীক্ষকের মন ভরবে না। এদিকে, সেই দায়পত্রগুলি আমি তাকে দেখাতে পারছি না, কারণ সেগুলি নেহাতই হাত চিঠি মাত্র, দায়পত্র নয়, কিন্তু তুমি তো খুব ভাল করেই জান যে পিংক রস আর জিম ফিশার ঈশ্বরের সৃষ্ট দুটি সবসেরা শ্বেতাঙ্গ মানুষ, আর তারা ঠিক কাজটিই করবে। জিম ফিশারকে তোমার নিশ্চয় মনে আছে, সেই লোকটি

যে এল্ পাসো তে একজন ফারো-তাসারুকে গুলি করেছিল। আমি সাম ব্র্যাড্‌শ'-এর ব্যাংককে তার করেছি—আমাকে ২০,০০০ পাউণ্ড পাঠাতে, আর ছোট রেলপথের ১০:৩৫-এর ট্রেনেই সেটা পৌঁছে যাবে। ব্যাংক-পরীক্ষক এসে ২,২০০ পাউণ্ড গুনে শেষ করলেই তুমি দরজা বন্ধ করে দেবে—এটা তো তুমি ঘটতে দিতে পার না। টম, তুমি পরীক্ষকটিকে আটকে রাখ। যদি দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয় এবং তার মাথায় চড়ে বসতে হয়, তাহলেও তাকে আটকাও। ছোট লাইনের ট্রেন ঢোকার পরে আমাদের সামনের জানালার দিকে তাকাবে। নগদ টাকাটা ব্যাংকের ভিতরে ঢুকলেই সংকেত হিসাবে আমরা জানালার পর্দাটা টেনে দেব। তার আগে তাকে ছেড় না। তোমার উপরেই আমি ভরসা করে আছি টম।

তোমার পুরনো স্যাঙাৎ,
বব বাক্‌লে,
প্রেসিডেন্ট, স্টকমেন্‌স ন্যাশনাল

মেজর হাত-চিঠিগুলি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। তারপর জিভ দিয়ে একটা খুশির শব্দ করলেন।

"হতবুদ্ধি, বৃদ্ধ, বেপরোয়া গরু-দাগানে!" খুশিতে মেজরের গলার স্বর গর্-গর্ করে উঠল। "বিশ বছর আগে শেরিফের আপিসে লোকটা আমার জন্য যা করেছিল তার কিছুটা অন্তত এবার শোধ করা গেল।"

# সালভাডর-এ স্বাধীনতা দিবস

## The Fourth in Salvador

দেশভক্তির হট্টগোল ও গর্জনে শহরটা যখন কাঁপছিল তারই এক গ্রীষ্মের দিনে বিলি কাস্‌পারিস আমাকে এই গল্পটা বলেছিল।

চাল-চলনে বিলি একটি ইউলিসিস, একটি ক্ষুদে শয়তান; সে শহরময় টো-টো করে বেড়ায়—এখানে-ওখানে, উজানে-ভাঁটিতে। আগামী কাল সকালে আপনারা যখন প্রাতরাশের জন্য ডিম ভাঙবেন, তখন সে হয়তো চলে যাবে ওকিচোবি হ্রদের মাঝখানের শহরাঞ্চলে বাজার গরম করতে অথবা ঘোড়ার বেচা-কেনা করতে।

একটা ছোট গোল টেবিলে আমরা বসে ছিলাম। দু'জনের মাঝখানে ছিল বড় বড় বরফের টুকরো ডোবানো গ্লাস, আর মাথার উপরে ছিল একটা নকল তালগাছ। যেহেতু আমাদের এই দৃশ্যপট দেখে তার মনে পড়ে গেল অনুরূপ আর একটা দৃশ্যের কথা, তাই বিলি উত্তেজিত হয়ে তার কাহিনী শুরু করে দিল।

বলতে লাগল, "এই দৃশ্যটি আমাকে মনে করিয়ে দিল আর একটি চতুর্থী-উৎসবের কথা যেটা সাল্‌ভাডর-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমার সহায়তায়। সেই সময় সেখানে

আমি একটা বরফ-কারখানা চালাচ্ছিলাম। তার আগেই আমার কলোরাডোর খনি থেকে সব রূপো তুলে এনেছিলাম। আমাকে একটা "শর্তাধীন ছাড়ের সুবিধা" দেওয়া হয়েছিল। আমি ছয় মাস পর্যন্ত লাগাতার বরফ তৈরি করব এই শর্তে আমাকে নগদ এক হাজার ডলার বাজেয়াপ্তি রাখতে হবে। যদি তা করতে পারি তাহলে বাজেয়াপ্তির অর্থ আমি ফেরৎ পাব। আর তা যদি না পারি তাহলে সরকার টাকাটা নিয়ে নেবে। অতএব ইন্সপেক্টররা যখন-তখন ঢুঁ মারতে লাগল যাতে আমাকে মালবিহীন অবস্থায় ধরতে পারে।

"একদিন তাপমান যন্ত্র ১১০-এ নেমে গেল, ঘড়িতে তখন দেড়টা বাজে, ক্যালেণ্ডারে তারিখটা ছিল জুলাইয়ের তৃতীয় দিন; এমন সময় দুটি ছোটখাট, বাদামি, লাল ট্রাউজার পরা খোঁজারু ভিতরে ঢুকে এল পরিদর্শন করতে। এদিকে, তিন সপ্তাহে এক পাউণ্ড বরফও কারখানায় তৈরি হয় নি দুটি কারণে। সাল্ভাডরের পৌত্তলিকরা সে মাল কিনতে চায় না; তারা বলে, এ বস্তু যাতে রাখি সেটাই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমিও আর বরফ বানাতে পারি না, কারণ ততদিনে আমার মন ভেঙে গেছে। আমি তখন ধান্দায় ছিলাম যে কোন রকমে বাজেয়াপ্তির হাজার ডলার হাতে পেলেই এ দেশ থেকে কেটে পড়ব। ছ'মাসের সময়টা শেষ হবার কথা জুলাইয়ের ষষ্ঠ দিনে।

"যাই হোক, যতটা বরফ ছিল সেটাই তাদের দেখালাম। জালার কালোমত ঢাকনাটা তুললাম; দেখা দিল ১০০ পাউণ্ডের একটা বরফের খণ্ড—সুন্দর ও দৃষ্টি নন্দন। ঢাকনাটা আবার নামাতে যাব এমন সময় সেই দুই কালো শিকারী কুকুরের একজন হাঁটুর উপর বসে পড়ে সজোরে আমার শুভ বিশ্বাসের জামিনদার যন্ত্রটি ধরে সজোরে টান দিল। আর দু' মিনিটের মধ্যেই দু'জনে মিলে সেই ঢালাই কাঁচের সুন্দর খণ্ডটিকে টানতে টানতে মেঝের উপর নামাল। সেটাকে জাহাজ থেকে নামাতে আমার খরচ হয়েছিল পঞ্চাশ ডলার।

যে লোকটি আমার সঙ্গে এই অসম্মানজনক চাতুরির খেলা খেলল সে বলে উঠল, "বরফ—ঠাণ্ডা? খুব গরম বরফ। হ্যাঁ, দিনটা বড়ই গরম সেনিওর। হয় তো বাইরে নিয়ে গেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠিক।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে যে তোমাদের ট্রাউজারের বসার জায়গাটা আকাশী নীল, কিন্তু আমার মতে সে জায়গাটা লাল। এস, যেখানে-সেখানে হাত-পা চালাবার মজাটা একবার দেখিয়ে দি।" জুতোর দুই ধাক্কায় দু'জনকে দরজার ফাঁক দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম। তারপর আমার অপমানের কারণ স্বরূপ সেই কাঁচখণ্ডকে ঠাণ্ডা করতে বসে গেলাম।

"আমি বসে থাকতে থাকতেই জ্বলন্ত রোদের মধ্যেই এসে হাজির হল রবার ও গোলাপগন্ধী কাঠে আগ্রহী ম্যাক্সিমিলিয়ন জোন্স; আমেরিকার মানুষ, পরনে পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাক।

সে ভিতরে পা দিতেই আমি বলে উঠলাম, "মহান কারাম্বস!" তখন আমার মেজাজটা ছিল তিরিক্ষি হয়ে, "আমার কি যথেষ্ট ভোগান্তি হয় নি? আমি জানি তুমি কি চাও। আর একবার বলতে চাও ট্রেনের যাত্রী জনি আম্লিগার ও বিধবার গল্পটা। সে গল্পটা তো এক মাসের মধ্যে নয় বার আমাকে বলেছ।"

সবিস্ময়ে দরজার কাছেই থেমে জোন্স বলল, "এই গরমেই মাথাটা গেছে। বেচারি বিলি। তাকে ছারপোকায় ধরেছে। বরফের উপর বসে আছে, আর প্রাণের বন্ধুদের যত সব বাজে নাম ধরে ডাকছে। হাই!—মুচাচো!" জোন্স আমার ভৃত্যকে ডাকল। সে বাইরে রোদ্দুরে বসে ছিল। সে আসামাত্র জোন্স তাকে বলল, সে যেন ট্রাউজারটা পরে এক ছুটে ডাক্তারের কাছে চলে যায়।

"ফিরে এস," আমি বললাম। "বসে পড় ম্যাক্সি; আমার কথাও ভুলে যাও। তুমি যা দেখছ এটা বরফ নয়, আর এটার উপর যে বসে আছে সেও পাগল নয়। এইমাত্র এক হাজার ডলার হারাবার বেদনায় দীর্ণ এমন একটি নির্বাসিত মানুষ যার প্রাণটা দেশের জন্য কেঁদে উঠেছে। এখন বল, জনি প্রথমেই বিধবাটিকে কি বলল? সেটা আমি আরও একবার শুনতে চাই। ম্যাক্সি—লক্ষ্মী ছেলে। আমার কথায় রাগ করো না।"

ম্যাক্সিমিলিয়ন জোন্স ও আমি গল্প করতে বসে গেলাম। তখন দু'জনেরই দেশের জন্য মনটা কেমন-কেমন করছে। আর তাই মনের মধ্যে দেশের জন্য ভক্তি ও আকর্ষণের ঢেউ বুঝি উথলে উঠল। সেখানে থাকতে গ্লাসের প্রতি অতি-আসক্তির ফলে আমি বিলি কাসপারিস ধনী থেকে হয়েছিলাম নির্ধন ভিখারী; এখন আমার সে দুর্দিন কেটে গেছে, আমি হতে চাইছি পৃথিবীর সব চাইতে বড় দেশের মুকুটহীন সম্রাট। আর ম্যাক্সিমিলিয়ন জোন্স তার সব রাগ ঢালতে লাগল একটা বিশেষ সম্প্রদায় চালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং লাল ট্রাউজার ও ক্যালিকোর জুতো-পরা সর্বশক্তিমান রাজাদের উপর। আর আমরা ঘোষণা করলাম যে সাল্‌ভাডর-এ জুলাই মাসের চতুর্থ দিবসটি সাড়ম্বরে পালন করা হবে সব রকম অভিবাদন, বাজি ফাটানো, যুদ্ধকালীন সম্মান বিতরণ, বক্তৃতা, আর চিরকালের ঐতিহ্য পানীয়ের ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে। হ্যাঁ, আমি বা জোন্স কেউই ততখানি মৃতপ্রাণ হই নি যে দেশের জন্য এটুকুও করব না।

"ঠিক এই সময়ে জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা নামধারী জনৈক স্থানীয় অধিবাসী কারখানায় ঢুকল। লোকটা রাজনীতি ও বর্ণের ব্যাপারে একেবারে লাউ-কুমড়ো, আবার আমার ও জোন্সের বন্ধুও। সে ছিল ভদ্রতা ও বিশেষ ধরনের বুদ্ধিতে ভরপুর; ডাক্তারী পড়ার সূত্রে ফিলাডেল্‌ফিয়াতে দুই বছর বাস করার ফলে সে দ্বিতীয়টা শিখে নিয়েছে এবং প্রথমটা বজায় রেখেছে। সর্বদাই সাহেব-বিবি-গোলাম নিয়ে খেললেও একজন সাল্‌ভাডরের বাসিন্দার কাছে সে খুব বিপদজনক লোক ছিল না।

"জেনারেল মেরি আমাদের সঙ্গে বসে পড়ল; একটা বোতলও পেল।

এক সময় জেনারেল ডিঙ্গো বলল, "হিস্ট!" (ওটা তার মুদ্রাদোষ)। তারপর টেবিলের উপর বুকটা চেপে ধরে বলল। "প্রিয় বন্ধু সেনিওরদ্বয়, আগামী কাল মুক্তি ও স্বাধীনতার মহান দিবস। আমেরিকাবাসী ও সাল্‌ভাডরবাসীদের হৃদয়েই এক তালেই চলা উচিত। তোমাদের ইতিহাস ও তোমাদের মহান ওয়াশিংটনের কথা আমি জানি। তাই তো?"

"আমি ও জোন্স ভাবলাম, "চতুর্থ" কবে আসবে সেটা জেনারেল মনে রেখেছে এটা খুবই ভাল। শুনে আমাদেরও ভাল লাগছে। এক সময় ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের যে একটা গোলযোগ বেঁধেছিল সে খবরটা সে হয়তো ফিলাডেল্‌ফিয়াতেই জেনেছিল।

আমি ও ম্যাক্সি এক সঙ্গে বলে উঠলাম, "হ্যাঁ, আমরা আগে থেকেই এটা জানতাম। তুমি ঘরে ঢোকার আগে আমরা ঐ বিষয় নিয়েই কথা বলছিলাম। তুমি বাজি ধরে বলতে পার যে আগামী কালের বাতাস হৈ-হট্টগোলে ভারি হয়ে উঠবে। আমরা সংখ্যায় খুবই অল্প, কিন্তু আকাশটাই হয়তো নিচে নেমে এসে বোতামটা টিপে দিতে পারে।"

"দুম্ করে নিজের কণ্ঠাস্থির উপর একটা আঘাত করে জেনারেল বলে উঠল, আমিও সাহায্য করব। আমিও মুক্তির পক্ষে। আমেরিকার মহান নাগরিক, ঐ দিনটিকে আমরা চিরস্মরণীয় করে রাখব।"

"জোন্স বলল, 'আমরা আমেরিকানরা চাই হুইস্কি; তোমাদের 'স্কচ স্মোক' বা মৌরীর জল অথবা 'থ্রি স্টার হেনেসি' আগামী কাল মোটেই চলবে না। আমরা রাষ্ট্রদূতের পতাকাটা ধার করব; বুড়ো বিল্‌ফিঙ্গার বক্তৃতা করবে, আর আমরা শহর-চত্বরে একটা ভোজের আয়োজন করব।"

"আমি বললাম, 'কিছু কিছু আতস বাজি পুড়বে; কিন্তু আমাদের বন্দুকের জন্য দোকানের সব কার্তুজ আমরা কিনে নেব। ডেন্‌ভার থেকে আমি দুটো ছয়-ঘরা কিনেছিলাম।'

"জেনারেল বলল, 'এখানে একটা কামান আছে; বেশ বড় কামান; সেটা থেকে ফট্-ফট্-ফটাৎ শব্দে গোলা ছোড়া হবে। আর রাইফেলধারী তিন শ' লোক ছুড়বে গুলি।'

"জোন্স বলে উঠল, 'তাই বল সেনাপতি প্রধান। এটাকে আমরা করে তুলব একটা সম্মিলিত আন্তর্জাতিক উৎসব। দোহাই জেনারেল, একটা সাদা ঘোড়া ও একটা নীল চাদর এবং একজন উঁচুদরের রাজপুরুষকে আনার ব্যবস্থা কর।'

"চোখ দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে জেনারেল বলল, "আমার তরবারি সাক্ষী, মুক্তির নামে যে সাহসী মানুষরা সমবেত হবে তাদের সকলের আগে ঘোড়ায় চেপে যাব আমি।'

"আমরা প্রস্তাব করলাম, 'তুমি বরং সেনানায়কের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে দাও যে আমরা একটু বড় করেই উৎসবটা করতে যাচ্ছি। তিনি যেন ঐ দিনটার জন্য অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনটাকে কিছুটা শিথিল করেন। তার সৈন্যরা যদি আমাদের হৈহল্লায় বাধা দিতে আসে তাহলে তাদের যথাযথ ঠ্যাঙানি দিয়ে আমরা হাজতে যেতে চাই না। বুঝলে তো?"

"জেনারেল মেরি বলে উঠল, 'হিস্ট! সেনানায়ক তো মনে-প্রাণে আমাদেরই পক্ষে। তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। তিনি তো আমাদেরই একজন।'

"সেদিন বিকেলেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। সাল্‌ভাডরের অন্তর্গত জর্জিয়া থেকে একটা নিগ্রো সেখানে এসে হাজির হয়েছিল মেক্সিকোর একটা নতুন গড়ে ওঠা কালো মানুষদের উপনিবেশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে। ভোজসভার নাম শুনেই সে তো আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে কেঁদেই ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সে কাজে লেগে গেল। আমি ও ম্যাক্সি শহরের অন্য আমেরিকানদের খবর দিতে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক

দিনের প্রচলিত চতুর্থ দিবসের জমকালো অনুষ্ঠানের কথা শুনে সকলেই আনন্দে একেবারে গদগদ হয়ে উঠল।

"সর্বসাকুল্যে সেখানে আমরা ছিলাম ছ'জন—কফি-চাষী মার্টিন ডিলার্ড; রেলপথের কর্মী হেনরি বার্ণেস; বুড়ো বিলফিঙ্গার, আমি ও জঙ্গি, আর ভোজসভার প্রধান মক্কেল জেরি। শহরে তখন স্টেরেট নামে একজন ইংরেজও ছিলেন; তিনি এসেছিলেন "পতঙ্গ জগতের ঘর-কন্যার নির্মাণ-শিল্প" নিয়ে একখানা বই লিখতে। তারই নিজের দেশের ব্যাপার নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় একজন ব্রিটিশকে নিমন্ত্রণ করতে আমরা সংকোচবোধ করছিলাম; কিন্তু তার প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার জন্য শেষ পর্যন্ত আমরা সে ঝুঁকিটা নিলাম।

স্টেরেটের কাছে পৌঁছে দেখলাম, তিনি পায়জামা পরে তার পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করছেন একটা ব্র্যাণ্ডির বোতলকে কাগজ-চাপা হিসাবে ব্যবহার করে।

"জোন্স বলল, 'দেখুন ইংলিশম্যান, ছারপোকার ঘর-বাড়ি নিয়ে আপনার প্রবন্ধ রচনায় একটু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে এলাম। আগামীকাল জুলাই মাসের চতুর্থ দিন। আপনার মনে আঘাত দিতে আমরা চাই না, কিন্তু আমরা সেই দিনটাকেই স্মরণ করতে যাচ্ছি যখন আপনাদের নিয়ে কিছু হৈ-হট্টগোল ও অর্থহীন কাণ্ড কারখানা আমরা করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে একটু পান-ভোজন করার মত মানসিক উদারতা যদি আপনার থাকে, তাহলে সেই অনুষ্ঠানে আপনি যোগদান করলে আমরা খুশি হব।'

"নাকের উপর চশমা জোড়া বসাতে বসাতে স্টেরেট বললেন, 'আমি যোগ দেব কিনা এ-প্রশ্ন করার সাহসটা যে আপনাদের আছে সেটা আমার ভাল লেগেছে। আপনাদের জানা উচিত ছিল যে না ডাকলেও আমি যেতাম। আমার দেশের প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক হিসাবে নয়, একটি সমৃদ্ধিশালী জাতির মৌলিক আনন্দের অংশীদার হয়ে।'

"চতুর্থ দিবস-এর সকালে বরফ-কারখানার পুরনো ছোট ঘরে ঘুম ভাঙতেই আমার খুব খারাপ লাগতে লাগল। চারদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল আমার সর্বস্ব সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষ। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। খাটের উপর শুয়ে জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল, রাষ্ট্রদূতের বাড়ির মাথায় পুরনো শতচ্ছিন্ন "তারকা ও ডোরা-কাটা" মার্কা পতাকাটা উড়ছে। নিজের মনেই বললাম, 'বিলি কাস্‌পারিস, তোমরা সব বোকার দল। এ ভাবে 'চতুর্থ দিবস' পালন করার কোন মানে হয় না। তোমার ব্যবসা উঠে গেছে, তোমার হাজার হাজার ডলার এই দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের বাক্সে গিয়ে ঢুকেছে। তোমার হাতে আছে মাত্র পঞ্চাশ চিলি-ডলার। কাল রাতে শোবার সময় তার দাম ছিল ছেচল্লিশ সেন্ট আর সেটা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আজ ঐ পতাকা নিয়ে মাতামাতি করে শেষ সেন্টটিও উড়িয়ে দেবে, আর কাল থেকে খাবে শুধু গাছের কলা, আর পানীয়ের বোঝা চাপাবে বন্ধুদের ঘাড়ে। ঐ পতাকা তোমার জন্য কি করেছে? যতদিন ঐ পতাকার তলে ছিলে ততদিন খাটা-খাটুনি করেই পাওনা পেয়েছ।'

"বুঝতেই পারছ যে নিজেকে একটা নীলের গাছের মত মনে হচ্ছিল; কিন্তু ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুয়ে যখন আমার নাবিকের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে

বেরিয়ে পড়লাম তখন অনেকটা ভাল বোধ করলাম। তারপর যখন সমবেত জনতার ভিড়ে মিশে গেলাম, তখনই যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। তখন আবার নিজেকে বললাম: 'বিলি, আজ সকালে তো তুমি পনেরটা ডলার ও একটা দেশের মালিক—ডলারগুলো উড়িয়ে দাও, আর একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের মতই "স্বাধীনতা দিবস"-এ শহরটাকে মাতিয়ে তোল।'

"মনে পড়ছে, প্রথাগত পথেই আমরা দিনটা শুরু করেছিলাম। আমরা ছ'জন—কারণ স্টেরেট ছিল আমাদের আগে—পথে নামলাম। আমরা বাতাসে ছড়িয়ে দিতে লাগলাম যুক্তরাষ্ট্রের গৌরব ও প্রাধান্যের বাণী, আর পৃথিবী থেকে অন্য সকল জাতিকে পদানত করে রাখার ও মুছে দেবার কাজে দোর্দণ্ড ক্ষমতার কথা। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই দেশভক্তির জালে জড়িয়ে পড়ছি। ম্যাক্সমিলিয়ন জোন্স আশা করছে যে আমাদের এককালের শত্রু মিঃ স্টেরেট আমাদের এই উৎসাহ দেখে অপরাধ নেবে না। হাতের বোতলটা নামিয়ে রেখে সে স্টেরেটের সঙ্গে কর মর্দন করল। বলল, "দুই শ্বেতাঙ্গের মধ্যে যখন ব্যাপার তখন তার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের কোন বাদ-বিসম্বাদ থাকার কথা নয়। বাংকার হিল, প্যাট্রিক হেনরি, আর ওয়াল্‌ডর্ফ এস্টর, এবং ঐ ধরনের যে কোন অন্যায় আচরণ আমাদের দুই জাতির মধ্যেই থাকুক না কেন, সেটা ক্ষমা করে দেবেন।'

"স্টেরেট বললেন, 'হৈ-হল্লাকারী বন্ধুগণ, মহারাণীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের জানাচ্ছি, সব কিছুতেই একটু নুন ছড়িয়ে দিন। মার্কিন পতাকার তলে শান্তি ভঙ্গকারীদের অতিথি হওয়াটা আমার কাছে একটা বিশেষ সম্মান।'

"বুড়ো বিলফিঙ্গার মাঝে মাঝেই অলংকারের ফুলঝুরি জ্বালিয়ে বক্তৃতা করতে করতে চলেছে।

"হৈ-হট্টগোল ক্রমেই বাড়তে লাগল। এমন সময় পাশের গলি থেকে একটা খটা খট্ শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই সাদা ঘোড়ায় চেপে সেখানে এসে হাজির হলেন জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা ডিঙ্গো, আর তার পিছনে শ' দুই কালো ছেলে কালো শার্ট পরে খালি পায়ে এগিয়ে এল দশ ফুট লম্বা বন্দুক হাতে নিয়ে। জেনারেল মেরি ও তার অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা জোন্স ও আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। তাকে অভিবাদন জানিয়ে আমরা চিৎকার করে উঠলাম। জেনারেলও আমাদের সঙ্গে কর মর্দন করে হাতের তলোয়ারখানা দোলাতে লাগলেন।

"জোন্সও চেঁচিয়ে বলল, 'ওঃ, জেনারেল, আপনি মহান। ঘোড়া থেকে নেমে আসুন। একটু পান করে যান।'

"জেনারেল বললেন, 'পান? না, পান করার সময় নেই। ভিভা লা লিবার্টাড! (মুক্ত মানুষেরা দীর্ঘজীবী হোক!)'

"হেনরি বার্ণেস বলল, 'ই প্লুরিবাস ইউনাম-ও ভুলে যাবেন না!'

"আমি বললাম, 'সেই সঙ্গে আরও বলুন ভিভা জর্জ ওয়াশিংটন। ঈশ্বর ইউনিয়নকে বাঁচিয়ে রাখুন।' পরে স্টেরেটকে অভিবাদন করে বললাম, 'আর মহারাণীকেও বাদ দেবেন না।'

"স্টেরেট বললেন, 'ধন্যবাদ। এবার আমার পালা। সকলেই বার-এ ঢুকুন।'

"কিন্তু স্টেরেটের আতিথেয়তা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। কয়েক স্কোয়ার দূরেই শুরু হয়ে গেল প্রচুর গুলি চালাচালি। ব্যাপারটা কি জানতে জেনারেল ডিঙ্গো শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সৈন্যরাও তাকে অনুসরণ করল।

"কানে শুনে যতটা বুঝতে পারলাম তাতে মনে হল জেনারেল ডিঙ্গোও পাল্টা জবাব দিচ্ছেন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় গুলি চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই কানে এল কামানের গোলার 'বুম্-বুম্' শব্দ সারা সাল্ভাডরকেই আমরা জাগিয়ে তুলেছি। আমাদের বুক গর্বে ফুলে উঠল; জেনারেল ডিঙ্গোর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। স্টেরেট শহর-চত্বরে বসে একটা রসালো হাড়ে কামড় দিতে যাচ্ছেন এমন সময় একটা বুলেট এসে তার মুখ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

"আর একটা হাড়ের জন্য হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'কারা যেন কার্তুজ নিয়ে উৎসবে যোগ দিয়েছে। একজন অনাবাসী দেশভক্তের পক্ষে এটা একটু বাড়াবাড়ি—তাই নয় কি?'

"আমি তাকে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না। এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। জানেন তো, "চতুর্থ দিবস"—এটা অনেক সময় ঘটে যায়। নিউ ইয়র্কে স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্রের প্রথম ঘোষণার—আমার বেশ মনে আছে—পরে সব হাসপাতালে ও থানায় "এস. আর. ও"-র বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

"কিন্তু তখনই জেরি আর্তনাদ করে একটা হাত দিয়ে তার পায়ের পিছন দিকটা চেপে ধরল। অতি-উৎসাহের ফলে সেখানে একটা বুলেট ঢুকে গিয়েছিল। তারপরেই শোনা গেল হল্লার পর হল্লার শব্দ। শহর-চত্বরের একটা কোণের দিক থেকে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন জেনারেল মারি এস্পেরাঞ্জা ডিঙ্গো; পিছন পিছন বন্দুকের গুলি ছুড়তে ছুড়তে ছুটে এল তার সৈন্যরা। আর তাদের সকলের পিছনে তাদের তাড়া করে এল নীল ট্রাউজার ও টুপি পরা একদল উত্তেজিত যোদ্ধা।

"নিজের ঘোড়াটা থামাতে চেষ্টা করে জেনারেল চেঁচিয়ে বললেন, 'বাচাঁও! মুক্তির দোহাই, বাঁচাও!'

"জোন্স বলে উঠল, 'আরে, ওই তো প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী কোম্পানিয়া আজুল। কী লজ্জার কথা! বেচারি বুড়ো মারি উৎসবের কাজে আমাদের সাহায্য করছিলেন বলে ওরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এগিয়ে চল ভাই সব, আজ আমাদের "চতুর্থ দিবস"—ওদের তুচ্ছ একটা সেনাদল এসে সেটা ভেঙে দেবে?'

"নিজের 'উইন্চেস্টার'-টা হাতে নিয়ে মার্টিন ডিলার্ড বলল, 'আমার ভোট "না"। জুলাই মাসের "চতুর্থ দিবস"-এ পান-ভোজন করা, কুচকাওয়াজ করা, সাজগোজ করা এবং ভয়ংকর হয়ে ওঠা যে কোন আমেরিকান নাগরিকের এক বিশেষ অধিকার।'

"বুড়ো বিল্ফিঙ্গার বলে উঠল, 'নাগরিক ভাইসব! মুক্তির জন্মলগ্নের অন্ধকারতম মুহূর্তে আমাদের সাহসী পূর্বপুরুষরা যখন মৃত্যুহীন স্বাধীনতার মূলমন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন, তখন তারা কদাপি ভাবতে পারেন নি যে এদের মত একদল কাক এসে বার্ষিক উৎসবটাকে এভাবে নস্যাৎ করে দেবে। "প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র" কে আমরা রক্ষা করবই।'

"এ বিষয়ে আমরা সকলেই এক মত হলাম। যার যার বন্দুক হাতে নিয়ে নীল সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাদের মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুড়লাম, তারপর হুংকার দিয়ে উঠলাম, আর তারাও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। এভাবে আমাদের ভোজ সভাটা বিঘ্নিত হওয়ায় আমাদের মেজাজটাই চড়ে গিয়েছিল। তাই সিকি মাইল পর্যন্ত আমরা তাদের তাড়া করলাম। কয়েকজনকে ধরে আচ্ছা করে পেটালাম। জেনারেলও সৈন্য সামন্ত নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা একটা ঘন কলার ঝোপে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল; তাদের একজনকেও আর দেখতে পেলাম না। অতএব আমরা সেখানেই বসে পড়ে বিশ্রাম নিলাম।

"মনে পড়ছে, সেখান থেকে ফিরবার পথে এক জায়গায় কিছু লোকের একটা জটলা দেখতে পেলাম। সেখানে একটি ঢ্যাঙা লোক—বিল্‌ফিঙ্গার নয়—বারান্দায় দাঁড়িয়ে জুলাই মাসের "চতুর্থ দিবস" উপলক্ষে বক্তৃতা করছে। আর আমার গল্পটাও এখানেই শেষ।

"কেউ হয় তো পুরনো বরফ-কারখানাটাকে টেনে এনে বসিয়ে দিয়েছিল আমি যেখানে ছিলাম ঠিক সেইখানে আমার চারপাশে, কারণ পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি সেখানেই ছিলাম। আমার নাম ও ঠিকানাটা মনে পড়তেই আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং সব কিছুর খোঁজ করতে শুরু করলাম। আমার শেষ সেন্টটিও খরচ হয়ে গেছে। আমি সর্বশান্ত হয়ে গেছি।

"তারপরেই একটা সুন্দর কালো গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন জেনারেল ডিঙ্গো; সঙ্গে রেশমি টুপি ও ট্যান-করা জুতো পরা একটি লোক।

"আমি নিজেকেই বললাম, 'ঠিক, এবার বুঝতে পেরেছি। আপনারা পুলিশের বড়কর্তা আর পুলিশ-হাজতের লর্ড চেম্বারলেন; এবং অতিমাত্রায় দেশভক্তি ও ইচ্ছাকৃত আঘাতের দায়ে আপনারা বিলি কাস্‌পারিসকে খুঁজছেন। ঠিক আছে। হয় তো সে জেলেই আছে।'

"কিন্তু মনে হল জেনারেল মারি হাসছেন, আর অপর লোকটি আমার সঙ্গে কর-মর্দন করে আমেরিকানদের কথ্যভাষায় কথা বললেন।

"সেনিওর কাস্‌পারিস, আমাদের আদর্শের জন্য আপনার সাহসপূর্ণ সেবার কথা জেনারেল ডিঙ্গো আমাকে বলেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনার এবং অন্যসব সেনিওর আমেরিকানদের সাহসিকতায় এই মুক্তি-যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি। এই ভয়ংকর যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবে।

"আমি বললাম, 'যুদ্ধ? কোন্ যুদ্ধ?'

"জেনারেল ডিঙ্গো বললেন, 'সেনিওর কাস্‌পারিস বিনয়ী। সেই ভয়ংকর সংঘর্ষের মধ্যেও তিনিই তো পরিচালনা করেছিলেন তার সাহসী বন্ধুদের। সত্যি তাদের সাহায্য না পেলে এ বিদ্রোহই ব্যর্থ হয়ে যেত।'

"আমি বললাম, 'তাই নাকি? কাল একটা বিদ্রোহ হয়েছিল এ-কথা বললেন না। ওটা তো ছিল "চতুর্থ—

"ঠিক ঐটুকু বলেই আমি ইতি টানলাম। মনে হল, এটাই ঠিক করা হল।

"সঙ্গী লোকটি বললেন, 'সেই ভয়ংকর সংঘর্ষের পরে প্রেসিডেণ্ট বোলানো পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আজ কাসলোকেই প্রেসিডেণ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আঃ, সত্যি। নতুন শাসন ব্যবস্থায় আমিই হয়েছি "বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বিভাগের" প্রধান। আমার ফাইলে আমি এই মর্মে একটা প্রতিবেদন পেয়েছি সেনিওর কাস্‌পারিস যে আপনার চুক্তি অনুযায়ী বরফ আপনি তৈরি করেন নি'। এই পর্যন্ত বলেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

"আমি বললাম, 'আচ্ছা ; আমি তো মনে করি যে প্রতিবেদনটা যথাযথই করা হয়েছে। আমি জানি, তারা আমাকে ঠিকই ধরেছিল। এ ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে।'

"সঙ্গী বললেন, 'এ-কথা বলবেন না।' হাতের একটা দস্তানা খুলে সেই কাঁচের চাঙড়ের উপর তিনি হাতটা রাখলেন।

"গম্ভীরভাবে মাথাটা নেড়ে তিনি বললেন, 'বরফ।'

"জেনারেল ডিঙ্গোও এগিয়ে এসে তার উপর হাতটা রাখলেন।

"বললেন, 'বরফ। আমি শপথ করে বলছি।'

সঙ্গীটি বললেন, "সেনিওর কাস্‌পারিস যদি এই মাসের ছয় তারিখে ট্রেজারিতে আসেন তাহলে তার জমা-রাখা এক হাজার ডলার তিনি ফেরৎ পাবেন। বিদায় সেনিওর।'

"জেনারেল ও তার সঙ্গী অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং তারা যতবার মাথা নোয়ালেন আমিও ঠিক ততবারই মাথা নোয়ালাম।

"আর গাড়িটা যখন বালির উপর দিয়ে গাড়িয়ে যেতে লাগল তখন আমি আর একবার মাথাটা নোয়ালাম, আরও গভীরভাবে যতক্ষণ না আমার টুপিটা মাটি স্পর্শ করল। কিন্তু এ অভিবাদনটা তাদের জন্য নয়। কারণ, তাদের মাথার উপর দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, রাষ্ট্রদূতের ছাদের উপরে পুরনো পতাকাটি বাতাসে উড়ছে। তাকেই আমি জানালাম আমার প্রগাঢ়তম অভিবাদন।"

# বিলির মুক্তি

## The Emancipation of Billy

পুরনো, অতিপুরনো চতুষ্কোণ থামওয়ালা একটা প্রাসাদ। জানালার পাল্লাগুলি বাঁকা-বাঁকা ; দেয়ালের রং চটে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেই প্রাসাদে বাস করতেন শেষ সামরিক রাজ্যপালদের অন্যতম এক বৃদ্ধ।

সেকালের মহাযুদ্ধের শত্রুতার কথা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষরা ভুলে গেছে, কিন্তু ভুলতে পারে নি সেকালের অতীত ঐতিহ্য ও তার প্রতিনিধিদের কথা। "রাজ্যপাল' পেম্বার্টন"-এর (এখনও লোকে তাকে ঐ নামেই ডাকে) মধ্যেই এলম্ শহরের মানুষরা

দেখতে পায় তাদের রাজ্যের প্রাচীন মহত্ত্ব ও গৌরবকে। তাঁর সময়ে স্বদেশের মানুষদের চোখে তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের মানুষ। তাঁর রাজ্য সম্ভবপর সব রকম সম্মানেই তাঁকে ভূষিত করেছে। আর আজ—তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, জন-জীবনের খরস্রোতের বাইরে যথাযোগ্য শান্তিতে তিনি দিন কাটাচ্ছেন। আজও শহরের মানুষরা তাঁকে ভালবাসে, অতীতের মানুষটিকেই তারা শ্রদ্ধা করে।

এল্ম্ শহরের প্রধান রাজপথের উপরে ভেঙে-পড়া প্রাচীরের কয়েক ফুট পরেই দাঁড়িয়ে আছে রাজ্যপালের ধ্বংসোন্মুখ "প্রাসাদ"। প্রতিদিন সকালে বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ রাজ্যপাল অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পা ফেলে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন। তারপর তিনি যখন ইঁটের উঁচু-নিচু গলিপথ ধরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেন তখন তাঁর সোনার হাতলওয়ালা বেতের লাঠির ঠুক্ ঠুক্ শব্দ শোনা যায়। তাঁর বয়স এখন প্রায় আটাত্তর বছর; কিন্তু এত বয়সেও তাঁর চেহারাটা সুঠাম ও সুন্দরই আছে। মাথার লম্বা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো; ঝুলে-পড়া গোঁফজোড়া বরফ-সাদা। গায়ের পুরো ঘাঘরাওয়ালা ফ্রককোটের বোতামগুলি সুচারুভাবে আটকানো। মাথায় উঁচু রেশমি টুপি—এল্ম্ শহরের লোকরা বলে "ছিপি"—আর প্রায় সব সময়ই হাতে দস্তানা পরেন। তাঁর চালচলন কেতাদুরস্ত, অতিসৌজন্যে কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্ত।

প্রধান রাজপথ লী এভেনিউ পর্যন্ত রাজ্যপালের চলার পথটা কালক্রমে একটা স্মরণীয়, বিজয়গৌরবময় শোভাযাত্রায় পরিণত হয়েছে। পথে যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেই সসম্মানে রাজ্যপালকে অভিবাদন করে। অনেকেই মাথার টুপিটা খুলে ফেলে। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্মান যারা লাভ করেছে তাঁরা একটু দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে; আর তারপরেই শুরু হয় দক্ষিণী সৌজন্য-বিনিময়ের এক আদর্শ প্রদর্শনী।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় স্কোয়ার পর্যন্ত হেঁটেই রাজ্যপাল একটু দাঁড়িয়ে পড়েন। সেখানে আর একটা রাস্তা এভেনিউকে আড়াআড়িভাবে কেটে গেছে; চাষীদের কয়েকটা মাল-গাড়ি আর কোন ফেরিওলার একটা কি দুটো গরুর গাড়ির কিছুটা ভিড় সেই চৌ-মাথায় জমে যায়। আর তখনই জেনারেল ডেফেন্‌বাউয়ের শ্যেণ-দৃষ্টিতে সেই পরিস্থিতিটা ধরা পড়ে যায়, এবং প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা নিয়ে তিনি তাঁর "ফার্স্ট ন্যাশন্যাল ব্যাংক"-এর বাড়িতে অবস্থিত আপিস থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসেন পুরনো বন্ধুকে সাহায্য করতে।

তারপর যখন দু'জনে পরস্পরের কুশল-বিনিময় শুরু করেন তখনই একান্ত বিসদৃশ ভাবে ধরা পড়ে যায় আধুনিক চাল-চলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি। জেনারেলের মোটাসোটা দশাসই দেহটা এত বেশি নিচের দিকে নুয়ে পড়ে যে চোখে না দেখলে সেটা বিশ্বাস করাই যায় না। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপালের বহুযত্নে লালিত বাতের ব্যথাটাও যেন বাধ্য হয়েই নাইটদের আমল থেকে প্রচলিত ঐতিহ্যের কাছে পরাজয় বরণ করে নেয়। জেনারেলের হাতটি ধরে তিনি নিরাপদে রাস্তাটা পার হয়ে যান খড়-বোঝাই মাল-গাড়ি ও গরুর গাড়ির ভিড়ের ভিতর দিয়ে। এইভাবে বন্ধুর তত্ত্বাবধানে ডাক-ঘর পর্যন্ত গিয়ে মহামান্য কূটনীতিক প্রবর একপ্রস্থ আড্ডা জমান সকালের ডাক নিতে আসা

নাগরিকবৃন্দের সঙ্গে। সেখান থেকে আইন, রাজনীতি ও বংশকৌলীন্যে প্রতিষ্ঠিত দু'তিন জন বিশিষ্ট নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে এভেনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্যালেস হোটেলের সামনে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে পড়েন। সেখানে হোটেলের অতিথি-তালিকায় যদি এমন কোন নবাগতের নাম খুঁজে পাওয়া যায় যারা রাজ্যের এই সম্মানিত ও বিখ্যাত সন্তানটির সঙ্গে পরিচিত হবার মত যোগ্যতার অধিকারী, তাহলে সেখানেই হয় তো আরও দুই-এক ঘণ্টা সময় কেটে যাবে রাজ্যপালের দীর্ঘ-বিস্মৃত শাসনকালের অস্পষ্ট মহিমার স্মৃতি-রোমন্থনে।

সেখান থেকে ফেরবার পথে জেনারেল অতি অবশ্যই প্রস্তাব করবেন, যেহেতু মহামান্য রাজ্যপাল কিছুটা ক্লান্তি বোধ করছেন তাই "ড্রাগ এম্পোরিয়াম"-এর অতিশয় ভদ্র মালিক মিঃ এপ্‌লবি আর. ফেল্ট্রেস-এর দোকানে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেওয়া যাক।

মিঃ এপ্‌লবি আর. ফেল্ট্রেস একজন ক্লান্তিহরণ-বিশেষজ্ঞ। ওষুধের ফর্মুলাটা মিঃ ফেল্ট্রেসের জানাই আছে। দক্ষ হাতে মিশ্রণটি তৈরি করে তিনি গ্লাসটা রাজ্যপালের হাতেই প্রথম তুলে দেন।

এই ক্লান্তিহরণ মিশ্রণটির পরিবেশনের ব্যাপারেও কোন দিন এতটুকু হেরফের ঘটে না। প্রথমে তিনি দুটি মিশ্রণ তৈরি করে একটি তুলে দেন রাজ্যপালের হাতে, এবং অপরটি তুলে দেন জেনারেলের হাতে। তারপরেই রাজ্যপাল তার ক্ষীণ, কম্পিত কণ্ঠে এই বক্তৃতাটি করেন :

"না মশায়, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজের জন্যও একটি মিশ্রণ তৈরি না করছেন ততক্ষণ আমরা একটি ফোঁটাও মুখে দেব না মিঃ ফেল্ট্রেস। আরে মশায়, আমার শাসনকালে আপনার পিতৃদেব ছিলেন আমার সমর্থক ও বন্ধুদের একজন। অতএব তার ছেলেকে শ্রদ্ধা জানানোটা কেবল আমার খুশির ব্যাপারই নয়, একটা কর্তব্যও বটে।"

এই রাজকীয় উদারতায় খুশিতে লাল হয়ে ওষুধের দোকানিও রাজ্যপালের কথায় রাজী হলেন এবং পানীয় মুখে তোলার আগে বলে উঠলেন : "ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের মহান প্রাচিন রাজ্যের সমৃদ্ধির নামে— রাজ্যের গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে—তার প্রিয় সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য।"

পুরনো রক্ষী-বাহিনীর কাউকে না কাউকে হাতের কাছেই পাওয়া যেত। আর সেই রাজ্যপালকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিত। কোন দিন যদি তিনি নিজের কাজকর্মে আটকে যান তো সেদিন বিচারক ব্রুমফিল্ড অথবা কর্নেল টাইটাস বা অন্য কেউ এসে তার কাজটি করে দিত।

রাজ্যপালের প্রাতঃকালীন ডাক-ঘর ভ্রমণের এই হল দৈনন্দিন ইতিবৃত্ত। কিন্তু তিনি যখন কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন এবং জেনারেল আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন অতীত মহত্ত্বের এক শুভ্রকেশ প্রতিনিধিকে—তখন সে দৃশ্যটি আরও কত বেশি আশ্চর্যজনক, আকর্ষণীয় ও দর্শনীয়ই না হত!

জেনারেল ডেফেন্‌বাউ এল্‌ম্‌ শহরের বাণী স্বরূপ। অনেকে বলে, তিনি ছিলেন

সাক্ষাৎ এল্‌ম্‌ শহর। এক কথায় মুখপাত্র হিসাবে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। "ডেইলি ব্যানার" পত্রিকার এত স্টক তাঁর কেনা ছিল যে সে পত্রিকাটি তাঁর কথামতই চলত; "ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক"-এ তার এত বেশি শেয়ার ছিল যে সেখানকার ধার-কর্জের ব্যাপারটাও তাঁর ইচ্ছামতই হত; আর খোলা ভোজ-সভায়, বিদ্যালয়ের উদ্বোধনে এবং সাজসজ্জা দিবসে তাঁর যুদ্ধের কৃতিত্ব তাঁকে এনে দিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রথম স্থানটি। এ সব ছাড়াও তাঁর অনেক দান-খয়রাত ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল উৎসাহ ও বিজয়বর্ধক। বিতর্কাতীত প্রভুত্ব তাঁকে করে তুলেছিল রোমক সম্রাটের সমতুল। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শংখের মত। আর সব চাইতে বড় কথা—তাঁর হৃদয় ছিল বিরাট ও একনিষ্ঠ। সত্যি; জেনারেল ডেফেন্‌বাউ ছিলেন সাক্ষাৎ এল্‌ম্‌ শহর।

রাজ্যপালের প্রাতঃকালীন ভ্রমণের একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করা হয় নি। সদলবলে ভ্রমণের সময় এভেনিউ-র উপরে অবস্থিত একটা ছোট ইটের বাড়ির আপিস-ঘরের সমুখে তিনি একবার থেমে যেতেন। বাড়িটার সামনের দিকে ছিল কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি। ঘরের দরজায় একটা অতি সাধারণ টিনের নাম-ফলকে লেখা ছিল: "উইলিয়ম বি. পেম্বার্টন: এটর্নি-অ্যাট-ল"।

ভিতরের দিকে তাকিয়ে জেনারেল গর্জন করে বলতেন, "ওহে বিলি, বাছা আমার।" রাজপালও সুর করে হাঁক দিতেন, "গুড-মর্ণিং উইলিয়াম।" আর অন্য সব সহযাত্রীরা বলত, "মর্ণিং বিলি।"

তখন একটি ধৈর্যশীল আধ-পাকা চুলের ছোট মানুষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দলের প্রত্যেকের সঙ্গে কর-মর্দন করত। দেখা হলেই এল্‌ম্‌ শহরের সব মানুষই তার সঙ্গে কর-মর্দন করত।

যথারীতি আলাপ-পরিচয়ের পরে ছোট মানুষটি তার টেবিলে ফিরে যায়। আইনের বই ও কাগজপত্রে টেবিলটা ঠাসা। ততক্ষণে শোভাযাত্রাটাও এগিয়ে যায়।

নাম-ফলক দেখেই বোঝা যায়, বিলি পেম্বার্টন একজন আইন-ব্যবসায়ী। সব দিক থেকেই সে এখন বাপকা বেটা। এই ছায়ার তলেই বিলি মানুষ হয়েছে। এই গর্তের ভিতর থেকে উপরে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা সে অনেক বছর ধরে করেছে, এবং কালক্রমে এই বিশ্বাসে পৌঁচেছে যে এখানে থেকেই তার সব উচ্চাকাংখার সমাধি হবে। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্য সে অন্য অনেক ছেলের চাইতে ভালভাবে পালন করেছে; আর সেই সঙ্গে এই আশাও পোষণ করেছে যে নিজের কাজকর্ম ও যোগ্যতা দিয়েই সে সমাজে পরিচিত ও প্রশংসিত হবে।

বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এখন এল্‌ম্‌ শহরকে ছাড়িয়ে দূর দূর পর্যন্ত তার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে একজন প্রগাঢ় আইনজ্ঞ হিসাবে। দুই দুইবার সে ওয়াশিংটনে গেছে সর্বোচ্চ আদালতে মামলার সওয়াল করতে, এবং তীক্ষ্ণ যুক্তি ও পাণ্ডিত্য দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আইন-ব্যবসা থেকে তার উপার্জন ক্রমেই বেড়েছে। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রাচীন পারিবারিক প্রাসাদেই সে বাস করছে (যতই জরাজীর্ণ হোক, সে বাড়ি ছেড়ে যাবার কথা দু' জনের একজনও কখনও ভাবে নি) পুরনো দিনের বহুল ব্যয় সাপেক্ষ আরাম ও বিলাসের মধ্যেই।

তবু এল্‌ম্‌ শহরে সে আজও রয়ে গেছে আমাদের বিশিষ্ট ও সম্মানিত নাগারক "প্রাক্তন রাজ্যপাল পেম্বার্টন"-এর ছেলে "বিলি পেম্বার্টন"। সে যখন মাঝে-মধ্যে জনসভায় বক্তৃতা করে তখনও থেমে-থেমে গদ্যময় ভাষায় তার এই পরিচয়টাই ঘোষণা করা হয়। কোন আগন্তুকের কাছে, এমন কি আদালতের কাজে আগত আইনজীবীর কাছেও তার পরিচয় এই ভাবেই দেওয়া হয়। "ডেইলি ব্যানার" পত্রিকাতেও তার এই পরিচয়টাই ছাপা হয়। "অমুকের পুত্র" হওয়াই তার নিয়তি। জীবনে তার যত কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা সেসব কিছুকেই বলি দিতে হয়েছে এই চমকপ্রদ কিন্তু মারাত্মক পিতৃ-পরিচয়ের বেদিমূলে।

বিলির উচ্চাকাংখার বৈশিষ্ট্য ও সব চাইতে দুঃখের বিষয়টাই হচ্ছে এই যে এল্‌ম্‌ শহরটাকে জয় করাই ছিল তার জীবনের একমাত্র বাসনা। আত্মবিশ্বাসের অভাব আর আত্ম-গুণ-কীর্তনের অক্ষমতাই ছিল তার স্বভাব। জাতীয় অথবা রাজ্যস্তরের সম্মান তাকে পীড়িত করত। সব কিছুই দূরে ঠেলে দিয়ে তার মন চাইত সেই সব বন্ধুদের প্রশংসা পেতে যাদের মধ্যে তার জন্ম হয়েছিল, যাদের সঙ্গে সে বড় হয়েছে। তার বাবার গলায় যত ফুলের মালা পরানো হয়েছে তার থেকে একটা পাপড়িও সে কোন দিন ছিঁড়ে নিতে চায় নি; সেই সব গাছের শুকনো ফুল-পাতা দিয়েই যে তার প্রাপ্য মালাগুলিও গাঁথা হয়েছে, শুধু তার বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু তার চাপা আক্রোশ সত্ত্বেও এল্‌ম্‌ শহরটা চিরকাল তাকে "বিলি" ও "ছেলে" বানিয়েই রেখেছে। আর তাই শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে জনতার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছে; ডুব দিয়েছে তার পুঁথিপত্রের মধ্যে।

একদিন সকালে বিলি ডাকে একটা চিঠি পেল কোন এক উপর মহল থেকে। আমাদের দেশের কোন এক দ্বীপময় উপনিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় পদে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। সম্মানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পদটির জন্য একজন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে বসে গোটা জাতিই একমত হয়েছে যে এই পদে একমাত্র তাঁকেই নিয়োগ করা হবে যিনি চরিত্রে, শিক্ষাদীক্ষায়, এবং মানসিক ভারসাম্যের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন।

এল্‌ম্‌ শহরে বিলির জয়-জয়কার পড়ে গেল। "ছেলের এই যোগ্য সম্মানের জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই রাজ্যপাল পেম্বার্টনকে"—"পুত্রের এই সাফল্যে রাজ্যপাল পেম্বার্টনের সঙ্গে গোটা এল্‌ম্‌ শহরই আজ আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে"—"জজ সাহেব বিলি পেম্বার্টন স্যার; আমাদের রাজ্যের অনেক যুদ্ধের সাহসী নায়ক ও জনগণের গর্ব রাজ্যপালের পুত্র তিনি!"—লোকের মুখে-মুখে আর সংবাদপত্রের পাতায়-পাতায় এই বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাজ্যের পৌত্র আর এল্‌ম্‌ শহরের সৎ-ছেলে—রাজনীতিতেও এটাই তার সুনির্দিষ্ট নিয়তি।

বাবাকে নিয়ে বিলি তাদের পুরনো প্রাসাদেই বাস করত। এই দু'জন ও আর একটি বর্ষীয়সী মহিলা—এই তিন জনকে নিয়েই সংসার। হয়তো রাজ্যপালের কৃষ্ণকায় পুরনো খানসামা বুড়ো জেফকেও এর মধ্যে ধরা উচিত। এ সম্মানটি যে তারও প্রাপ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে বাড়িতে আরও চাকর-বাকর ছিল, কিন্তু স্যার, টমাস জেফার্সন পেম্বার্টন "ঐ পরিবারেরই" একজন।

জেফই এলম্‌ শহরের একমাত্র লোক যে বিলিকে জানাল পিতৃপরিচয়ের খাদ না-মেশানো সুবর্ণ স্বীকৃতি। তার চোখে "মার্স উইলিয়াম" টাল্‌বট জেলার শ্রেষ্ঠ সন্তান। যদিও যুদ্ধফেরত রাজ্যপালের দেহনিঃসৃত উজ্জ্বল রোদে তার দেহবর্ণ তামাটে হয়েছে, যদিও এখনও সে সাবেক কালের প্রতি সমান বিশ্বস্ত, তবু তার মন-প্রাণ বিলির নামেই নিবেদিত। সে এক নায়কের খাস-চাকর, সে পরিবারের একজন, কাজেই এক্ষেত্রে সঠিক বিচারের অধিকতর সুযোগ তার পক্ষেই পাওয়া সম্ভব।

বিলি খবরটা প্রথমেই জানাল জেফকে। সান্ধ্য আহারের জন্য বাড়িতে ফিরতেই জেফ তার "ছিপি" টুপিটাকে নিয়ে ভালভাবে মসৃণ করে ঝুলিয়ে রাখল।

"এবার কিং হল!" বুড়ো লোকটি বলল, "এ রকম ডাক যে আসবে তা আমি আগেই জানতাম। ঐ ইয়াংকিরা তোমাকে জজসাহেব করেছে, তাই না? আচ্ছা মার্স উইলিয়াম, তুমি কি ঐ ফিলিপিনদের দেশে চলে যাবে, না কি এখানে থেকেই তাদের বিচার করবে?"

"অবশ্যই বেশির ভাগ সময় সেখানেই থাকতে হবে," বিলি বলল।

জেফ এবার একটু ভেবে বলল, "জানি না এ ব্যাপারে গভর্নর কি বলবেন।"

তার কথা শুনে বিলিও ভাবতে লাগল।

সান্ধ্য আহারের সময় অভ্যাসমতই দু'জন লাইব্রেরিতে গিয়ে বসল। রাজ্যপাল তার মাটির পাইপ টানতে লাগলেন, আর বিলি ধরাল তার চুরুট। তখন ছেলে তার নতুন চাকরির কথাটা জানাল।

রাজ্যপাল একমনে পাইপ টানতে লাগলেন, অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না। বিলি তার প্রিয় দোলনায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। আবেদন না করেও এতবড় একটা চাকরি পাওয়ায় তার মনও খুব খুশি।

অবশেষে রাজ্যপাল মুখ খুললেন। তার কথাগুলি আপাতত অবান্তর মনে হলেও তিনি ঠিক কথাই বললেন। তার কাঁপা কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হল এক শহীদের সুর।

"দেখ উইলিয়াম, গত কয়েক মাস যাবৎ আমার বাতের ব্যথাটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।"

বিলি শান্ত গলায় বলল, "আমি দুঃখিত বাবা।"

"আমার বয়স প্রায় আটাত্তর। আমি বুড়ো হয়েছি। আমার শাসনকালে যে সব লোকের নাম খুব শোনা যেত তাদের মধ্যে মাত্র দুই বা তিন জনের নাম আমি স্মরণ করতে পারি। তোমার জন্য যে চাকরিটার প্রস্তাব এসেছে সেটা কি ধরণের উইলিয়াম?"

"যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারকের পদ বাবা। আমার তো বিশ্বাস, চাকরিটা বেশ লোভনীয়। তুমি তো জানই, চাকরিটা রাজনীতির বাইরে, আর এর মধ্যে কোন রকম দলবাজীও নেই।"

"তাতে সন্দেহ নেই, কোন সন্দেহ নেই। পেম্বার্টন বংশের কেউ কোন দিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন পদে অধিষ্ঠিত হয় নি। তাদের মধ্যে জমিদার আছে, ক্রীতদাসের মালিক আছে, বড় মাপের বাগানের মালিক আছে। তোমার মায়ের বংশের দু'একজন আইন বিভাগেও ছিলেন। তুমি কি এই চাকরিটা নেবে বলে স্থির করেছ উইলিয়াম?"

চুরুটের ছাই ঝেড়ে বিলি ধীরে ধীরে বলল, "আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি।"

কলমের মাথা দিয়ে পাইপটা নাড়তে নাড়তে রাজ্যপাল বললেন, "তুমি বেশ ভাল ছেলেটির মতই আমার কাছে ছিলে।"

বিলি মুখটা কালো করে বলল, "সারা জীবন আমি তো তোমার ছেলে হয়েই আছি।"

কণ্ঠস্বরে কিছুটা প্রশংসার ছোঁয়া লাগিয়ে রাজ্যপাল বললেন, "তোমার মত একটি জ্ঞানী গুণী ছেলের জন্য অভিনন্দিত হই বলে অনেক সময়ই আমি কিঞ্চিৎ সন্তোষ বোধ করে থাকি। বিশেষ করে আমাদের নিজের এই শহরের লোকরা তাদের কথাবার্তায় তোমার নামের সঙ্গে আমার নামটাকেও জড়িয়ে ফেলে।"

বিলি অস্পষ্টভাবে বলল, "এই একত্রে জড়িয়ে ফেলার ব্যাপারটা কেউ কখনও ভুলে গেছে বলে আমার জানা নেই।"

বাবা বললেন, "আমার নাম ও রাজ্যের সেবার দরুন যতটা মর্যাদার অধিকারী আমি হয়েছি তার ফলটা তো তুমি পুরোপুরিই ভোগ করতে পার। যখনই সুযোগ এসেছে তখনই তোমার কল্যাণের জন্য সেটাকে কাজে লাগাতে আমি তো কখনও ইতস্তত করি নি। সেটা যে তোমার প্রাপ্য উইলিয়াম। তুমি তো আমার সেরা ছেলে। এখন এই চাকরিটা তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। আর ক'দিনই বা আমি বাঁচব? আমি এখন অন্যের উপরেই প্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি, এমন কি হাঁটা-চলায় এবং পোশাক পরার ব্যাপারেও। তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে চলব বাবা?"

রাজ্যপালের পাইপটা মুখ থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। তার চোখ থেকে ঝরে পড়ল এক ফোঁটা অশ্রু। তার কণ্ঠস্বর বেশ কিছুটা চড়েই একেবারে ভেঙে পড়ল। তিনি এখন বড়ই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন; আর যে ছেলে তাকে এতদিন দেখে এসেছে আজ সেই তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে!

বিলি উঠে দাঁড়াল; রাজ্যপালের কাঁধের উপর একটা হাত রাখল।

খুশিভরা গলায় বলে উঠল, "তুমি কিন্তু ভেব না বাবা। আমি এ চাকরি নেব না। এল্‌ম্‌ শহরই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আজ রাতেই আমি চিঠি লিখে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি।"

লী এভেনিউতে রাজ্যপাল ও জেনারেল ডেফেন্‌বাউয়ের মধ্যে পরবর্তী সৌজন্য-বিনিময়ের পরেই হিজ এক্সেলেন্সি পরম আত্মতুষ্টির সঙ্গে বিলির চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদটা তাকে শোনালেন।

জেনারেল শিস্‌ দিয়ে উঠলেন।

চেঁচিয়ে বললেন, "বিলির কাছে এ তো বড়ই সুখবর। কে জানত যে বিলি—আরে, রেখে দিন এসব কথা, এ চাকরি তো তার বাঁধাই ছিল। এটা তো এল্‌ম্‌ শহরেরই গৌরব। আমাদের রাজ্যের একটা সম্মান। দক্ষিণের পক্ষে একটা নতুন মর্যাদা। বিলির ব্যাপারে এতদিন আমরা চোখ বুজে ছিলাম। সে কবে যাচ্ছে? আমাদের তো একটা সম্বর্ধনা দিতেই হবে। এ চাকরিতে তো বছরে আট হাজার একেবারে বাঁধা। একবার ভাবুন তো! আমাদের সেই ছোট্ট কাঠ-কাটা, মুখচোরা বিলি!"

সবিনয় গর্বের সঙ্গে রাজ্যপাল বললেন, "চাকরির প্রস্তাবটা উইলিয়াম ফিরিয়ে দিয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। বড় ভাল ছেলে সে।"

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে জেনারেল তার তর্জনীটা বন্ধুর বুকের উপর ঠেকালেন। ষাঁড়ের মত বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি নির্ঘাৎ বিলির কাছে আপনার বাতের ব্যথার কাঁদুনি গেয়েছিলেন।"

রাজ্যপাল কঠিন গলায় বললেন, "প্রিয় জেনারেল, আমার ছেলের বয়স বিয়াল্লিশ। এসব প্রশ্নের মীমাংসা করার মত ক্ষমতা তার আছে। আর তার বাবা হিসাবে একটা কথা বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে বাতের ব্যথার কথা আপনি যা বললেন সেটা নেহাৎই একটা ছোট নলের বন্দুকের ততোধিক ছোট গুলিমাত্র।"

জেনারেল পাল্টা জবাব দিলেন, "যদি অনুমতি করেন তো বলি, এই বাতের ব্যথার কথা বলেই বেশ কিছুদিন ধরে আপনি এখানকার মানুষজনকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছেন; তখন কিন্তু বন্দুকের নলটা ছোট মাপের ছিল না।"

দুই পুরনো বন্ধুর এই প্রথম বিসংবাদ হয় তো একটা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণেল টাইটাস ও অপর এক বন্ধুর আগমনে ও হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা সেখানেই মিটে গেল।

এইভাবে নিজের সব উচ্চাকাংখাকে কার্যত সমাধিতে পাঠিয়ে দিয়ে হঠাৎই বিলি অনুভব করল যে তার বুকটা আগের চাইতে অনেক হাল্কা হয়ে গেছে, আর তার সুখের মাত্রাটাও বেড়ে গেছে। এল্‌ম্‌ শহরের উত্তাপে তার অন্তরটা যেন বেশ আরাম বোধ করছে। সে এখন ভাবতে শুরু করেছে, "মহামান্য" হয়ে অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে বসে বিজ্ঞ কৌসুলিদের সওয়াল শোনার চাইতে "বিলি" হয়ে বাবার সঙ্গী হয়ে সেই বৃদ্ধের কাতর আর্তনাদ "তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব বাবা?" শোনা এবং প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের অভিনন্দন পাওয়াটা অনেক বেশি শ্রেয়।

সেই থেকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই বিলি এমন ভাবে শিস্‌ দিত যে তার পরিচিত জনরা অবাক হয়ে যেত। অন্য সকলকে সে অবাক করে দিত তাদের পিঠে অশ্রদ্ধার সঙ্গে চড়-চাপড় মেরে আর অনেক দিনের পুরনো সব গাল-গল্প শুনিয়ে। মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আগের মতই ব্যস্ত থাকলে এখন সে বিশ্রাম করবার মত এবং বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করবার মত অনেক বেশি সময় করে নিত। অপেক্ষাকৃত ছোটদের দলও তাকে তাদের গল্‌ফ্‌-ক্লাবে ভর্তি করাতে উঠে পড়ে লেগে গেল। সে যে বিস্মরণের মধ্যেই ডুবে যেতে চায় তার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যখন তার "ছিপি" টুপিটাকে রবিবার এবং রাজকীয়-অনুষ্ঠানের জন্য তুলে রেখে সে মাথায় দিতে শুরু করল একটা বাজে, ছোট, নরম টুপি। যদিও শ্রদ্ধাহীন এল্‌ম্‌ শহর তাকে ফুলের মালা ও মার্টল্‌ লতা দিয়ে সাজালো না তবু সেখানেই সে আরামে দিন কাটাতে লাগল।

নির্বিঘ্ন শান্তিতে এল্‌ম্‌ শহরের দিনও এগিয়ে চলল। জেনারেলকে পথপ্রদর্শক করে রাজ্যপাল তার ডাক-ঘর পর্যন্ত বিজয়যাত্রা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু একদিন এল্‌ম্‌ শহর জেগে উঠল একটা আকস্মিক উত্তেজনা নিয়ে। খবর এল, প্রেসিডেন্টের একটি ভ্রাম্যমান দল বিশ মিনিটের জন্য এল্‌ম্‌ শহরে পদার্পণ করবে। দলের কর্মকর্তারা কথা দিয়েছেন, "প্যালেস হোটেল"-এর বারান্দা থেকে একটা পাঁচ মিনিটের ভাষণ দেওয়া হবে।

দলমত নির্বিশেষে গোটা এল্‌ম্‌ শহর যেন একটি মানুষ হয়ে উঠে দাঁড়াল—সে মানুষটি অবশ্যই জেনারেল ডেফেন্‌বাউ—রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিত্বটিকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাতে। ইঞ্জিনের মাথায় ছোট ছোট তারকা ও ডোরা কাটা পতাকা উড়িয়ে ট্রেনটা এল। এল্‌ম্‌ শহর সাধ্যমত সব কিছুই করল। ব্যাণ্ড বাজল, ফুল ছিটানো হ'ল,—গাড়ি-ঘোড়া, পোশাকপত্র, পতাকা ও কমিটির আর অন্ত রইল না। উচ্চ বিদ্যালয়ের সাদা ফ্রক-পরা মেয়েরা যে যেভাবে পারল ভ্রাম্যমান দলের সিঁড়িগুলো ফুলে-ফুলে সাজিয়ে দিল। প্রধান ব্যক্তিত্বটি এ সব কিছুই আগেও দেখেছেন—অনেক—অনেকবার। তবু এমন মিষ্টি-মধুর হাসি হেসে এল্‌ম্‌ শহরের এই সমারোহকে প্রত্যক্ষ করলেন যেন এমনটি আগে কখনও দেখেন নি।

"প্যালেস হোটেল"-এর দোতলার গোল-ঘরে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জমায়েত হলেন সমাগত বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হবার সম্মানটুকু পাবার প্রত্যাশায়। আর হোটেলের বাইরে রাজপথে ভিড় জমাল শহরের নামগোত্রহীন অখ্যাত সাধারণ মানুষরা।

আর এদিকে, হোটেলের মধ্যে জেনারেল ডেফেন্‌বাউ আটকে রেখেছেন এল্‌ম্‌ শহরের তুরুপের তাসটিকে। এল্‌ম্‌ শহর সবই জানে; কারণ এই তুরুপের তাসটি একই ব্যক্তি; আর তিনি এসে হাজির হন চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

যথাসময়ে রাজ্যপাল পেম্বার্টন—সৌন্দর্যে শ্রদ্ধেয়, প্রাচীনতায় আশ্চর্য, দীর্ঘদেহ, সর্বাধিনায়ক—জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে এলেন।

গোটা এল্‌ম্‌ শহর রুদ্ধশ্বাস হয়ে দেখছে—আর কান পেতে শুনছে। আজকের এই দিনটিতে যুক্তরাষ্ট্রের একজন উত্তর অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট যখন প্রাক্তন-সামরিক—রাজ্যপাল পেম্বার্টনের হাতে হাত মেলাবেন, তার আগে কখনও এমনভাবে সব ভেদ-বিচ্ছেদের অবসান ঘটে নি—সারা দেশ এক ও অখণ্ড হয়ে ওঠে নি—উত্তর নয়, দক্ষিণ নয়, পশ্চিম নয়, পূর্ব নয়—সব একাকার। তাই তো সারা এল্‌ম্‌ শহর আজ উত্তেজনায় টগবগ করছে একটি মহান ব্যক্তিত্বের কণ্ঠস্বর শুনবার প্রত্যাশায়।

আর বিলি! আমরা তো বিলিকে প্রায় ভুলেই গিয়েছি। এখানে তার ভূমিকাটি পুত্রের; আর সেই হিসাবেই সে অপেক্ষমান মানুষদের সারিতে অপেক্ষা করছে। তার হাতে নিজের "ছিপি" টুপিটা; মনে গভীর প্রশান্তি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে বাবার বিশেষ ভাব-ভঙ্গির দিকে। আর যাই হোক, যে মানুষটি এমন সাহসিকতার সঙ্গে তিন পুরুষের চোখের মণি হয়ে থাকতে পারে তার ছেলে হওয়াটাও কিছু কম কথা নয়।

জেনারেল ডেফেন্‌বাউ গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। এল্‌ম্‌ শহর হাঁ করে কিল্‌বিল্‌

করে উঠল। জেনারেল হাসিমুখে নিজের হাতটা তুলে ধরেছেন। প্রাক্তন-সামরিক-রাজ্যপাল পেম্বার্টন তারই ফাঁক দিয়ে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু জেনারেল এ সব কি বলছেন?

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এমন একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে আপনার সমুখে উপস্থিত করছি যিনি আমাদের বিশিষ্ট নাগরিকদের পুরোধা, শিক্ষিত সম্মানিত বিচারক, শহরের সকলের প্রিয়পাত্র, এবং একজন আদর্শ দক্ষিণী ভদ্রলোক—মাননীয় উইলিয়াম বি.পেম্বার্টনের পিতা।"

# একটি বিভাগীয় মামলা

## A Departmental Case

টেক্সাসে তুমি একই সরল রেখায় এক হাজার মাইল হাঁটতে পার। তোমার পথটা যদি আঁকাবাঁকা হয়, তাহলে দূরত্ব এবং তোমার গতিবেগ বহুল পরিমাণে বেড়ে যেতে পারে। সেখানে মেঘের দল শান্তভাবে ভেসে চলে বাতাসের বিপরীত দিকে। এক সময়ে টম গ্রীণ কাউন্টি ছিল একটা বড় মাপের জেলা। কিন্তু আইকের কুঠারাঘাতে সেই টম গ্রীণকে কেটে বেশ কয়েকটি আলাদা আলাদা কাউন্টি বানানো হয়েছে। তার কোনটাই ইওরোপীয় রাজ্যগুলির চাইতে বড় নয়।

এ হেন টেক্সাসের বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাসের কমিশনার লোকটি গুরুত্বের বিচারে খুব বড়ও নয়, আবার খুব ছোটও ছিল না। এখানে অতীত কালটা ব্যবহার করা হল এই জন্যে যে এখন তিনি কেবলমাত্র বীমা বিভাগেরই কমিশনার।

১৮৮-সালে রাজ্যপাল এই বিভাগের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করলেন লিউক কুন্‌রড স্ট্যাণ্ডিফারকে। তখন স্ট্যাণ্ডিফারের বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর; তখন তিনি আগাপাস্তলা একজন খাঁটি টেক্সান। তাঁর বাবা ছিলেন সে রাজ্যের একজন অতিপ্রাচীন অধিবাসী ও অগ্রপথিক। স্ট্যাণ্ডিফার স্বয়ং কমনওয়েল্‌থ্‌-এর সেবা করেছেন একজন সৈনিক, বনরক্ষক ও আইন-প্রণেতা হিসাবে। তিনি লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, কিন্তু অভিজ্ঞতার ঝর্ণার অনেক গভীরে ছিল তাঁর আনাগোনা।

আর সেই কারণেই প্রাক্তন বনরক্ষক এজরা স্ট্যাণ্ডিফারের ছেলে লিউক কুন্‌রড স্ট্যাণ্ডিফারকে বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল।

স্ট্যাণ্ডিফার এই সম্মানকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তাকে কি কি কাজ করতে হবে এবং সেই সব কাজ করবার যোগ্যতা তার আছে কি না সে বিষয়ে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবু পদটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং তারযোগে সেটা জানিয়েও দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পদে যোগদান করবার জন্য তিনি যাত্রা করেছিলেন তার ছোট শহর থেকে—যেখানে একটা ছোট আপিসে

তিনি করতেন জরিপ ও মানচিত্র আঁকার কাজ। অবশ্য যাত্রা করার আগে "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" ঘেঁটে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিস্তারিত তথ্যগুলি তিনি যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন।

নতুন কর্মক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ কাজ করার পরেই নতুন কমিশনারের ভয়-ডর বেশ কমে গেল। সেখানকার কাজকর্ম সম্পর্কে তার পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হতে লাগল ততই তিনি তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যেতে লাগলেন। তার আপিসে একজন চশমাধারী বুড়ো করণিক ছিল—লোকটি কাজ-পাগল, সবজান্তা, যন্ত্রের মত সার্থককর্মা ; মাথার উপরকার পরিচালকের পরিবর্তনের কোন তোয়াক্কা না করে তিনি নিজের ডেস্কটা সামলাতে জানেন। বুড়ো কৌফ্‌ম্যান তার নতুন উপরওয়ালাকে একটু একটু করে সব কাজকর্ম বুঝিয়ে দিলেন। আপিসের কাজের চাকা নির্বিঘ্নে ঘুরে চলল।

বস্তুত, বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের কাজের ওজনটা খুব একটা ভারি কিছু নয়। অতএব নতুন কমিশনারকেও তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হত না।

আগস্ট মাসের এক ঘর্মাক্ত অপরাহ্ণে কমিশনার সাহেব আপিসের চেয়ারে হেলান দিয়ে দুই পা তুলে দিয়েছিলেন সবুজ কাপড়ে মোড়া লম্বা টেবিলটার উপর। একটা চুরুট টানতে টানতে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলেন বৃক্ষহীন পরিষদ-ভবনের দৃশ্য।

তার বিভাগের কাজকর্ম ছিল ঢিলেঢালা। বীমার কাজকর্ম খুবই সহজ। সংখ্যাতত্ত্বের কোন চাহিদাই ছিল না। ইতিহাস তো মৃত। দক্ষ ও চিরস্থায়ী করণিক বুড়ো কৌফ্‌ম্যান যখন-তখন কারণে-অকারণে একটা আধা দিনের ছুটির আর্জি পেশ করেন, আর সেটা পাশও হয়ে যায়।

আপিসটা সেদিন চুপচাপই ছিল। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক থেকে টুং-টাং, খুট-খাট আওয়াজ ভেসে আসছিল। তারই মাঝে একসময় কানে এল একটা শান্ত কণ্ঠস্বর। কথাগুলি কমিশনারের কাছে দুর্বোধ্য মনে হলেও তিনি কিছুটা বিমূঢ় ও অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়লেন।

কণ্ঠস্বর কোন নারীর। কমিশনারটিও সেই জাতের মানুষ যারা ঘাঘরা দেখলেই সেলাম ঠোকে—ঘাঘরার কাপড়ের গুণাগুণ বিচার করে না।

দরজায় দাঁড়িয়ে একটি ম্লানমুখী নারী—অসংখ্য দুঃখী মেয়েদের একজন। আগাগোড়া কালো পোশাকে ঢাকা—দারিদ্র্যের চিরন্তন মূর্তি। তার মুখের ভঙ্গিটা বিশ বছরের কিন্তু রেখাগুলি চল্লিশের।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পা দুটোকে টেবিল থেকে নামিয়ে কমিশনার বললেন, "ক্ষমা করবেন ম্যাডাম।"

মূর্তিমতী বিষণ্নতা প্রশ্ন করল, "মহাশয় কি রাজ্যপাল ?"

কমিশনার প্রথমে ইতস্তত করলেন। শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হল।

"না ম্যাডাম, আমি রাজ্যপাল নই। বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের কমিশনার। বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ? এই চেয়ারটায় বসুন না ম্যাডাম।"

মহিলাটি চেয়ারে বসল; সম্ভবত দৈহিক কারণেই বসল। তার হাতে একটা সস্তা পাখা—ভদ্রতার এই শেষ চিহ্নটিকে সে এখনও ত্যাগ করে নি। তার পোশাকে নিদারুণ দারিদ্র্যের প্রকাশ। যে লোকটি রাজ্যপাল নয় তার দিকেই সে তাকিয়ে রইল। তার মধ্যে সে দেখতে পেল করুণা ও সরলতা; রোদে-পোড়া আর চল্লিশ বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে কাজ করার ফলে কঠিন হয়ে ওঠা মুখ থেকে বেরিয়ে আসা একটা অমসৃণ ও অকৃত্রিম ভদ্রতার ছায়া। সে আরও দেখতে পেল—লোকটির চোখ দুটো স্বচ্ছ জোরালো ও নীল। লোকটির পোশাকপত্রেও তার বর্তমান কাজকর্মের ছাপ পড়েছে। তার চওড়া পট্টি লাগানো কালো টুপি আর লম্বা লেজওয়ালা "ফ্রক" তার চেহারায় এনে দিয়েছে একটা পদস্থ অফিসারসুলভ মর্যাদা।

কমিশনারটি সব সময়ই মেয়েদের প্রাপ্য সম্মান দিয়ে থাকেন। এখনও সেই ভঙ্গিতেই বললেন, "আপনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন তো ম্যাডাম?"

মহিলাটি ইতস্তত করে বলল, "আমি ঠিক জানি না। হয় তো তাই হবে।" তার পরমুহূর্তেই অপর লোকটির সহানুভূতি-ভরা দৃষ্টির টানে গড়-গড় করে বলে গেল তাঁর অভাবের কাহিনী। সেই অসুখী বিবাহিত জীবনের পুরনো কাহিনী—এমন এক পাশবিক, বিবেকহীন স্বামীর কীর্তি যে ডাকাত, অমিতব্যয়ী, ভীরু ও দুরাচার—স্ত্রীর জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থাটাও যে করাতে পারে নি। হ্যাঁ, সেই পাপিষ্ঠ এতই নিচে নেমে গিয়েছে যে স্ত্রীকে প্রহার পর্যন্ত করেছে। এই তো একটা দিন আগের ঘটনা— মহিলাটির কপালে একটা ক্ষতের দাগও আছে— বেঁচে থাকার মত কিছু টাকা চেয়েছিল বলেই স্বামীপ্রবরের গোসা হয়েছিল।

মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "ভাবলাম যে সরকার হয় তো আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। 'ভাবলাম, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলে হয় তো আমার একটা ব্যবস্থা হবে। তাই আমি এসেছি। শুনেছি, যারা মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, এবং পরে এদেশে বসবাস শুরু করে ইণ্ডিয়ানদের তাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল, রাজ্য সরকার তাদের জমিজমা দিয়ে সাহায্য করেন। আমার বাবাও তো এ সবই করেছে, কিন্তু সে তো কোন দিন কিছু পায় নি। পেলেও সে নিত না। তাই আমি এসেছি। বাবার যদি কিছু প্রাপ্য থাকে, তাহলে সরকার হয় তো আমাকে সেটা দেবে।"

স্ট্যাণ্ডিফার বললেন, "সেটা হয় তো সম্ভব হতে পারে ম্যাডাম। কিন্তু পুরনো বাসিন্দারা তো যার যা প্রাপ্য সেটা অনেক দিন আগেই পেয়ে গেছে। তথাপি জমি-বিলির আপিসে গিয়ে আমরা খোঁজখবর নিতে পারি। আপনার বাবার নাম কি ছিল—"

"আমোস কল্‌ভিন স্যার।"

"হায় প্রভু!" উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় কোটের বোতাম খুলতে খুলতে স্ট্যাণ্ডিফার গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন, "তুমি আমোস কল্‌ভিনের মেয়ে? আরে ম্যাডাম, আমোস কল্‌ভিন ও আমি তো দশ বছর ধরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। আমরা 'কিওয়া'দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, গরু-মোষ চরিয়েছি, পাশাপাশি থেকে সারা টেক্সাস চষে বেড়িয়েছি। এখন মনে পড়ছে, আগেও তোমাকে দেখেছি। তখন তো তুমি বাচ্চা মেয়ে, বছর

সাতেক বয়স; একটা ছোট হলুদ রংয়ের টাট্টুঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে। একবার তোমাদের বাড়িতেও কিছুদিন ছিলাম। হায় মাকড়শা! তুমি আমোস কল্‌ভিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি! আচ্ছা, তুমি কি কখনও তোমার বাবার মুখে লিউক স্ট্যাণ্ডিফারের নাম শুনেছ?

মহিলাটির ফ্যাকাসে মুখে একটুকরো ম্লান হাসি দেখা দিল। সে বলল, "আমার তো মনে হচ্ছে আর কারও কথা তার মুখে এত বেশি শুনেছি। আপনি আর বাবা কবে কি করেছেন তার একটা না একটা গল্প বাবার মুখে রোজই শুনেছি। তার মুখে শেষ গল্প যেটা শুনেছি সেটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে; আদিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে বাবা আহত হয়েছিল, আর আপনি ঘাসের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে একটা জলের পাত্র নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তারা—"

"ওঃ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, আর—ওটা তেমন কিছু নয়," কোটের বোতামগুলো আবার আটকাতে আটকাতে স্ট্যাণ্ডিফার বললেন। "এবার বল তো ম্যাডাম, কে সেই ভোঁদড়—মাপ কর ম্যাডাম—কে সেই ভদ্দরলোক যে তোমাকে বিয়ে করেছিল?'

"বেন্‌টন শার্প।"

কথাটা শুনেই কমিশনার আর্তনাদ করে ধপাস্ করে তার চেয়ারে বসে পড়লেন। তার পুরনো বন্ধুর এই শান্ত, শিষ্ট ছোট মেয়েটি হল বেন্‌টন শার্পের স্ত্রী! বেন্‌টন শার্প তো রাজ্যের এ অঞ্চলের একটা কুখ্যাত লোক—এ লোকটা তো একসময় ছিল ঘোড়া-চোর, সমাজ-পরিত্যক্ত, বেপরোয়া; আর এখন হয়েছে জুয়াড়ি, ভাড়াটে গুণ্ডা, সীমান্তবর্তী বড় বড় শহরে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে তার কীর্তি-কলাপ আর বন্দুকবাজীর জোরে। কেউ সাহস করে বেন্‌টন শার্পকে ঘাঁটাতে যায় না। এমন কি আইনের কর্তারা পর্যন্ত তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেন। স্ট্যাণ্ডিফার তো বুঝতেই পারছেন না কেমন করে এই লুঠেরা ঈগলপাখিটা আমোস কল্‌ভিনের ছোট্ট পায়রাটিকে বিয়ে করে ফেলল। বিস্ময়টা তিনি প্রকাশও করলেন।

মিসেস শার্প একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

"কি জানেন মিঃ স্ট্যাণ্ডিফার, তার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না, আর ইচ্ছা করলেই সে এত শান্ত ও দয়ালু হয়ে উঠতে পারে যে কি বলব। আমরা তখন ছোট শহর গোলিয়াড-এ থাকতাম। বেন্‌টন প্রায়ই সেই পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেত; কিছু সময়ের জন্য আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম নিত। মনে হয়, তখন আমি দেখতে এখনকার চাইতে ভালই ছিলাম। একটা বছর সে আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। তারপরেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমার জন্য পাঁচ হাজার ডলারের একটা জীবন-বীমাও করল। কিন্তু গত ছ'মাস যাবৎ সে আমাকে খুন করে ফেলা ছাড়া আর সব রকম অত্যাচার-উৎপীড়ন করে চলেছে। সে যদি আমাকে একেবারে মেরে ফেলত সেও তো ছিল ভাল। ইদানিং তার টাকা-কড়ির টান পড়েছিল, আর তাই আমাকে নির্লজ্জের মত গালিগালাজ করত। তারপরেই বাবা মারা গেল। আমার জন্য রেখে গেল গোলিয়াডের ছোট বাড়িটা। স্বামীর চাপে পড়ে সে বাড়িটাও আমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলাম। তারপরেই আমাকে পথে বের করে দিল। কোন

রকমে আমার দিন কাটতে লাগল। সম্প্রতি শুনতে পেলাম, সে নাকি সান এন্টোনিওতে অনেক টাকা কামাচ্ছে। তাই তার কাছে চলে গেলাম, কিছু টাকা চাইলাম বেঁচে থাকার জন্যে। তখন—" নিজের কপালের কাটা দাগটার উপর হাত রেখে সে বলল, "সে আমাকে কেবল এইটেই দিল। তাই আমি অস্টিনে চলে এসেছি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। একসময় বাবাই আমাকে বলেছিল, একটা জমি বা পেন্সন সে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পেতে পারে, কিন্তু সেটা সে কোন দিন চেয়ে নেবে না।"

লিউক স্ট্যাণ্ডিফার উঠে চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের আপিসের দামী আসবাবপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে বিব্রতভাবে বললেন, "কি জান, সরকারের কাছ থেকে বকেয়া পাওনা আদায় করতে বড় বেশি লম্বা পথ হাঁটতে হয়। সেখানে লাল ফিতে আছে, উকিল-মোক্তার আছে, নানা রকম বিধি-নিষেধ, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আদালত আছে—তার জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে। সেখানে আমার এই বিভাগের কোন রকম হাত আছে কিনা তাও ঠিক জানি না। এটা তো কেবল বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব আর ইতিহাসের বিভাগ ম্যাডাম; আমার তো মনে হয় না যে এ সব কোন কাজে লাগবে। তবে—কখনও কখনও ঘোড়ার জিনকেও তো টেনে লম্বা করা যায়। তুমি এখানে একটু বসে থাক ম্যাডাম, আমি একবার পাশের ঘর থেকে একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি।"

সরকারী কোষাধ্যক্ষ তার মোটা জাল দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দিনের কাজকর্ম শেষ হবার মুখে। করণিকরা যার যার আসনে বসে শেষ ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করছে। বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের কমিশনার ঘরে ঢুকে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন।

কোষাধ্যক্ষটি ছোটখাট, চটপটে বুড়ো মানুষ; মুখে বরফ-সাদা গোঁফ-দাড়ি। লাফ দিয়ে উঠে এগিয়ে এসে তিনি স্ট্যাণ্ডিফারকে স্বাগত জানালেন। দু'জনের বন্ধুত্ব অনেক দিনের।

"ফ্রাংক খুড়ো," কমিশনার তাকে সেই নামেই সম্বোধন করলেন যে নামে টেক্সাসের সব মানুষই এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোষাধ্যক্ষকে ডাকে, "আপনার হাতে এখন কি পরিমাণ টাকা আছে?"

কোষাধ্যক্ষ উদ্বৃত্ত অর্থের শেষ সেন্টটি পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন— -দশ লক্ষ ডলারের কিছু বেশি।

কমিশনার নিচু স্বরে শিস্ দিলেন; তার দুই চোখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"ফ্রাংক খুড়ো, আপনি কি আমোস কল্ভিনকে চেনেন? বা কখনও তার নাম শুনেছেন?"

কোষাধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "খুব ভালই চিনি। ভাল মানুষ। নাগরিক হিসাবেও দামী। দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রথম স্থায়ী আবাসিকদের একজন।"

স্ট্যাণ্ডিফার বললেন, "তার মেয়ে আমার আপিসে বসে আছে। একেবারেই কপর্দকহীন। বিয়ে করেছে বেন্টন শার্পকে। সে তো একটা খুনী, নেকড়ে বিশেষ।

মেয়েটাকে সে অভাবের মধ্যে ফেলে দিয়েছে; তার বুকটাকে ভেঙে দিয়েছে। তার বাবা এই রাজ্যটাকে গড়ে তোলার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে, এবার রাজ্যের পালা—মেয়েটিকে সাহায্য করা। হাজার দুই ডলার হাতে পেলে সে তার বাড়িটা আবার কিনে নিতে পারে; আবার শান্তিতে বাঁচতে পারে। টেক্সাস রাজ্য অবশ্যই তাকে নিরাশ করবে না। টাকাটা আমাকে দিন ফ্রাংক খুড়ো; আমি এখনই তার হাতে দিয়ে দেব। লাল-ফিতের ঝামেলাটা আমরা পরে মিটিয়ে নেব।"

কোষাধ্যক্ষকে কিছুটা বিচলিত মনে হল।

তিনি বললেন, "দেখ স্ট্যাণ্ডিফার, তুমি তো জানই যে নিয়ামকের নির্দেশ ছাড়া আমি একটা সেণ্টও কাউকে দিতে পারি না। বিনা ভাউচারে একটা ডলারও খরচ করতে পারি না।"

কমিশনার কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়লেন।

বললেন, "আমি ভাউচার লিখে দেব। সরকার আমাকে এই চাকরিটা কিসের জন্য দিয়েছে? আমি কি গাছের গুঁড়ির একটা গাঁটমাত্র? আমার আপিসটা কি এর জন্য জামিন হতে পারে না? বীমা এবং অপর দুটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের নামে টাকাটা খরচ দেখিয়ে দিন। সংখ্যাতত্ত্ব কি এ কথা বলে না যে আমোস কল্ভিন এ রাজ্যে এসেছিল যখন এটা ছিল আদিবাসী আর বিষধর সাপের রাজত্ব; আর এ রাজ্যকে সাদা মানুষের দেশ করে গড়ে তুলতে সে দিনরাত যুদ্ধ করেছে? সংখ্যাতত্ত্ব থেকে কি এ কথাও জানা যায় না যে আমোস কল্ভিনের মেয়েকে এই দুর্দশার মধ্যে টেনে এনেছে এমন এক দুর্বৃত্ত যে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করছে সেই মহান ঐতিহ্যকে যাকে গড়ে তুলতে আপনি, আমি এবং পুরনো টেক্সাসবাসীরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছি? ইতিহাস কি বলছে না যে 'এক তারকা লাঞ্ছিত পতাকা'-র এই রাজ্য আজ পর্যন্ত কখনও তাদের দুর্দশাগ্রস্ত, লাঞ্ছিত পুত্রকন্যাদের সাহায্য দান থেকে বিরত থাকে নি যারা একদিন এই রাজ্যটাকে করে তুলেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম কমনওয়েল্থ্ রূপে? যদি সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগ আমোস কল্ভিনের কন্যার এই দাবীকে সমর্থন না করে, তাহলে আইন পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে আমি প্রস্তাব আনব যে আমার পদটাকেই বিলোপ করা হোক। অতএব ফ্রাংক খুড়ো, এবারকার মত টাকাটা আমাকে দিয়ে দিন। আপনি যদি চান তো রীতিমাফিক আমিই সব কাগজপত্রে সই করে দেব। তারপরেও যদি রাজ্যপাল, অথবা অর্থ-নিয়ামক, অথবা অন্য যে কোন লোক এ ব্যাপারে কোন আপত্তি জানায়, তাহলে—প্রভুর নামে বলছি—আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে জনসাধারণের কাছে পেশ করব এবং দেখব তারা আমার এই কাজকে সমর্থন করে কিনা।"

কোষাধ্যক্ষকে সহানুভূতিশীল ও বিচলিত মনে হল। কমিশনারের গলা ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্দায় উঠছিল। করণিকরাও কান পেতে সব কথা শুনছিল।

কোষাধ্যক্ষ সান্ত্বনার সুরে বললেন, "শোন স্ট্যাণ্ডিফার, তুমি তো জান এ সব ব্যাপারে সকলকে সাহায্য করতেই আমি চাই; কিন্তু দয়া করে তুমি একটু থেমে ভাল করে ভেবে দেখ। রাজকোষের প্রতিটি সেণ্ট খরচ করা হয় ব্যবস্থা-পরিষদের

বন্টন-ব্যবস্থাকে মেনে, আর সেটা তোলা হয় অর্থ-নিয়ামকের চেকের মারফতে। একটা সেন্ট খরচ করার অধিকারও আমার নিজের নেই। তুমিও তা করতে পার না। তোমার বিভাগ অর্থ-বন্টনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়—এমন কি সেটা প্রশাসনিক বিভাগও নয়—সেটা পুরোপুরি করণিকভিত্তিক বিভাগমাত্র। সাহায্য পেতে হলে এই মহিলার সামনে মাত্র একটি পথই খোলা আছে—ব্যবস্থা-পরিষদের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করা, এবং—"

মুখটা ঘুরিয়ে স্ট্যাণ্ডিফার বলে উঠলেন, "চুলোয় যাক ব্যবস্থা-পরিষদ!"

কোষাধ্যক্ষ তাকে কাছে ডেকে আনলেন।

বললেন, "স্ট্যাণ্ডিফার, আপাতত কল্‌ভিনের মেয়ের খরচ বাবদ আমি খুশি মনে ব্যক্তিগত ভাবে এক শ' ডলার দিচ্ছি।" তিনি পকেটে হাতটা ঢোকালেন।

কমিশনার এবার সুরটা নরম করে বললেন, "কিছু মনে করবেন না ফ্রাংক খুড়ো। তার কোন দরকার হবে না। সে রকম ভাবে কোন টাকা-কড়ি সে এখনও চায় নি। তাছাড়া, তার ব্যাপারটা এখন আমার হাতে এসেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি কি নাক-কাটা, ঝামা-ঘসা বিভাগের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। এ বিভাগের গুরুত্ব তো দেখছি একখানা পঞ্জিকা অথবা হোটেলের রেজিস্ট্রি খাতার চাইতে বেশি কিছু নয়। কিন্তু যতদিন আমি এই বিভাগটা চালাব, ততদিন আমোস কল্‌ভিনের মেয়েদের আমি ফিরিয়ে দেব না; তার জন্য সম্ভব হলে এই বিভাগের এক্তিয়ার ততদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে নেব। যদি ইচ্ছা করেন তো বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের উপর একটু নজর রাখবেন।"

চিন্তিত মনে কমিশনার নিজের আপিসে ফিরে গেলেন। ডেস্কের উপরে রাখা কালির দোয়াতটাকে তিনি অনেকবার খুললেন আর বন্ধ করলেন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন:

"তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদ নিচ্ছ না কেন?"

"তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আমার নেই," মহিলাটি জবাব দিল।

কমিশনার খোলাখুলি বললেন, "ঠিক এই সময়টাতেই আমার বিভাগে একটু টাকার টানাটানি চলছে। সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগে ব্যাংক থেকে নিয়মবহির্ভূত টাকা তোলা হয়েছে; আর ইতিহাস বিভাগের তো নিজের খরচই চলে না। কিন্তু তুমি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছ ম্যাডাম। একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। তোমার স্বামী কোথায় যেন থাকে ম্যাডাম?"

"কাল ছিল সান এন্টোনিওতে। এখন সেখানেই থাকে।"

হঠাৎ যেন কমিশনার তার সরকারী খোলসটা খুলে ফেললেন। ছোট মেয়েটির হাত ধরে পুরনো দিনের গলায় কথা বলতে শুরু করলেন।

"তোমার নাম তো আমাণ্ডা, তাই না?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছিল। তোমার বাবাকে প্রায়ই ওই নামেই ডাকতে শুনেছি। দেখ আমাণ্ডা, তোমার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে তোমার বাবার সেরা বন্ধু; সে রাজ্য

সরকারের একটা বড় আপিসের প্রধান, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আমার কাছ থেকে তুমি যথেষ্ট সাহায্য পাবে। একটা প্রশ্ন তোমাকে করতে চাই। আরও দু' তিনটে দিন চালাবার মত টাকা কি তোমার কাছে আছে আমাণ্ডা ?"

মিসেস শার্পের ফ্যাকাসে মুখে একটু লালের ছোপ লাগল।

"কয়েকটা দিনের পক্ষে যথেষ্টই আছে স্যার।"

"তাহলে ঠিক আছে ম্যাডাম। এখন যেখানে উঠেছ সেখানেই চলে যাও। এই; আপিসে আবার আসবে আগামী পরশু বিকেল চারটের সময়। আশা করছি, তখন তোমাকে নির্দিষ্ট কিছু জানাতে পারব।" কমিশনার একটু ইতস্তত করলেন; তাকে ঈষৎ বিভ্রান্তও মনে হল। "তুমি বলেছ, তোমার স্বামীর একটা ৫,০০০ পাউণ্ডের জীবন-বীমা করা আছে। তুমি কি জান তার প্রিমিয়ামটা ঠিক মত দেওয়া হচ্ছে কি না ?"

মিসেস শার্প বলল, "পাঁচ মাস আগে এক বছরের পুরো টাকাটা সে আগাম দিয়েছিল। তার পলিসিটা এবং রসিদগুলো আমার ট্রাংকেই আছে।"

"আঃ, তবে তো সবই ঠিক আছে," স্ট্যাণ্ডিফার বললেন।

মিসেস শার্প চলে গেল। একটু পরেই লিউক স্ট্যাণ্ডিফারও নিজের হোটেলে ফিরে গেলেন। দৈনিক কাগজে রেলের সময়-সারণীটা একবার দেখে নিলেন। আধ ঘণ্টা পরে তিনি গায়ের কোট ও ভেস্ট খুলে ফেললেন; একটা বিশেষভাবে তৈরি রিভলবারের খাপ এমনভাবে কাঁধের উপর দিয়ে বেঁধে নিলেন যাতে সেটা বাঁদিকে বগলের ঠিক নিচেই থাকে। সেই খাপের মধ্যে ভরে নিলেন ছোট নলের .৪৪ ব্যাসের একটা রিভলবার। তারপর পোশাকটা গায়ে চড়িয়ে পায়ে হেঁটেই স্টেশনে গিয়ে বিকেল পাঁচটা বিশের সান এণ্টোনিওর ট্রেনটা ধরলেন।

পরদিন সকালের "সান এণ্টোনিও এক্সপ্রেস"এ এই চাঞ্চল্যকর খবরটি প্রকাশিত হল :

## বেন্‌টন শাপ মুখোমুখি হল সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর

**দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাসের অতি কুখ্যাত গুণ্ডার গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু গোল্ড ফ্রন্ট রেস্টুরেণ্টের মধ্যে—কুখ্যাত গুণ্ডার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট কর্মচারী আত্মরক্ষায় সক্ষম—দ্রুত বন্দুকবাজীর আশ্চর্য প্রদর্শনী।**

গতকাল রাত এগারোটার সময় দুটি সঙ্গীকে নিয়ে বেন্‌টন শার্প গোল্ড ফ্রন্ট রেস্টুরেণ্টে ঢোকে এবং একটা টেবিলে বসে। শার্প মদ খেয়ে খুবই হৈ-চৈ করতে থাকে; মদের নেশায় এ রকমটা সে সর্বদাই করে থাকে। পাঁচ মিনিট পরেই এ টি দীর্ঘকায়, সুবেশ বয়স্ক ভদ্রলোক রেস্টুরেণ্টে ঢোকেন। সেখানে উপস্থিত অন্য কিছু লোক বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের সম্প্রতি নিযুক্ত কমিশনার মাননীয় লিউক স্ট্যাণ্ডিফারকে চিনতে পারে।

যেদিকে শার্প বসেছিল সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে মিঃ স্ট্যাণ্ডিফারের মনে হয় যে পরের টেবিলে একটা আসনে বসলেই ভাল হবে। দেয়ালের গায়ের একটা হুকে টুপিটা ঝোলাতে গিয়ে সেটা শার্পের মাথায় পড়ে যায়। শার্প মুখটা ঘুরিয়ে যাচ্ছেতাইভাবে খিস্তি করে ওঠে। মিঃ স্ট্যাণ্ডিফার এই ঘটনাটার জন্য শান্তভাবে ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু শার্প সমানে গালি-গালাজ করতে থাকে। তখন দেখা যায় যে মিঃ স্ট্যাণ্ডিফার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে এত নিচু গলায় গুণ্ডা লোকটাকে কি যেন বলতে থাকেন যা অন্য কেউ শুনতে পায় না। শার্প তখন ভীষণ রেগে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে মিঃ স্ট্যাণ্ডিফার কয়েক পা দূরে সরে যান এবং নিজের ঢিলে কোটটা বুকের উপর দুই হাত আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

শার্প তখন প্রচণ্ড দ্রুততার সঙ্গে তার হিপ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয় বন্দুকটা বের করার জন্য—এই বন্দুকের গুলিতে ইতিপূর্বে অন্তত ডজনখানেক লোকের মৃত্যু হয়েছে। পার্শ্ববর্তী লোকরা বলেছে, যে দ্রুততার সঙ্গে শার্প তার বন্দুকটা বের করেছিল ততোধিক দ্রুততায় সেটার মোকাবিলা করা হয় এত চমৎকার বিদ্যুৎগতি পাল্টা বন্দুক চালানো দিয়ে যে রকমটা দক্ষিণ-পশ্চিমে কেউ আগে কখনও দেখে নি। শার্প যেই তার পিস্তলটা তুলে ধরেছে—আর সে কাজটা করা হয়েছিল এতই দ্রুত যে চোখও তত দ্রুত চলতে পারে না—অমনি একটা ঝক্‌ঝকে .৪৪ যেন জাদুমন্ত্রে এসে হাজির হয় মিঃ স্ট্যাণ্ডিফারের ডান হাতের মুঠোয় এবং তার হাতটা নড়ল কি নড়ল না সেটা বোঝবার আগেই একটা গুলি ছুটে গিয়ে বেন্‌টন শার্পের বুকের ভিতর ঢুকে গেল। মনে হয়, বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব, ও ইতিহাসের এই নতুন কমিশনারটি অনেক বছর ধরে সেকালের একজন যোদ্ধা ও বনরক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন বলেই .৪৪ ব্যবহার করার এই সহজাত ক্ষমতা তার আয়ত্তে এসেছিল।

সকলেরই বিশ্বাস, আজই একটা গতানুগতিক শুনানী হওয়া ছাড়া এ ব্যাপারে মিঃ স্ট্যাণ্ডিফারকে অন্য কোন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, কারণ সেখানে উপস্থিত সব সাক্ষীরাই একবাক্যে বলেছে যে আত্মরক্ষার জন্যই তিনি এ কাজটা করেছেন।

নির্দিষ্ট দিনে কমিশনারের আপিসে হাজির হয়ে মিসেস শার্প দেখলেন, ভদ্রলোকটি শান্ত মনে একটা সোনালী আপেল খাচ্ছেন। সহজভাবেই তিনি মহিলাটিকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং অসংকোচে সেদিনের আলোচ্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

সরলভাবেই তিনি বললেন, "এ কাজটা করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না ম্যাডাম, এটা না করলে আমারই এই পরিণতি ঘটত। মিঃ কৌফ্‌ম্যান," বৃদ্ধ করণিকটির দিকে ফিরে তিনি বললেন, "অনুগ্রহ করে নিরাপত্তা জীবনবীমা কোম্পানির ফাইলটা একবার দেখুন তো, সব ঠিক আছে কি না।"

কৌফ্‌ম্যান বললেন, "দেখার কোন দরকার নেই। সব ঠিক আছে। দশ দিনের মধ্যেই তারা সব ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়।"

মিসেস শার্প তখনই উঠে দাঁড়ালেন। কমিশনারও তাকে অপেক্ষা করালেন না,

*কারণ এই মুহূর্তে তাকে আর কিছুই বলার ছিল না। মেয়েটির এখন একমাত্র দরকার* বিশ্রাম ও সময়ের।

কিন্তু মহিলাটি যাবার জন্য পা বাড়াতেই লিউক স্ট্যাণ্ডিফার নিজের থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে বললেন :

"দেখ ম্যাডাম, বীমা, সংখ্যাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগ তোমার ব্যাপারে সাধ্যমত সব কিছুই করেছে। লাল ফিতের পথে এগোলে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা করা খুবই কঠিন হত। সংখ্যাতত্ত্ব ব্যর্থ হল, ইতিহাস কোন কাজেই এল না, কিন্তু যদি অনুমতি কর তো বলি, বীমার পথ ধরার ফলেই আমাদের পক্ষের পাল্লাটা বিশেষ রকমের ভারী হয়ে গেল।"

# পরিচালকের দায়িত্বপালন

## On Behalf of the Management

জনৈক পুরুষ ম্যানেজার এবং শেষ অনুচ্ছেদটি পর্যন্ত তার ক্রিয়া-কলাপের বিবরণ নিয়েই এই গল্প।

গল্পটা আমাকে মুখে মুখে বলেছিল সালি মাগুন। কথাগুলি সত্যি তার ; তাতে যদি একটা সত্যিকারের গল্প গড়ে না ওঠে তাহলে তার সব দোষের ভাগী আমার স্মৃতিশক্তি।

এখন, এই পুরুষ ম্যানেজারটি ( এখনও আমি সালির কথাই উদ্ধৃত করছি ) একজন ব্রুটাসবিহীন সিজার। তিনি একজন দায়িত্ববিহীন স্বেচ্ছাচারী ; তিনি খেলোয়াড়, কিন্তু কোন ঝুঁকি নেন না।

আমরা লাঞ্চ খেতে বসেছিলাম, আর সালি মাগুন আমাকে গল্পটা বলছিল। আমি তাকে অনুরোধ করলাম সব খুঁটিনাটিগুলি সবিস্তার বলতে।

সালি বলতে শুরু করল, "আমার পুরনো বন্ধু ডেন্‌ভার গ্যালওয়ে ছিল একটি জন্ম-ম্যানেজার। নিউ ইয়র্কে এসে সে প্রথম সেখানকার দিনের আলো দেখেছিল তিন বছর বয়সে। তার জন্ম হয়েছিল পিট্‌স্‌বার্গে, কিন্তু তার বাবা-মা পূর্বাঞ্চলে চলে এসেছিলেন পরবর্তী তৃতীয় গ্রীষ্মকালে।

"বড় হয়ে ডেনভার পরিচালনার কাজে ঢুকে পড়ল। আট বছর বয়সে মালিক ডাগোর হয়ে সে একটা সংবাদপত্রের দোকান চালিয়েছে। তারপর নানা সময়ে সে ম্যানেজার হয়ে কাজ করেছে—কখনও স্কেটিং-রিংক-এ, কখনও ঘোড়ার আস্তাবলে, রেস্টুরেণ্টে, নৃত্যশিক্ষার স্কুলে, হাঁটার প্রতিযোগিতায়, হাসির নাটকের দলে, শুকনো খাবারের দোকানে, এক ডজন হোটেলে ও গ্রীষ্মকালীন শিবিরে, একটা বীমা কোম্পানিতে এবং এক জেলাস্তরের নেতার প্রচার-অভিযানে। সেই অভিযানের ফলে

কফ্লিন যখন পূর্বাঞ্চল থেকে নির্বাচিত হলেন তখন ডেন্‌ভারের একটা বড় রকমের পদোন্নতি ঘটল। সে পেয়ে গেল একটা ব্রডওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের চাকরি। এক সময়ে সেনেটর ও' গ্র্যাডির নির্বাচন-অভিযানের পরিচালনাও সে করেছিল।

"আগাগোড়াই ডেনভার ছিল নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। যে সময়ের কথা তোমাকে বলছি তার আগে মাত্র দু'ইবার সে এই শহরের বাইরে গিয়েছিল। একবার সে ইয়ংকার্সে গিয়েছিল খরগোস-শিকারে। আর একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ঠিক যখন সে নর্থ রিভার-এর একটা ফেরি থেকে নামছিল। 'আরে সালি, একটা বড় রকমের প্রমোদ-ভ্রমণে পশ্চিমে গিয়েছিলাম', সে বলেছিল: 'হা ঈশ্বর! আমাদের যে এত বড় একটা দেশ আছে সে ধারণাই আমার ছিল না। মস্ত বড়। পশ্চিমের এই জাঁকজমকের কোন ধারণাই আমার ছিল না। দেশটা জমকালো, গৌরবমণ্ডিত, অনন্ত। তার তুলনায় পূর্বাঞ্চল তো সংকীর্ণ, একেবারেই ছোটখাট। দেশভ্রমণ করা আর আমাদের দেশটা যে কত বড়, তার ধন-সম্পদ কত বেশি তার একটা ধারণা পাওয়া খুবই মজার ব্যাপার।'

"আমি নিজে বারকয়েক ক্যালিফোর্ণিয়ায় ঘুরেছি; ভাঁটির দিকে মেক্সিকো এবং উজানে আলাস্কা পর্যন্ত গেছি। অতএব ডেন্‌ভারকে নিয়ে বসে পড়লাম তার ভ্রমণের কাহিনী শুনতে।

"জিজ্ঞাসা করলাম, 'নিশ্চয় ইয়োস্‌মাইট-এ গিয়েছিলে?'

"ডেন্‌ভার বলল, 'না; মনে করতে পারছি না। কি জান, সেখানে মাত্র তিনটে দিন ছিলাম। ওহিও-র ইয়ংস্‌টাউন-এর পশ্চিমে কোথাও যাই নি।'

"তখন প্রায় দু'বছর হল আমি নিউ ইয়র্ক-এ এসেছি টেনেসির একটা অভ্র-খনির হয়ে একটা অল্প-পৃষ্ঠার চিত্র-পত্রিকার ব্যাপার নিয়ে। একদিন বিকেলে ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা রাস্তার মোড়ে দেখা হয়ে গেল ডেন্‌ভারের সঙ্গে। তার তখনকার পদ্মফুলের মত চেহারা আমি আগে কখনও দেখি নি। পরস্পরের কর-মর্দনের পরে সে জানতে চাইল, আমি কি করছি। সংক্ষেপে আমার মনোগত বাসনার কথা তাকে বললাম।

"ডেন্‌ভার বলে উঠল, 'ছিঃ, ছিঃ। শেষ পর্যন্ত অভ্র। ওর চাইতে ভাল কোন কিছু কি তুমি জান না? শোন, আমার সঙ্গে 'হোটেল ব্রান্স উইক'-এ চল। তোমার মত একটি লোককেই আমি খুঁজছিলাম। সিপিয়া রং ও কোঁকড়ানো চুলের একটা ছবি হাতে এসেছে, সেটা তোমাকে দেখাতে চাই।'

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি 'ব্রান্স উইক'-এ বাসা নিয়েছ?'

"ডেন্‌ভার খুশি হয়ে বলল, 'একটা সেণ্টও না দিয়ে। হোটেলের মালিক সিণ্ডিকেটই আমাকে সেখানে রেখেছে। আমি সেখানকার ম্যানেজার।'

"ব্রান্স উইক 'ব্রডওয়ের' মত বড় মাপের হোটেল নয়; আবার একেবারে ছোটখাটও নয়। অনেক হোমড়া-চোমড়া লোকও এখানে এসে থাকেন। বাড়িটা আটতলা; দাগ-টানা নতুন শামিয়ানা টাঙানো; বৈদ্যুতিক আলোর মালায় দিনের আলোর মত ঝল্‌মল্‌ করে।

"হাঁটতে হাঁটতেই ডেন্‌ভার বলতে লাগল, 'এক বছর হল এখানকার ম্যানেজার হয়েছি। প্রথম যখন হোটেলের ভার নিয়ে এলাম তখন কেউ এসে 'ব্রাস উইক'-এ উঠত না। করণিকের ডেস্কের উপর রাখা ঘড়িটা বিনা দমেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলত। তারপর হঠাৎই একদিন একটা মতলব মাথায় এল। হোটেলের মালিকদের বললাম, আরও কয়েক হাজার টাকা ঢালতে। সেই টাকার প্রতিটি সেন্ট খরচ করলাম বৈদ্যুতিক আলো, লংকাগুঁড়ো, সোনার পাত ও রসুন কিনতে। স্পেন ভাষাভাষী একদল লোককে হোটেলে চাকরি দিলাম ; একটা তারবাদ্যের ব্যাণ্ডের ব্যবস্থা করলাম ; প্রতি রবিবার হোটেলের নিচ তলায় জমিয়ে মুরগির লড়াই চলতে লাগল। তাতে হয়তো উঁচু তলার বন্দের বাগাতে পারলাম না! কিন্তু হাভানা থেকে পাটাগোনিয়া পর্যন্ত ডন সেনিযরদের মধ্যে "ব্রাস উইক"-এর নাম ছড়িয়ে পড়ল। কিউবা এবং ম্যাক্সিকোর চাঁইরা এবং আরও দক্ষিণের দুই আমেরিকার বাসিন্দারা এসে ভিড় জমাতে লাগল।'

"হোটেলে ঢুকে ডেন্‌ভার দরজার কাছেই আমাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'ভিতরে তোমার ডাইনে একটা চামড়ার বড় চেয়ারে বসে আছে একটি ছোটখাট খয়েরি রংয়ের মানুষ। এখানে বসে তুমি কয়েক মিনিট তার উপর নজর রাখ; তারপর তোমার কি মনে হয় সেটা আমাকে বলো।'

"আমি একটা চেয়ারে বসলাম ; ডেন্‌ভার গোল টেবিলটার চারদিকে ঘুরতে লাগল। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, লাল মাথা আর রোদে-পোড়া মুখ। আর কী তার চালচলন! কোঁকড়া চুল কিউবান আর দক্ষিণ আমেরিকার নানা রংয়ের নীলনয়নাদের উপস্থিতিতে জমজমাট ঘর। সিগারেটের ধোঁয়া, হীরের আংটির ঝলকানি আর রসুনের হাল্‌কা গন্ধে এক আন্তর্জাতিক আসরের আমেজ।

"চারদিকে ঘুরে ঘুরে ডেন্‌ভার অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করছে; সদ্য-শেখা স্পেন-ভাষার দু'একটা বুলি আওড়াচ্ছে।

"যে লোকটির উপর সে আমাকে নজর রাখতে বলেছিল তার দিকে তাকালাম। বিদেশী ধাঁচের লোকটির পরনে ডবল-কলার ফ্রককোট ; পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝেটা ছোঁবার চেষ্টা করছে। ছাগলছানার মত গায়ের রং; গোঁফজোড়া দুই দিকে ঠেলে উঠেছে। ঘন ঘন শ্বাস টানছে, আর কখনও ডেন্‌ভারের উপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা মেশানো দৃষ্টি।

"কয়েক পাক ঘুরে ডেন্‌ভার আমাকে নিয়ে তার নিজস্ব ঘরে গিয়ে বসাল। আমাকে প্রশ্ন করল, 'যে কালচে লোকটার উপর তোমাকে নজর রাখতে বলেছিলাম তার সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য?'

"আমি বললাম, 'দেখ, সে তোমাকে যত বড় মাপের একটি মানুষ বলে মনে করে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো তার কাছ থেকে তোমার অনেক কিছুই পাবার আছে বলে মনে হয়।'

"ডেন্‌ভার বলল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ। এবার বলত তো সান্নি, ঐ ছোট মানুষটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হয়েছে?'

"আমি বললাম, 'কেন, পথের মোড়ের একটি নাপিত, অথবা যদি রাজকীয় কিছু বলতে হয় তো—জুতো-পালিশদের রাজা।'

"ডেন্‌ভার বলল, 'চোখের চাউনি দেখে বিচার করো না; ওই মানুষটি দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট-পদের একজন প্রার্থী।'

"আমি বললাম, 'দেখ, আমার কিন্তু মানুষটিকে ততটা খারাপ মনে হয় নি।'

"এবার ডেন্‌ভার তার চেয়ারটা আমার আরও কাছে টেনে এনে তার পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলল।

"সে বলতে লাগল, 'সালি, বিশ বছরের বেশি সময় আমি কোন না কোন জায়গায় ম্যানেজারের কাজ করেছি। বুঝি বা এটাই ছিল আমার নিয়তি—অন্য কেউ টাকা ঢালবে, মেরামতের কাজ, পুলিশ ও করের ব্যাপারগুলো দেখবে, আর আমি ব্যবসাটা চালাব। জীবনে কোন দিন আমার নিজের একটা ডলারও আমি বিনিয়োগ করি নি। আমি অন্যের মালপত্র নিয়ে কারবার করতে পারি, অন্যের উদ্যোগে সাহায্য করতে পারি। একটা বড় কিছু করার আকাংখা আমার চিরদিনের—হোটেল, কাঠের গুদাম এবং স্থানীয় রাজনীতির চাইতে বড় কিছু। আমি ম্যানেজার হতে চাই কোন রেলপথ, হীরের প্রতিষ্ঠান বা মোটরগাড়ির কারখানার মত বড় প্রতিষ্ঠানের। আর এখন গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে এই ছোটখাট মানুষটি এসেছে আমি যা চাই তাই নিয়ে; সে আমাকে একটা চাকরি দেবার প্রস্তাব করেছে।'

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি চাকরি? সে কি জর্জিয়া সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান অথবা একটা চুরুটের দোকান খুলতে যাচ্ছে?'

"ডেন্‌ভার কঠিন গলায় বলল, 'সে কিন্তু একটা বাজে লোক নয়। সে হচ্ছে জেনারেল রোম্পিরো—জেনারেল জোসি আল্‌ফন্সো সাপোলিও ইন্দুদি-আন রোম্পিরো। সেই তো সঠিক লোক সালি, আর সে আমাকে চাইছে তার প্রচার-কার্য চালাবার কাজের জন্য—ডেন্‌ভার সি. গ্যালোওয়েকে সে চাইছে একজন প্রেসিডেন্ট তৈরির কারিগর রূপে। ব্যাপারটা একবার ভাব সালি! বুড়ো ডেন্‌ভার গোটা গ্রীষ্মমণ্ডল চষে বেড়াচ্ছে—এক হাতে তুলছে পদ্মফুল আর আনারস এবং অপর হাতে বানাচ্ছে প্রেসিডেন্টের পর প্রেসিডেন্ট! তাহলে কি মার্ক হান্না খুড়ো পাগল হয়ে যাবে না? আর আমি চাই, তুমিও আমার সঙ্গে চল সালি। আমার পরিচিত অন্য কেউ আমাকে তোমার মত সাহায্য করতে পারবে না। ওই বাদামী লোকটিকে আমি এক মাস ধরে হোটেলে রেখে পুষছি যাতে সে ফোরটিন্‌থ্‌ স্ট্রীটে ঘোরাঘুরি করে সেখানকার শরণার্থীদের ভিড়ের ভিতর থেকে কাউকে পাকড়াও করতে না পারে। লোকটি ফাঁদে পাও দিয়েছে—ডি. সি. জি হচ্ছে জেনারেল জে. এ. এস. জে. রোম্পিরোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী অভিযানের ম্যানেজার—আহা! কোন্ মহান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট তার নামটা যেন কি?'

"ডেন্‌ভার তাকের উপর থেকে একখানা ভূচিত্রাবলী নামিয়ে আনল। একটা উৎপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত দেশকে আমরা খুঁজে নিলাম। পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি গাঢ় নীল রংয়ের দেশ—আয়তনে একটা বিশেষ ডাক-টিকিটের মত।

"জেনারেল আমাকে যা বলেছেন এবং 'এস্টর লাইব্রেরি'-র দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে আমি যা জেনেছি, তাতে মনে হচ্ছে যে সে দেশের ভোটের ব্যাপারটা পরিচালনা করা খুবই সহজ।

"আমি বললাম, 'জেনারেল তাহলে স্বদেশে থেকে নিজেই কেন প্রচারকার্যটা চালাচ্ছেন না?'

"চুরুট বের করে ডেন্‌ভার বলল, 'দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতিটা তুমি কিছুই বোঝ না। ব্যাপারটা এই রকম। জেনারেল রোম্পিরোর দুর্ভাগ্য যে তিনি জনগণের অতি প্রিয়পাত্র। জনতা তাকে নায়ক করে তুলেছে, আর তাতেই সরকার গেছে চটে। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং পূর্তবিভাগের প্রধানকে ডেকে এনে বলেন, 'একটা ভাল পরিচ্ছন্ন দেয়াল আমাকে খুঁজে দাও এবং সেখানে সেনিওর রোম্পিরোকে দাঁড় করিয়ে দাও। তারপর সেনাদেরও তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দাও। অতএব জেনারেলকে সেখান থেকে পালাতে হল। কিন্তু বিচক্ষণ মানুষ তিনি, টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে আসতে ভোলেন নি। একটা যুদ্ধ জাহাজ কেনার মত টাকা তার সঙ্গেই আছে।'

"তার প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা কতটা?"

"ডেন্‌ভার বলল, 'সেই কথাই তোমাকে বললাম না? দক্ষিণ আমেরিকার যে অল্প কয়েকটি রাজ্যে গণ-ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন করা হয় তার দেশটা তাদের অন্যতম। এই মুহূর্তে জেনারেলের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গুলি খাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। তার চাই এমন একজন নির্বাচন-পরিচালক যে তার হয়ে সর্বত্র প্রচার-কার্য চালাবে—ছেলেদের সংঘবদ্ধ করবে, বাচ্চাদের চুমো খাবে, আর নতুন দুই ডলারের বিলগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেবে। তুমি তো জান স্যালি, বৃথা বাগাড়ম্বর আমি করি না, কিন্তু তোমার নিশ্চয় মনে আছে, কেমন করে আমি কাফ্‌লিনকে ঊনবিংশতিতম জেলার একজন নায়ক করে তুলেছিলাম। আমাদের জেলাটা তো ছিল বেশ বড় মাপের। তুমি কি মনে কর না যে বাঁদরের খাঁচার মত এ রকম একটা দেশকে কেমন করে হাতের মুঠোয় আনতে হয় সেটা আমি ভালই জানি? তুমি দেখে নিও, জেনারেল যতটা মাল-কড়ি ছাড়তে রাজী আছে সেটা দিয়ে তার গায়ে আরও দুই পোঁচ জাপানী বার্নিশ লাগিয়ে আমি তাকে জর্জিয়ার রাজ্যপাল নির্বাচিত করতে পারব।'

"ডেন্‌ভারের সঙ্গে আমি খানিকটা তর্কও করেছিলাম। তাকে বলেছিলাম যে সেই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া নিশ্চয় ঊনবিংশতিতম জেলার থেকে অন্য রকম। কিন্তু আমার যুক্তি শোনার পাত্র ডেন্‌ভার নয়। সে সোজাসুজি বলে দিল, 'তুমি সেখানে যাবে কিনা সেটা ভাববার জন্য তোমাকে তিন দিন সময় দিলাম। কালই তোমার সঙ্গে জেনারেল রোম্পিরোর পরিচয় করিয়ে দেব; তার কাছ থেকেই তুমি সব কিছু সরাসরি জেনে নিতে পারবে।'

"পরদিন যথারীতি রাজদর্শন-উপযোগী পোশাক পরে বিশিষ্ট রবার-ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করে সব কিছু জেনে নিলাম।

"জেনারেল রোম্পিরোকে বাইরে থেকে যতটা বিষম দেখায় আসলে তিনি ততটা

বিষণ্ন নন। মানুষটি যথেষ্ট ভদ্র। তিনি মুখ থেকে এমন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করলেন যাকে একটা ভাষার রূপে সাজিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন কাজ। তুমি যদি একজন কলেজের অধ্যাপকের একটি প্রবন্ধ এবং চীনা লণ্ড্রিওয়ালার একটা শার্ট হারিয়ে ফেলার ব্যাখ্যাকে একত্রে মিশিয়ে দাও তাহলে জেনারেলের কথাবার্তার একটা আদল খুঁজে পাবে। তিনি আমাকে বললেন তার রক্তাক্ত দেশের কথা এবং ডাক্তার আসার আগেই সে ব্যাপারে তারা কি করতে চাইছেন তারই বিবরণ। কিন্তু তার বেশির ভাগ কথাই হল ডেন্‌ভার সি. গ্যালওয়েকে নিয়ে।

"তিনি বললেন, 'ওঃ সেনিয়র, তার মত মানুষ হয় না। এমন আশ্চর্য, এমন মহৎ, অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার এমন ক্ষমতা আমি আর কোন একটি মানুষের মধ্যে দেখি নি। তিনি অন্য সকলকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন, আর নিজে কেবল হুকুম করবেন ও নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাতেই সব কাজ হঠাৎই সফল হয়ে উঠবে। এত বড়, এত ভাল বক্তা, এত সাধারণ বুদ্ধির মানুষ আমার নিজের দেশে একটিও নেই। তেমন মানুষই এই সেনিওর গ্যালওয়ে।'

"আমি বললাম, 'ঠিক বলেছেন, ডেন্‌ভারের মত একটি ছেলেই আপনার দরকার। একমাত্র বোম্বেটেগিরি ছাড়া আর সব কাজেই সে সিদ্ধহস্ত।'

"তিনদিন পার হবার আগেই আমি স্থির করে ফেললাম, ডেন্‌ভারের প্রচার-অভিযানে যোগ দেব। হোটেলের মালিকদের কাছ থেকে ডেন্‌ভার তিন মাসের ছুটি নিল। আমরা একই ঘরে জেনারেলের সঙ্গে একটা সপ্তাহ কাটালাম। তার দেশ সম্পর্কে সব কিছু জেনে নিলাম। তারপর যখন যাত্রার জন্য তৈরি হলাম তখন ডেন্‌ভারের কাছে থাকল জেনারেলের বন্ধুদের কাছে লেখা এক পকেট ভর্তি চিঠিপত্র এবং চরম মুহূর্তে নির্বাসিত জনপ্রিয় নায়ককে যারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে তেমন বিশ্বস্ত রাজনীতিকদের নাম-ধাম লেখা একটা তালিকা। এসব ছাড়া আমাদের সঙ্গে থাকল নানা পরিমাণের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক-নোট—বিশ হাজার ডলার মূল্যের। জেনারেল রোম্পিরোকে তখন দেখাচ্ছিল একটা দগ্ধ কুশপুত্তলির মত; কিন্তু দরকারের সময়ে সেই মানুষটিই হয়ে উঠবে একটি পাক্কা রাজনীতিবিদ।

"জেনারেল বললেন, 'এখানে সামান্য কিছু টাকা রইল। আমার কাছে আরও টাকা আছে—আরও অনেক টাকা। সেনিওর গ্যালওয়ে; আপনাকে প্রচুর টাকা পাঠানো হবে। যখন যা দরকার হবে পাঠিয়ে দেব। নির্বাচিত হবার জন্য দরকার হলে আমি পঞ্চাশ—এক শ' হাজার 'পেসো' দিতেও রাজী আছি। আমি যদি প্রেসিডেন্ট হই এবং এক বছরের মধ্যে দশ লক্ষ ডলার উপার্জন করতে না পারি তো লাথি মেরে আমাকে ওপারে পাঠিয়ে দিও!—ভাল্‌গামে ডিয়স!'

"ডেন্‌ভার কিউবা-চুরুট তৈরির একটুকরো কাগজ বের করে ইংরেজি ও স্পেনীয় শব্দ মিশিয়ে একটা গোপন সংকেত লিখে ফেলল এবং তার একটা কপি জেনারেলকে দিল, যাতে আমরা তাকে নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ তার করে জানাতে পারি, এবং দরকার হলে টাকার অংকটাও জানাতে পারি। তার পরেই আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। জেনারেল রোম্পিরো আমাদের স্টিমার পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। জেটির উপর

দাঁড়িয়ে তিনি ডেন্‌ভারের কোমর জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। মুখে বললেন, মহান মানুষ, জেনারেল রোম্পিরো তার সব বিশ্বাস ও নির্ভরতা আপনার উপর ঢেলে দিয়েছে। বন্ধুর হয়ে আপনি তারই কাজ করতে চলেছেন। "ভিভা লা লিবার্তাদ!"

"ডেন্‌ভার বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জেনারেল। কলার কাঁদি যেমন নিচের দিকে মাথা রেখেই বাড়ে, তেমনি আমরাও আপনাকে নিশ্চয় নির্বাচিত করব।'

"জেনারেল মিনতির সুরে বললেন, 'আমার উপর ছবি তৈরি করবেন—যত টাকা লাগে লাগুক, আমার উপর ছবি তৈরি করা চাই।'

"চোখ টিপে ডেন্‌ভার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি মনে হচ্ছে যে উনি ওঁর শরীরে উল্কি আঁকাতে চাইছেন?'

"আমি বললাম, 'তুমি একটা বোকার ডিম! উনি বলতে চেয়েছেন, নির্বাচনী খরচ পত্রের জন্য তুমি খুশিমত ওর নামে চেক কাটবে। সে কাজটা তো উল্কি আঁকার চাইতেও কষ্টকর। শব-ব্যবচ্ছেদের মতই।'

"আমি ও ডেন্‌ভার স্টিমারে চেপে পানামা গেলাম; তারপর পায়ে হেঁটে যোজকটা অতিক্রম করলাম; আবার স্টিমারে চেপে পৌঁছে গেলাম জেনারেলের শহর এস্পিরিটুর উপকূলে।

"সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেই আমাদের এক সপ্তাহ কেটে গেল। জেনারেলের দেওয়া চিঠিগুলো ডেন্‌ভার যথাস্থানে পাঠিয়ে দিল। একটা ছোট রাস্তার উপর আমরা যেখানে প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করলাম সে জায়গাটা কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘাসে ঢাকা। নির্বাচনের মাত্র চার সপ্তাহ বাকি; কিন্তু কোথাও কোন রকম উত্তেজনা নেই। প্রেসিডেন্ট পদের স্থানীয় প্রার্থীর নাম রোডরিকিস। এস্পিরিটু শহরটা রাজধানী নয়, কিন্তু রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু; সব রকম বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয় সেই শহরে।

"এক সপ্তাহ পরে ডেন্‌বার বলল, 'যন্ত্রটার কাজ শুরু হয়ে গেল। কি জান সালি, আমরা 'ওয়াক-ওভার' পেয়ে গেছি। যেহেতু জেনারেল রোম্পিরো এখানে উপস্থিত নেই, তাই কেউ কোন কাজকর্মই করছে না। স্থানীয় প্রার্থীকে তারা দুই চোখে দেখতে পারে না। এখন কিছু গরম-গরম মাল ছাড়তে পারলেই নির্বাচনে ওদের ঘুঘু দেখিয়ে ছাড়ব।'

"আমি শুধালাম, 'তুমি কি করতে চাও বল তো?'

"ডেন্‌ভার বলল, 'কেন, সেই একই ব্যবস্থা। আমাদের দলের বক্তাদের প্রতি রাতে পাঠাতে হবে আদিবাসীদের ভাষায় বক্তৃতা করতে, আর তালগাছের ছায়ায় মশাল-শোভাযাত্রা হবে, ঢালাও মদের ব্যবস্থা থাকবে, শহরের সব ব্যাণ্ড-পার্টিকে বায়না করা হবে, আর—"

"আমি বললাম, 'আরও কিছু আছে না কি?'

"ডেন্‌ভার বলল, 'কেন, তুমি তো জানই, প্রথমেই যেতে হবে উপকূল অঞ্চলে—সেখানে বটগাছের ছায়ায় দুটো বন-ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে, আর 'ফায়ার মেনস হল'-এ বসাতে হবে নাচের আসর। হিসাবটা আমি আগেই করে

রেখেছি। গোটা শহরকে এবং মাইলের পর মাইলব্যাপী জংলি লোকগুলোকে আমরা চিংড়ি দিয়ে ঢেকে দেব। আমাদের কর্মসূচীর সেটাই প্রথম দফা। ধর, তুমিই বেরিয়ে গিয়ে সেই ব্যবস্থাটা করে ফেল। আমি একবার দেখি, উপকূল অঞ্চলের ভোটের জন্য জেনারেল কত টাকার হিসাব ধরেছেন।'

"মেক্সিকোতে থাকার সময় স্পেনীয় ভাষাটা আমি অল্প-সল্প আয়ত্ত করেছিলাম। তাই ডেন্‌ভারের কথামত বেরিয়ে পড়লাম, এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই প্রধান ঘাঁটিতে ফিরে এলাম।

"এসেই বললাম, 'এ দেশে যদি একটা চিংড়িও থাকে তো কেউ কোন দিন সেটা চোখে দেখে নি।'

"ডেন্‌ভারের মুখটা হাঁ হয়ে গেল; চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে উঠল। বলে উঠল, সে কি? চিংড়ি নট? একটাও চিংড়ি নেই এমন দেশ কেউ কখনও দেখেছে কি? চিংড়ি-ভাজা ছাড়া একটা নির্বাচনী জাল গুটিয়ে তোলা হবে কেমন করে? তুমি ঠিক বলছ সালি, চিংড়ি একেবারে নট?

"আমি বললাম, 'একেবারে।'

"তাহলে—ঈশ্বরের দোহাই—তুমি আবার চলে যাও, দেখে এস, তারা কি খাচ্ছে? একটা কিছু দিয়ে তো তাদের পেট ভরাতে হবে।'

"আমি আবার বেরিয়ে গেলাম। আমিও তো ম্যানেজার হিসাবে কম যাই না। এক ঘণ্টা পরেই ফিরে এসে বললাম, 'তারা খায় কাছিম, টাপিওকা, জাপাটেস, উক্কা আর ফ্রিটোস।'

"কথা শুনে ডেন্‌ভার পাগলের মত বলে উঠল, 'যে সব মানুষ এই সব বস্তু খায় তার ভোট চ্যালেঞ্জ করা উচিত।'

"কয়েক দিনের মধ্যেই অন্য শহরের প্রচার-পরিচালকরা এস্পিরিটুতে এসে হাজির হল। আমাদের প্রধান ঘাঁটি জমজমাট হয়ে উঠল। আমাদের একজন দো-ভাষী আনতে হল; আনতে হল বরফ-জল, মদ ও চুরুট, আর ডেন্‌ভার দুই হাতে নোট ওড়াতে লাগল। ফলে নোটের বাণ্ডিলটা এতই পাতলা হয়ে গেল যে তা দিয়ে তুমি ওহিও-তে একটা প্রজাতন্ত্রী দলের ভোটও কিনতে পারবে না।

"ডেন্‌ভার তখন আরও দশ হাজার ডলারের জন্য জেনারেল রোম্পিরোকে তার পাঠাল এবং টাকাটাও পেয়ে গেল।

"বেশ কিছু আমেরিকান এস্পিরিটুতে থাকত। তারা সকলেই হয় ব্যবসা করে না হয় কোন রকমের দালালি করে। তারা কেউ রাজনীতিতে নাক গলায় না। ঠিকই করে। কিন্তু তারা আমাকে ও ডেন্‌ভারকে বেশ আদর-আপ্যায়ন করত। হিক্‌স্ নামে জনৈক আমেরিকান প্রায়ই প্রধান ঘাঁটিতে আসত ও আড্ডা দিত। সে চোদ্দ বছর এস্পিরিটুতে আছে। তার উচ্চতা ছয় ফুট চার আর ওজন ১৩৫। তার ছিল কোকোর ব্যবসা। উপকূলের জ্বর ও আবহাওয়া তাকে একেবারে শুষে খেয়েছে। লোকে বলে, গত আট বছরে সে কখনও হাসে নি। তার মুখটা তিন ফুট লম্বা; আর কুইনিন খাওয়া ছাড়া সে কখনও মুখটা খোলে না। আমাদের প্রধান ঘাঁটিতে সে প্রায়ই আসত, মাছি মারত, আর রঙ্গরস করত।

"একদিন হিক্‌স্ বলল, 'রাজনীতিতে আমার কোন আগ্রহ নেই, কিন্তু গ্যালওয়ে, তোমার কাছে আমার জানতে ইচ্ছা করে, এখানে তোমরা কি করতে চেষ্টা করছ?'

ডেন্‌ভার বলল, 'আমরা এসেছি জেনারেল রোম্পিরোর হয়ে প্রচারকার্য চালাতে। আমরা তাকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসাতে চাই। আমি তার ম্যানেজার।'

"হিক্‌স্ বলল, 'দেখ, আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে আরও ধীরে কাজ করতাম। তোমাদের হাতে তো এখনও অনেক সময় আছে।'

"ডেন্‌ভার বলল, 'যতটা সময় দরকার তার চাইতে বেশি নেই।'

"ডেন্‌ভারের কাজকর্ম এগিয়ে চলল। সহকারীদের সে দুই হাতে টাকা দিত। তারাও সব সময় টাকা নিতে আসত। শহরের প্রতিটি মানুষকে প্রতিদিন তিনবার করে মদ দেওয়া হত; প্রতি রাতে ব্যাণ্ড বাজত; আর ছিল আতসবাজির ধুম।

"নির্বাচনের দিন স্থির হয়েছিল ৪ঠা নভেম্বর। তার আগের রাতে ডেন্‌ভার ও আমি প্রধান ঘাঁটিতে বসে পাইপ টানছিলাম, এমন সময় হিক্‌স্ ঘরে ঢুকল। বিষণ্ন মুখে চেয়ারে বসল। ডেন্‌ভার সব সময়ই ফূর্তিবাজ ও আত্মবিশ্বাসী। সে বলল, 'রোম্পিরো হৈ-হৈ করে জিতে যাবেন। আমরা জয়লাভ করব ১০,০০০ ভোটে। এখন বাকি শুধু "জিন্দাবাদ" ধ্বনি। কালই সেটা দেখিয়ে দেব।'

"হিক্‌স্ প্রশ্ন করল, 'কাল কি ঘটতে যাচ্ছে?'

"ডেন্‌ভার বলল, 'কেন, প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন।'

"কৌতুকের হাসি হেসে হিক্‌স্ বলল, 'কি বলছ! কেউ কি তোমাদের বলে নি যে তোমরা আসার এক সপ্তাহ আগেই নির্বাচন হয়ে গেছে? কংগ্রেস দিনটা বদলে ২৭শে জুলাই করেছিল। রোড্‌রিকিস ১৭,০০০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, তোমরা দুই বছর পরের নির্বাচনের জন্য বুড়ো রোম্পিরোর হয়ে প্রচার করছ।'

"আমার হাত থেকে পাইপটা মাটিতে পড়ে গেল। ডেন্‌ভার তার পাইপটা কামড়াতে শুরু করল। কারও মুখে টু-শব্দটি নেই।

"তারপরেই আমার কানে এল একটা খ্যাঁক-খ্যাঁক শব্দ। আট বছরের মধ্যে এই প্রথম হিক্‌স্ হাসছে।

সালি মাগুন থামলে ওয়েটার আমাদের কালো কফি পরিবেশন করল।

আমি বললাম, "তোমার বন্ধুটি একজন ম্যানেজারই বটে।"

সালি বলল, "এক মিনিট অপেক্ষা কর। সে যে এখনও কি করতে পারে তার কোন আভাষ আমি এখনও তোমাদের দেই নি।

"আমরা যখন নিউ ইয়র্কে ফিরে গেলাম, তখন জেনারেল রোম্পিরো জেটিতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তখন ভালুকের মত নাচছিলেন; খবরটা শোনার জন্য তার আর তর সইছিল না, কারণ ডেন্‌ভার তাকে তার করে জানিয়ে দিয়েছিল আমরা কখন পৌঁছব; তার বেশি কিছুই তাকে জানায় নি।

"তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি নির্বাচিত হয়েছি তো? বলুন বন্ধু, আমি কি নির্বাচিত হয়েছি?' আমার দেশ কি জেনারেল রোম্পিরোকেই চেয়েছে তাদের

প্রেসিডেন্টরূপে? শেষ বারেই আমার শেষ ডলারটাও আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাজেই আমার প্রেসিডেন্ট হওয়া যে খুবই দরকার। আমার হাতে টাকা-পয়সা কিছু নেই। সেনিওর গ্যালওয়ে, আমি নির্বাচিত হয়েছি তো?'

"ডেন্‌ভার আমার দিকে মুখ ফেরাল। বলল, 'আমাকে বুড়ো রোম্‌পির কাছে রেখে তোমরা চলে যাও সালি। কথাটা তার কাছে ধীরে ধীরে ভাঙতে হবে। সে অবস্থাটা অন্য কেউ দেখলে সেটা বড়ই বিসদৃশ হবে। এ সময়ে বুড়ো ডেন্‌ভারকে আরও হাসিখুশি ও মধুকণ্ঠ এক যাদুকর হতে হবে; অন্যথায় আজ পর্যন্ত যত সুনাম সে অর্জন করেছে সব তাকে পরিত্যাগ করতে হবে।'

"দু'দিন পরে আমি আবার হোটেলে ফিরে গেলাম। ডেন্‌ভারকে তার নিজের আসনেই অধিষ্ঠিত দেখলাম। তখন তাকে দু'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়কের মত দেখাচ্ছিল। সে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিল যে ফ্লোরিডায় নিজের কমলা লেবুর বাগানে বেশ সুখেই সে কাটিয়ে এসেছে।

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'জেনারেলের সঙ্গে সেই ব্যাপারটা তুমি মিটিয়ে ফেলেছ তো?'

"ডেন্‌ভার বলল, 'মিটিয়ে ফেলেছি কি না? এস, দেখবে এস।'

"আমার হাত ধরে টানতে টানতে সে আমাকে খাবার ঘরের দরজায় নিয়ে গেল। ড্রেস-স্যুট পরা ছোটখাট একটি বাদামী মানুষ মেঝের উপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে; তার মুখটা খুশিতে ঝলমল্ করছে। কী আশ্চর্য! ডেন্‌ভার যে জেনারেল রোম্পিরোকে 'হোটেল ব্রান্সউইক'-এর একেবারে হেডওয়েটার বানিয়ে ছেড়েছে!"

মিঃ মাগুন কথা থামাতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ গ্যালওয়ে কি এখনও ব্যবসাটা দেখাশোনা করছেন?"

সালি মাথা নাড়ল।

"ডেন্‌ভার বিয়ে করেছে এক পিঙ্গলকেশিনী বিধবাকে। তিনি হার্লেম-এর একটা বড় হোটেলের মালিক। ডেন্‌ভারই সেটার দেখাশোনা করে।"

# হুইস্‌লিং ডিকের বড় দিনের মোজা

## Whistling Dick's Christmas Stocking

খুব সতর্কতার সঙ্গেই হুইস্‌লিং ডিক চারদিক-ঘেরা গাড়িটার পিছনের দরজা দিয়ে লুকিয়ে নেমে পড়ল, কারণ বিশেষ নগর আইনের ৫৭১৬ ধারায় সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়েছে, আর এই বিশেষ আইনের সঙ্গে আগেও তার পরিচয় ঘটেছে। সুতরাং গাড়ি থেকে নামবার আগে একজন ভাল সেনাপতির মত জায়গাটাকে সে বেশ ভালভাবেই দেখে নিয়েছে।

দক্ষিণের এই মস্ত বড় ভিখারিদের শহর, এই দুঃখী মানুষের শহর, আবহাওয়ার দিক থেকে ভবঘুরেদের পক্ষে এই স্বর্ণভূমিতে সে যখন শেষবারের মত এসেছিল তার এতদিন পরেও শহরটার কোন রকম পরিবর্তন হয় নি। নদীতীরের যে বাঁধের কাছে তার মালগাড়িটা দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটা নানা রকম মাল বোঝাই গাড়িতে ঠাসা ছিল। বস্তা ও পিপে ঢাকা দেওয়ার পুরনো তেরপলের চেনা দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ছিল। তৈলাক্ত ঢেউ তুলে মেটে রংয়ের নদীটা জাহাজগুলোর ফাঁক দিয়ে বয়ে চলেছে। অনেক দূরে দেখা যায় বৈদ্যুতিক আলোর মালায় সজ্জিত নদীর একটা বড় বাঁক। আলজিয়ার্স নদীর তীর বরাবর একটা লম্বা কালো রেখা ভোরের আলোয় রাঙা দিগন্তের বুকে আরও বেশি কালো দেখাচ্ছে। দূরে নোঙর-করা জাহাজে যাত্রী নিয়ে যাবার জন্য দু'একটা ছোট স্টিমার ভোঁ বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে—মনে হচ্ছে সে শব্দ বুঝি নতুন দিন শুরুর সংকেত। মাল-টানা ঠেলা-গাড়ির চাকা ও যাত্রীবাহী মোটর গাড়ির চাপা আওয়াজ কানে বাজছে। খেয়া নৌকোগুলি হঠাৎ জেগে উঠে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হুইস্‌লিং ডিকের লাল মাথাটা হঠাৎ গাড়ির পিছন দিকে উঁকি মারল। সেখান থেকে বিশ গজ দূরে একটি ভুঁড়িওয়ালা পুলিশ একটা স্তূপাকার চালের বস্তার তদারকিতে ব্যস্ত। আলজিয়ার্স নদীর উপরকার এই দৈনন্দিন অলৌকিক ঘটনাটি মিউনিসিপালিটির কর্মচারী-বাহিনীর চোখের সামনেই ঘটছে। কিন্তু কর্মচারীবৃন্দ নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

তাদেরই একজন অফিসারের সঙ্গে ভিক্ষাজীবী ভবঘুরে হুইস্‌লিং ডিকের এক রকম আধা-বন্ধুত্ব আছে। রাতের বেলা এই বাঁধের উপর দু'জনের অনেকবার দেখা হয়েছে, কারণ অফিসারটি সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ; তাই এই আশ্রয়হীন ভবঘুরে মানুষটার অপূর্ব শিসের শব্দ তার মনকে টানে। তথাপি বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই পরিচয়কে ঝালিয়ে নিতে সে চায় না। নির্জন জাহাজঘাটে নানা রকম সংকেতবাহী শিস্ দিতে দিতে একজন পুলিশের সঙ্গে দেখা হওয়া, আর একটা মাল-গাড়ি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পলায়নপর অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ার মধ্যে অনেক তফাৎ। অতএব ডিক অপেক্ষা করতে লাগল। অচিরেই মালবাহী গাড়িটা গদাই লস্করী চালে অনেক গাড়ির ভিড় ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার হিসাব মত যতক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার ততক্ষণ মাথাটা বের করে চারদিকে নজর রেখে হুইস্‌লিং ডিক সেই ভাবেই অপেক্ষা করল, আর তারপরেই একসময় হুস্ করে মাটিতে নেমে পড়ল। তারপর যতদূর সম্ভব একজন নির্বিবাদী শ্রমিকের মত ভাব দেখিয়ে রেল লাইন ধরে এগিয়ে চলল; তার মনের ইচ্ছা, জনবিরল গিরোড স্ট্রীট ধরে এক সময়ে লাফায়েত স্কোয়ারের একটা বিশেষ বেঞ্চির কাছে পৌঁছে যাবে। আগে থেকেই ব্যবস্থা করা আছে যে সেখানেই "বাচাল" বলে পরিচিত এক দোস্তের সঙ্গে তার দেখা হবে।

ভৌগোলিক কারণে সবগুলি রাস্তাই যখন নদীর তীর ছেড়ে অন্য পথ ধরল তখন নির্বাসিত লোকটি বাঁধের মাথায় উঠে গেল এবং তার অনেক দিনের চেনা পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

ছয় মাইল পথ হাঁটার পরে হঠাৎ তার চোখে পড়ল নির্মীয়মান একটা বড় শিল্পকেন্দ্র। একটা নতুন বন্দর তৈরি হচ্ছে। জাহাজঘাটা তৈরির কাজ চলছে। ইতস্তত ছড়ানো কোদাল, শাবল ও ঠেলা-গাড়িগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে একদল সাপ তার দিকে এগিয়ে আসছে। চারদিকের বাদামী ও কালো মানুষরা দিনরাত পরিশ্রম করছে। ভয়ে সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

দুপুর নাগাদ সে পৌঁছে গেল আখের দেশে। বড় নদীটার তীর বরাবর বিস্তীর্ণ এক সমতল ভূমি। আখের ক্ষেতগুলির দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, বিস্তীর্ণ হতে হতে সেগুলি আকাশের প্রান্তে মিশে গেছে। তখন আখ কাটার মরশুম চলছে। মজুররা অবিরাম কাজ করছে। মাল-গাড়ির চাকা তীব্র ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ তুলছে। দূরে নীল আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে আখের বাগানের ঘর-বাড়ি। চিনি-কলের উঁচু চিমনিগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের আলোক-স্তম্ভের মত।

একসময় হুইস্‌লিং ডিকের নাকে এল মাছ ভাজার নির্ভুল গন্ধ। বাঁধের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে পৌঁছে গেল একটা সেকেলে জেলে-বস্তিতে। গানে ও গল্পে সে তাদের মাতিয়ে তুলল ; তার ফলে রাতের খাবারটা খেল একজন নৌ-সেনাধ্যক্ষেরই মত, তারপর একজন দার্শনিকের মত বাকি তিন ঘন্টা সময় গাছের নিচে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল।

ঘুম থেকে উঠে সে আবার চলতে শুরু করল। দিনের দাবদাহের পর বাতাসে লাগল তুষারের ছোঁয়া। ক্রমে সেটা রূপান্তরিত হল এক শীতার্ত রাতে। যাত্রীটিও আশ্রয়ের আশায় দ্রুত পা চালিয়ে দিল। আঁকাবাঁকা বাঁধটার পাশাপাশি যে পথটা চলে গেছে সেই পথটা ধরেই সে এগিয়ে চলল। কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। রাত যতই বাড়তে লাগল ততই বেড়ে চলল শীতের তীব্রতা ; আর তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়তে লাগল মশাদের লোভী হিস্‌-হিস্‌ শব্দ।

পিছন থেকে ভেসে এল একটা খট-খট-খট শব্দ। অচিরেই বোঝা গেল সেটা দ্রুতগতি ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে হুইস্‌লিং ডিক পাশের ভেজা ঘাসের মধ্যে নেমে গেল। মাথাটা ঘুরিয়ে সে দেখল, দুটি সুন্দর ঘোড়ায় টানা একটা চার-চাকার গাড়ি এগিয়ে আসছে। সামনের আসনে বসে আছে একটি শক্ত-সমর্থ মানুষ ; মুখে দাড়ি ; হাতে ঘোড়ার শক্ত রাশ। তার পিছনে বসে আছে একটি শান্ত মধ্যবয়সী মহিলা এবং যৌবনের দ্বারে উপনীত একটি সুদর্শনা সুন্দরী মেয়ে। গাড়ির চালক ভদ্রলোকটির কটিদেশের আবরণটি ঈষৎ সরে যাওয়ায় হুইস্‌লিং ডিক তার দুই হাঁটুর মধ্যে দেখতে পেল দুটো পেট মোটা ক্যানভাসের থলে। শহরে থাকার সময় ডিক দেখেছে, এই সব থলে এক্সপ্রেস মালগাড়ি ও ব্যাংকের দরজার মধ্যে চলাফেরা করে। গাড়ির বাকি অংশটা ভর্তি ছিল নানা আকারের ও নানা মাপের পুলিন্দা দিয়ে।

গাড়িটা যখন ভবঘুরে লোকটির ঠিক পাশাপাশি চলতে শুরু করল তখন ঝক্‌ঝকে চোখের সেই মেয়েটিকে যেন একটা উদ্ভট খেয়ালে পেয়ে বসল। মিষ্টি-মধুর হাসি হেসে সে ভবঘুরে লোকটির দিকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "শুভ খৃস্টমাস!"

হুইস্‌লিং ডিকের জীবনে এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না; তাই কি ভাবে তার প্রত্যুত্তর দেবে সেটা সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় এল না। কিন্তু চিন্তা করার মত সময় নেই; নিজের সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে করনীয়টা বাতলে দিল; বস্তাপচা টুপিটাকে মাথা থেকে খুলে এনে বার বার সেটাকে এক হাত দূরত্বের মধ্যে নিয়ে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে এনে দ্রুত গতিতে ছুটতে ছুটতে উচ্চ অথচ সুরেলা গলায় বলতে লাগল, "আহা, ওখানেই!"

মেয়েটি হঠাৎ নড়েচড়ে বসায় একটা পুলিন্দার মোড়ক খুলে গেল এবং তার ভিতর থেকে হাল্কা ও কালো একটা বস্তু রাস্তার উপর পড়ে গেল। ভবঘুরে লোকটি সেটা তুলে নিয়ে দেখল—একটা নতুন, কালো রেশমি মোজা—লম্বা, সুন্দর, ও চিকন, দুই আঙুলের চাপে সেটা মুচ্‌-মুচ্‌ শব্দ করল। আহা, কী উপভোগ্য সেই নরম মোজাটি!

ছিট্‌-ছিট্‌ মুখটাকে বিস্ফারিত হাসিতে দুই ভাগ করে হুইস্‌লিং ডিক বলে উঠল, "ফোটা ফুলের মত ছোট্ট মোজাখানি! এখন এ বিষয়ে তুমি কি ভাবছ! শুভ খৃস্টমাস! আহা, যেন কোকিলের কূজন! ঠিক সেই রকমই তার মুখের কথাটি!"

হুইস্‌লিং ডিক মোজাটি সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল।

আরও প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সে লোকালয়ের দেখা পেল। পথের মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ল বিস্তীর্ণ এক আখের বাগানের বাড়ি-ঘর।

বাগানের মালিকের বাসভবনটা সে সহজেই চিনে নিতে পারল। পাঁচিল-ঘেরা, চতুষ্কোণ, দুই-মহলা বাড়ি; বড় বড় আলোকোজ্জ্বল জানালা ও প্রশস্ত অলিন্দ; ঘাসে-ঢাকা মসৃণ প্রাঙ্গণ ও ফুলে-ফলে সাজানো বাগান।

ভবনের দু'দিকেই বেড়া দিয়ে রাস্তাটা আটকে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেই ডিক হঠাৎ থেমে গিয়ে বাতাসটা শুঁকতে লাগল।

নিজের মনেই বলে উঠল, "নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও সুগন্ধি স্টু রান্না করা হচ্ছে। আমার নাক কখনও মিথ্যা বলে না।"

একটু ইতস্তত করে সে বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। দেখেই বুঝল, সেদিকটা বড় একটা ব্যবহার করা হয় না; পুরনো বাতিল ইট আর কাঠের টুকরোয় ভর্তি। এক কোণে একটা কয়লার উনুন জ্বলছে। মনে হল, তার চারদিকে কিছু আবছা মানুষ শুয়ে-বসে আছে। সে আরও একটু এগিয়ে গেল। হঠাৎ আগুনটা একটু জ্বলে উঠতেই সে পরিষ্কার দেখতে পেল বাদামী সোয়েটার ও টুপি পরা একটি ছন্নছাড়া মোটাসোটা মানুষকে। হুইস্‌লিং ডিক নিজের মনেই বলল, "লোকটাকে তো জুয়াড়ি বোস্টন হ্যারি বলেই মনে হচ্ছে। একটু বাজিয়ে দেখতে হচ্ছে।"

দু'একবার একটা বাঁধা গতের সুরে শিস্‌ দিয়েই সে দ্রুততর গতিতে উঁচু লয়ে উঠে গেল। তারপর বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে আগুনের দিকে এগিয়ে গেল। মোটা লোকটি চোখ তুলে তাকিয়ে হাঁপানির সাঁই-সাঁই টানের মত উঁচু গলায় বলল:

"ভদ্রজনরা, একজন অপ্রত্যাশিত কিন্তু স্বাগত মানুষ আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—তার নাম মিঃ হুইস্‌লিং ডিক। সে আমাদের পুরনো বন্ধু, আর আমিই

তার জামিনদার। পরিচারক এখনই আর একটা চেয়ার এনে দেবে। নৈশ ভোজনের সময়ই মিঃ ডব্লু. ডি. আমাদের দলে যোগ দেবে, আর সেখানেই সে আমাদের জানিয়ে দেবে, কি পরিস্থিতিতে সে আমাদের সঙ্গে জুটে গেছে।"

হুইস্‌লিং ডিক বলল, "সেই একই পুরনো কাসুন্দি। তবু তোমাদের আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। আমি তো মনে করি, তোমরা সকলে যে ভাবে এখানে এসে জমেছ, আমিও সেই ভাবে এখানে থেকে যাব। আজ সকালেই একটি পুলিশ আমাকে জানিয়েছে যে তোমরা সকলেই এই চিনির কলে কাজ কর।"

বোস্টন হ্যারি ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "আমাদের দলের একজন হবার আগেই একজন অতিথির পক্ষে আপ্যায়নকারীদের অপমান করাটা উচিত কাজ নয়। এটা ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। শ্রমিক!—কিন্তু সে কথা থাক। আমি, বদ্ধকালা পেটে, ব্লিংকি, গগল্‌স্ ও আদিবাসী টম—এই পাঁচজন মিলে একটা দল গড়ে আমরা স্থির করেছি নোংরা পথের উপর কোন নবাগতকে দেখলে তাকে আমরা নিউ অর্লিয়েন্স-এ একটা কাজ জুটিয়ে দেব। ব্লিংকি, তোমার বাঁ দিককার চিংড়ির পাত্রটা তোমার ডানদিকের ভদ্রলোকের শূন্য পাত্রটার দিকে এগিয়ে দাও।"

তারপরেই দশ মিনিট ধরে এই ছিনতাইকারীর দল অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে নৈশ-ভোজনটা চালিয়ে গেল। একটা বড় পাঁচ গ্যালনের টিনের পাত্রে আলু, মাংস ও পেঁয়াজ সহযোগে যে স্টু তারা তৈরি করেছে সেটাকেই ছোট ছোট টিনের পাত্রে ঢেলে নিয়ে তারা খেতে শুরু করল।

অনেক দিন আগে থেকেই বোস্টন হ্যারির সঙ্গে হুইস্‌লিং ডিকের পরিচয় ছিল; সে জানত, এই মানুষটি তাদের মত স্যাঙাতদের মধ্যে সব চাইতে চতুর এবং সব চাইতে সফল। তাকে দেখতে অনেকটা একজন সমৃদ্ধিশালী শেয়ার-দালাল অথবা কোন গ্রাম থেকে আসা একজন মালদার ব্যবসায়ীর মত। শক্ত-সমর্থ চেহারা; সব সময় পরিষ্কার করে কামানো রক্তিম মুখ। পোশাকপত্র বেশ টেকসই ও পরিচ্ছন্ন; সুদৃশ্য জুতোর ব্যাপারে সে খুবই খুঁতখুঁতে। গত দশ বছর ধরে সে বহুসংখ্যক জুয়াখেলায় সফল হবার একটা সুখ্যাতি অর্জন করেছে, অথচ তার মধ্যে একটা দিনের জন্যও কারখানায় কাজ করার কোন হিসাব খাতাপত্রে নেই। তার দলের লোকদের মধ্যে গুজব রটেছে যে সে অনেক টাকা জমিয়ে ফেলেছে। বাকি চারজন সেই শ্রেণীর মানুষ যারা ছেঁড়া পোশাক পরে চোরের মত লুকিয়ে বেড়ায়—সাধারণের কাছে যারা "সন্দেহজনক" মার্কামারা।

বড় পাত্রটাকে একেবারে চেঁছেপুছে খাওয়া শেষ হলে কয়লার আগুনে পাইপ ধরিয়ে তাদের মধ্যে থেকে দু'জন বোস্টনকে এক পাশে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় রহস্যজনক ভঙ্গিতে কি সব যেন বলল। সেও চূড়ান্তভাবে মাথা নেড়ে চড়া গলায় হুইস্‌লিং ডিককে বলল:

"মন দিয়ে শোন বাবা, খোলাখুলিভাবে তোমাকে কিছু কথা বলছি। আমরা পাঁচজন একই দলের লোক। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমাদের সমান অংশীদার করে নেব; যা লাভ হবে সেটা তুমি অন্য ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করতে

পারবে; আর তোমাকেও সব রকম সাহায্য করতে হবে। এই বাগানের দুই শ' কর্মীকে কাল সকালে এক সপ্তাহের বেতন দেওয়া হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কাল খৃস্টমাস দিবস, আর তারা চায় কাল কাজ বন্ধ রাখতে। মালিক বলেছে: 'সকাল পাঁচটা থেকে ন'টা পর্যন্ত কাজ করে এক ট্রেনের মত মাল তুলে দাও, আর আমিও তোমাদের নগদ দিয়ে দেব এক সপ্তাহের বেতন এবং একদিনের বাড়তি বেতন।' শ্রমিকরাও বলেছে: 'মালিকের জয় হোক! কাজ হবে।' মালিক আজই গাড়ি হাঁকিয়ে নিউ অর্লিয়েন্স যাবে, আর সঙ্গে করে নিয়ে আসবে টাটকা ডলার। মোট পরিমাণটা দুই হাজার ও চুয়াত্তর পঞ্চাশ। টাকার অংকটা আমি জেনেছি একটি বাচাল লোকের কাছ থেকে যে সব কথাই বাড়িয়ে বলে, আর সে শুনেছে জমানবিশের কাছে। বাগানের মালিক স্থির করেছে টাকাটা শ্রমিকদের হাতে-হাতে দেবে। লোকটি ভুল করেছে; তাকে টাকাটা দিতে হবে আমাদের হাতে। টাকাটা থাকবে আরাম ভোগীদের হাতেই, কারণ টাকাটা তাদের। এখন, এবারের টাকার অর্ধেকটা যাবে আমার ভাগে; আর বাকি অর্ধেকটা পাবে তোমরা তিনজন ভাগ করে। এই তফাতটা কেন? কারণ মাথাটা আমার। পরিকল্পনাটা করেছি আমি। এটাই আমাদের ব্যবস্থা। আজ একটা দল এখানে রাতের খাবার খাবে। নটা নাগাদ তারা চলে যাবে। তারা যদি তাড়াতাড়ি না যায়, তাহলেও যে করেই হোক পরিকল্পনামত কাজটা আমাদের করতেই হবে। সবগুলো ডলার হাতাতে আমাদের পুরো রাতটাই চাই। নটা নাগাদ ডিয়ার পেট ও ব্লিংকি রাস্তাটা ধরে মিনিট পনেরো হেঁটে যাবে এবং সেখানকার বড় আখ-ক্ষেতটায় আগুন ধরিয়ে দেবে। জোর হাওয়ায় দুই মিনিটের মধ্যেই আগুনটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে। তখনই বিপদ-সংকেতটা দেওয়া হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের সব মানুষ দশ মিনিটের মধ্যে সেখানে গিয়ে হাজির হবে আগুন নেভাতে। ফলে তখন বাড়িতে থাকবে কেবল টাকার বস্তাগুলি ও মেয়েরা; আর সেই সুযোগে আমরা টাকাগুলি হাতিয়ে নেব। আখের ক্ষেতে আগুন লাগার শব্দ কখনও শুনেছ? তখন এত জোরে শব্দ হয় যে তাকে ছাড়িয়ে কোন মেয়ের চেঁচামেচিই শোনা যাবে না। তখন কাজটা খুবই নিরাপদ হয়ে যাবে। তখন একমাত্র বিপদ ঘটতে পারে যে টাকাটা সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছুটা দূরে যাবার আগেই আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। এখন, তুমি যদি—"

হুইস্‌লিং ডিক উঠে দাঁড়িয়ে তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, "বোস্টন, তোমরা আমাকে একটা কাজ দিতে চাইছ বলে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এবারকার মত আমি চলি।"

"তুমি কি বলতে চাইছ?" বোস্টনও উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

"কেন, এই কাজটা থেকে তোমরা আমাকে বাদ দিতে পার। ও সব চুরি-চামারির ব্যাপারে আমি নেই। শুভরাত্রি জানিয়ে আমি এবার কেটে পড়ছি।"

কথা বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়েই হুইস্‌লিং ডিক হঠাৎ থেমে গেল। একটা ছোট রিভলবার তুলে বোস্টন তাকে বাধা দিয়েছে।

"বসে পড়," ওস্তাদ হুকুম দিল। "যতক্ষণ আমরা কাজটা হাসিল না করছি

ততক্ষণ তোমাকে এই ঘাঁটিতেই থাকতে হবে। ওই ইটের পাঁজাটা পর্যন্তই তোমার সীমানা। তার বাইরে দুই ইঞ্চি গেলেই আমি গুলি করতে বাধ্য হব। তার চাইতে যা বলছি তাই কর।"

হুইস্‌লিং ডিক বলল, "ঠিক আছে; তাই হবে। ওই বারো ইঞ্চি অস্ত্রের নলটাকে নামিয়ে রাখ। আমি এখানেই থাকছি।"

রিভলবারের নলটা নামিয়ে বোস্টন বলল, "ঠিক আছে। এখান থেকে যাবার চেষ্টা করো না; তাহলেই হবে। একটি পুরনো বন্ধুকে গুলি করতে হলেও এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারি না। সাধারণত কাউকে আঘাত করতে আমি চাই না; কিন্তু যে হাজার আমি পেতে যাচ্ছি সেটা হাতে নিয়েই আমি এ কাজ ছেড়ে দেব। কাছাকাছি কোন জানাশোনা শহরে গিয়ে একটা ছোট সেলুন খুলব। এইভাবে তাড়া খেতে খেতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

পকেট থেকে একটা সস্তা দামের রূপোর ঘড়ি বের করে সেটাকে আগুনের সামনে তুলে ধরল।

বলল, "নটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। পেটে, তুমি ও ব্লিংকি বেরিয়ে পড়। এই বাড়িটার পাশ দিয়ে চলে যাও। আখের ক্ষেতের অন্তত বারো জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেবে। তারপর রাস্তা ধরে না গিয়ে বাঁধের পথটা ধরবে; তাহলে কারও সঙ্গে দেখা হবে না। তোমরা যখন ফিরে আসবে ততক্ষণে সকলেই আগুন নেভাতে চলে যাবে, আর আমরাও বাড়িতে ঢুকে ডলারগুলো হাতিয়ে নেব। যে যতটা পার দেশলাই সঙ্গে নিয়ে যাও।"

দুই ভবঘুরে সবগুলি দেশলাই জোগাড় করে নিল। হুইস্‌লিং ডিকও তার দেশলাইটা দিয়ে দিল। তারাও আবছা তারার আলোয় বড় রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

বাকি তিন ভবঘুরের দু'জন, গগল্‌স্ ও আদিবাসী টম, একটা সুবিধামত কাঠের উপর হেলান দিয়ে বাঁকা চোখে হুইস্‌লিং ডিকের উপর নজর রাখল। নবাগত স্যাঙাতটিকে শান্তভাবে থাকতে দেখে নিজেদের কড়া নজরটা একটু শিথিল করল। হুইস্‌লিং ডিক আসন থেকে উঠে বেঁধে-দেওয়া সীমানার মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল।

এক সময় দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে দিতেই রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া রেশমি রুমালটায় হাত পড়ল। মুচকি হেসে বলল, "ফোটা ফুলের মত ছোট্ট মোজা জোড়া।"

সঙ্গে সঙ্গে বোস্টন প্রশ্ন করল, "কি বললে?"

"ও কিছু না," বলেই হুইস্‌লিং ডিক মাটির উপরকার একটা ছোট পাথরকে অন্যমনস্কভাবে লাথি মারল।

দু'ঘণ্টা পরে—"বেলেমিড বাগান"-এর খাবার ঘরে তখন খানাপিনা চলছে। বাগানের মালিকের পরিবারবর্গ এবং অতিথিরা যে সব নামে পরস্পরকে ডাকাডাকি করছিলেন সে সব নামই দুটি জাতির ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য নাম। গৃহকর্তাটিই ছিলেন সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। আর কর্ত্রীটি বসেছিলেন সকলের মধ্যমণি হয়ে—গম্ভীর, মাতৃস্বরূপা, উদার; ঠিক সময়ে ঠিক হাসিটি হাসছেন, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলছেন।

প্রথম দিকে কথাবার্তা হচ্ছিল অসংলগ্নভাবে, স্পষ্ট করে কিছুই বলা হচ্ছিল না। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে একসময় শহুরে ভবঘুরেদের বাড়াবাড়ির কথা উঠে পড়ল। কয়েক মাইল জুড়ে চলেছে তাদের নানারকম কীর্তিকলাপ। বাগানের কর্তাটি এই সুযোগে কর্ত্রীর উপর এক হাত নিলেন; বললেন, তার লাই পেয়েই নাকি ভবঘুরেদের উৎপাত ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। "প্রতি বছর শীতকালে নদীপথ ধরে তারা দলে দলে আসে। তারা নিউ অর্লিয়েন্সকে ছেয়ে ফেলে, আর তার ফলভোগ করতে হয় আমাদের। এই তো দুদিন আগে ম্যাডাম নিউ অর্লিয়েন্স পুলিশের কাছে নালিশ করেছেন যে, দলে দলে আসা এই সব ভবঘুরেদের সঙ্গে ঘাঘরার ঘষাঘষি না করে তিনি কেনাকাটা করতেই যেতে পারছেন না; অতএব তাদের সব্বাইকে আটক করা হোক। ফলে তাদের দু'এক ডজনকে ধরা হল বটে, কিন্তু বাকি তিন-চার হাজার লোকে গোটা বাঁধ-অঞ্চল একেবারে উপচে পড়ল, আর এই ম্যাডাম মহাশয়া করুণায় বিগলিত হয়ে তাদের খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারা কাজ করবে না, আমার ওভারসিয়ারদের কথা শুনবে না, আমার কুকুরগুলোর সঙ্গে ভাব জমাবে; আর তুমি ম্যাডাম আমার চোখের সামনে তাদের আদর করে খাওয়াবে, আর আমি তাতে বাধা দিলেই আমাকে শাসাবে। দয়া করে তুমিই বল, আজকের দিনেই তুমি এই রকম কতজনের ভবিষ্যৎ আলস্য ও লুট-করা মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছ?"

ঈষৎ হেসে ম্যাডাম বললেন, "তা ছ'জন হবে; কিন্তু তুমি তো জান যে তাদের মধ্যে দু'জন কাজের খোঁজ করছিল। তুমি নিজের কানে তা শুনেছ।"

এ কথা শুনে বাগানের কর্তা আর একবার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"হ্যাঁ, তারা খোঁজ করছিল তাদের নিজের নিজের লাইনের কাজ; তাদের একজন কাগজের ফুল তৈরি করে, আর অপরজন কাঁচের জিনিসপত্র বানায়। কী সব কাজের খোঁজই তারা করছিল! কোন রকম পরিশ্রমের কাজ করতে তাদের একজনও রাজী নয়।"

তখন নরম-হৃদয় কর্ত্রী বলতে শুরু করলেন, "আর একজন তো রীতিমত ভাল ভাষায় কথা বলতে পারে। তাদের শ্রেণীর লোকদের পক্ষে সেটা তো সত্যি এক আশ্চর্য ব্যাপার। তার হাতে আবার ঘড়ি ছিল। এককালে সে বোস্টনে বাস করত। আমি বিশ্বাস করি না যে তারা সকলেই খারাপ লোক। আমার তো সব সময়ই মনে হয়েছে যে তারা উন্নতির পথটাই খুঁজে পায় নি। আমি তাদের সব সময়ই দেখেছি আমার সেই সব সন্তানের মত যাদের সামনে জ্ঞানের পথ এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ ওদের মুখের গোঁফ জোড়া বেড়েই চলেছে। আজ সন্ধ্যায়ই আমরা যখন গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলাম তখন এমন একজনের দেখা পেয়েছিলাম যার মুখখানি যত সুন্দর, ঠিক ততটাই তাতে ফুটে উঠেছে অযোগ্যতার ছাপ। সে শিস্ দিচ্ছিল 'ক্যাভ্যালেরিয়া' থেকে নেওয়া একটা আশ্চর্য সুন্দর সুরে।"

কর্ত্রীর বাঁ দিকে বসেছিল একটি উজ্জ্বল চোখের যুবতী মেয়ে। মাথাটা বাড়িয়ে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

"মাম্মা, আমি অবাক হয়ে ভাবছি যে রাস্তার সেই ভবঘুরে লোকটা কি আমার

মোজাটা খুঁজে পেয়েছে, আর তুমি কি মনে কর যে আজ রাতে সে আমার মোজাটাকে ঠিক জায়গায় রেখে দেবে? এখন আমি তো টাঙিয়ে রাখতে পারি মাত্র একটা মোজা। তুমি কি জান, আমার প্রচুর মোজা থাকতেও কেন আমি এক জোড়া রেশমি মোজা চেয়েছিলাম। কি জান, বুড়ি জুডি আণ্টি বলে, তুমি যদি এমন দুটো মোজা টাঙিয়ে রেখে দিতে পার যা কোন দিন ব্যবহার করা হয় নি, তাহলে সান্টা ক্লজ এসে সেটাকে ভাল ভাল জিনিস দিয়ে ভর্তি করে দেবে, আর খৃস্টমাসের আগের দিন তুমি ভাল বা মন্দ যত কথা বলবে তার দামটা মঁসিয়ে পান্বে এসে অপর মোজাটার মধ্যে রেখে যাবে। তুমি তো জান, মঁসিয়ে পান্বে একজন জাদুকর ভদ্রলোক; সে—"

মেয়েটির কথাগুলি একটা বিস্ময়কর ঘটনায় বিঘ্নিত হল।

নিঃশেষ হয়ে যাওয়া উল্কার প্রেতচ্ছায়ার মত একটা কালো রেখা জানালার কাঁচটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে টেবিলের উপর এসে পড়ল এবং ডজনখানেক স্ফটিকের ও চীনা মাটির বাসনপত্র চুরমার করে দিয়ে অতিথিদের মাথার ফাঁক দিয়ে দেয়ালের উপর পড়ে সেখানে একটা গভীর খাঁজ কেটে দিল। আজও যে সব দর্শনার্থীরা "বেলেমিড"-এ আসে তারা সেই খাঁজটিকে দেখে অবাক হয়ে যায়, আর একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে এই কাহিনীটি শোনে।

মেয়েরা নানা রকম গলায় আর্তনাদ করে উঠল। পুরুষরা যার যার আসনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং ইতিবৃত্তের নিষেধ না থাকলে তারা হয়তো যার যার তরবারি হাতে তুলে নিত।

বাগানের মালিকই প্রথম সক্রিয় হয়ে উঠলেন; অনধিকার প্রবেশকারী ক্ষেপণাস্ত্রটির দিকে ছুটে গিয়ে সেটাকে তুলে ধরলেন সকলের দৃষ্টিগোচর করতে।

তিনি চিৎকার করে বললেন, "জুপিটারের দোহাই! এ যে মোজার ধূমকেতু-বর্ষণ! শেষ পর্যন্ত কি মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে?"

একটি দর্শনার্থী ভদ্র যুবক মেয়েদের সম্মতির প্রত্যাশায় তাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "আমি বলতে চাই—মানে—এটা শুক্রগ্রহ।"

অনির্ভরযোগ্য ঝুলে-পড়া লম্বা কালো মোজাটিকে এক হাত দূরে রেখে বাগানের মালিক ঘোষণা করলেন, "এটা বেশ ভর্তি আছে।"

বলতে বলতে তিনি মোজাটাকে আঙুলের দিকে উল্টো করে ধরলেন, আর তার ভিতর থেকে টুপ করে নিচে পড়ল হলুদ কাগজে মোড়া একটা গোলাকার পাথর। তিনি চিৎকার করে বললেন, "এটাই শতাব্দীর প্রথম গ্রহান্তর থেকে আগত বাণী। তারপর নিজের চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ানো আগন্তুকদের দিকে মাথাটা নেড়ে চোখের চশমাটা ঠিক মত নাকের উপর বসিয়ে আরও কাছে এনে তিনি পাথরটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সে কাজটি শেষ করেই তিনি একজন হাসিখুশি গৃহকর্তার বদলে হয়ে গেলেন একজন বাস্তববুদ্ধিসমন্বিত ব্যবসায়ী।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা ঘণ্টা বাজালেন। নিঃশব্দ পায়ে একটি পুরুষ এসে দাঁড়াল। তাকে তিনি বললেন: "তুমি এখনই চলে যাও; মিঃ ওয়েস্‌লিকে বল, তিনি যেন রীভ্‌স ও মরিসকে সঙ্গে করে এবং নির্ভরযোগ্য দশজন শক্ত-সমর্থ লোককে নিয়ে

এখনই হল ঘরের দরজায় পৌঁছে যান। তাকে বলো, লোকগুলি যেন সশস্ত্র হয়ে আসে এবং যথেষ্ট পরিমাণ দড়ি ও লাঙ্গলের ফলা নিয়ে আসে। তাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলবে।"

তারপরেই একখানি কাগজে লেখা এই কথাগুলি তিনি পড়লেন :

বাড়ির মালিক ভদ্র মহোদয়,

রাস্তার কাছে যেখানে পুরনো ইট স্তূপ করে রাখা আছে সেখানকার খালি মাঠে, আমি ছাড়া আরও পাঁচটি বেপরোয়া ভবঘুরে বসে আছে। একটা বন্দুক হাতে দিয়ে তারা আমাকে এখানে পাহারায় রেখে গেছে। এই ভাবেই আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। দুটি স্যাঙাত চলে গেছে বাড়ির নিচেকার আখের ক্ষেতে আগুন ধরাতে। আপনার লোকজনরা যখন সেই আগুন নেভাতে চলে যাবে, তখন পুরো দলটাই আপনার বাড়িতে ঢুকে শ্রমিকদের বেতন দেবার সব টাকা লুঠ করবে। যে মেয়েটি রাস্তায় তার মোজা ফেলে গেছে তাকে আমার খুশির খৃস্টমাস জানাবেন, ঠিক যেমনটি সে আমাকে জানিয়েছে। প্রথমেই সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে দিন এবং পরে আমাকে উদ্ধার করতে একটি সাহায্যকারী দল পাঠান। একান্তভাবে আপনার—

হুইস্‌লিং ডিক

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। কিন্তু পরবর্তী আধ ঘণ্টার মধ্যেই "বেলেমিড"-এর কর্মতৎপরতায় পাঁচটি ভবঘুরেই ধরা পড়ে বাইরের ঘরে তালাবন্দী হয়ে রইল ; ভোর হলেই তাদের যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আর একটি ফল ; ওই দেখুন, আজকের নায়ক হুইস্‌লিং ডিক বাগান-মালিকের টেবিলে বসে এমন সব খাদ্যসামগ্রী খাচ্ছে যা সে আগে কখনও মুখে দেয় নি, এবং এমন সব বাছা বাছা সুন্দরী তার মনোরঞ্জনে তৎপর হয়ে উঠেছে যে মুখভর্তি খাবার নিয়েও সে শিস্ না দিয়ে থাকতে পারছে না। তাকে সবিস্তারে শোনাতে হল বোস্টন হ্যারির গুণ্ডা দলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের রোমাঞ্চপূর্ণ কাহিনী : কেমন করে সে হাত-চিঠিটা লিখে বুদ্ধি করে সেটা দিয়ে একটা পাথরকে মুড়ে একটা মোজাকে উল্টো করে ধরে তার ভিতর পাথরশুদ্ধ চিঠিটাকে ভরে দিয়েছিল এবং সুযোগ বুঝে সেটাকে নিঃশব্দে ছুড়ে দিয়েছিল একটা ধূমকেতুর মত প্রচণ্ড বেগে খাবার ঘরের আলোকিত বড় জানালাটাকে লক্ষ্য করে।

বাগানের মালিক প্রতিশ্রুতি দিলেন, এই ভবঘুরেকে আর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে না ; এত বড় একটা ভাল, সৎ লোককে পুরস্কৃত করাই কর্তব্য ; তার প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ অবশ্যই শোধ করতে হবে, কারণ সে কি একটি নির্ঘাৎ আসন্ন ক্ষতির হাত থেকে, এমন কি তার চাইতেও বড় কোন বিপদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে নি ? তিনি হুইস্‌লিং ডিককে কথা দিলেন যে "বেলেমিড"-এর মর্যাদা রক্ষা করতে তার যোগ্য যে কোন একটা পদে তাকে এখনই বসিয়ে দেওয়া হবে ; এবং আরও ইঙ্গিত করা হল যে সে যাতে আখ-বাগানের সাধ্যায়ত্ত যে কোন উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে তার পথটা আগে থেকেই সুগম ও মসৃণ করে দেওয়া হবে।

কিন্তু সকলেরই মত হল, এখন সে নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; তাই প্রথম কর্তব্যই হচ্ছে তার বিশ্রাম ও ঘুমের ব্যবস্থা করা। গৃহকর্ত্রী একটা চাকরকে কি নির্দেশ দিলেন, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার বিশ্রাম ও ঘুমের আশাতীত সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। রাতটা কাটাবার জন্য হুইস্‌লিং ডিক তার রাত্রিবাসের ঘরে ঢুকল।

খৃস্টমাস সকালের প্রথম আলোর রেখা ফুটতেই হুইস্‌লিং ডিকের ঘুম ভেঙে গেল। অভ্যাসমত টুপিটার জন্য হাত বাড়াতেই তার মনে পড়ে গেল, ভাগ্যের হাওয়া তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিল। এক ঝলক তাজা বাতাস এসে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিল; তার মাথায় ঘুরতে লাগল সৌভাগ্যের স্বপ্নসম স্মৃতি।

সেখানে দাঁড়াতেই তার কানে এল একটা ভয়ংকর অশুভ শব্দের ঝংকার।

বাগানের শ্রমিকরা তাদের স্বল্প সময়ের কাজটা শেষ করার জন্য তখনই কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বকর্মার রাক্ষুসে কর্মশালার প্রচণ্ড শব্দে পৃথিবী থরথর করে কেঁপে উঠল। আর বেচারি ছিন্নবাস চির-ছদ্মবেশী রাজপুত্র সৌভাগ্যের সন্ধানে এসে এই জাদুকরী দুর্গের জানালার গোবরাট ধরে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এরই মধ্যে কারখানার বুকের ভিতর থেকে ভেসে আসছে গড়িয়ে আসা চিনির পিপেগুলোর বজ্রনাদ; আর মালবোঝাই গাড়িতে জুড়ে দেওয়া খচ্চরগুলোর গলার শিকলের ঝন্-ঝন্ শব্দ। বাগানের ছোট রেলগাড়ির রেল-পথের উপর দিয়ে ছোট ইঞ্জিনটা হুস্-হুস্ শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়ছে, আর দলে দলে শ্রমিকরা অতি ব্যস্ত হয়ে হৈ হৈ করতে করতে সেই ট্রেনে সাপ্তাহিক বরাদ্দমত চিনির পিপেগুলো বোঝাই করছে। সে যেন এক কবিতা, একটি মহাকাব্য— না কি এক শোচনীয় কর্মকাণ্ড, পৃথিবীর এক অভিশাপ।

ডিসেম্বরের বাতাস বরফ-শীতল, কিন্তু হুইস্‌লিং ডিকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে। জানালা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে সে নিচে তাকাল। পনেরো ফুট নিচে বাড়ির পাঁচিলের গায়ে সে দেখতে পেল এক সারি ফুলের গাছ, আর তার থেকেই সে বুঝতে পারল যে সেখানে আছে অনেকটা নরম মাটি।

চোরের মত চুপি চুপি সে জানালার গোবরাটের উপর উঠে বসল; দুই হাতে ভর দিয়ে দুই পা নামিয়ে দিল নিচে, এবং এক সময়ে নিরাপদে মাটিতে পা রাখল। বাড়িটার এই দিকটাতে কোন লোকজন চোখে পড়ল না। মাথাটা নিচু করে সে দ্রুতপায়ে উঠোন পার হয়ে নিচু পাঁচিলের কাছে পৌঁছে গেল। এক লাফে সেটা পার হয়ে যাওয়া তো অতি সহজ কাজ। শিশির-ভেজা ঘাস-লতার উপর দিয়ে রাস্তা বরাবর একটা চোঁ-চা দৌড়; তার পরেই বাঁধের ঘাসে-ঢাকা পথ বেয়ে উঠে একেবারে মাথায় পৌঁছে যাওয়া—বাস! এতক্ষণে সে মুক্ত—স্বাধীন!

পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। একটা পাগলা হাওয়া যেন ধেয়ে এসে তার গালে চুমু খাচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক বুনো হাঁস। একটা খরগোস ডাইনে-বাঁয়ে লাফাতে লাফাতে তার সমুখ দিয়েই চলে গেল—যেন নিজের মর্জিমাফিক সে এদিক-সেদিক সর্বত্রই চরে বেড়াতে পারে। নদীটা বয়ে চলেছে—শেষ পর্যন্ত কোথায় যাচ্ছে তা কেউ জানে না।

বুকে বাদামী রং-ওয়ালা একটা ছোট পাখি গাছের ডালে বসে ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে নরম গলায় মিষ্টি শিস্ দিচ্ছিল; পাখিটা হঠাৎ থেমে গেল; মাথাটা কাত করে কান পেতে কি যেন শুনতে লাগল।

বাঁধের পথের উপর থেকে ভেসে এল একটা আনন্দমুখর, রোমাঞ্চকর ভারী গলার শিস্। সেই উড়ন্ত শিস্টা ঢেউয়ের মত একবার উঠছে, আবার পড়ছে—বুনো পাখিরা কখনও এ রকম শিস্ দেয় না। কিন্তু এই শিসের মধ্যে এমন একটা উদ্দাম মুক্তির সুর ছিল যা শুনে পাখিটারও বুঝি মনে পড়েছে একটা পরিচিত সুর, কিন্তু সেটা যে কিসের সুর তাও সে পরিষ্কার বলতে পারে না। তবু সে কান পেতে সেই সুরটা শুনতে লাগল। তারপর এক সময় সে সুর দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

ছোট পাখিটা জানে না যে ওই শিসের যে অংশটুকু সে বুঝতে পারে সেটাই ওই গায়কটিকে ভুলিয়ে দেয় তার প্রাতরাশের কথা; কিন্তু সে ভালভাবেই জানে যে ওই শিসের যে অংশটা সে বুঝতে পারে না সেটা তার কোন ব্যাপারই নয়। তাই ছোট পাখিটা ডানা দুটি মেলে দিয়ে উড়তে উড়তে হঠাৎ শোঁ করে একটা বাদামি বুলেটের মত নেমে এসে বাঁধের উপরকার একটা বড় মোটা পোকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

# ছোট রাইনশ্লস্-এর পরশুরাম

## The Halberdier of the Little Rheinschloss

সময়ে-সুযোগ হলে একবার "বিয়ার হালে" এবং "পুরনো মিউনিক" নামের রেস্টুরেন্টটাতে যাবেন। কিছুকাল আগেও সেটা ছিল বোহেমিয়ানদের আড্ডা, কিন্তু এখন কেবলমাত্র শিল্পী, গায়ক ও সাহিত্যের লোকরাই সেখানে যাতায়াত করে। কিন্তু রাধুনিটি এখনও ভাল, আর ১৮ নম্বর পরিচারকের সঙ্গে আলাপচারি করতে আমার বেশ ভালই লাগে।

অনেক বছর ধরেই "পুরনো মিউনিক"-এর খদ্দেররা প্রাচীন জার্মান শহরের একটি অবিকল প্রতিরূপ হিসাবেই সেটাকে মেনে নিয়েছে। ছাই রঙের ঢালু বরগাওয়ালা হল-ঘর, আমদানি-করা সারি সারি মদের বোতল, ছবি, আর দেয়ালে অনূদিত কবিতার চিত্র-লিপি—আয়নার নিচের দিক থেকে দেখলে পরিবেশটাকে হুবহু এক বলেই মনে হয়।

কিছুদিন আগে মালিকপক্ষ উপরের একটা নতুন ঘর যোগ করেছে, আর তার নাম দিয়েছে "ছোট রাইনশ্লস্।" একটা সিঁড়িও বানিয়েছে। উপরে নকল পাথরের নিচু পাঁচিলও গেঁথেছে; তাকে ঢেকে দিয়েছে আইভি লতায়, আর দেয়ালে আঁকা হয়েছে রাইন নদীর আঁকা-বাঁকা সারি এবং "এরেস্‌ব্রিট্‌সিন" দুর্গ-প্রাসাদের ছবি।

অবশ্য সেখানে চেয়ার-টেবিল পাতা হয়েছে, আর চাইলেই বীয়ার ও খাবারও সেখানেই পরিবেশন করা হয়; স্বভাবতই রাইন নদীর তীরে একটা দুর্গের মাথায় বসে সে ইচ্ছাটা আপনার হবেই।

একদিন বিকেলে আমি "পুরনো মিউনিক"-এ গিয়েছিলাম। খদ্দের খুব অল্পই ছিল। আমি বসেছিলাম সিঁড়ির কাছে আমার পছন্দমত টেবিলে। যখন চোখে পড়ল যে অর্কেস্ট্রা-স্ট্যাণ্ডের উপর রাখা কাঁচের চুরুট-দানিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তখন খুব আঘাত পেলাম; দুঃখও হল। "পুরনো মিউনিক"-এ এমন ঘটনা ঘটুক সেটা আমি পছন্দ করি না। এর আগে কখনও সেখানে এমন কাণ্ড ঘটে নি।

১৮নং পরিচারক এসে আমার কাঁধের উপর নিঃশ্বাস ফেলল। সেই আমাকে আবিষ্কার করেছিল। মাথাটা ছিল গরুর খোঁয়াড়ের মত। সেটা সব সময় নানা ধারণায় ভর্তি হয়ে থাকত; যখনই সে দরজাটা খুলে দিত, তখনই সেগুলি গাদাগাদি করে বেরিয়ে আসত এক পাল ভেড়ার মত; পরে সেগুলো একত্র হতেও পারে, আবার না হতেও পারে। মেষপালক হিসাবে আমার কোন সুনাম ছিল না। নমুনা হিসাবে তাকে কোন দলেই ফেলা যায় না। তার জাতি, পরিবার, বিশ্বাস, অভিযোগ, শখ, আত্মা, ভাল-লাগা, বাড়ি, অথবা ভোট আছে কি না তাও আমি জানতে পারি নি। সে সর্বদাই আমার টেবিলে এসে দাঁড়াত, আর যতক্ষণ তার কোন কাজ না থাকত ততক্ষণ অবিরাম বকে যেত, দিনের আলো ফুটলে গোলাবাড়ি ছেড়ে যাওয়া চাতক পাখির মত।

ব্যক্তিগত ক্ষোভের সঙ্গে আমি প্রশ্ন করলাম, "চুরুটদানিটা কেমন করে ভাঙল হে আঠারো?"

পাশের চেয়ারটার উপর পা রেখে সে বলল, "আমি আপনাকে সে ব্যাপারটা বলতে পারি স্যার। আপনার দু'হাত যখন দুর্ভাগ্যে ভরে উঠেছে তখন কেউ এসে আপনাকে দু'হাত ভরে সৌভাগ্য এনে দিয়েছে, এমন ঘটনা কি আপনার জীবনে কখনও ঘটেছে, আর তখন কি আপনি খেয়াল করে দেখেছেন আপনার আঙুলগুলো কি রকম ব্যবহার করে?"

"ওসব ধাঁধা রাখ আঠারো," আমি বললাম। "হাত দেখা আর হাতের চিকিৎসার কথা ছেড়ে দাও।"

আঠারো বলল, "প্রিন্স এলবার্টের কথা আপনার মনে পড়ে—সেই যে লোকটা পেটানো পিতলের পোশাকে শরীর ঢেকে, নকল সোনার প্যান্ট পরে, আর মিশ্র তামার টুপি মাথায় দিয়ে, হাতে মাংস-কাটা কুঠার, বরফ-কাটা শাবল আর পতাকা-দণ্ডের সমন্বয়ে গড়া একটা অস্ত্র হাতে নিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে থাকত, আপনি তার পাশ দিয়ে উপরে উঠে যেতেন "ছোট রাইনল্লস্"-এ—তার কথা মনে পড়ে স্যার?"

"ওঃ, হ্যাঁ, খুব মনে পড়ে। সেই পরশুরাম তো। কখনও ভাল করে লক্ষ্য করি নি। কেবল এইটুকু মনে আছে যে লোকটা যেন বর্ম-চর্মের একটি সমাহার মাত্র। আর ভাব-ভঙ্গিটাও ছিল ঠিক সেই রকম।"

আঠারো বলল, "সে ছিল আরও কিছু বেশি। সে ছিল আমার বন্ধু। সে ছিল

একটি বিজ্ঞাপন। মনিব তাকে ভাড়া করেছিলেন সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকার জন্য, যাতে সে এমন একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে ওঠে যা দেখে খদ্দেররা ভাবতে পারে যে দোতলায় একটা-কিছু হচ্ছে। আপনি তাকে কি যেন বললেন—রাম না কি?"

"পরশুরাম," আমি বললাম। "সে এক কুঠারধারী। বেশ কয়েক শ' বছর আগেকার এক মহাযোদ্ধা।"

"একটু ভুল হয়ে গেল," আঠারো বলল। "লোকটা তো এত বুড়ো ছিল না। তেইশ-চব্বিশ বছরের বেশি নয়।"

"ফন্দিটা মালিকের মাথা থেকেই এসেছিল: তামা-পিতলের একটা সেকেলে পোশাক পরিয়ে তাকে দোতলায় সিঁড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। মাল-পত্র সব তিনি কিনে এনেছিলেন ফোর্থ এভেনিউ-এর পুরাবস্তুর দোকান থেকে, আর বাইরে একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছিলেন: 'কর্মক্ষম একজন বহুরূপী চাই। পোশাকপত্র দেওয়া হবে।'

"সেদিন সকালেই একটি ছেঁড়া অথচ ভাল পোশাক পরা যুবক এসে আমাকে বলল, 'কাজটা যাই হোক, আমিই সেই লোক, কিন্তু আগে কখনও আমি রেস্টুরেন্টের বহুরূপীর কাজ করি নি। তবে—কাজে তো লেগে যাই, তারপর সে সব দেখা যাবে। আমাকে মালিকের কাছে নিয়ে চল।'

তারপর—মালিক তাকে একটা বিচিত্র পাজামা পরিয়ে ভাল করে দেখে নিলেন। পোশাকটা তার গায়ে বেশ মাপসই হয়ে গেল; আর সেও চাকরিটা পেয়ে গেল। তারপর ব্যাপারটা তো আপনি নিজের চোখেই দেখছেন। কাঁধের উপর পর্বতটা রেখে সে একেবারে পরশুরাম হয়ে সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। মালিক তাকে একেবারে একটি সেকেলে চরিত্র বানিয়ে দিয়েছেন।

তাকে পরশুরাম সেজে থাকতে হয় রাত আটটা থেকে সকাল দুটো পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে কাজ করে সে পায় দু'বেলা খাবার, আর রাতের জন্য পায় এক ডলার। আমি তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই। সে আমাকে পছন্দ করে। কখনও তার নামটা বলে না। আমার মনে হয়, রাজা-রাজরাদের মত সে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম নৈশ ভোজনের সময়ই তাকে বললাম, 'আরও কয়েকটা খুনচি হাত নিয়ে নাও মিঃ ফেলিংঘাইসেন!' সে বলল, 'অতটা কেতাদুরস্ত হতে হবে না আঠারো। আমাকে তুমি পরশু বলেই ডেকো, ওটা পরশুরামেরই সংক্ষিপ্ত নাম।' আমি বললাম, 'নাম নিয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই। এক কালের ধনী লোকরা কেমন করে এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে তা আমি জানি।'

সে তার হাতের তালুদুটো দেখাল। দেখে মনে হল, কেউ বুঝি ধারালো ছুরি দিয়ে তালুদুটোকে কোনাকুনিভাবে কেটে দিয়েছে।

সে বলল, 'কয়লা তুলে, ইট সাজিয়ে, আর ঠেলাগাড়ি টেনেই হাতের এই দশা হয়েছে। তাই কাজটা ছেড়ে দিলাম। আসলে আমি জন্ম-বহুরূপী। চব্বিশ বছর ধরে সেই কাজেই হাত পাকিয়েছি। কিন্তু এখন আর ও কাজে পয়সা হয় না। এখন তো আটচল্লিশ ঘণ্টার অনশন অভ্যাস করছি।'

একদিন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় একটা ফুলবাবুদের দল হোটেলে এসে হাজির হল। এরা সকলেই নানান জায়গায় খেয়ে বেড়ায় আর ফুর্তি করে, দলে ছিল একটি মোটাসোটা মেয়ে, পাকা গোঁফওয়ালা একটি মোটাসোটা বৃদ্ধ, একটি ছোট ছেলে, যে সব সময়ই মেয়েটির কোটের লেজ ধরে চলে, আর একটি বয়স্কা মহিলা যে জীবনটাকেই মনে করে নীতিহীন ও অনাবশ্যক। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তারা বলতে লাগল, 'হোটেলে বসে রাতের খাবার খেতে কী মজাই লাগে!'

সকলেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। আধ মিনিটের মধ্যেই মেয়েটি ঘাঘরা দুলিয়ে নিচে নেমে এল। চাতালে দাঁড়িয়ে পরশুরামের চোখের দিকে ভাল করে তাকাল।

তারপর লেবুর সরবতের মত হাসি হেসে বলল, 'তুমি!'

"আমি তখন দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। তাদের সব কথাই আমার কানে এল।

স্যার পার্সিভাল নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটা আমার নতুন সাজ। বর্ম, চর্ম, আর পরশুটা ঠিক আছে তো?'

মেয়েটি বলল, 'এ সবের কোন অর্থ হয়? এ রকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি তো বাজে লোকদের ক্লাবে চলে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু শুনেছিলাম যে তুমি কোথায় যেন চলে গেছ। তিন মাস হয়ে গেল, আমি—আমরা তোমার কোন খবর পাই নি।'

নিশ্চল মূর্তিটি বলল, 'বেঁচে থাকার তাগিদেই আমি এই বহুরূপী সেজেছি। আমি কাজ করছি। কাজ করা কাকে বলে সেটা তো আবার তোমরা জানই না।'

'তুমি কি সব টাকা-পয়সা খুইয়ে ফেলেছ?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

স্যার পার্সিভাল এক মিনিট কি যেন ভাবলেন।

তারপর বললেন, 'এখন আমি পথের দরিদ্রতর লোকটির চাইতেও দরিদ্র; অবশ্য যদি নিজের জীবিকা নিজে অর্জন করতে না পারি।'

মেয়েটি বলল, 'এটাকে তুমি কাজ বল? আমি তো জানতাম, মানুষ কাজ করে হাত দিয়ে অথবা মাথা দিয়ে—এমন সঙ্‌ সেজে নয়।'

স্যার বললেন, 'বহুরূপীর কাজটা অনেক দিনের পুরনো এবং সম্মানজনক।'

মেয়েটি বলল, 'বুঝতে পারছি, তোমার এই কুরুচির জন্য তুমি মোটেই লজ্জিত নও। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, তোমার মধ্যে যে পৌরুষ আছে বলে আমি ভাবতাম তার প্রেরণায় জল তোলা অথবা কাঠ কাটার কাজে না গিয়ে প্রকাশ্যে এই রকম সঙ্‌ সেজে থাকতে তোমার এতটুকু লজ্জা করছে না।'

স্যার পার্সিভাল তার গায়ের বর্ম-চর্মটা খট্‌খটিয়ে বললেন, 'হেলেন, তুমি কি কিছুক্ষণের জন্য এই বকবকানি বন্ধ করবে? তুমি বুঝতে পারছ না যে এ কাজটা আমাকে আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতে হবেই।'

মেয়েটি বলল, 'তুমি সঙ্‌ সাজতে—অথবা তোমার ভাষায় পরশুরাম সাজতে এত ভালবাস?'

তিনি বললেন, 'সেণ্ট জেম্‌সের দরবারে মন্ত্রী হবার জন্যও এই মুহূর্তে আমার এই চাকরিটা আমি ছাড়তে পারছি না।'

তখন মেয়েটির চোখে ঝল্‌সে উঠল হীরক-দীপ্তির মত এক কঠিন দৃষ্টি। সে বলে উঠল, 'খুব ভাল কথা। আজ রাতেই তোমার এই চাকর হবার সাধ আমি পুরোপুরি মিটিয়ে দেব।'

ঢেউয়ের মত মালিকের ডেস্কের কাছে গিয়ে সে এমন একখানি হাসি হাসল যে মালিক তাতেই একেবারে কুপোকাত। তার নাকের উপর থেকে চশমা জোড়াই খুলে পড়ার জোগাড়।

মেয়েটি তাকে বলল, 'আমি মনে করি, আপনার এই বহুরূপীটি স্বপ্নের মতই সুন্দর। এ যেন পুরনো জগৎ থেকে কেটে এনে তার একটি টুকরোকে নিউ ইয়র্ক-এ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ আমরা প্রাণ ভরে এখানে নৈশ ভোজন করব; কিন্তু আপনি যদি আমাদের একটি মিনতি রাখেন তাহলে এই স্বপ্নের জগৎটা পূর্ণ হয়ে উঠবে—আপনার পরশুরামকে আজ আমাদের টেবিলের পরিচারক করে দিন।'

মালিকের প্রত্নবস্তু-প্রীতির একেবারে মোক্ষম জায়গায় গিয়ে আঘাতটা পড়ল। তিনি বললেন, 'অবশ্যই; সেটা তো খুব ভাল হবে। অর্কেস্ট্রায় সারাক্ষণ বাজানো হবে 'ডি ওয়াকট্‌ অ্যাম রীন!' আর তখনই পরশুরামের কাছে গিয়ে তাকে বললেন, সে যেন এই মুহূর্তে উপরে উঠে নবাগতদের টেবিলে হাজির হয়।

'আমি এখনই যাচ্ছি' বলে স্যার পার্সিভাল তার হেল্‌মেট খুলে পরশুর গায়ে ঝুলিয়ে সেটাকে ঘরের এক কোণে রেখে দিল। মেয়েটিও উপরে গিয়ে তার আসনে বসল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, চাপা হাসির দমকে তার চোয়ালটা চৌকো ও শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল, 'একজন সত্যিকারের পরশুরাম আজ আমাদের খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করবে, কারণ সে লোকটি তার নিজের কাজ নিয়ে খুবই গর্ব বোধ করে। ব্যবস্থাটা ভারী মিষ্টি নয় কি?'

মোটাসোটা যুবকটি বলল, 'চমৎকার!' পেটমোটা বুড়ো ভদ্রলোকটি বলল, 'একজন আসল পরিচারক হলেই ভাল হত।' বয়স্কা ভদ্রমহিলা বলল, 'আশা করি, সে কোন সস্তার জাদুঘর থেকে উঠে আসে নি; তার পোশাকপত্রের মধ্যে রোগ-বীজাণু থাকতে পারে।'

টেবিলে যাবার আগে স্যার পার্সিভাল আমার হাতটা ধরে বললেন, 'শোন আঠারো, এই কাজটা আমাকে নির্ভুলভাবে করতে হবে। তুমি আমাকে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও, নইলে আমি একেবারে তালগোল পাকিয়ে বসব।' তারপর বর্ম-চর্মের উপরেই কাঁধে একটা তোয়ালে নিয়ে হুকুমের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ফুলবাবু যুবকটি বলল, 'আরে এ যে ডিয়ারিং। ওহে বুড়ো, ব্যাপারটা কি?'

পরশুরাম বললেন, 'মাপ করবেন স্যার, আমিই তো এই টেবিলে আছি।'

একটা বোস্টন ষাঁড়ের মত বুড়োটি তার দিকে তাকালেন, 'তুমি এখনও কাজ করেই যাচ্ছ।'

স্যার পার্সিভাল ভদ্রভাবে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, প্রায় তিন মাস হয়ে গেল।'

বুড়ো বললেন, 'এতদিনেও তোমাকে ছাঁটাই করা হয় নি?'

তিনি বললেন, 'একবারও না স্যার, যদিও বারকয়েক আমাকে কাজটা বদল করে দেওয়া হয়েছে।'

মেয়েটি চড়া গলায় বলল, 'ওয়েটার, আর একটা তোয়ালে দাও।' তিনিও সসম্ভ্রমে একখানা তোয়ালে এনে দিলেন।

"আগে কখনও একটি মহিলার মধ্যে এরকম একটা শয়তান আমি দেখি নি। তার দুই গালে দুটো লালের ছোপ পড়েছে, তার চোখ দুটো চিড়িয়াখানার বনবিড়ালের মত দেখতে। সারাক্ষণ মেঝের উপর পাটা ঠুকেই চলেছে।

সে আবার হুকুম করল, 'ওয়েটার, বরফ-ছাড়া পরিশ্রুত জল নিয়ে এস। একটা পা-দানিও এনে দাও। এই খালি নুন-দানিটা নিয়ে যাও।' মেয়েটা সারাক্ষণ লোকটিকে ছুটিয়ে মারল। আমি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাই পরিবেশনের কাজে স্যার পার্সিভালকে সাহায্য করতে লাগলাম।

"প্রথম দিকে পরিবেশনটা তিনি খুব ভালভাবেই করলেন। কিন্তু শেষের দিকে সব কেমন যেন গড়বড় হয়ে গেল। এটা-সেটা করতে গিয়ে ঝোলের ঢাকনাওয়ালা বড় থালাটাই মেঝেতে ফেলে দিলেন। আর মেয়েটির দামী রেশমি পোশাকের নিচের দিকটা ঝোলে একেবারে জব্‌জবা হয়ে গেল।

মেয়েটি চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'স্টুপিড! অকর্মার ধাড়ি! একটা পরশু ঘাড়ে নিয়ে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতেই শুধু জান। সেটাই তোমার উপযুক্ত কাজ।'

তিনি বললেন, 'মাপ করুন মহোদয়া। থালাটা আগুনের চাইতেও গরম ছিল। তাই ধরে রাখতে পারি নি।'

বুড়ো লোকটি চিৎকার করে টেবিলে একটা ঘুষি মেরে আমাকে ডেকে বললেন, 'ওয়েটার, এখনই ম্যানেজারকে ডেকে আন—তাকে বল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে যেন চলে আসেন।'

আমি মালিকের খোঁজে চলে গেলাম, আর তিনিও হন্তদন্ত হয়ে এক লাফে উঠে এলেন।

বুড়ো লোকটি গর্জন করে উঠলেন, 'আমি চাই, এই লোকটাকে এখনই বরখাস্ত করা হোক। ও কী করেছে দেখুন। আমার মেয়ের পোশাকটাকে একেবারে বরবাদ করে দিয়েছে। ওটার দাম অন্তত ৬০০ ডলার। এই উজবুক গেঁয়ো লোকটাকে এখনই বরখাস্ত করুন; নইলে পোশাকের দামের জন্য আমি আপনার নামে মামলা করব।'

মালিক বললেন, 'খুবই খারাপ কাজ করে ফেলেছে। তবে—ছয় শ' ডলার বড়ই বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমি মনে করি—'

'এক মিনিট অপেক্ষা করুন হের ব্রকম্যান,' স্যার পার্সিভাল সহজভাবে হাসিমুখে বলে উঠলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, টিনের বর্ম-চর্ম পরে তিনি বড়ই নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। তারপরই তিনি একটি সুন্দর, ছোট্ট বক্তৃতা করলেন; তেমন বক্তৃতা আমি আগে কখনও শুনি নি। অবশ্য তাঁর কথাগুলি আমি আপনাদের শোনাতে

পারব না। কোটিপতি মানুষগুলিকে তিনি বেশ কায়দা করে দশ ঘা মেরে দিলেন। প্রথমেই শুনিয়ে দিলেন তাদের গাড়ি, অপেরা-বক্স ও হীরে-চুনি-পান্নার কথা। তারপর তুললেন শ্রমিক শ্রেণীর কথা—যে সব অখাদ্য তারা খায়, আর যে রকম দীর্ঘ সময় কাজ করে—যদিও সেগুলি শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর মাত্র। তিনি বলতে লাগলেন, 'এইসব অস্থিরমতি ধনীরা নিজেদের বিলাস-বৈভব নিয়ে তুষ্ট না থেকে গরিব ও দুর্গতদের আস্তানায় এসে হানা দেন এবং তাদেরই ভাই-বোনের মত এই সব দরিদ্র ও দুর্গত নরনারীদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে মজা করেন। কি জানেন হের ব্রকম্যান, এখানে—এই সুন্দর পরিবেশে—প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস ও স্থাপত্যের অবিকল প্রতিরূপ এই মহৎ ও উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানটিতে হানা দিয়ে তার সামঞ্জস্য ও সুরুচিকে তাঁরা বিঘ্নিত করেন। কেমন করে? বৃথা গর্বের আস্ফালনে তাঁরা দাবী করে বসেন যে দুর্গ-প্রাসাদের পরশুরামকে তাদের খাবার টেবিলের পরিবেশনকারী হতে হবে! বিশ্বস্ততা ও সুবিবেচনার সঙ্গেই আমি আমার পরশুরামের কাজটা করছিলাম। পরিবেশনকারীর কাজ আমি কিছুই জানি না। অথচ এই সব একদিনের বাদশা, প্রশ্রয়লোভী বড় মানুষদের মর্জি হল যে আমাকে তাদের জন্য খাবার পরিবেশন করতে হবে। তাহলে তাদের বিবেচনাহীনতা ও ঔদ্ধত্যের ফলে যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে, সে দোষ কি আমার? সেজন্য কি আমি বঞ্চিত হব আমার জীবিকা উপার্জনের পথ থেকে?' স্যার পার্সিভাল আরও বললেন, 'তবু—এ সব কিছুর চাইতেও আমাকে বেশি করে আঘাত করেছে তাদের এই অপচেষ্টা যার ফলে ঐ আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে—তার পরশুরামকে তারা পরিণত করেছে ভোজন-কক্ষের একজন সামান্য পরিচারকে।'

আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম যে এ সবই নিছক কথার কথা; তবু কথাগুলি মালিকের মনে ধরল।

তিনি বললেন, 'মেইন গট্‌, আপনি হক কথাই বলেছেন। আমার এই পরশুরামের তো ঝোল পরিবেশন করার কথা নয়। তাকে তো আমি বরখাস্ত করতে পারি না। আপনার ইচ্ছা হলে অন্য একজন পরিবেশনকারী নিতে পারেন। পরশুরামকে আপনারা ছেড়ে দিন। পরশু কাঁধে নিয়ে সে তার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াক। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ,' বৃদ্ধ লোকটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা এখান থেকে চলে যান। ওই পোশাকটার জন্য আমার নামে ৬০০ কেন, ৬০০০ ডলার দাবী করে মামলা করুন গে। আমি মামলা লড়তে রাজী আছি।'

মালিক সদর্পে নিচে নেমে গেলেন। বুড়ো ব্রোকম্যান একজন খাঁটি ওলন্দাজ।

ঠিক তখনই ঘড়িতে বারোটা বাজল। আর বুড়ো লোকটি হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "তুমিই জিতে গেলে হে ডিয়ারিং। আসল ব্যাপারটা আমি খুলে বলছি। কিছুদিন আগে মিঃ ডিয়ারিং আমার কাছে এমন একটা কিছু চেয়েছিল যা আমি তাকে দিতে চাই নি। (আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম; তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।) আমি তাকে বললাম, সে যদি অযোগ্যতার অপরাধে একবারও চাকরি থেকে বরখাস্ত না হয়ে তিন মাসের জন্য নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জন

করতে পারে, তাহলে সে যা চেয়েছে সেটা আমি তাকে দেব। মনে হচ্ছে, আজ রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়-কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দেখ ডিয়ারিং, তোমাকে এই ঝোল পরিবেশনের কাজে ঠেলে দেবার মধ্যে আমার হাতও ছিল।' কথাগুলি শেষ করে বুড়ো ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়ালেন এবং স্যার পার্সিভালের হাতটা চেপে ধরলেন।

পরশুরাম আনন্দে চিৎকার করে তিন ফুট উঁচু একটা লাফ দিলেন।

নিজের দুই হাত তুলে ধরে বলে উঠলেন, 'এই হাত দু'খানির দিকে চেয়ে দেখুন। কোন চুণা পাথরের খনির মজুর ছাড়া আর কারও এমন হাত আপনি কখনও দেখতে পাবেন না।'

জুলফিওয়ালা বুড়ো বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই বাবা, বল তো এই তিন মাস তুমি কি কাজ করেছ?'

স্যার পার্সিভাল বললেন, 'ওঃ সেই কথা। তা—ধরুন কয়লা কাটা, পাথর ভাঙার মত ছোট কাজ। একসময় সেখান থেকেও বিদায় নিতে হল। তখন আর কোদালও ধরতে পারি না, চাবুকও হাতে নিতে পারি না। অগত্যা হাত দুটোকে বিশ্রাম দিতে বহুরূপীর কাজ নিলাম। কিন্তু গরম ঝোলভর্তি থালা তো কাটা হাতে মলমের কাজ করে না।'

এই সব মেয়েদের ব্যাপারে আমি বাজী ধরতে রাজী আছি। এ রকম মেয়ে আমি অনেক দেখেছি। তারা যত বদ-মেজাজী, আবার সময় হলে তারা ঠিক তার উল্টো। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। মেয়েটি ঘূর্ণিঝড়ের মত টেবিলটাকে এক পাক ঘুরে ছুটে এসে স্যার পার্সিভালের দুটি হাত নিজের হাতে জড়িয়ে ধরল।

'দু'খানি দুঃখী হাত! দু'খানি আদরের হাত!' বলতে বলতে আর চোখের জল ফেলতে ফেলতে মেয়েটি হাত দু'খানি ধরে নিজের বুকের উপর রাখল।

কি আর বলব মশায়, এত সব কাণ্ডকারখানার পরে সে যেন এক নাটকের পালা। পরশুরাম একই টেবিলে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসল, আর নৈশ ভোজনের বাকি খাবারটা আমিই পরিবেশন করলাম। আর সেখানেই যবনিকা পতন। না, আরও একটু বাকি আছে। যাবার সময় স্যার পার্সিভাল লোহা লক্করের জিনিসপত্রগুলো সেখানেই ফেলে রেখে তাদের সঙ্গে চলে গেলেন।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু আঠারো, তুমি তো এখনও আমাকে বল নি চুরুটদানিটা ভাঙল কেমন করে।"

আঠারো বলল, "ও হো, সেটা গত রাতের কথা। স্যার পার্সিভাল ও সেই মেয়েটি একটা মাখন-রংয়ের মোটর গাড়ি চড়ে 'রাইনক্লস্'-এ রাতের খাবার খেতে এলেন। আমার কানে এল, উপরে উঠে তারা বললেন, 'সেই টেবিলটাতেই বসব বিলি'। আমিই পরিবেশন করলাম। আমাদের হোটেলে তখন একটি নতুন পরশুরাম এসেছে—তার পা দুটো ধনুকের মত বাঁকানো আর মুখটা ভেড়ার মত। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় স্যার পার্সিভাল তার হাতে একটা দশের নোট দিলেন। নতুন

পরশুরামের হাত থেকে তার পরশুটা পড়ে গেল চুরুটদানিটার উপরে। এই ভাবেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।"

# জনহীন পথ

# The Lonesome Road

আমার পুরনো বন্ধু ডেপুটি মার্শাল বাক কেপারটনের গায়ের রং কফি-বীজের মত বাদামী; সে শক্ত-সমর্থ ও রূঢ়, পিস্তলধারী, অশ্বারোহী, সতর্ক, অব্যর্থ। তাকেই একদিন তার বাইরের আপিস-ঘরে রেকাবের ঝুনঝুনি সমেত একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়তে দেখলাম।

যেহেতু সেই অবেলায় আদালত-বাড়িটা প্রায় জনহীন ছিল, আর বাকও অনেক সময় অপ্রকাশিত কিছু কথা আমাকে বলত, তাই তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকে আমি এমন একটা কাজ করলাম যাতে সে গল্প বলতে উদ্বুদ্ধ হয়। কারণ বাকের মুখে ভাল কাগজে পাকানো সিগারেটের স্বাদ যেন মধুর স্বাদ; আর যদিও সে একটা .৪৫-এর ঘোড়া টিপতে পারে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে, তবু আজ পর্যন্ত সে সিগারেট পাকাতে শেখে নি।

দোষটা আমার নয় (কারণ বেশ শক্ত ও মসৃণ করেই আমি সিগারেটটা পাকিয়েছিলাম), হয়তো নিজের কোন আকস্মিক খেয়ালের বশেই আমাকে শুনতে হল একটি বৈবাহিক আলোচনা! আর তাও কিনা বাক কেপারটনের মুখ থেকে!

বাক বলতে শুরু করল, "কোন রকমে তো জিম ও বাড গ্র্যান্‌বেরিকে এনে হাজির করলাম।"

"দু'জনকে এক খোঁয়াড়ে আটকাতে কি খুব অসুবিধা হয়েছিল?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ একখানা মহাকাব্য শোনার যে আগ্রহ আমার মনে জেগেছিল তারই একটা আভাষ যেন বাকের কথার মধ্যে পেয়েছিলাম।

"তা কিছুটা তো হয়েছিলই," বাক বলল; তারপর একটু থেমেই তার চিন্তার ধারাটা যেন অন্য পথ ধরল। সে বলে উঠল, "মেয়েদের ব্যাপারটাই অদ্ভুত; আর উদ্ভিদ বিজ্ঞানে যদি তাদের অবস্থান-নির্দেশ করতে হয় তো সেটাও তাই। আমাকে যদি তাদের শ্রেণীবিভাগ করতে বলা হয় তো বলব যে তারা মনুষ্যজগতের এক ধরনের চলমান আগাছা। কখনও ঘোড়াকে ঘাস খেতে দেখেছ? একটা ছোট জলভর্তি গর্তের কাছে নিয়ে যাও, অমনি সে চি-হি-হি ডেকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে। আবার অন্য এক সময়ে দু'হাজার ফুট গভীর গিরি-খাতের কাছে নিয়ে যাও, তখন আবার সেটাকেই খানা-খন্দ ভেবে তার ভিতরে নেমে যাবে। একজন বিবাহিত পুরুষের বেলাতেও ব্যাপারটা সেই রকমই।

"আমি বলছিলাম পেরি রাউস্ট্রির কথা। বিয়ের আগে সে ছিল আমার এক গলার বন্ধু। এক কালে পেরি ও আমি কোন রকম হৈ-চৈ পছন্দ করতাম না। দু'জনে এক সঙ্গে কত যে বেড়িয়েছি; প্রতিধ্বনি করার খেলা খেলেছি। কোন রকম আমোদ-ফূর্তি করতে হলেও এক শহরে চলে যেতাম পিকনিক করতে। তারপর কোথা থেকে এল মারিয়ানা নামের একটি মেয়ে; সে অপাঙ্গে তাকাল পেরির দিকে; আর তাতেই সে একেবারে কাত হয়ে পড়ল।

"এমন কি বিয়েতে পর্যন্ত আমাকে ডাকল না। নববধূটি হয়তো ভেবেছিল যে বাক কেপারটনকে জোয়ালে জুড়ে না দিয়ে এক বলদ দিয়ে লাঙল টানাই জমি চষার পক্ষে ভাল হবে। কাজেই ছয় মাসের মধ্যে পেরির সঙ্গে আমার একবারও দেখা হল না।

"তারপর একদিন আমি শহরতলির পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা ছোট বাড়ির ছোট উঠোনে একটি লোককে দেখলাম একটা গোলাপ বাগানে জল দিচ্ছে। দেখেই মনে হল, লোকটিকে যেন আগে কোথায় দেখেছি। ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। না, সে পেরি রাউস্ট্রি নয়; যেন বিবাহ-বন্ধনের চাপে জমাট-বাঁধা জেলি মাছে পরিণত একটি জীব।

"মারিয়ানা বুঝি মানুষটাকে খুন করেছে। দেখতে-শুনতে বেশ ভালই হয়েছে; কিন্তু তার গলায় একটা সাদা কলার আর পায়ে জুতো। মনে হল, সে বুঝি এখনই ভাল ভাল কথা বলবে, ট্যাক্স দেবে, কোন কিছু পান করার সময় কনিষ্ঠ আঙুলটি বাড়িয়ে দেবে; লোকটি এতদূর ভেড়া বনে গেছে। ব্যবসার জগতে হয়তো বড় মাপের মানুষই হয়েছে। কিন্তু পেরিকে এই অবস্থায় দেখতে আমার ভাল লাগল না।

"ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এসে সে করমর্দন করল। আমিও ঘৃণার সঙ্গে লেজ-ঝোলা টিয়াপাখির মতই বললাম, 'মাপ করবেন—আপনি বোধ হয় মিঃ রাউস্ট্রি। মনে হচ্ছে, একসময় আপনার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল,—অবশ্য যদি আমি ভুল করে না থাকি।'

"আরে, ও সব বাক্‌তাল্লা ছাড় তো বাক,' পেরি নরম গলায়ই বলল, আর সেটাই আমি আশংকা করেছিলাম।

"আমি বললাম, 'বেশ, তাহলে শোন হে হতভাগ্য জলপাত্রধারী, ঘৃণিত পোষা কুকুর, কিসের জন্য তুমি এ সব করছ? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ শান্ত-শিষ্ট জীবটি বনে গেছ। জুড়ির আসনে বসা আর কাঠের বাড়ির দরজায় পাহারা দেওয়াই তোমার কাজ। কিন্তু একদিন তুমি মানুষ ছিলে। তোমার এই সব কাজকে আমি চিরদিন খারাপ চোখেই দেখে এসেছি। বাইরের খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে না থেকে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঘরদোর সাজানো, ঘড়িতে দম দেওয়া—এই সব কাজে চলে যাচ্ছ না কেন? কে জানে, একটা খরগোস এসে যদি তোমাকে কামড়ে দেয়।'

"বেশ নরম গলায় একটু দুঃখের সঙ্গেই সে বলল, 'দেখ বাক, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। একটি বিবাহিত লোককে কিছুটা অন্যরকম হতেই হয়। তোমার মত

হৈ-হট্টগোল করে সে দিন কাটাতে পাবে না। শহরের অলি-গলিতে বিনা কাজে ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করা কোন কাজের কথা নয়।'

"আমি বললাম—হয় তো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই বললাম, "এক সময়ে আমি কিন্তু এই নিরীহ মেষশাবকটিকেই চিনতাম অনর্থক হৈ-চৈকারী একটি অনিষ্টকারী জীব রূপেই। আমি কখনও আশা করি নি যে একটি বড় মাপের মারাত্মক মহামারীর জীবন থেকে তুমি এরকম একটি তুচ্ছ মানুষের ভগ্নাংশে পরিণত হবে। আরে, তোমার গলায় যে একটা নেক-টাইও আছে দেখছি; আবার এমন সব সংসারী কথাবার্তাও বলছ যা শুনলে কেবল একটি দোকানি অথবা মহিলার কথাই মনে পড়ে। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, তুমি বুঝি একটা ছাতা ঝুলিয়ে, গেলিস পরে রাতের বেলা ঘরে ফিরে চলেছ।'

"পেরি বলল, 'ছোট্ট মেয়ে মানুষটি আমার কিছু কিছু উন্নতি বিধান করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। তুমি বুঝতে পারছ না বাক, বিয়ের পর থেকে একটা দিনের জন্যও রাতের বেলা আমি বাড়ি থেকে বের হই নি।'

"পেরি ও আমি বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম; আর—কি বলব—তার মধ্যেই অন্তত ছয়বার সে আমাকে জোর করে শোনাল তার বাগানে টমাটো ফলানোর কথা এবং কৃষি-কর্মের আরও অনেক কীর্তি-কাহিনী।

"ধীরে ধীরে পেরির মধ্যে যেন বুদ্ধির একটা ঝিলিক ফুটে উঠতে লাগল। সে বলল, 'বাক, তোমাকে বলতে বাধা নেই যে মাঝে মাঝে একটু একঘেয়ে, বিরক্তিকর লাগে বৈকি। এই ছোট্ট মেয়ে মানুষটিকে নিয়ে আমি যে পুরোপুরি সুখী নই তা কিন্তু নয়, কিন্তু একটি পুরুষ মানুষের কাছে মাঝে-মধ্যে কিছু উত্তেজনারও দরকার আছে। তাহলে শোন বলি: আজ বিকেলে মারিয়ানা যেন কার সঙ্গে দেখা করতে গেছে; সাতটার আগে সে বাড়ি ফিরবে না। আমাদের দু'জনের কাছে ওটাই সময়-সীমা—সাতটা। দু'জন একসঙ্গে না থাকলে আমরা কখনও তার এক মিনিট পরেও বাড়ির বাইরে থাকি না। এখন তুমি এসেছ বলে আমার খুব ভাল লাগছে বাক; মনে হচ্ছে, কেবল সেকালের কথা মনে করেই তোমাকে নিয়ে আর একবার হৈ-চৈ হল্লায় মেতে উঠি। আজ সন্ধ্যায় যদি দু'জনে মিলে একটু ফূর্তি করি তো কেমন হয়। আমার কিন্তু খুব ভাল লাগবে।'

"বুড়ো বন্দী বিহঙ্গের কথা শুনে আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'ওরে শুকিয়ে-যাওয়া বুড়ো কুমীর, টুপিটা মাথায় চড়াও। দেখছি যে তুমি এখনও মরে যাও নি। বিয়ের পাঁকে আপাদ-মস্তক ডুবে গেলেও কিছুটা মনুষ্যত্ব এখনও তোমার মধ্যে আছে। এই শহরটাকে চিরে ফালা-ফালা করে দেখব এর হৃদ্‌যন্ত্রটা কিসের জোরে চলে। কর্ক-খোলার বিজ্ঞানে যত রকম লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ডকারখানা আছে সে সব কিছুর প্রদর্শনীই আমরা করব। আরে বুড়ো গরু, তোমার বাক খুড়োকে সঙ্গে নিয়ে তুমি যদি আর একবার পাপের পথে পা বাড়াও, তাহলে এই বয়সেও তোমার মাথায় নতুন করে শিং গজাবে।'

"পেরি আবার বলল, 'আমাকে কিন্তু সাতটার মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে।'

"নিজেকেই চোখ ঠেরে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে।' একবার বার-মালিকদের খপ্পরে পড়লে পেরি রাউস্ট্রি যে কোন্ সাতটায় বাড়ি ফিরবে সেটা আমার ভালই জানা ছিল।

"পেরি শুধাল, 'আমরা কোথায় যাব বল তো?'

"আমি বললাম, 'তোমার যেখানে খুশি।'

"তাহলে—'গ্রে মিউল' স্যালুনেই যাওয়া যাক—ডিপোর কাছে সেই পুরনো বাড়িটাতে।'

"আমি বললাম, 'একটি নাম তো বল।'

"পেরি বলল—'সার্সাপারিলা।'

"দু'জনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

"যথাস্থানে পৌঁছে পেরিকে বললাম, 'আর যাই কর, হৈ-হল্লা করে বারের পরিচারকের মাথাটা ঘুরিয়ে দিও না। তার হয় তো হৃদ্‌রোগ আছে। ঠিক আছে; চালাও। তোমার জিভ তো জড়িয়ে আসছে। দুটো বড় গ্লাস," আমি হাঁক দিলাম।

"পেরি আবার বলল, 'সার্সাপারিলা।' তার চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল। বুঝতে পারলাম, তার মনের একটা বড় সাধ সে আজ মেটাতে চায়।

"পেরি সাগ্রহে বলল, 'বাক! মনের বাসনাটা তোমাকে খুলেই বলছি। আমি চাই, আজকের রাতটা লাল অক্ষরে লেখা হোক! অনেক দিন ঘরে বন্দী ছিলাম, আজ হতে চাই বাঁধনহারা! আজ আমরা পুরনো দিনে ফিরে যাব। পিছনের ঘরে গিয়ে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত "চেকার" খেলব।'

"পুরনো পরিচারক ঝোলা-কান মাইকই আমাদের দেখাশোনা করছিল। তাকে আমি বললাম, 'ঈশ্বরের দোহাই, এ সব কথা কাউকে বলো না। পেরির আগেকার হালচাল তো তুমি জানই। তার সেই জ্বরটাই চলছে। ডাক্তার বলেছে, তাকে একটু ফূর্তিতে রাখতে হবে।'

"পেরি বলল, 'চেকার-বোর্ড আর গুটিগুলো দাও তো মাইক। এস হে বাক। একটু উত্তেজনার জন্য আমার মনটা ছট্‌ফট্ করছে।'

"পেরিকে নিয়ে ভিতরের ঘরে গেলাম। দরজা বন্ধ করার আগে মাইককে বললাম: তোমার মাথা থেকে এ কথা যেন কখনও বাইরে না ছড়ায় যে তুমি বাক কেপারটনকে দেখেছ 'সার্সাপারিলা'য় অথবা তার দলের কোন লোকের সঙ্গে চেকার-বোর্ড নিয়ে মাখামাখি করছে; তাহলে কিন্তু তোমার আর একটা কান আরও ঝুলিয়ে দেব।'

"তারপর আমি ও পেরি চেকার খেলতে বসে গেলাম।

"খেলতে খেলতে আমি ভাবতে লাগলাম, 'কেন এমন হয়? সব বিবাহিত পুরুষরাই বোকার মত হৈ-চৈ করার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিটাই হারিয়ে ফেলে। তারা মদ খায় না, বাঘকে পোষ মানাতে চায় না, এমন কি যুদ্ধ করতেও চায় না। তাহলে তারা ইচ্ছা করে বিয়ে করতে ছোটে কেন?'

"কিন্তু পেরিকে দেখলাম খুশিতে একেবারে ফেটে পড়ছে।

"সে বলল, 'পুরনো বন্ধু বাক, আজকের রাতটাই কি আমাদের জীবনের সব

চাইতে নারকীয় হৈ-হল্লার রাত নয়? কবে যে এতখানি মাতামাতি করেছি তা তো মনেই পড়ে না। কি জান, বিয়ের পর থেকে প্রায় সব সময় বাড়িতেই কাটিয়েছি। অনেক দিন হুল্লোড়বাজী বা মাতলামি করি নি।'

"মাতলামি!" হ্যাঁ। ঠিক এই শব্দটাই সে উচ্চারণ করেছিল। হোটেলের পিছনের ঘরে বসে "চেকার" খেলাটা বোধ হয় তার কাছে একটু অনৈতিক এবং দীর্ঘস্থায়ী লাম্পট্য বলে মনে হয়েছিল; এমন কি একটা জলের পাত্র নিয়ে ছ'টা টমেটো গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতেও অনৈতিক কাজ।

"কিছুক্ষণ পরে পরেই পেরি একবার করে ঘড়ি দেখে আর বলে:

"জান তো বাক। আমাকে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে।'

"আমি বললাম, 'ঠিক আছে। এখন তো চালিয়ে যাও। এখানকার এই উত্তেজনায় আমার তো প্রাণ যাবার জোগার।'

"তখন বোধ হয় সাড়ে ছ'টা বাজে; বাইরের রাস্তায় একটা হট্টগোল শোনা গেল। কানে এল একটা চিৎকার ও গুলির শব্দ এবং কিছু ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট্ আওয়াজ।

"আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'ওটা কি?'

"পেরি বলল, 'ও বাইরে একটা বাজে হল্লা। এবার তোমার চাল। ঠিক এক হাত খেলার মত সময়ই আমাদের হাতে আছে।'

"আমি বললাম, 'একবার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে আসি। একদিকে রাজার উপর আক্রমণ, আর বাইরে একটা উটকো গোলাগুলি—এক সঙ্গে এই দুটো দিক কি কোন মানুষ সামলাতে পারে?'

"গ্রে মিউল' স্যালুন একটা স্প্যানিশ ধরনের পুরনো বাড়ি; তার পিছনের ঘরটায় মাত্র দুটো দুই ফুট চওড়া জানালা—তাতে লোহার গরাদে বসানো। একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই হট্টগোলের কারণটা বুঝতে পারলাম।

"টেক্সাসের সব চাইতে বেপরোয়া ঘোড়া-চোরদের একটা দল—তাদের নেতা ট্রিম্বল-—বড় রাস্তায় এসে ডাইনে-বাঁয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে। তারা সোজাসুজি 'গ্রে মিউল'কে লক্ষ্য করেই এসেছে। তারা অতি দ্রুত আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল; মনে হল তারা সমুখের দরজাটার দিকেই গেল। তারপরেই সমানে গুলির শব্দ হতে লাগল। বারের পিছনদিককার বড় আয়নাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অনেকগুলি বোতল ভাঙার শব্দ কানে এল। আমরা দেখতে পেলাম, কান-ঝোলা মাইক এপ্রন-পরা অবস্থাতেই একটা ছোট নেকড়ের মত ছুটাছুটি করছে। তার চার দিকে হুস্-হাস্ শব্দে গুলি ছুটছে পথের ধুলো উড়িয়ে। তারপরই দলটা স্যালুনের মধ্যে ঢুকে গেল। হাতের কাছে যে-মদ পেল তাই খেল, আর যেটা পছন্দ হল না সেটা আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলল।

"পেরি ও আমি এই দলটাকে চিনতাম; তারাও আমাদের চিনত। পেরির বিয়ের এক বছর আগে আমরা দু'জন একই বন-রক্ষকের দলে ছিলাম; সান মিগুয়েল-এর কাছে এই দলটার সঙ্গে লড়াই করে দলের সর্দার বেন ট্রিম্বল ও আরও দু'জনকে খুনের দায়ে ধরে এনেছিলাম।

"আমি বললাম, 'এখন আমরা কিছুতেই বাইরে যেতে পারছি না। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানেই থাকতে হবে।'

"পেরি তার ঘড়িটা দেখল।

"বলল, 'সাতটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। ততক্ষণে এই বাজিটা খেলতে পারি। এবার তোমার চাল বাক। মনে থাকে যেন, সাতটায় আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে।'

"আমরা বসে পড়লাম। খেলাটা চলতে থাকল। ট্রিম্বল-এর দলটা হল্লা চালিয়েই যাচ্ছে। যেখানে পাচ্ছে মদ গিলছে। যত পারছে বোতল-গ্লাস ভাঙছে। দুই-তিনবার তারা আমাদের দরজাটাও খোলার চেষ্টা করল। তারপরেই বাইরে আবার গুলির শব্দ হল। আমি জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকালাম। শহর-মার্শাল হ্যাম গোসেট তার দলবলকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে রাস্তার দুই ধারের বাড়ি ও দোকান-ঘরগুলোর কাছ বরাবর। তারা ট্রিম্বল-এর দু'-এক জনকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছে।

"আমি সে খেলাটাও হারলাম। খোলখুলিই বলছি যে আমি তিনটে খেলাতেই হেরে গেলাম। অবশ্য যদি শান্ত মনে খেলতে পারতাম তাহলে হয় তো তিনটে খেলাই বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু সেই বিবাহিত বুড়ো খোকাটি নিজের জায়গায় স্থির হয়ে বসে খেলতে লাগল, আর এক-একটি ঘুঁটিতে জিতলেই হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"খেলা শেষ হতেই পেরি উঠে দাঁড়াল। ঘড়িটা দেখল। তারপর বলল, 'সময়টা বড় ভাল কাটল বাক। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে। সাতটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। তুমি তো জান, সাতটার মধ্যে আমাকে বাড়ি পৌঁছতে হবে।'

"আমার মনে হল, লোকটা তামাসা করছে।

"বললাম, 'আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা হয় সরে পড়বে, না হয় তো মদের নেশায় বেহুঁস হয়ে পড়বে। বিয়ে করেছ বলে নিশ্চয় তুমি এতটা অবুঝ হয়ে যাও নি যে আর একবার আত্মহত্যা করতে চাও।' কথাগুলি বলে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

"পেরি বলল, 'একবার আমি বাড়ি ফিরতে আধঘণ্টা দেরি করেছিলাম। পথেই মারিয়ানার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তুমি যদি তখন তাকে দেখতে বাক,—কিন্তু তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। তখন আমি যে কতবড় ঘুম-কাতুরে ছিলাম সেটা সে ভালভাবেই জানত। তাই সে ভয়ে-ভয়ে থাকত, না জানি কখন আমার কি হয়ে যায়। সেই থেকে কখনও আমি বাড়ি ফিরতে দেরি করি না। এবার তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি বাক।'

"দরজায় দাঁড়িয়ে আমি তার পথ আটকে দিলাম।

"বললাম, 'ওহে বিবাহিত পুরুষ, যে মুহূর্তে যাজক তোমাকে বড়শিতে গেঁথে দিয়েছিলেন তখনই যে তিনি তোমার নাম দিয়েছিলেন বুদ্ধু সেটা আমার জানা আছে; কিন্তু তুমি কি একবার একটা মানুষের মত ভাবনা-চিন্তা করতে পার না? বাইরে দলের দশ-দশটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। মদ গিলে গিলে তারা সব খুনী হয়ে আছে। অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই তারা তোমাকে এক বোতল মদের মতই গিলে খাবে।

অন্তত এখনকার মত একটু সুবুদ্ধির পরিচয় দাও। কোন রকমে এখান থেকে পালিয়ে বাঁচার মত সুযোগ-সুবিধার জন্য অপেক্ষা করে থাক।'

"কিন্তু জক-কা-গোলাম সেই মূর্খ লোকটা দাঁড়ে-বসা কাকাতুয়ার মত সেই একই বুলি আওড়াতে লাগল: 'সাতটার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে বাক। মারিয়ানা আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে।' চেকার-টেবিল থেকে উঠে সে বলল, 'ট্রিম্বল-এর দলের ভিতর দিয়েই আমি চলে যাব। সাতটার মধ্যে আমাকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও। ভুলে যেয়ো না যে পাঁচটার মধ্যে তিনটে খেলায়ই আমি জিতেছি। হয় তো আরও কিছুক্ষণ খেলতাম, কিন্তু মারিয়ানা—'

"আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'চুপ কর! তুমি কি কখনও দেখেছ, তোমার বাক খুড়ো বিপদ দেখলে দরজা বন্ধ করে দেয়? আমি বিয়ে করি নি, তবু বোকামিতে আমিও কম যাই না। চারটে থেকে একটা নিলে তিনটে থাকে বাকি—' এই কথা বলে আমি টেবিলের একটা পায়া খুলে হাতে নিলাম। তারপর বললাম, 'সাতটার মধ্যেই আমরা বাড়ি ফিরব—তা সে বাড়ির ঠিকানা স্বর্গেই হোক, আর মর্ত্যেই হোক। এবার চল— আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

"দরজাটা খুলে আমরা সদর ফটকের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। তবু সামনের ফটকের অর্ধেক পথ যাবার আগেই তারা আমাদের দেখে ফেলল। আমার কানে এল কোথা থেকে যেন বেরি ট্রিম্বল চেঁচিয়ে বলে উঠল: 'ওই খাক ক্যাপারটেলটা এখানে এল কেমন করে?'

"তার একটা গুলি আমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে উড়ে গেল। গুলিটা বৃথা হয়ে গেল বলে অবশ্যই তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে: কারণ গোটা দক্ষিণ অঞ্চলের সেই ছিল সেরা বন্দুকবাজ। কিন্তু স্যালুনের ভিতরটা এত বেশি ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল যে তার ভিতর দিয়ে স্থির লক্ষ্যে গুলি চালানো খুবই শক্ত কাজ।

"আমি ও পেরি হাতের টেবিলের পায়া দুটো দিয়ে দলের দুটোকে আচ্ছা করে পেটালাম। তারপর এক দৌড়ে বাইরে বেরিয়েই ওই দলেরই একজনের হাত থেকে উইনচেস্টার রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। আর মুহূর্তের মধ্যেই মিঃ বেরির হিসাবটা মিটিয়ে দিলাম।

"পেরি ও আমি এক দৌড়ে বাইরে গিয়ে মোড়টায় পৌঁছে গেলাম। আমি তো মোটেই ভাবতে পারি নি যে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব; কিন্তু এই বিবাহিত লোকটার কাছে হার স্বীকার করতে আমি রাজী ছিলাম না। পেরির মতে, চেকার খেলাটাই ছিল সেদিনকার সেরা ঘটনা, কিন্তু আমার মতে, 'গ্রে মিউল স্যালুন'-এর ভিতরকার টেবিলের পায়া হাতে যে অভিযানটা হল সেটাই দিনের সেরা খবরের শীর্ষ-লেখন হবার যোগ্য।

"পেরি বলে উঠল, 'জোরে পা চালাও; সাতটা বাজতে মাত্র দু' মিনিট বাকি। আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে—'

"আমি বললাম, 'আঃ, চুপ কর। সাতটার সময় আমাকে একবার করোনারের আদালতে হাজির হতেই হবে প্রধান সাক্ষী হিসাবে। সে কাজটা শেষ না করে আমি এক পাও নড়ছি না।'

"পেরির ছোট বাড়িটার পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হল। মারিয়ানা ফটকেই দাঁড়িয়েছিল। আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হবার পরে। তার গায়ে ছিল একটা নীল চাদর, আর ছোট মেয়েদের মত চুলটা বাঁধা হয়েছিল পিছন দিকে টেনে। মারিয়ানা প্রথমে আমাদের দেখতে পায় নি, কারণ সে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সে পেরিকে দেখতে পেল, আর তখন তার চোখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যে তার কথা আর আমি কি বলব। তার ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস আমার কানে এল; একটা গরু বাছুর হারা হলে যেমনভাবে নিঃশ্বাস ফেলে ঠিক সেই রকম। সে বলল, 'তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ পেরি।'

"পেরি খুশি মনে বলল, 'হ্যাঁ, পাঁচ মিনিট। বুড়ো বাক আর আমি চেকার খেলছিলাম।'

"পেরি মারিয়ানার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর দু'জনই আমাকে ভিতরে যেতে বলল। না, মশায়, সেদিন সেই বিবাহিত দম্পতির সঙ্গে আমি অনেক সময় কাটিয়েছিলাম। তাদের বললাম, 'পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সময়টা বেশ ভালই কাটল—বিশেষ করে খেলতে খেলতে টেবিলের পায়াগুলো যখন খুলে গেল, তখনকার কথা আর কি বলব।' কিন্তু পেরিকে আমি কথা দিয়েছিলাম, সে ব্যাপারে কোনদিন মারিয়ানাকে কিছু বলব না।

বাক বলতে লাগল, "ঘটনাটার পর থেকে সে ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি; কিন্তু একটা ব্যাপার আমার কাছে বড়ই গোলমেলে মনে হয়েছে। সেটা কিছুতেই ঠিক-ঠিক বুঝতে পারি নি।"

শেষ সিগারেটটি পাকিয়ে বাকের হাতে দিয়ে আমি জানতে চাইলাম, "সেটা কি?"

"আরে, সেটাই তো তোমাকে বলতে চাই, পেরিকে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে দেখে ছোট মেয়েমানুষটি এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল যে তা দেখে সহসা যেন আমার মনে হয়েছিল যে তার চোখের সেই দৃষ্টিটা ছিল আমাদের অন্য সব ঘটনা—সার্সাপারিলা, চেকার—সব কিছুর চাইতেও বেশি দামী, আর কেনই বা সেই খেলায় বোকা লোকটিকে পেরি রাউস্ট্রি নামে ডাকা হল না?"

# জীবন-জুয়া

১৯০৯

# OPTIONS

## "ডিক্সির গোলাপ"

### "The Rose of Dixie"

জর্জিয়ার অন্তর্গত টুম্বস শহর থেকে একটি স্টক কোম্পানি যখন "দি রোজ অব ডিক্সি" ( ডিক্সির গোলাপ ) পত্রিকাটি প্রকাশ করতে শুরু করে তখন তার প্রধান সম্পাদক পদের জন্য একটি মাত্র প্রার্থীর কথাই মালিকদের মনে ছিল। সেই লোকটি কর্ণেল একুইলা টেল্‌ফেয়ার। পাণ্ডিত্য, পারিবারিক মর্যাদা, সুখ্যাতি, এবং দক্ষিণ অঞ্চলের ঐতিহ্য—সমস্ত গুণের বিচারেই তিনি ছিলেন পত্রিকাটির পূর্ব নির্দিষ্ট, উপযুক্ত, ও ন্যায়সঙ্গত সম্পাদক। অতএব, জর্জিয়ার যে সব দেশপ্রেমিক নাগরিক পত্রিকাটির প্রকাশনা তহবিলে ১০০,০০০ ডলার চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে গঠিত কমিটি একদিন কর্ণেল টেল্‌ফেয়ারের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন; তাদের মনে ভয় ছিল, কোন কারণে তিনি ঐ পদটি গ্রহণে আপত্তি জানালে এই উদ্যোগের এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সমূহ ক্ষতি হবে।

কর্ণেল তাঁর বিরাট লাইব্রেরীতেই তাঁদের সকলকে স্বাগত জানালেন। দিনের বেশির ভাগ সময় তিনি সেখানেই কাটান। লাইব্রেরিটা তিনি পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। তাতে বইয়ের সংখ্যা দশ হাজার; তার মধ্যে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬১ সালে। প্রতিনিধি দলটি যখন এসে হাজির হল তখন কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার তাঁর মস্ত বড় সাদা পাইন কাঠের সেন্টার টেবিলে বসে বার্টন-এর "এনাটমি অব মেলাংকলি" পড়ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি কমিটির প্রত্যেকটি সদস্যের সঙ্গে করমর্দন করলেন। "ডিক্সির গোলাপ"-এর সঙ্গে যদি আপনাদের পরিচয় থাকে তাহলে কর্ণেলের ছবিটা আপনারা স্মরণ করতে পারবেন, কারণ ঐ পত্রিকায় মাঝে মাঝেই তাঁর প্রতিকৃতিটা ছাপা হয়েছে। তাঁর সযত্নে ব্রাশ-করা লম্বা পাকা চুল, তার ঝুলে-পড়া পাকা গোঁফের নিচে প্রচীন পণ্ডিতদের উপযোগী মুখ—এমন একটি ছবি যা কেউ সহজে ভুলতে পারে না।

সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে কমিটি সবিনয়ে প্রস্তাব করল তিনি যেন পত্রিকাখানির কার্যনির্বাহী সম্পাদকের পদটি গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য বেতনের কথাও তাঁকে বলা

হল। কর্ণেলের জমিজমাগুলির ফলন-ক্ষমতা ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছিল এবং লাল গিড়ি-খাতের স্রোতে ক্রমশই ক্ষয় হয়েও যাচ্ছিল। তাছাড়া, এই সম্মানটাও তো একেবারে ফেলনা নয়।

প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে গিয়ে কর্ণেল চল্লিশ মিনিটের একটা বক্তৃতা দিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে চসার থেকে মেকলে পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের একটা রূপরেখা তুলে ধরলেন। আরও বললেন, ঈশ্বর সহায় হলে তিনি এমনভাবে চালাবেন যাতে তার সৌরভ ও সৌন্দর্য সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

পত্রিকাটির কার্যালয় স্থাপিত হল "ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক"-এর বাড়ির তিনতলায়; আর "ডিক্সির গোলাপ" ক্রমে শতদল মেলে ফুটে উঠবে, না ফুলের দেশের সুগন্ধি বাতাসে শুকিয়ে যাবে সেটা দেখার ভার রইল কর্ণেলের উপরে।

সম্পাদক কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার সহকারী ও লেখকদের যে দলটি গড়ে তুললেন সেটা তো রসালো পীচ-ফলেরই মত। ঠিক যেন এক বাক্স জর্জিয়ার পীচ ফল। প্রথম সহকারী সম্পাদক টলিভার লী ফেয়ার ফ্যাক্স পিকেট-অভিযানের সময় নিজের বাবাকেই খুন করিয়েছিল। দ্বিতীয় সহকারী কীট্‌স্ উন্ থ্যাংক ছিল মর্গ্যানের আক্রমণকারীদের অন্যতম একজনের ভ্রাতুষ্পুত্র। পুস্তক-সমালোচক জ্যাক্সন রফিংহাম যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর কনিষ্ঠতম সৈনিক; সে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল এক হাতে তরবারি এবং অন্য হাতে দুধের বোতল নিয়ে। কলা-সম্পাদক রন্‌সেসভালেস সাইকেস হল জেফার্সন ডেভিসের ভ্রাতুষ্পুত্রের তৃতীয় সম্পর্কিত ভাই। কর্ণেলের স্টেনোগ্রাফার ও টাইপরাইটার মিস্ লাভিনিয়া টেরহুনের এক মাসিকে একদা স্টোনওয়েল জ্যাকসন চুমো খেয়েছিলেন। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

এ সব সত্ত্বেও "ডিক্সির গোলাপ" প্রতি মাসেই প্রকাশিত হতে থাকল। যদিও প্রতিটি সংখ্যায়ই তাজমহল, অথবা লুক্সেম্বুর্গ উদ্যান, বা কর্মেন্‌সিটা, বা লা কোলেট-এর একটা ছবি থাকছে, তবু বেশ কিছু লোক পত্রিকাটি কিনতেন এবং তার গ্রাহক হন।

একদিন একটি ছটফটে লোক "ডিক্সির গোলাপ"-এর আপিসে ঢুকল। সম্পাদক কর্ণেলের ঘরে ঢুকে সম্পাদকের চেয়ারে বসে পড়ে সে বলল, "আমি টি. টি. থ্যাকার—নিউ ইয়র্ক থেকে আসছি।"

কর্ণেলের ডেস্কের উপর কয়েকটা কার্ড, এক গাদা ম্যানিলা এন্‌ভেলাপ ও "ডিক্সির গোলাপ"-এর মালিক পক্ষের একটা চিঠি ছড়িয়ে দিয়ে থ্যাকার গর্‌গর্ করে বলতে লাগলেন, "কিছুদিন যাবৎ আমি পত্রিকা-মালিকদের সেক্রেটারির সঙ্গে পত্রালাপ করে চলেছি। পত্রিকা-জগতের আমি একজন কাজের লোক এবং প্রচার-সংখ্যা বাড়াবার ব্যাপারে আমি অন্য যে কোন মানুষকে টেক্কা দিতে পারি। প্রচলিত ভাষায় প্রকাশিত যে কোন পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা বছরে দশ হাজার থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত বাড়াতে পারব—এ গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের দিন থেকে "ডিক্সির গোলাপ"-এর উপর আমি নজর রেখেছি। পত্রিকা-প্রকাশনার সম্পাদনা থেকে বিজ্ঞাপন প্রচারের খুটিনাটি পর্যন্ত সব কিছুই আমি জানি। এখন, আমি এখানে এসেছি এই পত্রিকার জন্য একগাদা টাকার সম্ভাবনা নিয়ে, অবশ্য যদি এখানকার সব কিছু আমার

মনঃপূত হয়। যে টাকা আমি এখানে ঢালব সেটা উঠে আসবে—এটা তো আমি চাইবই। সেক্রেটারি আমাকে বলেছেন, পত্রিকাটি লোকসানে চলছে। আমি তো বুঝতে পারি না, ঠিক মত চালাতে পারলে দক্ষিণের একটি পত্রিকা উত্তরেও বহুল পরিমাণে বিক্রিত হবে না কেন।"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার চেয়ারে হেলান দিয়ে সোনার চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন, "মিঃ থ্যাকার, "ডিক্সির গোলাপ"-এর প্রধান কাজ দক্ষিণী প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে প্রচার করা। আপনি হয়তো দেখেছেন, এর প্রচ্ছদে লেখা আছে 'দক্ষিণের প্রতি, দক্ষিণের জন্য, এবং দক্ষিণের দ্বারা'।"

"কিন্তু উত্তরে এর বহুল প্রচারে নিশ্চয় আপনার কোন আপত্তি নেই?" থ্যাকার জিজ্ঞাসা করলেন।

সম্পাদক কর্ণেল বললেন, "আমার তো ধারণা, প্রচার-তালিকা সকলের জন্য খোলা রাখাটাই প্রচলিত রীতি। আমি ঠিক জানি না। পত্রিকার ব্যবসাগত দিক নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমাকে ডাকা হয়েছে সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে। যতটুকু সাহিত্যিক প্রতিভা আমার আছে, এবং যতটা পাণ্ডিত্য আমি অর্জন করেছি তাই সম্বল করে, আমি সে দায়িত্ব পালন করে চলেছি।"

থ্যাকার বললেন, "সে তো ঠিকই। কিন্তু ডলার তো সর্বক্ষেত্রেই ডলার, তা সে উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিম যেখানেই হোক, আর মাছ, মাংস, বা সব্জি যাই আপনি কিনুন। এখন, আপনাদের নভেম্বর সংখ্যাটা আমি দেখছিলাম। আপনার ডেস্কেও একখানা দেখতে পাচ্ছি। আপনার সামনেই ওটার পাতাগুলো একবার খুলছি।

"দেখুন, আপনার প্রধান সম্পাদকীয়টি ঠিকই আছে। প্রচুর ফটোগ্রাফ সমেত তুলো-অঞ্চলের উপর ভাল লেখা সব সময়ই বেশ উৎরে যায়। তুলোর ফলনের ব্যাপারে নিউ ইয়র্ক সব সময়ই আগ্রহী। আর দেখুন, এখানে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী একটা দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়েছে। তার শিরোনাম 'স্বেচ্ছাচারীর পা' আর লেখিকা লোরেলা লেসেলেস। আমিও অনেক পাণ্ডুলিপি নাড়াচাড়া করে থাকি, কিন্তু বাতিল কবিতার তালিকায় এ রকম একটা নাম কখনও দেখি নি।"

সম্পাদক বললেন, "মিস্ লেসেলেস দক্ষিণের স্বীকৃত কবিদের মধ্যে একজন। আলাবামার লেসেলেস পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ। আলাবামা রাজ্যের উদ্বোধন-দিবসে রাজ্যপালের হাতে যে রেশমি যুক্তরাষ্ট্রীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল সেটা তিনি নিজের হাতেই তৈরি করেছিলেন।"

থ্যাকার তবু বললেন, "কিন্তু এম. অ্যাণ্ড ও. রেলপথের টুস্কালুসা ডিপোর একটা দৃশ্য দিয়ে কবিতাটিকে চিত্রায়িত করা হয়েছে কেন?"

কর্ণেল গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, "মিস্ লেসেলেস যে পুরনো বাড়িটাতে জন্মেছিলেন তার বেড়ার একটি কোণকে এই ছবিতে দেখানো হয়েছে।"

"ঠিক আছে," থ্যাকার বললেন। "কবিতাটি আমি পড়েছি, কিন্তু এটা ডিপোটাকে নিয়ে লেখা, না 'বুল্ রান'-এর যুদ্ধ নিয়ে লেখা, সেটা বলতে পারছি না। আবার, এতে ফোস্‌ডাইক পিগট-এর লেখা একটা ছোট গল্প আছে যার শিরোনাম 'রোজ্জি-র প্রলোভন'। একেবারে বাজে লেখা। পিগটই বা কে?"

সম্পাদক বললেন, "মিঃ পিগট এই পত্রিকার প্রধান মজুতদারের ভাই।"

থ্যাকার বললেন, "এ জগতে সবই চলে—পিগটও চলে যায়। আচ্ছা, মেরু আবিষ্কারের উপর লেখা এই প্রবন্ধটি এবং তুরপুন দিয়ে মাছ ধরার এ লেখাটিও চলতে পারে। কিন্তু আটালান্টা, নিউ অরলিয়েন্স, নাশ্‌ভিল ও সাবান্না মদের চোলাইখানার উপর লেখা এই প্রতিবেদনটা সম্পর্কে কি বলতে চান? এতে তো আছে কেবল কত মাল তৈরি হয় তার হিসাব এবং তাদের বিয়ারের গুণাগুণ সম্পর্কে মন্তব্য; তার বাইরের বিষয়ে কিছুই নেই। তাহলে জুজুর ভয়টা কিসের?"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার জবাব দিলেন, "আপনার আলংকারিক ভাষাটা যদি আমি ঠিক মত বুঝে থাকি, তাহলে ব্যাপারটা এই রকম: যে প্রবন্ধটার কথা আপনি বলছেন সেটা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন পত্রিকার মালিকপক্ষ, আর তাতে নির্দেশ ছিল, লেখাটা যেন প্রকাশ করা হয়। লেখাটার সাহিত্যিক গুণ আমারও ভাল লাগে নি। কিন্তু, নানা কারণেই, যারা 'গোলাপ'-এর, আর্থিক দিকটা দেখেন তাদের ইচ্ছাটা আমাকে মানতেই হয়।"

পত্রিকাটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে থ্যাকার বললেন, "দেখুন কর্ণেল, এ সব চলবে না। দেশের মাত্র একটা অংশের কথা ভাবলে আপনি কখনও একটা পত্রিকাকে ভালভাবে চালাতে পারবেন না। আপনাকে সার্বজনীন হতে হবে—সকলের কথাই ভাবতে হবে। ভেবে দেখুন, উত্তর অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি কি ভাবে দক্ষিণ অঞ্চলের পাঠকদের মনের খোরাক জুগিয়েছে এবং দক্ষিণী লেখকদের উৎসাহ জুগিয়েছে। আপনাকেও দূর দূর দেশ থেকে রচনা আহ্বান করতে হবে। লেখকের বংশগত কৌলিন্যের দিকে নজর না দিয়ে আপনাকে রচনা কিনতে হবে তার গুণের বিচার করে। ঠিক আছে? এবার আমি আপনাকে কিছু লেখা দেখাব।"

থ্যাকার তাঁর মোটা ম্যানিলা খামটার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একগাদা টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি বের করে টেবিলের উপর রাখলেন।

একটার পর একটা পাণ্ডুলিপির ভাঁজ খুলে তার প্রথম পৃষ্ঠাটি তিনি কর্ণেলকে দেখাতে লাগলেন।

"এখানে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে দামী চারজন লেখকের চারটি ছোট গল্প। এটা ভিয়েনার উপর মহলের সমাজ নিয়ে লেখা টম ভ্যাম্পসনের একটা বিশেষ রচনা। এটা একটা ইটালীর উপর লেখা ধারাবাহিক; লেখক ক্যাপ্টেন জ্যাক—না—ইনি দ্বিতীয় ক্রফোর্ড। আর—এটা? একটা চমৎকার লেখা: 'মেয়েদের সাজ-পোশাকের সুটকেসে কি থাকে?'—চিকাগোর সংবাদপত্র জগতের একটি নারী পাঁচ বছরের জন্য একটি মহিলার পরিচারিকা হিসাবে কাজ করে এই বইটি লেখার মাল-মশলা সংগ্রহ করেছেন। আর এটা হচ্ছে জুন মাসে প্রকাশিতব্য হল কেন-এর নতুন ধারাবাহিক রচনার প্রথম কয়েক কিস্তির সংক্ষিপ্ত সার। আর—"

কর্ণেল বাধা দিয়ে বললেন, "আমিও আপনার সঙ্গে একমত যে একটা পত্রিকায় নানা রকম রচনাই প্রকাশ করা উচিত। আমিও তাই ভেবেছি, 'ডিক্সির গোলাপ'-এ প্রকাশের জন্য ইটালির মহান কবি টাসো-র মূল রচনা থেকে কিছু কিছু অনুবাদ

করব। এই অমর কবির কবিতার ঝর্ণাধারার স্বাদ কি আপনি কখনও গ্রহণ করেছেন মিঃ থ্যাকার?"

থ্যাকার বলে উঠলেন, "ও সব কথা এখন থাক কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার। এবার আসল কথায় আসা যাক। এই সব রচনা সংগ্রহ করতে আমি ইতিমধ্যেই কিছু টাকা বিনিয়োগ করে ফেলেছি। এই পাণ্ডুলিপির বাণ্ডিলটার জন্য আমাকে ব্যয় করতে হয়েছে ৪০০০ ডলার। আমার ইচ্ছা, এই সব লেখার কিছু কিছু আগামী সংখ্যাতেই ছেপে দিয়ে দেখব পত্রিকাটির প্রচার-সংখ্যার উপর তার কতটা প্রভাব পড়ে। আমার বিশ্বাস, এই সব ভাল ভাল লেখা ছাপলে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—সর্বত্রই পত্রিকাটির বিক্রি বাড়বে। মালিক পক্ষের একটা চিঠিও এর মধ্যে আছে; তাতে আপনাকে বলা হয়েছে, আপনি যেন এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। লেখকরা অমুকস্য তমুক শুধু এই নিরিখেই আপনি যে লেখা নির্বাচন করেছেন, আসুন না তার কিছু কিছু আমরা ছাটাই করে ফেলি। এ ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে আছেন তো?"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার মুরুব্বিয়ানা সুরে বললেন, "আমি যতদিন 'গোলাপ'-এর সম্পাদক আছি, ততদিন সম্পাদক হয়েই থাকব। আর আমার বিবেক সায় দিলে পত্রিকার মালিকদের ইচ্ছা মেনে চলতেই আমি চাই।"

"এটাই তো কথার মত কথা," থ্যাকার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন। "আচ্ছা, বলুন তো, আমি যে সব মাল সঙ্গে করে এনেছি তার কতটা পর্যন্ত জানুয়ারি সংখ্যায় ঢোকানো যেতে পারে? কাজটা আমরা এখনই শুরু করে দিতে চাই।"

সম্পাদক বললেন, "মোটামুটি হিসাবমত বলা যায়, জানুয়ারি সংখ্যায় এখনও প্রায় আট হাজার শব্দের মত জায়গা আছে।"

"বহুৎ আচ্ছা!" থ্যাকার বলে উঠলেন। "জায়গাটা খুব বেশি নয়, তবু যতসব জেলাধিপতি, রাজ্যপাল ও গেটিস্‌বার্গদের হাত থেকে পাঠকরা কিছু পরিবর্তনের স্বাদ পাবে। আমি যে সব মাল এনেছি তার থেকে প্রয়োজন মত লেখা বাছাই করার ভার আমি আপনার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি। আমাকে এখনই নিউ ইয়র্কে ছুটতে হবে; সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আমি আবার ফিরে আসছি।"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার চশমার চওড়া কালো ফিতেটা ধরে চশমাজোড়াকে দোলাতে লাগলেন।

বেশ মাপা গলায় বললেন, "জানুয়ারি সংখ্যায় যে জায়গাটা ফাঁকা আছে বলে উল্লেখ করেছি সেটা ইচ্ছা করেই ফাঁকা রেখেছি। কিছু সময় আগেই 'ডিক্সির গোলাপ'-এর দপ্তরে এমন একটা লেখা জমা পড়েছে যার মত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি। একমাত্র একটি মহৎ প্রতিভার পক্ষেই এ রকম সৃষ্টি সম্ভব। সেটাকে ছাপার জন্য যেটুকু জায়গা দরকার মাত্র ততটাই ফাঁকা রাখা হয়েছে।"

থ্যাকারের চোখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল।

তিনি জানতে চাইলেন, "সেটা কি ধরনের রচনা? আট হাজার শব্দের ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।"

থ্যাকারের কথায় কান না দিয়ে কর্ণেল বলতে লাগলেন, "প্রবন্ধটিতে রচয়িতা একজন খ্যাতিমান লেখক। অন্য দিকেও তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তার নামটা প্রকাশ করার স্বাধীনতা আমি নিতে পারছি না—অন্তত তার রচনাটি প্রকাশ করা হবে কি না সে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তো নয়ই।"

থ্যাকার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আচ্ছা, সেটা কি একটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্প, না কি দক্ষিণ ক্যারোলিনার অন্তর্গত হুইটমায়ার শহরে একটি নতুন জলের পাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন, না কি জেনারেল লী-র খাস চাকরদের একটা পরিবর্তিত তালিকা, অথবা আর কিছু?"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার শান্ত গলায়ই বললেন, "আপনি যে রসিকতা করছেন দেখতে পাচ্ছি। প্রবন্ধটি লিখেছেন চিন্তাশীল, দার্শনিক, মানবপ্রেমিক, ছাত্র, এবং উঁচু দরের অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ একজন মানুষ।"

"এটা নিশ্চয়ই একটি লেখক-গোষ্ঠির লেখা," থ্যাকার বললেন। "কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি কর্ণেল, আপনি যেন কিছুটা টালবাহানা করছেন। আজকালকার দিনে কোন লোক আট হাজার শব্দের একটি মাত্র রচনা পড়ে বলে তো আমার জানা নেই—অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের নথিপত্র অথবা খুনের মামলার প্রতিবেদন ছাড়া। ঘটনাচক্রে ড্যানিয়েল ওয়েব্‌স্টারের বক্তৃতামালার একটা কপি আপনার হাতে এসে পড়ে নি তো?"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার তার চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন; ঘন ভুরুর নিচ দিয়ে এক দৃষ্টিতে পত্রিকা-উদ্যোক্তার দিকে তাকালেন।

গম্ভীরভাবে বললেন, "মিঃ থ্যাকার, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি দক্ষিণ অঞ্চল এবং তার অধিবাসীদের সম্পর্কে যে অবজ্ঞাপূর্ণ ও অপমানজনক উক্তি করেছেন সেটা বন্ধ করুন। শুনুন মহাশয়, 'ডিক্সির গোলাপ'-এর কার্যালয়ে সেটা এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা হবে না। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে আমি যে এই কার্যালয়ে পাঠানো রচনাগুলির সম্যক গুণাগুণ বিচারের উপযুক্ত নই, আপনার এই অভিযোগ প্রসঙ্গে আর কিছু উক্তি করার আগে আমি আপনাকে অনুরোধ করব—এই বিষয়ে যে কোন প্রাসঙ্গিক বিচারে আপনি যে আমার চাইতে বড় সেই কথাটি আপনাকে প্রমাণ করতে হবে।"

থ্যাকার ভাল মানুষটি সেজে বললেন, "সে কি, সে কি কর্ণেল! আমি তো সে রকম কোন কথা আপনাকে বলি নি। আসুন, এবার কাজের কথায় ফেরা যাক। এই ৮০০০ শব্দের বিষয়বস্তুটা কি?"

মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে এই ক্ষমাপ্রার্থনাকে স্বীকার করে নিয়ে কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার বললেন, "প্রবন্ধটি জ্ঞানের একটি বিরাট পরিধি নিয়ে বিস্তৃত। জ্ঞানের রাজ্যে এটা এক মহৎ অবদান। তবু এই রচনাটিকে 'দি রোজ অব ডিক্সি'-তে প্রকাশ করার ব্যাপারে আমার মনে একটি মাত্র সন্দেহ এখনও রয়েছে; আর সেটা হল—এই রচনার লেখক সম্পর্কে আমরা এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত তথ্যাদি জানতে পারি নি ও যাতে আমাদের পত্রিকায় তার এত বড় প্রচারকার্য চালানো যেতে পারে।"

"আমার তো মনে হয় আপনি বলেছেন যে তিনি একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব," থ্যাকার বললেন।

"ঠিক তাই," কর্ণেল উত্তর দিলেন, "তবে সাহিত্য এবং অন্য অনেক ক্ষেত্রে।-কিন্তু যে রচনা আমি প্রকাশের জন্য বেছে নেই তার সম্পর্কে আমি খুবই সতর্ক থাকি। আমার লেখকরা সন্দেহাতীত খ্যাতি ও যোগাযোগসম্পন্ন মানুষ; যে কোন সময়েই সেটা প্রমাণ করতে পারা যায়। তাই বলছি, যতদিন পর্যন্ত লেখকটি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে না পারছি, ততদিন আমি লেখাটিকে আটকে রাখব। রচনাটি প্রকাশ করব কি না সেটা আমি নিজেই জানি না। আমার সিদ্ধান্ত যদি এই রচনাটির বিরুদ্ধে যায়, তাহলে মিঃ থ্যাকাব, সেই লেখাটির বদলে আপনার যে সব লেখা আমার কাছে রেখে যাচ্ছেন সেগুলিকে ছাপতে পারলে আমি খুশিই হব।"

থ্যাকার যেন অগাধ সমুদ্রে পড়লেন।

তিনি বললেন, "এই মহৎ সাহিত্যের মাথামুণ্ডু কিছুই তো আমি বুঝতে পারলাম না। এ সব কথা তো আমার কাছে পক্ষীরাজ ঘোড়ার চাইতেও অলীক বলে মনে হচ্ছে।"

কর্ণেল-সম্পাদক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "এ তো একটা মানবিক দলিল; আর সেটা এমন একজন মহান সংস্কৃতিবান মানুষের লেখা যিনি আমার বিচারে আজকের দিনের যে কোন জীবিত মানুষের চাইতে বর্তমান জগৎ ও তার ভাল-মন্দকে অনেক বেশি করে জানেন।"

থ্যাকার উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, "আপনি এ সব কী বলছেন! জন ডি. রকফেলারের স্মৃতিকথাকে আপনি ছোট করে দেখবেন এটা তো হতে পারে না। তাই কি?"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার বললেন, "না স্যার, আমি বলছি মানসিকতা ও সাহিত্যের কথা; ব্যবসা-বাণিজ্যের ছোটখাট কথা নয়।"

কিছুটা অধৈর্য হয়ে থ্যাকার শুধালেন, "আচ্ছা, লোকটি যদি এতই জ্ঞানী-গুণী, তাহলে তার প্রবন্ধটি প্রচার করতে বাধাটা কিসের?"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, "মিঃ থ্যাকার, এই একটিবার আমি লোভে পড়েছি। 'দি রোজ অব ডিক্সি'-তে আজ পর্যন্ত এমন কিছু প্রকাশিত হয় নি যা তার ছেলেমেয়েদের কলম থেকে বের হয় নি। এই প্রবন্ধের লেখকটি সম্পর্কে আমি মাত্র একটি কথা ছাড়া আর প্রায় কিছুই জানি না; আর সে-কথাটি এই যে এ দেশের এমন একটি অঞ্চলে তিনি খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন যার প্রতি আমি আজীবন মনে-প্রাণে শত্রু ভাবাপন্ন। কিন্তু তার প্রতিভাকে আমি স্বীকার করি; আর, আমি তো আগেই বলেছি, তার ব্যক্তি-জীবনের তথ্যাদি অবগত হবার জন্য আমি প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছি। হয় তো সে চেষ্টা ব্যর্থই হবে। তবু আমি অনুসন্ধান চালিয়েই যাব। যতদিন সে কাজ শেষ না হয় ততদিন আমাদের জানুয়ারি সংখ্যার ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করার ব্যাপারটাও আমি খোলাই রেখে দেব।"

থ্যাকার বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। যতদূর সম্ভব সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন,

"ঠিক আছে কর্ণেল। আপনার বিচার-বিবেচনা নিয়েই আপনি থাকুন। আপনি যদি একটা 'স্কুপ' বা অন্য রকম ভাল কিছু মাল পান, তাহলে আমার মালের পরিবর্তে সেটাই ছেপে দেবেন। দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমি আবার আসব। আপনার সৌভাগ্য কামনা করি!"

কর্ণেল টেল্‌ফেয়ার ও পত্রিকা-উদ্যোক্তা করমর্দন করলেন।

একপক্ষকাল পরে ফিরে এসে থ্যাকার দেখলেন, পত্রিকাটির জানুয়ারি সংখ্যাটিকে পৃষ্ঠানুযায়ী সাজানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং ফর্মা ছাপাও বন্ধ হয়ে গেছে। যে ফাঁকা জায়গাটা টাইপের জন্য হা-পিত্যেস করে বসেছিল সেটা এমন একটি প্রবন্ধ দিয়ে পূরণ করা হয়েছে যার শিরোনামটি ইত্যাকার:

কংগ্রেসের কাছে দ্বিতীয় বাণী—

"ডিক্সির গোলাপ"-এর জন্য লিখিত

লেখক

জর্জিয়ার বুলোচ পরিবারের সবজন পরিচিত সদস্য

টি. রুজভেল্ট

# তৃতীয় উপাদান

## The Third Ingredient

( তথাকথিত ) "ভালাম্‌ব্রোসা এপার্টমেন্ট হাউস" মোটেই একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি নয়। সামনের দিকটা বাদামী রংয়ের পাথর দিয়ে গড়া দুটো সেকেলে বাড়িকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটা বাসভবন বানানো হয়েছে। একদিককার বৈঠকখানার মেঝে এক পোশাক-বিক্রেতার চাদর ও টুপি দিয়ে সাজানো; অন্য বৈঠকখানাটি এক দন্ত-চিকিৎসকের বড় বড় প্রতিশ্রুতি আর ভয়ংকর সব ছবিতে সাজানো বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। সেখানে আপনি সপ্তাহে দুই ডলার ভাড়ায় একটা ঘর পেতে পারেন, আবার বিশ ডলার দিয়েও একটা ঘর পেতে পারেন। ভালাম্‌ব্রোসা-র এক-এক ঘরের বাসিন্দারা কেউ স্টেনোগ্রাফার, কেউ সঙ্গীত শিল্পী, দালাল, দোকানী মেয়ে, সস্তার লেখক, চারুকলার ছাত্র, বিদ্যুৎ চুরির কারবারি এবং আরও হরেক রকম কাজের মানুষ।

অন্য কারও প্রতি কোন রকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও এই গল্পে তাদের ভিতর থেকে মাত্র দু'জন ভালাম্‌ব্রোসবাসীর কথাই বলা হবে।

একদিন বিকেল ছ'টার সময় হেটি পেপ্পার ভালাম্‌ব্রোসার চারতলার পিছন দিককার ৩.৫০ ডলারের ঘরে ঢুকল তার নাক ও থুত্‌নিকে স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি খাড়া করে। একটি বিভাগীয় বিপনিতে চার বছর কাজ করার পরেও যদি মাত্র পনেরো সেণ্ট পকেটে নিয়ে ঘরে ফিরতে হয়, তাহলে নাক-চোখ-মুখকে একটু বেশি কাটা-কাটা করে তুলতে তো হবেই।

মেয়েটি দুই দফা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে হেটির সংক্ষিপ্ত জীবনীর কথাটা সেরে ফেলা যাক।

চার বছর আগের এক সকালে আরও পঁচাত্তরটি মেয়ের সঙ্গে সে "বৃহত্তম ভাণ্ডার"-এ ঢুকেছিল কোমর বিভাগের একটা চাকরির দরখাস্ত হাতে নিয়ে। নানা সাজে সজ্জিত শ্রমজীবী মেয়েদের নিয়ে গড়া সেই ঘন বিন্যস্ত ব্যূহের দৃশ্যটি ছিল বড়ই বিভ্রান্তিকর।

সেই এক গাদা প্রতিযোগিনীর ভিতর থেকে ছ'জনকে চাকরি দেবার জন্য বেছে নেবার দায়িত্ব পড়েছিল একটি শান্তদৃষ্টি, নৈর্ব্যক্তিক, টাক-মাথা যুবকের উপর। তখন তার অবস্থাটা বড়ই সঙ্গিন; লাল মল্লিকার গন্ধেভরা সমুদ্রে নিমজ্জমান অবস্থায় তার যেন দম আটকে আসছিল, আর তার চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল নানা রকম হাতের কাজ-করা সাদা মেঘের দল। তারপরেই তার চোখে পড়ল বাতাসে ভেসে-আসা একটি পাল। হেটি পেপ্পার এসে দাঁড়াল তার সামনে। মুখখানি সরল, সুন্দর; ছোট ছোট দুটি সবুজ চোখ; চকোলেট রংয়ের চুল; গায়ে সাধারণ একটি পোশাক, মাথায় একটা সাদামাটা টুপি। তার ঊনত্রিশ বছরের জীবনের প্রতিটি বছরের ছবি যেন অভ্রান্তভাবে ফুটে উঠেছে।

"এই তো পেয়েছি" বলে টাক-মাথা যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল, আর আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষাও পেল। এই ভাবেই "বৃহত্তম ভাণ্ডার"-এ হেটির চাকরি হয়ে গেল। সেখান থেকে তার সপ্তাহে-আট-ডলারে উন্নতি হবার কাহিনীটা হারকিউলিস, যোয়ান অব আর্ক, উনা, জব, এবং লাল ঘোড়ার সওয়ার হুডের কাহিনীরই যোগফল। শুরুতে সে কত বেতন পেত সেটা আমি বলব না; কারণ এ সব ব্যাপার নিয়ে একটা মানসিক আঘাতের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় দোকানের কোটিপতি মালিকরা আমার বাড়ির স্কাই-লাইটে উঠে শোবার ঘরের মধ্যে বোমা ছুড়ে মারবে—সেটা আমি চাই না।

"বৃহত্তম ভাণ্ডার" থেকে হেটির বরখাস্ত হবার কাহিনীটাও তার চাকরি পাবার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাই সেটা বলতে গেলে বড়ই একঘেয়ে লাগবে।

সেই সব দোকানের প্রতিটি বিভাগে একজন করে সবজান্তা, সর্বত্র বিরাজমান, এবং সর্বভূক মানুষ থাকে যে একটা লাল নেকটাই পরে একটা হিসাবের খাতা নিয়ে সব সময়ই চক্কর দিয়ে বেড়ায়। তাকে একজন "খদ্দের" বলে ডাকা হয়। যে মেয়েরা সপ্তাহে বেতন পায়—(খাদ্যসংক্রান্ত সংখ্যাতত্ত্ব বুরো দ্রষ্টব্য) তাদের ভাগ্য পুরোপুরি সেই মানুষটিরই হাতের মুঠোয় থাকে।

এই বিশেষ "খদ্দের"টি ছিল শান্তদৃষ্টি, নৈর্ব্যক্তিক, যুবক ও টাক-মাথা। তার বিভাগের গলি দিয়ে চলতে চলতে তার নজর পড়ল হেটি পেপ্পারের সুন্দর মুখ,

পান্নার মত চোখ, আর চকোলেট রংয়ের চুলের উপর: এ যেন একঘেয়ে মরুভূমিতে একটি স্বাগত সবুজের মরুদ্যান। একটি কাউন্টারের নির্জন কোণে সে মেয়েটির কনুইয়ের তিন ইঞ্চি উপরে একটা চিমটি কাটল। মেয়েটিও তার পেশীবহুল ডান হাতের এক থাপ্পরে তাকে তিন ফুট দূরে ছিটকে ফেলে দিল। তাহলে এবার বুঝলেন তো কেন মাত্র একটি ডাইম ও একটি তামার মুদ্রা পকেটে নিয়ে ত্রিশ মিনিটের নোটিসে হেটি পেপ্‌পারকে "বৃহত্তম ভাণ্ডার"-টি ছাড়তে হয়েছিল।

আজ সকালের মূল্য-তালিকায় গোমাংসের পাঁজরের দাম লেখা আছে পাউণ্ডপ্রতি ছয় সেন্ট। কিন্তু যেদিন "বৃহত্তম ভাণ্ডার" থেকে হেটিকে "মুক্তি" দেওয়া হয়েছিল সেদিনকার দাম ছিল সাড়ে সাত সেন্ট। এই পরিস্থিতি থেকেই এই গল্পটির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় বাড়তি চার সেন্ট—

কিন্তু এই পৃথিবীতে অধিকাংশ প্লটই গড়ে ওঠে এই বাড়তি সেন্টের ব্যাপার নিয়ে; অতএব এই গল্পটিতেও আপনারা কোন খুঁত ধরতে পারবেন না।

গোমাংসের পাঁজর নিয়ে হেটি তার ৩.৫০ ডলার ভাড়ার চারতলার পিছনের ঘরে উঠে গেল। রাতের খাবার হিসাবে গোমাংসের সুস্বাদু ঝোল খেয়ে এবং রাতের মত একটি ভাল ঘুম দিয়ে সকাল হলেই সে আবার বেরিয়ে পড়বে হারকিউলিস, যোয়ান অব আর্ক; উনা, জব, এবং লাল ঘোড়ার সওয়ার হুডের যোগ্য একটা চাকরের সন্ধানে।

কিন্তু তার ঘরে না-ছিল আলু, আর না-ছিল পেঁয়াজ, এখন বলুন তো, কেবল মাত্র গোমাংস দিয়ে কেমনতর ঝোল রান্না করা যায়? আপনি হয়তো ঝিনুক ছাড়া ঝিনুকের ঝোল রাঁধতে পারেন, কাছিম ছাড়া কাছিমের ঝোল, কফি ছাড়া কফি-কেক, কিন্তু আলু ও পেঁয়াজ ছাড়া গোমাংসের ঝোল আপনি কিছুতেই রাঁধতে পারেন না।

কিন্তু ঠেকায় পড়লে সবই হয়। কেবল গোমাংসের পাঁজর দিয়েও ঝোল রাঁধতে হয়। স্টু-রাঁধবার পাত্রটা নিয়ে সে চারতলার পিছন দিকের হল-ঘরটাতে গেল জল আনতে। সেখানে একটা বারোয়ারি সিংক আছে।

সেখানে গিয়ে দেখল, ঘন সোনালী-বাদামী রংয়ের শিল্পীসুলভ চুল এবং বিষণ্ন দুটি চোখের একটি মেয়ে দুটো "আইরিশ" আলু ধুচ্ছে। পরনের কিমোনো দেখেই হেটি ভালামব্রোসার মেয়েদের নাড়ি-নক্ষত্র বুঝতে পারে। গোলাপি রংয়ের কিমোনোর উপর নীল নদের সবুজ রংয়ের পটি বসানো দেখে সে চিনতে পারল, আলুর মালিক মেয়েটি একজন ছোট মাপের ছবির চিত্রকর; থাকে একেবারে উপর তলার চিলে কোঠায়; ওরা অবশ্য ঘরটাকে বলে "স্টুডিও"। ছোট মাপের ছবিটা যে কি বস্তু হেটি তা জানে না; তবে এটুকু বোঝে যে সে রকম ছবি যারা আঁকে তারা দেয়াল রং-করা মিস্ত্রি নয়।

আলুওয়ালা মেয়েটি বেশ একহারা ও ছোটখাট; কিন্তু আলুগুলির খোসা ছাড়াচ্ছে আনাড়ির মত। তার ডান হাতে আছে একটা মুচিদের মত ভোঁতা ছুরি। সেটা দিয়েই সে একটা আলুর খোসা ছাড়াতে লাগল।

হেটি বেশ পরিচিত জনের মত তার কাছে গিয়ে বলল, "আপনার কাজে নাক

গলাচ্ছি বলে মাপ করবেন। কিন্তু আপনি যদি ওভাবে আলুর খোসা ছাড়ান তাহলে আপনার অনেক লোকসান হবে। কী সুন্দর নতুন বারমুডা আলু। যদি ভালভাবে খোসা ছাড়াতে চান তো আমাকে দিন।"

একটা আলু ও ছুরিটা নিয়ে সে আলুর খোসা ছাড়াবার কায়দাটা দেখাতে লেগে গেল।

চিত্রকর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি জানতাম না। অথচ খোসা ছাড়াতে গিয়ে এতটা আলু নষ্ট করতে খারাপও লাগছিল। যখন কেবল আলু খেয়েই থাকতে হবে, তখন খোসাটা ভালভাবে ছাড়াতে পারলে অনেকটা সাশ্রয় হয়, তাতো বুঝতেই পারছেন।"

ছুরিটা ফেরৎ দিয়ে হেটি বলল, "আচ্ছা, আপনারও কি খুব টানাটানি চলছে?"

চিত্রকর শুকনো হাসি হাসল।

"তা তো চলছেই। কি জানেন, ছবি এঁকে আজকাল ভাল দাম পাওয়া যায় না। আজ রাতের খাবারটা কেবল এই আলু দিয়েই সারতে হবে। কিন্তু সিদ্ধ করে একটু মাখন ও নুন দিয়ে মেখে গরম গরম খেতে ভালই লাগে।"

একটুখানি হেসে কথায় একটু আত্মীয়তার ছোঁয়া লাগিয়ে হেটি এবার বলল, "দেখ বাছা, ভাগ্যই আজ আমাদের দু'জনকে মিলিয়ে দিয়েছে। আমার অবস্থাও তথৈবচ। আমার ঘরে মাংসের একটা বড় টুকরো আছে; কিন্তু কিছুটা আলুর জন্য ভিক্ষা করা ছাড়া আর সব কিছুই করেছি। এস না, আমাদের দু'জনের খাদ্য সামগ্রী এক সঙ্গে মিলিয়ে একটা ঝোল রেঁধে ফেলি। রান্নাটা আমার ঘরেই হবে। শুধু যদি একটু পেঁয়াজ পাওয়া যেত! আচ্ছা বাছা, তোমার গত শীতকালের চামড়ার থলের এক কোণে কি গোটা দুই পেনিও পড়ে নেই? তাহলে আমি না হয় নিচে নেমে বুড়ো গিসেপ্পির দোকান থেকে কিছু পেঁয়াজ কিনে আনতে পারি। পেঁয়াজ ছাড়া ঝোল যেন মিছরির টুকরো ছাড়া ম্যাটিনি-শোতে সিনেমা দেখার মতই বিস্বাদ।"

চিত্রকর বলল, "তুমি আমাকে সেসিলিয়া বলেই ডাকতে পার। নাগো, তিন দিন আগেই আমার শেষ পেনিটা পর্যন্ত আমি খরচ করে ফেলেছি।"

হেটি বলল, "তাহলে আর কিছু করার নেই। পেঁয়াজটা বাদ দিতেই হবে।"

দোকানী মেয়েটির ঘরেই দু'জনের রাতের খাবার তৈরি করতে বসে গেল। সেসিলিয়ার কাজ হল শুধু কোচে বসে থাকা আর ফাই-ফরমাস খাটা।

দুটো আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হেটি বলল, "একটা পেঁয়াজ যদি পাওয়া যেত!"

নিজের মনেই কথা বলতে বলতে এক সময় মাথাটা ঘুরিয়ে হেটি দেখল, কোচের উল্টো দিকের দেয়ালে টাঙানো নতুন রেলপথের জন্য যে ফেরিবোটটা চালানো হচ্ছে তারই বিজ্ঞাপনের জন্য আঁকা একটা চড়া রংয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে সেসিলিয়া অঝোরে কাঁদছে!

এদিকে গ্যাসের উনুনে গোমাংস ও আলুর ঝোল টগবগ করে ফুটছে। অগত্যা আগুনটাকে একটু কমিয়ে দিয়ে হেটি কোচটার কাছে গিয়ে সেসিলিয়ার মাথাটা একটু

তুলে ধরে বলল, "সব কথা আমাকে খুলে বলতো সোনা। আমি বুঝতে পারছি, ফেরিবোটটার ছবি দেখে তুমি কেন কাঁদছ, ওই ফেরিবোটেই অর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, তাই না? লক্ষ্মী সোনা, তোমার হেটি মাসিকে সব কথা খুলে বল।"

চোখের জল মুছতে মুছতে মেয়েটি তার দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল।

"মাত্র তিন দিন আগেকার কথা। ঐ খেয়াতে চড়ে আমি জার্সি সিটি থেকে ফিরছিলাম। ছবির ব্যবসায়ী বুড়ো মিঃ ক্রাম আমাকে বলেছিল, একটি ধনী মানুষ তাঁর মেয়ের একটা মিনিয়েচার আঁকাতে চায়। সেখানে গিয়ে আমার কিছু কাজ তাকে দেখালাম। তাকে বললাম যে ছবির দাম পড়বে পঞ্চাশ ডলার; সে কথা শুনেই তিনি হায়েনার মত হেসে উঠলেন। বললেন, এটার বিশগুণ বড় মাপের ক্রেয়নে আঁকা একটা ছবির দাম পড়ে মাত্র আট ডলার।

"নিউ ইয়র্ক-এ ফিরে আসার খেয়ার টিকিটটা কাটার মত টাকাটাই মাত্র আমার কাছে ছিল। আমার মনের তখন এমন অবস্থা যে একটা দিনও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। মনের ভাবনাটা হয় তো আমার চোখে-মুখেও ফুটে উঠেছিল। কারণ আমি দেখলাম, আমার ঠিক উল্টো দিকের সারিতে বসে সে এমনভাবে আমাকে দেখছিল যেন আমার অবস্থাটা সে বুঝতে পেরেছে। সে দেখতে খুব ভাল, কিন্তু আহারে! সবচাইতে বড় কথা তাকে দেখেই মনে হল সে বড় দয়ালু। মানুষ যখন ক্লান্ত, অসুখী ও অসহায় হয়ে পড়ে তখন দয়াটাই তার কাছে সবচাইতে বড় হয়ে ওঠে।

"নিজের অবস্থাটা যখন এতই শোচনীয় হয়ে উঠল যে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাটুকুও আমি হারিয়ে ফেললাম, তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম, ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে খেয়ানৌকোর কেবিনের পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলাম। সেখানে তখন আর কেউ ছিল না। তাড়াতাড়ি রেলিং টপকে জলে ঝাঁপ দিলাম। হায় বন্ধু হেটি, জলটা ঠাণ্ডা! বড়ই ঠাণ্ডা!

"এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, পুরনো ভালামব্রোসাতেই ফিরে যাই! শুধু আশা নিয়েই অনাহারেও বেঁচে থাকি। তারপরেই কেমন যেন অনড় হয়ে গেলাম। সব বিচার-বিবেচনা হারিয়ে ফেললাম। আর তখনই মনে হল, আরও একজন কেউ জলের মধ্যে আমার খুব কাছাকাছিই আছে, আমাকে তুলে ধরেছে। সেই মানুষটি আমাকে অনুসরণ করে এসেছিল, আমাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

"কে যেন একটা বড়, সাদা ময়দার তাল আমাদের দিকে ছুড়ে দিল, আর সে আমার হাত দুটো সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ততক্ষণে খেয়া নৌকোটাও ফিরে এল এবং সকলে আমাকে পাটাতনের উপর টেনে তুলল। ওঃ, হেটি, তখন নিজেকে জলে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টার জন্য আমার সে কী লজ্জা! তাছাড়া, তখন আমার চুল এবং সব কিছু এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল! ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গিয়েছিলাম। সে এক দৃশ্য!

"তারপর নীল পোশাক পরা কয়েকটি লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। সে তাদের নিজের কার্ডটা দেখাল, আর আমি শুনতে পেলাম সে তাদের বলছে—সে

নিজের চোখে দেখেছে যে আমার টাকার থলিটা নৌকোর কিনারায় রেলিং-এর ওপাশে পড়ে গিয়েছিল, আর সেটা তুলতে গিয়েই আমি রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়তেই উল্টে গিয়ে জলে পড়ে যাই। তখন আমার মনে পড়ল, খবরের কাগজে পড়েছি, যারা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে তাদের জেলখানায় বন্দী করে রাখে অন্য সব খুনীদের সঙ্গে। তখন আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।

"কিন্তু নৌকোর কিছু মহিলা আমাকে নিচের আগুন-ঘরে নিয়ে যায়; আমার সব কিছু শুকিয়ে দেয়, মাথার চুল বেঁধে দেয়। সে নিজেও তখন একেবারে ভিজে গেছে। তবু সে এমন ভাবে হাসতে লাগল যেন তার কাছে সবটাই একটা তামাসার ব্যাপার। সে বার বার অনুরোধ করল, কিন্তু আমি কিছুতেই আমার নাম, অথবা আমি কোথায় থাকি—সে সব কিছুই তাকে বলি নি। আমার তখন ভারী লজ্জা করছিল।"

হেটি আদরের সুরে বলল, "তুমি খুব বোকার মত কাজ করেছ মেয়ে। একটু অপেক্ষা কর, আমি আগুনটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আসি। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, একটু পেঁয়াজ পেলে বড়ই ভাল হত।"

সেসিলিয়া বলেই চলল, "তখন সে টুপিটা তুলে বলল: 'ঠিক আছে; কিন্তু যেমন করেই হোক, আমি তোমাকে খুঁজে নেবই। তোমাকে উদ্ধার করার অধিকার আমি দাবী করবই।' তারপর সে ট্যাক্সি-চালকের টাকা মিটিয়ে দিয়ে তাকে বলে দিল, আমি যেখানে যেতে চাই সে যেন আমাকে সেখানেই পৌঁছে দেয়। তারপরেই সে চলে গেল।"

একটু পরেই সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "তিন দিন হয়ে গেল। আজও তো সে আমাকে খুঁজে বের করতে পারল না।"

হেটি বলল, "সময়টা আরও একটু বাড়িয়ে দাও। এ শহরটা বেশ বড়। ভেবে দেখ তো, জলে ডুবে যাওয়া কত মেয়ের কাছেই তাকে খোঁজ-খবর করতে হচ্ছে। এদিকে স্টুটা তো বেশ ভালই হচ্ছে। আহা, একটু পেঁয়াজ যদি পেতাম! পেলে একটুকরো রসুনও দিতাম।"

মাংস ও আলু আপন আনন্দে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটেই চলেছে। তার সুগন্ধে জিভেয় জল আসছে; তবু কিসের যেন অভাব রয়েছে; কি একটা না-পাওয়া অথচ দরকারী উপাদানের স্বাদ যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

শিউড়ে উঠে সেসিলিয়া বলল, "সেই ভয়ঙ্কর নদীতে আমি তো প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলাম।"

হেটি বলল, "আরও বেশি জল থাকলেই ভাল হত; না, না, আমি স্টুর কথা বলছি। যাই, খানিকটা জল নিয়ে আসি।"

"গন্ধটা বেশ ভালই," চিত্রকর বলল।

হেটি আপত্তির সুরে বলল, "ওই উত্তর নদীর নোংরা জল? আমার কাছে তো সে জলের গন্ধটা সাবানের কারখানার জলের মতই মনে হয়। ওহো, তুমি ঝোলের কথা বলছ? আচ্ছা, তবে একটা পেঁয়াজ থাকলে কী ভালই না হত। সে ছোকরাকে দেখে কি মনে হল—টাকা-পয়সা কিছু আছে?"

"প্রথমে তো বেশ দয়ামায়া আছে বলেই মনে হল," সেসিলিয়া বলল। "আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, টাকা-পয়সাও ভালই আছে। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া দেবার জন্য সে যখন বিল-বইটা বের করেছিল, তখনই দেখেছিলাম তার মধ্যে হাজার হাজার ডলার আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সে খেয়াঘাট থেকে একটা মোটরে চেপে চলে গেল; গায়ে দেবার জন্য শোফার তার ভালুকের চামড়ার কোটটা এগিয়ে দিল, কারণ তার শরীরটা তো তখন জলে ভিজে একেবারে জব্‌জব্‌ করছিল। আর এটা তো মাত্র তিন দিন আগেকার কথা।"

"কী বোকা!" হেটি সংক্ষেপে বলল।

সেসিলিয়া এক নিঃশ্বাসে বলে উঠল, "না, না, শোফারটা মোটেই ভেজে নি। সে তো বেশ ভালভাবেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেল।"

হেটি বলল, "আমি তোমার কথা বলছি; তোমার ঠিকানাটা তাকে না দেবার জন্য।"

সেসিলিয়া রাগত স্বরে বলল, "শোফারদের আমি কখনও ঠিকানা দেই না।"

একটা কলসি নিয়ে হেটি হলের অপর প্রান্তের সিংকটার দিকে এগিয়ে গেল। উল্টো দিকের সিঁড়ির শেষ ধাপে সে পা দিতে যাবে এমন সময় একটি যুবক সিঁড়ি বেয়ে উপর থেকে নেমে এল। বেশভূষায় বেশ ভদ্র, অথচ তাকে দেখাচ্ছিল খুব বিষণ্ণ ও ছন্নছাড়ার মত। কোন রকম দৈহিক বা মানসিক দুঃখের ভারে তার চোখ দুটো কেমন যেন ম্রিয়মান দেখাচ্ছিল। তার হাতে একটা পেঁয়াজ—গোলাপি, মসৃণ, নিরেট, ঝক্‌ঝকে একটা পেঁয়াজ—আটানব্বই সেণ্ট দামের একটা এলার্ম-ঘড়ির মতই বড়।

হেটি দাঁড়িয়ে পড়ল। যুবকটিও তাই করল। দোকানি মেয়েটির চোখে-মুখে, ভাব-ভঙ্গিতে ফুটে উঠল কিছুটা যোয়ান অব আর্ক, কিছুটা হারকিউলিস, আর কিছুটা উনার আভাষ। যুবকটি সিঁড়ির নিচেই দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন যেন একটা ভয়-ভয়, লাজুক-লাজুক ভাব। হেটির চোখের চাউনিটাই তার কারণ। কিন্তু যুবকটি মোটেই বুঝতে পারে নি যে তার হাতের পেঁয়াজটিই সে চাউনির জন্য দায়ী।

তরল এসিটিক এসিডের মত গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব মিষ্টি করে হেটি বলল, "মাপ করবেন, ঐ পেঁয়াজটা কি আপনি সিঁড়ির উপর কুড়িয়ে পেয়েছেন? আমার কাগজের থলেটাতে একটা ফুটো ছিল। একটা পেঁয়াজ খুঁজতেই আমি এসেছি।"

"না," যুবকটি সোজাসুজি উত্তরটা দিল। "এটা আমি সিঁড়ি থেকে পাই নি। এটা আমাকে দিয়েছে উপরতলার জ্যাক বেভেন্স। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তার কাছে গিয়ে জেনে আসতে পারেন। আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই থাকব।"

হেটি বলল, "বেভেন্সকে আমি চিনি। বই-টই লেখেন। মোটা মোটা খাম নিয়ে ডাক-পিয়ন এসে প্রায়ই তাকে ডাকাডাকি করে। বলুন তো—আপনি কি ভালাম্‌ব্রোসাতে থাকেন?"

যুবকটি বলল, "না। বেভেন্স-এর সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে এখানে আসি। সে আমার বন্ধু। আমি থাকি পশ্চিম দিকে দুটো ব্লক পরে।"

"পেঁয়াজ দিয়ে আপনি কি করবেন?—প্রশ্নটা করার জন্য ক্ষমা চাইছি," হেটি বলল।

"এটা আমি খাব।"

"কাঁচা?"

"হ্যাঁ; বাড়ি ফিরেই খাব।"

"আপনার কি খাবার মত আর কিছুই নেই?"

যুবকটি একটু ভাবল।

তারপর স্বীকার করল, "না, আমার ঘরে খাবার মত কিচ্ছু নেই। আমার ধারণা, জ্যাকেরও খাবার জিনিসের টানাটানি চলছে। এই পেঁয়াজটাও সে দিতে চাইছিল না; আমার জবরদস্তিতেই সে এটা দিয়েছে।"

সর্বজ্ঞের মত দৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকিয়ে হেটি বলল, "বুঝতে পারছি, আপনার কাছেও অভাব-অনটনটা নতুন কিছু নয়। কি বলেন?"

যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "অভাব-অনটনের কোন শেষ নেই। কিন্তু এই পেঁয়াজটি আমার নিজের সম্পত্তি, সৎপথেই এটা পেয়েছি। মাপ করবেন, আমাকে এখনই যেতে হবে।"

উৎকণ্ঠায় কিছুটা ম্লান হয়ে হেটি বলল, "শুনুন; কাঁচা পেঁয়াজ খুব বাজে খাবার। আবার পেঁয়াজ ছাড়া মাংসের ঝোলের অবস্থাটাও তাই। আপনি যে জ্যাক বেভেন্স-এর বন্ধু, সেটাও ঠিক আছে। একটি অল্পবয়সী মহিলা—আমার বন্ধু—হল-ঘরের শেষ প্রান্তে আমার ঘরেই বসে আছে। আমাদের দু'জনেরই ভাগ্য খারাপ; কোন রকমে দু'জনে মিলে জোগাড় করেছি আলু আর মাংস। তারই ঝোল রান্না হচ্ছে। কিন্তু সেটা ঠিক মনের মত হচ্ছে না। একটা কিছুর অভাব রয়ে গেছে। জীবনে এমন কিছু বস্তু আছে যা স্বভাবতই এক সঙ্গে চলে। যেমন ছানা বাঁধার জালি-কাপড় আর সবুজ গোলাপ, শূকরের রং আর ডিম, আইরিশ আর বিপদ। এবং আর একটি হল গোমাংস আর পেঁয়াজসহ আলু। এবং আরও একটা হল বিপন্ন একদল মানুষ আর অনুরূপ আর কেউ।"

যুবকটি একটানা কাশতে শুরু করল। তবু এক হাত দিয়ে পেঁয়াজটাকে বুকের উপর চেপে ধরে রাখল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "অবশ্যই—অবশ্যই। কিন্তু—আগেই তো বলেছি—আমাকে এখনই যেতে হবে, কারণ—"

তার আস্তিনটা সজোরে চেপে ধরে হেটি বলল, "দক্ষিণ ইউরোপের লোকের মত হয়ো না ছোট ভাইটি আমার। কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ো না। ভিতরে ঢুকে পড়, আর এমন ভাল ঝোলের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাও যেমনটি আগে কখনও খাও নি। তুমি যাতে আমাদের সঙ্গে বসে ডিনারটা খেতে পার তার জন্য দুটি মহিলা তোমাকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে যাবে—এটাই কি তুমি চাও? তোমার কোন ক্ষতি হবে না ভাইটি। সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়।"

যুবকের ম্লান মুখে বাঁকা হাসি ফুটল।

সোল্লাসে সে বলে উঠল, "বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি। আমার পেঁয়াজটি যদি এত ভাল পরিচয়-পত্র হয়ে থাকে তো আমি সানন্দে আপনাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিলাম।"

হেটি বলল, "সবই ঠিক আছে। তবু তুমি দরজার বাইরে একটু অপেক্ষা কর; আমার মহিলা বন্ধুটিকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি, এতে তার কোন আপত্তি আছে কি না। আমি ফিরে আসার আগেই যেন ঐ পরিচয়-পত্রটি নিয়ে পালিয়ে যেও না।"

হেটি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। যুবকটি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

নিজের কণ্ঠস্বরের করাতটাকে তেল মাখিয়ে যথাসম্ভব মসৃণ করে দোকানি মেয়েটি বলল, "সেসিলিয়া বোন, বাইরে একটি পেঁয়াজ অপেক্ষা করে আছে। সঙ্গে আছে একটি যুবক। আমি তাকে ডিনার খেতে ডেকেছি। তুমি তাকে তাড়িয়ে দেবে না তো?"

"ওঃ, প্রিয় আমার।" নিজের সুন্দর কেশরাশিতে হাত বুলোতে বুলোতে সেসিলিয়া বলল। করুণ দুটি চোখ মেলে সে তাকাল দেয়ালে টাঙানো খেয়ানৌকোর ছবিটার দিকে।

হেটি বলল, "না গো, এ সে-লোক নয়। আমার তো মনে আছে, তুমি বলেছিলে তোমার নায়ক বন্ধুটির অনেক টাকা আছে, মোটর গাড়ি আছে। আর এ হচ্ছে এক বেহদ্দ ইতরজন; একটা পেঁয়াজ ছাড়া অন্য কোন খাবারও জোটে না। কিন্তু সরল মনে খোলাখুলিই সব কথা বলে দেয়। আমার তো মনে হয়, এক সময় ভদ্রলোকই ছিল; এখন বড়ই দুর্দশায় পড়ে গেছে। আর তার পেঁয়াজটাও আমাদের বড় দরকার। তাকে ভিতরে আনব কি? তার আচার-আচরণ যে ভাল হবেই সে গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি।"

সেসিলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "প্রিয় হেটি, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে। সে লোকটি রাজপুত্র, না চোর তাতে কি এসে যায়? আমি পরোয়া করি না। তার কাছে যদি খাবার মত কিছু থাকে তাহলে তাকে ভিতরে নিয়ে এস।"

হেটি ঘর থেকে বেরিয়ে হলে ঢুকল। যার হাতে পেঁয়াজ ছিল সে চলে গেছে। তার বুকের ঢিপ-ঢিপ শব্দটা থেমে গেল। একটা ধূসর ছায়া নেমে এল তার মুখের উপর। পরক্ষণেই আবার তার মধ্যে জীবনের স্রোত বইতে শুরু করল; সে দেখতে পেল, হলের অপর প্রান্তের একটা জানালায় ঝুঁকে সেই যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে। নিচের কাকে যেন সে হাঁক দিয়ে ডাকছে। পথের হট্টগোলে হেটির পায়ের শব্দ চাপা পড়ে গেল। যুবকের কাঁধের উপর দিয়ে সেও নিচে তাকাল; যার সঙ্গে যুবকটি কথা বলছিল তাকেও দেখতে পেল, তার কথাও শুনতে পেল। জানালার গোবরাট থেকে নিজেকে ভিতরে সরিয়ে আনতেই যুবকটি দেখতে পেল, হেটি তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

হেটির দুটো চোখ যেন দুটো তুরপুণের মত তাকে বিদ্ধ করছে।

শান্ত গলায় হেটি বলল, "আমার কাছে মিথ্যা বলো না। ওই পেঁয়াজটা নিয়ে তুমি কি করতে যাচ্ছিলে?"

ধীরে অথচ জোর গলায় সে বলল, "আমি এটা খেতে যাচ্ছিলাম; ঠিক যে কথাটা আগেও বলেছি।"

"এটা ছাড়া তোমার বাড়িতে খাবার মত আর কিছুই নেই?"

"কিচ্ছু নেই।"

"তুমি কি কাজ কর?"

"এই মুহূর্তে কোন কাজ করছি না।"

রূঢ়তম গলায় হেটি বলে উঠল, "তাহলে তুমি জানালা দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তার সবুজ মোটর গাড়ির শোফারকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছিলে যেন?"

যুবকের মুখটা লাল হয়ে উঠল, তার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল।

সে বলল, "শোফারের সঙ্গে কথা বলছিলাম এই জন্য যে তার মাইনেটা আমিই দিয়ে থাকি, আর মোটর গাড়িটাও আমার—তাছাড়া, এই পেঁয়াজটি—এই পেঁয়াজটিও তার একটা কারণ ম্যাডাম।"

পেঁয়াজটিকে সে হেটির নাকের গোড়ায় তুলে ধরে নাচাতে লাগল। দোকানি মহিলাটি তবু এক চুলও পিছিয়ে গেল না।

তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সে বলে উঠল, "তাহলে কেন তুমি অন্য কিছু না খেয়ে কেবল পেঁয়াজই খাচ্ছ?"

যুবকটিও পাল্টা জবাব দিল, "আমি তো কখনও বলি নি যে আমি কেবল পেঁয়াজ খেয়েই বেঁচে আছি। আমি বলেছি, আমি যেখানে থাকি সেখানে আর কোন খাবার মত জিনিস পাওয়া যায় না। আমি তো ভাল ভাল খাবারের দোকানদার নই।"

হেটি তবু হার মানবে না। সে তবু বলল, "তাহলে কেন তুমি কাঁচা পেঁয়াজ খেতে যাচ্ছিলে?"

এবার যুবক জবাব দিল, "সর্দি হলে আমার মা সব সময়ই একটা কাঁচা পেঁয়াজ আমাকে খাওয়াত। আমার একটা শারীরিক দুর্বলতার কথা বললাম, সে জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনি হয় তো লক্ষ্য করেছেন যে আমার খুব ভয়ানক ঠাণ্ডা লেগেছে। তাই একটা পেঁয়াজ খেয়েই শুয়ে পড়ব। কেন যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, সেটাই আশ্চর্য।"

হেটি তবু সন্দেহের সঙ্গে বলল, "তোমার ঠাণ্ডাটা কেমন করে লাগল?"

যুবকটির মনোভাব তখন একেবারে তুঙ্গে উঠে গেছে। সেখান থেকে নামবার দুটো পথই তার সামনে খোলা ছিল—হয় রাগে ফেটে পড়া, অথবা হাস্যাস্পদ হওয়া। সঠিক পথটাই সে বেছে নিল; ফাঁকা হলটা অট্টহাসিতে গম-গম করে উঠল।

সে বলল, "আচ্ছা মানুষ তো আপনি। অবশ্য আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। আপনাকে সব কথা বলতেও আমার আপত্তি নেই। আমি জলে পড়ে গিয়েছিলাম। কয়েক দিন আগে আমি "নর্থ রিভার" নদীর একটা ফেরিতে চড়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি মেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। অবশ্য আমিও—"

তার কথায় বাধা দিয়ে হেটি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "পেঁয়াজটা আমাকে দাও।"

যুবকের চোয়ালটা আরও শক্ত হয়ে উঠল।

"পেঁয়াজটা আমাকে দাও," হেটি আবার বলল।

যুবক মুচকি হেসে পেঁয়াজটা তার হাতে দিল।

তখন হেটির মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি দেখা দিল। যুবকের হাতটি ধরে অন্য হাতে তাকে দরজাটা দেখিয়ে দিল।

বলল, "ছোট ভাইটি আমার, ওই ঘরে যাও। যে বোকা মেয়েটাকে তুমি জল থেকে তুলে এনেছিলে সে ওখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ভিতরে চলে যাও। তোমাকে তিন মিনিট সময় দিলাম। তারপরেই আমি ঢুকব। আলু ঘরেই আছে; অপেক্ষা করছে। পেঁয়াজ এবার ঘরে যাও।"

দরজায় টোকা দিয়ে যুবক ভিতরে ঢুকে গেল। হেটি পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে সিংকের জলে ধুয়ে নিল। নীরস চোখে সে বাইরের নীরস ছাদগুলির দিকে তাকাল। একটু একটু করে তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল।

শুকনো গলায় সে নিজেকেই বলল, "কিন্তু আমি—আমিই তো গোমাংসটা এনেছিলাম।"

›

# দু'রকম শিক্ষালয়

## Schools and Schools

বুড়ো জেরোম ওয়ারেন ৩৫ "ঈস্ট ফিফ্‌টি-সোফোর্থ স্ট্রীট"-য়ের একটা এক লক্ষ টাকা দামের বাড়িতে বাস করতেন। তিনি ছিলেন শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের একজন দালাল ও ঐশ্বর্যশালী মানুষ। প্রতিদিন সকালে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে কয়েকটা ব্লক পায়ে হেঁটে তারপর আপিস যাবার জন্য একটা ট্যাক্সি ধরতেন। তার একটি পোষ্যপুত্র ছিল—পুরনো বন্ধু গিলবার্টের ছেলে; নাম সিরিল স্কট। যখন সে সবে টিউব থেকে রং বের করতে শিখেছে তখন থেকেই সে অতি দ্রুত একজন সফল চিত্রকর হয়ে উঠেছে। সংসারের অপর একজন সদস্য হচ্ছে বারবারা রস, তার দত্তক ভ্রাতুষ্পুত্রী। দুঃখ-কষ্ট সইতেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে; তাই বুড়ো জেরোমের নিজের কোন সংসার ছিল না বলেই তিনি অন্যের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন।

গিলবার্ট ও বারবারা বেশ সুখেই বড় হতে লাগল। দু'জনই মনে মনে জানত যে এই পরম সুখের ভিতর দিয়েই তাদের দিন কেটে যাবে। কিন্তু একদিন দুর্যোগ দেখা দিল।

ত্রিশ বছর আগে যখন বুড়ো জেরোম ছিলেন যুবক জেরোম, সেই কালে তার ডিক নামে একটি ভাই ছিল। নিজের অথবা অন্য কারও সৌভাগ্যের সন্ধানে সে একদিন পশ্চিমে চলে গিয়েছিল। অনেক দিন তার কোন খোঁজ-খবরই ছিল না।

তারপর একদিন বুড়ো জেরোম তার ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। যে রুলটানা কাগজে চিঠিটা লেখা হয়েছিল তাতে নুন, নোনা শূকর-মাংস ও গুঁড়ো কফির গন্ধ মাখানো ছিল। হাতের লেখাটা ছিল হাঁপানি রোগীর মত, আর বানানগুলো ছিল সেন্ট ভিটুসির মত।

বোঝা গেল যে সৌভাগ্যের কাছ থেকে কিছু পাওয়া তো দূরের কথা, ডিক নিজেই বন্দী হয়ে শত্রুর দেশে চলে গেছে জামিনদার হয়ে। অর্থাৎ চিঠি থেকে যতদূর জানা গেল তাতে বেশ বোঝা গেল যে ডিকের সর্বনাশের একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। ত্রিশ বছরের ভাগ্য-সন্ধানের নীট ফল হিসাবে তার ভাগ্যে জুটেছে একটি উনিশ বছর বয়সের কন্যা, আর তাকেই সে খরচ-খরচা দিয়ে জাহাজে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে জেরোমের কাছে—মেয়ের খাওয়া-পরা, লেখাপড়া, আরাম-আয়েস থেকে শুরু করে বাকি জীবনের অথবা বিয়ে-সাদির পরে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত সব দায়-দায়িত্ব জেরোমের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে।

বুড়ো জেরোম ছিলেন এক সর্ববাহী বাহন। সকলেই জানে এট্‌লাস বহন করে আছে পৃথিবীকে ; এট্‌লাস দাঁড়িয়ে আছে রেলের-বেড়ার উপর ; সেই রেলের বেড়া বসানো হয়েছে একটা কচ্ছপের পিঠের উপর। এখন, কচ্ছপেরও তো দাঁড়াবার মত একটা কিছু চাই; আর সেটাই হচ্ছে একটা সর্ববাহী বাহন যেটা তৈরি করা হয় জেরোমের মত মানুষদের দিয়ে।

মানুষ কোন দিন অমরতা লাভ করবে কি না আমি জানি না, কিন্তু তা যদি না করে তাহলে আমার জানতে ইচ্ছা করে বুড়ো জেরোমের মত মানুষরা কবে তাদের যা প্রাপ্য সেটা পাবে ?

তারা স্টেশনে নেভাডা ওয়ারেণের সঙ্গে দেখা করল। ছোট একটি মেয়ে, একেবারে রোদে পোড়া, আর দেখতে মোটামুটি ভাল ; চাল-চলনও সরল, সহজ। তাকে দেখলেই মনে হবে, সে বুঝি খাটো ঘাঘরা আর চামরার মোজা পরে শিকারে যায় অথবা বুড়ো ঘোড়াকে পোষ মানায়। কিন্তু তার সাদা কুর্তা আর কালো ঘাঘরা দেখে আবার নতুন করে ভাবতে হবে। তার যে ভারী মালের বোঝাটা তুলতে কুলিরা পর্যন্ত গলদঘর্ম হয়ে গেল, সেই মেয়ে অতি সহজেই এক ঝটকায় সেটাকে ঘাড়ে তুলে নিল।

তার শক্ত, রোদে-পোড়া গালে চুমো খেয়ে বারবারা বলল, "আমি নিশ্চিত জানি যে আমাদের দু'জনের খুব ভাব হবে।"

"আমিও সেই রকম আশাই করছি;" নেভাডা বলল।

বুড়ো জেরোম বললেন, "আদরের ভাই-ঝি আমার, তোমাকে স্বাগত জানাই; মনে কর, যেন তোমার বাবার বাড়িতেই এসেছ।"

"ধন্যবাদ," নেভাডা বলল।

মনভোলানো হাসি হেসে গিলবার্ট বলল, "আমি তোমাকে 'বোনটি' বলেই ডাকব।"

নেভাডা বলল, "দয়া করে এই মালটা ধর। এটার ওজন দশ লাখ পাউণ্ড। বাবার ছ'টা পুরনো খনি থেকে সংগ্রহ-করা নমুনাগুলো এর মধ্যে আছে।"

॥ ২ ॥

যখনই একটি পুরুষ এবং দুটি মহিলা, অথবা একটি মহিলা এবং দুটি পুরুষ, অথবা একটি মহিলা, একটি পুরুষ এবং একজন সম্ভ্রান্ত লোক—তাদের মধ্যে কোন রকম স্বাভাবিক জটিলতা দেখা দেয়, তখন এরকম যে কোন সমস্যাকে প্রচলিত রীত অনুসারে বলা হয় ত্রিভূজ। কিন্তু সেগুলি কখনই নিঃশর্ত ত্রিভূজ নয়। সব সময়ই সেগুলি সমদ্বিবাহু ত্রিভূজ—কখনই সমবাহু নয়। অতএব, নেভাডা ওয়ারেন আসার পরে সে ও গিল্‌বার্ট ও বারবারা রস মিলে তেমনই একটি ত্রিভূজ গড়ে তুলল; আর সেই ত্রিভূজের বারবারা হল অতিভূজ।

একদিন সকালে বুড়ো জেরোম প্রাতরাশের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত শহরের সব চাইতে একঘেয়ে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রটির উপর মুখ গুঁজে বসেছিলেন। নেভাডাকে তার খুবই ভাল লেগে গেছে; মেয়েটির মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন মৃত ভাইটির শান্ত, স্বাধীন চিত্ত এবং অকৃত্রিম সরল স্বভাবের পরিচয়।

একটি পরিচারিকা মিস্ নেভাডা ওয়ারেনকে লেখা একটি চিরকুট এনে দিল। বলল, "একটি পত্রবাহক ছেলে দরজায় দাঁড়িয়েই এটা দিল। সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।"

দাঁতের ফাঁক দিয়ে স্প্যানিশ ওয়াল্‌জ্-এর সুরে একটা শিস দিতে দিতে নেভাডা রাস্তার গাড়ি ও অটোর চলাচল দেখছিল। সে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। চিঠিটা খোলার আগেই বাঁ দিককার উপরের কোণের সোনালী চিহ্নটা দেখেই সে বুঝতে পারল চিঠিটা এসেছে গিল্‌বার্টের কাছ থেকে।

খামটা ছিঁড়ে সে কিছু সময়ের জন্য তার মধ্যেই ডুবে গেল। তারপর গম্ভীর মুখে জেঠার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

"জেরোম জেঠু, গিলবার্ট খুব ভাল ছেলে, তাই না?"

বুড়ো জেরোম বললেন, "তাই বুঝি সোনা মা! ভাল ছেলে হবে না? আমি নিজের হাতে তাকে মানুষ করেছি।"

নেভাডা বলল, "এই চিঠি তুমি পড় জেঠু; তারপর বল, তুমি কি এটাকে উচিত বলে মনে কর? কি জান, শহরে লোকজন ও তাদের চাল-চলন আমি ঠিক জানি না।"

বুড়ো জেরোম খবরের কাগজটা ফেলে দিয়ে দুটো পা তার উপর তুলে দিলেন। চিঠিটা পড়লেন। তারপর খুব মন দিয়ে দ্বিতীয় বার পড়লেন, এবং তৃতীয় বার।

তারপর বললেন, "মাগো, তোমার কথা শুনে আমি তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। অবশ্য ও ছেলেকে আমি ভাল করেই চিনি। একেবারে ওর বাবার ছাঁচে গড়া; সোনা-বাঁধানো হীরের টুকরো। তুমি ও বারবারা আজ বিকেল চারটের সময় মোটরে চেপে 'লং আইল্যাণ্ডে' যাবার জন্য তৈরি থাকতে পারবে কিনা—সে তো কেবল এইটুকুই জানতে চেয়েছে। আমি তো এর মধ্যে নিন্দে করার মত কিছু দেখছি না, তবে—চিঠির কাগজটা ছাড়া। নীল রংয়ের কাগজটা আমি কোন দিনই দেখতে পারি না।"

নেভাডা সাগ্রহে প্রশ্ন করল, "যাওয়াটা ঠিক হবে তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়। কেন ঠিক হবে না? তবু, তুমি যে এত সতর্ক সাবধান হয়েছ, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। যাবে, অবশ্যই যাবে।"

নেভাডা বলল, "আমি বুঝতে পারি নি। তাই ভাবলাম, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না জেঠু।"

"আমি? না, না, না! কেবল একবারই আমি মোটর গাড়িতে চেপেছি, আর সে গাড়িও ওই ছেলেই চালিয়েছিল। আর কোন দিন চড়ি নি! কিন্তু তোমার ও বারবারার যাওয়ায় কোন বাধা নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু আমি যাব না। না, না, না!"

একছুটে দরজার কাছে গিয়ে নেভাডা পরিচারিকাকে বলল, "আমরা নিশ্চয় যাব। মিস্ বারবাবার হয়েই আমি বলছি। ছেলেটাকে বলে দাও। সে যেন মিঃ ওয়ারেনকে গিয়ে বলে, 'আমরা নিশ্চয় যাব।'

বুড়ো জেরোম হাঁক দিয়ে বললেন, "নেভাডা, আমাকে মাপ কর, কিন্তু আমি বলছিলাম কি, তাকে একটা চিঠি লিখে জবাবটা জানিয়ে দিলে ভাল হয় না? কেবল একটা লাইন লিখলেই চলবে।"

নেভাডা সানন্দে বলল, "না, তার কোন দরকার হবে না। গিলবার্ট ঠিকই বুঝতে পারবে—সে সর্বদাই সব কিছু ঠিকই বোঝে। আমি জীবনে কখনও মোটর গাড়িতে চড়ি নি। কিন্তু শাল্‌তি চালিয়ে 'লস্ট হর্স' গিরিখাতের ভিতর দিয়ে 'লিট্‌ল্ ডেভিল' নদীতে গিয়েছি। মোটরে যাওয়াটা তার চাইতেও চমৎকার কিনা সেটা জানতে খুব ইচ্ছা করছে!"

॥ ৩ ॥

ধরে নেওয়া যাক, তারপর দুই মাস কেটে গেছে।

বারবারা বসে আছে এক লাখ ডলারের বাড়ির পড়ার ঘরে। তার পক্ষে ঘরটা বেশ ভাল। পৃথিবীতে সময় কাটাবার মত অনেক রকম জায়গা আছে; তার মধ্যে পড়ার ঘরটিই সবার সেরা।

সাধারণত, অতিভূজটিই যে একটা ত্রিভূজের সব চাইতে দীর্ঘ রেখা সেটা বুঝতে অতিভূজের অনেক দিন সময় লাগে। কিন্তু সেই দীর্ঘ রেখাটায় কোন বাঁক থাকে না।

বারবারা একা ছিল। জেরোম জেঠা ও নেভাডা গিয়েছিলেন থিয়েটারে। বারবারা ইচ্ছে করেই যায় নি। সে চেয়েছিল, বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করবে।

ওক কাঠের লাইব্রেরি টেবিলে বসে সে একটা সিল-করা চিঠি নাড়াচাড়া করছিল। চিঠিটা নেভাডা ওয়ারেনকে লেখা। খামের বাঁ হাতের উপরের কোণে গিল্‌বার্টের ছোট সোনালী চিহ্নটা আঁকা। নেভাডা চলে যাবার পরে ন'টার সময় ডাক-পিওন চিঠিটা দিয়ে গেছে।

চিঠিতে কি লেখা আছে সেটা জানবার জন্য বারবারা তার মুক্তোর নেকলেসটাও দিয়ে দিতে রাজী, কিন্তু যে কোন উপায়ে চিঠিটা খুলে পড়তেও সে পারে না, কারণ সমাজে তাঁর মর্যাদাই এ ধরনের কাজের পথে বড় বাধা। উজ্জ্বল আলোর সামনে

খামটাকে ধরে চিঠির কয়েকটা লাইন পড়ার চেষ্টা সে করল, কিন্তু গিলবার্ট চিঠির জন্য যে ধরনের খাম ও কাগজ ব্যবহার করে তাতে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

থিয়েটারের যাত্রীরা সাড়ে এগারোটার সময় ফিরল। সুন্দর শীতের রাত। ট্যাক্সি থেকে দরজা পর্যন্ত আসতেই পূবের হাওয়ায় তেরছাভাবে ছুটে-আসা বরফের টুকরোয় তাদের সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল। বুড়ো জেরোম ট্যাক্সি-পরিষেবার অব্যবস্থা এবং রাস্তার যানজট নিয়ে কিছুক্ষণ বকবক করলেন। গোলাপের মত সুন্দরী নেভাডা তার নীলকান্ত মণির মত চোখের ঝিলিক হেনে একটানা বলে যেতে লাগল তার বাবার বাড়ির চারদিককার পাহাড়ের ঝড়ের রাতের গল্প। আর এমন একটা শীতের পরিবেশে বারবারা ঠাণ্ডা মাথায় এক মনে কাঠ কাটতে লাগল—তার চাইতে ভাল আর কোন কাজের কথা তার মাথায়ই এল না।

বুড়ো জেরোম সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে গেলেন গরম জলের বোতল আর কুইনিনের খোঁজে। নেভাডা এক ফাঁকে তার মনের মত পড়ার ঘরটাতে ঢুকে একটা হাতল চেয়ারে বসে পড়ল এবং হাতের দস্তানার বোতাম খুলতে খুলতে "নাটক"টার দোষ-ত্রুটির বিবরণ শোনাতে লাগল।

বারবারা এসে বলল, "তোমার একটা চিঠি আছে ভাই। তোমার বেরিয়ে যাবার পরেই একটি লোক এটা দিয়ে গেছে।"

একটা বোতাম ধরে টানতে টানতে নেভাডা প্রশ্ন করল, "কার চিঠি?"

বারবারা হেসে বলল, "সত্যি জান না? তবে আমি একটু অনুমান করতে পারি। খামের এক কোণে একটা ছোট চিহ্ন আঁকা আছে যেটা গিলবার্টের চিঠির খামেই থাকে।"

বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে নেভাডা বলল, "আমাকে আবার সে কি লিখেছে তাতো জানি না।"

বারবারা বলল, "আমরা সকলেই এক; অর্থাৎ মেয়েরা। আমরা তো ডাকঘরের ছাপ দেখেই চিঠিতে কি লেখা আছে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করি। শেষ ব্যবস্থা হিসাবে একটা কাঁচির সাহায্য নিয়ে চিঠিটাকে উল্টো দিক থেকে পড়বার চেষ্টা করি। এই নাও তোমার চিঠি।"

চিঠিটাকে নেভাডার দিকে ঠেলে দেবার মত একটা ভঙ্গি সে করল।

"যত সব বাঘা বনবিড়াল!" নেভাডা চেঁচিয়ে উঠল। "এই বোতামগুলো ভারি গোলমেলে। আঃ, বারবারা, দয়া করে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়। এই দস্তানা খুলতে আমার রাত বারোটা বেজে যাবে!"

"সে কি সোনা? তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে তোমাকে লেখা গিলবার্টের চিঠিটা আমি পড়ে দেব? এটা তোমার চিঠি, সে-চিঠি অন্য কেউ পড়বে কেন?"

নেভাডা স্থির, শান্ত, নীলকান্ত মণির মত চোখ দুটি দস্তানা থেকে তুলে একবার তাকাল।

বলল, "কেউ আমাকে কখনও এমন কিছু লেখে না যা অন্য কেউ পড়তে পারে না। তুমিই পড় বারবারা। গিলবার্ট হয়তো চাইছে যে আমরা কাল আবার তার গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যাই।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবারা খামটা খুলল। বলল, "ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, আমি চিঠিটা পড়ছি।"

খামটা ছিঁড়ে সে দ্রুতবেগে দৃষ্টি চালিয়ে চিঠিটা পড়ে ফেলল; আবার পড়ল; তারপর বাঁকা চোখে নেভাডার দিকে তাকাল। ঠিক সেই সময়টাতে নেভাডাকে দেখে তার মনে হল যে এই দস্তানা জোড়াটাই বোধ হয় তার কাছে সব চাইতে আগ্রহের বস্তু; আর একজন উঠতি শিল্পীর চিঠি মঙ্গল গ্রহ থেকে পাঠানো বার্তার চাইতে বেশি কিছুই নয়।

বারবারা পনেরো সেকেণ্ডের মত সময় স্থির দৃষ্টিতে নেভাডার দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর এত সূক্ষ্ম একটু হাসি হাসল যাতে তার মুখটা এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগমাত্র ফাঁক হল এবং তার চোখ দুটিও সেই অনুপাতে কুঞ্চিত হল।

সৃষ্টির আদি কাল থেকেই কোন নারী অন্য একটি নারীর কাছে রহস্যময়ী হয়ে থাকতে পারে নি। আলোকরশ্মির মত তীব্র গতিতে একটি নারী অপর এক নারীর অন্তর ও মনের মধ্যে প্রবেশ করে তার ভগ্নীসমার প্রতিটি সূক্ষ্মতম বাণীর ইঙ্গিতকে ধরতে পারে, তার গোপনতম বাসনাকে পড়তে পারে, আর চিরুণি যেমন একটি একটি মাথার চুলকে আলাদা করে ফেলতে পারে ঠিক তেমনভাবেই তার তীক্ষ্ণতম ছলনাকেও বিশ্লেষণ করতে পারে।

বারবারা প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করল।

তারপর কিছুটা বিচলিতভাবে বলল, "সত্যি নেভাডা, আমাকে দিয়ে চিঠিটা খোলানো তোমার উচিত হয় নি; আমি নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি, এ চিঠির কথাগুলি অন্য কেউ জানুক তা সে চায় নি।"

মুহূর্তের জন্য নেভাডা তার দস্তানার কথা ভুলে গেল।

তারপর বলল, "তাহলে সকলকেই পড়ে শোনাও। তুমি যখন চিঠিটা পড়েই ফেলেছ, তখন আর তফাৎ কি হবে? মিঃ ওয়ারেণ যদি আমাকে এমন কিছু লিখে থাকে যা অন্যের জানা উচিত নয়, তাহলে তো শুধু সেই জন্যই সকলেরই সেটা জানা উচিত।"

"বেশ," বারবারা বলল, "চিঠিতে লেখা আছে: 'প্রিয়তমা নেভাডা—রাত বারোটার সময় আমার স্টুডিওতে চলে এস। অবশ্যই এস।" উঠে গিয়ে বারবারা চিঠিটা নেভাডার কোলের উপর ফেলে দিল। বলল, "সব কথা জেনে ফেলেছি বলে আমি খুবই দুঃখিত। গিলবার্টের মত লোকের এ কাজ করা উচিত হয় নি। একটা কোন ভুল নিশ্চয় হয়েছে। তুমি কি ধরে নিতে পার না নেভাডা যে আমি এ সব জানি না? আমি এখনই উপরে চলে যাচ্ছি, আমার খুব মাথা ধরেছে। চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। হয় তো গিলবার্ট বুঝিয়ে বলবে। শুভ রাত্রি!"

॥ ৪ ॥

নেভাডা পা টিপে টিপে হল-ঘরে চলে গেল। তার কানে এল, বারবারা দোতলার দরজাটা বন্ধ করে দিল। পড়ার ঘরের ব্রোঞ্জের ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে পনেরো

মিনিট বাকি। সে সদর দরজায় ছুটে গেল। আর বরফের ঝড়ের মধ্যেই পথে নামল। গিলবার্ট ওয়ারেণের স্টুডিওটা ছয় স্কোয়ার দূরে।

অন্ধকার ঈস্ট রিভার থেকে ধেয়ে আসা সাদা নিঃশব্দ সেনাদল বাতাসের খেয়ায় চেপে শহরটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর মধ্যেই রাস্তার উপর এক ফুট গভীর বরফ জমে গেছে। বরফের দল যেন অবরুদ্ধ শহরের দেয়ালের গায়ে এসে ভিড় করেছে দেয়াল-টপকানো মইয়ের মত। বড় বড় রাজপথগুলো পম্পেই-র রাস্তার মত স্তব্ধ। গাড়িগুলো বরফের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের উপর শ্বেতপক্ষ সাগর-ঈগলের ঝাঁকের মত। মাঝে-মধ্যে দু'একটা মোটর গাড়ি ফেনায়িত ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে হিস্-হিস্ শব্দ করে এগিয়ে চলেছে বিঘ্নসংকুল পথে চলা সাবমেরিনের মত।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে ছোট একটা সামুদ্রিক পাখির মত ছুটতে লাগল নেভাডা।

রাস্তার মোড়ে একটি পুলিশ তাকে দেখে বলল, "আরে মাবেল! এত রাতে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

চলতে চলতেই নেভাডা বলল, "আমি—আমি একটু ওষুধের দোকানে যাচ্ছি।"

এ অজুহাতে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মানুষেরও মন গলে। এতেই কি প্রমাণ হয় না যে নারী জাতি চিরদিনই এক ও অদ্বিতীয়া, অথবা বুদ্ধিতে এবং ছলনায় পরিপক্ক হয়েই সে আদমের পাঁজর থেকে বেরিয়ে আসে?

হঠাৎ এক সময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠল স্টুডিওর বড় বাড়িটা। সেখানে বাণিজ্য ও তার শত্রু-প্রতিবেশী চারুকলার সহ-অবস্থান। এলিভেটারটা দশ তলায় গিয়ে থামল।

নরকের সিঁড়ির আটটা ধাপ উঠে নেভাডা ৮৯ নম্বরের দরজায় সজোরে ধাক্কা দিল। বারবারা ও জেরোম জেঠুর সঙ্গে অনেকবার সে এখানে এসেছে।

গিলবার্টই দরজা খুলে দিল। তার হাতে একটা পেন্সিল, চোখের উপর একটা সবুজের ছোপ, আর মুখে একটা পাইপ। পাইপটা মেঝেতে পড়ে গেল।

নেভাডা বলল, "আমার কি খুব দেরি হয়ে গেল? আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটতে ছুটতে আসছি। জেঠু ও আমি আজ সন্ধ্যায় থিয়েটারে গিয়েছিলাম। এই তো আমি এসেছি গিলবার্ট!"

নেভাডাকে ঘরের ভিতর এনে একটা বুরুশ দিয়ে গিলবার্ট তার গায়ের বরফের কুঁচিগুলো ঝেড়ে দিল। ইজেলের মাথায় সবুজ ঘেরা-টোপ দেওয়া একটা বড় আলো জ্বলছে। তারই আলোয় শিল্পী একটা স্কেচ করছিল।

নেভাডা বলল, "তুমি আমাকে আসতে লিখেছ, আমি এসেছি। চিঠিতে তুমি এইটুকুই লিখেছ। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?"

"আমার চিঠিটা তুমি পড়েছ?" গিলবার্ট শুধাল।

"বারবারাই চিঠিটা পড়ে আমাকে শুনিয়েছে। আমি পরে দেখেছি। তাতে লেখা ছিল: 'রাত বারোটার সময় আমার স্টুডিওতে এস। অবশ্যই এস।' আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, তোমার অসুখ করেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে তো সে রকম মনে হচ্ছে না।"

গিলবার্ট বলে উঠল, "আহা! কেন যে তোমাকে আসতে লিখেছি সেটা এখনই বলছি নেভাডা। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই—আজ রাতেই। আর আজই কী বরফ-ঝড়! তুমি রাজী তো?"

নেভাডা বলল, "তুমি হয় তো বুঝতে পেরেছ যে অনেক আগে থেকেই আমি রাজী আছি। আর আমি নিজেও এই রকম একটা ঝড়-বৃষ্টির রাতের কথাই ভেবেছিলাম। এই যে ফুল দিয়ে সেজে গির্জায় গিয়ে দুপুর বেলায় বিয়ে, ওটাকে আমি চিরকালই ঘৃণা করি গিলবার্ট। এই ভাবে বিয়ের প্রস্তাবটা করার মত মনের জোর যে তোমার আছে সেটা আমি ভাবতেও পারি নি। ওদের একেবারে অবাক করে দেব—এটা হবে আমাদের শোক-যাত্রা, তাই না?"

"কী আশ্চর্য!" গিলবার্ট বলল। "কথাটা কোথায় যেন শুনেছি। এক মিনিট সবুর কর। আমি একটা ছোট্ট ফোন করে আসি।"

ছোট ড্রেসিং-রুমে ঢুকে সে আকাশের বিদ্যুৎ প্রবাহকে কয়েকটা গদ্যময় সংখ্যা ও জেলায় পরিবর্তিত করে নিল।

"কে? জ্যাক? আরে ঘুম-কাতুরে! হ্যাঁ, উঠে পড়; আমি বলছি—হ্যাঁ, আমি। এখনই আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ। তোমার বোনকেও ঘুম থেকে ডেকে তোল—আমাকে আর কিছু জানাতে হবে না; ওকেও সঙ্গে নিয়ে এস—হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ, নেভাডা এখানেই আছে। বেশ কিছুদিন আগেই আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। এগ্নিসকে আনা চাই-ই। আনবে? কী ভাল ছেলে!"

গিলবার্ট নেভাডার কাছে ফিরে এল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল:

"আমার পুরনো বন্ধু জ্যাক পেটন ও তার বোন আমার এখানে আসছে পৌনে বারোটার সময়; কিন্তু জ্যাক সব সময়ই লেট-লতিফ! এইমাত্র তাদের টেলিফোনে বলে দিলাম তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা এসে পড়বে। আজ আমি পৃথিবীর সব চাইতে সুখী মানুষ নেভাডা। আজ তোমাকে যে চিঠিটা লিখেছি, সেটা কোথায়?"

গায়ের অপেরা-ক্লোকের তলা থেকে চিঠিটা বের করে নেভাডা বলল, "এখানেই রেখে দিয়েছি।"

খামের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে গিলবার্ট ভাল করে চিঠিটা পড়ল। তারপর চিন্তিতভাবে নেভাডার দিকে তাকাল। বলল, "মাঝ রাতে তোমাকে স্টুডিওতে আসতে বলায় তুমি কি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে?"

চোখ ঘুরিয়ে নেভাডা বলে উঠল, "কেন? মোটেই না! যত রাতই হোক, আর যত ঝড়-জলই হোক, তবু না।"

গিলবার্ট তখনই পাশের ঘরে ছুটল। ফিরে এল এক বোঝা ওভারকোট নিয়ে। ঝড়—বৃষ্টি—বরফ—সব তফাৎ যাও!

মুখে বলল, "এই রেন-কোটটা পরে নাও। সিকি মাইল পথ যেতে হবে। জ্যাক ও তার বোন দু'মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।" নিজেও একটা ওভারকোটের মধ্যে শরীরটাকে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, "ওঃ নেভাডা, টেবিলের উপর আজকের সান্ধ্য

খবরের কাগজটা আছে। ওটার শিরোনামগুলিতে একটু চোখ বুলিয়ে নাও তো। পশ্চিম অঞ্চলের খবর আছে। আমি জানি, পড়ে তোমার ভাল লাগবে।”

ওভারকোটটা গায়ে ঢোকাতে দেরি হচ্ছে—এই ভান করে গিলবার্ট একটা পুরো মিনিট অপেক্ষা করল; তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

নেভাডা একটুও নড়ে নি। বিস্মিত, বিষণ্ন মুখে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ঝড়ে ও তুষারে তার গালে যে রং লেগেছিল, তার বাইরে আর একটা রং ফুটে উঠল তার গালে; কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি স্থির।

সে বলল, “আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম, যেভাবেই হোক, আগে তুমি—আগে আমরা—মানে, সব কিছুর আগে। বাবা আমাকে একদিনের জন্যও স্কুলে পাঠায় নি। একটা শব্দও আমি পড়তে বা লিখতে শিখি নি। এখন, যদি—”

কানে এল—জ্যাকের নিদ্রালু পায়ের শব্দ, আর এগ্নিসের কৃতজ্ঞ পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

॥ ৫ ॥

মিঃ ও মিসেস গিলবার্ট যখন অনুষ্ঠানের শেষে ঢাকা গাড়িতে বসে বাড়ি ফিরছিল, তখন গিলবার্ট বলল:

“নেভাডা, তুমি কি সত্যি জানতে চাও, সেদিন রাতে যে চিঠিটা তোমাকে পাঠিয়েছিলাম তাতে কি লিখেছিলাম?”

“গুলি মারো তাতে,” কনে বলল।

গিলবার্ট বলল, “ঠিক এই কথাগুলিই লিখেছিলাম; ‘প্রিয় মিস্ ওয়ারেণ, ফুলের ব্যাপারে তোমার কথাই ঠিক। ফুলটা ছিল হাইড্রেঞ্জির, লিলাক নয়।”

নেভাডা বলল, “ঠিক আছে। কিন্তু ওটা ভুলে যাওয়াই ভাল। আসলে, ঠাট্টা তো বারবারাকে নিয়েই করা হয়েছিল।”

# একটু একটু করে

## Thimble, Thimble

কারখানার মালপত্র ও চামড়ার কটিবন্ধের প্রতিষ্ঠান “কার্টেরেট এন্ড কার্টেরেট” কোম্পানির কার্যালয় খুঁজে নেবার পথ-নির্দেশটা এই প্রকার:

ব্রডওয়ে ধরে সোজা এগিয়ে যেতে যেতে পার হবেন ক্রস্‌টাউন লেন, ব্রেড লেন, এবং ডেড লেন; তারপর মোড় নেবেন বাঁয়ে, ডাইনে; পার হয়ে যাবেন ঠেলা-গাড়ি; চার ঘোড়ায় টানা দুই-টনের ঠেলা-গাড়ির মুখটা পার হয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একটা সংকীর্ণ শৈলশিরার উপর উঠে তার পাশেই পাবেন পাথর ও লোহায় গড়া

একটা একুশ-তলা বাড়ি। সেই বাড়ির বারো তলায় "কার্টেরেট এন্ড কার্টেরেট" কোম্পানির কার্যালয়। যে কারখানায় তারা কারখানার মালপত্র ও চামড়ার কটিবন্ধ তৈরি করে সেটা ব্রুক্লীন-এ অবস্থিত। ব্রুক্লীন-এর কথা বাদ দিলেও এই সব মালপত্রের বিষয়েও আপনাদের কোন রকম আগ্রহ থাকবার কথা নয়। সুতরাং সমস্ত ঘটনাকে একটা এক অংকের, এক দৃশ্যের নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। তাতে পাঠকের পরিশ্রমের লাঘব হবে, আর প্রকাশকেরও খরচের সাশ্রয় হবে। অতএব: টাইপ-করা চারটি পৃষ্ঠা এবং কার্টেরেট এণ্ড কার্টেরেট-এর অফিস-বয় পার্সিভাল-এর মুখোমুখি হবার সাহস যদি আপনার থাকে তাহলে ভিতরকার আপিসের একটা বার্নিশ-করা চেয়ারে বসে পড়ুন এবং বুড়ো কালো মানুষ, শিকারী দলের পাহারাদার ও একটি খোলাখুলি প্রশ্ন নিয়ে লেখা ছোট হাসির নাটকটি দেখুন। নাটক শেষ হলেই বুঝতে পারবেন যে এর অধিকাংশটাই প্রয়াত মিঃ ফ্রাংক স্টকটন-এর লেখা থেকে ধার করা।

প্রথমেই আপনাকে শুনতে হবে একটি জীবনী। আমি চিনির প্রলেপ দেওয়া কুইনিন বটিকার বিপরীত রীতিতে বিশ্বাসী—তেতো প্রলেপটাকেই বাইরে রাখি।

কার্টেরেটরা একটি প্রাচীন ভার্জিনিয়া পরিবারের মানুষ। অনেক কাল আগে এই পরিবারের ভদ্রমহোদয়গণ কোঁচানো ফিতের জামা পরতেন, ধাতুর পাত বহন করতেন, অনেক বাগানের মালিক ছিলেন, এবং ক্রীতদাসদের পুড়িয়ে মারতেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলে তাদের বিষয়-সম্পত্তির বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল।

যাই হোক, কার্টেরেটদের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আমি আপনাকে ১৬২০ সালের আগে নিয়ে যাব না। দু'জন আসল আমেরিকান কার্টেরেট সেই বছরই এ দেশে এসেছিলেন, কিন্তু দুটি আলাদা যানে। এক ভাই জন এসেছিলেন "মেফ্লাওয়ার" জাহাজে চেপে; হয়েছিলেন তীর্থযাত্রী যাজক। তাঁর ছবি আপনারা অনেক পত্রিকার প্রচ্ছদে দেখেছেন। অন্য ভাই ব্ল্যাণ্ডফোর্ড কার্টেরেট নিজের দুই মাস্তুলের জাহাজে সাগর পার হয়ে এসে ভার্জিনিয়ার উপকূলে নেমেছিলেন এবং এফ. এফ. ভি. হয়েছিলেন। তীর্থযাত্রী যাজক জন তাঁর ধর্মকর্ম ও তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধির গুণে খ্যাতিমান হয়েছিলেন; আর ব্ল্যাণ্ডফোর্ড খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁর অহংকার, মিষ্টি পানীয়, শিকার ও ক্রীতদাস-সেবিত বিরাট চাষ-আবাদের মালিক হিসাবে।

তারপরেই শুরু হল গৃহযুদ্ধ। (এই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আমি সংক্ষেপেই সারব। স্টোনওয়াল জ্যাকসন গুলি খেয়ে মারা গেলেন; লী আত্মসমর্পণ করলেন; গ্রান্ট বিশ্বভ্রমণে গেলেন; তুলোর দাম বাড়ল; ওল্ড-ক্রো হুইস্কি আর জিম-ক্রো গাড়ি আবিষ্কৃত হল; জর্জিয়া প্রেসিডেন্টকে পাঠালো ষাট পাউণ্ড তরমুজ—আর সেখান থেকেই আমাদের গল্প শুরু হল।)

ইয়াংকি কার্টেরেটরা যুদ্ধের অনেক আগেই ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল। "চামড়ার কোমরবন্ধ এবং কারখানার মালপত্র সরবরাহ" প্রসঙ্গে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে তাদের পরিবারটি ছিল রাগী, উদ্ধত এবং নিরেট—আপনারা ডিকেন্স-এর বইতে সেকালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সব চা-আমদানিকারকদের কথা পড়েছেন, ঠিক তাদেরই মতন।

যুদ্ধ চলাকালে এবং তারপরে ব্র্যাণ্ডফোর্ড কার্টেরেট হারালেন তাঁর চাষ-আবাদ, মিষ্টি পানীয়, শিকার, এবং জীবনটাও। বংশধরদের জন্য রেখে গেলেন যৎসামান্য সম্পত্তি ও তার অহংকার। তারপরের ঘটনা এই দাঁড়াল যে পনেরো বছরের পঞ্চম ব্র্যাণ্ডফোর্ড কার্টেরেট উক্ত নামের চামড়ার কোমরবন্ধ ও কারখানার মালপত্র সরবরাহ কোম্পানির একটি শাখার কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেল উত্তর অঞ্চলে গিয়ে ব্যবসা শিখবে—তাকে ছেড়ে দিতে হবে শেয়াল-শিকার করা, পূর্ব পুরুষের নাম নিয়ে গর্ব করা এবং দরিদ্র পরিবারের যৎসামান্য জমিজমা। সুযোগ পেয়ে ছেলেটি তার সদ্ব্যবহার করল; পঁচিশ বছর বয়সেই পঞ্চম জন-এর সমান অংশীদার হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আপিসে বসল। এখানেই আমাদের গল্প আবার শুরু হল।

একই বয়সের দুই যুবক; মসৃণ মুখ, সদাসতর্ক, সহজ চালচলন; সব কিছুতেই মানসিক ও দৈহিক সক্ষমতার প্রকাশ। কামানো গোঁফ-দাড়ি, নীল সার্জের পোশাক, মাথায় খড়ের টুপি, মুক্তোর টাই-পিন—অন্য যে কোন নিউ ইয়র্কের যুবকেরই মত—তা সে কোটিপতিই হোক, আর করণিকই হোক।

একদিন বিকেল চারটের সময় প্রতিষ্ঠানে নিজের ব্যক্তিগত ঘরে বসে ব্র্যাণ্ডফোর্ড কার্টেরেট একটা চিঠি খুলল। এইমাত্র জনৈক করণিক চিঠিখানা তার ডেস্কে রেখে গেছে। চিঠি পড়ে সে মিনিটখানেক ধরে বেশ শব্দ করেই হাসতে লাগল। জনও নিজের ডেস্ক থেকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

ব্র্যাণ্ডফোর্ড বলল, "আমার মার চিঠি। তার মজার অংশটা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। প্রথমেই পাড়াপড়শি সকলের খবর লিখেছে। তারপর আমাকে সাবধান করে দিয়েছে যেন পা ভিজে না রাখি, আর সঙ্গীতবহুল হাসির নাটক না দেখি। তারপরেই আছে গরু-মোষের ও শূকরছানাদের খবর, এবং ফসলের একটা মোটামুটি হিসাব। এইবার কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"আর তুমি কি মনে কর! বুড়ো জেক খুড়ো—যার বয়স এখন ছিয়াত্তর বছর—সেও ভ্রমণে যাবেই। কিছুতেই ছাড়বে না, নিউ ইয়র্কে গিয়ে "মাস্টার ব্র্যাণ্ডফোর্ড"-এর সঙ্গে দেখা করবেই। বয়সে বৃদ্ধ হলেও এখনও তার জ্ঞানগম্যি হারায় নি, তাই আমি তাকে বাধা দেই নি—দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তার সব আশা-আকাংখা এই বিশ্ব-ভ্রমণেই কেন্দ্রায়িত হয়েছে। তুমি তো জান, এই আবাসেই তার জন্ম হয়েছে, এবং এখানকার জীবনযাত্রা ছেড়ে দশ মাইল দূরেও সে কখনও যায় নি। আর যুদ্ধের সময় সেই ছিল তোমার বাবার দেহরক্ষী, সেবক এবং সব সময় এই পরিবারের প্রজা ও সেবক। যে সোনার হাত-ঘড়িটা তোমার বাবার ছিল, তার বাবারও ছিল, সেটা সে প্রায়ই নেড়েচেড়ে দেখে। আমি তাকে বলেছিলাম, এটা তোমার ঘড়ি; তাতে সে আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে, আমি যেন তাকে অনুমতি দেই যাতে সে নিজে গিয়ে ঘড়িটা তোমার হাতে তুলে দিতে পারে।

"তাই সেটা তাকে দিয়েছি; সেটাকে একটা হরিণের চামড়ার বাক্সে সে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, এবং রাজার বার্তাবহের মতই গর্ব ও গুরুত্বের সঙ্গে সেটা তোমার হাতে তুলে দেবে বলে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা, সে যাতে

ওখানে থাকবার ভাল জায়গা পায় তার ব্যবস্থা তুমি করবে; বেশি সেবা-যত্নের তার দরকার হয় না—নিজের কাজকর্ম সে নিজেই করতে পারে। কিন্তু আমি খবরের কাগজে পড়েছি যে ওখানকার আফ্রিকান বিশপ আর কালো রাজা-রাজরারা নাকি ইয়াংকি শহরে থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে খুবই কষ্টভোগ করে। সেটা হয়তো ঠিকই; কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, কেন সেরা হোটেলগুলিতে জেককে থাকতে দেওয়া হবে না। তবু, হয় তো এটাই ওখানকার নিয়ম।

"সে যাতে তোমাকে খুঁজে বের করতে পারে সেজন্য পুরো পথ-নির্দেশ আমি তাকে বলে দিয়েছি; নিজের হাতে তার থলেটা গুছিয়ে দিয়েছি। তাকে নিয়ে তোমাকে কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে হবে না; কিন্তু আমি আশা রাখি যে তার সব রকম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা তুমি করে দেবে। যে ঘড়িটা সে তোমাকে দেবে সেটা তার হাত থেকেই নিও—ওটা একটা সম্মানের প্রতীক। বাচ্চা কার্টেরেটরাই এটা পরেছে; আজও ঘড়িটায় একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়ে নি, একটা চাকাও ভুল চলে না। এটাকে তোমার কাছে নিয়ে যাওয়াটাই বুড়ো জেক-এর জীবনের একটা সেরা আনন্দ। আমিও চেয়েছি যে আরও দেরি হবার আগেই এই ছোটখাট ভ্রমণের আনন্দটা সে ভোগ করুক। তুমি তো অনেকবার আমাদের মুখেই শুনেছ, কেমন করে নিজে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েও জেক রক্তে রাঙা ঘাসের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে চ্যান্সেলার্সভিল-এ পৌঁছে গিয়েছিল, যেখানে তোমার বাবা বুকে বুলেটবিদ্ধ হয়ে পরেছিলেন, আর সে ঘড়িটাকে "ইয়াংকি'দের হাত থেকে বাঁচাতে তার পকেট থেকে তুলে এনেছিল।

"অতএব, বাছা আমার, এই বুড়ো মানুষটা যখন তোমার কাছে যাবে তখন তাকে সেকালের জীবন ও বাড়ির একজন ভঙ্গুর অথচ যোগ্য বার্তাবহ রূপেই দেখো।

"তুমি এত দীর্ঘকাল বাড়ি থেকে দূরে আছ আর এত বেশি দিন তাদের মধ্যেই কাটিয়েছ যাদের আমরা সব সময়ই বিদেশী বলে মনে করেছি যে তোমাকে দেখলে জেক চিনতে পারবে কি না নিশ্চয় করে বলতে পারছি না। কিন্তু জেকের দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর, তাই আমি বরং বিশ্বাস করি যে একজন ভার্জিনিয়া কার্টেরেটকে সে দেখামাত্রই চিনে ফেলবে। আমি তো ভাবতেই পারি না যে ইয়াংকি দেশে দশ বছর বাস করলেও আমার ছেলের এত বেশি পরিবর্তন হতে পারে। যাই হোক, আমি নিশ্চিত জানি যে আমার ছেলে অবশ্যই জেককে চিনতে পারবে। তার থলেয় আমি আঠারোটা ডলার দিয়ে দিলাম। দয়া করে দেখ সে যেন সঠিক জিনিসই কিনতে পারে। সে তোমার কোন অসুবিধাই করবে না।

"তুমি যদি খুব বেশি ব্যস্ত না থাক তাহলে তাকে এমন একটা থাকার জায়গা খুঁজে দিও যেখানে সে সাদা-খাবার আর যবের রুটি পাবে; আরও চেষ্টা করো, তাকে যেন তোমার আপিসে বা রাস্তায় জুতো খুলতে না হয়।

"যদি সময় করতে পার তাহলে তার রুমালগুলো যখন ধোয়া হয়ে ফেরৎ আসে সেগুলো একবার গুনে নিও। সে যাবার আগে আমি তাকে এক ডজন নতুন রুমাল কিনে দিয়েছি। এই চিঠি যখন তুমি পাবে ততদিনে সে হয়তো ওখানে পৌঁছে যাবে।

আমি তাকে বলে দিয়েছি, ওখানে পৌঁছে সে যেন সোজা তোমার আপিসে চলে যায়।"

ব্র্যাণ্ডফোর্ড চিঠিটা পড়া শেষ করামাত্রই একটা ঘটনা ঘটল ( গল্পে এরকমটা ঘটাই উচিত, আর মঞ্চে তো অবশ্যই ঘটা চাই )।

আপিস-বয় পার্সিভাল ঘরে ঢুকে জানাল, বাইরে একটি কালো ভদ্রলোক মিঃ ব্র্যাণ্ডফোর্ড কার্টেরেটের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

ব্র্যাণ্ডফোর্ড উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাকে ভিতরে নিয়ে এস।"

জন কার্টেরেট চেয়ারেই ঘুরে গিয়ে পার্সিভালকে বলল, "তাকে কয়েক মিনিট বাইরে অপেক্ষা করতে বল। আমরাই বলে দেব, কখন তাকে ভিতরে নিয়ে আসব।"

তারপর ভাইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে সব কার্টেরেটদের জন্মগত বিস্তৃত হাসি হেসে বলল :

"ব্র্যাণ্ড, তোমরা গর্বিত দক্ষিণীরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর যে 'তোমাদের' এবং উত্তরের মানুষদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে আর সেটা বুঝবার একটা অদম্য কৌতূহল আমার মনে সব সময়েই থাকে। অবশ্য আমি জানি যে তোমরা নিজেদের একটা সূক্ষ্মতর মাটি দিয়ে তৈরি বলে মনে কর এবং আদমকে মনে কর তোমাদের পূর্বপুরুষদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শাখা; কিন্তু কেন সেটাই আমি বুঝতে পারি না। আমাদের মধ্যে এই পার্থক্যটা আমি কোন দিনই বুঝতে পারি নি।"

ব্র্যাণ্ডফোর্ড হেসে বলল, "দেখ জন, কেবল এই পার্থক্যটাই তুমি বুঝতে পার না। আমার ধারণা, যে সামন্ততান্ত্রিক জীবন আমরা যাপন করি সেটাই আমাদের মনে জাগিয়ে তুলেছে একটা জমিদারসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নাসিক মনোবৃত্তি।"

জন বলল, "কিন্তু তুমি তো এখন সামন্ততান্ত্রিক নও। যেহেতু আমরা তোমাদের চেটে খেয়েছি এবং তোমাদের তুলো ও খচ্চরগুলো চুরি করেছি, তাই তোমাদের কাজ করে খেতে হচ্ছে, ঠিক যে ভাবে আমরা—যাদের তোমরাও যুদ্ধের আগে যে রকম গর্বিত, বিচ্ছিন্ন ও উচ্চ শ্রেণীর মনোভাবাসম্পন্ন ছিলে এখনও ঠিকই তাই আছ। সুতরাং অর্থ-কৌলিন্য এর কারণ নয়।"

ব্র্যাণ্ডফোর্ড হাল্কাভাবেই বলল, "হয় তো আবহাওয়া, অথবা আমাদের নিগ্রোরাই আমাদের নষ্ট করে দিয়েছে। বুড়ো জেককে আমি এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি। বুড়ো শয়তানটাকে আবার দেখতে পেলে আমি খুব খুশি হব।"

"একটু অপেক্ষা কর," জন বলল। "আমার একটা মতবাদ আছে; আমি সেটা যাচাই করে দেখতে চাই। তুমি আর আমি দেখতে অনেকটাই এক রকম। তোমার পনেরো বছর বয়সের পর থেকে বুড়ো জেক তোমাকে কখনও দেখে নি। তাকে ভিতরে ডেকে এনে আমি দেখতে চাই ঘড়িটা সে কাকে দেয়। বুড়ো কালো মানুষটা নিশ্চয় সহজেই তার 'ছোট মাস্টার'কে চিনে নিতে পারবে। একজন 'বিদ্রোহী'র তথাকথিত আভিজাত্যবোধ নিশ্চয় তার চোখে ধরা পড়বে। একজন ইয়াংকির হাতে ঘড়িটা তুলে দেবার মত ভুল সে নিশ্চয় করবে না। এই পরীক্ষায় যে হারবে তাকে আজ সন্ধ্যার ডিনারের খরচ দিতে হবে এবং জেককে দিতে হবে ১৫$\frac{১}{২}$ ডলার দামের দুই ডজন রুমাল। ঠিক আছে?"

ব্ল্যাণ্ডফোর্ড সানন্দে সম্মতি দিল। পার্সিভালকে ডাকা হল এবং হুকুম করা হল, "কালো ভদ্রলোক"টিকে ভিতরে নিয়ে আসা হোক।

জেক খুড়ো খুব সাবধানে আপিস-ঘরে ঢুকল। একটি ছোটখাট বুড়ো মানুষ, ঝুলকালির মত কালো, ভাঁজ-পড়া চামড়া, টাক মাথা—ভাল করে ছাঁটা এক গুচ্ছ সাদা চুল শুধু কানের উপর দিয়ে ঝুলে আছে। রঙ্গমঞ্চের "খুড়ো"র ছিঁটেফোঁটাও তার মধ্যে ছিল না; কালো সুটটা তার গায়ে মোটামুটি মানিয়ে গেছে; জুতোজোড়া চক্‌চক্ করছে; খড়ের টুপিতে একটা ঝক্‌ঝকে ফিতে লাগানো। তার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে কোন একটা জিনিস লুকিয়ে রেখেছে।

জেক খুড়ো দরজা থেকে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুটি যুবক যার যার ঘুরন্ত ডেক-চেয়ারে বসে আছে দশ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে। বন্ধুত্বপূর্ণ নীরবতায় তারা জেকের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি পড়ছে একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে। সে নিশ্চিতভাবে জানে যে এদের মধ্যে অন্তত এমন একজন আছে যে সেই সম্মানিত পরিবারের মানুষ যাদের সৌভাগ্যের মধ্যে তার জীবন শুরু হয়েছিল এবং শেষ দিনটি পর্যন্ত কাটাতে হবে।

একজনের মধ্যে আছে মনোরম কিন্তু উদ্ধত কার্টেরেট চরিত্র; অপরজনের আছে—অভ্রান্ত খাড়া, দীর্ঘ পারিবারিক নাক। দু'জনেরই তীক্ষ্ণ, কালো চোখ, আনুভূমিক ভুরু, পাতলা, হাসিমাখা ঠোঁট। বুড়ো জেক ভেবেছিল, উত্তরের হাজার বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে সে তার যুবক মনিবকে মুহূর্তের মধ্যে চিনে নিতে পারবে; কিন্তু এখন ব্যাপারটা বেশ শক্ত মনে হল। এই পরিস্থিতিতে একটা কৌশলের আশ্রয় নেওয়াই তার কাছে শ্রেয় বলে মনে হল।

দুই যুবকের মাঝখানে চোখ রেখে সে বলে উঠল, "কেমন আছ মার্স ব্ল্যাণ্ডফোর্ড—কেমন আছ স্যা?"

"কেমন আছ জেক খুড়ো?" দু'জন এক সঙ্গে জবাব দিল। "বস। ঘড়িটা এনেছ তো?"

সম্মানজনক দূরত্বে একটা শক্ত আসনের চেয়ার বেছে নিয়ে জেক খুড়ো তার এক প্রান্তে বসল, আর টুপিটাকে সাবধানে রেখে দিল মেঝেতে। হরিণের চামড়ার খাপে রাখা ঘড়িটাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল। একদিন সে যে এই ঘড়িটাকে তার "পুরনো মনিব"-এর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিল সেটা তো বিনা যুদ্ধে অন্য এক শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দিতে পারবে না।

"হ্যাঁ স্যা; সেটা আমার হাতের মধ্যেই আছে স্যা। এক মিনিটের মধ্যেই আমি সেটাকে তোমার হাতে তুলে দেব। কর্ত্রীঠাকরুণ আমাকে বলে দিয়েছে এটাকে ছোট মনিবের হাতে তুলে দিয়ে আমি যেন তাকে বলে দেই—পরিবারের গৌরব ও মর্যাদার খাতিরে সে যেন ঘড়িটা হাতে পরে। একজন বুড়ো নিগারের পক্ষে দশ হাজার মাইল দীর্ঘ পথ পার হয়ে আসা এবং আবার পুরনো ভার্জিনিয়াতে ফিরে যাওয়া বড়ই কষ্টকর ব্যাপার স্যা। তুমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছ ছোট মনিব। বুড়ো

মনিবের সঙ্গে তোমার চেহারার এত বেশি মিল না থাকলে আমি তোমাকে চিনতেই পারতাম না।"

আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে বুড়ো লোকটির দুটো চোখ দুটি যুবকের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে বারবার ঘোরাফেরা করতে লাগল। তার কথা বলার ভাবভঙ্গিটাও এমন যা দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। দুষ্ট বুদ্ধিতেও নয়, আবার বিকৃত বুদ্ধিতেও নয়, সে শুধু খুঁজছিল একটা স্মারক-চিহ্ন।

ব্র্যাণ্ডফোর্ড ও জন পরস্পরকে লক্ষ্য করে চোখ টিপল।

জেক খুড়ো বলতে লাগল, "আমি বুঝতে পারছি, মার চিঠিটা তুমি পেয়েছ। তিনি আমাকে বলেছেন, এখানে তোমাকে আমার আসার কথাটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবেন।"

জন সঙ্গে সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেক খুড়ো। ভাই ও আমি এখনই জানতে পেরেছি যে তুমি আসছ। তুমি তো জানই যে আমরা দু'জনই কার্টেরেট।"

ব্র্যাণ্ডফোর্ড বলল, "যদিও আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন জন্মেছে এবং বড় হয়েছে উত্তর অঞ্চলে।"

"সুতরাং তুমি যদি ঘড়িটাকে তুলে দাও---" জন বলল।

"আমার ভাই এবং আমি—" ব্র্যাণ্ডফোর্ড বলল।

"তাহলে—ভেবে দেখ—" জন বলল।

"তোমার জন্য ভাল থাকবার ঘর ঠিক করে রেখেছি," ব্র্যাণ্ডফোর্ড বলল।

প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে বুড়ো জেক হঠাৎ অট্টহাসি হাসতে শুরু করল। হাঁটু চাপড়াল, টুপিটা তুলে নিল, তারপর তার কোণাটাকে হাস্যকরভাবে বাঁকাতে লাগল। আর সেই সুযোগের আড়ালে থেকে সে নিরপেক্ষভাবে নিজের চোখ দুটোকে ঘোরাতে লাগল দুই যন্ত্রণাকারীর মাঝখানে, উপরে ও দূরে।

কিছুক্ষণ পরে সে মুচকি হেসে বলল, "আমি কি দেখছি জান! তোমরা দুই ভদ্রলোক একটি বেচারি বুড়ো নিগারকে নিয়ে তামাসা করছ। কিন্তু বুড়ো জেককে তোমরা বোকা বানাতে পারবে না। মার্স ব্র্যাণ্ডফোর্ড, তোমার উপর চোখ পড়ামাত্রই আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি যখন প্রথম বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলে তখন তোমার বয়স চোদ্দ বছরের বেশি হয় নি; কিন্তু দেখামাত্রই আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি তো বুড়ো মনিবের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। অপর ভদ্রলোকটিও অনেকটাই তোমার মত দেখতে স্যা; কিন্তু তুমি বুড়ো জেককে ঠকাতে পার নি। না স্যা।"

আর ঠিক একই সময়ে দুই কার্টেরেটই হেসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ঘড়িটা নিতে।

জেক খুড়োর বলিরেখাভর্তি মুখ থেকে হাসিখুশির ভাবটা মিলিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল যে তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা হচ্ছে। সে আরও বুঝল যে নিরাপত্তার দিকটা বিবেচনা করলে এই দুটি প্রসারিত হাতের যেটার মধ্যেই সে এই পারিবারিক রত্নটিকে রাখুক তাতে বিশেষ কোন তফাৎ হবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তার মনে হল যে কেবল তার গর্ব ও বিশ্বস্ততাই নয়, ভার্জিনিয়া কার্টেরেট বংশের অনেক কিছুর

ঝুঁকিই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ অঞ্চলে বসেই এই পরিবারের অপর একটি শাখা সম্পর্কে অনেক কিছুই সে শুনেছে: তারা উত্তর অঞ্চলে বাস করে এবং অপর পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে; তা শুনে তার মনে খুব কষ্ট হত। পুরনো মনিবের বিলাসবহুল রাজকীয় জীবনযাত্রা থেকে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে দারিদ্র্যের প্রায় শেষ সীমায় নেমে যাওয়া—এ সবই সে নিজের চোখে দেখেছে। আর আজ, 'বৃদ্ধা ঠাকরুণ'-এর আশীর্বাদপূত এবং সরল বিশ্বাসে তার হাতে তুলে দেওয়া সেই মানুষটির শেষ স্মৃতি-চিহ্নটি তাকে তুলে দিতে হবে এমন একজনের হাতে যে সেটাকে পরবে, দম দেবে, যত্ন করবে, আর তারই টিক-টিক শব্দের মধ্যে শুনতে পাবে ভার্জিনিয়ার কার্টেরেট পরিবারের অমলিন দিনগুলির কথা।

এই মুহূর্তে সে দু'টি যুবককে তার সমুখে দেখতে পাচ্ছে—দু'জনই সহজ, সরল, দয়ালু, ভদ্র; তাদের যে কোন একজনই তার বাঞ্ছিত ব্যক্তিটি হতে পারে। নিজের দুর্বল বিচার-ক্ষমতার জন্য ক্ষুব্ধ, বিচলিত ও অতীব দুঃখিত হয়ে বুড়ো জেক তার কৌশলের পথটা পরিত্যাগ করল। ঘড়ির হরিণের চামড়ার খাপটার ছোঁয়ায় তার ডান হাতটা ঘামে ভিজে উঠল। নিজেকে বড়ই অক্ষম ও দণ্ডযোগ্য মনে হতে লাগল। এবার সে খুবই গুরুত্ব দিয়ে নিজের বড় বড় হলুদ-সাদা দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে যুবকদ্বয়কে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল। পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার পরে দু'জনের মধ্যে একটি মাত্র পার্থক্য সে ধরতে পারল। একজনের সরু কাল নেকটাইতে একটি সাদা মুক্তোর স্টিকপিন লাগানো। অন্য জনের সরু নীল নেকটাইতে একটি কালো মুক্তো পিন দিয়ে আটকানো।

তার পরক্ষণেই হঠাৎ ঘটনার একটা মোড় ঘুরল; আর তাতেই বুড়ো জেক স্বস্তিবোধ করল।

পার্সিভাল ছোকরা একটা কার্ড হাতে করে ঘরে ঢুকল এবং কার্ডটা "নীল-টাই"য়ের হাতে দিল।

কার্ডটা হাতে নিয়ে 'নীল-টাই' সেটা পড়ল "অলিভিয়া ডি অরমণ্ড।" তারপর জিজ্ঞাসু চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'কালো-টাই' বলল, "ওকে ভিতরে ডেকে এনে ব্যাপারটার ফয়সালা করে নিচ্ছ না কেন?"

দু'জনের একজন যুবক বলল, "জেক খুড়ো, কিছু সময়ের জন্য চেয়ারটা ওই কোণে সরিয়ে নিলে কি তোমার খুব অসুবিধা হবে? বিশেষ কারণে একটি মহিলা দেখা করতে এসেছেন। আমাদের ব্যাপারটা পরে ঠিক করে নেব।"

যে মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে পার্সিভাল ঘরে ঢুকল তিনি সর্বতোভাবেই সুন্দরী। তার পরিধানে খুব দামী সাদা পোশাক। কিন্তু তাতে উটপাখির একটা অপরূপ পালক বসানো থাকায় তাকে পরমা রূপসী করে তুলেছে।

মিস্ ডি. অরমণ্ড "নীল-টাই"-এর ডেস্কের পাশে ঘুরন্ত চেয়ারটা দখল করল। আর ভদ্রলোক দুটি তাদের চামড়া-বসানো চেয়ার দুটো তার কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তারপর আবহাওয়ার কথা তুলল।

"ঠিক," মিস্ অরমণ্ড বলল, "আমিও লক্ষ্য করেছি, আজকের দিনটা গরম। কিন্তু এখন কাজের সময়, আমি আপনাদের বেশি সময় নষ্ট করব না। এবার কাজের কথায় আসা যাক।"

'নীল-টাই' বলল, "খুব ভাল কথা। আশা করি, আমার ভাই উপস্থিত থাকলে আপনি কিছু মনে করবেন না। সব ব্যাপারেই আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করে চলি।"

"ওঃ, না, না," মিস্ অরমণ্ড মিষ্টি গলায় বলল; "বরং আমি চাই যে তিনি সব কথা শুনুন। তিনি তো সবই জানেন। আসলে তিনিই তো এ ব্যাপারে আসল সাক্ষী, কারণ তিনি ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন।"

'কালো-টাই' প্রশ্ন করল, "আপনি কি কোন প্রস্তাব রাখবেন?"

মিস্ অরমণ্ড বলল, "আমার কাছেই তো প্রস্তাবটা এসেছে। সে প্রস্তাব যদি ঠিক থাকে, তাহলে তো সব মিটেই গেল। আগে সেটাই মীমাংসা করা হোক।"

"দেখুন, আমি যতদূর বুঝেছি—" নীল-টাই বলতে শুরু করল।

কালো-টাই বাধা দিয়ে বলল, "মাপ কর ভাই। কথাটা আমাকেই শুরু করতে দাও। মাস দুই আগে আমরা ছ' সাতজন মিলে একটা মোটর গাড়িতে চেপে এক দিনের জন্য গ্রামের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে পথের ধারে একটা বাড়িতে ঢুকেছিলাম ডিনার খেতে। আমার ভাই সেখানেই আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব রেখেছিল। অবশ্য আপনার রূপের টানেই সে এ কাজটা করতে বাধ্য হয়েছিল। আপনি যে রূপসী সেটা কেউ অস্বীকার করবে না।"

চমকদার হাসি হেসে সুন্দরী বলল, "আপনি আমার সংবাদপত্রের প্রতিবেদক হলে বড় ভাল হত মিঃ কার্টেরেট।"

কালো-টাই বলতে লাগল, "আপনি তো রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী মিস্ অরমণ্ড। নিশ্চয় আপনার অনেক ভক্ত আছে, আর তারা হয়তো আপনার কাছে প্রস্তাবও রাখে। আপনার মনে থাকার কথা যে আমরা দল বেঁধে সেখানে গিয়েছিলাম ফূর্তি করতে। অনেক বোতলের ছিপি সেখানে খোলা হয়েছিল। আমার ভাই যে আপনারও কাছে বিয়ের প্রস্তাব রেখেছিল সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আপনার কি এ রকম অভিজ্ঞতা হয় নি যে পরদিন সূর্যের আলোয় এ সব প্রস্তাব একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়? এক সন্ধ্যার সব বোকামী পরের দিন একেবারে ধুয়ে-মুছে যায়?"

মিস্ অরমণ্ড বলল, "হ্যাঁ, আমি সেটা ভাল করেই জানি। এ রকম খেলা আমিও খেলে থাকি। কিন্তু আমি যখন মামলাটা হাতে নিয়েছি তখন আমারও কিছু বলার আছে। ঐ একই প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করে লেখা আরও চিঠি আমি পেয়েছি। আর সে সব চিঠিই স্বাক্ষরিত।"

"বুঝেছি," কালো-টাই গম্ভীরভাবে বলল, "ঐ সব চিঠির জন্য আপনি কত দাম চান?"

"আমি সস্তার মেয়ে নই। আপনারাও উঁচু পরিবারের মানুষ। তাই একটা রেট আমি ঠিক করেই এসেছি। তবু আপনাকে বলছি, অন্তত এক্ষেত্রে টাকাটাই বড় কথা নয়। আমি—আমি ওকে বিশ্বাস করেছি—আর—আর ওকে আমার ভাল লেগেছে।"

"আপনি দামের কথা বলুন," কালো-টাই কঠিন গলায় বলল।

"দশ হাজার ডলার," মহিলাটি মিষ্টি গলায় বলল।

"অন্যথায়—"

"অন্যথায় বিয়ের কথাটা পাশ করে ফেলা হোক।"

এবার নীল-টাই বাধা দিয়ে বলল, "এবার আমাকে দু'একটা কথা বলতে দেওয়া হোক। দেখ ভাই, তুমি আর আমি এমন একটা পরিবারের মানুষ যারা চিরদিন মাথা উঁচু করেই চলে। তুমি দেশের এমন একটা অঞ্চলে বড় হয়েছ যেটা আমাদের অন্য শাখাটা যে গ্রামে বাস করে তার চাইতে একেবারেই আলাদা। তবু আমরা দু'জনই কার্টেরেট, যদিও আমাদের কিছু কিছু চাল-চলন ও মতামত আলাদা। মনে রেখ, আমাদের পরিবারের ঐতিহ্যই হল—কোন কার্টেরেট কোন দিন কোন মহিলার ব্যাপারে বীরের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না, বা একবার কথা দিলে সে কথা রক্ষা করতে পরাঙ্মুখ হয় না।"

এবার নীল-টাইয়ের চোখে-মুখে স্থির সিদ্ধান্তের আভাষ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। মিস্ ডি. অরমণ্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, "অলিভিয়া, বল কোন্ তারিখে তুমি আমাকে বিয়ে করছ?"

মহিলাটি উত্তর দেবার আগেই কালো-টাই আবার মুখ খুলল। বলল, "প্লিমাথ পাহাড় থেকে নরফোক উপসাগর একটা দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। দুটি বিন্দুর মধ্যে ঘটে গেছে প্রায় তিন শতাব্দীর অনেক পরিবর্তন। আজ আর আমরা ডাইনিদের পুড়িয়ে মারি না, ক্রীতদাসদের যন্ত্রণায় বিদ্ধ করি না। মহিলাদের পা ফেলার জন্য যেমন কাদার উপর আমাদের আলখাল্লা বিছিয়ে দেই নি, তেমনই তাদের টুলে বেঁধে জলেও চুবাই না। এটা সাধারণ বুদ্ধি, সমন্বয়বিধান ও মাত্রাজ্ঞানের যুগ। আজ আমরা সকলেই—মহিলা, ভদ্রজন, নারী, পুরুষ, উত্তরের অধিবাসী, দক্ষিণের অধিবাসী, মনিব, অতি নীচ, অভিনেতা, ব্যবসায়ী, সেনেটর, রাজনীতিক—সকলেই নতুন করে জানতে ও বুঝতে শিখেছি। বীরধর্ম আমাদের এমন একটা শব্দ যার অর্থটা প্রতিদিন বদলাচ্ছে।"

"আশা করি আমার অনেক কথাই আপনারা মন দিয়ে শুনলেন। আমি কিছুটা ব্যবসা শিখেছি, জীবনকেও কিছুটা জেনেছি। ভাইরে, যে ভাবেই হোক আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের প্র-প্র-প্রপিতামহরা, আদি কার্টেরেটরা এই ব্যাপারে আমার মতকে সমর্থন করবেন।"

কালো-টাই এক পাক ঘুরে ডেস্কে বসে চেক-বইটাতে কিছু লিখে একটা চেক ছিঁড়ে ফেলল; ঘরের মধ্যে কেবল সেই পাতা ছেঁড়ার শব্দটাই শোনা গেল। চেকটাকে সে মিস্ ডি. অরমণ্ডের হাতের কাছেই রেখে দিল।

তারপর বলল, "ব্যবসা ব্যবসাই। আমরা একটা ব্যবসার জগতেই বাস করি। এই চেকটা ১০,০০০ ডলারের। আপনি কি বলেন মিস্ ডি. অরমণ্ড—কমলালেবুর ফুল চাই, না নগদ চাই?"

মিস্ ডি. অরমণ্ড অবহেলাভরে চেকটাই নিল, সেটাকে ভাঁজ করে নিজের দস্তানার মধ্যে রেখে দিল।

শান্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ, এতেই হবে। তবে মেয়েদেরও তো মন বলে একটা পদার্থ আছে। আমি শুনেছি, আপনাদের মধ্যে একজন দক্ষিণী মানুষ—আমি ভাবছি আপনাদের দু'জনের মধ্যে সেই মানুষটি কে?"

মহিলা উঠে দাঁড়াল, একটু মিষ্টি করে হাসল, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দুই ভাই-ই জেক খুঁড়োর কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। এবার তাদের কানে এল তার জুতোর শব্দ। সে কোণ থেকে সোজা হেঁটে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। বলল, "ছোট মনিব, এই নাও তোমার ঘড়ি।"

কোনরকম ইতস্তত না করে সেকালের ঘড়িটাকে সে ঘড়ির সত্যিকারের মালিকের হাতে তুলে দিল।

# জোগান ও চাহিদা

## Supply and Demand

থার্ড এভেনিউ-র একটা নয় ফুট-বারো ফুট মাপের ঘরে ফিঞ্চ-এর একটা জরুরীভিত্তিক টুপি পরিষ্কার করার দোকান আছে। একবার তার খদ্দের হলে আপনাকে চিরকাল তার খদ্দের হতেই হবে। তার ইস্তিরি করার গোপন পদ্ধতিটা কি তা আমি জানি না, কিন্তু প্রতি চারদিন অন্তরই আপনার টুপিটাকে পরিষ্কার করাতেই হবে।

ফিঞ্চ মানুষটি ধীর গতি, গায়ের রং চামড়ার মত, বয়স বিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। হাতের কাজ কম থাকলে সে গল্প করতে ভালবাসে; ফলে আমার টুপিটাকে প্রয়োজনের চাইতেও ঘন ঘন পরিষ্কার করাতে হয়।

একদিন বিকেলে দোকানে ঢুকলাম। সে তখন একাই ছিল। আমার পানামা টুপিটাকে সে এমন একটা তরল পদার্থ দিয়ে ঘসতে শুরু করল যেটা চুম্বকের মতই সব ধূলো-ময়লা টানতে লাগল।

কথার সূত্রপাত করতেই আমি বললাম, "লোকে বলে আদিবাসীরা নাকি জলের নিচে কাপড় বোনে।"

ফিঞ্চ বলল, "এ সব কথায় বিশ্বাস করবেন না। আদিবাসীই হোক আর সাদা মানুষই হোক, কেউ অতটা দীর্ঘ সময় জলের নিচে থাকতে পারে না। এবার বলুন তো, আপনি কি রাজনীতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন? কাগজে দেখছিলাম, ওরা নাকি একটা আইন পাশ করেছে যার নাম 'জোগান ও চাহিদা' আইন।"

আমি তাকে সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ওটা একটা আর্থ-রাজনৈতিক নীতি, কোন বিধিবদ্ধ আইন নয়।

ফিঞ্চ বলল, "আমি ঠিক জানতাম না। বছরখানেক আগে এ নিয়ে অনেক কথাই শুনেছি, কিন্তু সে তো একপেশে আলোচনা।"

আমি বললাম, "রাজনৈতিক বক্তারা কথাটা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে। আমি তো মনে করি, ওই কথাটা ছাড়া তাদের চলেই না।"

ফিঞ্চ বলল, "আমি কথাটা শুনেছি একজন রাজার মুখে—দক্ষিণ আমেরিকার উপজাতিদের এক সাদা রাজা তিনি।"

কথা শুনে আমি আকৃষ্ট হলাম, কিন্তু বিস্মিত হলাম না। এই বড় শহরটা মায়ের কোলের মত—যে সব মানুষ দূর-দূরান্তে ঘোরাফেরা করে কোথাও হালে পানি পায় না তারাই এসে এখানে আশ্রয় নেয়। সন্ধ্যা হলেই তারা ঘরে ফিরে দরজার সিঁড়িতে বসে পড়ে। একটা সস্তার কাফেতে পিয়ানো বাজায় এমন একটি লোককে আমি চিনি—সে নাকি আফ্রিকায় গিয়ে সিংহ মেরেছে; একটি হোটেলের ছোকরাকে চিনি যে বৃটিশ সেনাদলের হয়ে জুলুদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এ রকম আরও অনেক গল্প আমি শুনেছি। কাজেই এই টুপি-পরিষ্কারক এক রাজার বন্ধু ছিল—এ গল্প আমার কানে বাজে নি।

শুকনো হাসি হেসে ফিঞ্চ প্রশ্ন করল, "এটা কি নতুন?"

আমি বললাম "হ্যাঁ, আর আধ ইঞ্চি বেশি চওড়া।" পাঁচ দিন হল নতুন টুপিটা কিনেছি।"

ফিঞ্চ তার গল্প শুরু করে দিল, "একদিন রাতে একটা লোক এসে হাজির হল। তার গায়ের রং নস্যির মত বাদামী, পকেট-ভর্তি টাকা, খেল একেবারে রাজকীয় খানা। এটা দু'বছর আগের ঘটনা; আমি তখন ছিলাম জলের গাড়ির চালক। লোকটি কথায়-কথায় সোনার কথা তুলল। দক্ষিণে নাকি গুয়াডিমালা নামে একটা দেশ আছে, আর সেখানে একটা পাহাড় নাকি সোনায় একেবারে বোঝাই। সে বলল, সেখানকার আদিবাসীরা নাকি নদীর জল থেকে বহুল পরিমাণ সোনা ছেঁকে ছেঁকে তোলে।

"আমি বললাম, 'সেই সোনা নিয়ে তারা কি করে?'

"সে বলল, 'কিছুই করে না। সেখানকার মানুষরা সোনা কেবল জমায়, খরচ করে না।'

"তারপর তার সঙ্গে অনেক কথা হল। এক সময় তার কথার ঝুলিও ফুরিয়ে গেল। তার সঙ্গে করমর্দন করে বললাম, তার কথাগুলি আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। এবং একমাস পরে আমি গুয়াডিমালায় গিয়ে হাজির হলাম। আমার সঙ্গে ছিল পাঁচ বছর ধরে জমানো ১,৩০০ ডলার। আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা কি কি জিনিস পছন্দ করে সেটা আমার জানা ছিল। তাই সঙ্গে নিলাম পাঁচ খচ্চরের পিঠ ভর্তি লাল পশমি কম্বল, ঢালাই লোহার বালতি, পাথর-বসানো চিরুনি, কাঁচের নেকলেস, আর সেফটি-রেজার। একটা কালো 'মোজো'-কে ভাড়া করলাম—লোকটা খচ্চর-চালক এবং দো-ভাষীর কাজ দুই-ই করবে। পরে দেখা গেল, সে খচ্চরটা ভালই চালায়, কিন্তু ইংরেজি ভাষাটা বলে বড়ই খট-মট করে। তার নামের উচ্চারণটাও অদ্ভুত; আমি তাকে ডাকতাম ম্যাকক্লিন্টক বলে; সেটাই তার নামের উচ্চারণের অনেকটা কাছাকাছি।

"তারপর—এই সোনাভর্তি গ্রামটা ছিল একটা পাহাড়ের চল্লিশ মাইল উপরে।

সেখানে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল নয় দিন। এক অপরাহ্ন কালে ম্যাকক্লিন্টক তার খচ্চরের দল ও আমাকে নিয়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু দুই গিরিচূড়ার উপরকার কাঁচা চামড়ার সেতুটা পার হল।

"গ্রামটা কাদা ও পাথর দিয়ে তৈরি। রাস্তা-ঘাট বলে কিছু ছিল না। কিছু হলুদ-বাদামী মানুষ দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে আমাদের দেখতে লাগল। সব চাইতে বড় বাড়িটার চারদিক ঘিরে বারান্দা ছিল। সেই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল একটি বড় মাপের সাদা মানুষ। গায়ের রং বীটের মত লাল, গায়ে সুন্দর ট্যান-করা হরিণের চামড়ার পোশাক, গলায় একটা সোনার চেন, আর মুখে চুরুট।

"লোকটি এগিয়ে এসে আমাদের দিকে এক নজর তাকাল। ততক্ষণে ম্যাকক্লিন্টক খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে তাকে কি যেন বলল।

"সুন্দর লোকটি আমাকে বলল, 'আরে বুটিন্স্কি, তুমি আবার কেমন করে এ ব্যবসাতে নামলে? আগে তো তোমাকে এক টুকরোও কিনতে দেখি নি। এ শহরের খোঁজ তোমাকে কে দিল?'

"আমি বললাম, 'আমি গরিব পর্যটক। খচ্চরের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াই। আমাকে মাপ করবেন। আপনি কি এ লাইনে আছেন, না কি সবই ধাপ্পাবাজি?'

"তিনি বললেন, 'তোমার আধা-ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভিতরে এস।'

"তিনি একটা আঙুল তুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি গ্রামবাসী ছুটে এসে দাঁড়াল।

"তিনি বললেন, 'এই লোকটি তোমার সব কিছু দেখাশোনা করবে, আর তোমার দেখভাল্ করব আমি।'

"তিনি আমাকে বড় বাড়িটার ভিতরে নিয়ে গেলেন। কয়েকটা চেয়ার টেনে আনলেন, আর দুধ-রং-এর একটা পানীয় দিলেন। এত ভাল ঘর আমি আগে কখনও দেখি নি। পাথরের দেয়াল জুড়ে রেশমি শাল ঝোলানো, মেঝেতে লাল ও হলুদ রংয়ের কার্পেট পাতা, লাল মাটি ও ছাগল-চামড়ার নানা রকম পাত্র, আর এত বেশি বাঁশের আসবাব যা দিয়ে আধা ডজন সমুদ্রতীরের কুটীর সাজানো যায়।

"তিনি বললেন, 'প্রথম কথা, তুমি হয় তো জানতে চাও আমি লোকটা কে? এই উপজাতি ইণ্ডিয়ানদের আমি একমাত্র ইজারাদার ও মালিক। তারা আমাকে বলে "বড় ইয়াকুমা," তার মানে রাজা বা দলের "বুড়ো আঙুল"। একজন রাষ্ট্রদূত, বা একজন ডিনামাইটের ভারপ্রাপ্ত অধিপতির চাইতেও অধিক ক্ষমতার অধিকারী আমি। আর, মাঝে-মধ্যে আমি খবরের কাগজ পড়ি। এবার তোমার পরিচয় বল। তারপর অন্য সব কথা হবে।'

"আমি বললাম, 'দেখুন, সকলেই আমাকে ডব্লু. ডি. ফিশু বলে জানে। পেশা—পুঁজিবাদী। ঠিকানা, ৫৪১ ঈস্ট থার্টি-সেকেণ্ড—'

"নিউ ইয়র্ক,' বড় ইয়াকুমাই কথাটা জুড়ে দিলেন। মুচকি হেসে বললেন, 'আমি জানি।'

"কেন এসেছি, কি ভাবে এসেছি—সবই এই মুরুব্বিকে খুলে বললাম।

"একটি শিশুর মত বিচলিত ভাব দেখিয়ে তিনি বললেন, 'সোনার গুঁড়ো? খুব মজার কথা তো। এটা তো সোনার খনির দেশ নয়। আর একটি অপরিচিত লোকের গল্প শুনেই তোমার সব মূলধন বিনিয়োগ করতে এসেছ? বেশ, বেশ! আমার এই ইণ্ডিয়ানরা শিশুর মত সরল। সোনার ক্রয়-ক্ষমতার ব্যাপারটা তারা কিছুই জানে না। আমার মনে হয়, কেউ তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে।'

"আমি বললাম, 'তা হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ সোজাই মনে হয়েছে।'

হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, "তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলব। একজন সাদা মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমি বড় একটা পাই না। তাই তোমার টাকাটা লগ্নি করার, একটা পথ আমি দেখিয়ে দেব। আমার এই সব প্রজারা হয়তো অল্প কিছু সোনার গুঁড়ো তাদের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। যে সব মালপত্র তুমি সঙ্গে করে এনেছ, আগামী কাল সেগুলোর প্রদর্শনী করে দেখ, কিছু বেচতে পার কি না। এবার বেসরকারীভাবে আমার পরিচয়টা তোমাকে দিচ্ছি। আমার নাম শেইন—প্যাট্রিক শেইন। এই "পেচে ইণ্ডিয়ান" উপজাতির মালিকানা আমি লাভ করেছি যুদ্ধজয়ের অধিকারে—এককভাবে, নির্ভীক অন্তরে। চার বছর আগে ভাসতে ভাসতে আমি এখানে চলে এসেছিলাম এবং এদের জয় করেছি আমার বড় চেহারা, গায়ের রং আর স্নায়ুর শক্তি দিয়ে। ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ওদের ভাষাটা আমি শিখে নিয়েছি—শেখাটা খুবই সহজ: এক নিঃশ্বাসে যতগুলি পার ব্যঞ্জন বর্ণ একটানা উচ্চারণ করে যাও, আর তুমি কি চাও সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও।

"দর্শনীয়ভাবে আমি তাদের জয় করলাম, রাজা শেইন বলতে লাগলেন, 'তারপর তাদের বোঝাতে লাগলাম আর্থ-রাজনীতি, আইন, ভোজবাজি, এবং নিউ ইংলণ্ডের উপযোগী কিছু নীতি-কথা ও মিতব্যয়িতা। প্রতি রবিবার, অথবা তার কাছাকাছি কোন দিকে আমি পরিষদ ভবনে (আমিই তো পরিষদ) তাদের প্রচার করি জোগান ও চাহিদার নীতি। আমি জোগানের প্রশংসা করি আর চাহিদার মাথায় আঘাত হানি। প্রতিবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করি। তোমার কি মনে হয় ডব্লু. ডি. যে আমার মধ্যে কাব্য আছে?'

"আমি বললাম, 'আহা, সেটাকে কাব্য বলে কি না তাই তো আমি জানি না।'

"শেইন বললেন, 'যে কাব্যিক উপদেশামৃত আমি প্রচার করি সেটা টেনিসনের কাছে থেকেই ধার-করা। আগাগোড়াই আমি তাকে প্রধান কবি বলে মনে করি। তার এই কথাগুলিই আমি আওড়াই:

"কারণ, আমি বাড়িয়ে বলছি না, কোন মানুষ যদি এটা শিখতে পারে, তাহলে সেটাই হবে সেকালের একজন সুলতান হয়ে মশলা-বাগানে বেড়ানোর চাইতেও বড় কাজ।"

"বুঝতেই পারছ, আমি তাদের শেখাই—চাহিদাকে কেটে নামাও, জোগানটাই

আসল কথা। আমি তাদের শেখাই, অতি সাধারণ প্রয়োজনের বাইরে কিছু চেয়ো না। একটু মাংস, একটু কোকো, উপকূল থেকে আনা একটু ফল—এটা পেলেই তারা খুশি। তারা সব কিছুই শিখেছে। নিজেদের পোশাক আর টুপি তারা নিজেরাই তৈরি করে গাছের আঁশ ও খড় দিয়ে; আর তাই নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকে। এই সব ছোট ছোট কাজ নিয়ে একটা জাতিকে সুখী করে তুলতে পারাটাই তো মহৎ কাজ।'

"পরদিনই রাজার অনুমতি নিয়ে আমি ম্যাকক্লিন্টককে কাজে লাগিয়ে দিলাম। দুটো বস্তার সব মাল খুলে গ্রামের একটা চত্বরে নিয়ে সে ভাল করে সাজিয়ে দিল। ইণ্ডিয়ানরা দলে দলে সেখানে এসে ভিড় করল, সব কিছু দেখল। তাদের সামনে লাল কম্বলগুলো মেলে ধরলাম, হাতের আংটি, কানের দুল দেখিয়ে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলাম, মুক্তোর নেকলেস আর মাথার চিরুনি দেখিয়ে মেয়েদের মন কাড়বার চেষ্টা করলাম, ছেলেদের পর পর দেখালাম নানা রকম জামা-গেঞ্জি। কিছুতেই কিছু হল না। খোদাই করা ক্ষুধার্ত মূর্তির মত তারা হা করে দেখল, কিন্তু আমার একটা সূতাও বিক্রি হল না। ম্যাকক্লিন্টককে জিজ্ঞাসা করলাম, এ রকমটা হল কেন? সে তিন-চার বার হাই তুলল, একটা সিগারেট পাকাল, পাশের খচ্চরটাকে দু'একটা বকুনি ঝাড়ল, তারপর গলা নামিয়ে আমাকে জানাল যে আসলে লোকের হাতে টাকা-পয়সাই নেই তো মাল কিনবে কি দিয়ে।

"ঠিক সেই সময় রাজা প্যাট্রিক বুকে সোনার চেন ঝুলিয়ে, হাতে চুরুটটি নিয়ে রাজ-মহিমায় সেখানে প্রবেশ করলেন।

"আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যবসা কেমন হল ডব্লু. ডি.?'

"আমি বললাম, 'চমৎকার। বিক্রির কী ভিড়! আর এক প্রস্থ মাল বেচেই দোকান বন্ধ করব। কাল সেফটি-রেজার দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখব। দুই গ্রোস মাল কিনে এনেছি নিলাম থেকে।'

"শেইন হো-হো করে হাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কে এক ক্রীতদাস-সৈনিক না আপ্ত সচিব এসে তার সে হাসি থামাল।

"তখন তিনি বলে উঠলেন, 'হা আমার স্বর্গীয়া জেরুশা মাসি! আর ডব্লু. ডি., ব্যবসার ব্যাপারে তুমি যে দেখছি একেবারেই অপগণ্ড শিশু! তুমি কি জান না যে কোন ইণ্ডিয়ানই দাড়ি কামায় না? কামানোর বদলে তারা দাড়ি উপরে ফেলে।"

"শেইন হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তার হাসি কিন্তু আমার কানে বাজতেই থাকল।

"আমি ম্যাকক্লিন্টককে বললাম, 'ওদের বলে দাও, আমি টাকা চাই না; বলে দাও আমি চাই সোনার গুঁড়ো। আরও বলে দাও, আমি সোনার দাম দেব আউন্স প্রতি ষোল ডলার হিসাবে। আমার চাই—গুঁড়ো।'

"ম্যাক সেই কথাই ঘোষণা করে দিল। আপনারা কি ভাবছেন যে তখন দলে দলে সৈন্য ডেকে এনে ভিড় সামলাতে হল? মোটেই না। প্রতিটি খুড়োর ভাই-পো আর মাসির বোন-ঝি দুই মিনিটের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেল।

"সেদিন রাতে আমি আর রাজা রাজবাড়িতে বসে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলাম।

"আমি বললাম, 'নিশ্চয় সব সোনার গুঁড়ো তারা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। না হলে সোনার কথা শুনেই তারা ভয়ে পালিয়ে যেত না।'

"শেইন বললেন, 'মোটেই তা নয়। তাদের কাছে কিচ্ছু নেই। এই সোনার ভূত কে তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে? তুমি কি এ্যালান পো' পড়ছ? তাদের কাছে এক রত্তি সোনাও নেই।'

"আমি বললাম, 'সব গুঁড়ো সোনা তারা পাখির পালকের ফাঁপা অংশের মধ্যে রাখে, তারপর তাকে পাত্রের মধ্যে ঢালে, এবং তারপরে সেগুলোকে খালি করে সব পঁচিশ পাউণ্ডের বস্তায়। এ কথা আমি সরাসরি শুনেছি।'

"শেইন চুরুটটা চিবুতে চিবুতে হেসে হেসে বললেন, 'ডব্লু. ডি., একটি সাদা মানুষের সঙ্গে আমার কালে-ভদ্রে দেখা হয়; তাই ভাবছি, তোমাকে এখানেই রেখে দেব। আমার তো মনে হয় না, তুমি জীবন্ত অবস্থায় এখানে চলে এস।'

"ঘরের একটা কোণ থেকে তিনি রেশমি পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিলেন। আঙুল বাড়িয়ে আমাকে দেখালেন হরিণের চামড়ার স্তূপীকৃত বস্তা।

"বললেন, 'এখানে চল্লিশটা বস্তা আছে। ২২০,০০০ ডলার মূল্যের গুঁড়ো সোনা এখানে আছে। এ সবই আমার। বড় ইয়াকুমাই এ সবের মালিক। সব তারাই এসে দেয়। দুই লাখ বিশ হাজার ডলার—ওহে কাঁচের মালার ফেরিওয়ালা, একবার ভাবো—আর এ সবই আমার।'

"অবজ্ঞায়, ঘৃণায় আমি বললাম, 'এতে আপনার তো কোন লাভ নেই। তাহলে আপনি এই সব অর্থবিহীন অর্থসৃষ্টিকারী দলের সরকারী কোষ রক্ষক? এই সব জমা-করা অর্থের যথেষ্ট সুদ আপনি দেন তো?'

"তিনি বললেন, 'এগুলি আমি ভালবাসি। দিনরাত এদের স্পর্শ পেতে চাই। আমার জীবনের এটাই সুখ। এই ঘরে ঢুকলেই আমি হয়ে যাই রাজা—একজন ধনবান মানুষ। আর এক বছরের মধ্যে আমি কোটিপতি হয়ে যাব। প্রতি মাসেই থলের স্তূপটা বড় হচ্ছে। গোটা উপজাতিই আমার হয়ে খাঁড়ির বালি ধোয়ার কাজে লেগে গেছে। পৃথিবীর মধ্যে আজ আমিই সব চাইতে সুখী মানুষ, ডব্লু. ডি.। আমি শুধু চাই এই সোনার কাছাকাছি থাকতে, আর জানতে চাই যে এ সোনা আমার এবং এটা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। এখন তুমি বুঝতে পারছ কেন আমার ইণ্ডিয়ানরা তোমার মাল কিনছে না। তারা কিনতে পারে না। সব গুঁড়ো তারা আমার কাছেই নিয়ে আসে। আমি তাদের রাজা। আমি তাদের শিখিয়েছি—কোন কিছু না চাইতে, কোন কিছুর জন্য মুগ্ধ না হতে। তুমি বরং তোমার দোকানটাই বন্ধ করে দাও।'

"আমি বললাম, 'আপনি যে কি সেটা আমিই আপনাকে বলে দিচ্ছি। আপনি পরিষ্কার একটি ঘৃণিত কৃপণ। আপনি প্রচার করেন জোগান, আর ভুলে যান চাহিদা। জোগান তো জোগানের বেশি কিছু নয়। পরন্তু চাহিদা অনেক বড় একটা ব্যাপার, একটা দৃঢ় ঘোষণা। চাহিদার মধ্যেই তো রয়েছে নারী ও শিশুর অধিকার, বদান্যতা

ও বন্ধুত্ব, এবং রাস্তার মোড়ে ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত। দুটোকেই মিলিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া, এখনও আমার ব্যবসার থলিতে এমন আরও কিছু জিনিস আছে যা আপনার রাজনীতি ও অর্থনীতির গৃহীত সিদ্ধান্তকে উল্টে দিতে পারে।'

"পরদিন সকালে আমার নির্দেশমত ম্যাকক্লিন্টক আরও এক খচ্চর বোঝাই মাল নিয়ে চত্বরে গেল এবং সব মাল বের করে রাখল। আগের মতই লোকজন এসে সেখানে ভিড় করল।

"আমি বেছে বেছে বের করলাম যত সব সেরা নেকলেস, ব্রেসলেট, মাথার চিরুণি ও কানের দুল, এবং মেয়েদের সেগুলি পরতেও দিলাম। আর তার পরেই খেললাম আমার তুরুপের তাস।

"আমার শেষ বাণ্ডিলটার ভিতর থেকে বের করলাম আধাগ্রোস হাত-আয়না—পিছনে নিরেট টিনের পাত লাগানো; তারপর সেগুলো একে একে বিলিয়ে দিলাম উপস্থিত মহিলাদের হাতে-হাতে। পেচে ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সেটাই আয়নার প্রথম প্রচলন।

"অট্টহাসি হাসতে হাসতে শেইন পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন।

"বললেন, 'ব্যবসা কি মুখ তুলে চাইছে?'

"আমি বললাম, 'এই মুহূর্তে নিজেই নিজেকে দেখছে।'

"দেখতে দেখতে ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন ছড়াতে লাগল। সব মেয়েই সেই জাদুর কাঁচের দিকে তাকিয়ে দেখল যে তারা সুন্দরী এবং সেই গোপন কথাটা চুপি চুপি পুরুষদের কানেও তুলল। মনে হল, পুরুষেরা টাকার অভাব এবং নির্বাচনের আগের টানাটানির অজুহাতও তুলল; কিন্তু সে অজুহাত মাঠে মারা গেল।

"তখন এল আমার পালা।

"ম্যাকক্লিন্টন তখন তার খচ্চরদের সঙ্গে সরস বাক্যালাপে মত্ত হয়ে ছিল। আমি তাকে ডেকে এনে দোভাষীর কাজে লাগিয়ে দিলাম।

"বললাম, 'তাদের বলে দাও, সোনার গুঁড়ো দিয়ে তারা এই সব অলংকার কিনতে পারবে যা একমাত্র পৃথিবীর রাজা-রাণীদের গায়েই মানায়। ওদের বলে দাও, জল ছেঁকে ছেঁকে তারা যে হলুদ বালি বের করে আনে পরম পবিত্র ইয়াকোমে ও জাতির প্রধান গুরুর জন্য, সেগুলি দিয়ে তারা কিনতে পারবে এই সব মহামূল্যবান রত্নরাজি ও তাবিজ-কবচ যা তাদের করে তুলবে সুন্দরী এবং রক্ষা করবে ভূত-পেত্নীদের হাত থেকে। ওদের বলে দাও, পিটস্‌বার্গ ব্যাংকগুলি এইসব জিনিস জমা রেখে শতকরা চার হিসাবে সুদ ডাকযোগে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ওহে ম্যাক, তুমি একটানা বলে যাও যে সোনার গুঁড়োর শ্রমিকরা এক নাগাড়ে তাদের কাজ করে যাক। তাদের স্মরণ করিয়ে দাও, টম ওয়াটসনরা জর্জিয়ায় ফিরে গেছে।'

"ম্যাকক্লিন্টক একটা খচ্চরের গায়ে আদর করে হাত বুলাতে বুলাতে বেশ কয়েক গোছা ছোট ছোট টাইপ সমবেত খদ্দেরদের দিকে ছুড়ে দিতে লাগল।

"আমার মাছের আঁশ দিয়ে তৈরি অলংকার ও সকল পাথরের মালার তিন লহর গলায় ঝুলিয়ে একটি আদিবাসী ইণ্ডিয়ান পুরুষের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,

আর পুরুষটি একটা পাথরের চাঁইয়ের উপর দাঁড়িয়ে অবিরাম এমন ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন একটি লোক ছক্কা-পাঞ্জা খেলার ঘুঁটিগুলো একটা বাক্সের মধ্যে ভরে সেটাকে ঝাঁকিয়ে চলেছে।

"ম্যাকক্লিণ্টক বলছে, 'পুরুষ লোকটা বলছে যে সোনার গুঁড়ো দিয়ে যে ঐ সব জিনিস কেনা যায় তা তারা জানত না। মেয়েরা সব পাগল হয়ে উঠেছে। মহান ইয়াকুমা তাদের বোঝাচ্ছে যে এই সব অলংকার ভূত-পেত্নী ছাড়ানো ছাড়া আর কোন কাজেই লাগে না।'

"আমি বললাম, 'যেখানে টাকা সেখানেই তো ভূত-পেত্নীর বাসা।'

"ম্যাকক্লিণ্টক বলতে লাগল, 'ওরা বলছে, ইয়াকুমা তাদের বোকা বানাতে চাইছে। তারা প্রচুর হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে।'

"আমি বললাম, 'এই তো সবে শুরু। চালিয়ে যাও! চালিয়ে যাও! সোনার গুঁড়োর টানেই হোক আর নগদের টানেই হোক, সব মজুদ মাল ফুঁ-তে উড়ে গেল।'

"তারপরেই হঠাৎ ভিড়টাও উধাও হয়ে গেল। কি যে হল আমিও বুঝতে পারলাম না। ম্যাক ও আমি বাকি হাত-আয়না ও অলংকারপাতি যেগুলি তারা আমাদের হাতে ফেরৎ দিয়ে গিয়েছিল সব বাণ্ডিল বেঁধে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে আমাদের আস্তানায় নিয়ে গেলাম।

"সেখানে পৌঁছতেই আমাদের কানে এল প্রচন্ড চীৎকার-চেঁচামেচি, ওদিকে চত্বর পেরিয়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে আসছেন প্যাট্রিক শেইন; তাঁর গায়ের পোশাক অর্ধেক ছিঁড়ে চলে গেছে, তাঁর মুখটা এমনভাবে ফালা-ফালা হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে একটা বিড়াল বুঝি প্রাণের দায়ে তাঁকে আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছে।

"তিনি বললেন, 'ডব্লু. ডি., ওরা রাজকোষ লুঠ করছে। ওরা আমাকে খুন করতে চাইছে—তোমাকেও। এখনই দুটো খচ্চরের বাঁধন খুলে দাও। দুই মিনিটের মধ্যেই আমাদের পালিয়ে যেতে হবে।'

"আমি বললাম, 'যোগান ও চাহিদার আসল সত্যটা ওরা ধরে ফেলেছে।'

"রাজা বললেন, 'প্রায় সবটাই করছে মেয়েরা। অথচ ওরাই আমাকে কত ভক্তি করত—মান্য করত।'

"আমি বললাম, 'তখন তো ওরা আয়না দেখে নি।'

"শেইন বললেন, 'ওদের হাতে ছুরি আছে কুড়ুল আছে। শিগ্‌গির কর!'

"আমি বললাম, 'ধূসর-সাদা ফুট্‌কিওয়ালা খচ্চরটা আপনি নিন। হায়রে আপনি স্বয়ং ও আপনার জোগান নীতি! আমি নিচ্ছি মেটে রংয়েরটা! ওটা ঘন্টাপ্রতি দুই নট জোরে চলে। ওটার একটা হাঁটুতে টান ধরেছে, তবে সেটা সে পুশিয়ে দিতে পারবে। আপনি যদি আপনার রাজনীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক অধিকারের সমন্বয়কে মেনে নিতেন তাহলে মেটে রংয়ের খচ্চরটাই আপনাকে দিতাম।'

"শেইন, ম্যাকক্লিণ্টক ও আমি খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে সবে কাঁচা চামড়ার সেতুটা পার হয়েছি ঠিক তখনই 'পেচে'-রা সদলে এ-প্রান্তে পৌঁছে আমাদের লক্ষ্য করে পাথর ও লম্বা ছুরি ছুড়তে শুরু করল। যে চামড়ার ফিতে দিয়ে সেতুর আমাদের দিকটা বাঁধা ছিল সেগুলোকে কেটে দিয়ে আমরা উপকূলের দিকে এগিয়ে গেলাম।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি লম্বা, মোটাসোটা পুলিশ ফিঞ্চ-এর দোকানে ঢুকে শো-কেসের উপর কনুই রেখে দাঁড়াল।

ফ্যাসফেঁসে গলায় পুলিশটি বলল, "ক্যাসির দোকানে শুনে এলাম, আগামী রবিবার বার্গেন বীচ-এ ইস্ত্রিকারক ইউনিয়ন-এর একটা বনভোজন হবে কথাটা কি সত্যি?"

"নিশ্চয়", ফিঞ্চ বলল। "খুব মজা হবে সেখানে।"

"আমাকে পাঁচটা টিকিট দাও," শো-কেসের উপর একটা পাঁচ ডলারের বিল ছুড়ে দিয়ে পুলিশটি বলল।

"সে কি?" ফিঞ্চ বলল, "বাড়াবাড়ি করছেন কেন?"

"আরে, রেখে দিন ওসব—। সেখানে কিছু কেনা-বেচাও তো চলবে? তাহলেই কিছু ক্রেতাও তো চাই। আমার তো যাবার খুব ইচ্ছা—"

আশপাশের লোকজন ফিঞ্চকে এতটা ভাল চোখে দেখে সেটা দেখে আমারও খুব ভাল লাগল।

তারপরেই বছর সাতেকের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েটির মুখটা ময়লা, চোখ দুটি নীল, পরনে যৎসামান্য নোংরা পোশাক।

সে কর্কশ গলায় একটানা বলে গেল, "মা বলেছে—তুমি আমাকে অবশ্যই দেবে মুদির জন্য আশি সেণ্ট, গোয়ালার জন্য উনিশ সেণ্ট, আর এটা-ওটা কেনার জন্য পাঁচ সেণ্ট—কিন্তু এটা-ওটা কি তা মা বলে নি।"

ফিঞ্চ টাকাটা বের করে দু'বার গুনল; কিন্তু আমি দেখলাম যে ছোট মেয়েটি হাতে পেল মোট এক ডলার ও চার সেণ্ট।

বেশ যত্ন করে আমার টুপির ফিতেটার আরও কয়েকটা সেলাই খুলতে খুলতে ফিঞ্চ বলল, "এটাই হচ্ছে যথার্থ সঠিক নিয়ম—জোগান ও চাহিদার নিয়ম। কিন্তু দুটোকে এক সঙ্গে কার্যকর করতে হবে।" তারপর শুকনো হাসি হেসে সে বলল, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ঐ নিকেলের মুদ্রাটা দিয়ে সে কিনবে জেলি-মটর—ওটা সে খুব পছন্দ করে। চাহিদা না থাকলে জোগান দিয়ে কি হবে?"

আমি কৌতূহলবশত প্রশ্ন করলাম, "সেই রাজার কি হল?"

ফিঞ্চ বলল, "ও হো, সেটা আমারই বলা উচিত ছিল। যে লোকটি দোকানে ঢুকে টিকিট ক'টা কিনেছিল তিনিই শেইন। তিনি আমার সঙ্গেই ফিরে এসেছিলেন এবং এখন তিনি পুলিশ বাহিনীতে আছেন।"

# গুপ্তধন

## Buried Treasure

অনেক রকম পাগল আছে। এবার, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উঠে দাঁড়াতে না বলি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সকলেই দয়া করে চুপচাপ বসে থাকতে রাজি আছেন তো?

আমি সব রকমের বোকাই ছিলাম, কেবল এক রকম ছাড়া। আমার পিতৃধন আমি খরচ করে ফেলেছি, বিয়ের যৌতুক সম্পর্কে মিথ্যে বলেছি, পোকার খেলেছি, লন-টেনিস খেলেছি—নানাভাবে আমার সব টাকা উড়িয়েছি। কিন্তু টুপি মাথায় দিয়ে ঘণ্টা বাজাবার যে চরিত্রটা বাকি ছিল তাতে অভিনয় করি নি। সেটা ছিল গুপ্তধন খোঁজার চরিত্র।

কিন্তু আমার বিষয়বস্তু থেকে কিছুক্ষণের জন্য পিছিয়ে গিয়ে,—অক্ষম লেখকদের সেটা করতেই হয়—বলছি যে আমি ছিলাম একটি আবেগপ্রবণ বোকা। আমি মে মার্থা ম্যাংগামকে দেখলাম, আর তার কেনা হয়ে গেলাম। তার বয়স ছিল আঠারো, নতুন পিয়ানোর হাতির দাঁতের সাদা রীডের মত গায়ের রং, সুন্দরী, সহজ, সরল একটি পরী যেন নেমে এসেছিল টেক্সাসের একটি ছোট শহরে। বেলজিয়াম অথবা অন্য যে কোন রাজ্যের রাজমুকুটের মণি-মানিক্য চয়ন করে আনার মত মনোবল ও মনোহরণ ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল। কিন্তু সে নিজে সেটা জানত না, আর আমিও তাকে জানতে দেই নি।

কি জানেন, মে মার্থা ম্যাংগামকে আমি চেয়েছিলাম পেতে এবং ধরে রাখতে। আমি চেয়েছিলাম সে আমার কাছেই থাকবে এবং প্রতিদিনই আমার চপ্পল আর পাইপটা এমন জায়গায় রেখে দেবে যেখানে সন্ধ্যাবেলায় সেগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মে মার্থার বাবা তাঁর গোঁফ ও চশমার আড়ালেই লুকিয়ে থাকতেন। তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল ছারপোকা ও প্রজাপতি এবং সব কীট-পতঙ্গ যারা উড়ে বেড়ায়, বুকে হাঁটে, গুনগুন করে, অথবা আপনার পিঠের উপর অথবা মাখনের ভিতর এসে নামে। তিনি ছিলেন একজন শব্দশাস্ত্রবিশারদ, বা ঐ রকম কোন উপাধির অধিকারী। নানা রকম কীট-পতঙ্গ ধরে এনে পিন দিয়ে অদের আটকে দিয়ে এবং একটা কোন নাম দিয়েই তিনি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।

পরিবারে মাত্র দুটি প্রাণী—তিনি আর মে মার্থা। মেয়েকে তিনি নারীজাতির একটি সেরা নিদর্শন বলেই মনে করতেন, কারণ তিনি যাতে ঠিক সময়ে খাবার খান, পোশাকপত্র ঠিক জায়গায় পেয়ে যান, এবং তাঁর মদের বোতলটা যাতে সব সময় ভর্তি করা থাকে, সেদিকে মেয়েটি সজাগ দৃষ্টি রাখত। বিজ্ঞানীরা সাধারণত অন্যমনস্কই হয়ে থাকে।

আমি ছাড়া আরও একজন ছিল যে মে মার্থা ম্যাংগামকে আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে মনে করত। তার নাম গুড্লো ব্যাংক্স্—সদ্য কলেজ-ফেরৎ একটি যুবক। পুঁথিপত্রে যত রকম বিদ্যার কথা বলা হয়—ল্যাটিন, গ্রীক, দর্শন, বিশেষ করে গণিত ও তর্কশাস্ত্রের উচ্চতর সব শাখা—সব বিদ্যায়ই সে পারঙ্গম ছিল।

কিন্তু আর যাই হোক, সে ও আমি ছিলাম পরম বন্ধু। আমাদের সব কথা-বার্তায়, মে মার্থার সঙ্গে আমাদের দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তায় গুড্লো ব্যাংক্স্ বা আমি কেউই বুঝতে পারতাম না। আমাদের দু'জনের মধ্যে কাকে সে বেশি পছন্দ করে। মে মার্থা জন্ম হতেই ছিল "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" দলের মেয়ে, আর খুব ছোট বেলা থেকেই সে জানত, কেমন করে লোককে ঝুলিয়ে রাখা যায়।

যা বলছিলাম, বুড়ো ম্যাংগাম ছিলেন অন্যমনস্ক মানুষ। দীর্ঘ দিন পরে একদিন তিনি বুঝতে পারলেন—নিশ্চয় একটা ছোট প্রজাপতি তাঁর কানে কানে বলে দিয়েছিল যে—দুটি যুবক তাঁর মেয়েটিকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় আছে।

বিজ্ঞানীরা যে এ সব ব্যাপারও সামাল দিতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না। বুড়ো ম্যাংগাম তো অতি সহজেই গুড্‌লো এবং আমাকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সব চাইতে নিম্ন শ্রেণীর দলেই ফেলে রেখেছিলেন। এবং বেশ স্পষ্ট ভাষায়ই আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে আমরা যদি আর কখনও তাঁর বাড়ির চতুঃসীমানায় ঢুকি তাহলে তিনি আমাদের দু'জনকেই তাঁর পতঙ্গ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবেন।

গুড্‌লো ব্যাংক্‌স্‌ ও আমি পাঁচ দিনের জন্য গা-ঢাকা দিলাম; আশা করেছিলাম যে তার মধ্যেই ঝড় থেমে যাবে। তারপরে যখন সাহসে ভর করে আবার তাদের বাড়িতে হানা দিলাম তখন মে মার্থা ম্যাংগাম ও তার বাবা দু'জনই একেবারে হাওয়া! যে বাড়িটায় তারা থাকত সেটা তালাবন্ধ। অল্পস্বল্প মালপত্র আর অস্থাবর সম্পত্তি যা তাদের ছিল সে সবও উধাও।

হায়রে! আমাদের দু'জনের একজনকেও মে মার্থা না শুনিয়ে গেল একটা বিদায়-বাণী, না হথর্ণের ঝোপের কাঁটায় আটকে রেখে গেল একটুকরো চিরকুট। আমাদের জন্য একটা সূত্র হিসাবেও সে রেখে যায় নি ফটকের গায়ে একটা খড়ির চিহ্ন অথবা ডাক-ঘরে একটা পোস্টকার্ড।

দুই মাস ধরে গুড্‌লো ব্যাংক্‌স্‌ ও আমি আলাদা আলাদা ভাবে দুই পলাতককে খুঁজে বের করার অনেক রকম ফন্দি-ফিকির করলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তারপরই আমরা দু'জন হয়ে গেলাম ঘনিষ্ঠতর বন্ধু, আবার তীব্রতর শত্রু। প্রতিদিন বিকেলে যার যার কাজকর্ম সেরে আমরা একত্র হতাম সিগুার-এর সেলুনের পিছনের ঘরটাতে। সেখানে তাস খেলতাম আর কথার কারচুপি করে পরস্পরের কাছ থেকে জেনে নিতে চেষ্টা করতাম কেউ কিছু নতুন তথ্য পেল কি না। প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেলায় এই রকমটাই ঘটে থাকে।

একদিন বিকেলে এই ধরনের কথাবার্তার ফাঁকেই সে আমাকে বলল:

"আচ্ছা এড, ধর তুমি তাকে খুঁজে পেলে, তাতে তোমার কোন লাভ হবে কি? মিস্‌ ম্যাংগামেরও তো মন বলে একটা বস্তু আছে। হয়তো সে মনটা এখনও বিশেষ পাকে নি, কিন্তু তার মনে এমন সব উচ্চাকাঙ্খা আছে যেটা পূর্ণ করার সাধ্য তোমার নেই। অতএব তুমি কি মনে কর না যে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে তুমি বৃথাই সময় নষ্ট করছ?"

আমি বললাম, "একটা সুখী সংসার বলতে আমি বুঝি টেক্সাসের কোন তৃণভূমিতে ওক গাছে ঘেরা একটা আট ঘরের বাড়ি। সেখানে বসবার ঘরে থাকবে স্বয়ংক্রিয় একটা টেলিফোন, ঘোড়দৌড়ের মাঠে থাকবে তিন হাজার ঘোড়া—আর মে মার্থা ম্যাংগাম তাদের দ্বারা উপার্জিত অর্থ যেমন খুশি খরচ করবে; এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, আর প্রতিদিন আমার চপ্পল ও পাইপ এমন জায়গায় রাখবে যাতে সন্ধ্যা হলে সেগুলিকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। একদিন সেটাই বাস্তবে ঘটবে; তোমার লেখাপড়া, সংস্কৃতি, দর্শন—এ সব কিছুকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।"

গুড্‌লো ব্যাংক্‌স্‌ তবু বলল, "সে কিন্তু এ সব কিছুর অনেক ঊর্ধ্বের মানুষ।"

আমি বললাম, "যেখানেই তার যোগ্যস্থান হোক, আপাতত সে কিন্তু আমাদের নাগালের বাইরে। আর কলেজের পড়াশোনার সাহায্য ছাড়াই আমি তাকে যত শীঘ্র সম্ভব খুঁজে বের করবই।

একটা তাস নামিয়ে রেখে গুড্‌লো বলল, "আপাতত খেলা শেষ।" সঙ্গে সঙ্গে এক প্রস্ত বীয়ার এসে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই আমার পরিচিত একটি চাষী যুবক শহরে ঢুকে একটা ভাঁজ-করা নীল কাগজ আমার হাতে দিল। আরও বলল যে তার ঠাকুর্দা এইমাত্র মারা গেছেন। আমার চোখে জল এলেও তার সমুখে সেটা প্রকাশ করলাম না। সে বলতে লাগল, বুড়ো মানুষটি বিশ বছর ধরে এই কাগজখানাকে সযত্নে পাহারা দিয়েছেন। পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে তিনি রেখে গেছেন এই কাগজ আর দুটো খচ্চর ও চাষের অনুপযোগী কিছু জমি।

বিচ্ছেদকামী দলের বিরুদ্ধে ক্রীতদাস প্রথা বিরোধীদের যুদ্ধের সময় এই রকম নীল কাগজ ব্যবহার করা হত। চিঠিটার তারিখ লেখা ছিল ১৪ই জুন, ১৮৬৩। চিঠিতে এমন একটা গুপ্তস্থানের বর্ণনা লেখা ছিল যেখানে দশ গাধার পিঠে বোঝাই-করা স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তার দাম ছিল তিন লক্ষ ডলার। নাতি স্যামের ঠাকুর্দা বুড়ো রুগুল্‌কে এই তথ্য জানিয়েছিলেন এমন একজন স্প্যানিশ পুরোহিত যিনি এই গুপ্তধনের সন্ধান জানতেন এবং অনেক বছর আগে—না, তারও পরে—বুড়ো রুগুল্‌-এর বাড়িতেই মারা যায়। তিনি যেমনটি বলেছিলেন বুড়ো রুগুল্‌ তেমনটিই লিখেছিলেন।

"তোমার বাবা এই চিঠিটা পড়ে দেখে নি কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

সে জবাব দিল, "যখন পড়তে পারতেন তার আগেই তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।"

"তুমি নিজে কেন গুপ্তধনের সন্ধান কর নি?" আমি জানতে চাইলাম।

সে বলল, "দেখুন, আমি এই চিঠির ব্যাপারটা জানতে পেরেছি মাত্র দশ বছর হল। প্রথমে বসন্তকালের চাষের কাজ পড়ল; তারপর এল নিড়েন দেওয়ার কাজ; তারপর ঝাড়াইয়ের কাজ, খড়কাটার কাজ; সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ল শীতকাল। বছরের পর বছর ঐ একই অবস্থা চলতে লাগল।"

কথাগুলি আমার কাছে খুবই যুক্তিসম্মত বলে মনে হল। অতএব যুবক রুড্‌ল্‌কে সঙ্গে নিয়ে আমি তখনই গুপ্তধন সন্ধানের কাজে নেমে পড়লাম।

চিঠিতে যে নির্দেশ দেওয়া ছিল সেটা খুবই সরল। গুপ্তধন-বোঝাই পুরো গর্দভ বাহিনী যাত্রা শুরু করেছিল ডোলোরেস কাউন্টির একটি পুরনো স্প্যানিশ মিশন থেকে। দক্ষিণ অভিমুখে চলতে চলতে তারা পৌঁছে গেল আলামিটো নদীর তীরে। নদী পার হয়ে দুটো উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে গাধার পিঠের জিনের আকৃতির একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় তারা সেই ধন-ভাণ্ডার পুঁতে রাখল। একটা পাথরের স্তূপ ছিল সেই গুপ্তধনের নিশানা। কয়েকদিন পরেই একমাত্র স্প্যানিশ পুরোহিত ছাড়া দলের অন্য সকলেই উপজাতি ইণ্ডিয়ানদের হাতে নিহত হল। এই গোপন খবরটি জানত মাত্র একটি লোক। কথাটা আমার মনে ধরল।

লী রুশুল্‌ একটা বিস্তারিত ও ব্যয়বহুল অভিযানের পরিকল্পনা করে ফেলল। আমি কিন্তু তত বেশি লেখাপড়া জানতাম না বলে সময় ও খরচ বাঁচাবার একটা ফন্দি বের করলাম।

আমরা সরকারি জমিজমা-সংক্রান্ত আপিসে গিয়ে পুরনো মিশন থেকে আলামিটো নদী পর্যন্ত সমস্ত জমির একটা জরিপের নক্সা তাদের কাছেই পেয়ে গেলাম। তার জন্য আমাদের বিশেষ কোন খরচও হল না, আবার সময়ও বেঁচে গেল। সেই জরিপের নক্সার উপর আমি দক্ষিণ দিকে নদী পর্যন্ত একটা রেখা টানলাম। তার জন্যও কোন আমিন লাগল না। অর্থ এবং সময়েরও অনেক সাশ্রয় হল।

তখন রুশুল্‌ ও আমি একটা দুই ঘোড়ার মালগাড়িতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাপিয়ে এক শ' ঊনপঞ্চাশ মাইল পথ পার হয়ে আমাদের গন্তব্যস্থলের সব চাইতে নিকটবর্তী শহর চিকোতে পৌঁছে গেলাম। সেখানে একজন সহকারী আমিনকে খুঁজে নিলাম। আমাদের রেখাচিত্র ধরে তিনিই আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেলেন পশ্চিম দিকে পাঁচ হাজার সাত শ' বিশ "ভারাস" দূরে, সেখানে একটা পাথর পুঁতে দিলেন, আমাদের সঙ্গে কফি ও মাংস খেলেন, এবং তারপরেই ডাক-গাড়ি ধরে চিকো ফিরে গেলেন।

আমি তখন প্রায় নিশ্চিত যে ওই তিন লক্ষ ডলার আমরা পাবই। লী রুশুল্‌ বড় জোর তিন ভাগের এক ভাগ পেতে পারে, কারণ সব খরচপত্র আমিই দিয়েছি। যে মার্থা ম্যাংগাম যদি এখনও এই পৃথিবীর মাটিতে বেঁচে থাকে তো তাকে খুঁজে বার করবই। এবং এই অর্থ দিয়ে বুড়ো ম্যাংগামের ঘুঘুর বাসাকেও প্রজাপতির পাখার শব্দে চঞ্চল করে তুলব। অবশ্য যদি গুপ্তধন খুঁজে পাই!

লী ও আমি একটা তাঁবু খাটালাম। নদী বরাবর সবুজ দেবদারু গাছের ছায়াঢাকা ডজনখানেক ছোট পাহাড় দেখতে পেলাম। কিন্তু তাতেও আমরা হাল ছাড়লাম না। যা দেখা যায় সেটা সব সময়ই সত্য নয়। দু'জনে মিলে সে পাহাড়গুলিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। এইভাবে চার দিন কেটে গেল। তারপর খাবার-দাবার সব শেষ করে আবার ফিরে গেলাম এক শ' চল্লিশ মাইল দূরের কোঞ্চো শহরে।

ফেরার পথে লী রুশুল্‌ অনেক অমাক চিবোল। আমার খুব তাড়া ছিল, তাই আমি গাড়ি চালাতেই ব্যস্ত ছিলাম।

ফিরে এসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুড্‌লো ব্যাংক্‌স্‌ ও আমি সিগারের সেলুনে মিলিত হলাম। সেলুনের পিছনের ঘরে বসে আমরা তাস খেলি আর নতুন খবরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। একসময় আমার গুপ্তধন অভিযানের কথাও গুড্‌লোকে বললাম। অল্প কথায় তার বিবরণ দিয়ে দূরত্বের হিসাব সমেত জরিপের নক্সাটা তাকে দেখালাম।

একজন বহু-অভিজ্ঞ লোকের মত নক্সাটার উপর চোখ বুলিয়ে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল; আর তারপরেই একটা প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল।

সেই হাসি থামলে সে বলে উঠল, "তুমি তো একটা বুদ্ধু জিম।"

আমি বললাম, "কেন? বুদ্ধু হতে যাব কেন? ইতিপূর্বে অনেক জায়গায়ই তো গুপ্তধন পাওয়া গেছে।"

সে বলল, "তোমাকে বুদ্ধু বলছি এই জন্যে যে নদীর যে বিন্দুতে গিয়ে তোমার সরল রেখাটা পড়বে সেটা হিসাব করতেই তুমি ভুল করেছ, কারণ সেই রেখার একটা পরিবর্তন হবে নয় ডিগ্রি পশ্চিম দিকে। তোমার পেন্সিলটা আমাকে দাও।"

গুড্‌লো ব্যাংক্ একটা খামের উপর দ্রুত হাতে একটা নক্সা আঁকল।

বলল, "স্প্যানিশ মিশন থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণে নদীতীরের বিন্দুটার দূরত্ব হবে ঠিক বাইশ মাইল। তোমার কথামতই দূরত্বটা মাপা হয়েছিল একটা পকেট-কম্পাস দিয়ে। নিয়ম মাফিক ছাড় দিলে আলামিটো নদীর উপর যে বিন্দুতে তোমাদের গুপ্তধনের খোঁজ করা উচিত ছিল তার দূরত্ব তোমরা যে জায়গাটা বেছে নিয়েছিলে তার চাইতে আরও পশ্চিমে ঠিক ছয় মাইল এবং নয় শ' পঁয়তাল্লিশ 'ভারাস' দূরে হবে। আঃ, তুমি যে কী বুদ্ধু, জিম!"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এই ছাড়ের ব্যাপারটা কি বলতো?"

গুড্‌লো বলল, "আকাশের মধ্যরেখা থেকে চুম্বকচালিত কম্পাসের দরুণ ছাড়।"

সে মুরুব্বিয়ানা চালে হাসতে লাগল।।আর আমি দেখলাম, ধীরে ধীরে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠছে গুপ্তধন সন্ধানের একটা উগ্র আগ্রহ।

দৈববাণীর ঢঙে সে বলে উঠল, "অনেক সময়ই গুপ্তধনের এইসব প্রাচীন কাহিনী একেবারে ভিত্তিহীন হয় না। যে কাগজটায় গুপ্তধনের অবস্থানটি নির্দেশ করা হয়েছে সেটা আমাকে একবার দেখতে দাও তো। হয় তো আমরা দু'জনে মিলে—"

তার ফল এই দাঁড়াল যে গুড্‌লো ব্যাংক্স্ ও আমি ছিলাম প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী, এবার হলাম দুর্গম অভিযানের সঙ্গী।

প্রথমে সব চাইতে নিকটবর্তী রেল-শহর হার্ন্টার্সবার্গ হয়ে আমরা চিকো গেলাম। সেখান থেকে একটা ভাড়াটে মালগাড়িতে সব জিনিসপত্র তুলে সেই একই আমিনকে সঙ্গে নিয়ে গুড্‌লোর ছাড়-দেওয়া হিসাব মত জায়গায় পৌঁছে গেলাম এবং সেখান থেকেই তাকে বিদায় দিয়ে তার নিজের বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আমাদের রাত হয়ে গেল। আমি ঘোড়াকে খাওয়ালাম, নদীর তীরে আগুন জ্বালিয়ে রাতের খাবারটা রান্না করলাম। গুড্‌লো হয় তো আমাকে সাহায্য করত, কিন্তু তার শিক্ষাদীক্ষা তাকে কাজের কাজ করতে শেখায় নি।

তাই আমি যখন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত সে তখন আমাকে উৎসাহ দিতে লাগল মৃত প্রাচীন লেখকদের লেখা থেকে আবৃত্তি শুনিয়ে।

"এটা 'আলাক্রিয়ন' থেকে। এই আবৃত্তিটা শুনতে মিস্ ম্যাংগাম খুব ভালবাসে।"

তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে আমি বললাম, "সে তো আমার অনেক উপরের মানুষ।"

গুড্‌লো বলে উঠল, "চিরায়ত সাহিত্যের জগতে বাস করা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগত নিয়ে বেঁচে থাকা, এর চাইতে বড় আর কি থাকতে পারে? তুমি তো আবার শিক্ষাদীক্ষাকে ছোট নজরেই দেখ। কিন্তু সাধারণ গণিতের জ্ঞানের অভাবে তোমার কত পরিশ্রম বরবাদ হল বল তো? আমি যদি তোমার ভুলটা ধরিয়ে না দিতাম তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বের করতে তোমার আরও কত দিন লেগে যেত?"

আমি বললাম, "আগে নদী বরাবর পাহাড়গুলো তো খুঁজে দেখি সেখানে কি পাওয়া যায়। ওই হাড়ের ব্যাপারটা নিয়ে এখনও আমার সন্দেহ আছে। আমি তো এই বিশ্বাস নিয়েই বড় হয়েছি যে কম্পাসের কাঁটাটা ঠিক মেরুর দিকেই থাকে।"

পরের দিনটা ছিল জুনের এক উজ্জ্বল সকাল। ঘুম থেকে উঠেই আমরা প্রাতরাশ খেলাম। গুড্লো তো দেখেশুনে মন্ত্রমুগ্ধ। সে একমনে কীট্স্ আবৃত্তি করতে লাগল।

আমি প্রাতরাশের প্লেটগুলো ধুচ্ছিলাম। আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে গুড্লো বলল, "ও হে ইউলিসিস্ সাহেব, তোমার গুপ্তধনের দলিলখানা একবার আমাকে দাও তো। আমার বিশ্বাস, জিন-আকৃতির পাহাড়ে চড়ার নির্দেশ হয় তো ওতে দেওয়া আছে। একবার ভাল করে দেখে নি।"

রুগুলোর রেখা-চিত্রটা সূর্যের সামনে মেলে ধরে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা খিস্তি আউড়ে সে বলে উঠল, "এখানে এস তো। এটার দিকে তাকাও," রেখাচিত্রটার উপর একটা আঙুল বসিয়ে সে বলল।

আগে হয় তো আমার খেয়াল হয় নি, কিন্তু এখন নীল কাগজটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে কয়েকটা অক্ষর ও সংখ্যা চোখে পড়ল: "ম্যাল্ভার্ণ; ১৮৯৮।"

"এটার অর্থ কি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

গুড্লো বলল, "ওটা জল-ছাপ। কাগজটা মিলে তৈরি হয়েছিল ১৮৯৮ সালে। অথচ কাগজের লেখাটার তারিখ ১৮৬৩ সাল। এটা তো পরিষ্কার জালিয়াতি।"

আমি বললাম, "তার আমি কি জানি। রুগুলরা অশিক্ষিত, গ্রাম্য লোক, সাদাসিধে মানুষ; তারা খুবই নির্ভরযোগ্য। এটা কাগজ-কলের মালিকদের জোচ্চুরিও তো হতে পারে।"

তারপরেই গুড্লো ব্যাংক্স্ একেবারে উগ্রমূর্তি ধারণ করল। নাকের উপর থেকে চশমাজোড়া খুলে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "কতবার বলেছি যে তুমি একটা বুদ্ধু। একটা গেঁয়ো চাষা তোমাকে ঠকিয়েছে। আর তুমি ঠকিয়েছ আমাকে।"

"তোমাকে কি করে ঠকালাম?" আমি প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, "তোমার অজ্ঞানতা দিয়ে। দুই-দুইবার তোমার পরিকল্পনায় এমন সব গুরুতর ত্রুটি আমি ধরিয়ে দিয়েছি যেগুলি স্কুলের সাধারণ শিক্ষা থাকলে তুমি নিজেই ধরতে পারতে। তার ফলে এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে আমি এমন সব খরচপত্রে জড়িয়ে পড়েছি যেটা সামাল দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য। আমি এখন ধনে-প্রাণে মরতে বসেছি।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। হাতের সদ্য-ধোয়া বড় চামচেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "গুড্লো ব্যাংক্স্, তোমার লেখাপড়ার দাম আমার কাছে একটা সেদ্ধ মটরের চাইতে বেশি নয়। ও সব আমার ধাতে সয় না; আর তোমার লেখাপড়ার গর্বকে আমি ঘৃণা করি। তোমার ওই লেখাপড়া তোমাকে কি দিয়েছে? তোমার কাছে এটা একটা অভিশাপ, আর তোমার বন্ধুদের কাছে বিরক্তিকর। তুমি দূর হও! তোমার জল-ছাপ আর হাড় নিয়ে তুমি চলে যাও। ওসব আমার দরকার নেই। ওসবের জন্য আমার খোঁজ থেকে আমি বিরত হব না।"

হাতের চামচেটা নদীর ওপারের একটা ছোট পাহাড়ের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে পাহাড়ের আকৃতিটা জিনের মত।

"গুপ্তধনের খোঁজে ওই পাহাড়টায় আমি যাব," আমি বলতে লাগলাম। "এখনও মনস্থির কর, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না। একটা জল-ছাপ অথবা একটা মাপ-জোপের ব্যাপারে যদি তোমার বুক কাঁপে, তাহলে তুমি সাচ্চা অভিযাত্রী নও। মনস্থির কর।"

নদীর তীর বরাবর রাস্তায় একটা সাদা ধূলোর মেঘ এগিয়ে আসছে। ওটা হেস্‌পেরাস থেকে চিকো যাবার ডাক-গাড়ি। গুড্‌লো হাত তুলে সেটাকে থামাল।

বিরক্ত গলায় বলে উঠল, "এ সব জোচ্চুরির ব্যাপারে আমি নেই। একমাত্র বুদ্ধু ছাড়া আর কেউ এখন ঐ কাগজটা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ঠিক আছে জিম, তুমি তো চিরদিনই একটা বুদ্ধু। তোমার ভাগ্যের হাতেই তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।"

গুড্‌লো তার মালপত্র গুছিয়ে ডাক-গাড়িতে উঠে পড়ল। কাঁপা হাতে চশমাজোড়া ঠিক করে বসাল, তারপর ধূলোর ঝড় তুলে চলে গেল।

আমি বাসনপত্র ধুলাম; ঘোড়া দুটোকে নতুন ঘাস খাওয়ালাম; ছোট নদীটা পার হয়ে ধীরে ধীরে গাছপালার ভিতর দিয়ে জিন-আকৃতির পাহাড়টার মাথায় উঠে গেলাম।

জুন মাসের এক আশ্চর্য সুন্দর দিন। এত পাখি, এত প্রজাপতি, এত গয়াল-পোকা, এত ফড়িং, এত নানা রকমের পাখা ও হুলওয়ালা প্রাণী আমি জীবনে কখনও দেখি নি।

জিন-আকৃতির পাহাড়টার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, গুপ্তধনের তিলমাত্র চিহ্নও কোথাও চোখে পড়ল না। কোন পাথরের স্তূপ, গাছের পাতায় কোন রকম আগুনের চিহ্ন, তিন লক্ষ ডলারের এতটুকু আভাষ—বুড়ো রুগ্‌ল্‌-এর দলিল মোতাবেক কোন কিছুই দেখতে পেলাম না।

পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এলাম নিচের শান্ত, শীতল অপরাহ্ণের আবহাওয়ায়। হঠাৎ দেবদারু গাছের ঝাড় পার হয়ে দেখতে পেলাম একটি সুন্দর সবুজ উপত্যকা। সেখানে একটা ছোট পাহাড়ি নদী এসে আলামিটো নদীতে পড়েছে।

সেখানে একটা বুনো মানুষকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। তার মুখে দাড়ির জঙ্গল, মাথার চুল এলোমেলো; দুটি উজ্জ্বল পাখাওয়ালা মস্ত বড় একটা প্রজাপতির পিছনে সে ছুটছে।

ভাবলাম, "নিশ্চয় কোন পলাতক পাগল"; কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার জগত থেকে এত দূর দেশে সে এল কেমন করে?

আরও কয়েক পা এগিয়ে ছোট ঝর্ণা ধারাটার পাশে দ্রাক্ষালতায় ছাওয়া একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। আর ঘাসে-ঢাকা একটুখানি ফাঁকা জায়গায় দেখতে পেলাম—মে মার্থা ম্যাংগাম বনফুল কুড়োচ্ছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে তাকাল। যতদিন ধরে তাকে আমি চিনি তার মধ্যে আজই প্রথম দেখতে পেলাম তার নতুন পিয়ানোর সাদা চাবির মত মুখখানি লাল্‌চে হয়ে গেছে। কোন কথা না বলে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তার হাত থেকে কুড়ানো ফুলগুলি একটা একটা করে ঘাসের উপর ঝরে পড়ল।

স্পষ্ট গলায় সে বলল, "আমি জানতাম জিম, তুমি আসবে। বাবা আমাকে চিঠি লিখতে দেয় নি, কিন্তু আমি জানতাম তুমি আসবে।"

তারপর কি হল আপনারা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন।

আমি অনেক সময় ভাবি, অনেক বেশি লেখাপড়া শিখে মানুষের কি লাভ হয় যদি সেই শিক্ষাকে সে নিজের কাজে লাগাতে না পারে। সে শিক্ষার সব সুফল যদি অন্যরাই ভোগ করে, তাহলে সেটা কিসের শিক্ষা ?

মে মার্থা ম্যাংগাম আমার কাছেই থাকে। একটা সবুজ ওক-কুঞ্জের মাঝখানে আমাদের একটা আট-ঘরের বাড়ি হয়েছে; সেখানে একটা স্বয়ংক্রিয় পিয়ানো আছে; আর তিন হাজার গবাদি পশুর একটা খোঁয়াড় তৈরির কাজও ভালভাবেই শুরু হয়েছে।

রোজ রাতে আমি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়িতে ফিরি তখন আমার পাইপ আর চপ্পল এমন জায়গায় থাকে যে খুঁজে পাওয়াই ভার।

কিন্তু তাতে কার কি যায়-আসে ? কার—কার কি আসে-যায় ?

# কালো বিল নিরুদ্দেশ

## The Hiding of Black Bill

লস পিনোস স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে একটি লোক অবিরাম পা দুটো দোলাচ্ছিল। লোকটি কৃশতনু, বলবান, লাল মুখ ও উঁচু-ঠোঁট; তার দুটো আগুনে চোখের উপর শোনপাটের মত ঘন ভুরু। তার পাশেই বসে ছিল আর একটি লোক; মোটা শরীর, বিষণ্ণ ও ম্লান মুখ। দেখে মনে হয় তারা দু'জন বন্ধু। চেহারা দেখলে মনে হয় তারা সেই মানুষদেরই দলের যাদের কাছে জীবনটা যেন একটা দো-রোখা কোট—যার দু'দিকেই সেলাই।

বিষণ্ণ লোকটি বলল, "চার বছর তোমার দেখা পাই নি হ্যাম। কোন্ দেশে ছিলে এতদিন ?"

লাল-মুখ লোকটি বলল, "ছিলাম টেক্সাসে। সেখানে কি ভাবে দিন কাটিয়েছি সবই তোমাকে বলব।

"একদা এক সকালে 'ইন্টারন্যাশন্যাল' থেকে নেমে পড়লাম একটা জলাধারের পাশে। আমাকে নামিয়ে দিয়েই সেটা চলে গেল। জায়গাটা পশু-খামারে ভর্তি; বস্তি-বাড়ির সংখ্যা নিউ ইয়র্ক শহরের চাইতেও বেশি। তবে তারা বস্তিগুলো বানিয়েছে বিশ মাইল দূরে; ফলে তারা ডিনারে যা খায় তার গন্ধ তোমার নাকে আসবে না।

"কোন রাস্তা-ঘাট চোখে পড়ল না; অতএব আমি মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। পায়ের নিচের ঘাস জুতোর সমান উঁচু; মেসকিট গাছগুলো দেখতে পিচফলের বাগানের মত। জায়গাটা দেখতে অনেকটা কোন ভদ্রলোকের বাসা-বাড়ির

মতই; তোমার মনে হবে, যে কোন মুহূর্তে একদল বুলডগ ছুটে এসে তোমাকে কামড়ে দেবে। তার ভিতর দিয়ে বিশ মাইল পথ হাঁটার পরেই একটা পশু-খামারে পৌঁছে গেলাম। খামার-বাড়িটা ছোট; একটা ছোট রেল-স্টেশনের চাইতে বড় নয়।

"সেখানে একটি ছোটখাট মানুষ দরজার সমুখে গাছের তলায় বসে সিগারেট পাকাচ্ছিল। তার পরনে সাদা শার্ট ও বাদামী রংয়ের ঢিলে পায়জামা; গলায় একটা গোলাপী রংয়ের রুমাল জড়ানো।

"আমি বললাম, 'অভিবাদন গ্রহণ করুন। একটি প্রায় নবাগত লোকের জন্য কিছু জলযোগ, সাদর অভ্যর্থনা, বেতনাদি, এমন কি কোন রকম একটা কাজকর্মও পাওয়া যাবে কি?'

"লোকটি মিষ্টি গলায়ই বলল, 'আহা, ভিতরে আসুন। ওই টুলটার উপর বসুন দয়া করে। আপনার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ তো শুনতে পাই নি।'

"আমি বললাম, 'তিনি এখনও এসে পৌঁছন নি। আমি হেঁটেই চলে এসেছি। কারও বোঝা হতে আমি চাই না। কিন্তু—হাতের কাছে তিন-চার গ্যালন জল পাওয়া যাবে কি?'

"সে বলল, 'আপনার গায়ে দেখছি অনেক ধূলো জমেছে; কিন্তু আমাদের স্নানের ব্যবস্থাদি—'

"আমি বললাম, 'আমি চাইছি খাবার জল। শরীরের ধূলো বালি নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

"একটা লাল রংয়ের ঝোলানো জলের পাত্র নামিয়ে আমার হাতে দিয়ে সে বলল, 'আপনি কাজ খুঁজছেন?'

"আমি বললাম, 'আপাতত তাই। দেশের এই অঞ্চলটা বেশ নির্জন, তাই না?'

"লোকটি বলল, 'তা ঠিক। লোকের কাছে শুনেছি, অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটা মানুষকেও এই পথে যেতে দেখা যায় না। মাত্র এক মাস হল আমি এখানে এসেছি। একজন পুরনো বাসিন্দার কাছ থেকে এই পশুপালটিকে কিনেছি। সে বাসিন্দাটি আরও ভিতরে চলে যেতে চাইছে।'

"আমি বললাম, 'ওতেই আমার চলে যাবে। অনেক সময় শান্ত, অবসর জীবন মানুষের ভালই লাগে। আর আমারও একটা কাজ দরকার। আমি হরেক রকম কাজ জানি।'

"পশুপালক প্রশ্ন করল, 'আপনি ভেড়া চরাতে পারেন?'

"আমি বললাম, 'তা হয় তো পারি। ঠিক ভেড়া চরানোর কাজটা আমি কখনও করি নি। তবে গাড়ির জানালা দিয়ে অনেক ভেড়াকে ঘাস খেতে দেখেছি। তাদের দেখে সাংঘাতিক বলে মনে হয় নি।'

"পশুপালক বলল, 'ভেড়া চরাবার মত একটি লোক আমার দরকার। মেক্সিকোর লোকদের উপর ভরসা করা যায় না। আমার মাত্র দুই পাল ভেড়া আছে। আমার পালে সকালের জন্য আছে মাত্র আটশ' ভেড়া। ইচ্ছা করলে তুমি সেগুলোর ভার নিতে পার। মাসে বেতন পাবে বারো ডলার, খাওয়া-দাওয়া ফ্রি। ভেড়ার পাল সঙ্গে

নিয়ে তুমি রাতটা কাটাবে তৃণভূমিতে একটা তাঁবুর নিচে। রান্নার কাজটা তুমি নিজেই করবে, তবে কাঠ ও জল তোমার তাঁবুতে পৌঁছে দেওয়া হবে। কাজটা খুবই সহজ।'

"আমি বললাম, 'কাজটা আমি নিলাম।'

"অতএব পরদিন সকালে সেই ছোটখাট পশুপালকের সহায়তায় এক পাল ভেড়া নিয়ে মাইল দুয়েক দূরে গিয়ে তৃণভূমির একটা ছোট পাহাড়ের নিচে ভেড়ার পালকে চরাতে গেলাম। যাবার সময় পশুপালকটি আমাকে নানা রকম নির্দেশ দিয়ে দিল।

"সে বলল, রাত হবার আগেই তোমার তাঁবু, তাঁবুতে থাকার মত জিনিসপত্র আর খাবার জিনিস আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।'

"আমি বললাম, 'খুব ভাল কথা। আর রেশনের কথাটা যেন ভুলো না। তাঁবুর জিনিসপত্রগুলোর কথাও ভুলো না। আর তাঁবুটা কিন্তু অবশ্যই আনা চাই। তোমার নাম তো জলি কফার, তাই না?'

"সে বলল, 'আমার নাম হেনরি ওগ্‌ডেন।'

"আমি বললাম, 'ঠিক আছে মিঃ ওগ্‌ডেন। আমার নাম মিঃ পার্সিভাল সেণ্ট ক্লেয়ার।'

"চিকুইটো পশু-খামারে আমি পাঁচ দিন ভেড়া চরালাম। তখনই অরণ্য আমাকে পেয়ে বসল। ক্রুসোর ছাগলটার চাইতেও আমি বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। সেই ভেড়াগুলোর চাইতে অনেক বেশি মনের মত সঙ্গী আমি দেখেছি। প্রতিদিন ভেড়ার পালকে চরাতে নিয়ে যেতাম আর সন্ধ্যা হলে তাদের ফিরিয়ে আনতাম খোঁয়াড়ে। তারপর গমের রুটি, ছাগ-মাংস ও কফি তৈরি করে খেয়ে নিতাম এবং টেবিল-ঢাকনার মত মাপের একটা তাঁবুতে শুয়ে শুনতে পেতাম নেকড়ের ডাক।

"পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় আমার দামী ভেড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি সোজা হেঁটে চলে গেলাম পশুপালকের খামাড়ে। তার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

"বললাম, 'মিঃ ওগ্‌ডেন, তোমার ও আমার মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার। প্রকৃতির শোভা বৃদ্ধি করতে এবং মানুষের জন্য আট ডলার দামের সুতির পোশাক সরবরাহ করতে ভেড়ার পালকে খুবই প্রয়োজন সেটা ঠিক; কিন্তু এক টেবিলে বসে গল্প করতে অথবা আগুনের পাশে বসে মজলিসি করতে তারা বড়ই বেখাপ্পা সঙ্গী। তোমার কাছে যদি তাসের টেবিল থাকে, অথবা অন্য কোন খেলার সরঞ্জাম, অথবা কোন ধাঁধার বইপত্র,—তাহলে সেগুলো বের কর, দু'জনে মিলে কিছুটা মনের জমিন চাষ করি।'

"এই হেনরি ওগ্‌ডেন লোকটি ছিল এক অদ্ভুত ধরনের পশুপালক। সে অনেকগুলি আংটি পরত আঙুলে, একটা বড় সোনার ঘড়ি ব্যবহার করত, গলায় বাঁধত সুদৃশ্য নেক-টাই। তার মুখখানি ছিল শান্ত, নাকের উপরকার চশমা জোড়া সব সময়ই ঝক-ঝক করত। আসলে আমি তখন চাইছিলাম একজন পবিত্র সাধু অথবা পুরনো পাপীর সঙ্গ ও তার মিত্রতা—ভেড়াবর্জিত একজন কাউকে পেলেই তখন আমি বর্তে যাই।

"হাতের বইটা নামিয়ে রেখে সে বলল, 'দেখ সেণ্ট ক্লেয়ার, আমি বুঝতে পারছি যে প্রথম প্রথম তোমার খুবই নিঃসঙ্গ লাগছে। আর এ কাজটা যে আমার কাছেও

একঘেয়েমিতে ভরা সে কথাও আমি অস্বীকার করছি না। তুমি কি ঠিক জান যে তোমার ভেড়াগুলোকে তুমি এমনভাবে খোঁয়াড়ে আটকে রেখে এসেছ যে তারা কোন মতেই বাইরে বেরিয়ে হারিয়ে যাবে না!'

"আমি বললাম, 'একজন কোটিপতি খুনীর মতই তাদের আমি শক্ত করে বেঁধে রেখে এসেছি। অচিরেই তাদের তোমার সামনে এসে হাজির করতেও পারব।'

"অতএব ওগ্‌ডেন একজোড়া তাস নিয়ে বসে গেল ; আমরা দু'জন তাসের খেলায় মজে গেলাম। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ভেড়ার খোঁয়াড়ে কাটাবার পরে আমি যেন ব্রডওয়ের এক অকর্মার ধাড়ি হয়ে গেলাম। একটা খেলায় জিতে আমি এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম যেন ট্রিনিটি-তে দশ লক্ষ জিতে গেছি। আর এইচ. ও. যখন সরল মনে পুল্‌ম্যান গাড়ির মহিলাটির কাহিনী আমাকে শোনাল তখন আমি টানা পাঁচ মিনিট ধরে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলাম।

"এতেই বোঝা যায় জীবনটা কতদূর আপেক্ষিক। একটা লোক হয় তো এত কিছু দেখেছে যে লাখ-লাখ টাকা আগুনে ভস্মীভূত হতে দেখলেও সে ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে দ্বিতীয়বার তাকাবে না। কিন্তু একটা মানুষকে একটানা ভেড়া চরাতে দাও, তাহলেই দেখবে 'আজ রাতে আর সাঁঝের ঘণ্টা বাজবে না' ধরনের গান শুনেই হাসতে হাসতে তার পেটটা ফেটে যাবে অথবা একদল মহিলার সঙ্গে তাস খেলাতেই সে সত্যিকারের আনন্দ পাবে।

"ক্রমে ক্রমে ওগ্‌ডেন এক বোতল 'বুরবন' বের করল, আর ভেড়ার খোঁয়ার তার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল।

"সে বলতে লাগল, 'মাসখানেক আগে তুমি কি খবরের কাগজে পড়েছিলে যে এম. কে. & টি. ট্রেনটাকে থামিয়ে লুটপাট করা হয়েছিল ? এক্সপ্রেসের এজেন্টকে গুলি করে প্রায় ১৫,০০০ ডলারের কারেন্সি নোট পাচার হয়ে গিয়েছিল। আর সকলেই বলছে যে মাত্র একটা লোকই কাজটা করেছিল।'

"আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে পড়েছিলাম, কিন্তু এ সব তো আখছারই ঘটছে, কাজেই টেকসাসের মানুষ ও সব কথা মনে রাখে না। আচ্ছা, লুটেরা লোকটা কি ধরা পড়েছিল ?'

"ওগ্‌ডেন বলল, 'তখনকার মত লোকটা পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজই খবরের কাগজে পড়লাম, পুলিশ অফিসাররা আজই এই অঞ্চল থেকে তাকে পাকড়াও করেছে। মনে হচ্ছে, ডাকাতরা যে সব বিল হাতিয়ে নিয়েছিল সে সবই ছিল এসপিনোসা সিটির "সেকেন্ড ন্যাশন্যাল ব্যাংক"-এর প্রথম কিস্তির নোট। নোটগুলি কোথায় খরচ করা হয়েছে সেই সূত্র ধরেই তারা এই অঞ্চলে হানা দিয়েছিল।'

আরও কিছুটা "বুরবন" ফেলে ওগ্‌ডেন গ্লাসটা আমার দিকে ঠেলে দিল।

"গ্লাসের পুরো মালটাই গলায় ঢেলে দিয়ে আমি বললাম, 'আমার তো মনে হয় একজন ট্রেন-ডাকাতের পক্ষে কিছুদিনের জন্য এই অঞ্চলে এসে গা-ঢাকা দিয়ে থাকাটা মোটেই বোকামির পরিচয় নয়। একটা পশু-খামার তো সে-কাজের পক্ষে আদর্শ জায়গা। কে কবে ভাবতে পারে যে এই রকম বেপরোয়া চরিত্রের একটা মানুষ এসে একেবারে মিশে যাবে এখানকার গায়ক-পাখি, ভেড়ার পাল আর বুনো

ফুলের মধ্যে ?' এইচ. ওগ্‌ডেনকে আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে আমি বললাম, 'ভাল কথা, এই ভয়ংকর লোকটার কোন বিবরণ কি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে ? তার মুখের আদল, উচ্চতা ও দেহের পরিমাপ, অথবা দাঁত ও পোশাক-পরিচ্ছদের কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের কথা কি উল্লেখ করা হয়েছে ?'

"ওগ্‌ডেন বলল, 'একেবারেই না, কারণ খোলামেলা অবস্থায় কেউ তাকে চোখেই দেখে নি ; সর্বদাই সে একটা মুখোশ পরে থাকত। কিন্তু তারা জানতে পেরেছিল যে এই ট্রেন-ডাকাতটার নাম "কালো বিল" ; কারণ সব সময় সেই একই ভাবে কাজকর্ম করে, আর এক্সপ্রেস কামরায় যে রুমালটা সে ফেলে গিয়েছিল তাতে তার নামটাই লেখা ছিল।'

"আমি বললাম, 'ঠিক আছে। কালো বিল যে পশু-খামারে এসে গা-ঢাকা দিয়েছে সেটা আমি মেনেই নিলাম। তবে আমার ধারণা, তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

"ওগ্‌ডেন বলল, 'তাকে ধরে দিতে পারলে এক হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।'

"মিঃ শিপ্‌ম্যানের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে আমি বললাম, 'ও-রকম টাকা আমি চাই না। প্রতি মাসে যে বারো ডলার তুমি আমাকে দাও সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার বিশ্রামের দরকার। টেক্সারকানা যাবার ভাড়াটা জমাতে পারলেই আমি এখান থেকে চলে যাব ; আমার বিধবা মা সেখানেই থাকে।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওগ্‌ডেনের দিকে তাকিয়ে আমি বলতে লাগলাম, 'কালো বিল যদি মাসখানেক আগে এদিকে এসে থাকে এবং একটা ছোট পশু-খামার কিনেও থাকে, এবং—'

"চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ওগ্‌ডেন বলে উঠল, 'থাম। তুমি কি বলতে চাও যে—'

"আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি তো তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি মাত্র। আমি বলছি, কালো বিল যদি এখানে এসেই থাকে, একটা ভেড়ার খোঁয়াড় কিনেই থাকে, সেটাকে দেখাশোনার রাখাল হিসাবে যদি আমাকে ভাড়া করেই থাকে, আমাকে খেতে-পরতে দিয়ে থাকে এবং আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে থাকে, যেমন তুমি করছ, তাহলেও আমার দিক থেকে তার কোন রকম ভয়ের কারণ নেই। একটা লোক যদি ভেড়ার ব্যাপারে বা ট্রেনের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলেও আমার কাছে একটি মানুষ শুধুই একটি মানুষ। আমার কথাগুলো তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

"ওগ্‌ডেন নয় সেকেণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে রইল, তারপর খুশিতে ডগমগ হয়ে হেসে উঠল।

"বলল, 'তোমাকে দিয়েই আমার কাজ চলে যাবে সেণ্ট ক্লেয়ার। আমি যদি কালো বিল হতাম তাহলেও তোমাকে বিশ্বাস করতে ভয় পেতাম না। এস, দু'এক দান খেলে আজকের রাতটা কাটিয়ে দেই। অবশ্য, একজন ট্রেন-ডাকাতের সঙ্গে বসে খেলতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

"আমি বললাম, 'আমার মনের কথা তো তোমাকে বললাম। এর মধ্যে কোন মার-প্যাঁচ নেই।'

"প্রথম দান খেলার পরে তাসটা ভাঁজতে-ভাঁজতেই প্রসঙ্গক্রমে ওগ্‌ডেনকে শুধালাম, সে কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে।

"সে বলল, 'কেন, মিসিসিপি উপত্যকা থেকে।'

"আমি বললাম, 'ভারি সুন্দর জায়গা। অনেকবার সেখানে গিয়েছি—থেকেছি। কিন্তু তোমার কি মনে হয় নি যে জায়গাটা একটু স্যাঁতসেঁতে, আর খাবার-দাবারও ভাল নয়? হ্যাঁ, আমি এসেছি "প্যাসিফিক স্লোপ" থেকে। তুমি কি কখনও সেখানে গিয়েছ?'

"ওগ্‌ডেন বলল, 'বড় বেশি ঝড়ো হাওয়া। কিন্তু যদি কখনও মধ্য পাশ্চাত্য দেশে যাও তো আমার নামটা কেবল বলো, তাহলেই দেখতে পাবে—সমাদরের কী বহর; গরম জল, গরম কফি এসে হাজির।'

"আমি বললাম, 'কি জান, তোমার নিজস্ব টেলিফোন নম্বর এবং তোমার বংশ-পরিচয় জানবার কোন কৌতূহল আমার নেই। আমি কেবল তোমাকে জানাতে চাই যে তোমার ভেড়ার রাখালের হাতে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আরে, স্পেডের দানে হার্ট খেল না, আর কোন রকম দুশ্চিন্তা করো না।'

"ওগ্‌ডেন আবার হেসে উঠল; বলল, 'আবার সেই এক কথা। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমি যদি "কালো বিল" হতাম, যদি তোমাকে সন্দেহের চোখেই দেখতাম, তাহলে তোমাকে লক্ষ্য করে একটা উইন্‌চেস্টার বুলেট ছুড়ে দিতাম, আর তোমার মধ্যে এতটুকু স্নায়বিক দুর্বলতা থাকলেও সেটাকে থামিয়ে দিতাম?'

"আমি বললাম, 'ওটা থাকবার কথাও নয়। যে-মানুষ এক হাতে একটা ট্রেনকে ধরে রাখতে পারে, সে কখনও ও রকম বাজে কাজ করবে না। অনেক ঠকে আমি জেনেছি যে পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা বন্ধুত্বকে মূল্য দেয়। অবশ্য, আমি তো তোমার একজন ভেড়ার রাখাল মাত্র মিঃ ওগ্‌ডেন, তাই তোমার বন্ধু হবার দাবী আমি করতে পারি না। তবে, অন্য কোন পরিবেশে দেখা হলে আমরা দু'জন বন্ধু হতে পারতাম।'

"ওগ্‌ডেন বলল, 'আপাতত ওই ভেড়ার ব্যাপারটা ভুলে যাও; আসল কথাটা খুলে বল।'

"দিন চারেক আগের কথা—আমার ভেড়াগুলো জলার ধারে রোদ পোহাচ্ছিল আর আমি ব্যস্ত ছিলাম এক কাপ কফি বানাবার ধান্দায়, এমন সময় ঘোড়ায় চেপে ধীর গতিতে এসে হাজির হল একটি রহস্যময় মানুষ তার মনোমত অপর একটি মানুষের ছদ্মবেশে। তার পোশাকটা ছিল কান্সাস সিটির গোয়েন্দা 'মহিষাসুর বিল' এবং শহরের কুকুর-ধরা 'ব্যাটন রুজ'-এর মাঝামাঝি ধরনের। তার চিবুক ও চোখে একজন যোদ্ধার ছায়ামাত্র ছিল না, কাজেই আমি বুঝতে পারলাম যে সে একটি স্কাউট মাত্র।

"সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ভেড়া চরাচ্ছ?'

"আমি বললাম, 'ওটা ছাড়া অন্য কোন মহৎ কাজ করছি বলে তো আমি মনে করি না।'

"সে বলল, 'তোমার কথাবার্তা বা চেহারা কোনটাই তো ভেড়ার রাখালের মত নয়।'

"আমি বললাম, 'কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে তুমি দেখতে যার মত ঠিক তার মতই কথা বলছ।'

"তখন সে আমার কাছে জানতে চাইল আমি কার হয়ে কাজ করছি, আর আমি তাকে দেখিয়ে দিলাম দুই মাইল দূরে একটা নিচু পাহাড়ের ছায়ায় বসে থাকা পশুপালক চিকুইতোকে; তখন সেও আমাকে জানাল যে সে একজন ডেপুটি শেরিফ।

"স্কাউটটি আরও বলল, 'কালো বিল নামক এক ট্রেন-লুটেরা এই অঞ্চলেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। সান এন্টোনিও এবং তার চাইতেও অনেক দূর পর্যন্ত তাকে খোঁজা হচ্ছে। গত এক মাসে কোন নবাগতকে কি এই অঞ্চলে দেখেছ বা তার কথা শুনেছ?'

"আমি বললাম, 'ফ্রায়োতে লুমিস্ পশু-খামারের জনৈক মেক্সিকোবাসীর বাড়িতে কে একজন আছে বলে শুনেছি। তার বেশি কিছু জানি না।'

"ডেপুটি প্রশ্ন করল, 'তার সম্পর্কে কি জান?'

"আমি বললাম, 'সে তিন দিন হল সেখানে এসেছে।'

"সে প্রশ্ন করল, 'যার কাজ তুমি করছ সে মানুষটি দেখতে কেমন? বুড়ো জর্জ রামে কি এখনও এই জায়গাটার মালিক আছে? গত দশ বছর ধরে সে এখানে ভেড়া চরাচ্ছে, কিন্তু মোটেই সুবিধা করতে পারছিল না।'

"আমি বললাম, 'সে বুড়ো সব বেচে দিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। অন্য এক ভেড়াপ্রেমিক এক মাস আগে খামারটা কিনে নিয়েছে।'

"ডেপুটি আবার প্রশ্ন করল, 'লোকটি দেখতে কেমন?'

"আমি বললাম, 'আহা, একটু বড়সর, পেটমোটা ওলন্দাজ, মুখে লম্বা গোঁফ আর চোখে নীল চশমা। একটা ভেড়া ও কাঠবিড়ালির মধ্যে কি তফাৎ তাও সে বোঝে না। আমার তো ধারণা, কেনা-বেচার ব্যাপারে বুড়ো জর্জ তাকে ভাল রকমই দুইয়েছে।'

"তারপর আরও অনেক রকম খোঁজ-খবর নিয়ে আর আমার ডিনারের দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে ডেপুটি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

"সেই রাতেই আমি ওগ্‌ডেনকে সব ব্যাপারটা খুলে বললাম।

"ওগ্‌ডেন বলল, 'ঠিক আছে; কালো বিলকে নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা করে কাজ নেই। কাবার্ড থেকে একটা 'বুরবন' বের কর; দু'জনে মিলে তার স্বাস্থ্য পান করি—অবশ্য,' খুক্-খুক্ করে একটু হেসে সে বলল, 'ট্রেন-লুটেরা সম্পর্কে যদি তোমার কোন খুঁতখুঁতি না থাকে।'

"আমি বললাম, 'মনের মত বন্ধু পেলে তার স্বাস্থ্য পান আমি নিশ্চয় করব। আমার বিশ্বাস, কালো বিল তেমন বন্ধুই হবে। অতএব কালো বিল-এর উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পান করা যাক। আমাদের ভাগ্য যেন ফেরে।'

"দু'জন অনেক মদ গলায় ঢাললাম।

"প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ফসল কাটার মরশুম এসে পড়ল। ভেড়ার পালকে খামারে

নিয়ে যেতে হবে। দুর্গন্ধভরা মাথা নিয়ে অনেক মেক্সিকোবাসী এসে কাঁচি চালিয়ে ভেড়াগুলোর গায়ের লোম কেটে নেবে। সুতরাং নাপিতের দল আসার আগের দিন বিকেলেই ভেড়ার পালকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়-উপত্যকা-নদী-নালা পেরিয়ে পশু-খামারে পৌঁছে গেলাম এবং তাদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে রাতের মত ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

"সেখান থেকে খামার-বাড়িতে গেলাম। দেখলাম ওগ্‌ডেন মহাশয় তার ছোট খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার মুখ ও বুকটা খোলা ; নিঃশ্বাস ফেলছে বাইসাইকলের পুরনো পাম্পের মত।

"একটা ঘুমন্ত মানুষকে দেখলে দেবদূতদের চোখেও জল আসবে। তার এত বুদ্ধি, শক্তি, সমর্থনকারী, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আর পারিবারিক মর্যাদা কোন্ কাজে লাগবে ? এখন সে তো তার শত্রুদের হাতের অসহায় পুতুল মাত্র ; ততোধিক অসহায় বন্ধুদের কাছে।

"যাই হোক, নিজের জন্য একপাত্র এবং ওগ্‌ডেনের জন্য একপাত্র 'বুরবন' নিয়ে তার পাশে বসলাম। আমি আরাম করতে লাগলাম, আর সে ঘুমিয়ে থাকল। তার টেবিলে ছিল খানকয়েক বই ও কিছু তামাক। শেষের জিনিসটা তবু কাজে লাগবে।

"আমি কয়েকটা চুরুট খেলাম। এইচ. ও.-র সেলাই-কলের মত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

"দেখতে পেলাম পাঁচটি লোক ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ির কাছে এল। সকলের হাতেই বন্দুক। তাদের মধ্যে একজন ছিল সেই ডেপুটি যার সঙ্গে তাঁবুতে আমার কথা হয়েছিল।

"খোলা বন্দুক উঁচিয়ে তারা সাবধানে এসে হাজির হল। এই আইন-শৃংখলা রক্ষকদলের মধ্যে যাকে একজন কর্তাব্যক্তি বলে আমার মনে হল আমি তার দিকেই ভাল করে তাকালাম।

"বললাম, 'শুভ সন্ধ্যা মহাশয়গণ ; আপনারা কি ঘোড়া থেকে নেমে আসবেন ?'

"কর্তা ব্যক্তিটি আরও কাছে এসে বন্দুকটা নাচাতে নাচাতে বলল, 'তোমার ও আমার মধ্যে কিছু দরকারী কথাবার্তা না হওয়া পর্যন্ত একটা হাতও নাড়াবে না।'

"আমি বললাম, 'তা নাড়াব না। আমি তো বোবা-কালা নই যে আপনার হুকুম অমান্য করব।'

"সে বলল, 'আমরা কালো বিল-এর খোঁজে বেরিয়েছি। মে মাসে ২৫,০০০ পাউণ্ড হাতিয়ে নিয়ে লোকটা সরে পড়েছে। সবগুলো পশু-খামার আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কাউকে বাদ দেই নি। তোমার নামটা কি ? এই পশু-খামারে তুমি কি কাজ কর ?'

"আমি বললাম, 'ক্যাপ্টেন, আমার নাম পার্সিভাল সেণ্ট ক্লেয়ার, আর আমার জীবিকা হচ্ছে ভেড়ার রাখাল। ভেড়ার পাল নিয়ে আজ রাতেই এখানে এসে সে ব্যাটাদের খোয়াড়ে তুলে দিয়েছি।'

"দলের নেতাটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই পশু-খামারের কর্তাটি কোথায় ?'

"আমি বললাম, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন ক্যাপ্টেন। একেবারে ভূমিকাতেই

আপনি যে বেপরোয়া মানুষটির কথা বললেন তাকে ধরবার জন্য কি একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?'

"ক্যাপ্টেন বলল, 'এক হাজার ডলার পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু সেটা তো তার গ্রেপ্তার ও শাস্তির জন্য। কোন খোঁজারুর উল্লেখ তো সে ঘোষণায় করা হয় নি।'

"নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'মনে হচ্ছে দু'এক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি হবে।'

"সে লোকটি কঠিন গলায় বলল, 'এই কালো বিল কোথায় আছে, তার স্বভাবচরিত্র কেমন, অথবা তার সম্পর্কে কোন গোপন খবর যদি তোমার জানা থাকে, তাহলে সে সব কথা বলতে তুমি আইনত বাধ্য।'

"আমি কোন রকমে বললাম, 'একজন ঘোড়সওয়ারকে আমি বলতে শুনেছি যে জনৈক মেক্সিকোবাসী জেক নামক একটি গো-রাখালকে বলছে যে দুই সপ্তাহ আগে কালো বিলকে মাটামোরাস-এ দেখেছিল জনৈক মেষপালকের এক দূর সম্পর্কের ভাই।'

"একটা রফা করার জন্য আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন বলল, 'ওহে স্বল্পবাক মানুষ, আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। তুমি যদি কালো বিল-এর কোন হদিস আমাদের দিতে পার তাহলে আমি তোমাকে এক শ' ডলার দেব আমার নিজের—আমাদের নিজস্ব পকেট থেকে। প্রস্তাবটা কিন্তু খুবই গ্রহণযোগ্য। আসলে তোমার তো কিছুই পাবার কথা নয়। এখন, তুমি কি বল?'

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'টাকাটা এখনই নগদে দেবেন তো?'

"ক্যাপ্টেন তার সহযোগীদের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করল। সকলেই যার যার পকেটের মাল-কড়ি বের করে গুনতে শুরু করল। তার নিট ফল দাঁড়াল নগদ ১০২.৩০ পাউণ্ড এবং ৩১ পাউণ্ড দামের তামাক।

"আমি বললাম, 'আরও কাছে আসুন ক্যাপ্টেন, আমার কথাগুলি ভাল করে শুনুন।' লোকটি তাই করল।

"আমি বলতে শুরু করলাম, 'আমি বড়ই গরিব। পৃথিবীর একেবারে নিচের সারির মানুষ। মাসিক বারো ডলারের বিনিময়ে এমন সব জানোয়ারকে আমি চরিয়ে বেড়াই যাদের স্বভাবই হচ্ছে দলছুট হয়ে যাওয়া। আমি গরিব মানুষ। টেক্সারকানাতে থাকে আমার বিধবা মা। আজ পর্যন্ত আমি কখনও কোন বন্ধুর ক্ষতি করি নি। সুদিনে তাদের সঙ্গে কাটিয়েছি, আবার দুর্দিনেও তাদের পরিত্যাগ করি নি। ...কিন্তু এটা ঠিক বন্ধুত্বের ব্যাপারও নয়। মাসে বারো ডলার তো একটা মামুলি পরিচয়ের দাম। কালো বিলকে আপনারা এই বাড়িতেই পাবেন—আপনার ডান দিকের ঘরে খাটিয়ার উপর ঘুমিয়ে আছে। তার কথাবার্তা থেকেই আমি বুঝতে পারছি যে আপনারা তাকেই খুঁজছেন। সে আমার বন্ধুর মতই। আজ যদি আমার আগের মত সুদিন থাকত তাহলে গণ্ডোলার সব সোনার খনির বিনিময়েও আমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতাম না। কিন্তু—কি জানেন—প্রতি সপ্তাহে অর্ধেক বীণ ছিল পোকায় ভর্তি, আর তাঁবুতে কাঠেরও বড়ই অভাব ছিল।

"আরও বললাম, 'খুব সাবধানে ঘরে ঢুকবেন মশাইরা। অনেক সময়ই সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।'

"অতএব পুরো দলটাই ঘোড়া থেকে নেমে সেগুলোকে বেঁধে রাখল, সব অস্ত্রশস্ত্র খুলে হাতে নিল; তারপর পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। আমিও তাদের পিছু নিলাম।

"দলের নেতাটি ওগ্‌ডেনকে ঝাঁকি দিয়ে জাগিয়ে তুলল। সে এক লাফে উঠে দাঁড়াতেই পুরস্কারলোভীদের দু'জন তাকে জড়িয়ে ধরল। একহারা চেহারা হলেও ওগ্‌ডেন যথেষ্ট শক্তি ধরে। অনেকজনের বিরুদ্ধে একজনের এমন লড়াই আমি আগে দেখি নি।

"সকলে মিলে তাকে ধরাশয়ী করে ফেলার পরে সে বলল, 'এ সবের অর্থ কি?'

"ক্যাপ্টেন জবাব দিল, 'আপনি ফাঁদে পড়েছেন মিঃ কালো বিল। বাস, এই পর্যন্তই।'

"এইচ. ওগ্‌ডেন পাগলের মত বলে উঠল, 'এটা অন্যায় অত্যাচার।'

"শান্তিকামী সৎ লোকটি বলল, "হয় তো তাই হত। ক্যাটি তো তোমার কোন ক্ষতি করে নি। তাছাড়া ট্রেনের মাল লুঠ করার বিরুদ্ধে তো আইন আছে।'

"এইচ. ওগ্‌ডেনের পেটের উপর চেপে বসে খুব সাবধানে তার পকেটগুলো সে হাতড়াতে লাগল।

"ঘামে নেয়ে উঠে ওগ্‌ডেন বলল, 'এর জন্য আমিও তোমাদের কালঘাম ছুটিয়ে দেব। আমি কে সেটা প্রমাণ করতে আমি পারি।'

"এইচ. ওগডেন-এর কোটের ভিতর-পকেট থেকে 'সেকেন্ড ন্যাশনাল ব্যাংক অব এস্পিনোসা সিটি'-র একমুঠো নতুন বিল বের করে ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'সেটা আমিও পারি। এবার উঠে পড়। আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হও, তোমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।'

এইচ. ওগ্‌ডেন উঠে দাঁড়িয়ে নেকটাইটা ঠিক করে নিল। তার সব টাকা ছিনিয়ে নেবার পরেও সে আর কোন কথা বলল না।

"শেরিফ ক্যাপ্টেন প্রশংসার সুরে বলে উঠল, 'মতলবটা ঠাউরেছ বেশ ভাল। পালিয়ে এসে এমন একটা জায়গায় একটা ছোট পশু-খামার কিনে বসেছ যেখানে মানুষের হাত কদাচিৎ চোখে পড়ে। গা-ঢাকা দেবার মত এত ভাল আস্তানা আমি আগে কখনও দেখি নি।'

"তারপরেই তাদের দলের একজন খোঁয়াড়ের কাছে গিয়ে আর এক ভেড়ার রাখালকে সেখানেই পেয়ে গেল। সেই মেক্সিকোবাসীটিকে সকলে জন স্যালিস বলে ডাকে। স্যালিস ওগ্‌ডেন-এর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে দিল, আর শেরিফের দল বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে ঘিরে ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তারা বন্দীকে নিয়ে শহরে চলে যাবে।

"যাত্রা শুরু করার আগে ওগ্‌ডেন খামারের ভার দিয়ে গেল সালিস-এর হাতে; ভেড়ার পালের লোম ছাটাই করার নির্দেশ দিল; ভেড়াগুলোকে কোথায় চরাতে হবে তাও বলে গেল। দেখেশুনে মনে হল, সে যেন কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসছে। আর ঘণ্টা দুই পরেই পশু-খামারের মালিক রাঞ্চো চিকুতোর জনৈক প্রাক্তন

মেষ-রাখাল পার্সিভাল সেন্ট ক্রেয়ারকে দেখা গেল বেতন ও কালো টাকায় মোট একশ' নয় ডলার পকেটে নিয়ে অপর একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে দক্ষিণে যাবার পথ ধরল।"

লাল-মুখো লোকটি এক সময় থেমে কান পাতল। অনেক দূরের নিচু পাহাড়গুলোর ভিতর থেকে একটা মালবাহী ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ ভেসে এল।

তার পাশের মোটাসোটা লোকটি কি যেন শুঁকল; তারপর নিজের নোংরা মাথাটাকে জ্ঞিল্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে দোলাতে লাগল।

অপর লোকটি শুধাল, "ওটা কি হে স্নিপি? আবার কি নীল কোর্তাদের আভাষ পেলে?"

নাকটা আর একবার টেনে লোকটি বলল, "না, তা পাই নি। কিন্তু তোমার কথাবার্তাগুলি আমার ভাল লাগছে না। পনেরো বছর ধরে তোমার—আমার বন্ধুত্ব; আজ পর্যন্ত কখনও দেখি নি বা শুনি নি যে তুমি কাউকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছ—একজনকেও না। অথচ এই মানুষটির নিমক তুমি খেয়েছ, তার টেবিলে তাস খেলেছ। তুমি কি না তাকেই আইনের হাতে তুলে দিলে, আর সে জন্য হাত পেতে টাকাও নিলে! আমি বলতে চাই, তুমি তো এ রকম মানুষ ছিলে না।

লাল-মুখো লোকটি বলল, "ইনি হলেন সেই এইচ. ওগ্‌ডেন যিনি একজন উকিলের মারফৎ এলিবাই ও অন্য নানা রকম আইনের প্যাঁচে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। এ তথ্যটা আমি পরবর্তীকালে শুনেছিলাম। তিনি কখনও আমার ক্ষতি করেন নি। বরং আমার উপকারই করেছেন। তাকে আইনের হাতে তুলে দিতে আমার ঘৃণা হয়েছে।"

মোটা লোকটি জানতে চাইল, "তার পকেটে ওরা যে বিলগুলো পেল সেটার ব্যাপার কি?"

লাল-মুখো লোকটি বলল, "তিনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন অশ্বারোহী দলটাকে দেখতে পেয়ে বিলগুলো আমিই তার পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। আসলে আমিই কালো বিল। তাকিয়ে দেখ স্নিপি, ওই তো ঘোড়া এসে হাজির হয়েছে! ওটা জল খেতে খেতেই আমরা ওর পিঠে চড়ে বসব।"

# যে আছে অপেক্ষা করে

## To Him Who Waits

হাডসনের সাধুবাবা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তার গুহার মধ্যে পায়চারি করছিল।

ক্যাট্‌স্কিল পর্বতমালা থেকে ছিটকে বেরিয়ে-আসা একটা ছোট টিলা নদীর তীর পর্যন্ত এসে পার-ঘাটের টিকিট না থাকায় সেখানেই থেমে গেছে। সেই টিলার উপরেই গুহাটি অবস্থিত। সুন্দর ছোটখাট পাহাড়টি ঘন অরণ্যে ঢাকা; সেখানে হিংস্র কাঠবিড়ালি

ও কাঠঠোকরা গ্রীষ্মকালের ক্ষণিক অতিথিদের বড়ই বিব্রত করে। পাহাড়ের সবুজ রেখা আর নদীতীরের সাদা ফিতের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটা পাকা রাস্তা। সেই আরামদায়ক রাস্তা থেকে একটা ছায়া-ঢাকা পথ পাহাড় বেয়ে খাড়া উঠে গেছে সাধুবাবার গুহায়। নদীর মাইল খানেক উজানে যে "ভিউপয়েন্ট ইন" আছে শহর থেকে আসা গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণার্থীরা সেখানেই ওঠে।

আপনার অপেরা-গ্লাসটা সাধুবাবার দিকে ঘুরিয়ে ভাল করে তাকে দেখুন; সঙ্গে সঙ্গে আপনার দুই চোখে যে ব্যক্তিগত স্পর্শ সঞ্চারিত হবে তাতেই তিনি হয়ে উঠবেন আপনার এক প্রিয়জন।

বছর চল্লিশ বয়স, দীর্ঘ চুলের রাশি নিচের দিকে কোঁকড়ানো, চোখ দুটি নাটকীয়, বাদামী দাড়িটা দুই ভাগে বিভক্ত। হাতের আঙুল লম্বা ও সুগঠিত, টিকলো নাক, চালচলনে এমন একটা মাধুর্য আছে যা তাকে অতি সহজেই তথাকথিত তুক-তাক-সম্বল সন্ন্যাসীদের চাইতে উপরের সারিতে বসিয়ে দেয়।

সাধুবাবার বাড়িটা কিন্তু নেহাৎই একটা গুহা নয়। গুহাটি মূল আশ্রমের একটি সংযোজন। খুঁটি ও কাদা দিয়ে গড়া একটা সাদামাঠা কুঁড়েঘর, সেরা জাতের মরচে-নিরোধক দস্তার ছাদ দিয়ে ঢাকা।

মূল বাড়িটাতে আছে পাথরের পীঠিকার আসন, পপ্‌লার কাঠের অমসৃণ তক্তা দিয়ে তৈরি গ্রাম্য বইয়ের তাক, দুটো খাড়া পাথরের টুকরোর উপর বসানো একটা কাঠের টেবিল—ড্রুইড মন্দিরের আসবাব এবং ব্রডওয়ের গোমাংস পরিবেশনের টেবিলের মাঝামাঝি একটা সংস্করণ। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে নিউ ইয়র্কের অষ্টম স্ট্রীট ও ইউনিভার্সিটি প্লেস-এর কাছাকাছি অঞ্চল থেকে কেনা বন্য পশুদের চামড়া।

গুহাটা আছে ঘরের পিছন দিকে। সেকেলে পাথরের উনুনে সেখানেই সাধুবাবা রান্না করে। অসীম ধৈর্য ও পুরনো কুড়ুলের সাহায্যে সে পাথুরে দেয়ালে কয়েকটা তাক কেটে বের করেছে। তাতেই রাখা আছে রান্নার জিনিসপত্র—ময়দা, মাংস, চর্বি, ট্যালকাম পাউডার, কেরোসিন, বেকিং পাউডার, সোডা-মিষ্টি বড়ি, লংকা, নুন, আর হাতে-মুখে মাখবার জন্য অলিভো-ক্রেমো মিশ্রণ।

দশ বছর হয়ে গেল সাধুবাবু সেখানে বাস করছে। মানুষটি "ভিউপয়েন্ট ইন"-এর একটি সম্পদ বিশেষ। সেখানকার অতিথিদের কাছে ভূতুড়ে উপত্যকার "রহস্যময় প্রতিধ্বনি"র পরে সেখানকার দ্বিতীয় আকর্ষণ। "প্রেমিক লম্ফ" স্থানটি মাত্র কয়েক ইঞ্চির ফারাকে তার আগে জায়গা করে নিয়েছে। কাছেপিঠের সকলেই জানে সে একজন বুদ্ধিদীপ্ত পণ্ডিত মানুষ, একটি ব্যর্থ প্রেমের জন্য সংসার ছেড়েছে। প্রতি শনিবার রাতে "ভিউপয়েন্ট ইন"-এ গোপনে তাকে এক ঝুড়িভর্তি খাবার পাঠানো হয়। নিজে কখনও আশ্রমের সীমানার বাইরে যায় না। পান্থশালার যে সব অতিথি তার সঙ্গে দেখা করে তারা সকলেই বলে থাকে, তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও দর্শনের ভাণ্ডারটি এক কথায় এক আশ্চর্য সম্পদ। সেবার গ্রীষ্মকালে "ভিউপয়েন্ট ইন" ছিল অতিথিতে ঠাসা। সুতরাং সেই শনিবার রাতে সাধুবাবার ঝুড়িতে বোঝাই হয়ে এসেছিল বেশ কয়েকটা বাড়তি টিন ভর্তি খাবার।

এবার শুনুন কিছু বাস্তব অভিযোগ। সুতরাং প্রেম-কথার প্রবেশ ঘটুক।

স্পষ্টতই সাধুবাবা একজন দর্শনার্থীর আগমন প্রত্যাশা করছিল। সযত্নে চিরুনি চালিয়ে তার প্রচারকসুলভ দাড়িকে দুই ভাগে বিন্যাস করেছে। পাথরের তাকের উপর রাখা আটানব্বই সেন্ট দামের এলার্ম-ঘড়িতে পাঁচটা বাজতেই সে নিজের মোটা চটের স্কার্টটা হাতে নিয়ে ভাল করে ব্রাশ করল, ওক কাঠের লাঠিটা হাতে নিল এবং আশ্রমের চারদিককার ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাইন-পাতা বিছানো পথ ধরে এগিয়ে এল বিখ্যাত ট্রেন্‌হোম ভগ্নীদের মধ্যে সব চাইতে ছোট ও সুন্দরী বিয়েট্রিক্স। মাথার টুপি থেকে পায়ের ক্যানভাস জুতো পর্যন্ত তার পরিধেয় সব কিছু নীল রংয়ের—সামান্য তারতম্য শুধু রংয়ের গভীরতার। সবুজ রংয়ের ছাতাটাকে পাইন-পাতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দু'জনের দৃষ্টি-বিনিময় হল।

কাঁপা-কাঁপা গলায় বিয়েট্রিক্স বলল, "সাধু হবার অনেক-অনেক সুবিধা; পাহাড় বেয়ে মহিলাদের উঠে আসতে হয় তোমার সঙ্গে কথা বলতে।"

সাধুবাবা দুই হাত ভাঁজ করে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিয়েট্রিক্স পাইন-পাতার মাদুরের উপর বসে পড়ল, নীড়ে ফেরা নীল পাখির মত। এবার সাধুবাবাও নিচে বসে পড়ল পা দুটিকে মোটা চটের স্কার্টের তলায় অদ্ভুতভাবে ঢেকে।

হাল্কা ভঙ্গিতে বলল, "একটা পাহাড় হবারও অনেক সুবিধা, নীল পরীরা সব উড়ে না এসে তোমার কাছে আসবে পাহাড় বেয়ে।"

বিয়েট্রিক্স বলল, "মামণি স্নায়ু-শূলের ব্যথায় বিছানা নিয়েছে; তা না হলে আমি আসতে পারতাম না। পুরনো পান্থশালাটা ভয়ংকর রকমের গরম। কিন্তু এবার গ্রীষ্মে অন্য কোথাও যাবার মত টাকা আমাদের ছিল না।"

সাধুবাবা বলল, "কাল রাতে আমি মাথার উপরকার ঐ বড় পাহাড়টার উপরে উঠেছিলাম। সেখান থেকে পান্থশালার আলোগুলো দেখলাম, আর বাতাস যখন ঠিকমত দিক থেকে বইছিল তখন দু'একটা গানের সুরও শুনলাম। আমি কল্পনায় দেখতে পেলাম ওয়াল্‌জের স্বপ্নময় সুরের তালে তুমি যেন অন্য কারও বাহুলগ্না হয়ে নেচে চলেছ। ভাব তো, তখন আমি নিজেকে কেমন একলা মনে করেছিলাম!"

বিখ্যাত ট্রেন্‌হোম ভগ্নীদের অন্যতমা সর্বকনিষ্ঠা, সর্বাপেক্ষা সুন্দরী এবং সকলের চাইতে অসহায় মেয়েটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বিষণ্ণ গলায় বলল, "তুমি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পার নি। আমি আর একজনের বাহুলগ্না হয়েই ছিলাম। মামণির দুই কনুইতে ও কাঁধে অন্যান্য বারের মতই এবারেও বাতব্যাধির আক্রমণ হয়েছিল। তাই আমাকেও এক ঘণ্টা ধরে পুরনো মালিকের ওষুধটা ঘসতে হয়েছিল। আমি আশা করছি, সেই ওষুধটার গন্ধ যে ফুলের সৌরভের মত সেটা তুমি ভাব নি। কি জান, গত সন্ধ্যার সাপ্তাহিক নাচের আসরে ওয়েস্ট পয়েন্ট-এর কিছু ছেলে এবং শহর থেকে এক ইয়াট ভর্তি যুবক এসে যোগ দিয়েছিল। তাছাড়া, আমি আগেও দেখেছি যে ঐ ব্যথার আক্রমণ হলে মামণি খুবই কষ্ট পায়। তখন তাকে ধরে তার ঘরে নিয়ে দুই হাতে মালিশ করার কাজটা আমাকেই করতে হয়।

আমার তো মনে হয় যে সাধুবাবা হতে পারাটা খুবই মজার। আচ্ছা, সাধুমা কেন হওয়া যায় না!"

একটু চুপ করে থেকে মিস্ ট্রেন্‌হোম নরম গলায় বলল, "তোমার জীবনের প্রেম-কাহিনী আমি শুনেছি। পান্থশালার মেনু কার্ডের উল্টো পিঠে সেটা ছাপানো আছে। সে মহিলাটি কি খুব সুন্দরী ও মনোরমা ছিল?"

সাধুবাবা আমতা-আমতা করে বলল, "খাদ্য-তালিকার উল্টো দিকেও! দুনিয়ার মানুষের ঐ সব বকবকানির পরোয়া আমি করি না। হ্যাঁ, সে ছিল সবার উপরে, সবার সেরা। তারপর—তারপরেই আমার মনে হল এ পৃথিবীতে ও রকম আর একজনকে পাওয়া যাবে না। তাইতো আমি সব ছেড়ে দিয়ে এই পাহাড়ে চলে এসেছি জীবনের বাকি দিনগুলো একাকি কাটাব বলে—বাকি বছরগুলো তার স্মৃতিভুক হয়েই থাকব।"

মিস্ ট্রেন্‌হোম বলে উঠল, "অপূর্ব, সত্যি অপূর্ব! আমি তো মনে করি একজন সন্ন্যাসীর জীবনই আদর্শ স্বরূপ। বিলের টাকা আদায় করতে কেউ আসবে না, ডিনারে যাবার জন্য পোশাকের ভাবনা ভাবতে হবে না—আহা, তেমন জীবনটা যদি আমার হত! কিন্তু সে ভাগ্য আমার হবে না। আমি যদি এই মরশুমে বিয়ে না করি তাহলে—আমার তো বিশ্বাস—মামণি নির্ঘাৎ আমাকে জরিপের কাজে অথবা টুপি সেলাইয়ের কাজে জোর করে বসিয়ে দেবে। আমার যে বয়স বাড়ছে সেটা কিন্তু কারণ নয়; কিন্তু কোন নামী-দামী জায়গায় যাবার মত টাকা আমাদের নেই বলে। আর আমার মনের মত কাউকে ছাড়া আমিও বিয়ে করতে রাজী নই। সেই জন্যই তো আমি সন্ন্যাসী হতে চাই। সন্ন্যাসীরা কখনও বিয়ে করে না; করে কি?"

সাধুবাবা বলল, "সঠিক মানুষটিকে পেলে শ'য়ে শ'য়ে সন্ন্যাসী বিয়ে করে।"

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তরুণী বলল, "কিন্তু তারা তো সন্ন্যাসী, কারণ তারা সঠিক মানুষটিকে হারিয়েছে, তাই নয় কি?"

সংসারত্যাগী লোকটি বোকার মত বলে উঠল, "কারণ তারা মনে করে যে তারা হারিয়েছে। যারা পাহাড়ের গুহায় বাস করে আর যারা বড় লোকদের জগতে বাস করে তাদের সকলেই জ্ঞানলাভের সমান অধিকারী।"

মিস্ ট্রেন্‌হোম বলল, "আমার দলের সব মানুষই তো নামী-দামী। গোলমাল তো সেখানেই। গ্রীষ্মকালে এত বেশি নামী-দামী লোক সমুদ্রতীরে আসে যে তাদের মধ্যে আমরা তো ছোট ছোট ঢেউ মাত্র। কাজেই নদীতে ও বন্দরেই আমাদের সব টাকা ঢালতে হয়েছে। কি জান, আমরা সকলেই ছিলাম মেয়ে। আমরা ছিলাম চারজন। একমাত্র আমিই এখনও বাকি রয়েছি। অন্য সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হয়েছে টাকার সঙ্গে। আমার বোনদের নিয়ে আমার মায়ের তো গর্বের অবধি নেই। প্রত্যেক খ্রীস্টমাস-এ তারা মাকে কত ভাল ভাল উপহার পাঠায়। বেচা-কেনার বাজারে একমাত্র আমিই এখনও পড়ে আছি। যার টাকা নেই এমন কারও দিকে আমার তাকানোও নিষেধ।"

"কিন্তু—" সাধুবাবা কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলে উঠল, "কিন্তু—আহা, অবশ্য সন্ন্যাসীদের তো তিন বিশাল

ওক গাছের কাছাকাছি কোথাও মাটিতে পুঁতে রাখা আছে সোনা ও 'ডাব্লুন'-এর বড় বড় পাত্র। তাদের সকলেরই থাকে।"

সাধুবাবা দুঃখের সঙ্গে বলল, "আমার নেই।"

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলল, "আমি দুঃখিত। আমি তো জানতাম সকলেরই আছে। এবার আমাকে চলে যেতেই হবে।"

আহা, সে যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"ওগো সুন্দরী—" সাধুবাবা মুখ খুলল।

"আমি বিয়েট্রিক্স ট্রেন্‌হোম—কেউ কেউ আমাকে 'ট্রিক্স' বলে ডাকে। আমাকে দেখতে আমাদের পান্থশালায় তোমাকে যেতেই হবে।"

সাধুবাবা বলল, "গত দশ বছর সেটার ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বেও আমি কখনও যাই নি।"

"আমাকে দেখতে তোমাকে সেখানে যেতেই হবে," মেয়েটি আবার বলল। "বৃহস্পতিবার ছাড়া যে কোন দিন সন্ধ্যায়।"

সাধুবাবা দুর্বলের মত হাসল।

হাল্কা নীল স্কার্টের ভাঁজগুলো ভাল করে ধরে মেয়েটি বলল, "বিদায়। আমি তোমাব প্রতীক্ষায় থাকব। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নয় সেটা মনে রেখো।"

"ভিউপয়েণ্ট ইন"-এর পরবর্তী মেনুকার্ডগুলিতে যদি এই পংক্তিগুলি যোগ করা হয় তাহলে সেগুলি আরও কত বেশি চিত্তাকর্ষকই না হবে: "দশ বছরেরও বেশি সময় নির্জন বাসের পরে মাত্র একটিবার পাহাড়ের সাধুবাবা তার বিখ্যাত গুহা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলেন। আর সেটা ঘটেছিল বিখ্যাত ট্রেন্‌হোম ভগ্নীদের অন্যতমা সব চাইতে ছোট এবং সব চাইতে সুন্দরী সেই মিস্ বিয়েট্রিক্স ট্রেন্‌হোমের আকর্ষণে যার বিয়েটা হয়েছিল---"

আরে, কার সঙ্গে?

সাধুবাবা হাঁটতে হাঁটতে আশ্রমে ফিরে গেল। তার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল বব ব্লিংক্‌লে—সংসার ত্যাগের পূর্বেকার দিনের পুরনো বন্ধু ও সঙ্গী—বব একজন কোটিপতি, স্থূলদেহ, কঠিন, মসৃণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুখের অধিকারী; তার আঙুলে হীরের আংটি, বুকে ঝকমকে চেন ও পাটকরা জামা। তিনি সাধুবাবার চাইতে দু' বছরের বড় হলেও তাকে দেখায় পাঁচ বছরের ছোট।

"ওই গোঁফজোড়া আর সাজপোশাক সত্ত্বেও তুমি সেই হ্যাম্প এলিসনই আছ," লোকটি চেঁচিয়ে বলল। পান্থনিবাসের খাদ্য-তালিকায় তোমার সব কথা পড়েছি। অন্য সব খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তাতে তোমার জীবনীও লেখা হয়েছে। তুমি এ কাজটা কেন করেছ হ্যাম্প? আর তাও দশটি বছর ধরে।"

সাধুবাবা বলল, "তুমিও সেই রকমই আছ। ভিতরে বসবে এস। ঐ চুনা পাথরটার উপর বসো। এটা গ্র্যানাইট পাথরের চাইতে নরম।"

ব্লিংক্‌লে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না হে বুড়ো। দশ বছর তুমি একটি নারীকে ছেড়ে আছ। কেন যে তুমি এ কাজটা করেছিলে তা অবশ্য আমি জানি। সকলেই জানে। এডিথ কার। তোমাকে ছাড়া আরও চার বা পাঁচজনকে সে ঠকিয়েছে।

কিন্তু একমাত্র তুমিই লেজ গুটিয়ে গর্তে ঢুকেছিলে। অন্য সকলে হুইস্কির শরণ নিয়েছিল, কেউ বা রাজনীতিতে ভিড়ে গিয়েছিল, যে যার মত করে একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল। কিন্তু, বল হ্যাম্প, এডিথ কার তো পৃথিবীর সেরা নারীদের একজন। এটা নিশ্চিত যে সে ছিল একটা আতস বাজি।"

সাধুবাবা বলল, "জগৎ-সংসার ছেড়ে আসার পরে আর কোনদিন আমি তার কথা কিছু শুনি নি।"

"সে আমাকে বিয়ে করেছিল," ব্লিংক্‌লে বলল।

গুহার কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে সাধুবাবা পা নাচাতে লাগল।

ব্লিংক্‌লে বলল, "এ কথা শোনার পরে তোমার মনের অবস্থাটা আমি বুঝি। এ ছাড়া আর কি সে করতে পারত? তার আরও চারটি বোন ছিল, মা ছিল, আর ছিল বুড়ো কার—তোমার নিশ্চয় মনে আছে সে মানুষটি তার সব টাকা ঢেলেছিল ফানুশের পিছনে। দিনের পর দিন তারা নেমেই যেতে লাগল, উপরে ওঠার কোন পথই খুঁজে পেল না। দেখ, যদিও আমি এডিথকে বিয়ে করেছি, তবু আমি তাকে ঠিক ততটাই জানি যতটা জান তুমি। তখন আমি দশ লক্ষের মালিক ছিলাম, কিন্তু আজ আমি পঞ্চাশ ও ষাটের মাঝামাঝি উঠে গেছি। সে যে আমাকেই চেয়েছিল ঠিক তা নয়—দেখ, ব্যাপারটা ছিল অনেকটা এই রকম: অতগুলি মানুষের বোঝা সে হাতে নিয়েছিল, আর তাদের দেখাশোনার দায়ও ছিল তারই। তুমি এই মেঠো-কাঠবিড়ালির মত কাজটি করার দু' মাস পরে এডিথ আমাকে বিয়ে করল। সে সময় আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে পছন্দ করে।"

"আর এখন?" নিঃসঙ্গ লোকটি প্রশ্ন করল।

"এখন আমরা দু'জনই দু'জনের আরও বেশি বন্ধু হয়েছি। দুই বছর আগে সে আমাকে ডিভোর্স করেছে। নেহাৎই বিপরীত চরিত্রের ব্যাপার। আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করি নি। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে তো তুমি একটা মজার আস্তানা গড়ে তুলেছ হে হ্যাম্প। কিন্তু তুমি তো চিরদিন উপন্যাসের নায়কই ছিলে। এডিথের তো তোমাকেই মনে ধরার কথা। হয় তো তুমিই ছিলে তার মনের মানুষ—কিন্তু বাপু হে, ব্যাংক-নোটই ওদের মনকে মজায়—তোমার এই গুহা ও গোঁফদাড়ি সে কাজটা করতে পারে না। সত্যি কথাটা বল তো হ্যাম্প, তুমিও কি মনে কর না যে একটা হদ্দ বোকার মত কাজই তুমি করেছিলে?"

দাড়ির জঙ্গলের ভিতর থেকে সাধুবাবার মুখে হাসি দেখা গেল। কর্কশ ও অর্থগৃধ্নু ব্লিংক্‌লের চাইতে সে চিরদিনই ছিল একটু উঁচু স্তরের মানুষ। তাই ব্লিংক্‌লের এই সব বাজে কথায় সে রাগ করল না। তাছাড়া, এই নির্জনে বসে পড়াশুনা করে ও ধ্যান-ধারণা করে পৃথিবীর এই সব তুচ্ছ ব্যাপারের অনেক উর্ধ্বে সে উঠে গেছে। তার এই ছোট পাহাড়ি অঞ্চলটা যেন অলিম্পাসের মত একটা উচ্চ গিরি-শিখর যার উপর থেকে হাসি মুখেই দেখে নিচের মানুষগুলির হাত থেকে ছুড়ে দেওয়া বজ্রকে। তার দশ বছরের সন্ন্যাস জীবন, চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ প্রীতি, দীন-হীন পৃথিবীর প্রতি তীব্র ঘৃণা—এ সবই কি বৃথা হয়ে যাবে? তাই তো সাধুবাবার দাঁড়ির আড়ালে তার মুখে ফুটে উঠল হাসি।

দরজার কাছ থেকে একটা ক্ষীণ খস্‌-খস্‌ শব্দ ভেসে এল। দশ বছরের সঞ্চিত রূপ ও মাধুর্য নিয়ে এডিথ কার এসে দ্বারপথে দাঁড়াল।

বক-বক করার মত মেয়ে নয়। চিন্তান্বিত কালো দুটি চোখ তুলে সে সাধুবাবার দিকে তাকাল। সাধুবাবাও তারই মত বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিম্ন অথবা স্পষ্ট গলায় এডিথ বলল, "আমি পান্থশালায় উঠেছি। সেখানেই তোমার কথা শুনলাম। তখনই নিজের মনকে বললাম, তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করব। তোমার কাছে ক্ষমা চাইব। অর্থের বিনিময়ে আমি বেঁচে দিয়েছিলাম আমার সুখ। আরও অনেকের বোঝাই আমার কাঁধে ছিল—কিন্তু সেটা আমি যা করেছি তার অজুহাত হতে পারে না। আমি শুধু চেয়েছিলাম তোমাকে দেখতে, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে। ওরা আমাকে বলেছে, এই দশটা বছর তুমি আমার স্মৃতিকে বুকে নিয়েই বেঁচে আছ! তখন আমি অন্ধ ছিলাম হ্যাম্প্‌টন। তখন আমি বুঝতে পারি নি যে তুলাদণ্ডে মাপলে পৃথিবীর সমস্ত টাকাও একটি মাত্র বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমতুল হতে পারে না। আমি যদি—কিন্তু এখন তো বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।"

তার এই কথাগুলি যেন একটি প্রেমিকার অহংকারকে ছাপিয়ে একটি প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু সেই সূক্ষ্ম আবরণকে ভেদ করে সাধুবাবা সহজেই বুঝতে পারল যে এই নারী তার কাছেই ফিরে আসতে চাইছে—শুধু সে তাকে গ্রহণ করলেই হয়। একটা সোনার মুকুট সে জয় করেছে—কেবল নেবার অপেক্ষা। তার দশ বছরের বিশ্বস্ততার পুরস্কার তার হাতের সমুখে—কেবল হাতটা বাড়ালেই হল।

এক মিনিটের জন্য সেই পুরনো দিকের মুগ্ধ আবেশ উজ্জ্বল আভায় ফুটে উঠল সাধুবাবার মুখে। আর তারপরেই একটু একটু করে তার অনুভূতিকে ঘিরে ধরল একদিনের সেই উপেক্ষার গ্লানি, এবং পুনরায় তাকে ফিরে পাবার আকুতির জন্য এক তীব্র বিতৃষ্ণা। শেষ পর্যন্ত—কী আশ্চর্য যে শেষ পর্যন্ত সেটাই এল—ট্রেন্‌হোম ভগ্নীদের অন্যতমা সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর হাল্কা নীল রূপটি তার মনের চোখকে খুলে দিল—দূর হয়ে গেল তার মনের দোলাচলচিত্তের অনুভূতিটুকু।

হাতের বেকিং পাউডারের টিনটাকে বুকের উপর চেপে ধরে সে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ধীর পায়ে পথে নেমে গেল। বিশ গজ গিয়ে আবার সে ফিরে তাকাল। সাধুবাবা টিনের মুখটা খুলবার চেষ্টা করছিল ; নিজের শোন-পাটের আলখাল্লার আড়ালে সেটাকে লুকিয়ে ফেলল। সে দেখতে পেল, সুন্দরীশ্রেষ্ঠার বড় বড় চোখ দুটি গোধূলির আলোয় বিষণ্ণতায় চিকচিক করছে। সে কিন্তু হাতটাও তুলল না, পাথুরে ঘরের দরজায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ ওঠামাত্রই সাধুবাবাকে যেন সংসার-মত্ততায় পেয়ে বসল।

পান্থশালা থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে নাচ-ঘরের বাজনার মৃদু শব্দ। রাতের অন্ধকারে হাডসন নদীটা হয়ে উঠেছে একটা দূরবিস্তার সীমাহীন সমুদ্র—নদীর ওপারে যে মৃদু আলোগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলি যেন গদ্যময় ট্রলি-লাইনের আলোক-সংকেত

নয়, লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের ঝুলে-পড়া নক্ষত্রপুঞ্জ। পান্থশালার সমুখের জলের উপর জ্বলছে জোনাকির আলো—না কি ওগুলো গ্যাসোলিন ও তেলের গন্ধবাহী মোটর-বোটের আলো? একসময় সাধুবাবা এ সব কিছুই চিনত, লাল-সাদা ডোরাকাটা চাঁদোয়ার ছায়ায় ছোট্ট মেয়ে এমারিলিস-এর সঙ্গে খেলা করত। কিন্তু দশ বছর হয়ে গেল কলমুখর পৃথিবীর দূরাগত কোন শব্দই আর তার কানে বাজে না। কিন্তু আজ রাতে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

নাচ-ঘরে ওয়াল্‌জের সুর বাজছে—ওয়াল্‌জ্‌। আর সে কিনা বোকার মতই দশটি বছরকে স্বইচ্ছায় ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল জীবনের খাতা থেকে—আর সে কাজটা করেছিল এমন একজনের জন্য যে তাকে ত্যাগ করে গিয়েছিল মিথ্যা সুখ ও অর্থের টানে—"টুম্‌, টি টুম্‌ টি টুম টি"—কী মধুর সুরে ওয়াল্‌জ্‌ বাজছে? কিন্তু সেই বছরগুলো বৃথা যায় নি—তারাই কি তাকে ফিরিয়ে দেয় নি তিন ভুবনের সেরা তারকা ও মুক্তোটিকে—সর্বকনিষ্ঠা ও সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—"

কিন্তু সে তো বারবার বলে গেছে, "বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তুমি এস না।"

"সে সব চুলোয় যাক," সাধুবাবা হঠাৎ বলে উঠল, "এ কাজ আমি করবই।"

একটানে খুলে ফেলল সাধুর সাজপোশাক। গুহার এক কোণ থেকে টেনে বার করল ধূলোয় ঢাকা একটা ট্রাংক; অনেক কষ্টে তার ডালাটা খুলে ফেলল।

তার কাছে প্রচুর মোমবাতি ছিল। অচিরেই গুহাটা আলোকিত হয়ে উঠল। দশ বছরের পুরনো কাটছাটের পোশাকপত্র—কাঁচি, ক্ষুর, টুপি, জুতো, বাতিল-করা যত সাজ-পোশাক ও জিনিসপত্র—সব কিছু নিষ্ঠুর হাতে টেনে বের করে ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলে দিল।

এক জোড়া কাঁচি অচিরেই তার লম্বা দাড়িকে যথাসম্ভব ছোট করে ছেঁটে ফেলল। নিজের হাতে চুল কাটাটা সাধুবাবার কর্ম নয়। তাই চিরুনি চালিয়ে চুলগুলোকে যতটা সম্ভব ব্যাক-ব্রাশ করে নিল। যে মানুষটি দীর্ঘ দশ বছর সাজের উপকরণ ও সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, করুণাবশতই তার মনের জ্বালা ও ক্লান্তির ব্যাপারটা উল্লেখ করা থেকে আমরা বিরত থাকলাম।

সব শেষে সাধুবাবা গুহার ভিতরকার কোণে গিয়ে একটা লম্বা লোহার চামচ দিয়ে মেঝের নরম মাটিটা খুঁড়তে শুরু করল। গর্তটা খোঁড়া হয়ে গেলে সে টেনে বের করল একটা টিনের পাত্র; তার ভিতর থেকে বের করল তিন হাজার ডলারের বিল—গোল করে পাকিয়ে তেল-কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা। এর থেকেই আপনারা নিশ্চিতরূপে বুঝে নিন যে সে ছিল একজন সাচ্চা সাধুবাবা।

সে যখন দ্রুত পায়ে ছোট পাহাড়টা বেয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন আপনারা স্বল্পক্ষণের জন্য তার দিকে একবার তাকাতে পারেন। একটা লম্বা, কুঁচকানো কালো ফ্রক-কোট তার পায়ের ডিম পর্যন্ত নেমে গেছে। সাদা ট্রাউজার, গোলাপী শার্ট, উঁচু কলার, উজ্জ্বল নীল প্রজাপতিটাই, আর বোতাম-আঁটা গুলফচ্ছদ। কিন্তু মহাশয় ও মহাশয়ারা, মনে রাখবেন—দশটি বছর! ছোট কোণওয়ালা খড়ের টুপির নিচ থেকে তার মাথার চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। আপনার দৃষ্টিশক্তি যত তীক্ষ্ণই হোক, এখন তাকে দেখে আপনি চিনতেই পারবেন না। আপনাকে বলতেই হবে যে সে হ্যামলেট-এর ভূমিকায়

অভিনয় করেছে—নিজের বুকের উপর হাত রেখে আপনি কখনও বলতে পারবেন না: "সে এমন এক সাধুবাবা যে দশটা বছর একটা গুহার মধ্যে কাটিয়েছে একটি মহিলার ভালবাসার জন্য—অপর একজনকে জয় করার জন্য।"

নৃত্য-মঞ্চটি নদীর জলের উপর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। খুশির লণ্ঠন আর বৈদ্যুতিক আলোর আভায় ছড়িয়ে পড়েছে তার বুকে। পান্থনিবাস ও গ্রীষ্মকালীন কুটিরগুলি থেকে বেরিয়ে এক শ' মহিলা ও ভদ্রজন ইতস্তত ছুটাছুটি করছে। সেই ধূলোভরা রাস্তা দিয়ে সাধুবাবা নিচে নেমে যাচ্ছে তার বাঁ দিকেই পান্থনিবাস ও রান্নাঘর। মনে হল, সেখানেও কি যেন হচ্ছে। জানালায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, বাজনা বাজছে—সে বাজনা নাচ-ঘরের দ্বিপদী ও ওয়াল্‌জের সুর থেকে আলাদা।

সাদা কুর্তা পরা একটি নিগ্রো লোহার গেট খুলে বেরিয়ে এল।

সাধুবাবা শুধাল, "আজ রাতে এখানে কি হচ্ছে?"

পরিচারকটি বলল, "শুনুন স্যার, নাচ-ঘরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিয়মিত নাচের আসর বসেছে। আর রান্নাঘরে চলেছে ডিনার রাঁধার আয়োজন।"

সাধুবাবা পাহাড়ের উপরকার পান্থশালার দিকে তাকাল। হঠাৎ সেখান থেকে ভেসে এল একটা মিষ্টি-মধুর ঐক্যতান।

সাধুবাবা বলল, "আর ঐ যে উপরে বেজে উঠল 'মেণ্ডেলসন'—ওখানে কি হচ্ছে?"

লোকটি বলল, "ওটাই তো পান্থশালা—ওখানে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। এক মস্ত বড় ধনী মিঃ ব্লিংক্‌লে মিস্ ট্রেন্‌হোমকে বিয়ে করছেন—স্যার, তরুণী মহিলা একটি অপরূপ সুন্দরী স্যার।"

# সেও করে সেবা

## He also Serves

আমি যদি আরও এক হাজার বছরের—ঠিকঠাক একটি এক হাজার বছরের—জীবন পেতাম, তাহলে হয় তো ঐ সময়ের মধ্যে সত্যিকারের একটা প্রেম-কাহিনীর এতটাই কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারতাম যাতে তার রাণীর পোশাকের একটি প্রান্ত স্পর্শ করা যায়।

আমার কাছে কত মানুষ আসে জাহাজে চেপে; জনহীন প্রান্তর, অরণ্য, দূর পথ, চিলে-কোঠা ও ভূগর্ভ ঘর থেকে এসে অদ্ভুত সব কথার গাঁথুনি দিয়ে তাদের দেখা ও শোনা ঘটনার অসংলগ্ন প্রলাপ আমাকে শোনায়। তাদের সেই সব কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করাটা কানে শোনা আর আঙুল দিয়ে লেখার বেশি কিছু নয়। শুধু দু'টি পরিণামকে আমি বড় ভয় করি—বধিরতা ও আঙুলের আক্ষেপ। আমার হাতটা এখনও শক্ত-সমর্থই আছে; আমার নিয়তি প্রেরিত সাচ্চা শিবিরবন্ধু হাংকি ম্যাগি যে ভাবে

সাজিয়ে-গুছিয়ে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিল ছাপার হরফে সেই আনুপূর্বিকতা যদি আমি রক্ষা করতে না পারি তো সে দোষ আমার কানের উপরেই বর্তাক।

হাংকির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল যখন সে ছিল থার্ড এভেনিউ-র উপরকার চুবব্-এর ছোট রেস্টুরেন্ট ও কাফের প্রধান পরিচারক।

তারপর থেকে তার সঙ্গে বারে বারে আমার দেখা হয়েছে বড় শহরটার ছোট ছোট পথে, যখনই সে ফিরে এসেছে আলাস্কা সফর থেকে, একটি গুপ্তধন-সন্ধানী দলের ক্যারিবিয়ান অভিযানে জাহাজের রাঁধুনি হয়ে, এবং আর্কানসাস নদীতে মুক্তো-শিকারে ব্যর্থ হয়ে। এই রকম সব অভিযানে পাড়ি দিয়ে সাধারণতই সে কিছুদিনের জন্য ফিরে আসত চুবব্-এর আস্তানায়। সুখে-দুঃখে সেটাই ছিল তার আশ্রয়ের বন্দর।

কয়েক মাস গর-হাজির থাকার পরে একদা সন্ধ্যায় হাংকিকে দেখলাম টুয়েন্টিথার্ড স্ট্রীট ও থার্ড এভেনিউর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দশ মিনিটের মধ্যেই একটা নির্জন কোণ বেছে নিয়ে আমরা গোল টেবিলে বসে গেলাম এবং তার কথার স্রোতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তবে মোদ্দা কথাটা আমি যা বুঝলাম সেটা এই:

হাংকি বলল, "পরবর্তী নির্বাচনের কথা তো বলছ, তা ইণ্ডিয়ানদের কথা তুমি কি বিশেষ কিছু জান? না, কুপার, বিড্ল্, বা চুরুটের গুদাম-এর, কথা আমি বলছি না—বলছি তাদের কথা যারা কলেজে গ্রীমক-পুরস্কার পায়, আর ফুটবল খেলায় বিপক্ষ দলের হাফ-ব্যাকদের খুলি উড়িয়ে দেয়। বলছি তাদের কথা যারা বিকেল হলে বাদাম-বিস্কুট ও চা খায় জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের মেয়ের সঙ্গে বসে, আর পৈত্রিক বাঁশের খুপড়িতে ফিরে গিয়ে গঙ্গাফড়িং ও ঝুমঝুমি সাপ ভাজা খেয়ে পেট ভরায়।

"দেখ, তারা ততটা খারাপ নয়। যে সব বিদেশী বিগত কয়েক শ' বছরের মধ্যে এসে জুটেছে তাদের অনেকের চাইতে তারা ভাল। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হবে: সে যখন সাদা মানুষদের সঙ্গে মেশে তখন নিজের সব দোষগুলি বিনিময় করে পাণ্ডুর মুখোদের দোষের সঙ্গে—আর নিজের গুণগুলোকে রেখে দেয় নিজের কাছে। কি জান, সে যে অনেক গুণের অধিকারী। কিন্তু চালান হয়ে আসা বিদেশীরা আমাদের গুণগুলোকে গ্রহণ করে আর নিজেদের দোষগুলি তাদের কাছেই রেখে দেয়—আর তার ফলে তাদের সামলাতেই আমাদের গোটা সেনাবাহিনীকেই মাঠে নামাতে হয়।

"এবার বলছি হাই জ্যাক স্নেকফিডার-এর সঙ্গে আমার মেক্সিকো সফরের কথা। সে পেন্সিল্ভানিয়া কলেজের গ্রাজুয়েট, এবং ছুঁচলো মুখ, রবারের গোড়ালি, ছাগলছানার চামড়ার মোকাসিন জুতো আর আস্তিন উল্টানো মাদ্রাজী শিকারী শার্টের আধুনিকতম নিদর্শন। সে ছিল আমার বন্ধুলোক। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা তাহ্ লেকোয়াতে; তারপরেই আমরা বন্ধু হয়ে যাই। সে ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর মানুষ; প্রবন্ধ লিখত এবং বোস্টন ও অনুরূপ শহরের মালদার লোকদের বাড়িতে যাবার ডাক পেত।

"মাস্কোজি'-তে থাকত একটি চিরোকী মেয়ে। হাই জ্যাক তাকে দেখেই বোকা

হয়ে গেল। আমাকে সে বেশ কয়েকবার মেয়েটির কাছে নিয়ে গেল। তার নাম ছিল ফ্লোরেন্স ব্লুফেদার। এই তরুণীটি ছিল তোমার চাইতেও সাদা, আর আমার চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিত। থার্ড এভেনিউ-এর বড় বড় দোকানে যে সব মেয়েরা কেনাকাটা করতে আসে তাদের ভিতর থেকে তুমি তাকে আলাদা করে দেখতে পারবে না। তাকে আমার এইজন্য ভাল লেগে গেল যে হাই জ্যাককে সঙ্গে না নিয়েও আমি তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা করতে যেতাম। যে মাস্কোজী কলেজে লেখাপড়া করেছে, আর বিশেষ পাঠ নিয়েছে—সেই যে কি যেন বিষয়টা—হ্যাঁ, মানবজাতিতত্ত্বে। এটা হচ্ছে সেই কলা যা পিছন ফিরে তাকিয়ে বিভিন্ন জাতির মানুষের বংশ-সূত্র খুঁজে বের করে। হাই জ্যাকও সেই পথই ধরল; নানা জনসমাবেশে সেই বিষয় নিয়ে অনেক প্রবন্ধও পড়ল।

"কিন্তু, আমি তো কথা শুরু করেছিলাম হাইজ্যাককে নিয়ে। অতএব তার কথাতেই ফিরে যাই।

"প্রায় ছ'মাস আগে তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তাতে সে জানিয়েছে, ওয়াশিংটন-এর 'মানবতত্ত্ববিষয়ক সংখ্যালঘু প্রতিবেদন বুরো' তাকে নিয়োগপত্র পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছে সে যেন মেক্সিকোতে গিয়ে কতকগুলি খনন কার্যে প্রাপ্ত লিপির অনুবাদ করে, অথবা ভগ্নস্তূপে পাওয়া কিছু সাংকেতিক লেখার অর্থ উদ্ধার করে—অথবা ঐ ধরনের আরও কিছু কাজ করে। আমি যদি তার সঙ্গে যাই তাহলে তার দরুণ ব্যয়ের টাকাটা সে প্রকল্পের খরচের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

"আমি তাকে তার-যোগে জানিয়ে দিলাম 'হ্যাঁ'; সেও আমাকে একটা টিকিট পাঠিয়ে দিল; আমি ওয়াশিংটন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম; সেও আমাকে একগাদা খবর দিল। প্রথমেই জানাল, ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার হঠাৎ তার বাড়ি ও পরিবেশ ছেড়ে উধাও হয়েছে।

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'পালিয়েছে?'

"হাই জ্যাক বল, 'হাওয়া হয়ে গেছে। সূর্য মেঘের আড়ালে গেলে তোমার ছায়া যেমন চলে যায় ঠিক সেই রকম অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাকে পথ চলতে দেখা গিয়েছিল; তারপর সে একটা মোড় ঘুরল; সেই থেকে আর কেউ তাকে দেখে নি। সকলেই তার খোঁজ করেছে, কিন্তু আমরা কেউ কোন সূত্র পাই নি।'

"আমি বললাম, 'খারাপ, খুব খারাপ। মেয়েটি বড় ভাল ছিল।'

"মনে হয় হাই জ্যাক খুব আঘাত পেয়েছে। আমার ধারণা মিস্ ব্লু ফেদারকে সে বেশ উঁচু আসনে বসিয়েছিল। দেখতেই তো পাচ্ছি, ব্যাপারটাকে সে মদের পাত্রের উপর ছেড়ে দিয়েছে। অন্য অনেকের মত সেটাই ছিল তার দুর্বলতার একটা দিক। আমি দেখেছি, একটা পুরুষ মানুষ যখন একটি মেয়েকে হারায়, সেই ঘটনার ঠিক আগে বা পরে সে মদ খাওয়া ধরে।

"আমরা রেলপথে ওয়াশিংটন থেকে নিউ অর্লিয়েন্স পৌঁছলাম। সেখান থেকে চড়লাম বেলিজগামী স্টিমারে। একটা প্রচণ্ড ঝড় আমাদের আছড়ে ফেলল ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে।

"যে ছোট শহরটাতে আমরা নামলাম তার নাম 'বোকা ডি কোকোউলা'। একটা

মৃত শহর। বাইবেলে যেমন সব প্রাচীন শহরের কথা আমরা পড়ে থাকি। ১৫৯৭ সালের সেন্সাস অনুসারে পাথরের আদালত গৃহের গায়ে খোদাই করে লেখা আছে, তখন শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১৩০০। সব নাগরিকই ইণ্ডিয়ান এবং অন্য ইণ্ডিয়ানদের শংকর উত্তরপুরুষ। কিন্তু আমি দেখে অবাক হতাম যে তাদের অনেকের গায়ের রং হাল্কা। এ শহরটা কানসাস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নি কেন ভেবে অবাক হতাম। কিন্তু অচিরেই বুঝলাম যে মেজর বিং তার মূল কারণ।

"মেজর বিং ছিল মাছির ঝাঁকে মালিশের ওষুধ। তার ব্যাপারটা ছিল এই রকম: স্থানীয় মানুষরা জঙ্গল থেকে নানা রকম কাঠ নিয়ে আসত। তারা মজুরি পেত এক-পঞ্চমাংশ। কাজের মানুষরা যখন কাজ বন্ধ করে দিয়ে আরও এক ভাগ বেশি দাবী করত তখন মেজর সে দাবী মিটিয়ে দিত।

"মেজরের বাংলোটা ছিল সমুদ্রের খুব কাছে। জোয়ারের সময় রান্না ঘরে জল ঢুকত। আমি, সে আর হাই জ্যাক স্নেকফিডার বারান্দায় বসে দুপুর থেকে মাঝরাত অবধি রাম খেতাম। সে বলত নিউ অর্লিয়েন্সের ব্যাংকে ৩০০,০০০ পাউণ্ড সে জমিয়েছে; ইচ্ছা করলে হাই এবং আমি চিরকাল তার কাছেই থেকে যেতে পারি। কিন্তু হাই জ্যাক-এর মাথায় ঢুকল যুক্তরাষ্ট্র; সে বলতে শুরু করল মানবজাতিতত্ত্বের কথা।

"মেজর বিং বলল, 'ধ্বংসস্তূপ! আর, সে সব তো কত আছে এই জঙ্গলের দেশে। সেগুলোর সন, তারিখ আমি জানি না, তবে আমি এখানে আসার আগে থেকেই সেগুলো এখানে ছিল।'

"হাই জ্যাক জানতে চাইত, এখানকার নাগরিকরা কি ধরনের পূজা-আর্চায় অভ্যস্ত।

"নাক ঘসতে ঘসতে মেজর বলত, 'সেটা ঠিক বলতে পারব না। তবে এখানে একটা গির্জা আছে; সেখানে যে লোকটা থাকে তার নাম স্কিডার। সে দাবী করে এখানকার লোকদের সে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছে। আমার ধারণা তারা এখনও অনেক দেব-দেবীর অথবা মূর্তির পূজা করে।'

"দিন কয়েক পরে হাই জ্যাক ও আমি ঘুরতে ঘুরতে বনের মধ্যে একটা স্পষ্ট পথ পেয়ে গেলাম। সেই পথ ধরে চার মাইল এগোলাম। তারপর বাঁ দিকের ছোট পথটা ধরে মাইল খানেক এগিয়ে যাবার পরেই পেয়ে গেলাম একটা চমৎকার ধ্বংসস্তূপ—গাছগাছালি, দ্রাক্ষালতা ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা নিরেট পাথর। তার গায়ে খোদাই করে আঁকা আছে এমন অদ্ভুত সব জন্তু ও মানুষের ছবি যারা শহরে ঢুকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যেত। আমরা পিছন দিক থেকে সেই পাথরটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

"বোকাতে নামবার পর থেকে হাই জ্যাক বড় বেশি মদ খেতে শুরু করেছিল। একটা কোয়ার্ট সে সঙ্গে করেও এনেছিল।

"সে বলল, 'হাংকি, এই প্রাচীন মন্দিরটাকে আমরা ভাল করে দেখব। আমাদের এখানে টেনে এনে ঝড়টা বোধ হয় আমাদের উপকারই করেছে।'

"ভাঙা বাড়িটার পিছনের দরজা দিয়ে আমরা ঢুকলাম। প্রথমেই পেলাম একটা ছোট ঘর। সেখানে ছিল একটা পাথরের লেখার টেবিল ও একটা পাথরের হাত-মুখ

ধোবার ব্যবস্থা; কিন্তু কোন সাবান বা জল-নিকাশের ব্যবস্থা ছিল না। আর ছিল দেয়ালের গর্তে ঢোকানো কতকগুলি কাঠের গজাল। বাস, আর কিছুই ছিল না।

"হাই যখন দেয়ালের লিপিচিত্র পরীক্ষা করে দেখছিল, আমি তখন সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়লাম। ঘরটার মাপ অন্তত ৩০×৪০ ফুট, পাথরের মেঝে, দুটো ছোট ছোট জানালা যা দিয়ে যথেষ্ট আলো ঢোকে না।

"ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখি তিন ফুট দূরেই হাই জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে।

"আমি বললাম, 'হাই, সব কিছু ফেলে—'

"তখনই খেয়াল হল যে তাকে একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

"সে তার কোমর পর্যন্ত পোশাক খুলে ফেলেছে। আমার কথাগুলি শুনতে পেয়েছে বলেই মনে হল না। কাছে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলাম। কোন সারা পেলাম না। হাই জ্যাক একটা পাথর হয়ে গেছে। আমি নিজেও তো রাম খাচ্ছিলাম।

"জোর গলায় তাকে বললাম, 'একেবারে হাড়সর্বস্ব হয়ে গেছ! আমি জানতাম ওটা চালিয়ে গেলে এই অবস্থাই হবে।'

"তখন হাই জ্যাক ছোট ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে দেখল যে আমি কারও সঙ্গেই আলাপ করছি না। আর তখনই আমরা দেখতে পেলাম ২ নম্বর মিঃ স্লেক্‌ফিডারকে। একটা পাথরের মূর্তি, অথবা দেবতা, অথবা একটা ওল্টানো মূর্তি, বা অন্য কিছু, আর দেখতে অবিকল হাই জ্যাকের মত। ঠিক তার মত মুখ, আকার ও রং, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে একটা পাদপিঠের উপর। দেখলেই বোঝা যায় যে কোটি বৎসর ধরে সেটা ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

"এ যে আমার এক ভাই,' এই কথা বলেই হাই গম্ভীর হয়ে গেল।

"এক হাত আমার কাঁধে এবং এক হাত মূর্তির কাঁধে রেখে সে বলল, 'হাংকি, আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার পূর্বপুরুষদের পবিত্র মন্দিরে।'

"আমি বললাম, 'চোখে দেখার যদি কোন মূল্য থাকে তো নিশ্চয় তোমার যমজ ভাইয়ের দেখা তুমি পেয়েছ। দু'জন পাশাপাশি দাঁড়াও, দেখি কোন তফাৎ আছে কি না।'

"কোন তফাৎ ছিল না। তুমি তো জান একটি ইণ্ডিয়ান ইচ্ছা করলে তার মুখটাকে লোহার মত নিথর করে রাখতে পারে; অতএব হাই জ্যাক যদি তার চোখ-মুখকে বরফ-কঠিন করে রাখে তাহলে তুমি অপর মূর্তিটা থেকে তাকে আলাদা করতে পারবে না।

"আমি বললাম, 'তার পাদপিঠে কিছু অক্ষর দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি সেগুলি পড়তে পারছি না। এদেশের বর্ণমালাটাই অন্য রকমের।'

"এক মিনিটের জন্য হাই জ্যাকের মানবজাতিতত্ত্বের কাছে তার রামের শক্তি হার মানল; সে শিলা-লিপির পাঠোদ্ধারে লেগে গেল।

"বলল, 'হাংকি, এটা টোলটোপাক্সল্‌-এর মূর্তি—ইনি প্রাচীন এজটেক্‌দের অত্যন্ত শক্তিশালী দেবতাদের একজন।'

"আমি বললাম, 'তাকে চিনতে পেরে খুশি হলাম, কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা

দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে জুলিয়াস সিজারকে নিয়ে শেক্সপীয়রের একটা রসিকতার কথা। তোমার বন্ধুর সম্পর্কে আমরাও বলতে পারি:

"যে মহাপ্রভু মরে পাথর হয়ে গেছে
কি হবে তার নামটি জেনে—
সে নাম তো কোন কাজে লাগবে না
তাকে চিঠি লিখতে, বা ফোনে ডাকতে।"

"আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হাই জ্যাক স্নেক্‌ফিডার বলল, 'হাংকি, তুমি কি অবতারবাদে বিশ্বাস কর?'

"আমি বললাম, 'ও শব্দটার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝি না।'

"সে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি যে আমিই টোলটোপাঙ্কল্‌এর নতুন অবতার। আমার গবেষণা থেকে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে উত্তর আমেরিকার নানা উপজাতিদের মধ্যে একমাত্র চিরোকীয়াই গর্ব করে বলতে পারে যে তারাই গর্বিত এজ্‌টেক জাতির প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ। এটাই ছিল আমার ও ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদারের প্রিয় মতবাদ। আর সেই মেয়ে—সে যদি...তাহলে কি হবে?'

"হাই জ্যাক আমার হাতটা চেপে ধরে আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে দেখাচ্ছিল অনেকটা তার বিশিষ্ট সহযোগী-খুনী ক্রেজি হর্স-এর মত।

"আমি বললাম, 'বেশ, তাই যদি হয়, সে মেয়ে যদি, সে মেয়ে যদি তাই হয়, তাহলে কি? তুমি মাতাল হয়ে গেছ। মূর্তির উপরে মানুষকে আরোপ করা এবং তাতে বিশ্বাস করা—এটা কি ব্যাপার?—অবতারবাদ? ও সব ছেড়ে এস, একটু পান করা যাক।'

"ঠিক তখনই শুনতে পেলাম কে যেন আসছে। হাই জ্যাককে টানতে টানতে একটা শয্যাহীন শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। সেখানে দেয়ালে অনেকগুলো ছিদ্র ছিল; তার ভিতর দিয়ে আমরা মন্দিরের সমুখটা দেখতে পেলাম। মেজর বিং আমাকে পরে বলেছিল যে প্রাচীন কালে ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরা ওই সব ছিদ্রের ভিতর দিয়ে উপাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

"কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি ইণ্ডিয়ান বুড়ি খাবার ভর্তি একটা মাটির থালা নিয়ে ভিতরে ঢুকল। খোদাই-করা মূর্তির সামনে একটা চৌকো পাথরের উপর থালাটা রেখে বুড়ি মেঝের উপর শুয়ে পড়ে বারকয়েক মাথাটা ঠুকল; তারপর চলে গেল।

"হাই জ্যাক ও আমি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম। বেরিয়ে এসে আমরা থালাটার দিকে ভাল করে তাকালাম। থালাভর্তি ছাগ মাংস, ভাজা পিঠে, কলা, কাঁকড়া সেদ্ধ ও আম।

"আমরা পেটভরে খেলাম—তারপর আরও একপ্রস্থ রাম হল।

"আমি বললাম, 'আজ নিশ্চয় বুড়ো টেকুম্‌সে-র জন্মদিন। নাকি এরা রোজই তাকে ভোগ নিবেদন করে? আমি তো ভাবতাম দেবতারা কাটাওয়াম্পাস পাহাড়ের শিখরে বসে কেবল ভ্যানিলা পান করেন।'

"তারপর খাটো কিমোনো পরে আরও অনেক আদিবাসীর দল আসতে লাগল।

হাই ও আমি শোবার ঘরে ঢুকে সব কিছু দেখতে লাগলাম। তারা একজন করে, দু'জন করে, তিনজন করে সেখানে ঢুকল, এবং নানা রকম পূজার উপকরণ রেখে যেতে লাগল—পাত্রভর্তি মধু, কাঁদি-কাঁদি কলা, বোতল-বোতল মদ, গোলাকার পিঠে, আর সুন্দর সব দামী শাল। তারা সকলেই আধা-তৈরি পাথরের দেবমূর্তির সামনে সারা মেঝেতে গড়াতে লাগল। তারপর আবার বনের ভিতর দিয়ে চলে গেল।

"হাই জ্যাক বলে উঠল, 'জানি না দেবতার উচ্ছিষ্ট এই সব খাবার-দাবার কে পায়?'

"আমি বললাম, 'আরে, বনের মধ্যে কোথাও নির্ঘাৎ পুরোহিত, বা ছোটখাট দেবমূর্তি, বা পাণ্ডারা বসে আছে। যেখানেই দেবতা আছে, সেখানেই দেখবে পোড়া নৈবেদ্যের জন্য কেউ না কেউ অপেক্ষা করে আছে।

"তারপর আরও এক প্রস্থ রাম খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হবার জন্য আমরা বারান্দায় বেরিয়ে গেলাম; ঘরের ভিতরটা খুব গরম ছিল।

"সেখানে গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম একটি যুবতী মেয়ে ধ্বংসস্তূপের দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটির খালি পা; পরনে একটা সাদা ঢিলে জামা; হাতে সাদা ফুলের একটা মালা। সে আরও কাছে এলে দেখলাম তার কালো চুলে একটা লম্বা নীল পালক গোঁজা। সে যখন আরও কাছে এল তখন পাছে পা হড়কে মেঝেতে পড়ে যাই এই ভয়ে আমি ও হাই জ্যাক স্নেক্‌ফিডার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম; কারণ মেয়েটির মুখ যতটা ছিল ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার-এর মত, ঠিক ততটাই ছিল বৃদ্ধ রাজা টঙ্কিকোলজির মত।

"আর তখনই হাই জ্যাক-এর মানবজাতিতত্ত্ব ডুবে গেল তার নেশার ঘোরে। আমাকে টানতে টানতে দেবমূর্তির পিছন দিকে নিয়ে সে বলে উঠল:

'এটাকে তুলে ধর হাংকি। এটাকে আমরা অন্য ঘরে নিয়ে বসাব। আমি সর্বক্ষণ অনুভব করেছি যে আমি পবন দেবতার নতুন অবতার, আর হাজার বছর আগে ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার ছিল আমার বিয়ের কনে। একদিন যে মন্দিরে আমি ছিলাম রাজা, আজ সেই মন্দিরে সে এসেছে আমাকে খুঁজতে।'

"আমি বললাম, 'ঠিক আছে। রামের নেশায় যে বুঁদ হয়ে আছে তার সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। তুমি ওর পা দুটো ধর।'

"দু'জনে মিলে তিন শ' পাউণ্ড ওজনের পাথুরে দেবতাকে তুলে কাফের—অর্থাৎ মন্দিরের—পিছন দিকের ঘরটাতে নিয়ে গেলাম; তাকে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখলাম।

"তারপরেই হাই জ্যাক ছুটে বেরিয়ে গেল এবং আদিবাসীদের তৈরি এক জোড়া রেশমি শাল এনে নিজের পোশাক খুলে ফেলতে শুরু করল। ভদ্রভাবে যতটা সম্ভব উলঙ্গদেহ হয়ে লাল-সাদা শাল দুটি শরীরে জড়িয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং প্লাটিনামের দেবমূর্তির মত একটা পাদপিঠের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। সে যে কী সব কাণ্ড করতে চলেছে সেটা দেখতে আমি দেয়ালের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

"কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরে ঢুকল মালা হাতে সেই মেয়েটি। আরও কাছে এলে আমার মনে হল সে বুঝি হুবহু ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদারের মতই দেখতে। আমি

নিজের মনেই বললাম, 'সেও কি অবতার হয়েই নতুন জন্ম নিয়ে এসেছে? তাহলে তো ভাল করেই দেখতে হচ্ছে তার বাঁ গালে একটা তিল আছে কি না'—কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার মনে হল, তার গায়ের রং ফ্লোরেন্স-এর চাইতে ঈষৎ ঘোর; তবে তা সত্ত্বেও মেয়েটি দেখতে বেশ ভাল। আর হাই জ্যাক যতটা রাম গিলেছে, ততটা নেশা তার হয় নি।

"মেয়েটি নিথর দেবমূর্তির দশ ফুটের মধ্যে এগিয়ে গেল, এবং অন্য সকলের মতই নিচু হয়ে তার নাকটাকে মেঝের উপর ঘসতে লাগল। তারপর আরও কাছে গিয়ে হাই জ্যাক-এর পায়ের নিচের পাথর খণ্ডের উপর মালাটা রেখে দিল।

"আর তখনই হাই জ্যাক নীরবে পাদপিঠ থেকে নেমে এল এবং এমন কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করল যেটা শুনতে অবিকল ধ্বংসস্তূপের দেয়ালে খোদাই-করা শিলালিপিরই মত। মেয়েটি কিন্তু এক লাফে পিছনে সরে গেল; তার চোখ দুটো রস বড়ার মত বড় হয়ে উঠল।

"কিন্তু সে চোখ বুজল না। উপরন্তু সে ও হাই জ্যাক হাত ধরাধরি করে এক সঙ্গে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল।

"আর এক পাত্র রাম গিলে আমি যখন সে ঘরে ঢুকলাম ততক্ষণে তারা বিশ গজ পথ চলে গেছে, আর গেছে বনের সেই পথটা ধরে যে পথে মেয়েটি নেমে এসেছিল।

"চীৎকার করে হাই জ্যাককে ডেকে আমি বললাম, 'হেই! ইন্‌জুন! শহরে যে আমাদের খাবার বিল বাকি পড়ে আছে; আর তুমি আমাকে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলে চলে যাচ্ছ—আমাব হাতে যে একটা সেন্টও নেই। একটু সাহস দেখাও; ওই জেলের মেয়ের ফাঁদে পা দিও না। চল, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।'

"কিন্তু দু'জন তবু এগিয়ে চলল; একবার ফিরেও তাকাল না; তারপর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তোমাদের ভাষায় বলতে গেলে 'বন তাদের গিলে ফেলল'। আর সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনও আমি হাই জ্যাক স্নেক্‌ফিডারকে দেখি নি বা তার কথা শুনি নি।

"কি আর করি! অগত্যা সাত তাড়াতাড়ি বোকায় ফিরে গিয়ে মেজর কিং-এর শরণ নিলাম। পকেটের টাকা খরচ করে তিনি আমাকে বাড়ি ফেরার একটা টিকিট কেটে দিলেন। আরে মশায়, তাই তো আবার আমি চুব্‌ব্-এর চাকরিতেই ফিরে এসেছি; আর কখনও এ চাকরি ছেড়ে যাব না। এবার চলুন, ভাল মাংস খেতে চান তো দেরি করবেন না।"

আমি জানি না হাংকি ম্যাগি তার নিজের গল্পটা সম্পর্কে কি ভেবেছে; তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অবতার এবং নতুন নতুন রূপ ধারণ করা সম্পর্কে তার নিজস্ব কোন মতবাদ আছে কি না।

হাংকি জোর গলায় বলল, "সে রকম কিছু না। আসলে অতিরিক্ত মদ্যপান ও শিক্ষাদীক্ষাই হাই জ্যাক-এর কাল হয়েছিল। সে সব লোকের কাজই হল ইণ্ডিয়ানদের একটু তুলে ধরা।"

আমি তবু বললাম, "কিন্তু মিস্ ব্লু ফেন্দার-এর ব্যাপারটা কি?"

মুচকি হেসে হাংকি বলল, "এই কথা! যে ছোট মহিলাটি হাই জ্যাককে ভাগিয়ে নিয়ে গেল, প্রথম দর্শনে সে আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা এক মিনিটের জন্য। আপনার কি মনে আছে আমি আপনাকে বলেছি যে হাই জ্যাক বলেছিল, মিস্ ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল প্রায় এক বছর আগে? আহা, ঠিক চারদিন পরেই সে যেখানে এসে উদয় হয়েছিল সেটা ইস্ট টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রীটের একটা পরিপাটি পাঁচ ঘরের ফ্ল্যাট—আর সেদিন থেকে সে মিসেস ম্যাগী হয়েই আছে।"

# জয়ের মুহূর্তে

## The Moment of Victory

বেন গ্র্যাঞ্জার উনত্রিশ বছর বয়সের একজন যুদ্ধবিশারদ-এর থেকেই তুমি তার যুদ্ধের নমুনাটা বুঝতে পারবে। এ ছাড়াও সে মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী ছোট শহর কাডিজ-এর একজন বড় ব্যবসায়ী ও পোস্টমাস্টার।

এক চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় আমরা দু'জন তার বাক্স-প্যাট্রা ও পিপের মধ্যে বসেছিলাম। এক সময় সে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, বলতো মানুষ কিসের জন্য নানান বিপদ, অগ্নিকাণ্ড, গোলযোগ, অনাহার ও দুর্ভিক্ষ, এবং ঐ ধরনের কাজকর্মের মধ্যে ঢুকে যায়? কেন মানুষ এ সব কাজ করে? কিসের জন্য সে অন্য সব মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে? এমন কি তার সেরা বন্ধুদের চাইতেও বেশি সাহসী, বেশি শক্তিশালী এবং অধিক জমকালো হয়ে উঠতে চায়? তার অভিপ্রায়টা কি? এর থেকে সে কি পাবার আশা করে? শুধুমাত্র খোলা হাওয়া আর অনুশীলনের জন্যই তো সে এ সব করে না। বল তো বিল, যখন একটি সাধারণ মানুষ মোটামুটিভাবে হাটে—বাজারে, বক্তৃতামঞ্চে, শিকারের ক্ষেত্রে, শিক্ষায়তনে, রণক্ষেত্রে, বনপথে, এবং পৃথিবীর সভ্য ও অসভ্য দেশের নানা কর্মক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অসাধারণ ঠেলাঠেলির প্রয়াস চালায়, তখন সে কি প্রত্যাশা করে?"

আমি বেশ ভেবেচিন্তে বললাম, "দেখ বেন, যে মানুষ খ্যাতির পিছনে ছোটে তাদের উদ্দেশ্যকে আমরা খুব সহজেই তিন ভাবে ভাগ করতে পারি—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যেটা জনসমর্থন লাভেরই ইচ্ছা; লোভ, যার দৃষ্টি সাফল্যের বাস্তবের দিকে; আর কোন নারীর প্রতি ভালবাসা, যাকে সে পেয়েছে বা পেতে চায়।"

বেন আমার কথাগুলি নিয়ে ভাবতে লাগল, আর একটা গাছের মগডালে বসে একটা গায়ক-পাখি অবিরাম সুর করে ডাকতে লাগল।

সে বলল, "তোমার কথাগুলি পুঁথিগতভাবে সঠিক হয়েছে বলেই আমি মনে করি। কিন্তু আমি বলছিলাম একটি বিশেষ মানুষ উইলি রবিন্স-এর কথা। এক সময়

লোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তোমার যদি শুনতে আপত্তি না থাকে তো দোকান বন্ধ করার আগে তার সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

"স্যান অগাস্টিন-এ উইলি ছিল আমাদের বন্ধুমহলের একজন। আমি তখন সেখানকার শুকনো খাবার ও ভূষি মালের পাইকারি ব্যবসায়ী 'ব্র্যাডি অ্যাণ্ড মার্চিসন' কোম্পানির কেরানি ছিলাম। উইলি ও আমি একই ক্লাব, ক্রীড়া সমিতি ও সামরিক সংঘের সভ্য ছিলাম। আমাদের যে কোন হৈ-হুল্লোড়ের ব্যাপারেই সে ছিল এক নম্বর উদ্যোগী।

"আগে তোমাকে তার একটা সচিত্র বর্ণনা দিয়ে তারপর আমি আমার গল্প শুরু করব।

"গায়ের রং ও চালচলনে সে ছিল ককেসিয়ান-ঘেঁষা। তার চুল ছিল নানা রংয়ে মেশা আর কথাবার্তা ছিল কাটা-কাটা। চোখ দুটো ছিল নীল। সে সব কিছুই মানিয়ে নিতে পারত। তার সঙ্গে কখনও আমার কোন বিরোধ ছিল না।

"কিন্তু এ হেন উইলি মিরা এলিসনকে দেখে একেবারে গলে গেল। গোটা অগাস্টিন-এ মিরা এলিসন ছিল সব চাইতে প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল, কুশলী ও সুন্দরী মেয়ে। আমি বলছি, সে ছিল কাজল নয়না, উজ্জ্বলকেশিনী আর একান্ত মনোহারিণী—আরে, না—না—আমি তার প্রেমে পড়ি নি। হয়তো পড়তাম, কিন্তু আমার জ্ঞানের নাড়ি টন্‌টনে। তাই কেটে পড়েছিলাম।

"কোন এক রাতে মিসেস কর্ণেল স্প্র্যাগিন্স-এর বাড়িতে আমাদের একটা আইসক্রিম-পার্টি ছিল। উপরের একটা বড় ঘরে ছিল আমাদের সাজগোজের ব্যবস্থা। কিছুটা নিচে হলটা ছিল মেয়েদের প্রসাধন-কক্ষ। এক তলায় ছিল নাচের আসর।

"কোন এক সময় উইলি রবিন্স ও আমি যখন সাজঘরে ছিলাম, তখনই মিরা এলিসন হঠাৎ কোথা থেকে সেখানে এসে হাজির হল। উইলি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার বেয়াড়া চুলগুলোকে পাট করছিল। মিরা সর্বদাই জীবন্ত ও খামখেয়ালি।

"মিরা বলে উঠল, 'হ্যালো উইলি! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি করছ?'

"উইলি জবাব দিল, 'প্রজাপতি হবার চেষ্টা করছি।'

"প্রাণখোলা হাসি হেসে মিরা বলল, 'দেখ, তুমি কোন দিন প্রজাপতি হতে পারবে না।'

"মিরা চলে যাবার পরে আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে উইলির দিকে তাকালাম। তার মুখটা কেমন যেন শ্বেত পদ্মের মত সাদা হয়ে গেছে। বুঝলাম, মিরার কথায় তার বুকে দাগ লেগেছে। আমি কিন্তু মিরার কথায় দোষের কিছু পাই নি, কিন্তু তাতে উইলি যে কতটা ভেঙে পড়েছিল তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

"পরে যখন আমরা সাজগোজ সেরে নিচে নেমে গেলাম, তখনও উইলি সে রাতে একবারও মিরার কাছে গেল না।

"তার পরদিনই যুদ্ধ-জাহাজ 'মেইন'-কে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হল, আর তার পরেই কেউ একজন—জো বেইলি, অথবা বেন টিল্‌ম্যান, বা সবকারও হতে পারে—স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

"কি জান, ম্যাসন ও হ্যাম্‌লিন রেখার দক্ষিণ অঞ্চলের সকলেই জানে যে উত্তর

অঞ্চল একাকি স্পেনের মত এত বড় একটা দেশের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। সুতরাং ইয়াংকিরা সাহায্যের জন্য আবেদন জানাল, আর জনি বেব্‌স্‌ সে ডাকে সাড়া দিল। তারা জানিয়ে দিল, 'আমরা আসছি ফাদার উইলিয়াম, লাখ লাখ লোক নিয়ে আসছি'। আমরা অবিভক্ত এক দেশ হয়ে লড়ে গেলাম। আমাদের সৈন্যরাই কিউবাতে প্রথম নামল—শত্রুপক্ষের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। সে যুদ্ধের পুরো ইতিহাস আমি তোমাকে বলছি না; যুদ্ধের কথাটা আমি এনেছি কেবল উইলি রবিন্স-এর গল্পটাকে ভরাট করে তুলতে।

"যদি কখনও কাউকে বীর-জ্বরে ধরে থাকে তবে সে লোক উইলি রবিন্স। ক্যাস্টিল-এর অত্যাচারীদের মাটিতে পা দেবার মুহূর্ত থেকে সে যেন বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। আমাদের সেনাদলের ক্যাপ্টেন থেকে সব উপরওয়ালারাই তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। তোমরা হয় তো আশা করবে তার এই বিপদবরণের ভিতর দিয়ে সে কর্ণেলের আরদালি অথবা কমিসারির টাইপ-রাইটারের পদে উঠে যাবে। সে কিন্তু সে পথেই গেল না। সে সৃষ্টি করল একটি কোঁকড়া-চুল অলক বীরের ভূমিকা যে বেঁচে থেকে সুফল নিয়ে ঘরে ফিরে আসে; একখানা বড় মাপের চিঠি হাতে নিয়ে কর্ণেলের পায়ের উপর মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করে না।

"সে তখন মেতে উঠেছে রক্তপাত, জয়ের মালা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মেডেল, প্রশংসাপত্র এবং অন্য সব রকম সামরিক গৌরব লাভের নেশায়। স্পেনের সৈন্যদল, কামানের গোলা, টিনভর্তি মাংস, বারুদ অথবা তোষামোদ—সামরিক জীবনের কোন রকম বিপদের তোয়াক্কাই সে করে না। কোঁকড়া চুল ও চীন-নীল চোখ নিয়ে সে গিলে খেতে লাগল স্পেনীয় সৈন্যদের, ঠিক যে ভাবে তোমরা সার্ডিন মাছ খাও। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ধ্বনি শুনে কখনও তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে না। একমাত্র 'জ্যাক অব ডায়মণ্ডস' এবং রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিন ছাড়া তার সঙ্গে তুলনা করার মত অন্য কোন চরিত্রের হদিস আমি ইতিহাসে পাই নি।

"আমি তাকে অনেক বোঝালাম। কতবার বললাম, 'এ পথ ছাড়। এই বেলা নিজের আখের গুছিয়ে নাও। এমন বেপরোয়া যুদ্ধবাজ হলে তো তুমি এখানেই মরে পড়ে থাকবে। কে তোমার খোঁজ করবে? তার বদলে এই সুযোগে ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাও—নিজের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে নাও। আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারি না কেন তুমি হঠাৎ এমন বীরত্বপাগল নরঘাতক হয়ে উঠলে। তোমার স্বভাবটাই যে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কেমন করে এটা হল?'

"উইলি বলে উঠল, 'এ সব তুমি বুঝবে না বেন।' তারপর অবজ্ঞার হাসি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"তার খাকি কোটের ল্যাজটা ধরে আমি বললাম, 'যেও না। আমার কথা শোন। তোমার কাছ থেকে যতই দূরে থাকার চেষ্টা করি না কেন, তবু তোমার ভাবসাব দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি। কেন যে তুমি একটি বীর সাজতে চাইছ তা আমি জানি। হয় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, আর না হয় এই পথে চলে তুমি কোন

মেয়েকে হাত করতে চাইছ। তাহলে শোন, এটা যদি মেয়ের ব্যাপারই হয়, তাহলে একটা জিনিস আমি তোমাকে দেখাতে পারি।'

"আমার পিছনের পকেট থেকে একখানা স্যান অগাস্টিন খবরের কাগজ টেনে বের করে একটা খবর তাকে দেখালাম। কাগজের আধ কলম জুড়ে ছাপা হয়েছে মিরা এলিসন এবং জো গ্র্যান্‌বেরির বিয়ের খবর।

"উইলি হেসে উঠল। বুঝলাম, এতেও আমি তাকে কাবু করতে পারি নি।

"সে বলে উঠল, 'ওঃ, এটা যে ঘটবে তা তো সকলেই জানত। এক সপ্তাহ আগেই খবরটা আমি শুনেছি।' বলেই সে আবার আমাকে একটি হাসি উপহার দিল।

"আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তাহলে কেন তুমি এমন বেপরোয়া হয়ে খ্যাতির রামধনুর পিছনে ছুটছ? তুমি কি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে চাও, না কি তুমি কোন আত্মঘাতী দলের সদস্য?'

"এই সময় ক্যাপ্টেন ফ্লয়েড এসে নাক গলালেন।

"বললেন, 'এই বাজে বকবকানি থামিয়ে তোমাদের কোয়ার্টারে চল যাও; নাহলে আমি রক্ষী দিয়ে তোমাদের পাহারা-ঘরে পাঠিয়ে দেব। আপাতত তোমরা দু'জনই একটু বসো। যাবার আগে, বল তো তোমাদের কারও কাছে মুখে খাবার তামাক আছে কিনা।'

"আমি বললাম, 'আমরা চলে যাচ্ছি ক্যাপ্টেন; আমাদেরও সাপারের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সে সম্পর্কে আপনার অভিমতটা কি? আচ্ছা, এখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা কিসের জন্য? দিনের পর দিন মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলে কিসের আশায়? শেষ পর্যন্ত সত্যি কি সে কিছু পায়? আমি কিন্তু বাড়িতেই ফিরে যেতে চাই! কিউবা ডুবল কি ভাসল তাতে আমার কিছুমাত্র যায়-আসে না; রাণী সোফিয়ো ক্রিস্টিনা না চার্লি কাল্‌বার্সন কে এই দ্বীপে রাজত্ব করবে তাতে আমার কি? জীবিতদের তালিকা ছাড়া অন্য কোন তালিকায় নাম তুলতে আমি চাই না। আপনিও তো দেখছি ঐ তালিকার পিছনেই ছুটছেন। বলুন তো, কিসের জন্য আপনি নিজে এমনটা করছেন?'

"দুই হাঁটুর ভিতর থেকে নিজের তলোয়ারখানা তুলে ধরে ক্যাপ্টেন ফ্লয়েড বললেন, 'দেখ বেন, তোমার এই ভীরুতা ও পলায়নী মনোভাবের জন্য ঊর্ধ্বতন অফিসার হিসাবে আমি তোমাকে কোর্ট মার্শাল করতে পারি। কিন্তু আমি তা করব না। বরং আমি তোমাকে বলব কেন আমি পদোন্নতি এবং যুদ্ধ ও জয়লাভের জন্য প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান পাবার জন্য এত চেষ্টা করছি। একজন মেজর একজন ক্যাপ্টেনের চাইতে অনেক বেশি মাইনে পায়, আর টাকার আমার বড় দরকার।'

"আমি বললাম, 'আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন। এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, যে উইলি রবিন্স-এর বাড়ির লোকরা সকলে ধনবান, যে ছিল স্বভাবতই ধীর, স্থির এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, সে কেন হঠাৎ এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠল। আমার তো মনে হয় এটা একটা সহজ, সরল উচ্চাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্তমাত্র।

হয়তো সে চায় যে ইতিহাসের পাতায় তার নাম বজ্রাক্ষরে ঘোষিত হোক। নিশ্চয় তাই।'

"আর শেষ-পর্যন্ত সেটাই ঘটল। ক্যাপ্টেন ফ্রয়েড মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত হলেন, অথবা হলেন নাইট-কম্যাণ্ডার। আর উইলি রবিন্স হল আমাদের কোম্পানির ক্যাপ্টেন।

"হয় তো খ্যাতির মালার জন্য এর বেশি সে আর ছোটে নি। আমি যতদূর জানি, এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তিটা সেই ঘটাল। নিজের হাতে সৃষ্টি-করা একটা খণ্ডযুদ্ধে সে আমাদের আঠারোটি ছেলেকে যুদ্ধের নামে খুন করল, অথচ সে খণ্ডযুদ্ধটার কোন দরকারই ছিল না। একদিন রাতে আমাদের দশজনকে সঙ্গে নিয়ে সে একশ' নব্বই গজ চওড়া একটা ছোট খাঁড়ি পার হয়ে, দুটো পাহাড় ডিঙিয়ে, মাইল খানেক ঝোপঝাড়ের ভিতরে লুকিয়ে একটা ছোট গ্রামে পৌঁছে বেনি ভীডাস নামে একটি স্পেনীয় সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করল। আমার তো মনে হয়েছিল, বেনির জন্য এত কষ্ট করার কোন মানেই হয় না, কারণ লোকটির চামড়া ছিল কালো, পায়ে ছিল না জুতো, আর শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য যে হাত বাড়িয়েই ছিল।

"কিন্তু সেই কাজটিই উইলিকে এনে দিল তার বাঞ্ছিত পদোন্নতি। স্যান অগাস্টিন 'সংবাদ' এবং গাল্‌ভেস্টন, সেন্ট লুইস, নিউ ইয়র্ক ও কান্‌সাস সিটির কাগজে তার ছবি ও দুঃসাহসিক অভিযানের উপর প্রতিবেদন ছাপা হল কলমখানেক জুড়ে। স্যান অগাস্টিন তো তার 'সাহসী ছেলে'র জন্য হৈ-চৈ শুরু করে দিল। 'সংবাদ' পত্রিকাটি তো চোখের জল ফেলতে ফেলতে সরকারের কাছে প্রার্থনা জানাল যে সামরিক বাহিনী ও জাতীয় রক্ষীদলকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনা হোক, আর একক ভাবে যুদ্ধ চালাবার ভার দেওয়া হোক উইলিকে।

"মাত্র কিছুদিন পরেই যদি যুদ্ধটা শেষ না হত তাহলে উইলি যে আরও কত সোনার থালা ও স্তুতিগানের অধিকারী হত তা আমি জানি না। তবে যুদ্ধটা সত্যি শেষ হয়ে গেল। সে কর্ণেল নিযুক্ত হবার তিন দিন পরে, এবং ডাকযোগে আরও তিনটে সোনার মেডেল তার হাতে আসার পরে, শত্রুর প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে বসে লেমনেড খাবার সময় তার গুলিতে দুটি স্পেনীয় সৈনিক নিহত হবার পরেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল।

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমাদের কোম্পানি স্যান অগাস্টিন-এ ফিরে গেল। আর কোথায়ই বা যাবে! আর কি ভাবছেন? পুরনো শহরটা ছাপার অক্ষরে, তারযোগে, বিশেষ লোক মারফৎ আমাদের জানিয়ে দিল যে আমাদের সম্মানে একটা বিরাট সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হবে।

"আমি বলছি বটে 'আমাদের,' আসলে কিন্তু এ সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল প্রাক্তন সৈনিক, কার্যত ক্যাপ্টেন এবং সম্ভাব্য কর্ণেল উইলি রবিন্স। তাকে নিয়ে শহরটা যেন পাগল হয়ে উঠল।

"সকলেই বাসনা ছিল পূজ্যপাদ কর্ণেল উইলি একটা গাড়িতে আসীন হবেন এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ এবং অস্ত্রাগারের কতিপয় অন্ডারম্যান গাড়িটা টানবেন; কিন্তু সে নিজের কোম্পানির সঙ্গে থেকেই সকলের আগে আগে স্যান হার্ডস্টন

এভেনিউ ধরে মার্চ করে এগিয়ে চলল। পথের দুই ধারের বাড়িগুলি পতাকা ও মানুষে ছেয়ে গেল। সকলের মুখে অবিরাম একই ধ্বনি উঠতে লাগল 'রবিন্স!' অথবা 'হেলো উইলি!' আমার জীবনে আমি উইলি অপেক্ষা অধিকতর খ্যাতিমান কোন মানুষকে দেখি নি।

"আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল, সাড়ে সাতটার সময় আদালত-ভবনে আলোকসজ্জা হবে এবং প্যালেস হোটেলে হবে বক্তৃতা ও খানাপিনা।

"অস্ত্রাগারে পৌঁছে শোভাযাত্রা শেষ হবার পরে উইলি আমাকে বলল, 'আমার সঙ্গে একটু হেঁটে যাবে?'

"আমি বললাম, 'নিশ্চয় যাব। খুব ক্ষিধেও পেয়েছে। বাড়িতে ফিরেই কিছু খেতে হবে। তা হোক, তোমার সঙ্গে আমি যাব।'

"একটা গলিপথ ধরে উইলি আমাকে নিয়ে চলল। আমরা পৌঁছে গেলাম একটা ছোট সাদা রংয়ের বাড়ির সামনে। ২০×৩০ ফুট মাপের ছোট লনটা ইট ও পুরনো পিপেতে ঠাসা।

"আমি বললাম, 'আরে থাম। আগে সংকেতটা জানিয়ে দাও। এই গোপন আস্তানাটা কি তুমি চেন না? এই পাখির বাসাটা তো জো গ্র্যান্‌বেরিই তৈরি করেছিল মিরা এলিসনকে বিয়ে করার আগে। তুমি ওখানে যাচ্ছ কেন?'

"কিন্তু উইলি ততক্ষণে গেটটা খুলে ফেলেছে। ইটের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে সিঁড়ির কাছে গেল। আমি তার সঙ্গে গেলাম। বারান্দায় একটা দোলনা-চেয়ারে বসে মিরা সেলাই করছিল। মাথার চুল তাড়াতাড়ি পাট করে একটা চূড়া বেঁধে রেখেছে। এর আগে কখনও তার মুখে ফুট্-ফুট্ দাগ দেখি নি। বারান্দার এক কোণে জো-কে দেখলাম। পরনে শার্ট, তাতে কলার নেই। মুখময় দাঁড়ি। ইট ও টিন সরিয়ে একটা ছোট ফলের গাছ লাগাবার জন্য সে মাটি খুঁড়ছে। সে চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু একটা কথাও বলল না। মিরাও কিছু বলল না।

"পরনে ইউনিফর্ম, বুকে ঝুলছে মেডেল, হাতে সোনালি হাতলের নতুন তলোয়ার, উইলিকে বেশ ফুলবাবুর মতই দেখাচ্ছিল। এখন আর তাকে সেই সাদা মাথা, ছোটখাট কাদাখোঁচা পাখিটা বলে চিনতেও পারবে না। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে মিরার দিকে তাকিয়ে সে এক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়েই দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল:

"ওঃ, আমি জানি না! চেষ্টা করলে হয়তো আমিও পারতাম!'

"মাত্র এই ক'টি কথাই সে বলল। তার পরেই উইলি তার টুপিটা হাতে নিল, আর আমরাও বেরিয়ে এলাম।

"আর যে করেই হোক সে যখন কথাগুলি বলল তখন হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল সেই নাচের রাতটার কথা এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উইলির চুল পাট করা আর দরজায় মাথাটা ঢুকিয়ে মিরার ঠাট্টা করার কথা।

"আমরা স্যান হার্ডস্টন এভেনিউতে ফিরে গেলে উইলি বলল:

"আচ্ছা, তাহলে চলি বেন। এখান থেকে সোজা বাড়ি যাব, জুতো ছাড়ব, তারপর একটু বিশ্রাম নেব।'

"আমি বললাম, 'তুমি? তোমার কি হয়েছে বল তো? নায়ককে সম্মান জানাবার

জন্য শহরের সব মানুষ যে আদালত ভবনে ভিড় করে অপেক্ষা করছে? দুটো ব্যাণ্ডের বাজনা, আবৃত্তি, পতাকা, আর খাওয়া-দাওয়া—সবই তো তোমার অপেক্ষায় আছে?'

"উইলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"বলল, 'ঠিক আছে বেন। এখনও যদি সে সব কিছু না ভুলে গিয়ে থাকি তো ধিক আমাকে।'

"আর তখনই বেন গ্র্যাঞ্জার শেষ কথাটি উচ্চারণ করল, 'আর সেই জন্যই আমি বলি, উচ্চাকাঙ্ক্ষার শুরু যে কোথায় তা যেমন তুমি বলতে পার না, আবার তেমনই বলতে পার না কোথায় হবে তার শেষ।'

# নরমুণ্ড-শিকারী

## The Head-Hunter

স্পেন এবং জর্জ ডিউইর মধ্যে যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেলে আমি ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে চলে গেলাম। সেখানেই থেকে গেলাম আমার কাগজের সংবাদদাতা হয়ে। শেষ পর্যন্ত পরিচালক-সম্পাদক আমাকে জানিয়ে দিলেন, গরু-ছাগলের একটা বাচ্চার মৃত্যুজনিত শোক নিয়ে লেখা আট শ' শব্দের তারবার্তাকে পত্রিকার আপিস একটা যুদ্ধের সংবাদ বলে বিবেচনা করছে না। অতএব আমি পদত্যাগ করে বাড়ি চলে এলাম।

দেশে ফেরার পথে বাণিজ্য-জাহাজটিতে থাকার সময় হলুদ-বাদামী মানুষদের সেই রহস্যময় দ্বীপপুঞ্জে যে সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তার কথাই বারবার মনে পড়ত। সেনা চলাচল ও ছোটখাট যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষয়ে আমার কোন আকর্ষণ ছিল না: সেই জাতিটার চাষাড়ে দুর্বোধ্য মুখগুলি যেন এক অস্পষ্ট অতীত থেকে বোকা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। সেটাই আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

বিশেষ করে মিণ্ডানাওতে থাকার সময় সেখানকার নরমুণ্ড-শিকারী বলে পরিচিত পৌত্তলিক আদিম উপজাতিটাকে দেখে আমি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেই ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, নির্দয় ছোট মানুষগুলোকে কখনও চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তাদের গোপন উপস্থিতির একটা সূক্ষ্ম ত্রাস আতপ্ত মধ্যাহ্নকেও তীব্র শীতে কাঁপিয়ে তোলে। দুর্গম অরণ্যে, বিপদসংকুল পর্বতশীর্ষে, গভীর অতল খাদে, জনবসতিহীন জঙ্গলে, তারা ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে; মৃত্যুর অদৃশ্য হাত তুলে তারা কাছেপিঠেই ঘুরে বেড়ায় অতি সন্তর্পণে—পশু, পাখি ও চলমান সাপের মত চলাচলের কিছু নিদর্শন রেখে—যেমন গভীর রাতে একটা গাছের ডাল ভাঙার শব্দ, একটা বিশাল গাছের পত্র-পল্লব থেকে ঝরে পড়া শিশিরের শব্দ, ঝর্ণার অস্পষ্ট ফিস্ ফিস্ শব্দ—প্রতিটি মাইলে, প্রতিটি ঘণ্টায় মৃত্যুর ইশারা—এই সব কিছু আমার মনকে বড় বেশি করে টানত।

এ সব কথা ভাবলেই মনে হয় তাদের কাজের পদ্ধতি কত সুন্দর, কত সহজ, সরল, অথচ ফলপ্রসূ।

তোমার নিজের কুটিরেই তুমি বাস কর, আর তোমার জন্য যথানির্দিষ্ট নিয়তির আদেশ তুমি পালন কর। তোমার বাঁশের কপাটের বাজুতে গজাল দিয়ে ঝোলানো আছে কাঁচা কঞ্চি দিয়ে তৈরি একটা ঝুড়ি। মাঝে মাঝেই অহংকার, মানসিক অবসন্নতা, ভালবাসা, ঈর্ষা, অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে তুমি উত্তেজিত হয়ে ওঠ, তীক্ষ্ণধার ছুরিটা হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড় এবং নিঃশব্দে পথ চলতে থাক। তুমি ফিরে এলে বিজয়ী হয়ে, শিকারের রক্তাক্ত কাটা মুণ্ডুটা হাতে নিয়ে, আর ক্ষমার্হ গর্বের সঙ্গে সেটাকে রেখে দিলে দরজায় ঝোলানো ঝুড়ির মধ্যে। সেটা হতে পারে কোন শত্রুর মাথা, অথবা বন্ধুর, অথবা কোন নবাগতের মুণ্ডু, আর সে কাজে তোমার প্রেরণা হতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, অথবা নেহাৎই একটা খেলা।

কাজটা যে জন্যই করা হোক, পুরস্কারটা কিন্তু নিশ্চিত। গ্রামের মানুষরা যেতে-আসতে একটু দাঁড়িয়ে তোমাকে অভিনন্দন জানাবে। তোমার বাদামী বা সাদা বিশেষ পরিচারিকাটি তার প্রতি তোমার ভালবাসার সেই নিদর্শনটার দিকে উৎফুল্ল অন্তরে নরম ব্যাঘ্রনয়নে তাকাবে; পান চিবুতে চিবুতে পরিতৃপ্ত অন্তরে গলার কাটা ধমনি থেকে ঝরে পড়া ফোটা ফোটা রক্তের শব্দ শুনবে।

সত্যি বলছি, খুশিভরা মুণ্ডু-শিকারীর জীবন আমাকে মুগ্ধ করেছে। কলা ও দর্শনকে সে একটা সরল সূত্রে বেঁধেছে। তোমার প্রতিপক্ষের মাথাটা কেটে নেওয়া, তোমার দুর্গের ফটকে সেটাকে ঝুড়িতে ভরে রাখা, সেখানেই সেটাকে একটা মৃত বস্তুর মত ফেলে রাখা—তার সব ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করবার, সব যুক্তিকে খণ্ডন করবার, তার উপর তোমার প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করবার এর চাইতে ভাল পন্থা আর কি হতে পারে?

যে জাহাজটা আমাকে দেশে নিয়ে আসছিল তার ক্যাপ্টেনটি ছিল সুইডেন-এর এক খামখেয়ালি মানুষ। নিজের যাত্রাপথ পরিবর্তন করে আমার প্রতি সদয় হয়ে সে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী একটা ছোট শহরে, যদিও যে বন্দরে আমাকে নামিয়ে দেবার কথা তার ছিল সেখান থেকে এই ছোট শহরটা কয়েক শ' মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কিন্তু অনেক দূর পথ চলতে চলতে আমি তখন খুবই ক্লান্ত; তাই খুশি মনেই একলাফে নেমে গেলাম মোজাডা গ্রামের শক্ত বালির উপর; নিজের মনকে বোঝালাম, সেখানেই মিলবে আমার বাঞ্ছিত বিশ্রাম।

ক্লো গ্রীনকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন সে শ্বেতবসনা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার বাবার টালি-ছাওয়া বাড়ির দরজায়। এক টুকরো কাপড় দিয়ে সে একটা রূপোর কাপ পরিষ্কার করছিল; তাকে দেখাচ্ছিল কালো মখমলের উপর একটা মুক্তোর মত। কিছু সাদর ও কিছুটা অনাদরের দৃষ্টিতে আমার দিকে এক পলকের জন্য তাকিয়েই সে বাড়ির ভিতরে চলে গেল একটা হাল্কা গানের সুর শুনিয়ে।

তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না: কারণ ডাঃ স্ট্যাম্‌ফোর্ড (সে অঞ্চলের সব চাইতে কুখ্যাত মানুষ) ও আমি বেসুরো গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘাসে ঢাকা পথ ধরে এঁকেবেঁকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম মোজাডার কুখ্যাত

আড্ডাখানা বরফ-কল থেকে; সেখানে আমরা বিলিয়ার্ড খেলেছি আর বরফে ডোবানো কালো বোতল খুলেছি একটার পর একটা।

হঠাৎ রেগে গিয়ে আমি গির্জার পুরোহিতের মত শান্ত, শিষ্ট ডাঃ. স্যাম্‌ফোর্ডের দিকে তাকালাম। মুহূর্তের মধ্যেই আমি বুঝে ফেললাম যে আমরা একটি মুক্তোর সমুখে শুয়োর বনে গেছি।

বলে উঠলাম, "তুমি একটা জানোয়ার। এর অর্ধেকটা করেছ তুমি। আর বাকি অর্ধেকটা এই অভিশপ্ত দেশটার দোষ। এর চাইতে একটা ঘুমন্ত শহরে ফিরে গিয়ে দেশি মদ আর রুটি খেতে খেতে মরে যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল।"

স্ট্যাম্‌ফোর্ড-এর উচ্চ হাসির দমকে নির্জন পথটা ভরে গেল।

সে চিৎকার করে বলে উঠল, "আরে, তুমিও! আর তাও একটা কর্ক খোলা হতে না হতেই। দেখ, মেয়েটাকে দেখতে বেশ ভালই। কিন্তু ওখানে নিজের আঙুল পোড়াতে যেয়ো না। সারা মোজাডাই তোমাকে বলে দেবে যে ওর আসল মানুষটি লুই ডিভো।"

আমি বললাম, "সেটা দেখা যাবে—দেখা যাবে সে একাধারে একটা মানুষ আবার পুরুষও কি না।"

একটুও সময় নষ্ট না করে আমি লুই ডিভোর সঙ্গে দেখা করলাম। কাজটা সহজেই করা গেল, কারণ মোজাডার বিদেশীদের আস্তানা বড় জোর এক ডজন; তারা সকলেই প্রত্যহ মিলিত হয় জনৈক তুর্কীর একটা আধা ভদ্রগোছের হোটেলে। দ্বারবর্তিনী মুক্তোটির সঙ্গে দেখা করার আগেই আমি ডিভোর সঙ্গে মোলাকাত করলাম, কারণ যুদ্ধের রীতিনীতি আমি এর মধ্যেই কিছুটা শিখে ফেলেছিলাম; আমি জানতাম, পুরস্কারটির দিকে হাত বাড়াবার আগে শত্রুপক্ষের শক্তিটা পরীক্ষা করে দেখাই ভাল।

তার সম্পর্কে একটা ধারণা করতে গিয়ে একটা শীতল ভীতি-বিহ্বলতা—অনেকটা ভয়েরই মত—আমাকে পেয়ে বসল। দেখলাম, লোকটি পুরোপুরি ভারসাম্যসম্পন্ন, মনোহর, জাগতিক বিধি-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ পারঙ্গম, কর্মকুশলতা, সৌজন্য ও আতিথেয়তায় ত্রুটিহীন; আচার-আচরণে সহজ ও সরল, আর এমন একটা নিস্পৃহ, গর্বিত শক্তির অধিকারী যে তার একটা দুর্বলতর দিকের খোঁজ করতে গিয়ে আমি কিছুটা বাড়াবাড়িই করে ফেললাম। কিন্তু তবু কোন ত্রুটি খুঁজে পেলাম না; তিক্ততার সঙ্গেই আমাকে স্বীকার করতে হল যে লুই ডিভো আমার একজন যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী; মনে মনে স্থির করলাম, একটা মোক্ষম আঘাতই আমাকে হানতে হবে। সে একজন বড় মাপের ব্যবসায়ী, একজন ধনবান আমদানি-রপ্তানির কারবারী। সারা দিন একটা নিখুঁতভাবে সাজানো আপিসে সে বসে থাকে; তার চারদিকে ছড়ানো থাকে নানা শিল্প-কর্ম এবং উচ্চ সংস্কৃতির নমুনা। ব্যবসা সংক্রান্ত নির্দেশাদি কাঁচের দরজা ও জানালার ভিতর দিয়েই সে দিয়ে থাকে।

ব্যক্তিগতভাবে লোকটির একহারা গড়ন; লম্বাও বলা চলে না। তার ছোট সুগঠিত মাথা ঘন বাদামী চুলে ঢাকা; চুল ছোট করে ছাটা; ঘন, বাদামী দাঁড়িও ছুঁচলো করে ছাটা। তার আচরণ একটা আদর্শস্থল।

অচিরেই আমি গ্রীণ বাড়ির একজন নিয়মিত ও স্বাগত অতিথি হয়ে উঠলাম।

আমার উচ্ছৃংখল অভ্যাসগুলিকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করলাম। একজন পুরস্কারজয়ী, আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধার মতই শিক্ষা নিতে লাগলাম।

আর ক্লো গ্রীণের কথা—তার ভুরু নিয়ে একটা সনেট লিখে আমি তোমাকে ক্লান্ত করে তুলব না। সে এক আশ্চর্য মেয়ে, নভেম্বর মাসের আপেলের মতই পুষ্টিকর, আর একটা জানালার কাঁচের মতই রহস্যময়। ক্লোর বাবা মাননীয় হোমার গ্রীণ, আর তার মা সংসারের কাজকর্ম নিয়েই থাকেন। মাননীয় হোমার বেশি কথা বলেন, আর দিন রাত ধর্মগ্রন্থের একটা নির্ঘন্ট লেখা নিয়েই থাকেন।

লুই ডিভো আর আমি—দু'জনই গ্রীণ পরিবারের নিয়মিত দর্শনার্থী ও বন্ধু হয়ে উঠলাম। সেখানেই তার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয় এমন একটা সুজন ও মার্জিত মানুষকে আমি আগে কখনও ঘৃণা করি নি।

সৌভাগ্যই হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক, সেখানে আমি একটি ছেলের মতই গৃহীত হলাম। আমার চেহারা যুবকের মত, আমার মুখে এমন একটা সকরুণ ঘর ছাড়ার ভাব ছিল যেটা সব সময়ই মায়ের মনকে টানে।

ক্লো আমাকে "টমি" বলে ডাকে; আর আমি তার প্রতি অনুরাগ দেখালেই বোনের মত আমাকে নিয়ে মজা করে। ডিভোর ব্যাপারে সে অনেক বেশি চাপা। সে তো এক প্রেমিক প্রবর, সে ক্লোর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, তার গভীরতম অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। সে কল্পনায় ডিভোর দিকেই ঝোঁকে। আমি তার সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠ হয়েও তার মনকে টানতে পারি নি।

আমাদের দু'জনের কারও প্রতিই সানন্দ অনুরাগের কোন ইঙ্গিত ক্লো কখনও দেয় নি। কিন্তু একটা মানুষের কোন্ বৈশিষ্ট্যকে সে বেশি পছন্দ করে সে সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত সে একদিন আমাকে দিয়ে ফেলল।

সে বলল, "টমি, আমি চাই না যে আমার প্রতি ভালবাসা দেখাতে কোন মানুষ একদল সৈন্য নিয়ে আর একটা দেশকে আক্রমণ করুক এবং সেখানকার লোকগুলিকে কামানের মুখে পৃথিবী থেকে উড়িয়ে দিক।"

আমি বললাম, "তুমি যদি তার উল্টোটাই বলতে চাও, তাহলে আমিও দেখি কতদূর কি করতে পারি। খবরের কাগজগুলি তো রাশিয়ার কূটনৈতিক বিভাগের কর্মখালির বিজ্ঞাপনে ভর্তি হয়ে বের হয়। আমার আপনজনদের সঙ্গে ওয়াশিংটন-এর অনেক হোমরা-চোমরার জানাশোনা আছে; গোলন্দাজ বাহিনীতে একটা কমিশন আমি সহজেই পেতে পারি, আর—"

ক্লো বাধা দিয়ে বলল, "আমি সেটাও চাই না। আমি যা চাই তাই বলেছি। পৃথিবীতে যে সব বড় বড় কাজ হয় মেয়েদের কাছে তার কোন দাম নেই টমি। সেকালে নাইটরা যখন বর্মচর্ম পরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যেত ড্রাগনদের হত্যা করতে তখনও নিঃসঙ্গ প্রভুপত্নীর পাশে পাশে থেকে বাড়ির চাকরটাই তার দস্তানাটা এগিয়ে দিয়ে অথবা জোরে বাতাস বইলে তড়িঘড়ি তার ক্লোকটা এনে দিয়ে তার মন জয় করে নিত। যে পুরুষ মানুষটি, তা সে যেই হোক, ছোট ছোট কাজের ভিতর দিয়ে আমার প্রতি তার ভালবাসাকে প্রকাশ করতে পারবে আমি তাকেই সব চাইতে বেশি পছন্দ করব। একবার শুনলেই তার কথাগুলি মনের মধ্যে দাগ

কেটে যায়: কেউ আমার বাঁ দিক থেকে হাঁটুক এটা আমি পছন্দ করি না; চড়া রংয়ের নেকটাই আমি অপছন্দ করি; আলোর দিকে পিঠ দিয়ে বসাটাই আমার পছন্দ, আমি চিনিতে ফোটানো ভায়োলেট ফুল পছন্দ করি; চাঁদের আলো যখন জলের উপর পড়ে চিকমিক করে তখন আমি যদি সে দিকে তাকিয়ে থাকি তখন কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা না বলে, এবং খেজুরের পুর দেওয়া বিলাতি বাদাম খেতে আমি খুব—খুব ভালবাসি।"

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "অর্বাচীনতা। যে কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত চাকরেরই এসব কথা জানা উচিত।"

ক্লো বলেই চলল, "আর তাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমি কি চাই সেটা যখন আমি নিজেই ভুলে যাই তখন তাকেই মনে করিয়ে দিতে হবে আমি কি চাই।"

আমি বললাম, "তুমি দেখছি দাবীর ফর্দটা ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছ। মনে হচ্ছে তোমার দরকার একজন প্রথম শ্রেণীর অতীন্দ্রিয় দর্শক।"

"আবার আমি যদি বলি যে বিঠোভেন-এর সোনাটা শোনার জন্য আমার প্রাণ যাবার জোগাড় হয়েছে আর সেই সঙ্গে মাটিতে পা ঠুকতে থাকি, তাহলে তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমার অন্তরাত্মা চাইছে নুন-মাখানো বাদাম; আর সে বস্তুটা তার পকেটেই থাকা চাই।"

আমি বললাম, "আরে, আমি তো খেই হারিয়ে ফেলছি। আমি তো বুঝতেই পারছি না তোমার মনের দোসর একজন নৃত্য-গীত-পরিচালক, না একজন সৌখীন মুদি।"

আমার দিকে তাকিয়ে ক্লো তার মুক্তো-হাসি হাসল।

মুখে বলল, "আমি যা কিছু বললাম তার অর্ধেকটাকেই ঠাট্টা বলে ধরে নিও। আর ছোটখাট জিনিসগুলোকে হাল্কাভাবে নিও না। যদি একান্তই ইচ্ছা হয় তো একজন বীরপুরুষ হতে পার, কিন্তু ভাবভঙ্গিতেও সেটা প্রকাশ করো না। বেশির ভাগ স্ত্রীলোকই একটি বড় খুকি মাত্র, আর বেশির ভাগ পুরুষই একটি নেহাৎ খোকা। আমাদের খুশি রেখো, কিন্তু আমাদের পরাস্ত করতে চেষ্টা করো না। আমাদের যখন একটি বীরপুরুষের দরকার হয় তখন একটি সাদামাটা মুদিকেও আমরা সেই রকম গড়ে তুলতে পারি যখনই সে আমাদের রুমালটা তৃতীয় বারের মত মাটিতে পড়ার আগেই সেটাকে ধরে ফেলতে পারে।"

সেদিন রাতে আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলাম। ওটা এক ধরনের উপকূল-জ্বর। তোমার তাপমাত্রা তিন-চারের ঘরে উঠে যায় এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। সে জ্বর সিংকোনা গাছ আর আলকাতরা ঘটিত ওষুধকে হেসে উড়িয়ে দেয়। এই বেয়াড়া জ্বরটা ডাক্তারের বদলে সরল গণিতেরই চিকিৎসাসাধ্য। তার সাধারণ সূত্রটা এই রকম: জীবনীশক্তি + বাঁচবার ইচ্ছা—জ্বরের সময়কাল = ফলাফল।

যে দুই ঘরের খড়ের কুটিরে আমি আরামে দিন কাটাচ্ছিলাম সেখানেই আমি শয্যা নিলাম এবং এক গ্যালন রাম আনতে লোক পাঠালাম। রামটা অবশ্য আমার জন্য নয়। নেশা ধরলেই স্ট্যাম্‌ফোর্ড হয়ে ওঠে এণ্ডিস ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী

এলাকার সেরা ডাক্তার। সে এল, আমার পাশে বসল এবং মদ খেয়ে ধাতস্থ হয়ে নিল।

সে বলল, "দেখ বাপু, তুমি তো আমার পদ্ম-সাদা নব সংস্করণের রোমিও, ওষুধে তোমার কোন কাজ হবে না। কিন্তু আমি তোমাকে কুইনিন দেব, তার তেতো স্বাদে তোমার মনে জেগে উঠবে ঘৃণা ও ক্রোধ—তার সঙ্গে দেব দুটো উত্তেজক ওষুধ তাতে তোমার ভাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটা শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি পাবে।"

দুটো সপ্তাহ আমি বিছানায় শুয়ে শ্মশানে হিন্দু বিধবার মতই কাটিয়ে দিলাম। অশিক্ষিত ইণ্ডিয়ান নার্স বুড়ি আটাস্কা নিষ্কর্মার মত দরজার পাশে বসেই তার কর্তব্য পালন করতে লাগল।

এক বিকেলে আটাস্কাকে বিদায় করে দিলাম, বিছানা থেকে উঠে ভাল রকম সাজগোজ করলাম। শরীরের তাপ নিয়ে দেখে খুশি হলাম যে তাপমাত্রা ১০৪। পোশাকের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান হলাম; বিশেষ করে নেকটাইটা বেছে নিলাম হাল্কা রংয়ের। আয়নায় দেখলাম, জ্বরের ফলে আমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়েছে, মুখে রংয়ের ছোপ লেগেছে। পর মুহূর্তেই আমার মনে পড়ে গেল ক্লো গ্রীণ আর লুই ডিভোকে।

আমি সোজা ক্লোর বাড়িতে গেলাম। মনে হল, পায়ে না হেঁটে আমি যেন সাঁতার কেটে চলেছি; আমার পা বুঝি মাটিকে স্পর্শও করছে না।

বাড়ির সামনে একটা চাঁদোয়ার নিচেই ক্লো ও লুই ডিভোকে পেয়ে গেলাম। ক্লো লাফিয়ে উঠে দু'বার আমার করমর্দন করল।

চীৎকার করে বলে উঠল, "তোমাকে আবার দেখে আমি খুশি, খুব, খুশি হয়েছি। তোমাকে তো আগের চাইতে ভালই দেখাচ্ছে টমি। আমি তোমাকে দেখতে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা আমাকে যেতে দেয় নি।"

আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, "তা বটে; সে রকম কিছুই তো হয় নি। সামান্য একটু জ্বর। দেখতেই তো পাচ্ছ, আবার বেরিয়ে পড়েছি।"

আমরা তিনজন সেখানে বসে আধা ঘণ্টার মত কথাবার্তা বললাম। তারপর ক্লো করুণ মুখ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সমুদ্র-নীল চোখে আমি যেন দেখতে পেলাম একটা গভীর, তীব্র কামনা। হতভাগা ডিভোও হয় তো সেটা দেখল।

আমরা এক সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, "কি চাই তোমার?"

ক্লো করুণ স্বরে বলল, "নারকেল-পুডিং। দু'দিন ধরে বড্ড খেতে ইচ্ছা করছে। শুধু ইচ্ছাই নয়, একটা সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা।"

ডিভো তার স্বভাবসিদ্ধ মোলায়েম গলায় বলল, "নারকেলের মরশুম শেষ হয়ে গেছে। ও বস্তুটি এখন আর মোজাডায় পাওয়া যাবে না।"

আমি বোকার মতই বলে ফেললাম, "আচ্ছা, একটা ভাঁপা চিংড়ি অথবা ওয়েল্‌স্‌ খরগোস কি চলবে না?"

দরজার ফাঁক দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে মাননীয় হোমারও আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন। বললেন, "অনেক সময় বুড়ো ক্যাম্পোসরা তাদের ভাঁড়ারে শুকনো নাড়কেল

রেখে দেয়। কিন্তু, সোনা মেয়ে আমার, এ সব ইচ্ছা কিছুটা সংযত করে প্রভু যে দৈনন্দিন খাবারের ব্যবস্থা করেছেন সকৃতজ্ঞ হয়ে সেটা গ্রহণ করাই শ্রেয়তর।"

এই সময় লুই ডিভো উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল। ক্রোও সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা করার জন্য কয়েক মিনিটের জন্য ভিতরে গেল।

সকলে চলে যাবার পরে মুখটা ঘোরাতেই আমার চোখে পড়ল সবুজ কঞ্চি দিয়ে বানানো একটা ঝুড়ি দরজার বাজুর বাইরে একটা গজালের সঙ্গে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল; কপালটা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল; অত্যন্ত স্পষ্ট করে আমার মনে পড়ে গেল মুণ্ডু-শিকারীদের কথা----"সেই ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, নির্দয় ছোট মানুষগুলোকে কখনও চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তাদের গোপন উপস্থিতির একটা সূক্ষ্ম ত্রাস আতপ্ত মধ্যাহ্নকেও তীব্র শীতে কাঁপিয়ে তোলে...মাঝে মাঝেই অহংকার, মানসিক অবসন্নতা, ভালবাসা, ঈর্ষা, অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে একটা মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তীক্ষ্ণধার ছুরিটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, নিঃশব্দে পথ চলতে থাকে...সে ফিরে আসে বিজয়ী হয়ে, শিকারের রক্তাক্ত মুণ্ডুটা হাতে নিয়ে...তার বাদামী বা সাদা বিশেষ পরিচারিকাটি তার প্রতি তোমার ভালবাসার নিদর্শনটার দিকে উৎফুল্ল অন্তরে ব্যাঘ্র-নয়নে তাকাবে।"

নিঃশব্দে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি ফিরে এলাম আমার কুটিরে। দেয়ালের গজাল থেকে তুলে নিলাম একটা বাঁকা ছুরি যেটা কসাইয়ের চপারের চাইতেও ভারি এবং ক্ষুরের চাইতেও তীক্ষ্ণধার। তারপর নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে হাঁটতে শুরু করলাম মঁসিয়ে লুই ডিভোর নিজস্ব আপিসের দিকে।

ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি হল না। আমি ঘরে ঢুকতেই সে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল আমার হাতের অস্ত্রটার দিকে। তার পরেই সে আমার দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেল। আমি ছুটে গেলাম পিছনের দরজায়, এক লাথিতে সেটা খুলে ফেললাম; দেখলাম হরিণের মত বেগে সে পথ ধরে ছুটে চলেছে প্রায় দু'শ' গজ দূরের বনের দিকে। আমি চিৎকার করে তার পিছু নিলাম।

সে ছিল দ্রুতগতি, আর আমি ছিলাম অধিক শক্তিশালী। এক মাইল দৌড়ে আমি তাকে প্রায় ধরে ফেলেছি, এমন সময় সে এঁকে বেঁকে একটা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। তারপরেই ছিল একটা গিরিনালা। সবেগে সেটা পার হয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা দুরতিক্রমনীয় পাহাড়ের কোণে তাকে আটকে ফেললাম। এবার আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশেই সে ঘুরে দাঁড়াল। তার গম্ভীর মুখে দেখা দিল একটা বীভৎস হাসি।

সে বলে উঠল, "ওঃ, রেবার্ন! এস, এই অর্থহীন ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক! অবশ্য আমি জানি এর জন্য তোমার জ্বরটাই দায়ী, তুমি নও। কিন্তু এখন নিজেকে সংযত কর হে বাপু—ওই হাস্যকর অস্ত্রটা আমাকে দাও। তারপর চল ফিরে গিয়ে আলোচনার পথেই এটার শেষ করে ফেলি।"

আমি বললাম, "আমি ফিরে যাব তোমার মাথাটা সঙ্গে নিয়ে।"

সে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে বলল, "শোন। আমি তোমাকে ভাল করেই জানি। এ রকম একটা হাস্যকর কাজ তুমি করতে পার না। কি সব পাগলের মত

কথা তুমি বলছ? নিজে আত্মস্থ হও আর ঐ বাক্সে আখ-কাটা চপারটকে ছুড়ে ফেলে দাও। এ সব কথা জানলে মিস্ গ্রীণ তোমার সম্পর্কে কি ভাববে বল তো?"

আমি বললাম, "শেষ পর্যন্ত সঠিক প্রশ্নটাই তুমি করেছ। সে মহিলাটি আমার সম্পর্কে কি ভাববে? তাহলে শোন। ওরা সব হেরোডিয়াস-এর কন্যা; ওদের হৃদয় পেতে হলে তাদের সমুখেই নিজের হাতে শত্রুদের মাথা কাটতে হবে। অতএব লুই ডিভো, এবার তোমার গলাটা পেতে দাও। একই সঙ্গে মহিলাদের চায়ের টেবিলে বসে হাতি-গণ্ডার মারবে আবার ভীরুও হবে—তা চলবে না।"

ডিভো থতমত খেয়ে বলল, "আরে, আরে! তুমি তো আমাকে জান, তাই না রেবার্ন?"

আমি বললাম, "ওঃ, হ্যাঁ, আমি তোমাকে জানি। জানি। জানি। কিন্তু দরজায় ঝোলানো ঝুড়িটা এখনও ফাঁকা আছে। গ্রামের বুড়োরা, যুবকরা, কালো মেয়েরা আর মুক্তোর মত ফর্সা মেয়েরা—সকলেই এদিক-ওদিক হাঁটছে আর ফাঁকা ঝুড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। ঝুড়িটা যে তোমার মাথার জন্যই অপেক্ষা করছে।"

একথা শুনে সে একেবারেই ভেঙে পড়ল। সে যখন একটা ভীত খরগোসের মত আমাকে পাশ কাটিয়ে পালাতে চেষ্টা করল তখনই আমি তাকে ধরে ফেললাম। তাকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে একটা পা তার বুকের উপর দিয়ে দাঁড়ালাম। সে একটা অসহায় প্রাণীর মত শরীরটাকে মোচড়াতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সে আমাকে সুযোগটা দিল, আর আমি চপারটা দিয়ে সবেগে আঘাত করলাম।

কাজটা মোটেই কঠিন ছিল না। তার মাথাটা কেটে ফেলতে ছ' সাতটার বেশি কোপ দিতে হল না। মুরগির ছানার মত ছটফট করতে করতে এক সময়ে সে স্থির হয়ে গেল। আমার রুমালে তার মাথাটা বেঁধে নিলাম। যতক্ষণ আমি এক শ' গজ হাঁটলাম ততক্ষণে সে তিনবার চোখ দুটো খুলল আর বুজল। রক্তের ধারায় আমার পা দুটো ভিজে গেল। কিন্তু তাতে আর কি হল? আমার হাতের নিচে তার ছোট করে ছাটা ঘন বাদামী চুল আর ছুঁচলো করে ছাটা দাঁড়ির স্পর্শ পেয়ে আমি সুখই অনুভব করলাম।

গ্রীণ পরিবারের বাড়িতে পৌঁছে দরজার গজালে ঝোলানো ঝুড়ির মধ্যে লুই ডিভোর মাথাটাকে ধপাস করে ফেলে দিলাম। চাঁদোয়ার নিচে একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দু'ঘণ্টা পরেই সূর্য অস্ত যাবে। ক্লো বাইরে এসে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

সে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গিয়েছিলে টমি? আমি বাইরে এসে দেখি তোমরা চলে গেছ।"

উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "ঝুড়ির ভিতরটা দেখ।" সে একবার তাকিয়েই সামান্য চিৎকার করে উঠল—আমি শুনে খুশি হলাম যে চীৎকারটা আনন্দের।

সে বলল, "ওঃ, টমি, আমি ঠিক যা চেয়েছিলাম তুমি সেটাই করেছ। আমি বলেছিলাম না? ছোটখাট কাজটাই আসল। তুমি ঠিক মনে রেখেছ।"

ছোটখাট কাজ! লুই ডিভোর রক্তমাখা মাথাটাকে সে নিজের সাদা এপ্রণটা দিয়ে

ধরল। রক্তের ধারা তার এপ্রণটা ভিজিয়ে দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মেঝেতে ঝরে পড়তে লাগল। তার মুখখানি উজ্জ্বল ও কোমল হয়ে উঠল।

"ছোটখাট কাজ, সত্যি!" আমি আবার ভাবলাম। "নরমুণ্ড-শিকারীরাই নির্ভুল। নারীরা চায় যে তাদের জন্য তোমরা এই রকম কাজই কর।"

ক্লো আমার আরও কাছে সরে এল। কেউ কোথাও ছিল না। সাগর-নীল চোখ তুলে সে আমার দিকে তাকাল। এবার চোখ দুটি সেই কথাই বলল যা তারা আগে কখনও বলে নি।

সে বলল, "তুমি আমার কথা ভাব। তোমার কথাই তো আমি বলেছিলাম। তুমি ছোটখাট বিষয় নিয়ে চিন্তা কর, আর সেই সব বিষয়ই পৃথিবীটাকে বাঁচবার মত করে গড়ে তোলে। যে আমার মনের মানুষ হবে তাকে আমার ছোট ছোট বাসনার কথা ভাবতেই হবে; ছোট ছোট কাজের ভিতর দিয়েই সে আমাকে সুখী করবে। আমার মনে যদি লাল পিচ ফল খাবার ইচ্ছা জাগে তাহলে ডিসেম্বর মাসেই সে আমাকে পিচ ফল এনে দেবে, আর তখন আমিও তাকে ভালবাসব জুন মাস পর্যন্ত। আমি চাই না যে কোন বর্মচর্মধারী সশস্ত্র নাইট আমার জন্য তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করুক অথবা ড্রাগনদের নিধন করুক। তুমি আমাকে খুব খুশি করেছ টমি।"

আমি নিচু হয়ে তাকে চুমু খেলাম। তারপরেই আমার কপালে ঘাম জমতে লাগল; আমি দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে ক্লোর এপ্রণ থেকে লাল দাগটা মিলিয়ে গেল, আর লুই ডিভোর মাথাটা হয়ে গেল একটা বাদামী রংয়ের শুকনো নারকেল।

ক্লো খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে উঠল, "আজ ডিনারে নারকেল-পুডিং থাকবে টমি। তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে। কিছুক্ষণের জন্য আমিও একবার ভিতরে যাচ্ছি।"

খুশিতে পাখা মেলে সে উধাও হয়ে গেল।

ডাঃ স্ট্যাম্‌ফোর্ড ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল। সে এমনভাবে আমার নাড়িটা চেপে ধরল যেন সেটা তার নিজের সম্পত্তি, আমি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম।

সে সক্রোধে বলে উঠল, "যে কোন পাগলাগারদের বাইরে তুমিই সব চাইতে বড় নির্বোধ। কেন তুমি বিছানা ছেড়ে চলে এসেছ? আর কী সব মূর্খের মত কাজগুলি করছ!—আর কী আশ্চর্য, তোমার নাড়িটা চলছে একটা হাতুড়ির মত।"

আমি বললাম, "দু'একটা কাজের নাম বল।"

স্ট্যাম্‌ফোর্ড বলল, "ডিভোই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। তার জানালা থেকেই সে দেখতে পেয়েছিল যে তুমি বুড়ো ক্যাম্পোস-এর দোকানে গেছ, তার নিজের মাপকাঠিটা নিয়েই তাকে পাহাড় পর্যন্ত তাড়া করেছ এবং তার সব চাইতে বড় নারকেলটা নিয়ে ভেগে পড়েছ।"

আমি বললাম, "আরে বাবা, ছোটখাট জিনিসগুলিই তো আসল।"

ডাক্তার বলল, "এই মুহূর্তে তোমার বিছানাটাই তোমার কাছে আসল। তুমি এখনই আমার সঙ্গে চলে এস, নইলে আমি সব কিছু ছুড়ে ফেলে দেব। তুমি নরাধমেরও অধম।"

অতএব সে সন্ধ্যায় আমার কপালে নারকেল-পুডিং জুটল না, কিন্তু নরমুণ্ডু-শিকারীদের কর্মধারার মূল্যের প্রতি আমার একটা অবিশ্বাস জন্মে গেল। হয় তো আরও অনেক শতাব্দী ধরে গ্রামের মেয়েরা দরজার পথে ঝোলানো ঝুড়ির ভিতরকার মুণ্ডুগুলির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকবে অন্য কোন ছোট বিজয়-স্মারকের আশায়।

# গল্প নয়

## No Story

সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক যাতে এই বইটাকে ঘরের কোণে ছুড়ে ফেলে না দেন সেই জন্য যথাসময়েই বলে রাখছি যে এটা কোন সংবাদপত্রের গল্প নয়। এতে আপনি পাবেন না কোন খাটো হাতার শার্ট-পরা, সর্বজ্ঞ শহর সম্পাদক, খামারবাড়ি থেকে সদ্য-আসা কোন অসাধারণ প্রতিবেদক, কোন বিশেষ সংবাদ, কোন গল্প—কিছুই পাবেন না।

কিন্তু আপনি যদি দয়া করে "মর্নিং বিয়েকন" পত্রিকার প্রতিবেদনের ঘরের সেটটাকে ঠিকমত সাজাতে দেন তাহলে প্রতিদান হিসাবে আমিও উপরোক্ত প্রতিশ্রুতিগুলোকে ঠিক-ঠিক মেনে চলব।

আমি "বিয়েকন"-এ কাজ করি জায়গা অনুপাতে মজুরি হিসাবে, আশা রাখি একদিন বেতন-ভিত্তিক চাকরিটা পাব। একজন হয়তো বড় বড় কাজকর্ম সেরে আমার জন্য বড় টেবিলটার এক পাশে একটুখানি জায়গা ফাঁকা রেখে গেছে, আমি সেখানে বসেই কাজ করি। সারা দিন পথে পথে ঘুরে বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে শহরটা যা কিছু বলে ফিস্ ফিস্ করে, গর্জন করে অথবা মুচকি হেসে, আমি সেইগুলিই লিখি। আমার আয়ের অংকটা নিয়মিত নয়।

একদিন ট্রিপ ঘরে ঢুকে আমার টেবিলটায় ঝুঁকে দাঁড়াল। ট্রিপ কারিগরি বিভাগে কি কাজ যেন করত—আমার ধারণা ছবি-ছাপা সম্পর্কিত কোন কাজ, কারণ তার গায়ে ফটোগ্রাফারের জিনিসপত্রের গন্ধ লেগে থাকত, আর তার হাত দুটোতে সব সময়ই এসিডের দাগ ও কাটা-ছেঁড়া থাকত। তার বয়সটা পঁচিশ বছর হলেও দেখাত চল্লিশ বছরের মত। চেহারাটা ছিল বিবর্ণ, স্বাস্থ্যহীন, দুঃখী আর চাটুকারসুলভ; পঁচিশ সেন্ট থেকে এক ডলার পর্যন্ত যখন যেটা পেত সেটাই ধার করত। তবে কখনও এক ডলারের বেশি ধার করত না। যখনই আমার টেবিলে এসে বসত তখনই এক হাত দিয়ে আর একটা হাতকে চেপে ধরত যাতে কোনটাই কাঁপতে না পারে।

ক্যাশিয়ারকে তেল দিয়ে আজই আমি পাঁচটা চকচকে রূপোর ডলার বাগিয়েছি—রবিবাসরীয় সম্পাদক অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার একটা গল্প মনোনীত করায় তার দক্ষিণাবাবদই ওই টাকাটা আমার প্রাপ্য হয়েছিল। অবশ্য তার ফলে এ জগৎ-সংসারে

একটা শান্তি-স্বস্তির অনুভূতি না পেলেও অন্তত একটা যুদ্ধবিরতির মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তাই আমি সজোরে কলম বাগিয়ে চন্দ্রালোকে ব্রুকলিন সেতুর একটা বিবরণ লিখতে বসেছিলাম।

কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে মুখ তুলে তাকিয়ে বললাম, "আরে ট্রিপ যে, কেমন চলছে?" আজ তাকে আরও শোচনীয়, আরও তোষামুদে এবং হতচ্ছাড়া উপদ্রুত দেখাচ্ছিল; এমনটা আগে কখনও দেখি নি। দুঃখ-কষ্টের এমন একটা অবস্থায় সে পৌঁছেছে যেখানে তার প্রতি করুণার মাত্রাটা এত বেশি হয়ে যায় যে মনে হয় তাকে একটা লাথি মেরে তাড়িয়ে দেই।

একটা কুকুরের মত চোখ টিপ টিপ করে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে সে বলল, "একটা ডলার হবে?"

"হবে," আমি বললাম; তারপর আরও জোরে আতিথেয়তা বিরোধী স্বরে বললাম, "হবে; এবং আরও চারটি হবে। কিন্তু বুড়ো এট্‌কিন্সন-এর কাছ থেকে সেটা বাগাতে আমাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। সে-টাকাটা আমি জোগাড় করেছি একটা অভাব—একটা গর্ত—একটা দরকার—একটা জরুরি ব্যাপার—ঠিক পাঁচ ডলারের একটা সংকট মেটাবার জন্য।"

এই মুহূর্তেই আমাকে হয় তো পাঁচ ডলারের একটা ডলার হারাতে হবে এই আশংকাতেই আমি এতটা জোর দিয়ে কথাগুলি বললাম।

"আমি কোন ধার চাইতে আসি নি," ট্রিপ বলল, আর আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সে বলতে লাগল, "আমি ভাবলাম যে একটা ভাল গল্পের প্লট পেলে তুমি সেটা লুফে নেবে। সত্যি, একটা রগ্‌রগে গল্প আমি তোমাকে দিতে পারি। সেটা নিয়ে তুমি অন্তত এক কলম পুরো লিখতে পারবে। অবশ্য গল্পটার মাল-মশলা জোগার করতে তোমাকে হয় তো দু'-এক ডলার খরচ করতে হবে। আমি নিজের জন্য কিছুই চাইছি না।"

আমি খুশি হলাম। সম্পাদকীয় চালে পেন্সিলটা বাগিয়ে ধরে বললাম, "গল্পটা কি?"

ট্রিপ বলতে শুরু করল, "বলছি। একটা মেয়ের গল্প। একটা সুন্দরী মেয়ে। শিশির-ভেজা গোলাপ-কলি—শেওলায় ফোটা ভায়োলেট। বিশ বছর লং দ্বীপে ছিল, কিন্তু আগে কখনও নিউ ইয়র্ক শহর দেখে নি। চৌত্রিশতম স্ট্রীটে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা। সবেমাত্র পূবালি নদীর ফেরি থেকে নেমেছে। রাস্তার উপরেই আমাকে থামিয়ে সে জানতে চাইল কোথায় গেলে সে জর্জ ব্রাউনের দেখা পাবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, নিউ ইয়র্ক শহরে কোথায় সে জর্জ ব্রাউনকে খুঁজে পাবে! কি রকম মনে হচ্ছে তোমার?

"তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, পরের সপ্তাহে ডড—হিরাম ডড নামের একটি চাষী যুবককে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিন্তু মনে হয়, জর্জ ব্রাউন এখনও মেয়েটির যৌবনের কল্পনায় তার নায়ক হয়েই আছে। কয়েক বছর আগেও জর্জ গরুর চামড়ার জুতো পরেই থাকত; তারপরেই সে শহরে চলে এল ভাগ্যের সন্ধানে। ও দিকে আডাও—মেয়েটির নাম আডা লোয়ারি—একটা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে আট

মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে রেল স্টেশনে পৌঁছল এবং সকাল ৬:৪৫-এর শহরের ট্রেনটা ধরল। জর্জের খোঁজ করল ; কিন্তু ততদিনে জর্জ আবার ফিরে গেছে।

"বুঝতেই পারছ, হাডসন-এর তীরবর্তী সেই বাজে শহরটাতে তো তাকে একলা ফেলে আসতে পারি না। কিন্তু বল, তার ভালটা দেখাই তো কর্তব্য।

"আমিই বা কি করতে পারি ? আমার পকেট তো ফাঁকা মাঠ। আর সে মেয়েটাও তো রেলের টিকিট কাটতেই শেষ সেন্টটাও খরচ করে ফেলেছে। আমি তাকে বত্রিশতম স্ট্রীটে রেখে এসেছি; আগে আমি সেখানেই থাকতাম। দৈনিক এক ডলার হলেই চলে যায়। ম্যাক্গিনিস বুড়ির সেটাই দৈনিক রেট। বাড়িটা তোমাকে দেখিয়ে দেব।"

আমি বললাম, "এ সব কি বলছ ট্রিপ ? তুমি তো বললে একটা গল্পের কথা। পূবালি নদীর প্রতিটি খেয়া নৌকোই তো কত মেয়েকে লং দ্বীপে আনা-নেওয়া করে।"

ট্রিপের মুখের রেখাগুলি গভীরতর হল। গম্ভীরভাবে ভুরু কুঁচকাল। দুই হাত ছড়িয়ে তর্জনীটা নাচিয়ে তার জবাবটাকে জোরদার করতে চেষ্টা করল।

সে বলল, "তুমি কি বুঝতে পারছ না যে এর থেকে কী একটা ঝক্ঝকে গল্প হতে পারে! তোমার হাতে গল্পটা উতরাবেও ভাল। তার জন্য তুমি অন্তত পনেরো ডলার তো পাবেই। আর তোমার খরচ হবে চার ডলারের মত। তার অর্থ এগারো ডলার নীট লাভ।"

আমি সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলাম, "আমার চার ডলার খরচ হবে কেন ?"

ট্রিপ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "এক ডলার মিসেস ম্যাক্গিনিসকে দিতে হবে, আর মেয়েটির বাড়ি ফেরার ভাড়া দুই ডলার।"

"আর চতুর্থ ডলারটি ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

ট্রিপ বলল, "এক ডলার আমার হুইস্কির দাম। ঠিক আছে ?"

একটা রহস্যময় হাসি হেসে আমি কনুই দুটো এমনভাবে ছড়ালাম যেন আবার লিখতে শুরু করব। কিন্তু এ লোকটাও নাছোড়বান্দা। হঠাৎ তার কপালের উপর ঘামের বিন্দুগুলি চকচক করতে লাগল।

বেপরোয়াভাবে সে বলে উঠল, "তুমি কি বুঝতে পারছ না যে মেয়েটাকে আজ বাড়িতে পাঠাতে হবে—আজ রাতে নয়, কাল নয়—কিন্তু আজই দিনে-দিনে। তার জন্য আমি তো কিছুই করতে পারছি না। তাই ভাবলাম, এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি খবরের কাগজের জন্য একটা গল্প লিখে কিছু রোজগার করতে পারবে। কিন্তু, সে যাই হোক, তুমি কি বুঝতে পারছ না যে রাত হবার আগে তাকে বাড়িতে পাঠাতেই হবে ?"

আর তখনই আমি অনুভব করলাম সেই একঘেয়ে, শিসের মত ভারি, মন-ভাঙানো বোধ, যার নাম কর্তব্যবোধ। কেন সেই বোধ ভারি বোঝার মত একজনের উপর পড়বে ? আমি জানতাম যে সেদিন আমার রক্তজল-করা টাকার একটা মোটা অংশই খরচ করতে হবে এই আডা লোয়ারির সাহায্যের জন্য। সেটাই আমার নিয়তি। রাগে গর গর করতে করতে আমি কোট ও টুপি পরে নিলাম।

আমাকে খুশি করার ব্যর্থ চেষ্টায় ট্রিপ অনুগত ভৃত্যের মত আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ম্যাক্‌গিনিস বুড়ির মানুষ বন্ধকের দোকানে। ভাড়াটা আমিই দিলাম।

ট্রিপ লাল ইটের বোর্ডিং বাড়ির বেলটা বাজাল। সেই শব্দেই তার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। বাড়িওলিদের পায়ের শব্দ শুনেই সে যে রকম ভূত-দেখার মত কুঁকড়ে গেল তা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম কী জীবন সে যাপন করছে।

"আমাকে একটা ডলার দাও—শিগ্‌গির!" সে বলল।

দরজাটা ছয় ইঞ্চি ফাঁক হল। সেখানে এসে দাঁড়াল সাদা চোখ ও হলুদ মুখের ম্যাক্‌গিনিস বুড়ি। একটা কথাও না বলে ট্রিপ দরজার ফাঁক দিয়ে ডলারটা ছুড়ে দিল, আর তাতেই কেনা হল আমাদের প্রবেশের অধিকার।

"সে বৈঠকখানাতেই আছে," বলেই ম্যাক্‌গিনিস মুখটা ফেরাল।

আবছা আলোয় বৈঠকখানার ভাঙা শ্বেত পাথরের টেবিলের পাশে বসে একটি মেয়ে বেশ আরাম করে কাঁদছে আর লজেঞ্চুস খাচ্ছে। মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী। কান্নার জন্য তার উজ্জ্বল চোখ দুটি উজ্জ্বলতর হয়েছে। ইভ-এর বয়স যখন ছিল পাঁচ মিনিট তখন সে নিশ্চয়ই ছিল উনিশ-কুড়ি বছরের মিস্ আডা লোয়ারির পূর্বাভাষ।

টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে তার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ট্রিপ বলতে লাগল, "মিস্ লোয়ারি আমার বন্ধু (আমি শিউরে উঠলাম) মিঃ চামার্স তোমাকে সেই কথাগুলিই বলবে যা আমি তোমাকে বলেছি। সে একজন প্রতিবেদক, আর আমার চাইতে অনেক ভালভাবেই কথাগুলি বলতে পারবে। সেই জন্য আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে অনেক বিষয়ে জ্ঞানী; এখন তোমার কি করা উচিত সেটা সেই বলে দেবে।"

নড়বড়ে চেয়ারটায় বসে মনে হল আমি বুঝি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি।

ট্রিপ-এর অদ্ভুত ভূমিকা শুনে মনে মনে খুব রেগে আমি বললাম, "দেখ মিস্ লোয়ারি—মানে—অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, তবে—কিনা—ব্যাপারটা তো আমাকে ঠিক ভালভাবে বলা হয় নি, তাই—আমি—"

মুহূর্তের জন্য খুশি হয়ে মিস্ লোয়ারি বলল, "ওঃ, মানে—সে রকম কিছু ব্যাপার নয়। আমার পাঁচ বছর বয়সে একবার নিউ ইয়র্ক এসেছিলাম, তারপর এই প্রথমবার এসেছি। কাজেই এ শহরটা যে এত বড় সে ধারণাই আমার ছিল না। পথেই মিঃ—মিঃ ট্রিপ-এর সঙ্গে দেখা হতেই তার কাছে আমার এক বন্ধুর খোঁজ করি, আর তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন।"

ট্রিপ বলল, "শোন মিস্ লোয়ারি, আমি বলি কি তুমি সব কথা মিঃ চামার্সকে খুলে বল। সে আমার বন্ধুলোক; সে তোমাকে ঠিক-ঠিক পথটা বাতলে দেবে।"

চিউইং-গাম চিবুতে চিবুতে মিস্ আডা বলল, "তা তো বটেই। তবে বলবার মত তো কিছু নেই; শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হিরাম ডড-এর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারটা স্থির হয়েই আছে। সমুদ্রের ধারে হি-র দু' শ' একর জমি আছে, আর আছে একটা খামার। আজ সকালেই আমি 'ড্যান্সার' নামের সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্টেশন পর্যন্ত আসি। বাড়িতে বলে এসেছিলাম, সুসি অ্যাডাম্‌স্-এর সঙ্গেই দিনটা কাটাব। সেটা একটা বানানো গল্প, কিন্তু আমি

ও সবের পরোয়া করি না। তারপর ট্রেনে চেপে নিউ ইয়র্ক পৌঁছে গেলাম; পথে মিঃ ট্রিপ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আর তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি জানেন কোথায়—"

তাকে বাধা দিয়ে ট্রিপ উঁচু গলায় বলে উঠল, "আচ্ছা মিস্ লোয়ারি, এই হিরাম ডড যুবকটিকে তোমার খুব পছন্দ, তাই না? সে মানুষও ভাল, তাই না?"

মিস্ লোয়ারি বেশ জোর দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই আমি তাকে পছন্দ করি। হি—খুব ভাল মানুষ। আমাকেও সে ভালবাসে। সে তো সকলেই বাসে।"

এ কথাটা তো আমিও শপথ করে বলতে পারতাম। মিস্ আডা লোয়ারির জীবন ভরেই সকলে তাকে ভালবাসবে। তারজন্য সব কিছু করবে।

মিস্ লোয়ারি বলল, "কিন্তু কাল রাতে জি—জর্জের কথা আমার মনে এল, আর আমিও—"

তার সোনালী মাথাটা সপাটে নেমে এল টেবিলের উপর রাখা তার দুটো হাতের মধ্যে। কী আজব এপ্রিলের ঝড়! সে ফুঁপিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। ইচ্ছা হল তাকে একটা সান্ত্বনা দেই। কিন্তু আমি তো জর্জ নই। আবার আমি যে হিরাম নই সে-কথাটা ভেবে ভালই লাগল—তথাপি আমি দুঃখিতও হলাম।

এক সময়ে বর্ষণ থামল। সে সোজা হয়ে উঠে বসল। মুখে আধো-আধো হাসি দেখা দিল। কান্নার ফলে তার চোখ দুটি আরও উজ্জ্বল ও কোমল হয়ে উঠেছে। বউ হিসাবে তাকে চমৎকার মানাবে। আর একটা চিউইং-গাম মুখে পুরে সে তার গল্প শুরু করল।

"আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছি; কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। জর্জ ব্রাউন ও আমি সখা-সখী হয়েছিলাম যখন তার বয়স ছিল আট আর আমার বয়স পাঁচ। যখন তার বয়স উনিশ হল—সেটা চার বছর আগের কথা—তখন সে গ্রীণবার্গ ছেড়ে শহরে চলে গেল। বলে গেল, সে পুলিশ হবে, নয় তো রেলপথের প্রেসিডেণ্ট অথবা ঐ রকম একটা কিছু হবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু সেই থেকে তার কোন খবর আমি পাই নি। আমি—আমি তাকে ভালবাসতাম।"

মনে হল আর একটি অশ্রুর বন্যা বইবে, কিন্তু ট্রিপ সেদিকে না তাকিয়েই বলে উঠল, "চালিয়ে যাও মিঃ চামার্স। মহিলাকে বলে দাও সে কোন্ পথে যাবে। আমিও ওকে এই কথাটা বলেছি, তুমিও সোজা বলে দাও।"

আমি একটু কাশলাম, ট্রিপের প্রতি রাগটা কমাতে চেষ্টা করলাম। আমার কি করা উচিত সেটাও বুঝতে পারলাম। ট্রিপ গোড়াতেই আমাকে যেটা বলেছিল সেটাই ন্যায্য এবং সঠিক। যুবতীটিকে সেই দিনই গ্রীণবার্গে ফেরৎ পাঠাতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে, আদেশ করতে হবে, টিকিট কেটে দিতে হবে এবং অবিলম্বে ফেরৎ পাঠাতে হবে। হিরামকে আমি ঘৃণা করি; জর্জকে অবজ্ঞা করি; কিন্তু যা কর্তব্য সেটা তো করতেই হবে। কাজেই আমি এমন একটা ভাব দেখালাম যার মধ্যে মিশে গেছে সলোমন-এর এবং লং দ্বীপের যাত্রী-প্রতিনিধির ভাব-ভঙ্গি।

যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী করে আমি বলতে লাগলাম, "মিস্ লোয়ারি, যতই বলুন, জীবন একটা বিচিত্র জিনিস। যাদের আমরা প্রথম ভালবাসি, কদাচিৎ তাদের বিয়ে

করি। যৌবনের আলোয় রঞ্জিত প্রথম প্রেম প্রায়ই বাস্তবে রূপায়িত হয় না। কিন্তু জীবন তো বাস্তব ও স্বপ্ন দিয়েই গড়া। স্মৃতি নিয়ে তো কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। আচ্ছা মিস্ লোয়ারি, আমি আপনাকে কি প্রশ্ন করতে পারি, আপনি কি মনে করেন যে মিঃ—কি যেন—ডড-এর সঙ্গে একটি সুখী—অর্থাৎ পরিতুষ্ট ও মিলিত জীবন কাটাতে পারতেন?"

মিস্ লোয়ারি জবাব দিল, "ওঃ, হি বড় ভাল। হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমি ভাল ভাবেই চলতে পারতাম। সে কথা দিয়েছিল আমাকে একটা মোটর গাড়ি ও একটা মোটর-বোট দেবে। কিন্তু যেমন করেই হোক, তাকে বিয়ে করার দিনটা যখন খুবই কাছে এসে গেল তখন আমি একটা ইচ্ছার কথা প্রকাশ না করে পারি নি—মানে, জর্জের কথা ভেবেই। নিশ্চয় তার একটা কিছু হয়েছিল, না হলে সে চিঠি লিখত। যেদিন সে চলে গেল সেদিন আমরা দু'জনে একটা হাতুড়ি ও একটা বাটালি জোগাড় করলাম এবং একটা ডাইমকে দু'টুকরো করে কেটে ফেললাম। একটা টুকরো আমি নিলাম, অপরটা নিল সে; আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব এবং পুনরায় দু'জনের দেখা না হওয়া পর্যন্ত টুকরো দুটোকে নিজেদের কাছে রেখে দেব। আমার টুকরোটা এখনও বাড়িতে রাখা আছে আমার পোশাকের আলমারির উপরের টানায় একটা আংটির বাক্সের মধ্যে। এখন ভাবছি, তার খোঁজে এখানে এসে আমি বোকার মত কাজ করেছি। আমি বুঝতেই পারি নি যে এ জায়গাটা এত বড়।"

আর তখনই ঈষৎ কর্কশ একটা হাসি হেসে ট্রিপ আমাদের আলোচনায় যোগ দিয়ে একটা ছোট গল্প বা নাটকের সূচনা করতে সচেষ্ট হল যাতে তার বাঞ্ছিত একটি ডলার সে উপার্জন করতে পারে।

"আহা, গ্রাম-দেশের ছেলেরা যখন শহরে এসে অনেক কিছু শিখে ফেলে তখন তারা অনেক কিছু ভুলেও যায়। আমি তো মনে করি জর্জ হয় তো গোল্লায় গেছে, অথবা অন্য কোন মেয়ের পাল্লায় পড়েছে, অথবা হুইস্কি ও ঘোড় দৌড়ের টানে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তুমি মিঃ চামার্স-এর কথাই শোন, বাড়ি ফিরে যাও; তাহলে তুমি ভাল করবে।"

কিন্তু এবার যা হোক কিছু একটা করতেই হবে, কারণ ঘড়ির কাঁটা দুপুরের কাছাকাছি এসে গেছে। ট্রিপ-এর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আমি দার্শনিকের মত ধীরে ধীরে মিস্ লোয়ারিকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে তার পক্ষে এখনই বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই সব চাইতে ভাল।

মেয়েটি বলল, রেলপথের স্টেশনের কাছে একটা গাছের সঙ্গে সে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এসেছে। ট্রিপ ও আমি তাকে নির্দেশ দিলাম, ঘোড়াটা এসে পৌঁছনো মাত্রই সে যেন তার পিঠে চড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে ফিরে যায়।

আর তারপরে, রূপের সুতীক্ষ্ণ শায়কে বিদ্ধ হয়ে আমিও সেই অভিযানের সঙ্গী হলাম। আমরা তিনজন অতিদ্রুত পার ঘাটে পৌঁছে গেলাম; সেখানে জানলাম, গ্রীণবার্গের একটা টিকিটের দাম এক ডলার আশি সেন্ট। একটা টিকিট কাটলাম, আর বিশ সেন্ট দিয়ে মিস্ লোয়ারির জন্য কিনলাম একটা লাল গোলাপ। তাকে

খেয়া-নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, মেয়েটি হাতের রুমালটাকে আমাদের দিকেই দোলাচ্ছে। ধীরে ধীরে রুমালটা একটা সাদা বিন্দু হয়ে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। ট্রিপ ও আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম; ফিরে এলাম মাটির পৃথিবীতে; জীবনের কঠিন, কঠোর বাস্তবের ছায়ায় বিশুষ্ক ও নিঃসঙ্গ হয়ে।

রূপ ও রোমাঞ্চের প্রভাব কেটে যেতে লাগল। ট্রিপ-এর দিকে তাকিয়ে নাক সিটকাতে শুরু করলাম। তাকে আগের চাইতে আরও বেশি যন্ত্রণাদীর্ণ, ঘৃণ্য, কুখ্যাত বলে মনে হতে লাগল। আমার পকেটের বাকি দুটি ডলার নাড়তে নাড়তে ঘৃণায় আধ-বোজা চোখে তার দিকে তাকালাম। সেও নকল প্রতিরোধের আশ্রয় নিল।

ফ্যাসফেঁসে গলায় প্রশ্ন করল, "এর ভিতর থেকে একটা গল্প বের করে নিতে পারবে না? যে কোন রকমের একটা গল্প?"

আমি বললাম, "একটা লাইনও নয়। কিন্তু একটি মহিলাকে আমরা বিপদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করেছি আর সেটাই হবে আমাদের একমাত্র পুরস্কার।"

ট্রিপ ফিস্ ফিস্ করে বলল, "তোমার টাকাটা খরচ হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত। আমি এটাকে একটা বড় মাপের গল্প বলে ভেবেছিলাম—অর্থাৎ এমন একটা কিছু যা নিয়ে বেশ জমিয়ে লেখা যায়।"

খুশির ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে আমি বললাম, "এস, আমরা এ সব কথা ভুলে যাই। শহরে যাবার পরের গাড়িটা ধরি।"

ট্রিপ দুর্বল হাতে তার পুরনো কোটের বোতাম খুলে পকেট থেকে একটা অতি জীর্ণ রুমাল বের করল। সেই কাজটি করার সময় আমার চোখে পড়ে গেল তার ভেস্ট-এ ঝোলানো একটা সস্তা রূপোর পাতে মোড়া ঘড়ির চেন; আর সেই চেন থেকে ঝুলে-থাকা একটা জিনিস যা দেখে আপনা থেকেই আমার হাতটা বাড়িয়ে সেটাকে চেপে ধরলাম। জিনিসটা একটা রূপোর ডাইমের বাটালি দিয়ে কাটা দুই খণ্ডের একটা অর্ধাংশ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "সে কি?"

সে সাড়া দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তাই; আমিই জর্জ ব্রাউন, ওরফে ট্রিপ। এটা দিয়ে আর কি হবে?"

সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি পকেট থেকে একটা ডলার বের করে অসংকোচে ট্রিপ-এর হাতে তুলেই দিয়ে থাকি তাহলে আমার সে কাজটাকে সমর্থন করবে না এমন মানুষ কেউ কোথাও আছে কি না সেটা আমার জানতে ইচ্ছা করে।

# উচ্চতর কার্যকারিতাবাদ

## The Higher Pragmation

জ্ঞান অর্জনের জন্য কার কাছে যাব—এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীনরা বাতিল হয়ে গেছে; প্লেটো হয়েছে রান্নার পাত্র; এরিস্টটল স্খলিতপদ; মার্কাস অরেলিয়াস-এর মাথা ঘুরছে; ঈশপের সর্বস্বত্ব এখন ভারতীয়দের হাতে; সলোমনও বড় বেশি গম্ভীর; খুটুনি যন্ত্র দিয়ে খুটলেও এপিটেটাস-এর কাছ থেকে কিছুই পাবে না।

যে পিপীলিকাকে বহু বছর ধরে স্কুল পাঠ্য বইতে বুদ্ধি ও পরিশ্রমের আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হত, এখন দেখা যাচ্ছে তারা একেবারেই নির্বোধ—অকারণেই সময় ও পরিশ্রম নষ্ট করে। আজ পেঁচাও অবজ্ঞার পাত্র। পাকা দাড়িওয়ালারা চুল গজানোর ওষুধের ঢালাও প্রশংসাপত্র দিচ্ছে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত দিনপঞ্জীতে টাইপের ভুল বের হচ্ছে। কলেজের অধ্যাপকরা হয়েছে—

কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কথা থাক।

ক্লাসে বসে, শব্দ কোষে মাথা গুঁজে, অথবা অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা জ্ঞানী হতে পারব না। কবি বলেছেন, "জ্ঞান আসে, কিন্তু বিজ্ঞতা থেকে যায়। বিজ্ঞতা হচ্ছে শিশির যা আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের ভিজিয়ে রাখে, তাজা করে, আমাদের বড় করে তোলে। জ্ঞান এমন একটা প্রচণ্ড জলধারা যা হোসপাইপের ভিতর দিয়ে আমাদের উপর ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের শিকড়কে নাড়া দেয়।

তাহলে আমরা বরং বিজ্ঞতাই সঞ্চয় করি। কিন্তু সেটা করতে হলেই তো আমাদের জ্ঞানের দরকার। একটা জিনিস জানা হলে তবেই তো আমরা সেটাকে জানি; কিন্তু প্রায়ই আমরা বিজ্ঞ হয়েছি জানলেই বিজ্ঞ হই না, আর—

কিন্তু আগে আমরা গল্পটা বলে নি।

কোন এক সময় শহরের একটা ছোট পার্কের বেঞ্চির পর একখানা দশ সেন্ট দামের পত্রিকাকে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। অন্তত আমি যখন তার পাশেই বেঞ্চিটাতে বসলাম তখন আমার কাছে সেই দামটাই চেয়েছিল। পত্রিকাটা ছিল নোংরা ও ছেঁড়া; তাতে যে একত্রে বাঁধা ছিল কয়েকটা অদ্ভুত গল্প সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। দেখা গেল সেটা ছিল সংবাদপত্র থেকে কেটে জুড়ে দেওয়া সংবাদ ও ছবির একটা সংকলন।

তাকে পরীক্ষা করতে আমি বললাম, "আমি একজন খবরের কাগজের প্রতিবেদক। যে সব হতভাগ্যরা এই পার্কে সন্ধ্যাগুলো কাটায় তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন লিখতেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি কি জানতে পারি কেমন করে তোমার এই পতন ঘটেছে—"

আমার ক্রীত বস্তুটি এমনভাবে হেসে উঠল যে আমার নিশ্চিত ধারণা হল, দীর্ঘকালের মধ্যে তার কাছে এই প্রথম এ ধরনের কোন প্রশ্ন করা হল।

সে বলে উঠল, "আরে না না, তুমি কোন প্রতিবেদক নও। প্রতিবেদকরা এ ভাবে কথা বলে না। সে আমাদেরই একজন হবার ভান করে। আমি কিন্তু প্রতিবেদক দেখলেই চিনতে পারি। আমাদের মত পার্কের মস্তানরা মনুষ্য প্রকৃতিটা ভালই বোঝে। আমরা সারা দিন এখানে বসে কত মানুষকে যাতায়াত করতে দেখি। যারা আমার বেঞ্চিটার পাশ দিয়ে বিস্ময়করভাবে হেঁটে যায় তারা কোন্ জাতের মাল তাও আমি বলে দিতে পারি।"

আমি বললাম, "বেশ তো, বল তো আমাকে তুমি কোন্ জাতের মাল বলে মনে কর।"

বেশ কিছুটা ইতস্তত করে মানব প্রকৃতির ছাত্রটি বলল, "আমি তো বলতে চাই তুমি দিন-মজুরির চুক্তিতে কাজ কর—অথবা কোন দোকানে কাজ কর—অথবা একজন সাইন বোর্ড-চিত্রকরের কাজ। হাতের চুরুটটা শেষ করার জন্যই তুমি এই পার্কে একটু থেমেছিলে। যাই হোক, দেখতেই তো পাচ্ছ, অন্ধকার হয়ে আসছে। তোমার বউ কিন্তু বাড়িতে তোমাকে ধূমপান করতে দেবে না।"

আমি গম্ভীরভাবে ভুরু দুটো কুঁচকালাম।

মানব-চরিত্রের পাঠকটি বলেই চলল, "পুনরায় বিচার-বিবেচনা করে আমি বলতে চাই, তোমার কোন বউ নেই।"

অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "না, না, না, বউ নেই। কিন্তু কামদেবের ধনুকের টানে বৌ আসবে। অর্থাৎ যদি—"

ধূলিধূসরিত ভবঘুরে লোকটি বলে উঠল, "আরে, এ তো দেখছি তোমার নিজেরই একটা গল্প আছে। তোমার ডাইমটা ফিরিয়ে নিয়ে তার বদলে তোমার গল্পটাই না হয় শোনাও। যে হতভাগ্যরা পার্কেই সন্ধ্যাগুলো কাটায় তাদের উত্থান-পতন জানতে আমি নিজেই আগ্রহী।"

যে কারণেই হোক, কথাগুলো আমার ভাল লাগল। অধিকতর আগ্রহ নিয়ে সংসার পরিত্যক্ত নোংরা বস্তুটির দিকে তাকালাম। আমারও তো একটা গল্প আছে। ওকে সেটা বলতে বাধা কি? আমার কিছু বন্ধুকে তো বলেছি। আমি চিরদিনই মুখচোরা মানুষ। এই অপরিচিত ভবঘুরেকে নিজের গোপন কথাটা জানাবার বাসনা হওয়ায় আমি নিজেই অবাক বিস্ময়ে মৃদু হাসলাম।

আমি বললাম, "জ্যাক।"

সে বলল, "ম্যাক।"

আমি বললাম, "ম্যাক, আমি তোমাকে গল্পটা বলব।"

সে বলল, "ডাইমটা কি তুমি আগাম ফেরত চাও?" আমি তাকে একটা ডলার দিলাম।

বললাম, "ডাইমটা ছিল তোমার গল্পটা শোনার দাম।"

সে বলল, "একেবারে মুখের মত জবাব। বলে যাও।"

যে জগতের প্রেমিকরা তাদের দুঃখের কথা কেবল রাতের বাতাস আর ন্যুব্জদেহ চাঁদকেই জানায় তারা হয় তো বিশ্বাসই করবে না যে আমার গোপন কথাকে আমি তুলে ধরলাম একটা ধ্বংসস্তূপের কাছে।

মিলড্রেড টেলফেয়ারকে ভালবেসে আমার যে সব দিন, সপ্তাহ ও মাস কেটে গিয়েছিল তার সব বিবরণই তাকে শোনালাম। আমার হতাশা, আমার দুঃখের দিন ও নিদ্রাহীন রাত, আমার ব্যর্থ আশা ও মানসিক যন্ত্রণা—সব তাকে বললাম। এমনকি এই নিশাচরের কাছেই ছবির মত তুলে ধরলাম আমার প্রেমিকার রূপ ও মর্যাদা, সমাজে তার প্রতিপত্তি, আর যে প্রাচীন বংশটির গর্ব ছিল শহরের কোটিপতিদের ডলারের চাইতে অনেক বেশি সম্পদের, তাদের বড় মেয়ে হবার সুবাদে তার জীবনের সুখ ও প্রাচুর্যের সব বিবরণ।

পৃথিবীর কঠিন মাটিতে আমাকে টেনে নামিয়ে ম্যাক প্রশ্ন করল, "সেই মহিলাটিকে তুমি পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছ না কেন?"

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমার সামর্থ্য এতই অল্প, আমার উপার্জন এতই ক্ষীণ, আর আমার ভয়টা এতই বেশি যে আমার প্রেম-পূজার ব্যাপারটা তাকে বলার মত সাহসই আমার হয় নি। তাকে আরও বললাম যে সে সমুখে এলেই আমার মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে যেত আর কেবলই তো-তো করতাম; আর সে আমাকে দেখে একটা আশ্চর্য পাগল-করা হাসি হাসত।

ম্যাক প্রশ্ন করল, "সে কি একেবারে পেশাদার শ্রেণীর মেয়ে?"

"টেলফেয়ার পরিবার—" আমি গর্বের সঙ্গে বলতে শুরু করলাম।

আমার শ্রোতাটি বাধা দিয়ে বলল, "আমি পেশাদার রূপসীর কথা বলছি।"

আমি সাবধানে জবাব দিলাম, "সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

"তার কোন বোন আছে?"

"একটি।"

"আর কোন মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

আমি জবাব দিলাম, "তা বেশ কয়েকজন আছে।"

ম্যাক বলল, "তাই বল। তোমার কথা শুনে আমার নিজের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। সবই তোমাকে বলব।"

আমি খুব ক্ষুব্ধ হলাম, কিন্তু সেটা চেপে গেলাম। এই হা-ভাতের অথবা অন্য কারও ব্যাপারের সঙ্গে আমার ব্যাপারের তুলনা? তাছাড়া, আমি তাকে আগেই এক ডলার ও দশ সেন্ট দিয়েছি।

আমার সঙ্গীটি তার বাইসেপ ফুলিয়ে বলে উঠল, "আমার মাংসপেশীটা হাত দিয়ে ধর।" আমি যান্ত্রিকভাবে তাই করলাম। ব্যায়ামাগারের লোকগুলো সব সময়ই এই কাজটা করতে বলে। তার বাহুটা ঢালাই লোহার মত শক্ত।

ম্যাক বলল, "চার বছর আগে পেশাদারী রিং-এর বাইরে নিউ ইয়র্ক-এর যে কোন মুষ্টিযোদ্ধাকে আমি কাত করে ফেলতে পারতাম। তোমার কেস ও আমার কেস একই পর্যায়ের। আমি পশ্চিম অঞ্চলের লোক। তবে দরজার নম্বরটা তোমাকে দেব না। আমার হাতে খড়ি হয়েছিল দশ বছর বয়সে। যখন আমার বয়স ছিল কুড়ি তখন শহরের কোন সৌখীন মুষ্টিযোদ্ধা আমার সঙ্গে চার রাউণ্ড লড়তে পারত না। জীবনে আমি অপেশাদারভাবে অনেক লড়েছি, কিন্তু একবারও হারি নি।

"কিন্তু প্রথম যেদিন এক পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়তে গিয়ে রিং-এর ভিতর

পা রাখলাম, সেই দিনই হয়ে গেলাম একটা টিনে ভর্তি গলদা চিংড়ি। সেটা কি করে হয়ে গেল—আমি জানি না। আমার ধারণা, আমি বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ ছিলাম। আনুষ্ঠানিক পর্ব এবং সমাগত লোকজন দেখেই আমার স্নায়ু কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ত। রিং-এ দাঁড়িয়ে আমি কখনও কোন লড়াই জিতি নি। লাইট-ওয়েট এবং সব রকম বাজে লোক আমার ম্যানেজারের সঙ্গে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করে, তারপর লুটিয়ে পড়ি। যখনই আমার চোখের সামনে দেখি জনতার ভিড় ও সান্ধ্য পোশাক পরা অনেক ভদ্রজনকে, আর দেখি একটি পেশাদার যোদ্ধা দড়ির ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই আমি একটা পাকাল মাছের মত দুর্বল হয়ে যাই।

"অচিরেই দেখা গেল আমি মুষ্টিযুদ্ধের রিং-এর বাইরে ছিটকে গেছি। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি—রিং-এর ভিতরে বা বাইরে আমি অন্য অনেকেরই সমকক্ষ যোদ্ধা ছিলাম। তবে পেশাদার কারও সামনে দাঁড়ালেই আমি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যেতাম, আর সেই অনুভূতিই আমার কাল হল।

"তারপর সেই কাজটা থেকে ছিটকে যাওয়ার পর থেকেই একটা বাতিক আমাকে পেয়ে বসল। শহরময় ঘুরে ঘুরে সাধারণ নাগরিকদের এবং অপেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের যখন-তখন দুই ঘা মারতে শুরু করে দিলাম। অন্ধকার রাস্তায় কোন পুলিশকে পেলেই দু'ঘা টিসুম্-ঢুসুম্ লাগিয়ে দিতাম। যে কোন ছুতোয় একটা গোলমাল বাধিয়ে যখন-তখন গাড়ির কণ্ডাক্টর, মোটর চালক ও মালগাড়ির চালকদের দু'ঘা বসিয়ে দিতাম। তারা কত বড় জোয়ান, অথবা মুষ্টিযুদ্ধের কলা-কৌশল কতটা জানে তার তোয়াক্কা না করেই তাদের হারিয়ে দিতাম। রিংয়ের বাইরে সেরা সেরা মানুষগুলোকে তুলো-ধোনা করার যে আত্মবিশ্বাস আমার মনের মধ্যে জেগে উঠত, রিংয়ের ভিতরেও যদি সেই আত্মবিশ্বাসটা আমি পেতাম তাহলে আজ আমার গলায় ঝুলত কালো মুক্তো আর পায়ে থাকত রক্তলাল রেশমি মোজা।

"একদা সন্ধ্যায় বাওয়ারি-র কাছে আপন মনে কি যেন ভাবতে ভাবতে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সামনে এসে হাজির হল বস্তীবাড়ির একদল লোক। দলে প্রায় ছয় সাতজন ছিল; সকলেরই পরনে লেজ-ঝোলা কোট আর ম্যাটমেটে রেশমি টুপি। তাদেরই একজন আমাকে ঠেলা দিয়ে রাস্তার একদিকে সরিয়ে দিল। তিন দিন কিছু পেটে পড়ে নি। 'খুব মজা না!' বলেই কানের উপর বসিয়ে দিলাম একখানা রদ্দা। সে ব্যাটাও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। হল খানিকটা ফাটাফাটি, যে রকমটা সিনেমায় দেখা যায়। ব্যাপারটা একটা গলিতে হচ্ছিল বলে কাছাকাছি কোন পুলিশও ছিল না। ছেলেটা লড়াইয়ের ফাঁক-ফোকড় বেশ ভালই জানত, কিন্তু তাকে চিৎ করে ফেলতে আমার ছ' মিনিটও লাগল না।

"লেজ-ঝোলাদের কয়েকজন তাকে কয়েক পা দূরে টেনে নিয়ে বাতাস করতে লাগল। অপর একজন তেড়ে এসে বলল, 'তুমি কি করেছ তা জান?'

"মেরেছি, এই তো?' আমি বললাম। 'পাঞ্চিং-ব্যাগের একটু ভেল্কি দেখালাম, এই আর কি।'

"সে বলল, 'দেখ ভাই, তুমি কে আমি জানি না, কিন্তু জানতে ইচ্ছা করছে। যাকে তুমি মাটিতে গড়ালে সে বিশ্বের মিডল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন—রেড্ডি বার্ণস্।

জিম জেফ্রিস-এর সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলতে গতকালই নিউ ইয়র্ক এসেছে। তুমি যদি—"

"কিন্তু আমার মূর্ছা কেটে গেলে দেখলাম যে এমোনিয়ার গন্ধে জড়-সড় হয়ে আমি একটা ওষুধের দোকানের মেঝেতে শুয়ে আছি। আমি যদি জানতাম যে সেই লোকটি রেড্‌ডি বার্ণস্ তাহলে তো আমি রাস্তা থেকে নালায় নেমে হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়তাম, তার সঙ্গে টুঁ মারতে যেতামই না।"

উপসংহারে ম্যাক বলল, "এ সবই অতি-কল্পনার কারসাজি। তাই তো বলছিলাম, তোমার ও আমার একই কেস। তুমি কখনও জিততে পারবে না। পেশাদারদের সঙ্গে তুমি কখনও এঁটে উঠতে পারবে না। আমি তোমাকে বলছি, তোমার স্থান পার্কের এই বেঞ্চিটাতেই।"

অশুভবাদী ম্যাক কর্কশ গলায় হাসতে লাগল।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "আমি কিন্তু কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না। বড় মাপের রিংয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য।"

সে তবু জোর দিয়ে বলল, "যতই যা বল, তুমিও আমার মতই হারবে।"

আমি বললাম, "তুমি কেন ভাবছ যে আমি হারব?"

সে বলল, "কারণ তুমি রিং-এ যেতেই ভয় পাও। কোন পেশাদারের সামনে দাঁড়াবার সাহসই তোমার নেই। তোমার আর আমার ঠিক একই কেস।"

ঘড়ির দিকে ভাল করে তাকিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "এবার আমাকে যেতে হবে।"

আমি দশ ফুট দূরে যাবার পরে বেঞ্চির লোকটা আমাকে ডাকল।

বলল, "ডলারটার জন্য খুবই বাধিত হলাম। আর ডাইমের জন্যও। কিন্তু তুমি কোন দিন জয়ী হবে না। তুমি যে সৌখীন দলের মানুষ।"

আমি নিজেকেই বললাম, "যেমন একটা ভবঘুরের সঙ্গে গলাগলি করতে গিয়েছিলে, তেমনই তার ফল পেলে! অপরিণামদর্শীতা।"

হাঁটতে হাঁটতেই তার কথাগুলো বারবার আমার মাথার মধ্যে বাজতে লাগল। মনে হল লোকটার উপর আমার রাগও হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আমি গলা ছেড়ে বলে উঠলাম, "আমি তাকে দেখিয়ে দেব! দেখিয়ে দেব যে রেড্‌ডি বার্ণস্-এর সঙ্গেও আমি লড়াই করতে পারি—এমন কি তার পরিচয় জানার পরেও।"

দ্রুত পা চালিয়ে আমি টেলিফোন-বুথে গেলাম এবং টেল্‌ফেয়ার ভবনে ফোন করলাম।

একটা নরম, মিষ্টি গলায় জবাব এল। গলার স্বরটা কি আমার চেনা নয়? রিসিভার-ধরা হাতটা কাঁপতে লাগল।

গতানুগতিক ভাষায় বললাম, "আরে তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি," জবাব এল টেল্‌ফেয়ার পরিবারসুলভ নিচু, সুস্পষ্ট গলায়। "আপনি কে বলুন তো?"

আমি বললাম, "আমি! এখনই আর এই মুহূর্তে সোজাসুজি কয়েকটা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই।"

কণ্ঠস্বর বলল, "কী আশ্চর্য! আরে, তুমি, মিঃ আর্ডেন!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, সেই রকমই তো আশা করছি। এবার আসল কথায় যাচ্ছি। তুমি তো জান আমি তোমাকে ভালবাসি, আর দীর্ঘ কাল ধরে আমি একটা অর্থহীন বোকামির মধ্যে আছি। এ ব্যাপারে আমি আর বোকা হয়ে থাকতে চাই না। তার মানে, আমি বলতে চাই যে এখনই তোমার কাছ থেকে একটা জবাব আমি চাই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে, কি করবে না? দোহাই তোমার, টেলিফোনটা ধরে থাক। হেলো, হেলো! করবে, কি করবে না?"

থুতনির উপর একটা "আপারকাট" পড়ল। জবাব এল :

"সে কি, ফিল, প্রিয়, অবশ্যই করব! আমি জানতাম না যে তুমি—অর্থাৎ তুমি কখনও বল নি—আহা, দয়া করে বাড়িতে চলে এস—আমি কি করতে চাই সেটা ফোনে বলতে পারি না। তুমি বড় নাছোড়বান্দা। কিন্তু—দয়া করে বাড়িতে চলে এস। আসছ তো?"

টেল্‌ফেয়ার ভবনের ঘণ্টাটা সজোরে বাজালাম। মানুষের মত একজন কেউ দরজায় এসে আমাকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেল।

সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললাম, "প্রত্যেকের কাছ থেকেই প্রত্যেকে কিছু শিখতে পারে। ম্যাক-এর এই দার্শনিক তত্ত্বটা বেশ ভাল। নিজের অভিজ্ঞতার সুযোগটা সে নেয় নি, কিন্তু তার সুফলটা পেলাম আমি। তুমি যদি পেশাদারী দলে ঢুকতে চাও, তাহলে তোমাকে—"

আমার চিন্তা থেমে গেল। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। আমার হাঁটু দুটো কাঁপতে শুরু করল। তখনই বুঝতে পারলাম, একজন পেশাদার যখন রিংয়ের দড়িটা পার হয়ে ভিতরে ঢুকত তখন ম্যাকের অবস্থাটা কি রকম হত। পালিয়ে বাঁচার মত একটা দরজা বা জানালার খোঁজে আমি বোকার মত চারদিকে তাকাতে লাগলাম। অন্য কোন মেয়ের আসার ব্যাপার হলে আমি হয় তো—

কিন্তু ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল, আর মিল্‌ড্রেড-এর ছোট বোন বেস ঘরে ঢুকল। আগে কখনও তাকে এমন পরীর মত সুন্দরী দেখি নি। পায়ে হেঁটে সে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল, আর—আর—

আমি আগে কখনও লক্ষ্য করি নি যে এলিজাবেথ টেল্‌ফেয়ার-এর দুটি চোখ ও চুল এমন আশ্চর্য সুন্দর।

টেল্‌ফেয়ারসুলভ রোমাঞ্চকর মিষ্টি সুরে সে বলল, "ফিল, তুমি আগে কেন এ কথাটা আমাকে বল নি? কয়েক মিনিট আগে আমাকে টেলিফোন করার আগে পর্যন্ত আমি তো ভেবেছি, এতদিন তুমি দিদিকেই চেয়েছ।"

আমার তো মনে হয়, ম্যাক ও আমি চিরকাল হতাশ সৌখীনই থেকে যাব। কিন্তু, আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে রকম ঘুরে গেল তাতে আমি বহুৎ বহুৎ খুশি হয়েছি।

# সর্বাধিক বিক্রিত বই

## Best-Seller

বিগত গ্রীষ্মকালে একদিন আমি পিট্‌স্‌বার্গ গিয়েছিলাম—মানে, একটা কাজে গিয়েছিলাম।

আমার চেয়ার-কারটা যাত্রীতে ভর্তি ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সেই সব আধুনিক ফ্যাশনের বাদামী রংয়ের লেস-বসানো পোশাক ও ফুট্-ফুট্‌কাটা অবগুণ্ঠন পরা মহিলা যারা কিছুতেই জানালা তুলে দিতে চায় না। আর ছিল বেশ কিছু পুরুষ যাত্রী যাদের দেখলেই মনে হবে তারা যে কোন কাজে যে কোন জায়গায় যেতে পারে। যারা মানব চরিত্র পড়তে পারে এমন কোন মানুষকে পুলম্যান-গাড়ির ভিতর একটি লোককে বসে থাকতে দেখেই বলে দিতে পারে সে কোথা থেকে আসছে, কি কাজ করে, পদমর্যাদা কেমন—সব কিছু; কিন্তু আমি সেটা কোন দিন পারি না।

একটি পোর্টার এসে জানালার ঝুল ঝেড়ে সেটা আমার ট্রাউজারের হাঁটুর উপরেই ফেলল। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আমি সেটা ঝেড়ে ফেললাম। সেদিন তাপমাত্রা ছিল অষ্টআশি। আমি আলস্যভাবে ৭ নম্বর চেয়ারে হেলান দিয়ে কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সঙ্গে ৯ নম্বরের পিঠের উপরকার ছোট, কালো, টাকওয়ালা কোম রকমে দৃশ্যমান মাথাটার দিকে তাকালাম।

হঠাৎ ৯ নম্বর একটা বই ছুড়ে দিল তার চেয়ার ও জানালার মাঝখানে মেঝের উপর। তাকিয়ে দেখলাম, বইটি এখনকার সর্বাধিক বিক্রিত "দি রোজ লেডি অ্যাণ্ড ট্রেভেলিয়ান।" তারপরেই সে লোকটি তার চেয়ারটাকে জানালার দিকে ঘোরাতেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমি চিনতে পারলাম পিট্‌স্‌বার্গের জন এ. পেস্কুড বলে—একটা প্লেট-গ্লাস কোম্পানির ভ্রাম্যমান সেল্‌স্‌ম্যান; আমার পূর্বপরিচিত হলেও দু' বছর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

দু' মিনিটের মধ্যেই আমরা মুখোমুখি হলাম, করমর্দন করলাম, এবং বৃষ্টি, উন্নতি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, গন্তব্যস্থান ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনাও শেষ করলাম। তারপরেই হয় তো রাজনীতির কথা উঠত; কিন্তু আমার ভাগ্য ততটা খারাপ ছিল না।

আপনারাও হয় তো জন এ. পেস্কুডকে চেনেন। ছোটখাট মানুষটি, মুখে বিস্তৃত হাসি; একটা চোখ, মনে হবে, আপনার নাকের ডগার লাল বিন্দুটির উপর স্থিরনিবদ্ধ। সব সময় একই রকম নেকটাই পরে না, কাফ-লিংক ও ফিতে-বাঁধা জুতোর পক্ষপাতী। "কাম্ব্রিয়া স্টীল ওয়ার্কস্"-এর তৈরি যে কোন বস্তুর মতই সে কঠিন ও খাঁটি। সে বিশ্বাস করে যে "আমাদের" প্লেট-গ্লাস পৃথিবীর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাল, আর একটা মানুষ যখন নিজের শহরে বাস করে তখন তার উচিত ভদ্র হওয়া ও আইন মেনে চলা।

"চিররাত্রির শহর"-এ যখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তখন জীবন, রোমান্স, সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে তার মতামত আমি কিছুই জানতাম না। যখনই দেখা হয়েছে অন্য নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। এবার সে আরও কিছু কথা জানাল। কথাপ্রসঙ্গে বলল, তার কারবার বেশ ভালই চলছে, আর অচিরেই সে কোকটাউনে চলে যাচ্ছে।

ফেলে-দেওয়া বইটাকে ডান পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে ঠেলে দিতে দিতে পেস্কুড বলল, "বল তো, এই সব বেস্ট-সেলার বইয়ের একখানা কি তুমি কখনও পড়েছ? আমি বলছি সেই সব বইয়ের কথা যার নায়ক হচ্ছে আমেরিকার কোন কুবের—এমন কি শিকাগো থেকেও আসতে পারে—যে নাকি ছদ্মনামে ইওরোপ ভ্রমণরত কোন রাজকন্যার প্রেমে পড়েছে এবং তার সঙ্গেই ফিরে যাচ্ছে তার বাবার রাজ্যে বা প্রধান শহরে। তারা সকলেই এক ছাঁচে গড়া। অনেক সময়ই এই অনুগত নাগর হয় কোন ওয়াশিংটন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা, না হয় নিউ ইয়র্ক, অথবা শিকাগোর জনৈক কোটিপতি গমের দালাল। কিন্তু যেই হোক না কেন, সে সব সময়ই প্রস্তুত থাকে সেই সব বিদেশী রাজা-রাজরাদের দলে গিয়ে ভিড়তে যারা তাদের রাণীদের ও রাজকন্যাদের পাঠায় স্বামীর সন্ধানে।

"তারপর—সে রকম কোন বেস্ট-সেলার যদি তুমি পরে থাক তাহলে তো তুমি ভাল করেই জান কি রকম সব ধুন্ধুমার কাণ্ডকারখানার ভিতর দিয়ে গল্পটা এগিয়ে চলে।"

পেস্কুড তখন বেস্ট-সেলারখানা তুলে নিয়ে খুঁজে খুঁজে একটা পৃষ্ঠা বের করে বলল, "এইখানটা শোন। টিউলিপ বাগানের পিছন দিকে ট্রেভেলিয়ান রাজকন্যা অল্‌উইনার সঙ্গে প্রেমালাপে রত। ব্যাপারটা এই রকম চলছে:

"পৃথিবীর সুন্দরতম ফুলের মধ্যে তুমি প্রিয়তম ও মধুরতম, তাই এমন কথা তুমি বলো না। তোমার দিকে কি আমি হাত বাড়াতে পারি? আমার মাথার উপরকার এক স্বর্গরাজ্যের তারা তুমি; আর আমি তো নেহাতই আমি। তবু আমি তো একটা মানুষ; সাহসে ভর করে কিছু করার মত মন আমার আছে। মুকুটহীন সম্রাট ছাড়া অন্য কোন অভিধা আমার নেই; কিন্তু এখনও আমার হাতে আছে এমন বর্ম ও তলোয়ার যা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে শুট্‌জেন্ ফেস্টেন্টিনকে মুক্ত করা যায়।

"ভাবতে পার শিকাগোর একটি মানুষ তলোয়ার উঁচিয়ে মুক্তির বাণী প্রচার করছে! এটা কি তার মত লোকের কাজ!"

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে তোমাকে আমি বুঝতে পেরেছি জন। তুমি চাও উপন্যাস-লেখকরা তাদের দৃশ্য ও চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলুক। তুরস্কের পাশাদের সঙ্গে ভেরমন্ট-এর চাষী অথবা ইংরেজ ডিউকদের সঙ্গে লং দ্বীপপুঞ্জের খননকারীদের, অথবা ইতালীয় কাউন্টেসদের সঙ্গে মন্টানার গরুর রাখালদের, অথবা সিন্‌সিনাটির চোলাইওয়ালাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজাদের যেন গুলিয়ে না ফেলে।"

"অথবা সাধারণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনেক উঁচু স্তরের সম্ভ্রান্ত মানুষদের," কথাগুলি

যোগ করল পেস্কুড। এটা কোন বিদ্রূপের কথা নয়। আমরা স্বীকার করি আর না করি, মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছেই, আর সকলেই নিজের শ্রেণীর সঙ্গে মিশে থাকতে চায়। সেটা তারা করেও। আমি তো বুঝতেই পারি না মানুষ কাজ করতে বেরিয়ে কেন ওই ধরনের হাজার হাজার বই কেনে। বাস্তব জীবনে তো এমন কোন পাগলকে আমরা চোখেও দেখি না, বা তার কথা কানেও শুনি না।"

আমি বললাম, "দেখ জন, অনেকদিন আমি কোন বেস্ট-সেলার বই পড়ি নি। হয় তো সে সব বই সম্পর্কে আমার ধারণাটাও তোমার মতই। কিন্তু এবার তোমার নিজের কথা বল। সেই কোম্পানিতেই আছ তো?

সঙ্গে সঙ্গে পেস্কুড-এর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "চমৎকার! তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পরে আমার বেতনটা দ্বিগুণ করে নিয়েছি। আর একটা কমিশনও পাই। ঈস্ট-এণ্ড-এ একটুকরো জমিও কিনেছি, আর সেখানে একটা বাড়িও তুলেছি। আসছে বছর কোম্পানি আমাকে কিছু শেয়ারও বিক্রি করবে। কে নির্বাচিত হল না হল তাতে কি যায়-আসে; আমি ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছি উপরতলার দিকে!"

"আচ্ছা জন, জীবন-সঙ্গিনীর দেখা পেয়েছ কি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আরে, সে কথা তোমাকে বলি নি বুঝি?" বেশি করে মুচকি হেসে পেস্কুড বলল।

"ও-হো!" আমি বলে উঠলাম। "তাহলে প্লেট-গ্লাস থেকে কেটে নিয়ে বেশ কিছুটা সময় প্রেমের পায়ে নিবেদন করেছ?"

জন বলল, "আরে, না-না, প্রেম-ট্রেম নয়—সে রকম কিছুই না। তোমাকে খুলেই বলছি।

"প্রায় আঠারো মাস আগে আমি সিন্‌সিনাটির পথে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলাম; সেই সময় গির্জার পাশে পথের উপর চোখ পড়ল একটি সুন্দরী মেয়ের উপর; তেমনটি আমি আগে কখনও দেখি নি। কি জান, আহামরি কিছু নয়, তবে জীবন সঙ্গিনী করার জন্য যেমনটি তুমি চাও ঠিক তেমনটি। দেখ রুমাল, গাড়ি, ডাক-টিকিট, বা দরজার সিঁড়ি—ও সব ছ্যাবলামির মধ্যে আমি কোন দিনই ছিলাম না; আর সেও ও পথের পথিক ছিল না। সে একটা বই পড়ছিল, আর নিজের কাজ করছিল। আমি বাঁকা চোখে বারবার তাকে দেখতে লাগলাম এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। তার সঙ্গে কথা বলার চিন্তা আমার মনেই আসে নি, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য প্লেট-গ্লাসের ব্যবসা আমার মাথায় উঠল।

"সে সিন্‌সিনাটিতে গাড়ি বদল করে লুইসভিল-এর গাড়ি ধরল। সেখান থেকে আর একটা টিকিট কেটে সোল্‌বিভিল, ফ্রাংকফোর্ড ও লেক্সিংটন হয়ে এগিয়ে চলল। বেশ কষ্ট করেই সারা পথ আমি তার সঙ্গে সঙ্গেই গেলাম। ছায়ার মত তার পিছনে লেগে রইলাম। তার দৃষ্টিপথের আড়ালে থাকতেই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাকে কখনও দৃষ্টির আড়াল হতে দিলাম না।

"ভার্জিনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা স্টেশনে পৌঁছে সে ট্রেন থেকে নামল বিকেল

প্রায় ছ'টার সময়। সেখানে চোখে পড়ল গোটা পঞ্চাশ বাড়ি আর শ' চারেক কালো মানুষ। আর দেখলাম লাল মাটি, খচ্চর ও ফুট-ফুট দাগওয়ালা কুকুর।

"পরিষ্কার মুখ ও সাদা চুলের একটি দীর্ঘকায় বৃদ্ধ তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তার পোশাকটা ছিল পুরনো, কিন্তু প্রথমে সেটা আমার নজরে পড়ে নি। বুড়ো লেখকটি মেয়েটির ছোট থলিটা নিজের হাতে তুলে নিল; তারপর কাঠের পাটাতন পার হয়ে একটা পাহাড়ি পথ ধরে উঠে গেল। আমিও কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তাদের পিছু নিলাম।

"পাহাড়ের উপরে একটা ফটক দিয়ে তারা ভিতরে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি উপরের দিকে তাকালাম। সেখানে একটা বিশাল জঙ্গলের মাথায় গোলাকার সাদা স্তম্ভের উপর প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু একটা প্রকাণ্ড বড় বাড়ি দেখতে পেলাম; তার প্রাঙ্গণটা এত বেশি গোলাপের ঝাড় এবং গাছ-গাছালি ও লিলাক ফুলে ঢাকা ছিল যে বাড়িটা যদি ওয়াশিংটন-এর "ক্যাপিটল"-এর মত প্রকাণ্ড না হত তাহলে সে বাড়িটাকে আমি দেখতেই পেতাম না।

"এখানেই তো আমাকে যেতে হবে," আমি নিজের মনেই বললাম। তার আগে এটাও ভাবলাম যে অন্তত মেয়েটিকে তো সাধারণ অবস্থার বলেই মনে হল। এটা তো হয় লাট সাহেবের বাড়ি, না হয় নতুন বিশ্ব মেলার কৃষি-ভবনই হবে। আমি বরং গ্রামে ফিরে গিয়ে পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে অথবা কোন ওষুধের দোকান থেকে পাত্তা করে আসি। আমার নমুনার বাক্সটা নামিয়ে রেখে কিছুটা ভদ্র হতে চেষ্টা করলাম। মালিককে বললাম, আমি প্লেট-গ্লাসের কিছু বরাত নিতে এসেছি।

"মালিকটি বলল, "আমার কোন রকম প্লেটের দরকার নেই, তবে আর একটা কাঁচের গুড়ের পাত্র পেলে ভাল হত।"

"এই ভাবে তার সঙ্গে নানা রকম আলাপ জুড়ে দিলাম।

"সে বলল, 'আরে, আমি তো জানতাম ওই পাহাড়ের উপরে কে বাস করে সেটা সকলেই জানে। তিনিই তো কর্ণেল এলিন, ভার্জিনিয়ার—শুধু ভার্জিনিয়া কেন অন্য সব জায়গার মধ্যে সব চাইতে বড়লোক ও রুচিবান মানুষ। তারাই তো যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম পরিবার। তার মেয়েই তো ট্রেনে চেপে ইলিনয়তে গিয়েছিল তার অসুস্থ মাসিকে দেখতে।'

"আমি হোটেলে নাম লিখিয়ে তৃতীয় দিনে সেই তরুণীকে ধরলাম সামনের উঠোনে পায়চারি করার সময়। একটু থেমে আমি মাথার টুপিটা খুললাম—এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

"বললাম, 'ক্ষমা করবেন, মিঃ হিংকল কোথায় থাকেন বলতে পারেন কি?'

"তরুণী চোখ মিট-মিট করে বলল, 'ও নামের কেউ বার্টন-এ থাকে না; মানে, আমি যতদূর জানি। আপনি যাকে খুঁজছেন সে ভদ্রলোক কি ফর্সা?'

"তার কথায় কেমন যেন একটা ঠাট্টার সুর বাজল। আমি বললাম, 'না গো মেয়ে, পিট্‌স্‌বার্গ থেকে আমি বৃথাই এতদূর আসি নি।'

"সে বলল, 'আপনি দেখছি বাড়ি থেকে বড় বেশি দূর চলে এসেছেন।'

"আমি বললাম, 'আরও হাজার মাইল দূরে হলেও আমি আসতাম।'

"সে বলে উঠল, 'শেল্‌বিভিল থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ল তখন ঘুম না ভাঙলে আপনি তো আসতেই পারতেন না।' তারপরেই সে উঠোনের গোলাপ ফুলের মতই লাল হয়ে উঠল। আমার মনে পড়ে গেল—মেয়েটি কোন্ ট্রেনে চাপে সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি শেল্‌বিভিল স্টেশনের বেঞ্চিতে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, আর কোন রকমে যথাসময়েই জেগে গিয়েছিলাম।

"তখনই যথাযথ সম্ভ্রম ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাকে জানালাম কেন আমি সেখানে এসেছি। সব কিছুই তাকে খুলে বললাম। আর—আমি যে শুধু চাই তার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং তার যাতে আমাকে ভাল লাগে শুধু সেই চেষ্টাই করতে, সে কথাও তাকে বললাম।

"সে একটু হাসল, একটু রক্তিম হল, কিন্তু চোখ নামিয়ে নিল না। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলল, 'আগে কেউ কখনও এ ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে নি মিঃ পেস্কুড। আপনার নামটা যেন কি বললেন—জন?'

"আমি বললাম, 'জন এ.'

"সে হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'আর একটু হলেই তো পৌহাটান জংশনে আপনি ট্রেনটা মিস্ করতেন।'

"আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কেমন করে জানলেন?'

"সে বলল, 'মানুষ বড়ই নোংরা। আমি জানতাম তুমি প্রতিটা ট্রেনেই ছিলে। ভেবেছিলাম তুমি আমার সঙ্গে কথাও বলবে; সেটা কর নি বলে আমি খুশি।'

"তারপর আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছিল; শেষ পর্যন্ত তার মুখে ফুটে উঠেছিল একটা সগর্ব গম্ভীর দৃষ্টি। সে মুখটা ঘুরিয়ে বড় বাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

"বলল, 'এলিন পরিবার এক শ' বছর ধরে ওই "দেবদারু ভবন"-এ বাস করছে। আমাদের পরিবার গর্ব করার মত। প্রাসাদটার দিকে তাকাও। ওতে পঞ্চাশটা ঘর আছে। স্তম্ভ, ফটক, আর বারান্দাগুলো দেখছ। অভ্যর্থনা-ঘর আর নাচ ঘরের সিলিং আটাশ ফুট উঁচু। আমার বাবা একজন নাইটের বংশধর।'

"সে আরও বলল, 'আমার বাবা কোন মতেই একজন ঢাকীকে "দেবদারু ভবন"-এ ঢুকতে দেবেন না। তিনি যদি জানতে পারেন যে আমি বেড়ার উপর দিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলেছি তাহলে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখবেন।'

"আমি বললাম, 'আমাকে কি তুমি বাড়িতে ঢুকতে দেবে? আমি ডাকলে কি তুমি সাড়া দেবে?'

"সে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি বাক্যালাপই করব না, কারণ কেউ তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় নি। এটা ঠিক রীতিসম্মত নয়। অতএব, বিদায় মিঃ—'

"আমি বললাম, 'নামটা বল; সেটা নিশ্চয় ভুলে যাও নি।'

"সে বলল, 'পেস্কুড'।

"আমি যথাসম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় বললাম, 'নামের বাকি অংশটা!'

"সে বলল, 'জন'।

"আমি বললাম, 'জন কি?'

"মাথাটা তুলে সে বলল, 'জন এ.—এবার খুশি তো?'

"আমি বললাম, 'নাইট মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করতে কাল আমি আসছি।'

"সে হেসে বলল, 'তিনি তোমাকে দেখে শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেবেন।'

"সে বলল, 'তাহলে তো কুকুরের দৌড়টাই বেড়ে যাবে। আমি নিজেও যে একজন শিকারী।'

"সে বলল, 'এবার আমাকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে কথা বলাই আমার উচিত হয় নি। বিদায়।'

"আমি বললাম, 'শুভরাত্রি। দয়া করে তোমার নামটা বলবে কি?'

"একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আমার নাম জেসি।'

"আমি বললাম, 'শুভ রাত্রি, মিস্ এলিন।'

"পরদিন সকাল ঠিক এগারোটায় আমি বড় বাড়িটার দরজার ঘণ্টাটা বাজালাম। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পরে একটি বুড়ো নিগ্রো এসে জানতে চাইল আমি কাকে চাই। আমার ব্যবসাগত কার্ডটা দিয়ে বললাম, আমি কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

"ঘরে কিছু পুরনো সেকেলে আসবাবপত্র আর দেয়ালে ফ্রেমে-বাঁধানো পিতৃপুরুষদের ছবি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু কর্ণেল এলিন ঢুকতেই ঘরটা যেন আলো হয়ে গেল। একটা ব্যাণ্ডের বাজনাও বুঝি কানে এল। সবটাই তার স্টাইলের অবদান, যদিও তার গায়ে সেই একই নোংরা পোশাক যেটা পরে তিনি স্টেশনে গিয়েছিলেন।

"তিনি আমাকে বসতে বললেন; আমি তাকে সব কথাই বললাম। বললাম কেমন করে সিন্‌সিনাটি থেকে আমি তার মেয়ের পিছু নিয়েছিলাম, এবং কেন পিছু নিয়েছিলাম। ক্রমে আমার বেতন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা, আমার জীবনযাত্রার ধরণধারণ—সবই তাকে বললাম। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি আমাকে জানালা দিয়েই ছুড়ে ফেলে দেবেন, তবু আমি বলেই গেলাম। অচিরেই একটা সুযোগ পেয়ে তাকে শুনিয়ে দিলাম সেই পশ্চিমের কংগ্রেসী ভদ্রলোকটির পকেট বই ও সদ্য বিধবাকে হারাবার গল্পটা—সে গল্পটা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। বাস, তাতেই তার মুখে হাসি ফুটল। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে এই পিতৃপুরুষদের ছবিগুলো এবং ঘোড়ার লোমের সোফাগুলো অনেক দিন পরে সে হাসির শব্দ শুনতে পেল।

"আমরা দু' ঘণ্টা কথা বললাম। আমি যা কিছু জানতাম সব তাকে বললাম; তারপর তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর তার উত্তরে আমার বাকি কথাগুলোও বলা হয়ে গেল। তার কাছে আমি একটি মাত্র সুযোগ প্রার্থনা করলাম। তাতে যদি ছোট মহিলাটির মন না পাই তাহলে আমিই কেটে পড়ব, আর কোন দিন কর্ণেলকে বিরক্ত করব না। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন:

'আমার যতদূর মনে পড়ে প্রথম চার্লস্-এর কালে জনৈক স্যার কোর্টেনে পেস্কুড বেঁচে ছিলেন।'

"আমি বললাম, 'তা থাকতে পারেন, কিন্তু আমার বংশের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল বলে আমি দাবী করছি না। আমরা চিরকাল পিট্স্‌বার্গ-এর আশেপাশেই বসবাস করি। পুরনো "স্মোকি শহর"-এর যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি আমাদের সব কথা জানতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি কি কখনও সেই তিমি-ধরা জাহাজের ক্যাপ্টেনের গল্পটা শুনেছেন যে তার এক নাবিককে দিয়ে প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করাতে চেষ্টা করেছিল।'

"কর্ণেল বললেন, 'আমার তো মনে হচ্ছে সে রকম সৌভাগ্য কখনও আমার হয় নি।'

"অতএব গল্পটা তাকে বললাম। সে কী হাসি তার! আমিও মনে মনে তাকে একজন খদ্দের ঠাওড়ালাম। তার নামে কাঁচের একটা মোটা বিলই কাটা যাবে! তখনই তিনি বলে উঠলেন, 'দেখুন মিঃ পেস্কুড, হাসির গল্প-গাছাই তো বন্ধুত্বের সূত্রকে দৃঢ়তর করে থাকে। যদি অনুমতি করেন তো আমি একটা শেয়াল-শিকারের গল্প আপনাকে শোনাতে পারি; গল্পটার সঙ্গে আমি নিজেই জড়িত ছিলাম, আর সেটা শুনলে আপনিও বেশ মজা পাবেন।'

"অতএব তিনি গল্পটা বললেন। ঘড়ি ধরে দেখলাম, তাতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগল। আমি কি হেসেছিলাম? সে আর বলতে! আমার মুখের হাসি থামতেই তিনি বুড়ো নিগ্রো চাকর পেতেকে ডাকলেন এবং তাকে হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন আমার চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে আসতে। যে ক'টা দিন শহরে ছিলাম 'দেবদারু ভবন'-ই হল আমার বাসস্থান।

"দুটো সন্ধ্যা পরে বারান্দায় মিস্ জেসিকে একলা পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ মিলল।

"বললাম, 'আজকের সন্ধ্যাটা বড়ই মধুর।'

"সে বলল, 'বাপিও আসছে। এবার তিনি তোমাকে বলবেন বুড়ো নিগ্রো ও কাঁচা তরমুজ-এর গল্পটা। তার গল্পের কি শেষ আছে! আরও একবার তো তুমি প্রায় পড়ে গিয়েছিলে—সেই পুলাস্কি শহরে।'

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মনে আছে। সিঁড়িতে লাফ দিতে গিয়ে পাটা হড়কে গিয়েছিল; আর একটু হলেই পড়ে যেতাম।'

"সে বলল, 'আমি জানি। আর—আর আমি—আমি তো ভয় পেয়েছিলাম জন যে তুমি পড়েই গেলে। সত্যি, আমি সেই ভয়ই পেয়েছিলাম।'

"আর তার পরেই সে একলাফে বড় জানালাটার ভিতর দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।"

"কোকটাউন!" থেমে-আসা গাড়ির ভিতর দিয়ে এগোতে এগোতে পোর্টার ঘুম-ঘুম গলায় হাঁক দিল।

অভিজ্ঞ যাত্রীর মত পেস্কুড ধীরেসুস্থে তার টুপি ও সামান হাতে তুলে নিল।

"জন বলল, 'এক বছর পরেই ওকে আমি বিয়ে করলাম। তোমাকে আগেই বলেছি, ইস্ট এণ্ড-এ আমি একটা বাড়ি করেছি। নাইট মহোদয়—মানে কর্ণেলও এখানেই থাকেন। কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে যখনই আমি বাড়ি ফিরে আসি তখনই

তিনি ফটকে অপেক্ষা করে থাকেন, যদি পথে কোন গল্পের হদিস পেয়ে থাকি তো সেটা শুনবেন বলে।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। কোকটাউনটা নেহাৎই একটা উঁচু-নিচু পাহাড়ি জায়গা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মাত্র গোটা বিশেক কালো কালো কুঁড়ে ঘর। যখন তেরছা হয়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামে, তখন নালাগুলো ফুলে-ফেঁপে কালো মাটি বয়ে নিয়ে রেলপথের উপর জমা করে।

আমি বললাম, "এখানে তো বেশি প্লেট-গ্লাস বিক্রি করতে পারবে না জন্য কেন পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে এসে হাজির হয়েছ?"

পেস্কুড বলল, "সে কি, এই তো সেদিন জেসিকে নিয়ে ফিলাডেলফিয়াতে এক চক্কর বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে সে বলল, সেখানকার একটা জানালায় রাখা টবে পেটুনিয়া ফুলের চারা সে দেখেছে, ঠিক যেমনটি সে লাগাত ভার্জিনিয়ার পুরনো বাড়িতে। তাই ভাবছি রাতটা এখানেই থেকে যাব; দেখি তার জন্য কয়েকটা 'কাটিং' করে দিয়ে যেতে পারি কি না। আমরা এখানেই আছি। শুভরাত্রি হে বুড়ো। ঠিকানাটা তোমাকে দিয়েছি। সময় পেলেই এখানে এসে আমাদের দেখে যেয়ো।"

ট্রেনটা চলতে শুরু করল। বৃষ্টির ঝাপ্টা এসে জানালার উপর পড়ছে দেখে এ মহিলা যাত্রী জানালাটা তুলে দিতে বলল। রহস্যময় লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে এসে পোর্টার আলোগুলো জ্বেলে দিতে লাগল।

নিচে তাকাতেই বেস্টসেলারখানা আমার চোখে পড়ল। বইখানা তুলে নিয়ে যত্ন করে গাড়ির মেঝেতেই কিছুটা দূরে রেখে দিলাম যাতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ভিজে না যায়। হঠাৎই আমি একটু হাসলাম, মনে পড়ল যে জীবনের কোন ভৌগোলিক পরিমাপ বা সীমা নেই।

"তোমার ভাগ্য শুভ হোক ট্রেভেলিয়ান," আমি বললাম। "আর তোমার রাজকন্যার জন্য পিটুনিয়া ফুলের চারা যেন তুমি খুঁজে পাও!"

# শহরের জলপরী

## Rus in Urbe

যদি টাকার অংক দিয়ে মানুষের বিচার করা যায়, তাহলে তিন রকম মানুষকে আমি অপছন্দ করি: যতটা তারা খরচ করতে পারে তার চাইতে বেশি টাকা আছে যে সব মানুষের; তারা যত টাকা সত্যি খরচ করে তার চাইতে বেশি টাকা আছে যে সব মানুষের; আর তাদের যত টাকা আছে তার চাইতে বেশি টাকা খরচ করে যে সব মানুষ। এই তিন রকম মানুষের মধ্যে প্রথমোক্তদের আমি মোটেই পছন্দ করি না। কিন্তু মানুষ হিসাবে স্পেন্সার গ্রেন্‌ভিল নর্থকে আমি বেশি পছন্দ করি, যদিও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক—ঠিক কত লক্ষ সেটা আমি ভুলে গেছি।

সেবার গ্রীষ্মকালে আমি শহর ছেড়ে কোথাও যাই নি। সাধারণত আমি লংদ্বীপের দক্ষিণ তীরবর্তী একটা গ্রামেই যাই। কিন্তু সে গ্রীষ্মে যাই নি। সেটা মনে রেখো। এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন যাই নি। আমি জবাব দিয়েছিলাম, "কারণ নিউ ইয়র্ক হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে ভাল গ্রীষ্মাবাস।" কথাটা আপনারা আগেও শুনেছেন। কিন্তু তাকে আমি এই কথাই বলেছিলাম।

সে বছর আমি ছিলাম থিয়েটারের ব্যবস্থাপক ও প্রযোজক "বিংক্লে অ্যাণ্ড বিং"-এর প্রেস-এজেন্ট। প্রেস-এজেন্ট ব্যাপারটা কি সেটা আপনারা অবশ্যই জানেন। কিন্তু সেটা নয়। প্রেস-এজেন্ট হবার সেটাই গোপন কথা।

বিংক্লে তার নতুন "সি. অ্যাণ্ড এন. উইলিয়ামসন" গাড়িটা নিয়ে ফ্রান্স পরিভ্রমণে বেরিয়েছে, আর বিং গেছে স্কটল্যাণ্ড-এ কেশকুঞ্চন যন্ত্র চালানো শিখতে। যাবার আগেই তারা স্বাভাবিক উদারতাবশত ছুটি কাটাবার জন্য আমাকে জুন ও জুলাই মাসের বেতন আগাম দিয়ে গেছে। আমি কিন্তু নিউ ইয়র্ক-এই থেকে গিয়েছি; আমার মতে এটাই সব চাইতে ভাল গ্রীষ্মাবাস—

কিন্তু সে কথা তো আগেই বলেছি।

জুলাইয়ের ১০ তারিখে নর্থ এই শহরে এসে হাজির হলেন তার এডিরনড্যাক্স শিবির থেকে। এমন একটা শিবিরের কল্পনা করতে চেষ্টা কর যেখানে আছে ষোলটা ঘর, কাঠের আসবাবপত্র, পালকের লেপ, একটি খানসামা, একটা গ্যারাজ, নিরেট রূপোর রেকাবি, আর একটা দূরভাষ টেলিফোন। অবশ্য শিবিরটার অবস্থান একটা জঙ্গলের মধ্যে।

নর্থ এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে; আমার তিনটে ঘর, স্নান-ঘর, আর বাড়তি আলো বা সারা রাত আলোর দরুণ অতিরিক্ত টাকার বাসায়। তিনি আমার পিঠে একটা থাপ্পড় মারলেন, আর হৈ-চৈ করে পাড়া মাথায় করে তুললেন। তার বাদামী চেহারায় সুস্বাস্থ্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ, আর সাজসজ্জায় অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি।

তিনি বললেন, "কয়েকটা কাগজপত্র সই করা আর ঐ ধরনের কিছু কাজ নিয়ে চলে এলাম কয়েকটা দিনের জন্য। আমার উকিলের তার পেয়েই এলাম। তারপর, শহরের আলসে বাবু, এখানে বসে কি করছ? সুযোগটা পেয়েই টেলিফোন করে জানলাম তুমি এখানেই আছ। তোমার সেই স্বপ্নের দেশ লংদ্বীপের কি হল? প্রত্যেক গ্রীষ্মেই তো টাইপরাইটার ও বদমেজাজ নিয়ে সেখানেই পাড়ি দাও। রাত হলেই খামার-বাড়িতে যারা—মানে—রাজহাঁসরা নাচ-গান করত, তাদের কিছু গড়বড় হয়েছে কি?"

"পাতিহাঁস বল," আমি বললাম। "রাজহাঁসের সুর তো ভাগ্যবানদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য। ধনবানদের জমিদারির কৃত্রিম হ্রদের জলে তারা গলা দুলিয়ে সাঁতার কাটে ভাগ্যদেবীর প্রিয় সন্তানদের মনোরঞ্জনের জন্য।"

নর্থ বললেন, "সেণ্ট্রাল পার্কেও তারা সাঁতার কাটে বহিরাগত এবং ভবঘুরেদের আনন্দ দিতে। অনেকবার সেখানেও তাদের দেখেছি। কিন্তু গ্রীষ্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি এখনও শহরে বসে আছ?"

"নিউ ইয়র্ক শহরটা," আমি আবার বলতে শুরু করলাম, "হচ্ছে গ্রীষ্মকালের সব সেরা—"

নর্থ জোর গলায় বলে উঠলেন, "না, তুমি ও কথা বলো না। ঐ পুরনো কথা আমাকে শুনিও না। তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি। আরে বাবা, এবার গ্রীষ্মে তোমার আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। সেখানে প্রেস্টনরা ছিল; তাছাড়া টম ভল্‌নি ও মনরো পরিবার, লুলু স্ট্যানফোর্ড আর মিস্ কেনেডি ও তার মাসিও ছিল। মাসিকে তো তোমার খুবই ভাল লাগত।"

"মিস্ কেনেডির মাসিকে আমি কোনদিনই পছন্দ করতাম না," আমি বললাম।

নর্থ বললেন, "সে কথা আমি বলি নি। সেখানে আমাদের দিনগুলো খুব ভাল ভাবে কাটছে। পিকেরেল ও ট্রাউট মাছের তো ছড়াছড়ি। ছিপ ফেলা মাত্রই তারা তোমার বড়শিটাকে গিলে খাবে। তাছাড়া, আমাদের দুটো বিদ্যুৎ চালিত লঞ্চ আছে। তাতে চড়ে আমরা অনেক দূরে ভেসে যাই; সঙ্গে নিয়ে যাই একটা বড় ফনোগ্রাফ; একটা ছেলেও সঙ্গে যায়। সেই তো রেকর্ডগুলো পাল্টে দেয়। ওদিকে বনের মধ্যেও বেশ ভাল রাস্তা আছে। সেখানে আমরা মোটর চালাই। আর 'পাইনক্লিপ ইন্'-টাও মাত্র তিন মাইল দূরে। এবার সেখানে অনেক ভাল ভাল লোক এসেছে। সপ্তাহে দু' দিন আমরা সেখানে নাচতে যাই। তুমি কি একটা সপ্তাহের জন্য আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পার না হে বুড়ো?"

আমি হেসে বললাম, "নর্থ, তোমার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু—গ্রীষ্মকালে এই শহরই আমার ভাল। সব বুর্জোয়ারা এখন পালিয়েছে এখান থেকে, তাই আমি এখন থাকতে পারব নিরোর মত—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শহরটা যখন নব্বই ডিগ্রি গরমে ধুঁকছে তখন ওই বেহালা বাজানোটা বাদ দিয়ে। এখানে ফ্লোরিডার তাল গাছের নিচে বসে ডালিমের কোয়া খাব, আর বিদ্যুৎ শক্তির দৌলতে স্বয়ং বোরিয়াস আমার জন্য বয়ে আনবে মেরু প্রদেশের হাওয়া। আর ট্রাউট মাছের কথায় বলি, তুমি তো নিজেও জান যে "মোরিস"-এর রাঁধুনি জিন ও জিনিসটা পৃথিবীর অন্য যে কোন মানুষের চাইতে ভাল রাঁধতে পারে।"

নর্থ বলল, "আমার কথা রাখ। আমার প্রধান রাঁধুনি নানা উপকরণ দিয়ে ট্রাউট মাছটা যা রাঁধে না—একেবারে মোক্ষম। ঝিলের ধারে আগুন জ্বালিয়ে সেই মাছ দিয়ে আমরা ডিনার খাই।"

আমি বললাম, "জানি। চাকররা টেবিল পেতে দেয়, চেয়ার সাজায়, ভাল কাপড় বিছিয়ে দেয়, আর তোমরা রূপোর চামচ দিয়ে খাও। তোমরা কোটিপতিরা কি রকম শিবিরে বাস কর সেটাও আমি জানি। বুনো ফুল ফেলে দিয়ে তোমরা শ্যাম্পেনের বালতি নিয়ে বসে পড়, এবং—কোন সন্দেহ নেই—ম্যাডাম টেট্রাজিনি ভোজনের পরে নৌকোর উপরে মঞ্চে বসে গানও করে।"

নর্থ বলল, "আরে না না, আমরা এখনও এতটা গোল্লায় যাই নি। এ কথা ঠিক যে একটা বিচিত্র অনুষ্ঠানের দল তিন-চার রাতের জন্য সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে তথাকথিত নক্ষত্র কেউ ছিল না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তুমি শহরে থাকতে ভালবাস এ-কথাটা আমাকে অন্তত বলো না। আমি বিশ্বাস করব না। তাই

যদি হবে তাহলে বিগত চার বছর ধরে কেন তুমি সেখানেই গ্রীষ্মকালটা কাটিয়েছ; এমন কি রাতের ট্রেন ধরে একবার শহর থেকে পালিয়েও গিয়েছিলে, আর তোমার বন্ধুদের কাউকে পর্যন্ত বলতে চাও নি সে সরল গ্রামটা কোথায় আছে?"

আমি বললাম, "তার কারণ তারা হয়তো আমার পিছু পিছু গিয়ে ব্যাপারটা জেনে ফেলত। কিন্তু তার পরেই আমি জানতে পেরেছি যে শহরেই অনেক ভাল ভাল মেয়ে পাওয়া যায়। আজ সন্ধ্যায় যদি তোমার হাতে কোন কাজ না থাকে তো আমি তোমাকে দেখিয়ে আনতে পারি।"

নর্থ বলল, "আমার হাতে কোন কাজ নেই, আর আমার ছোট গাড়িটাও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

প্রথমেই আমরা সেণ্ট্রাল পার্কে গিয়ে কয়েক পাক ঘুরলাম। তারপর সেণ্ট্রাল-এর সব চাইতে জংলা দিকটায় গিয়ে বললাম, "এর চাইতে তাজা ও বিশুদ্ধ বাতাস তুমি আর কোথায় পাবে?"

নর্থ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "বাতাস! একে তুমি বাতাস বল?—এই ময়লা জঞ্জাল ও গ্যাসোলিনের গন্ধে ভরা ধুম্‌সা বাষ্পকে? আরে বাপু, দিনের আলোয় পাইনের বনে ঢুকে যদি এক ঝলক বাতাস প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিতে পারতে তাহলে বুঝতে বাতাস কাকে বলে।"

আমি বললাম, "তার কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু গন্ধ, স্বাদ ও নাকের সুখের কথাই যদি বল তাহলে তো লংদ্বীপের এক ঝলক সাগরের বাতাস ফেলে আমি আর কিছুই চাই না।"

নর্থ ঈষৎ ঠাট্টার সুরে বলল, "তাহলে এই প্রকাণ্ড রুটির কারখানায় সিদ্ধ না হয়ে তুমি সেখানেই বা যাচ্ছ না কেন?"

আমি নাছোড়বান্দার মত বললাম, "কারণ আমি জেনে গেছি যে নিউ ইয়র্কই গ্রীষ্মকালের সব সেরা—"

বাধা দিয়ে নর্থ বলে উঠল, "একই কথা বারবার বলো না তো। আসলে তুমি নিজেও তো কথাটা বিশ্বাস কর না।"

বন্ধুর কাছে আমার মতটা প্রমাণ করতে গিয়ে আমি কিছুটা বিপদেই পড়ে গেলাম। আবহাওয়া দপ্তর আর মরশুমটাও যেন একযোগে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বসল।

মনে হল, শহরটা বুঝি একটা জ্বলন্ত উনুনের উপর বসে আছে। রাজপথে লোকচলাচলও বেশ কমে গেল। হোটেলগুলোর বাইরেটা বেশ আলো-ঝলমল হলেও, ভিতরটা একেবারে ভোঁ-ভোঁ।

নর্থ ও আমি একটা হোটেলের ছাদে বসে ডিনার খেলাম; আর সেখানেই কয়েক মিনিটের জন্য মনে হল, এবারকার মত আমি বোধ হয় জিতেই গেলাম। প্রায় শীতল একটা পূবের হাওয়া ছাদ বিহীন ছাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। পুষ্প-বিতানের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা অর্কেস্ট্রার মধুর সুর।

কয়েকটি মহিলা রুচিসম্মত গ্রীষ্মকালীন পোশাক পরে টেবিলে এসে বসায় দৃশ্যটা যেন আরও জীবন্ত ও বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার উপর ডিনারটাও হল অতি উৎকৃষ্ট;

ফলে গ্রীষ্মাবাস প্রসঙ্গে আমার বিচারটা যেন আরও জোরালো হয়ে দেখা দিল। নর্থ অবশ্য গজগজ করেই চলল।

ডিনার শেষ করে আমরা ছাদের বাগানে একটা রঙ্গ-নাটিকা দেখতে গেলাম। সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাছাড়া, সেখানে পাওয়া গেল ভাল খাবার, কৃত্রিম ঠাণ্ডা আবহাওয়া, তৎপর পরিসেবা, আর খুশি-খুশি, সুবেশ শ্রোতার ভিড়।

নর্থের খুঁতখুঁতানি তবু গেল না।

সে বলল, "পয়লা মে তারিখেই আমি অবাধ বরফের ফাণ্ডে পাঁচ শ' ডলার দিয়েছি। এখানে তো সব কিছুই কৃত্রিম, ফাঁপা আর বিরক্তিকর। একটিবার জঙ্গলে গিয়ে দেখে এস। ঝড়ের সময় পাইন ও ফার-এর নাচ তো একটা দেখার জিনিস। সারা দিন হরিণ শিকারের পরে পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে সটান শুয়ে পড়ে বোতলে চুমুক দাও। গ্রীষ্মের অবকাশ তো এইভাবেই কাটাতে হয়। বাইরে বেরিয়ে পড় আর প্রকৃতির কোলে দিন কাটাও।"

"তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত," আমিও জোর দিয়ে বলে ফেললাম।

মুহূর্তের জন্য আমার সতর্কতায় ভাঁটা পড়েছিল। আমার সত্যিকার মনের কথাগুলিই বলে ফেলেছিলাম। নর্থ বহুক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর প্রশ্ন করল, "তাহলে প্যান ও এপোলোর নামে বল, কেন এতক্ষণ ধরে শহুরে গ্রীষ্মের এত গুণ-কীর্তন করছিলে ?"

মনে হয়, আমার মুখে দোষী-দোষী ভাবটা ফুটে উঠেছিল।

নর্থ বলে উঠল, "আচ্ছা। তাই বল। তা—মহিলার নামটা জানতে পারি কি ?"

আমি বললাম, "অ্যানি এ্যাস্টন। 'বিংক্লে অ্যাণ্ড বিং'-এর প্রযোজনা 'রূপোর রজ্জু' নাটকে সে নানেতে'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। পরের মরশুমে এর চাইতেও ভাল একটা চরিত্র সে পাবে।"

"আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে চল," নর্থ বলল।

মাকে নিয়ে এ্যাস্টন একটা ছোট হোটেলে থাকত। তারা পশ্চিমের লোক। কিছু টাকা-পয়সাও ছিল। তাতেই কোন রকমে চলে যেত। "বিংক্লে অ্যাণ্ড বিং"-এর প্রচার-সম্পাদক হিসাবে আমি তাকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

মেয়েটি পরমা সুন্দরী, শান্ত-শিষ্ট, আর বেশ খাঁটি বলেই মনে হয়। রঙ্গমঞ্চের প্রতি মনের টান এবং তার উপযোগী প্রতিভা—দুইই তার ছিল। বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত আর মার জন্য টুপি বানাতেই সে ভালবাসত। "বিংক্লে অ্যাণ্ড বিং"-এর প্রচার-সম্পাদককে সে বন্ধুর মতই দেখত। তখন থিয়েটার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে সে একটা বেসরকারি কাজে আমাকে ডেকেছিল। আমার বন্ধু স্পেন্সার গ্রেনভিল নর্থ-এর কথা আমি তাকে অনেকবার বলেছি; অতএব রঙ্গ-নাটকের প্রথম অংশটা শেষ হবার আগেই একটা টেলিফোন পেয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

আমার ও মিঃ নর্থ-এর দেখা পেলে মিস্ অ্যাস্টন খুব খুশি হবে।

সেখানে পৌঁছে আমরা দেখলাম, মিস্ এ্যাস্টন তার মার মাথায় একটা নতুন টুপি পরিয়ে দিচ্ছে। আগে কখনও তাকে এতটা মনোরমা দেখি নি।

নর্থ অশোভনভাবে নিজেকে জাহির করতে লাগল। এমনিতেই সে কথা বলতে ওস্তাদ। তার উপর সে অনেক—অনেক লক্ষের মালিক—অংকটা ঠিক কত আমি ভুলে গেছি। ভুলক্রমে আমি তার মার টুপিটার প্রশংসা করে ফেলেছিলাম, আর তার ফলে সে আমাকে ডজন-ডজন টুপি এনে দেখাল, আর তার কাট-ছাট নিয়ে সমানে বক্তৃতা দিতে লাগল। তারপরেই ওদিক থেকে আমার কানে এল, নর্থ ইনিয়ে-বিনিয়ে এ্যানিকে শোনাচ্ছে তার বাহারি শিবিরের গল্প।

দু'দিন পরেই দেখলাম, নর্থ তার মোটর গাড়িতে মিস্ এ্যাস্টন ও তার মাকে নিয়ে চলেছে। পরের বিকেলেই সে আমার কাছে এসে হাজির হল।

আমাকে বলল, "আর যাই হোক, এই পুরনো শহরটা কিন্তু গ্রীষ্মকালের পক্ষে মন্দ জায়গা নয় ববি। এখানে এসে যত ঘুরছি ততই যেন ভাল লাগছে। হোটেলের ছাদে এবং বাইরের বাগানে কিছু প্রথম শ্রেণীর হাসির নাটক আর লঘু অপেরা অভিনীত হয়ে থাকে। একটা ভাল জায়গা খুঁজে নিয়ে কিছু নরম পানীয় পেটে ঢাললে এখানেও গ্রামের মতই ঠাণ্ডা হওয়া যায়। ও সব চুলোয় যাক! একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে পল্লী অঞ্চলটা এমন কিছু আহামরি নয়। সেখানে তুমি ক্লান্ত বোধ করবে, রোদে পুড়বে, আর নিঃসঙ্গ হবে; আর রাঁধুনিটা পুরনো, বাসি যা এনে দেবে তাই তোমাকে খেতে হবে।"

"একটা কিছু তফাৎ তো আছেই, কি বল?" আমি বললাম।

"তা তো আছেই। অনেক তফাৎ।"

সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললাম, "তফাৎ একটা আছেই, কি বল?" এবার সে বুঝতে পারল।

বলল, "দেখ বব, আমি তোমাকে সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমার উপায়ন্তর ছিল না। তোমার সঙ্গে আমি সমানেই পাল্লা দিয়ে যাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই জিতব। সে মেয়ে 'বিশেষ ভাবে' আমারই।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। দু'জনের কাছেই মাঠটা খোলা। অনধিকার প্রবেশের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।"

বৃহস্পতিবার বিকেলে মিস্ এ্যাস্টন নর্থকে ও আমাকে তার বাসায় চা খেতে নেমন্তন্ন করল। নর্থ ভাবে বিভোর, আর এ্যাস্টন আরও সুন্দরী। টুপির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমি দু' একটা কথা বললাম। কথাপ্রসঙ্গে মিস্ এ্যাস্টন পরবর্তী মরশুমের নাটকের কথা তুলল।

"ওঃ," আমি বললাম। "সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। পরের মরশুমে আমি 'বিংক্লে অ্যাণ্ড বিং'-এর সঙ্গে থাকছি না।"

সে বলল, "সে কি? আমি তো জানি, ওরা একটা এক নম্বর দল গড়ে তোমার হাতেই দলের ভার দেবে। তুমিও তো সেই রকমই আমাকে বলেছিলে।"

আমি বললাম, "সেই রকম কথাই ছিল, কিন্তু তা হবে না। আমি কি করব সেটা আমিই তোমাকে বলছি। আমি যাচ্ছি লংদ্বীপের দক্ষিণে। সেখানে উপসাগরের তীরে একটা ছোট কুটির বানাব। সেখানে গিয়ে কিনে ফেলব দুটো নৌকো, একটা ছোট বন্দুক ও একটা হলুদ কুকুর। তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আমার আছে। সারা

দিন আমি শ্বাস টানব সমুদ্র থেকে আসা লোনা বাতাসে, আর বাতাস যখন বইবে স্থলের দিক থেকে তখন শুঁকব পাইনের গন্ধ। আর নাটক লিখে লিখে ট্রাংক ভর্তি করে ফেলব।

"তারপরেই সব চাইতে বড় কাজ যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার পাশের হাঁসের খামার বাড়িটা কিনে ফেলা। তাদের ডাক খুব একটা মধুর নয়, কিন্তু আমার শুনতে ভাল লাগে। হাঁসের ডাকে প্রতি রাতে এক ডজনবার ঘুম ভাঙবে, কিন্তু আমার কানে সেটাই মধুর হয়ে বাজবে।

"আর," উৎসাহের সঙ্গে আমি বলতে লাগলাম, "রূপ, বুদ্ধি, শৃংখলা ও মিষ্টি কণ্ঠ ছাড়া পাতিহাঁসদের আর কি মূল্য আছে তা কি তুমি জান? তাদের পালক জমিয়ে জমিয়ে একটা বিরামবিহীন আয়ের স্রোত বইয়ে দেওয়া যায়। আমার জানাশোনা একটা খামারে এক বছরে ৪০০ স্টার্লিং পাউণ্ড দামের পালক বিক্রি হয়। আর সেটা যদি জাহাজে করে বাজারে ছাড়া যায় তাহলে টাকার অংকটা আরও অনেক বাড়বে। হ্যাঁ, পাতিহাঁস আর সাগরের লোনা হাওয়াই আমার পছন্দ। ভাবছি একটা চীনা রাঁধুনি রাখব, আর তাকে আর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যাস্ত দেখেই আমার দিনগুলো কেটে যাবে। এই একঘেয়ে, রোদে-পোড়া, অর্থহীন ও গর্জনমুখর শহরে আমার দরকার নেই।"

মিস্ এ্যাস্টন অবাক হয়ে গেল। নর্থ হাসতে লাগল।

"আজ রাতেই আমি নাটক লেখা শুরু করে দেব; সুতরাং এবার আমাকে উঠতে হবে।" কথাগুলি বলে আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় হলাম।

কয়েক দিন পরে মিস্ এ্যাস্টন আমাকে টেলিফোন করে জানাল, আমি যেন বিকেল চারটের সময় তার সঙ্গে দেখা করি। আমি দেখা করলাম।

মিস্ এ্যাস্টন একটু ইতস্তত করে বলল, "তুমি আমার অনেক উপকার করেছ; তাই ভাবলাম, কথাটা তোমাকে জানাব। আমি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছি।"

আমি বললাম, "ঠিক করছ। আমিও সেই রকমই ভেবেছি। যথেষ্ট টাকা হলে ওরা সাধারণত এটাই করে।"

সে বলল, "আমার হাতে কোন টাকা নেই, অথবা যৎকিঞ্চিৎ আছে। আমাদের টাকা-পয়সা প্রায় নিঃশেষ।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমি শুনেছি, দুই, দশ, অথবা ত্রিশ—অনেক লক্ষ তার আছে; ঠিক কত আমি ভুলে গেছি।"

মিস্ এ্যাস্টন বলল, "আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছ। না জানার ভান আমি করব না। আমি মিঃ নর্থকে বিয়ে করছি না।"

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, "তাহলে তুমি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছ কেন? জীবিকা অর্জনের জন্য আর কি তুমি করতে পার?"

সে আমার আরও কাছে এগিয়ে এল। তার চোখের সেই চাউনি আমি এখনও দেখতে পাই।

সে বলল, "আমি পাতিহাঁসের পালক কুড়োতে পারি।"

প্রথম বছরেই আমরা পালক বিক্রি করে পেয়েছিলাম ৩৫০ স্টার্লিং পাউণ্ড।

# হায়রে বিচার

## A Poor Rule

আমি সব সময়ই বলি, অনেক সময় বেশ জোড় দিয়েই বলি যে মেয়ে মানুষ রহস্যময়ী নয়; পুরুষ মানুষ তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, তাকে বুঝতে পারে, পরাভূত করতে পারে, এবং তাকে ব্যাখ্যা করতেও পারে। সে যে রহস্যময়ী এ ধারণাটা বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের মাথায় সে নিজেই ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি সেটা আমরা পরে দেখতে পাব। সেকালে "হারপার'স ড্রয়ার"-এ বলা হত: "নিম্নোক্ত ভাল গল্পটি বলা হচ্ছে মিস্—, মিঃ—, এবং মিঃ—কে নিয়ে।"

"বিশপ অমুক" এবং "মাননীয়—"কে বাদ দিতেই হচ্ছে, কারণ তাঁরা এদের দলে পড়েন না।

সেকালে পালোমা ছিল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী একটা নতুন শহর। একজন প্রতিবেদক হয় তো সেটাকে "ব্যাঙের ছাতা" শহরই বলত; কিন্তু সেটা ঠিক নয়। পালোমাই ছিল প্রথম এবং শেষ কোলা ব্যাঙের ছাতার মত শহর।

সেখানে দুপুরবেলা ট্রেনটা থামত জল খেতে, আর যাত্রীরা নামত জল ও ডিনার খেতে। সেখানে ছিল একটা নতুন হোটেল, একটা পশমের কারখানা, আর সম্ভবত তিন ডজন বাক্সের মত ঘর-বাড়ি। এ ছাড়া আর ছিল কিছু তাঁবু, গরু-বাছুর, কালো মোমের মত কাদা, আর মেস্কিট গাছের সাড়ি—সবই দিগন্ত রেখা দিয়ে ঘেরা। পালোমা ছিল একটা উঠতি শহর। বাড়িগুলো ছিল বিশ্বাসের প্রতীক; তাঁবুগুলো আশার; দিনে দুটো ট্রেন ভালভাবেই পালন করত দাক্ষিণ্যের ভূমিকা।

"প্যারিসিয়ান রেস্টুরেন্ট"টার অবস্থান ছিল বর্ষায় শহরের সব চাইতে কর্দমাক্ত অঞ্চলে; আর যখন রোদ উঠত তখন সেটা সব চাইতে গরম জায়গা। "বুড়ো মানুষ হিংকল" নামে পরিচিত একটি নাগরিকই ছিল সেটার মালিক ও শ্রমিক। এই জমানো দুধ ও চীনা ঘাসের দেশে সে ভাগ্যের সন্ধানে এসেছিল ইণ্ডিয়ানা থেকে।

পরিবারটি বাস করত একটা চুনকামবিহীন চার ঘরের বাক্স-বাড়িতে। বাঁশের খুঁটির উপর ঘাসের ছাউনি দিয়ে রান্নাঘরটাকে বাড়িয়ে একটা "চালা ঘর" বানানো হয়েছিল। তারই নিচে পালোমার কুটিরশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ একটা টেবিল আর প্রতিটি বিশ ফুট লম্বা দুটো বেঞ্চি পাতা হয়েছিল। সেখানেই পরিবেশন করা হত মাংসের রোস্ট, আপেলের স্টু, সেদ্ধ মটরশুটি, সোডা-বিস্কুট, আর গরম কফি।

রান্নাঘরের দায়িত্বে থাকত মা হিংকল আর "বেটি" নামের একটি সহকারী যাকে কখনও চোখে দেখা যেত না। পরিবেশনের কাজটা করত বাবা হিংকল স্বয়ং। খুব ভিড়ের সময় একটি মেক্সিকান যুবক অতিথিদের আপ্যায়নের কাজে তাকে সাহায্য করত। একটু ফাঁক পেলেই সে সিগারেট পাকিয়ে ধূমপান করত। প্যারিসিয় ভোজসভার

রীতি অনুসারে আমার হাতে লেখা মেনুর একেবারে শেষে আমি রাখতাম মিঠাই জাতীয় পদগুলি।

আইলীন হিংকল।

বানানটা সঠিক, কারণ আমি নিজে তাকে নামটা লিখতে দেখেছি।

আইলীন বাড়ির মেয়ে তো বটেই, তার উপর সে ছিল গোটা উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রথম মহিলা কোষাধ্যক্ষ। সে বসত পাইন কাঠের উঁচু মঞ্চের উপরকার একটা উঁচু টুলের উপর, রান্নাঘরের দরজার কাছে চালা-ঘরটার নিচে। তার সামনে থাকত একটা কাঁটা-তারের বেড়া; তার নিচেকার অর্ধবৃত্তাকার ছোট ফোঁকড়ের ভিতর দিয়ে তো আপনাকে টাকা-পয়সা দিতে হয়। কাঁটা-তারের বেড়াটা কেন যে দেওয়া হয়েছে সেটা খোদাই মালুম; কারণ প্যারিসিয় ডিনার খেতে যারা সেখানে আসে তাদের সকলেই তো তার একটু সেবা করার জন্য মরতেও প্রস্তুত। তার কাজটাও ছিল খুব হাল্কা; প্রতিটি মিলের দাম এক ডলার: আপনি সেটা ফোঁকড়ের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেবেন, আর সে সেটা তুলে নেবে। বাস।

একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ জুড়ে "প্যারিসিয় রেস্টুরেন্ট"-এর এলাকা। তার বাইরে থেকে অনেকেই ঘোড়া ছুটিয়ে পালোমাতে আসে আইলীন-এর মুখের একটু হাসি দেখতে। সেটুকু প্রাপ্য তারা পায়। একটি মিল—একটি হাসি—একটি ডলার। কিন্তু যত নিরপেক্ষই সে হোক না কেন, মনে হয় আইলীন তিনজনের প্রতি একটু বেশি অনুগ্রহ দেখায়। ভদ্রতার খাতিরেই নিজের নামটা আমি সকলের শেষে উল্লেখ করব।

প্রথমজন কৃত্রিমতার প্রতীক, নাম ব্রায়ান জ্যাক্স—এমন একটি নাম যা বহু উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত। তার পরিচিতির পরিধি ছিল বাঙ্গোর থেকে সান ফ্রান্সিস্কো, আরও উত্তরে পোর্টল্যাণ্ড, সেখান থেকে ফ্লোরিডার একটা বিশেষ বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর সব রকম কলা, ব্যবসা, শিকার, বৃত্তি ও খেলাধূলায় সে ছিল পারঙ্গম। যতবার জ্যাককে দেখেছি ততবারই আমার মনে পড়েছে এক কবির লেখা জি. জি. বায়রণ নামের আর এক কবির বর্ণনা—যে "অল্প বয়সেই মদ ধরেছিল; মদেই ডুবে থাকত—এত মদ খেত যাতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের তৃষ্ণা মিটে যেত; তারপর তৃষ্ণায় গলা শুকিয়েই যে মারা গেল, কারণ তার কাছে আর মদ ছিল না।"

এ বিবরণ জ্যাক্সকেও মানাত, কিন্তু মরে না গিয়ে সে হাজির হল পালোমাতে প্রায় একই অবস্থায়। সে ছিল এক তারবার্তা-প্রেরক এবং স্টেশন—এবং—এক্সপ্রেস এজেন্ট—বেতন মাসিক পঁচাত্তর ডলার। এমন একটি যুবক যে সব কিছু জানত এবং সব কিছু করতে পারত। সে কেন এমন একটা অতি সাধারণ চাকরিতে সন্তুষ্ট ছিল, সেটাই আমি কোনদিন বুঝতে পারি নি।

আরও একটি পংক্তিতে তার বিবরণ লিখেই আমি তাকে আপনাদের হাতে তুলে দেব। সে পরত উজ্জ্বল নীল পোশাক, হলুদ জুতো, আর তার শার্টের কাপড়েই তৈরি একটা বো-টাই।

আমার দুই নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাড কানিংহাম। কর্মসূত্রে সে থাকত পালোমার নিকটবর্তী একটা পশু-খামারে, তার কাজ ছিল বেয়ারা ঘোড়াগুলোকে পোষ মানানো।

রঙ্গমঞ্চের বাইরে আমি একমাত্র বাডকে দেখেছি যার চেহারা-ছবি ঠিক পশু পালকের মতই। তার মাথায় চওড়া পটির টুপি, গলার পিছন দিকে একটা রুমাল বাঁধা।

সপ্তাহে দু'দিন বাড ভাল্ ভার্দে খামার থেকে "প্যারিসিয়ান রেস্টুরেন্ট"-এ খেতে আসত।

অবশ্য জ্যাক্স ও আমি ছিলাম রেস্টুরেন্টের নিয়মিত বোর্ডার।

"হিংকল হার্ডস্"-এর সমুখের ঘরটা একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট বসবার ঘর। বাঁশের দোলনা-চেয়ার, বাড়িতে সেলাই-করা ঢাকনা, বইপত্র ও শংখের খোলা সারি সারি সাজানো। এক কোণে একটা ছোট পিয়ানো।

সন্ধ্যার দিকে যখন খদ্দেরের ভিড় জমে যেত তখন জ্যাক্স, বাড ও আমি—কখনও বা ভাগ্যক্রমে একজন বা দু'জন—সেখানে গিয়ে বসতাম এবং মিস্ হিংকল-এর সঙ্গে "দেখা" করতাম।

আইলীন অনেক কিছু ভাবত। সারা দিন একটা কাঁটা-তারের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে ডলার নেওয়ার চাইতে অনেক বড় কিছু পাওয়াই ছিল তার নিয়তি। সে পড়াশুনা করত, মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনত আর ভাবত।

বাঁকা ভুরু দুটিকে কিছুটা একত্রে এনে সে হয় তো প্রশ্ন করে বসত, "আপনি কি মনে করেন না যে শেক্সপীয়র একজন মহৎ লেখক ছিলেন?" আর তখন যদি স্বয়ং ইগ্নেশিয়াস ডোনেলি সেটা দেখতেন তাহলে তিনিও হয় তো তার "বেকন" কে বাঁচাতে পারতেন না।

আইলীন আরও মনে করে শিকাগোর চাইতে বোস্টন অধিক সংস্কৃতিবান শহর; রোজা বনহুর ছিলেন নারী চিত্রকরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা; পাশ্চাত্ত্যের লোকরা প্রাচ্যদের চাইতে অনেক বেশি স্বতস্ফূর্ত ও দিলখোলা; লণ্ডন একটা কুয়াসা ঢাকা শহর, আর বসন্তকালে ক্যালিফোর্ণিয়া বড়ই মনোরম শহর। এই রকম আরও অনেক মতামত তার আছে যা থেকে বোঝা যায় যে পৃথিবীর সেরা চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাল রেখে সে চলে।

একদিন সন্ধ্যায় সে বলল, "আমার চোখের গুণ-কীর্তন শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি জানি যে আমি সুন্দরী নই।"

(বাড কানিংহাম আমাকে পরে বলেছিল, এই মেয়েটি যখন এই কথাগুলি বলে তখন আমি তাকে মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।)

আইলীন আরও বলল, "আমি মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের একটি ছোট মেয়ে মাত্র; আমি শুধু সরল ও পরিচ্ছন্ন থাকতে চাই; আর বাবা যাতে সাদাসিধেভাবে বেচে থাকতে পারে সেই চেষ্টাই করি।"

(বুড়ো মানুষ হিংকল প্রতি মাসে নিট লাভ এক হাজার রূপোর ডলার পাঠায় সান এণ্টোনিও-র একটা ব্যাংকে।)

চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বাড বলে উঠল, "তুমি ঠিকই বলেছ মিস্ আইলীন, যে রূপটাই সব কিছু নয়। আমি সর্বদাই তোমার প্রশংসা করি তোমার মিষ্টি চাউনির জন্য নয়, মা ও বাবার প্রতি তুমি যে রকম সুন্দর ও সদয় ব্যবহার কর তার জন্য।

বাবা-মার প্রতি যে ভাল ব্যবহার করে আর বাড়ির লোকজনদের প্রতি সদয় থাকে, তার বিশেষ রকম সুন্দরী হবার কোন দরকারই হয় না।"

আইলীন একটি মধুর হাসি তাকে উপহার দিয়ে বলল, "ধন্যবাদ মিঃ কানিংহাম, অনেক দিন পরে একটা ভাল প্রশংসার কথা শুনলাম। আমার চোখ ও চুলের কথা ফেলে আপনার এই সব কথা শুনতে আমি সব সময়ই রাজি আছি। আমি যখন বলি যে তোষামোদ আমি পছন্দ করি না তখন যে আপনি সেটা বিশ্বাস করেন তাতেই আমি খুশি।"

এবাব বাড বলল, "ঠিক কথা মিস্ আইলীন, যাদের চাউনিটা ভাল তারাই যে সব সময় জয়ী হয় সেটাও ঠিক নয়। শান্ত থাক আর বুদ্ধিমতী হও—মেয়েদের পক্ষে এটাই জয়লাভের মূল মন্ত্র। সেদিন মিঃ হিংকল আমাকে বলছিলেন, তুমি যতদিন এখানে কাজ করছ তার মধ্যে কোন দিন একটা রূপোর ডলারও সরাও নি। আরে, একটা মেয়ের সেটাই তো বড় গুণ---আর তাতেই আমি মজেছি।"

জ্যাকও তার প্রাপ্য হাসিটা পেল।

আইলীন বলল, "ধন্যবাদ মিঃ জ্যাক্স। একটা মানুষ যদি চাটুকার না হয়ে খোলা মনে কথা বলে তাহলে আমি কত যে খুশি হই তা যদি জানতেন! আমি তো মনে করি, একজন সত্যবাদী বন্ধু পাওয়াটা ভাগ্যের কথা।"

তারপরেই আইলীন যখন আমার দিকে তাকাল তখন আমার মনে হল তার মুখে যেন একটা প্রত্যাশার দৃষ্টি আমি দেখতে পেলাম। তখনই ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার একটা উন্মাদ প্রেরণা আমাকে পেয়ে বসল; ইচ্ছা হল তাকে সোজা বলে দেই যে সেই মহান কারিগরের হাতে যত কিছু সুন্দর বস্তু সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে সেই সুন্দরতমা কালো কাদা ও সবুজ তৃণভূমির পটভূমিতে সে একটি নিখুঁত মুক্তো-- নিষ্কলংক ও অপরূপ। সে যদি তার আদরের মা-বাবার প্রতি সাপের দাঁতের মত নিষ্ঠুর হয়, অথবা টাকা-পয়সা নয় ছয় করে, তবু তার আশ্চর্য, অনুপম রূপের গুণগান আমি করবই।

কিন্তু সে ইচ্ছা আমি সংবরণ করলাম। তোষামোদকারীর কপালকে আমার বড় ভয়। বাড ও জ্যাক্স-এর কুশলী ও বিচক্ষণ কথাগুলি শুনে তার মনে যে আনন্দ উথলে উঠেছিল সেটা তো আমি নিজের চোখেই দেখলাম। না! মিস্ হিংকলকে চাটুকারের রূপোলি জিহ্বা দিয়ে ভোলানো যাবে না। তাই আমি সত্য ও সৎদের দলেই ভিড়ে গেলাম।

বললাম, "কাব্য ও রোমান্স যাই বলুক, সর্বকালেই নারীর বুদ্ধিমত্তা তার রূপের চাইতে বেশি প্রশংসা পেয়েছে। এমন কি স্বয়ং ক্লিওপেট্রার মধ্যেও মানুষ তার চাউনির চাইতে তার রাণীসুলভ মনটাকেই বড় বলে মনে করেছে।"

"বটে! আমিও তাই মনে করি," আইলীন বলল। "তা অনেক ছবি আমি দেখেছি। আহামরি কিছু নয়। তার নাকটা ছিল বড় বেশি লম্বা।"

আমি বললাম, "তুমি যদি অনুমতি দাও তো বলি মিস্ আইলীন, তোমাকে দেখলে আমার ক্লিওপেট্রাকে মনে পড়ে যায়।"

"কেন, আমার নাকটা তো তেমন লম্বা নয়।" দুটি বিস্ফারিত চোখের উপর তর্জনীটা রেখে আইলীন বলল।

"সে কি—মানে—আমি বলতে চেয়েছি—মানসিক গুণের কথা," আমি বললাম। আইলীন শুধু বলল, "ওঃ!" বাড ও জ্যাক্স-এর মত আমিও আমার প্রাপ্য হাসিটি পেয়ে গেলাম।

খুব, খুব মিষ্টি করে সে বলল, "আমার প্রতি এতটা দিলখোলা ও সৎ মনোভাবের জন্য আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমি চাই, সব সময় আপনারা এই রকমই থাকুন। আপনাদের মনের কথাটা আমাকে খোলাখুলি সঠিকভাবেই বলবেন, তাহলেই আমরা হতে পারব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আর এই উপলক্ষে এখন আমি আপনাদের একটু গান-বাজনা শোনাতে চাই।"

দশটার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা তিনজন চলে যেতাম জ্যাক্স-এর ছোট কাঠের স্টেশনে, আর প্লাটফর্মের উপর বসে পা দোলাতে দোলাতে একে অন্যকে "গ্যাস" দিতাম।

একদিন পালোমাতে এসে হাজির হল একটি অচেনা ঘোড়া, এক উকিল যুবক। নাম সি. ভিন্‌সেন্ট ভেসি। এক নজর দেখেই বুঝতে পারবেন, সে সম্প্রতি গ্র্যাজুয়েট হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমের আইন বিদ্যালয় থেকে। তার প্রিন্স এল্‌বার্ট কোট, হাল্কা ডোরাকাটা ট্রাউজার, চওড়া পটি দেওয়া নরম কালো টুপি, আর মসলিনের সরু টাই সগর্বে ঘোষণা করছে যে ভেসি হচ্ছে ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার, লর্ড চেস্টারফিল্ড, বিউ ব্রুমেল, আর ছোট জ্যাক হর্নার-এর এক পাঁচমিশেলি জগাখিঁচুড়ি। তার আগমনে পালোমা গরম হয়ে উঠল।

অবশ্য নিজের বৃত্তিগত সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পালোমার লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় তো তাকে করতেই হবে। অতএব জ্যাক্স, বাড কানিংহাম এবং আমি তার সঙ্গে পরিচিত হবার সম্মানটা পেলাম।

ভেসি যদি আইলীন হিংকলকে না দেখত এবং রণক্ষেত্রের চতুর্থ প্রতিযোগী না হত তাহলে তো লোকে অদৃষ্টবাদেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে "প্যারিসিয়ান রেস্টুরেন্ট"-এর পরিবর্তে সে বাসা নিল হলুদ-পাইন হোটেলে; কিন্তু হয়ে উঠল হিংকল বৈঠকখানার একজন নিয়মিত অতিথি।

ভেসির ছিল বাগ্মিতা। খনি থেকে যেমন তেল নিঃসৃত হয় প্রবল বেগে, তেমনই প্রচণ্ড বেগে শব্দ বের হত তার মুখ থেকে। তার বাগ্মিতা ও প্রিন্স এল্‌বার্টের আকর্ষণ যে আইলীন সংবরণ করতে পারবে সে আশা আমরা ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু এমন একটা দিন এল যখন আমরাও সাহসে বুক বাঁধলাম।

এক গোধূলি বেলায় হিংকলদের বৈঠকখানার সমুখের ছোট বাগানে আমি বসে ছিলাম আইলীন-এর প্রতীক্ষায়। এমন সময় ভিতরে মানুষের গলা শুনতে পেলাম। বাবার সঙ্গে সে কখন ঘরে ঢুকেছে টের পাই নি। বুড়ো মানুষ হিংকল তাকে কি যেন বলছে। আগেও লক্ষ্য করেছি, বুড়ো বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কিন্তু অযৌক্তিক নয়।

বুড়ো বলছে, "আইলীন, আমি লক্ষ্য করেছি বেশ কিছুদিন হল তিন-চারটি যুবক

নিয়মিতভাবে বেশ কিছু সময়ের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তুমি কি অন্যদের চাইতে বেশি পছন্দ কর?"

মেয়ে জবাব দিল, "সে কি বাপি, আমি তো তাদের সকলকেই খুব পছন্দ করি। আমার তো মনে হয় মিঃ কানিংহাম এবং মিঃ জ্যাক্স এবং মিঃ হ্যারিস সকলেই চমৎকার ছেলে। মিঃ ভেসির সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়, কিন্তু আমি মনে করি তিনিও চমৎকার লোক; আমাকে যা কিছু বলেন সবই খোলা মনে, সৎভাবেই বলেন।"

"দেখ, আমিও সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছি," বুড়ো হিংকল বলল। "তুমি সব সময়ই বল যে সেই সব মানুষকেই তুমি পছন্দ কর যারা সত্য কথা বলে আর আজেবাজে বলে তোমার প্রশংসা করে না। এখন ধর, তুমি যদি এই ছেলেগুলোকে একবার বাজিয়ে নাও; একবার দেখে নাও তাদের মধ্যে কে তোমার সঙ্গে সব চাইতে সোজাসুজি কথা বলে তো কেমন হয়?"

"সেটা কেমন করে করব বাপি?"

"আমি বলে দেব। তুমি জান যে একটু-আধটু গাইতে তুমি পার। লোগান্সপোর্ট-এ তুমি প্রায় দু'বছর গান শিখেছ। সেটা বেশি দিন চলে নি, কারণ আমাদের সে সামর্থ্য ছিল না। আর তোমার শিক্ষকও বলতেন তোমার গানের গলাই নেই; সুতরাং গানটা চালিয়ে যাওয়া মানেই ছিল অর্থের অপচয়। এখন ধর, তুমি তোমার গান সম্পর্কে এই ছেলেদের মতামত জানতে চাইলে এবং তারা কে কি বলে সেটাও জানতে পারলে। এ ব্যাপারে যে সত্যি কথাটি বলবে তার স্নায়ুর জোরটা নিশ্চয় খুব বেশি থাকবে; আর তোমার পক্ষেও একজনকে বেছে নেওয়াটাও সহজ হবে।"

আইলীন বলল, "ঠিক আছে বাপি। ব্যবস্থাপত্রটা ভালই। আমি এটা পরীক্ষা করে দেখব।"

আইলীন ও মিঃ হিংকল ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সকলের অগোচরে আমি ছুটলাম স্টেশনে। জ্যাক্স টেলিগ্রাফের টেবিলে বসে আটটার বার্তার জন্য অপেক্ষা করছিল। শহরে সে রাতটা ছিল বাড-এর। সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পৌঁছলে আমার শোনা সংলাপগুলো তাদের দু'জনকেই শুনিয়ে দিলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেই আমি চাই। আইলীন-এর সব আসল ভক্তদের সেটাই হবে উচিত কাজ।

হাতে হাত ধরে আমরা ধেই-ধেই নৃত্য শুরু করে দিলাম প্লাটফর্মের উপরেই।

সেদিন সন্ধ্যায় যে চেয়ারে মিস্ হিংকল বসেছিল সেটা ছাড়া চারটে দোলনা-চেয়ারই ভর্তি ছিল। ভেসিকে আমরা আগে থেকেই এই প্রতিযোগিতায় বাতিল করে রেখেছিলাম। আমরা বাকি তিনজন চাপা উত্তেজনা নিয়ে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রথম পরীক্ষাটা পড়ল বাড-এর কাঁধে।

"যখন পাতা ঝরে যায়" গানটি শেষ করে উজ্জ্বল হাসি হেসে আইলীন বলল, "মিঃ কানিংহাম, আমার গলা সম্পর্কে আপনার সত্য ধারণাটা কি। খোলা মনে সঠিকভাবেই বলবেন, কারণ আপনি তো জানেন যে সেটাই আমি পছন্দ করি।"

বাড অকপটেই বলল, "সত্যি কথা বলতে কি মিস্ আইলীন, একটা ভোঁদরের গলার চাইতে তোমার গলাটা এমন কিছু ভাল নয়—তবে একটু কর্কশ, এই যা। অবশ্য তোমার গান শুনতে আমরা সকলেই ভালবাসি, কারণ আর যাই হোক তোমার গলাটা বেশ মিষ্টি ও শান্ত, আর তুমি যখন পিয়ানোর টুলে বসে চারদিকে তাকাও তখন তোমাকে চমৎকার দেখায়। কিন্তু সত্যিকারের গানের কথাই যদি বল—তো আমার মতে এটাকে তুমি গান বলতেই পার না।"

অকপট হতে গিয়ে বাড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমি নিবিড়ভাবে আইলীন-এর দিকে তাকালাম; কিন্তু তার খুশির হাসি দেখে আর মিষ্টি সুরের ধন্যবাদ শুনে নিশ্চিত হলাম যে আমরা সঠিক পথটাই ধরেছি।

"আর আপনি কি মনে করেন মিঃ জ্যাক্স?" আইলীন-এর পরবর্তী প্রশ্ন।

মিঃ জ্যাক্স বলল, "আমার কথা হচ্ছে, তুমি প্রথম শ্রেণীর গায়িকা নও। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শহরে আমি তাদের গান শুনেছি; আর আমিই বলছি যে তোমার কণ্ঠস্বর তাদের ধারেকাছেও যায় না। অপর পক্ষে, চেহারা-ছবিতে যে কোন বড় অপেরা পার্টিকে তুমি সাবানের কারখানায় ঠেলে ফেলে দিতে পার।"

জ্যাক্স-এর সমালোচনায় মৃদু হেসে আইলীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

আমি স্বীকার করছি, গোড়ায় আমি একটু থতমত খেয়েছিলাম। অতি খোলামেলা বলে একটা জিনিস কি নেই? হয় তো আমার রায় দেবার সময় আমি একটু রেখে-ঢেকে বলেছিলাম; কিন্তু আমি সমালোচকদের দল ছেড়ে যাই নি।

আমি বললাম, "মিস্ আইলীন, বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীতে আমার দখল নেই, কিন্তু খোলা মনেই বলছি, প্রকৃতি তোমাকে যে গানের গলা দিয়েছেন তার উচ্চ প্রশংসা করতে আমি পারছি না। দীর্ঘকাল ধরে একটা প্রিয় উপমা চলে আসছে যে একজন বড় গায়ক গান করেন পাখির মত। দেখ, পাখিরও তো রকমফের আছে। আমি বলতে চাই, তোমার কণ্ঠস্বর আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে কলকণ্ঠ বুল্‌বুল্‌কে—উচ্চকণ্ঠ, কিন্তু জোরালো নয়, বিশেষ বৈচিত্র্যও নেই—কিন্তু তবু—মানে—মিষ্টি—মানে—এ্যাঁ—এক রকম, আর—মানে—"

মিস্ হিংকল বাধা দিয়ে বলল, "ধন্যবাদ মিঃ হ্যারিস। আমি জানতাম, আপনার খোলা মন ও সততার উপর নির্ভর করা যায়।"

এবার সি. ভিনসেন্ট ভেসি তার বরফ-সাদা আস্তিনটা গুটিয়ে নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বাণীর প্রবাহ।

সেই অমূল্য, ঈশ্বরদত্ত সম্পদ—মিস্ হিংকল-এর কণ্ঠস্বরকে যে প্রভূত প্রশংসায় সে ভূষিত করতে লাগল, আমার স্মৃতি তার বর্ণনা দিতে অক্ষম। নিজের সাদা সাদা আঙুলের টিপগুলি দেখিয়ে সে জেনি লিণ্ডা থেকে এমমা এ্যাবেট পর্যন্ত সবগুলি মহাদেশের মহা মহা অপেরার নক্ষত্রগুলির নাম বলে যেতে লাগল কেবল মাত্র তাদের গুণাবলীর মূল্যহীনতা বোঝাবার জন্য। যদিও পাকে পড়ে শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে লিণ্ডা দু'একটা ক্ষেত্রে স্বরগ্রামের এত উঁচুতে উঠতে পারত যেখানে মিস্ হিংকল এখনও পৌঁছতেই পারে নি—কিন্তু—!!!—সেটা তো নেহাৎই অনুশীলন ও শিক্ষার ব্যাপার।

আর—উপসংহারে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করল—গম্ভীর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করল যে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের এই উঠতি তারকা একদিন কণ্ঠ-শৈলীর এমন একটা স্তরে উন্নীত হবে যার জন্য এই প্রাচীন ও মহান টেক্সাসও এতবেশি গর্ব বোধ করবে যা সঙ্গীতের ইতিহাসে আগে কখনও ঘটে নি।

দশটার সময় আমরা যখন সেখান থেকে উঠে পড়লাম তখন আইলীন আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিল তার স্বভাবগত উষ্ণ, সাদর করমর্দন, সম্মোহনকারী হাসি এবং আবার সেখানে আসার আমন্ত্রণ। সে যে একজনকে অন্য একজন অপেক্ষা বেশি বা কম অনুগ্রহ দেখাল, তেমনটি আমার চোখে পড়ল না—কিন্তু আমরা তিনজনই জানতাম—আমরা জানতাম।

আমরা জানতাম যে খোলা মন আর সততারই জয় হয়েছে; আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা চার থেকে তিন হয়েছে।

স্টেশনে পৌঁছে জ্যাক্স ভাল মালের একটা পাঁইট বোতল খুলল, আর আমরা এক অনধিকার প্রবেশকারী চীৎকারকের পতনকে স্মরণ করলাম।

চারদিন কেটে গেল, কিন্তু উল্লেখ করার মত কিছুই ঘটল না।

পঞ্চম দিনে জ্যাক্স ও আমি নৈশ ভোজের জন্য আমাদের খড়ের কুঞ্জবনে ঢুকতে গিয়ে দেখতে পেলাম, সেই মেক্সিকান যুবকটি নিপাট ওয়েস্টকোট ও সাগর-নীল স্কার্ট পরিহিত দেবতা হবার বদলে কাঁটা তারের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে ডলার গুনে গুনে নিচ্ছে।

আমরা রান্নাঘরে ছুটে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম মিঃ হিংকল দুই হাতে দুই কাপ গরম কফি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা এক সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, "আইলীন কোথায়?"

বাবা হিংকল দয়ালু মানুষ; বললেন, "দেখ হে ভদ্রজনরা, সিদ্ধান্তটা সে হঠাৎই নিয়ে ফেলল; কিন্তু আমি টাকাটা পেলাম, এবং তার মতেই মত দিলাম। সেও চার বছরের জন্য বোস্টন-এর শস্য-কাঁচঘরে গেছে গলা সাধা শিক্ষা করতে। দয়া করে আমাকে একটু যেতে দিন ভদ্রজনরা, কারণ এই কফিটা খুব গরম, আর আমার আঙুলগুলো বড়ই নরম।"

সে রাতে তিনজনের বদলে আমরা চারজন স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে পা দোলাতে লাগলাম। আমাদের দলে তখন অন্যতম একজন ছিল সি. ভিন্‌সেন্ট ভেসি। আমরা নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলাম, আর পাঁচ সেণ্ট দামের রুটির মত আকারের ভরা চাঁদ উঠল বনভূমির উপর দিয়ে; তা দেখে কুকুরগুলো ভৌ-ভৌ করে ডাকতে শুরু করে দিল।

আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল, একটি মেয়ের কাছে মিথ্যা কথা না সত্য কথা—কোন্‌টা বলা ভাল।

আর যেহেতু আমরা সকলেই তখন যুবক ছিলাম, তাই কোন সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছতে পারলাম না।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥